কয়াধুরে বন্দিনী করিয়া
কোথায় লইয়া যাও ?
দৈত্যরাজপত্নী গর্ভবতী,
এ হেন দুর্গতি কেন তা'র ?

ইন্দ্র।—মুনিবর !
শত্রুজায়া এ রমণী,
গর্ভে এর শত্রুর কুমার ;
প্রসূত হইলে এ দানবী,
সেই পুত্র করিব বিনাশ,
অরিপুত্র অরি মোর, প্রভু !
ইহা ছাড়া এ রমণী প্রতি
অন্য মতি নাহি মোর।
পুত্রে এর করিয়া বিনাশ,
পরিত্যাগ করিব ইহারে।

নারদ।—হে সুরেন্দ্র !
কেন এত ভয় ?
না হ'বে দুর্জ্জয় এই গর্ভজাত শিশু,
বরঞ্চ সে শিশু হ'তে
শঙ্কা তব হইবে মোচন,
তেঁই কহি, সহস্রলোচন !
স্থির কর মন,
জীবহত্যা-আশা পরিহর,
পরিত্যাগ কর কয়াধুরে ;—
যা'বে দূরে বিপদ তোমার।
কভু মিথ্যা নয়—জানিও নিশ্চয়
পরম বৈষ্ণব শিশু এই গর্ভকোষে
হরির ধেয়ানে নিমগন।

ইন্দ্র।—হে দেবর্ষে !
সুরাসুরে চিরশত্রু-ভাব,
এই সে কারণ
অরিসুতে অরি ভাবি।
এবে তোমার বচনে
কয়াধুরে কৈনু পরিহার।
কয়াধু,
যাও নিজ স্থান।

কয়াধু।—স্থান নাহি মোর,
মরণ মঙ্গল এবে।
স্বামী মোর রাজ্য ত্যজি'
মন্দর ভূধরে করে তপ।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি
শ্মশান করিলে দৈত্যপুরী,
কত দৈত্যে করিলে বিনাশ,
আত্মীয় স্বজন আর তিন পুত্র মোর
আহত তোমার শরে।
বল,
তবে কোন্ প্রাণে
সে শ্মশানে করিব গমন ?
এ ছার জীবন নাহি চাই,
গর্ভস্থ শিশুর সনে
বধ মোরে বজ্রে, দেবরাজ !

নারদ।— রাণি,
গর্ভবতী রাজরাণী তুমি,
পুত্রহত্যা মহাপাপ।
ভয় নাই,
চল এবে আমার আশ্রমে,
কন্যা সম পালিব তোমারে।
মা আমার,
বড় ভাগ্যবতী তুই,
তোর গর্ভে ভক্তচূড়ামণি,
হরিনাম বিলাইতে মহাপাপিগণে
তোর পুণ্যময় গর্ভে
আবির্ভূত হ'বেন আপনি হরি।
আয় মা, আমার সাথে
শূন্যপথে হরিবোল বলি'।
নিজস্থানে যাও, দেবরাজ !
আপন মঙ্গল তরে
দেবলোকে ভক্তিময় প্রাণে
বিলাও অমূল্য হরিনাম।
ভূলোক অচিরে
হরিনাম-নীরে ভেসে যা'বে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হ'বে
প্রেমময় হরিনামে।

ইন্দ্র।—হরিহরিবোল!

নারদ।—হরিহরিবোল! হরিহরিবোল।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

[কয়াধূকে লইয়া অপর দিক দিয়া নারদের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দর পর্ব্বতের গুহা।

ধ্যানমগ্ন হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্য।—বহুবর্ষ গত হ'ল,
তবুও যে বিধাতা দেখা দিলেন না।
গ্রীষ্মে পঞ্চাতপে, শীতে জলমধ্যে,
বর্ষায় বৃষ্টিধারায়, হেমন্তে দারুণ হিমে
ক্রমাগত কখন পদ্মাসনে,
কখন একপদে,
কখন উর্দ্ধবাহু হ'য়ে,
অনাহারে তাঁকে এত ডাকৃচি,
তবুও যে তিনি সদয় হ'লেন না।
হা বিধাতঃ,
স্রষ্টা হ'য়ে—পিতা হ'য়ে
পুত্রকে আরো কত দুঃখ দেবে?
প্রাণ যায়, তাও স্বীকার,
তবু তোমার ধ্যান বিস্মৃত হ'ব না।

(পুনর্ব্বার ধ্যান)

শূন্যপথে হংসবাহনে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—বৎস!
সন্তুষ্ট হ'য়েছি তোর তপে,
লহ বর, দৈত্যবর!

হিরণ্য।—(প্রণাম করিয়া)—প্রভো!
ধন্য আমি আজ,
ধন্য মোর ব্রহ্মতপ, তপোময়!
কিঙ্করের প্রতি, প্রজাপতি, তুষ্ট যদি,
কৃপাকরি' দাও হে অমর বর।

ব্রহ্মা।—বৎস!
নারিব অমর বর দিতে,
অন্য বর করহ প্রার্থনা।

হিরণ্য।—(স্বগত)—ওহো, এত কষ্ট করি
তুষ্ট তবু নারিনু করিতে বিধাতারে।
ভাল, অন্যরূপে করিব প্রার্থনা
অভীষ্ট অমর বর।
(প্রকাশে)—পদ্মযোনি!
বুঝিনু, অমর-বর-যোগ্য নহি আমি,
দাও এই বর—

ব্রহ্মা।—বল বৎস!

হিরণ্য।—প্রভো!
তব সৃষ্ট সুরাসুর, মানব, দানব,
রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ কাহারো হস্তে না মরিব আমি।
আলোকে, আঁধারে কিংবা দিবায়, নিশায়
না মরিব, দয়াময়!
অস্ত্রে শস্ত্রে মৃত্যু নাহি হ'বে মোর
গৃহে বা বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে,
কিংবা জলে, স্থলে, মরুদ্‌ব্যোমে
অথবা অনলে অনিলে না মরিব, প্রভো!
এই বর মাগি তব পাশে।

ব্রহ্মা।—তথাস্তু।

হিরণ্য।—প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

ব্রহ্মা।—যাও, বৎস! নিজ রাজ্যে,
ব্রহ্মলোকে চলিলাম আমি।

[শূন্যে ব্রহ্মার প্রস্থান।

হিরণ্য।—(হর্ষে ও ক্রোধে)—
এইবার পূর্ণকাম আমি,
কে আঁটিবে মোরে?
বিষ্ণু! রক্ষা তোর নাহি আর,
মৃত্যু তোর শিয়রে বসিল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

নারদ ও কয়াধূর প্রবেশ।

নারদ।—মা।

যা ব'ল্লেম, মনে যেন থাকে,
সাবধান, সাবধান,
মহারাজকে বোলো না যে
তোমার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা ক'রবে ব'লে
ইন্দ্র তোমাকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।
ব'ল্লে, সর্ব্বনাশ হ'বে,
ইন্দ্র উৎসন্ন যা'বে,
দেবতারাও সেই সঙ্গে বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে।
বরঞ্চ ব'ল,
দেবতারা যুদ্ধ ক'ত্তে এসেছিলো ব'লে
নারদ ঋষি বড় রাগ ক'রেছিলেন;
দেবতারা নারদের কাছে ঘাট মেনেচে,
সুতরাং আর যেন দৈত্যরাজ
তা'দের পীড়ন কত্তে না যান।
কি বল মা, বল্‌বে তো?

কয়াধু।—তপোধন,
আপনি পিতার স্বরূপ,
আপনার কথা আমি অবশ্যই পালন করবো।

নারদ।—তা বটেই তো,
তা নইলে আমি তোকে মা বলি কেন?
মায়ের মত কাজ না ক'ল্লে
লোকে যে তোকে আমার সৎ-মা বল্‌বে।
চল এখন, অন্তঃপুরে যাই,
দৈত্যপতি ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছেন,
বোধ হয়, আজি ফিরবেন।

কয়াধু।—ঠাকুর,
আর এ শ্মশানে প্রবেশ ক'ত্তে ইচ্ছে হয় না।

নারদ।—মহারাজ এলেই
এ শ্মশান আবার স্বর্গভুবন হ'বে।

কয়াধু।—পিতা,
আমার ছেলেরা কোথায়?

নারদ।—আমি সকলকে এনে
রাজান্তঃপুরে রেখেচি।
চল, দেখ্‌বে চল।
এই যে মহারাজ আসছেন।
মা, খুব সাবধান,
দেখিস্, যেন ভুলিস্‌নে।
(স্বগত)—ভুল্‌লেই সর্ব্বনাশ হ'বে,
ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি
তেত্রিশ কোটি দেবতা কারাগারে যা'বেন।
দেবতাদের জন্য যত কষ্ট আমার,
না বুঝে বিপদ ঘটান তাঁ'রা,
আর আমি যাই মারা।
(প্রকাশে)—মা, মনে আছে তো?

কয়াধু।—পিতা, কোন ভয় নাই।
আমি মহারাজকে শান্ত করবো।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—তপোধন! প্রণতি চরণে।

নারদ।—মঙ্গল হোক।

হিরণ্য।—মহিষি!
দেবর্ষির চরণ পূজা করেছ তো?

নারদ।—করেছেন।

হিরণ্য।—মহিষি!
তুমি এত শীর্ণ হ'য়েছ কেন?

নারদ।—বলুন দেখি,
আপনি কতকাল রাজ্যছাড়া হ'য়েছিলেন।
পতিগত-প্রাণা এতেও কি সুখে থাকে?

হিরণ্য।—তপোধন!
আমার রাজ্য কেন এমন হতশ্রী?

নারদ।—চন্দ্র বিনা রজনী কি লাবণ্যময়ী হয়?

হিরণ্য।—আপনাকে কথায়
কেউ আঁট্‌তে পারে না।

নারদ।—(স্বগত)—নৈলে নারদ কেন?
(প্রকাশে)—মহারাজ!
আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে তো?

হিরণ্য।—আপনার আশীর্ব্বাদে
আমি পূর্ণমনোরথ।

নারদ।—বড় সুখের কথা।
চলুন এখন সকলে রাজগৃহে যাই।

হিরণ্য।—এস, মহিষি!
পুত্রেরা কেমন আছে?

নারদ।—সবাই ভাল আছে।
চলুন চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

হরিমন্দির।

মন্দিরমধ্যে হরিপূজক ব্রাহ্মণ।

শম্বরাদি দৈত্যগণের প্রবেশ।

শম্বর।—দৈত্যগণ!
রাজার আদেশ—
হরিনাম না র'বে সংসারে,
হরিভক্তকুল হইবে নির্ম্মূল,
হরিমূর্ত্তি কোটিখণ্ডে চূর্ণ হ'বে,
না র'বে না র'বে হরিপূজা;
দৈত্যকুল-অরি হরি।
অন্য ঠাঁই আমি যাই,
উড়াই গুঁড়াই হরিমূর্ত্তি।
চূর্ণ কর এ মূর্ত্তি তোমরা।

[প্রস্থান।

১ম দৈত্য।—ভাঙ্ ভাঙ্—
কর্ টুকরো—কর্ টুকরো—
গুঁড়িয়ে ধুলো কর্—
সেই ধুলো রাস্তায় দে ছড়িয়ে—
চল্ মাড়িয়ে—ফেল্ উড়িয়ে।
সকলে।—তোল্ মুগুর—ভাঙ্ ঠাকুর।

(সকলের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও
মন্দিরমধ্যে সভয় চীৎকার শব্দ)
(হরিমূর্ত্তি চূর্ণকরণ)

১ম দৈত্য।—ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্—কে দ্যাখ্—
২য় দৈত্য।—ওরে, এ ব্যাটা পূজোরী রে,
টিকি ধোরে বাইরে টেনে আন্।
৩য় দৈত্য।—টিকি ধোরে বাঁদর নাচাবো—
১ম দৈত্য।—আমি ওর টিকি বেঁধে
ঐ অশথ গাছে ঝুলিয়ে দেবো।
নিয়ে আয় টেনে।
মন্দির মধ্য হইতে।—বাবা, দোহাই বাবা!
আমি বুড়ো, বাবা!
আমি তোমাদেরই, বাবা!
১ম দৈত্য।—চোপ্ রও।

(বৃদ্ধ হরিপূজককে বাহিরে আনয়ন)

আজ তোর কেষ্টর সঙ্গে
তোকেও কেষ্ট পাওয়াবো।
বৃদ্ধ।—না, বাবা!
১ম দৈত্য।—ব্যাটার বামুন নৈবিদ্যি খেয়ে
মোটা হ'য়েচে কত—বাবা রে বাবা!
২য় দৈত্য।—এইবার খাবি খাওয়াই থাবা থাবা।

(বৃদ্ধ হরিপূজকের প্রতি সকলের
অত্যাচার)

বৃদ্ধ।—হরি, কোথায় আছ হে,
একবার দেখা দাও, রক্ষা কর, প্রভো!
তুমিই সাক্ষী।
১ম দৈত্য।—তবে রে ব্যাটা! হরি সাক্ষী।

[প্রহার করিতে করিতে বৃদ্ধ হরি
পূজককে লইয়া সকলের প্রস্থান

হিরণ্যকশিপু ও নমুচির প্রবেশ।

হিরণ্য।—নমুচি!
এত দিনে হিরণ্যকশিপু অমর;
আর ভয় নাই।
তুমি অবিলম্বে দৈত্যগণকে নিয়ে
পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ কর;
যেখানে বিষ্ণুর নামগন্ধও পা'বে,
সেখানে আমার নাম ক'রে
সকলকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ ক'ত্তে বল্‌বে।
যদি না শোনে,
তৎক্ষণাৎ সকলকে অস্ত্রাঘাতে
সংহার ক'রবে;
বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাগ যজ্ঞ নষ্ট ক'রবে;
বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন রহিত ক'রবে;

বিষ্ণুর কোন সম্বন্ধ আর রাখ্‌বে না।
এরূপ ক'ল্লে বিষ্ণু হতগর্ব্ব ও হতবল হ'বে,
আমার প্রতাপের জয়ডঙ্কা
ত্রিভুবনে ঘোষিত হ'বে।
তার পর আমি বিষ্ণুকে নিজের অধীন ক'রে
যা ইচ্ছা তাই ক'ত্তে পারবো,
কারাগারে রাখ্‌তে পারবো,
বিনাশ ক'ত্তে পারবো।
নমুচি!
তুমি নিশ্চয় জেনো—
আমার ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর আর নিস্তার নাই।
আমার বৈরনির্যাতন-ইচ্ছা
আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়,
প্রাণও যদি যায়,
তবু
বৈরিনির্যাতন যাবে না, যাবে না, যাবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।— (গীত)

হরিবোল বল্‌ মন্ আমার।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,—
হরিবোল বল্‌ মন আমার॥
(জয়) কেশব মধুসূদন শ্যাম,
মুক্তিদাতা ভক্তিধাম,
যোগিজনগণ-প্রাণ-আরাম,
নয়নাভিরাম করুণাধার;—
(জয়) জীবজীবন, মদনমোহন,
ভবধব বন-কুসুম-হার॥

দৈত্যগণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম দৈত্য।—ধর্ ধর্ ব্যাটাদের,
গলা টিপে হরিবোল বার্ কর্।
১ম বৈষ্ণব।—আমরা তো তোমাদের
কোন অনিষ্ট করিনি, তবে—
১ম দৈত্য।—আমরাই তোদের ইষ্টসাধন করি।
(প্রহারোদ্যোগ)
২য় বৈষ্ণব।—কেন, বাবা?
১ম দৈত্য।—মোছ তো ব্যাটার তেলোক-ছাবা।

[বৈষ্ণবগণকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া দৈত্যগণের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

ক্ষীরোদ-সমুদ্র।

অনন্ত-শয্যায় বিষ্ণু শয়ান ও
লক্ষ্মী তদীয় পদসেবায় নিযুক্তা।
ইতস্ততঃ জলদেবীগণ দণ্ডায়মানা।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেবগণের প্রবেশ।

(গীত)

দেবগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
জয় শঙ্কটভঞ্জন, কৃষ্ণ নীলাঞ্জন,
দুর্জ্জনগঞ্জন, সজ্জনরঞ্জন।
জলদেবীগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
জয় জয় দেব হরে!
দেবগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
জয় ক্ষীরোদসাগর- শায়ী দয়াকর,
দুর্গতিদুখহর, নূপুরগুঞ্জন॥
জলদেবীগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
জয় জয় দেব হরে!

ব্রহ্মা।—(ইন্দ্রের প্রতি)—হের, দেবরাজ!
অনন্ত ক্ষীরোদ সিন্ধু তেজে উজলিয়া
অনন্ত-শয্যায় হরি অনন্ত ঈশ্বর।
হের কিবা দৈব প্রভা দিগন্তে ছুটি'ছে,
নীল জলে নীল তনু,
আহা, পদপাশে হাসে রমা চম্পক বরণী
জলদে বিজলী যেন খেলে।
নীরব নীরব চারি ধার,
কেবল ওঙ্কার রব ছুটে,
সে রবে কতই ফুটে ওঠে
আকাশে সৃজনী লীলা,
আহা, অপূর্ব্ব অদ্ভুত খেলা।

(বিষ্ণুর প্রতি)—
লীলাময় হরি !
ধন্য লীলা, ধন্য খেলা তব ;
অনন্ত ভুবন আর কিছু নয়,
শুধু তব লীলা।
(পুনর্ব্বার ইন্দ্রের প্রতি)—
হের হের, পুরন্দর !
নবীন সুঠাম, নটবর শ্যাম,
পীতধড়া, চারু চূড়া, বনমালা গলে,
মুদিত কমল নেত্র,
হরি নিদ্রায় বিভোর।
না না,
অনন্ত কর্ম্মের কর্ম্মী যিনি,
নিদ্রা কোথা তাঁ'র ?
কার্য্যই যাঁহার প্রাণ,
তাঁ'র নেত্র চিরজাগরিত।
তবে যে মুদিত চক্ষু দেখ,
সে কেবল কার্য্য-সূত্র-ধারণ-বিজ্ঞান।
কার্য্যময় হরি কার্য্য বই নাহি জানে,
মুদিত নয়নে
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি'ছে,
কতই গড়িছে কত ঠাঁই—সংখ্যা নাই,
এতই ব্রহ্মাণ্ড নব নব।
আমাদেরো চিন্তার অতীত
অনিবার্য্য কার্য্য শ্রীহরির।
নিদ্রাহীন চিরদিন হরি ;
নিদ্রিত হইলে হরি
কার্য্য-সূত্র ছিঁড়ে যা'বে,
ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণ হ'বে,
নাহি র'বে জীব বা জীবন।
তবে
নিদ্রা-ভঙ্গ-ভয়ে কেন ভীত মোরা ?
এস—ডাকি একপ্রাণে—একতানে।
[সক]লে।—(বৈদিক সুরে)—
ওঁ নমস্তে সতায় ব্রহ্মরূপায়,
ওঁ হরে ওম্ ! ও হরে ওম্ ! ওঁ হরে ওম্ !

বিষ্ণু।—(উপবিষ্ট হইয়া)—দেবগণ !
কি মনন করি' আইলে হেথায় ?
ব্রহ্মা।—প্রভো !
দারুণ বিপদ উপস্থিত,
ত্রিভুবন হইল স্তম্ভিত,
জীবগণ ভীত অতিশয়,
সৃষ্টি তব যায় একেবারে
দৈত্যের ভীষণ অত্যাচারে।
বিষ্ণু।—কে সে দৈত্য ?
ব্রহ্মা।—হিরণ্যকশিপু।
বিষ্ণু।—সংহারিণী লীলা পুনরায়।
দেবগণ।—জয় জয় সংহারাবতার !
ইন্দ্র।—হে কেশব !
ভগবান্ ব্রহ্মা আজ বড়ই লজ্জিত,
বরদানে সে দৈত্যের দর্প বাড়াইয়া
পদ্মযোনি পরিতপ্ত অতি,
তেঁই, লক্ষ্মীপতি !
আসিতে শঙ্কিত তব পাশে।
বিষ্ণু।—(ব্রহ্মার প্রতি)—
কিবা শঙ্কা, ব্রহ্মযোনি ?
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে বরদান করি'
লীলার মহিমা মোর করিলে বিস্তার।
তোমা হ'তে এবে
হরিলীলা হইবে ধরায়।
যাও সবে নিজ নিজ স্থান,
ভক্ত মোর পা'বে ত্রাণ,
পা'বে প্রাণ জীবগণ।
দেবগণ।—হরিহরিবোল।
জলদেবীগণ।— (গীত)
হরিনামের গুণ ভারি বটে।
গভীর আঁধারে আলোক ফোটে ॥
ভক্তিভরে ডাকলে পরে হরি হরি বোলে,
দয়াল হরির হৃদয় গলে ;
হরি আর রইতে নারে, ভক্ত তরে
উধাও হ'য়ে আপনি ছোটে ॥
ভক্ত হেতু দয়ার সেতু আপনি ভগবান্,
কোমল দেহে কষ্ট স'য়ে ভক্তে করে ত্রাণ,

আহা, এমি হরিনাম, এমি হরির প্রাণ,—
আর সকলে হরি বোলে,
হরির পায়ে পড়ি লুটে ॥
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ।— (গীত)

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে, ও আমার মন,
খেল্ না হরিনামের খেলা ॥
প্রেমে মেখে ভক্তি-মাটী,
গড়্ না হরির চরণ দু'টি,
আয় দু'জনে, সেই চরণে
পরিয়ে দি বন-ফুলের মালা ॥

মা আমার কপালে একটি টিপ্ দিয়েচেন,
এ টিপ্‌টি মায়ের মনের মত,
কিন্তু আমার মনোমত হয় নি।
হরিভক্ত বৈষ্ণবরা তো এমন টিপ্ পরেন না,
তাঁ'রা কপালে কেমন চন্দনের তিলক পরেন,
আমিও তাই পরি।
ওই যা—চন্দন এখন পাই কোথা?
কাজ কি আমার চন্দনে?
আমি এই ধুলোর তিলক পরি;
হরি আমার সর্ব্বগামী,
তিনি এই ধুলোর উপর দিয়ে যান,
এ ধুলো অমূল্য—
এ ধুলো প্রহ্লাদের কপালের মাণিক।
(ধুলা লইতে গিয়া বিস্ময় ও আনন্দে)—
আঁ্যা!—তাই'তো!—যা ভাব্‌লেম, তাই!
এই যে আমার দয়াল হরির চরণ-চিহ্ন—
আহা, এই যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন!
প্রহ্লাদ রে!—প্রহ্লাদ রে!
একবার প্রাণ ভোরে হরি হরি বল।
(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
(মৃত্তিকা লইয়া)—
হরি আমাকে বড় ভালবাসেন,
যেমন ব'লেম—
এই ধূলোর উপর দে হরি চ'লে যান,
অমি চ'লে গেলেন।
এইবার আমি তিলক পরি,
অনন্ত জগতের অনন্ত স্বর্ণরেণুর চেয়েও
এই পবিত্র ধূলি শ্রেষ্ঠ,
প্রহ্লাদ রে!
এমন ধূলি আর পা'বি না—
মনের সাধে তিলক পর।
(তিলক পরিতে পরিতে)—
হরি! হরি! হরি! হরিবোল হরি!
(পুনর্ব্বার করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে)—
বোল হরিবোল!—বোল হরিবোল!—
হরিহরিবোল!—বোল হরিবোল!

কয়াধূর প্রবেশ।

কয়াধূ।—আরে আরে, কি করিস, বাছা?
চুপ্—চুপ্;—সর্ব্বনাশ ঘটিবে এখনি।
প্রহ্লাদ।—কই মা, আমি কি ক'চ্চি?
কয়াধূ।—চুপ্, চুপ্।
যদি শুনে রাজা,
নিদারুণ শাজা দিবে তোর কোমল শরীরে;
সর্ব্বনাশ ঘটিবে রে!
প্রহ্লাদ।—কিসের শাজা?
কিসের সর্ব্বনাশ, মা?
বোল হরিবোল—বোল হরি—
কয়াধূ।—(হস্তে প্রহ্লাদের মুখ আবরণ করিয়া)—
আরে আরে দুরন্ত কুমার!
পুন সেই নাম উচ্চারণ!

ক্ষান্ত হ'রে—শান্ত হ'রে—
রাখ্ তোর মায়ের বচন।
প্রহ্লাদ।—মাগো, কেন কর ভয় ?
হরিনামে জয় চিরদিন।
কয়াধূ—বাপ্ রে আমার,
এ যে দৈত্যপুরী,
হরি-অরি দৈত্যগণ।
প্রাণের অধিক তুই মোর,
সর্ব্বনাশ ঘোর যদি হয় তোর,
মা'র প্রাণ সহিবে কেমনে ?
প্রহ্লাদ।—মা গো,
যে যাকে ভালবাসে,
সে তা'র জন্য অস্থির হয় ;
তুই আমাকে ভালবাসিস্,
তাই এত অস্থির হচ্চিস্ ;
আমিও যে হরিকে ভালবাসি,
তবে আমি তাঁ'র জন্য অস্থির হ'ব না কেন ?
মা, তোর পায়ে পড়ি,
হরিবোল বলা আমার বন্ধ করিস্ নি।
কয়াধূ।—(স্বগত)—শিশুর রসনা
এ কি কহে অপূর্ব্ব ভারতী !
বিস্ময় মানিল মন ;
শুনিনি কখন হেন অলৌকিক কথা।
এখন্ কি করি ?—কিরূপে নিবারি এরে ?
সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই,
থাকিলে হেথায়, ঘটিবে বিপদ ঘোর।
(প্রকাশ)—আয় বাপ্ মোর সাথে।
প্রহ্লাদ।—মা, আমি এখন যা'ব না।
অমূল্য নিধি পেয়েছি,
ফেলে গেলে আর পা'ব না।
কয়াধূ।—কি অমূল্য নিধি, বাছা ?
প্রহ্লাদ।—ঐ দেখ্ না মা, ধূলোর উপর।
কয়াধূ।—(সবিস্ময়ে)—আহা, এ কি এ কি !
এ কি দেখি নয়নে রে !
কে আঁকিল এ চারু চরণ-চিহ্ন ?
প্রহ্লাদ।—যে তোর প্রাণে পুত্রস্নেহ এঁকেচে,
যে আমার প্রাণে পিতৃমাতৃভক্তি এঁকেচে,
যে আমার প্রাণের প্রাণে
এই শ্রীচরণ-চিহ্নের
অচল অটল প্রেম এঁকেচে,
মা গো,
সেই এঁকেচে এ অপূর্ব্ব ছবি।
এই দেখ্ মা, কেমন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা।
মা ! প্রণাম কর্ না।
তুই না প্রণাম ক'ল্লে
আমি তোর হাতে কিছু খাবো না—
শুকিয়ে থাকবো।
কয়াধূ।—(স্বগত)—নারদের বচন সফল,
হরিভক্ত এই শিশু।
চারিটি কুমার মোর,
তা'র মাঝে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ।
আহা,
বাছা মোর পবিত্র করিল দৈত্যকুল।
হরি ! ভক্তে তব নারিব বারিতে,
পাপ হ'বে, যদি আর করি নিবারণ,
কিন্তু তব অরিপুরে
কেমনে নিশ্চিন্ত রাখি প্রহ্লাদে আমার ?
অবলা আমি হে,
না জানি উপায় ;
দয়াময়, প্রহ্লাদের তুমিই জীবন—
কয়াধূর তুমিই [illegible]।
প্রহ্লাদ।—মা, তুই প্রণাম করবি নি ?
তবে আমি এই চ'ল্লেম।

(গমনোদ্যোগ)

কয়াধূ।—দাঁড়া রে প্রহ্লাদ !
উভয়ের সাধ মিটাই, বাছা রে !
হরি ! ভুল না ভক্তেরে।

(প্রণাম)

প্রহ্লাদ।—জয় হরি দয়াময় !

(প্রণাম)

মা, এইবার আমি দাদাদের সঙ্গে খেলিগে

কয়াধু।—সাবধান, বাছা!
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরি বলিস্ নি।
পিতা তোর বড়ই কঠিন।
প্রহ্লাদ।—(সুর—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
হরিনামে পাষাণ গলে,
মাগো, আমার কিসের ভয়?
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,
বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার—ও মা—
হরিনামে যাবে ভুলে।
কয়াধু।—(ব্যাকুল হইয়া)—
ওরে প্রহ্লাদ! এ কি বলিস?
তুই হরিভক্ত হ'য়ে
মাতৃভক্তি ভুলে গেলি?
তোর হরি কি তোকে মা ভুল্‌তে ব'লেচে?
মার কথা রাখবি নি?
তোর হরিকে দেখলে বল্‌বো—
প্রহ্লাদ মাকে কাঁদায়।
প্রহ্লাদ।—না মা, না মা!
হরিকে এ কথা বলিস নি,
হরি রাগ্ ক'রবেন,
আমার হরিবোল বলা কেড়ে নেবেন।
আচ্ছা, আমি আর চেঁচিয়ে হরি বল্‌বো না।
কয়াধু।—এ কথা ভুল্‌বি নি তো?
প্রহ্লাদ।—তোমার কাছেও হরি বল্‌বো না?
কয়াধু।—আমার কাছে বলিস্।
আর কারো কাছে নয়।
প্রহ্লাদ।—(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনাঙ্গে)—
তুমিও আমার মা, হরিও আমার মা,
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি,
হরির কাছে বল্‌বো মা!

[প্রহ্লাদের প্রস্থান।

কয়াধু।—আহা, যে হরির পদচিহ্ন
ব্রহ্মা, শিব, সহস্রলোচন
অনুক্ষণ দেখিবারে চায়,
সে চিহ্ন পাইয়া আজ, হায়,
পতিভয়ে হইনু আকুল।
আহা, মুছিতে হইল পদ-ছবি।
ঐ যে আসেন মহারাজ,
কাজ নাই, মুছে ফেলি।

(হরিপদচিহ্নমুছন)

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—রাণি! প্রহ্লাদ কোথায়?
কয়াধু।—শৈশব খেলার কাল,
বাছা মোর আনন্দে খেলায়।
হিরণ্য।—খালি খেলা ভাল নহে আর,
ক্রমে ক্রমে হইতেছে বড়,
এ সময়ে যদি
বিদ্যাশিক্ষা নাহি হয় তা'র,
অজ্ঞান আঁধার না ঘুচিবে পরে;
শিশুমন নবনী সমান,
যা আঁকিবে, অঙ্কিত হইবে তাই;
বয়সের সনে জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে কঠিন,
সে দিন কুদিন অতি বিদ্যা অধ্যয়নে।
বিশেষতঃ প্রহ্লাদ আমার বড় বুদ্ধিমান,
মোর জ্যেষ্ঠ সুতত্রয়
জ্ঞানে নয় তাহার সমান।
দৈত্যের আঁধার গৃহে
উজ্জ্বল আলোক মোর কনিষ্ঠ কুমার।
রাণি! আজ শুভদিন,
প্রহ্লাদেরে বিদ্যা শিখিবারে
পাঠাইব গুরুগৃহে।
হ্রাদ, সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ
তিন পুত্র মোর গুরুগৃহে অধ্যাপিত হয়,
তা সবার সনে
কনিষ্ঠ তনয় শিখুক ত্রিবর্গ বিদ্যা।
পিতার কর্ত্তব্য কাজ করি,
তা'র পর যেবা হয় হ'বে।

দেখিস্, ভাই,
ভারী ব্যাটাকে চোকের আড়াল করিস্‌নি।
তা হ'লেই বুঝেছিস্ তো ?—

অমর্ক।—(সহাস্যে)—ওঃ—তা খুব বুঝি।

ষণ্ড।—(সহাস্যে)—আচ্ছা, কি বল্ দেখি ?

অমর্ক।—ভারী ব্যাটা ফুস্ মন্তরের চোটে
ভরা ঝোড়া খালি ক'রে বস্‌বে !

ষণ্ড।—তবে কে বলে ভায়ার বুদ্ধি নেই !

অমর্ক।—তবু, দাদা, তোমার চেয়ে নয়।

ষণ্ড।—(সহাস্যে)—হাজার হোক্,
আমি দাদা—তুই ভাই।

অমর্ক।—তোমরা ওদিক দিয়ে যাও—
আমি এদিক দিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

ভারস্কন্ধে জনৈক ভারবাহকের প্রবেশ।

ভা-বা।—আজ শুভক্ষণ কুভক্ষণ দুইই ;—
পেন্নুর শুভক্ষণ—হাতে খড়ি,
যণ্ডামর্কর শুভক্ষণ—এই জিনিষের কাঁড়ি,
কিন্তু আমারই কুভক্ষণ—
চিনির বলদের ঝুড়ি !
কেবল বওয়াই সার—
হা রে কপাল আমার !
উঁ—আমি যদি যণ্ডামর্ক হতুম
তো এখনি এইগুলো খেতুম,
তা হলো কই ?
কেউ খায় দধি, কেউ খায় দই !
হাত্তোর কুভক্ষণ—হাত্তোর কুভক্ষণ !

(ভূতলে ভাররক্ষা)

বেগে অমর্কের প্রবেশ।

অমর্ক।—আরে বেলিক ব্যাটা !
কি ভক্ষণ ক'র্‌ছি ?

ভা-বা।—(সবিস্ময়ে বিরক্ত হইয়া)—হাম্ব্যাও !
তুমি কি কাণা ঠাকুর ?
না বল্লেও বাঁচিনি—হুঃ।
কি আমি খাচ্চি ?

অমর্ক।—এই যে
কি ভক্ষণ কি ভক্ষণ কচ্ছিলি, ব্যাটা !

ভা-বা।—ও ! কাণা কালা দুইই তুমি।
কি ভক্ষণ—না কুভক্ষণ ?

অমর্ক।—কুভক্ষণ কি, রে বাঁকুড় ?

ভা-বা।—যেমন যণ্ডের ভাই অমর্ক,
তেম্নি শুভক্ষণের ভাই কুভক্ষণ,
এই বই আর কি ঠাকুর ?
যাক্ সে কথা—
এক্ষেণে জিগ্‌গেসা ক'চ্চি কি—
আপুনি তো ছেলে বুড়ো সক্কলেরি
হাতে হাতকড়ি—খড়ি, কাঠখড়ি দাও,
এক্ষেণে আমার ছেলেটার কি হ'বে ?

অমর্ক।—তোর ছেলের নাম কি ?

ভা-বা।—বাবার নাম যদি বাঁকুড় হয়,
তবে ছেলের নাম কি হ'তে পারে ?

অমর্ক।—কুকুর।

ভা-বা।—সে ঠাকুর হ'লে কুকুর হয়,
বাঁকুড়ের বেলায় তা নয়।

অমর্ক।—তবে কি ?

ভা-বা।—কাঁকুড়।

অমর্ক।—হুঁ।

ভা-বা।—তা নয় তো কি ?—বাঁকুড় কাঁকুড়।—
আহা, শুন্‌তে কেমন মিষ্টি !
তোমাদেরো নাম শুন্‌তে মিষ্টি হ'তো
যদি তোমাদের বাপ শুকুর
তোমাদের নাম রাখ্‌তো কুকুর।
তা না হ'য়ে অণ্ড ষণ্ড লণ্ড ভণ্ড !

অমর্ক।—দূর ব্যাটা বেল্লিক।

ভা-বা।—তা যাই বল,
এক্ষেণে ছেলেটাকে তোমার টোলে পাঠাবো

অমর্ক।—ও কাঁকুড় ফাঁকুড়ের বিদ্যে হয় না।

ভা-বা।—সে কি, ভট্‌চাজ মশয় ?
তোমারা দু' ভাই মনে ক'র্‌লে
পাকপক্ষীকেও—এমন কি মশামক্ষীকেও—
অমর্ক —যা যা বকিস্ নি,
এখন্ চল্—ভার তোল্।
ভা-বা।—ভারের ভার তো আমার,
তা'র জন্যে আপনকার ভার কি ?
এক্ষেণে এ গরিবের ছেলের ভারটা
আপনকাকে নিতেই হ'বে।
অমর্ক।—গুরুদক্ষিণের ভার কি নিবি ?
ভা-বা।—ওঃ—ও বড় ভারী,
আমি কোথা পা'বো ?—বড্ড গরিব।
তবে এই পারি—
আপনকার এঁটো পাত ফেল্‌বো
আর দু' সন্ধ্যে পেসাদ পাবো।
অমর্ক।—হুঁ!—যা'রি শীল—তা'রি নোড়া,
তা'রি ভাঙি দাঁতের গোড়া।
তোর নিকুচি ক'রেচে—
ভার তোল্—তোল্, ব্যাটা, তোল্—
দেরি কর্‌বি তো রাজাকে বল্‌বো।
ভা-বা।—না না—চল চল।
(স্বগত)—দশটা নাড়ু ও চুরি কর্‌বো,
তোমার ভয় দেখানো দেখিয়ে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ষণ্ডামর্কের পাঠশালা।

ষণ্ড, প্রহ্লাদ ও ছাত্রগণ।

ষণ্ড।—(ছাত্রগণের প্রতি)—বল্ সিদ্ধি ?
ছাত্রগণ।—সিদ্ধি।
ষণ্ড।—রস্তু ?
ছাত্রগণ।—রস্তু।
ষণ্ড।—অ আ ই ঈ উ ?
ছাত্রগণ।—অ আ ই ঈ উ।
ষণ্ড।—উ ঋ ঌ ?
ছাত্রগণ।—উ ঋ ঌ।
ষণ্ড।—ইল্লি।
ছাত্রগণ।—ইল্লি।
১ জন ছাত্র।—(মৃদুস্বরে)—ভাজা মাছটা গিল্লি।
ষণ্ড।—(শুনিয়া)—কে রে ? কে রে ?
ছাত্রগণ।—(নীরব)
ষণ্ড।—ব্যাটারা, কেউ যে কথা ক'স্ না ?
(এক জন ছাত্রের প্রতি)—
তুই ভাজা মাছটা গিল্লি ?
সেই ছাত্র।—না গুরুমশায়,
(পার্শ্ববর্ত্তী বালককে দেখাইয়া)—এ গিল্লে।
ষণ্ড।—(রোষে)—কেন গিল্লি ?
সেই ছাত্র।—আমি গিলিনি, গুরুমশায়!
ষণ্ড।—গিল্লি, তবু গিলিনি বল্‌চিস্ ?
আয় এগিয়ে আয়,
আজ বেতিয়ে ষাঁড়দাগা কর্‌বো।
পড়্‌বার সময় কষ্টি নষ্টি।
(মুখভঙ্গি করিয়া)—ভাজা মাছটা গিল্লি;
এই বার এই বেত গাছটাও গেল্।
কই আস্‌চিস্ নে যে ?
তবে রে হারামজাদা!
(বেগে সেই ছাত্রের নিকট গিয়া হস্ত ধরিয়া,
টানিতে টানিতে)—আমার সঙ্গে ঠাট্টা!
সেই ছাত্র।—(চতুরতা করিয়া)—
হাতে ঘা—হাতে ঘা—
তোমার হাতে পুঁয লেগেচে, গুরুমশায়!
ষণ্ড।—(বিকৃতমুখে হস্ত ছাড়িয়া দিয়া)—
শিব! শিব!
সেই ছাত্র।—কেমন ফাঁকি দিয়েচি,
এই বার ধর—বেত মারো।

[বেগে প্রস্থান।

ষণ্ড।—অ্যাঁ! আমাকে ফাঁকি—গুরুকে ফাঁকি!
ওরে, ধ'রে নিয়ে আয় ব্যাটাকে।

[দুই জন ছাত্রের বেগে প্রস্থান।

আর এক ছাত্র।—গুরুমশায়, আমিও যা'বো ?

ষণ্ড।—না না—বোস্।

সেই ছাত্র।—আমার বড্ড বাহ্যে পেয়েচে।

ষণ্ড।—লেখা পড়ার সময়
রোজই তো বাহ্যে করিস্।

সেই ছাত্র।—এবার সত্যিকের বাহ্যে পেয়েচে,
গুরুমশায়!

ষণ্ড।—না না, পায় নি।

সেই।—হিঁ গুরুমশায়, পেয়েচে;
তুমি বরং দেখ্‌বে চল।

ষণ্ড।—তুই হাগ্‌বি, আমি দেখ্‌বো ?

সেই ছাত্র।—তুমি যে বিশ্বেস করো না।

ষণ্ড।—দুর্গা দুর্গা!—ছ্যা!
ব্যাটার কি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
তাই আবার বিশ্বাস ক'র্ত্তে হ'বে!
দূর হ— দূর হ;—যা পালা—যা হাগ্‌গে।

সেই ছাত্র।—(স্বগত)—হুঁ হুঁ!
হাগা গুরুমশায়ের বাবা।
আমি আবার হাগ্‌বো,
যাই, কুল পেড়ে খাইগে।

[বেগে প্রস্থান।

আর এক জন ছাত্র।—(চীৎকার করিয়া)—
উ—হু—হু—হু!

ষণ্ড।—তোরও আবার হাগা না কি ?

সেই ছাত্র।—না, গুরুমশায়,
(পার্শ্ববর্ত্তী বালককে দেখাইয়া)—
বৃক আমার কান কামড়ে দিলে,
বড্ড জ্ব'ল্‌চে।

ষণ্ড।—আরে মর! কাণে কামড়!
তা কামড়াবে বই কি,
বৃক অর্থে বাঘ যে।
হ্যাঁরে বেবৃকা! কাণ কি খাবার জিনিষ ?
উঠে আয় এ দিকে।
(ষণ্ডের নিকট বৃক বালকের গমন)
তুই ওর কাণ কামড়ালি কেন ?

বৃক।—স্বপ্নের ঘোরে কাম্‌ড়েচি।

ষণ্ড।—পড়্‌তে বোসে স্বপ্নের ঘোর!
জলজীয়ন্ত চোক দুটো ক্যাল ক্যাল ক'চ্চে,
ব্যাটার স্বপ্নের ঘোর!
ঘোর কাটিয়ে দিচ্চি—এগিয়ে আয়।

বৃক।—ঘাট হয়েচে, গুরুমশায়!

ষণ্ড।—ঘাটে মাঠে মানবে না,
তুই যেমন ওর কাণ কাম্‌ড়েচিস্‌,
তেম্নি নিজে নিজের কাণ কামড়া।

বৃক।—(বিস্ময়ে ও ভয়ে)—সে কি, গুরুমশায় ?
নিজের কাণ নিজে কি ক'রে কাম্‌ড়াবো ?

ষণ্ড।—ওর কাণ কাম্‌ড়ালি কি ক'রে ?

বৃক।—ও যে পরের কাণ।

ষণ্ড।—তেম্নি তোরও কাণ;
কাম্‌ড়া—নিজে কাম্‌ড়া।

বৃক।—দাঁত যা'বে কেন ?

ষণ্ড।—কেন যা'বে না ? অবিশ্যি যা'বে।
(মুখ বাঁকাইয়া)—এম্নি ক'রে কামড়া।

বৃক।—কই পাচ্চে না, গুরুমশায়!

ষণ্ড।—(স্বগত)—তাই তো,
আমার কি বুদ্ধি রে!
(প্রকাশে)—আচ্ছা কাণ কামড়ে কাজনি।
(নিজ কর্ণ মলিতে মলিতে)—
এম্নি ক'রে নিজের কাণ নিজে মল্।

অমর্কের প্রবেশ।

অমর্ক।—(সবিস্ময়ে)—এ কি, দাদা!
আপ্‌না আপ্‌নি কাণ ম'ল্‌চো কেন ?

ষণ্ড।—গুরুমশায়গিরি অম্নি নয়, ভায়া!
সব বিদ্যেই শেখা চাই—শেখানো চাই।

অমর্ক।—কাজনি আমার গুরুগিরি, বাবা!
এই নাকে খৎ!
(মৃত্তিকার উপর নাকে খৎ দেওন)

ষণ্ড।—ভয় কি, ভায়া ?
তুমিও যা ক'চ্চো,
ওটাও গুরুগিরির একটা অঙ্গ।

র্ক।—ও বাবা!
এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা,
পেছুলেও তাই!
।—তা হোক্, এখন এক কাজ কর,
ছোঁড়াগুলো কোথা গেলো,
ধোরে আনো তো।
র্ক।—আমার কর্ম্ম নয়, দাদা!
শালারা আমায় বড় ঢিল মারে।
।—আরে চুপ চুপ,
ছাত্র যে ছেলের তুল্য,
শালা বল্‌তে নেই।
র্ক।—ও কথা শিকেয় তুলে রাখ,
ঢের ঢের বাবা দেখেছি,
ছেলেকে উঠতে বোসতে শালা বলে।
।—সে সব বাবা শালার ব্যাটা শালা!
র্ক।—তাঁদের চোদ্দপুরুষ শালা!
।—যাও তুমি, ছেলেগুলোকে ধ'রে আনো।
র্ক।—পেল্লাদকে যে পড়াচ্ছো না, দাদা?
।—ওহো, ভুলে গেছি।
পেল্লাদ যে এখানে আছে,
তা' আমার মনেই নেই।
ও চুপ ক'রে একধারে ব'সে কি ভাবে,
কা'রও সঙ্গে কথাও কয় না—
নড়েও না—চড়েও না।
র্ক।—ও কি ভাবে, দাদা?
।—আমার মুণ্ডু, তোমার পিণ্ডি।
ও পেল্লাদ!
আমার কাছে এসে বোসো তো, বাবা!

(ষণ্ডের নিকট প্রহ্লাদের গমন ও
উপবেশন)

র্ক।—দিব্যি ছেলেটি, দাদা!
—খাসা ছেলে,
তবে দোষ কি জান—আধবোবা।
র্ক।—আধবোবা আবার কি?
—এই লোকের সঙ্গে কথা কওয়া নেই,
কিন্তু একলা আপ্‌না আপনি কথা কওয়া,
তা'রই নাম আধবোবা।
তা যাক্‌গে,
পেল্লাদ! বল তো 'ক'?

প্রহ্লাদ।—কএ কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি ব্রহ্ম সনাতন।
মুক্তিলাভ হয় কৈলে ক'র উচ্চারণ॥
ষণ্ড।—কি? কএ কৃষ্ণ?
ছিছি, ও কথা ব'ল না।
কৃষ্ণ তোমার পিতার পরম শত্রু,
এমন শত্রুর নাম উচ্চারণ ক'ত্তে নেই।
প্রহ্লাদ।—কএ কৃষ্ণ কৃপাময়, কাহারই শত্রু নয়,
প্রেমময় বন্ধু তিনি জগত-জীবের;
বন্ধুতার ডোরে তাঁ'র বাঁধা এই ত্রিসংসার,
দীনবন্ধু কৃষ্ণ নামে ঘুচে কর্ম্মফের।
ষণ্ড।—বারণ ক'ল্লে বারণ শুনিস্ নি কেন?
ফের যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্‌বি
তো বেত খা'বি।
বল্, শুধু 'ক'?
প্রহ্লাদ।—কএ কৃষ্ণ ভয়ত্রাতা ভক্তের জীবন,
কি ভয় দেখাও, গুরু? কৃষ্ণে দাও মন।
অমর্ক।—দাদা! যা ভেবেছিলেম, তা নয়,
ছেলেটা ভিজে বেরাল।
ষণ্ড।—তাই তো, ভায়া,
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লো যে!
হ্যা দ্যাখ পেল্লাদে!
আহ্লাদে আর কাজ নি,
ভাল চাস্ তো কৃষ্ণ নাম ভুলে যা।
প্রহ্লাদ।—কএ কৃষ্ণ স্মৃতি বুদ্ধি চিন্তা জ্ঞান ধ্যান,
হেন কৃষ্ণে কে ভুলিবে? কে হেন অজ্ঞান?
কেন বৃথা, গুরুদেব! কর গণ্ডগোল!
একবার প্রাণ ভোরে বল হরিবোল॥
ষণ্ড।—(সরোষে)—আরে মোলো,
বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'ল্লি যে।
শিবের নাম গেলো—দুর্গানাম গেলো,
হরিবোল বল্‌বো?
আমাকেও কি পেল্লাদে পেয়েছিস্?

অমর্ক।—দাদা!
পেল্লাদে আল্লাদে;
সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না,
মুখের ধমকে কিছু হ'বে না—
পটাপট্ বেতের ধমক্ লাগাও,
এখনি ওর কেষ্ট পর্য্যন্ত কেষ্ট পা'বে!
ষণ্ড।—তাইতো, ছোঁড়া হ'লো কি?
অমর্ক।—ভারি জ্যাঠা।
ষণ্ড।—জ্যাঠার বাবা।
মারবো এক থাবা।
পেল্লাদে! কেষ্টা ফেষ্টার নাম ছাড়্,
শিব বল্—ব্রহ্মা বল্—দুর্গা বল্।
প্রহ্লাদ।—গুরুদেব! শাস্ত্রপাঠী তুমি,
ভেদবুদ্ধি কেন তবে?
হরি শিব—হরি ব্রহ্মা—হরি দুর্গা, গুরু!
হরি ব্রহ্ম, তা বই কিছুই নাই,
সর্ব্বদেবময় হরি।
এক হরি নামে
সকল দেবতা জাগে,
এক হরি নামে
তরে জীব পাপ-স্রোত হ'তে।
ষণ্ড।—অমর্ক ভায়া হে,
গতিক বড় ভাল নয়।
অমর্ক।—এক রত্তি ছেলে এত ডেঁপো!
গুঁপো ছেলে হ'লে না জানি—
ষণ্ড।—ভোঁপো ভোঁপো—
কেষ্ট নামের বক্তৃতা দিয়ে
সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করো।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—ও দাদা ঠাকুররো,
ছোট রাজপুত্তুরের কত বিদ্যে হ'য়েচে?
ষণ্ড।—এ পার আরও পার,—দেখা যায় না।
দাসী।—বিদ্যে কি একটা নদীর মত?
ষণ্ড।—একটা নদী তো কোন্ ছার, দিদি!
সাত সমুদ্র তেরো নদী!
দাসী।—আরে বাপ্!
পেল্লাদ এরি মধ্যে এতো শিকেচে?
অমর্ক।—দিদি, ছেলে কেমন চৌকোশ!
দাসী।—আহা, মা কালি!
পেল্লাদকে বাঁচিয়ে রাখো।
মহারাজ আজ কত সুখী হ'বে।
ষণ্ড।—তুই গিয়ে খবর দিবি না কি?
দাসী।—তা কেন?
তিনি যে আজ তোমাদের
দু' ভাইকে ডেকেচে।
ষণ্ড।—কেন?
দাসী।—পেল্লাদকে তোমরা
রাজসভায় নিয়ে যা'বে,
রাজা ছেলের বিদ্যে পরীক্ষে কর্‌বে।
ষণ্ড।—(স্বগত)—তবেই রে,
ছেলে যদি রাজার কাছে কেষ্ট কেষ্ট করে
তবেই তো আমাদেরো কেষ্ট পেতে হ'বে
আমি যা'বো না,
কৌশল ক'রে ভায়াকে পাঠাই।
(প্রকাশে)—ভায়া!
অমর্ক।—দাদা!
ষণ্ড।—পেল্লাদকে নিয়ে, হয় তুমি যাও,
আমি গরুর জাব দি,
নয় আমি—দুগ্গে—গরুর জাব দি,
তুমি একে নিয়ে যাও—কেমন?
অমর্ক।—আচ্ছা, আমিই যাচ্চি।
এইবার পাততাড়ি গুড়োও, পেল্লাদ!
দাসী।—ও গো,
রাজা তোমাদের দু'জনকেই ডেকেচে,
একজন গেলে হ'বে না।
ষণ্ড।—দু'জনকেই?
দাসী।—তিনবের সে কথা বোলে দিয়েচে।
ষণ্ড।—হুঁ—আচ্ছা—জয় দুর্গা!
চল, ভায়া!
শালক্ষটকটা দিদি!
তুই পেল্লাদকে কোলে নে।

াসী।—(প্রহ্লাদের প্রতি)—
এস, দাদামণি আমার!
(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

হিরণ্যকশিপু ও যুবমন্ত্রী।

হিরণ্য।—মন্ত্রী, বিলম্ব কি হেতু এত?
অগ্রসর হ'য়ে দেখ।
-ম।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!
(গমনোদ্যোগ)
এই যে আসেন তব প্রাণের কুমার।
হিরণ্য।—কই কই?
আয় আয়, প্রহ্লাদ রে!

প্রহ্লাদ ও ষণ্ডামর্কের প্রবেশ।

আয় কোলে, জীবনের ছায়া!
(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)
গুরুগৃহে এতো দিন থাকি'
কি শিখিলি, শুনা রে আমায়?
মাতা তোর জানে তোরে অতি বুদ্ধিমান্,
আমারও সেই জ্ঞান,
আনন্দবর্দ্ধন প্রাণের নন্দন!
আনন্দ বর্দ্ধন কর্ আমা দোঁহাকার
শুনা'য়ে অধীত বিদ্যা।
(ষণ্ডের প্রতি)—গুরুপুত্র!
ণ্ড।—মহারাজ!
রণ্য।—ত্রিবর্গ-সাধন-সূত্র
অধ্যাপিত করেছ কি প্রহ্লাদেরে?
ণ্ড।—না, মহারাজ,
এখনো অত দূর হয় নি।
রণ্য।—কেন?
ণ্ড।—"শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা,
শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।"

অমর্ক।—(স্বগত)—দাদা কক্ ক'রে
একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়্‌লে,
হয় তো খাসা বিদেয় পা'বে,
আর আমার বেলা বুঝি নব-ডঙ্কা?
না বাবা, তা হ'বে না,
আমিও একটা ঝাড়ি।
(ষণ্ডের প্রতি)—কি শ্লোকটা ব'ল্লে, দাদা?
ষণ্ড।—"শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা,
শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।"
(হস্তে তাল দিতে দিতে)—
অমর্ক।—শনৈঃ তিন্তা, শনৈর্ধিন্তা,
তাধিক্কিন্তা তরকটতাং।
হিরণ্য।—(সহাস্যে)—কনিষ্ঠ গুরুপুত্রের কণ্ঠে
সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা।
অমর্ক।—ভবৎ প্রসাদাৎ—ভবৎ প্রসাদাৎ।
হিরণ্য।—তা যাক্।
প্রহ্লাদ, যা শিক্ষা করেছ, তাইই বল?
প্রহ্লাদ।—পিতা!
ত্রিসংসারে কিবা শিক্ষা আছে
মহাশিক্ষা হরিনাম বই?
হিরণ্য।—(ভূতলে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ
করিয়া সক্রোধে)—
কি? হরিনাম?
ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্গার!
অযোগ্য তনয় তুই মোর,
দৈত্যকুল মহারিপু হরি,
তা'রি নাম মহাশিক্ষা তোর?
ছি ছি, অপবিত্র হৈনু আমি
তো হেন পাপিষ্ঠ পুত্রলাভে।
প্রহ্লাদ।—পুন্যবান্ পিতা তুমি,
তেঁই তব এ দীন কুমার
তোমার ঔরসে জন্মি' পাপ ধরাতলে
ভক্তিভরে হরি হরি বলে।
ধন্য তুমি পিতা মোর,
ধন্য আমি পুত্র তব,
তেঁই সে শিখিনু হরিনাম।

হিরণ্য।—(স্বকর্ণে হস্ত চাপিয়া)—
ছি ছি, পুন সেই কথা,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে,
শরমে না সরে ভাষ।
প্রহ্লাদ !
নাহি কি রে ত্রাস ?
হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু,
হিরণ্যকশিপু-রিপু হরি,
জেনে শুনে, তবু মজিলি হরির নামে।
ওহো, শিশু তুই,
ভালমন্দ না বুঝিস্,
তেঁই অবিরাম শত্রুনাম মুখে তোর।
যাক্, এইবার হ' রে সাবধান—
হরিনাম না আনিস্ মুখে।

প্রহ্লাদ।—পিতা!
মুখ তো আমার নয়,
কৃষ্ণ যে সৃজিল এই মুখ,
হরির সৃজিত মুখে হরিনাম ওঠে,
প্রাণে ছোটে হরি-নাম-ধারা,
হৃদয় মাঝারে ফোটে
শ্রীহরির পাদপদ্ম দু'টি,
আহা, অতুল রাতুল সে চরণ।
বাতুল হ'য়েছে প্রাণ,
গায় খালি হরিনাম গান,
আমি কি করিব, পিতা ?
প্রহ্লাদ হরির ক্রীতদাস,
হরি প্রভু মোর ;
বল তবে, পিতা,
দাস হ'য়ে প্রভুদ্রোহী হইব কেমনে ?

হিরণ্য।—কি পাষণ্ড !
হরি তোর প্রভু ?
বিশ্বপতি হিরণ্যকশিপু সুদুর্জ্জয়,
তুই পুত্র হ'য়ে তা'র
হরিদাস বলিস্ নিজেরে!
ছিছি, বড় ঘৃণা—বড় লজ্জা!
রাজপুত্র কৃষ্ণের কিঙ্কর!
ছিছি, ছিছি, ধিক্ ধিক্,—
গেল মান, গেল কীর্ত্তি—
গেল গেল গৌরব-সৌরভ,
গর্ব্ব খর্ব্ব এত দিনে!
আরে আরে দুরাচার,
এখনো বচন ধর্,
পরিহর্ পরিহর্ অরি হরিনাম।

প্রহ্লাদ।—পিতা, একি তব রীত,
হিতে ভাবো বিপরীত ?
দীনবন্ধু জগবন্ধু হরি,
ছি ছি, তাঁ'রে ভাবো অরি ?
কি ক'রে পাইবে ত্রাণ ?
ক'দিন জীবন ?—কা'র এ জীবন ?
ক'দিন শোণিত র'বে দেহে ?
দেহ-গেহে ক'দিন থাকিবে তুমি ?
তুমি কা'র ?—কে তোমার ?
আমি তব কেবা ?
পিতা! মহারাজ চক্রবর্ত্তী তুমি,
কিন্তু ক'দিনের তরে ?
কোথা হ'তে এলে—কোথা পুন যা'বে,
দেখ ভেবে একবার ;
পিতা, বিন্দু হ'তে বিন্দু তুমি,
আয়ু-বায়ু ভরসা তোমার,
কিন্তু অবিরামগতি বায়ু
কালাকাশে যেতেছে বহিয়া
টানিয়া লইয়া তব অতিক্ষুদ্র প্রাণ,
আহা, কোন মতে নাহি ত্রাণ,
কাল-স্রোতে দিবে ভাসাইয়া,
প্রাণ সহ দিবে মিশাইয়া
অহঙ্কার গর্ব্ব তেজ প্রতাপ তোমার ;
পিতা! শূন্যে শূন্যে দিয়ে
শূন্যে মিশাইয়ে শূন্য হ'য়ে যা'বে,
নাহি র'বে কিছুই তোমার,
কেবল আঁধার—অনন্ত আঁধার—
অভেদ্য আঁধার।
অহো! সে আঁধার বড়ই ভীষণ—

অনন্ত নরক সেই,
দ্বিতীয় নরক নেই,
তবে, তা হ'তে নিস্তার পা'বে কিসে ?
কি ক'রেছ তাহার উপায় ?
ধরি পায়, বল সত্য ক'রি।
পিতা, পুত্র আমি তব,
অঙ্গ তব—এ হেতু অঙ্গজ নাম,
প্রবঞ্চনা ক'র না আমারে,
অঙ্গজে বঞ্চনা করা আত্মপ্রবঞ্চনা,
তেই বলি, বল সত্য করি'—
সে আঁধার নরক হইতে
মুক্তির উপায় কি ভাবিলে ?
কই, পিতা, না দাও উত্তর কেন ?
রাজমুখ কি হেতু নীরব ?
বুঝিয়াছি, পিতা !
নরকের ভয়ে, তব চিত হইয়াছে ভীত।
কেন কর ভয় ?—কিসের বা ভয় ?
নরকের ভয় ঘুচিবে নিশ্চয়—
একবার ভক্তিভরে বল হরিবোল।

হিরণ্য।—(সরোষে)—অহো,এতক্ষণে বুঝিয়াছি
শিশু-বুদ্ধি এতো কথা পারে কি কহিতে ?
প্রহ্লাদের দোষ নয়,
দোষী এই মহাভণ্ড ব্রাহ্মণ দু'জন।
জানি আমি, ব্রাহ্মণ বড়ই লোভী,
নহে, কভু লক্ষপতি দ্বিজ—
প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান্ যেই মান,
তা'রে পদে বিদলিয়া
ভিক্ষা মাগে পরের দুয়ারে ?
ঠিক, এই দুই লোভী বিপ্রাধম
বিষ্ণু-পাশে লইয়া উৎকোচ
প্রহ্লাদেরে শিখাইল বিষ্ণুনাম।
আরে আরে মূর্খ দ্বিজ,
এ কি তো-দোঁহার ঘৃণিত ব্যভার ?
লোভী,
মোর অন্নে ধরিয়া জীবন
আমারই সর্ব্বনাশ-আশা ?
এক শূলে দিব দুই জনে;
কে আছ—আইস ত্বরা।

ষণ্ডামর্ক।—(সভয়ে)—দোহাই, মহারাজ !
দোহাই, দোহাই !
আমরা কিছুই জানি নি !

ষণ্ড।—(সভয়ে)—প্রহ্লাদ !
এই কি তোমার মনে ছিল, বাবা !
গরিব দুটোকে শূলে দিলে !
বাবা, এক ঘা বেত মেরেছিলুম ব'লে কি
এই তা'র গুরুদক্ষিণে !

অমর্ক।—(সভয়ে)—দাদা, কি হ'বে !

ষণ্ড।—ওরে বাবা, মস্ত শূল !

অমর্ক।—অ্যা-অ্যা !
দাদা,
আমি সাধ ক'রে কি গুরুগিরিতে
নাক-খৎ দিয়েছিলুম !

ষণ্ড।—এইবার দু'জনেই আবার দি !
মহারাজ ! এই নাকে খৎ—
আর কখন গরুগিরি—না না—
গুরুগিরি কর্‌বো না।

(ভূতলে নাসাঘর্ষণ)

প্রহ্লাদ।—পিতা,
ব্রাহ্মণের হেন শাস্তি কেন ?
দোষী নয় আচার্য্য উভয়।
নিজে আমি শিখিয়াছি হরিনাম-গান,
ব্রাহ্মণের কেন ল'বে প্রাণ ?
পিতা, হরিনাম কে শিখায় কা'রে ?
হরিই আমার শিক্ষাগুরু।
ছেড়ে দাও এ দুই ব্রাহ্মণে,
হরির শপথ ক'রে বলি,—
হরিদ্বেষী এ দুই ব্রাহ্মণ,
উভয়ে তোমার আজ্ঞাকারী।

হিরণ্য।—(ক্রোধে)—কি পাষণ্ড,
নিজেই শিখিলি হরিনাম ?
ভাল,

উপযুক্ত শাস্তি পা'বি,
হরিবোল বলা ঘুচাইব তোর।
(স্নেহে)—প্রহ্লাদ !
এখনও কথা রাখ,
ভুলে যা সে পাপ নাম।

প্রহ্লাদ।—কি, পিতা ? হরিনাম পাপ নাম ?
তবে পুণ্যময় নাম কিবা ?
পিতা, প্রাণ যতক্ষণ,
ততক্ষণ কখনই ভুলিব না—
সত্যবীজ হরিনাম।

হিরণ্য।—কি ? যতক্ষণ প্রাণ,
ততক্ষণ না ভুলিবি হরিনাম ?
ভাল,
প্রাণ সহ ঘুচাইব হরি বলা।
যাও, মন্ত্রী,
আনহ ঘাতুকগণে।

যু-ম।—প্রহ্লাদ, পিতার কথা রাখো,
হরিনাম আর মুখে এনো না।

প্রহ্লাদ।—কেন, মন্ত্রী,
সামান্য অর্থের লোভে আত্মহারা হও ?
কেন নাহি ভাব পরকাল ?
কে তুমি রাজার ?
রাজাই বা কে তোমার ?
ইহলোকে পরলোকে যে তব আপন,
সুখে দুঃখে চিরসঙ্গী,
সে হরিরে তুমিও ভাবিলে পর ?

হিরণ্য।—যাও, মন্ত্রী, ত্বরা যাও,
কি হেতু বিলম্ব কর ?
প্রহ্লাদ আমার পুত্র নয়,
হরি সম মহাশত্রু।
হেন পুত্রে কে চাহে জীবিত ?
গৃহে মোর পাপ-অবতার এই দুরাচার,
করিব সে পাপ-নাশ।—যাও, মন্ত্রী !

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্রহ্লাদ।—পিতা, পাপ-অবতার আমি বটে,
সেই হেতু ডাকি নিশি দিন
দীনবন্ধু পাপিত্রাতা দয়াল হরিরে
পাপের নরক হ'তে পাইবারে ত্রাণ।
পিতা, মরিব এখনি,
আর না দেখিতে পা'ব তব শ্রীচরণ,
নাহি পা'ব পিতা বলি ডাকিতে তোমায়,
পিতা, অন্তিম বিদায় ;
কিন্তু, পিতা, এ দীন তনয়
তোমা হ'তে আইল সংসারে,
তোমা হ'তে পাইল শ্রীহরিনাম,
আহা, তোমা হ'তে এতো উপকার,
কিন্তু, পিতা, ক্ষুদ্র আমি—শিশু আমি,
এখনো জীবন মোর অস্ফুটন্ত কোরক সমান,
নারিনু করিতে পিতৃসেবা,
না পেনু সময়
তিলমাত্র করিতে তোমার উপকার,
এই দুঃখ র'য়ে গেলো মনে।
তবু, পিতা, অন্তিম সময়
তব পদে এই নিবেদন—
একবার মোর সনে বল হরিবোল।
তব মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে—
নিজমুখে হরিবোল বলিতে বলিতে
ছাড়ি এ পাপের ভরা ধরা।

ঘাতুকগণের সহিত যুবমন্ত্রীর
পুনঃপ্রবেশ।

পিতা, আইল ঘাতুকগণ,
অল্পক্ষণ প্রাণ মোর ;
পিতা, শেষ ভিক্ষা এই—
মস্তকচ্ছেদন কালে
একবার ব'ল হরিবোল।

হিরণ্য।—ঘাতুক !
ভীষণ শ্মশানে ত্বরা এরে ল'য়ে যা',
শাতখণ্ডে কাট্ দুরাত্মারে।
বিলম্ব করিলে,
তোদেরো মস্তক যা'বে।

দৃঢ়রূপে বাঁধ পাপাত্মারে,
অবিলম্বে মুণ্ড এর এনে দে আমায়।

(প্রহ্লাদের হস্তবন্ধন)

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

[হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া ঘাতুকগণ ও যুবমন্ত্রীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্মশান।

প্রহ্লাদ ও ঘাতুকগণের প্রবেশ।

১ম ঘাতুক।—(অপর ঘাতুকগণের প্রতি)—
ভাই, আহা আহা,
কেমন ক'রে এমন কোমল শরীরে
অস্ত্রাঘাত কর্‌বো?

২য় ঘাতুক।—(প্রহ্লাদের প্রতি)—রাজকুমার!
প্রাণের চেয়ে তোমার হরি বড় নয়,
কেন তবে হরিনাম ছাড়্‌চো না?

প্রহ্লাদ।—না ভাই ঘাতুক, তা নয়,
প্রাণের চেয়ে আমার হরি অনেক বড়,
তাই তো আমি
প্রাণের মূল্য অতি সামান্য ভাবচি,

২য় ঘাতুক।—তোমার হরি যদি তেমন বড়,
তবে তোমায় ম'র্ত্তে দেখেও
চুপ ক'রে রৈলো?
তোমার হরি আমাদের চেয়েও নির্দ্দয়।

প্রহ্লাদ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
না, ভাই, এমন ব'ল না হে,
দয়াল হরি নির্দ্দয় নহে।
হরি যদি নির্দ্দয় হোতো,
কে তবে হরি বল্‌তে পেতো?
তাই বলি এমন ব'ল না হে।

১ম ঘাতুক।—(২য় ঘাতুকের প্রতি)—ও ভাই,
কি আশ্চর্য্য,
রাজার হুকুম, এখনি মাথা যা'বে,
তবুও প্রহ্লাদ এ কি বলে?

২য় ঘাতুক।—তাই তো, পাগল হ'লো না কি?
রাজকুমার, এখনো কথা রাখ,
কেন হরিটের জন্যে প্রাণ খোয়া'বে?
আহা, বাপ মা ভাই বন্ধু,
এমন জগৎ সংসার
আর যে দেক্তে পা'বে না।

প্রহ্লাদ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরিই আমার পিতা মাতা,
হরিই আমার ভগ্নী ভ্রাতা,
হরিই আমার প্রাণের সখা,
এমন হরির সনে আজ হ'বে দেখা
কাজ কি আমার হেথায় থাকা?
কাজ কি এ ছার জীবন রাখা?
হরির জীবন হরিকে দেবো,
হরির পায়ে মিশা'য়ে র'বো,
মাটীর শরীর ছেড়ে হরির হ'বো।
এ সংসারে আমার কেহই নাই,
কাজ কি এমন সংসারে, ভাই?
কাট, ভাই! হরির নিকটে যাই।

১ম ঘাতুক।—(সভয়ে)—
ও ভাই, আমাদের দেরি দেখে
হয় তো মহারাজ এখানে এখনি আসবেন
প্রহ্লাদ তো কথা শুন্‌লে না,
তবে আমরা কেন
ওর জন্যে প্রাণে মারা যাবো?
ওর কেমন বিয়ে হয় নি—মাগ ছেলে নেই
আমাদের তো আছে।

২য় ঘাতুক।—এটা বড় একগুঁয়ে ছেলে,
ম'র্‌বে, তবু হরি বলা ছাড়্‌বে না।
প্রহ্লাদ! তবে আমাদের আর দোষ নেই,
তোমার বাবা এসে পড়্‌বেন,
বল, এখনো কি কর্‌বে?

প্রহ্লাদ।—ভাই, কেন তোমরা

আমার জন্য প্রাণ হারা'বে ?
আমার পিতার বাক্য পালন কর।

২য় ঘাতুক।—তবে আর কি কর্‌বো বল ?
চোক বুজে বসো।

(প্রহ্লাদের তদ্রূপ উপবেশন)

প্রহ্লাদ।—ভাই ঘাতুক, একটু দাঁড়াও,
আমি জন্মের মত হরিকে ডেকেনি।

(সুর—কথকতাঙ্গ)—

কোথায় আছ হে পদ্ম-পলাশ-লোচন,
হরি হে—আমার প্রাণের হরি,
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
কিন্তু সাধ যে পূরিল না হে—
আমার হরিবলা সাধ পূরিল না—
সাধের হরিবলা আধা র'য়ে গেলো।
হরি, বড় সাধের সাধ মিটিল না হে,—
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে
ভেসে গেলো—ভেসে গেলো হে,
ও কাঙালের নাথ!
যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই—হরি, এই চাই,
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই।

(কথায়)—ঘাতুক! অস্ত্রাঘাত কর।

২য় ঘাতুক।—হে শিব,
আমাদের অপরাধ নিও না;
প্রহ্লাদেকে শ্রীচরণে স্থান দাও।

(প্রহ্লাদের গ্রীবায় অস্ত্রাঘাত কিন্তু অস্ত্র ভগ্ন হওন)

(বিস্ময়ে অন্যান্য ঘাতুকগণের প্রতি)—
ও ভাই, এ কি হলো!—
তলওয়ার ভেঙে গেলো!

১ম ঘাতুক।—অ্যাঁ! বলিস্ কি!—তাই তো!

২য় ঘাতুক।—ভাই,
কত শত বড় বড় জোওয়ান ডাকাত
এই তলওয়ারের চোটে ও-কম্ম হলো,
কিন্তু এই এক রত্তি ছেলেটার
ঘাড়ের চামড়া কি লোহা-বাঁধানো? অ্যা!
ছেলেটার আগাগোড়া হাড়।

১ম ঘাতুক।—(প্রহ্লাদের গাত্রে হস্ত দিয়া)—
আরে না না,
কেমন কচি তলতলে মাস,
তুই বলিস্ কি না হাড়!
তোর তলওয়ারখানা মোর্চে পড়া ভোঁতা।
এই দ্যাখ্ আমার তলওয়ারের চোট।

২য় ঘাতুক।—নে শিগ্‌গির নে,
রাজা এলো—রাজা এলো।

১ম ঘাতুক।—এই এও গেলো—এও গেলো।

(প্রহ্লাদের গ্রীবায় অস্ত্রাঘাত, কিন্তু অস্ত্র ভগ্ন হওন)

২য় ঘাতুক।—(পরিহাসে)—কেমন!
বড় ধার না?

১ম ঘাতুক।—নিশ্চয় ছেলেটা অমর।
বাবা, আমাদের কাজ নয়,
রাজা নিজে এসে যা হয় করুক্।

হিরণ্যকশিপু ও যুবমন্ত্রীর প্রবেশ।

হিরণ্য।—(সবিস্ময়ে)—এ কি, অস্ত্র ভগ্ন কেন?

২য় ঘাতুক।—কোপ মার্‌তে ভেঙে গেলো।

হিরণ্য।—অসম্ভব কথা, মিথ্যা কথা।

১ম ঘাতুক।—(স্বগত)—এই রে,
ভাঙ্গা তলওয়ারে
আমাদেরই বা গর্দ্দান যায়!

হিরণ্য।—বল্ সত্য, নৈলে প্রহ্লাদের সঙ্গে
তোদেরো মুণ্ড দ্বিখণ্ড হ'বে।

২য় ঘাতুক।—(স্বগত)—যা ভেবেচি, তাই রে!

১ম ঘাতুক।—(যোড়হস্তে)—মহারাজ!
মস্তক যায় যা'বে, কিন্তু মিথ্যা বলি নি।
আপনার পুত্র হরিমন্ত্র জপ ক'রে
যেমনকার তেম্নি রইলো,
কিন্তু তলওয়ার দু'খানা ভেঙে গেলো।

হিরণ্য।—কি? হরিমন্ত্র জপ ক'রে?
প্রহ্লাদ।

এখনো হরিনাম!
ছিছি; ও পাপ নাম ছাড়্;
যা হ'য়েছে,---তা হ'য়েছে,
আমি তোকে ক্ষমা ক'রেম,
ছাড়্ ছাড়্ ঘৃণাময় হরিনাম।

প্রহ্লাদ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
পিতা, ছাড় ভ্রম—ছাড় ভ্রম,
ছেলের কথা রাখ, গো!
একবার মনের চোখে চেয়ে দেখো—
কথা রাখ।
আহা, যে হরির মধুর অমর নামে
মর জীব দেখ অমর হয়,
পিতা, ম'রে ম'রে জীব বেঁচে রয়,
সেই হরি এই দীনে সদয়,
কেন তবে তাঁ'রে ভাব অরি?
বদন ভ'রে বল হরি—
একবার বদন ভ'রে বল হরি—
পিতা, বদন ভ'রে বল হরি।

হিরণ্য।—(সক্রোধে)—
ধিক্ পাপিষ্ঠ!
আবার সেই নাম—আবার সেই নাম!
মন্ত্রিন! আর সহ্য হয় না,
প্রহ্লাদ আমার পরম শত্রু,
শীঘ্র এ শত্রু নিপাতের অন্য উপায় বল?

[illegible]।—মহারাজ!
আমি পূর্ব্বে এরূপ ভাবিনে যে
প্রহ্লাদ মন্ত্রজীবী।
এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়;
মন্ত্রজীবী সব ক'ত্তে পারে।
মন্ত্রবলে আপনার যা'র-পর-নাই
অহিতও ক'ত্তে পারে।
এখন এক কাজ করুন,—
অস্ত্রে শস্ত্রে কিছু হ'বে না,
কেন না অস্ত্র শস্ত্র মন্ত্রের বশীভূত,
আপনার সেই মদমত্ত বৃহৎকায় হস্তীর পদতলে
একে নিক্ষেপ করুন,
মন্ত্র তন্ত্র খাট্‌বে না,
অথচ হরিভক্ত শত্রু নিপাত হ'বে।

হিরণ্য।—উত্তম পরামর্শ।
ঘাতুকগণ! অবিলম্বে প্রহ্লাদকে
হস্তিপালের নিকট নিয়ে যা;
তা'কে আমার আজ্ঞামত কার্য্য ক'ত্তে বল্।

২য় ঘাতুক।—যথা আজ্ঞা, দৈত্যরাজ!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হস্তিশালা।

মাহুত ও একটা মদমত্ত হস্তী।

মাহুত।—(হস্তীর প্রতি)—পাগ্‌লা!
আজ তুই চুপ ক'রে দাড়িয়ে কেন?
মশা খাচ্ছে—তাই বুঝি আরাম হ'চ্চে?
ছোট ছোট চোক দুটো মিটি মিটি ক'চ্চে,
চোকের কোণ দিয়ে জল স'চ্চে,
কেন রে পাগলা?
ও—হো, খিদে পেয়েচে—না?
আহা, পেট্‌টি প'ড়ে গেচে।
হিঁহিহি! এত নাদ্‌লি কেন?
চার গুণ খা'বি—সিকি গুণ নাদ্‌বি,
তবে তো ঠাণ্ডা থাকৃবি।
তা না হ'য়ে উল্টো—
খাবি চার গুণ তো নাদ্‌বি আট গুণ,
এতে পেট্ পড়্‌বে না তো কি?
অত খাস্‌নি—ছি—অত খাস্‌নি।

একটি বালকের প্রবেশ।

বালক।—ও মাউং! আমায় হাতী চড়াও না।

মাহুত।—আগে রামছাগলে চোড়্‌তে শেখ্,
তা'র পর হাতী।

বালক।—তোমায় একটা পয়সা
আর এক কনকে চাল দেবো।
এই দেখো, এনেচি।

মাহুত।—কই দে।

(পয়সা ও চাউলগ্রহণ)

বালক।—এইবার চড়াও।

মাহুত।—তুই আপনি চড় না।

বালক।—কি ক'রে চড়্‌বো?
দোতলা সমান উচুঁ যে।

মাহুত।—এক লাফ মার্।

বালক।—ও বাবা! যে দু'দিকে দুটো শুঁড়?
সাঁড়াসীর মত ক্যাঁক্ ক'রে ধ'র্‌বে
আর অমি পটাস্ ক'রে এক আছাড়!

মাহুত।—(স্বগত) চাল পয়সা তো লাভ হ'লো,
ছোঁড়াটাকে দিয়ে
আর একটা কাজ সেরে নি।
(প্রকাশে)—আমি তোকে হাতী চড়াবো,
কিন্তু একটা কাজ যদি করিস্।

বালক।—কি, মাউৎ?

মাহুত।—হাতীর জন্যে
কতকগুলো অশোথডাল নিয়ে আয়।

বালক।—আচ্ছা—আচ্ছা।
দড়ী দাও—দা দাও।

মাহুত।—ঐ কোণে আছে, নিয়ে যা।

বালক।—(আহ্লাদে)—
মাথায় ক'রে ডাল আন্‌বো,
রাজার মত হাতী চড়্‌বো।
আজ মজা হ'বে—খুব মজা হ'বে।

[বালকের বেগে প্রস্থান।

হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া ঘাতুকগণের প্রবেশ।

মাহুত।—(দেখিয়া)—অ্যাঁ!—এ কি!
রাজার ছেলের হাত বাঁধা!

১ম ঘাতুক।—(মাহুতের কাণে কাণে কি বলিল)।

মাহুত।—শিব! শিব!
ছিছি—বল কি?—অ্যাঁ!
এ কাজ, ভাই, আমা'হ'তে হ'বে না।
আহা, যে প্রহ্লাদকে কোলে তুলে
হাতীর পিঠে চড়িয়ে বেড়াই,
আজ তা'কে
হাতীর পায়ের তলায় ফেল্‌বো!
রাজা আমায় খুন করেন করুন্,
তবু আমি পার্‌বো না—পার্‌বো না।
আমি চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে চ'ল্লেম।

[প্রস্থান

১ম ঘাতুক।—(২য় ঘাতুকের প্রতি)—
ও ভাই, মাহুত তো পালালো,
এখন উপায়?

২য় ঘাতুক।—আমরাই কাজ সারি আয়,
নৈলে আমরাই হাতীর পায়।

১ম ঘাতুক।—তবে—তাই নে।
রাজকুমার! চোক বুঝে কি ভাবচো?

প্রহ্লাদ।—কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, ভাই,
হরিনাম করি রে স্মরণ,
তার পর
নিষ্পেষিত কর মোরে হস্তিপদতলে।

(গীত)

প্রাণ আমার! আমায় ছেড়ে করিবি গমন।×
যা'বার সময় বোলে যা রে শ্রীহরি মধুসূদন॥
তোমায় আমায় ভিন্ন হ'ব,
কি জানি, ভাই, কোথায় যা'ব,
তোর দেখা আর নাহি পা'ব,
চিরদিনের অদর্শন॥
তাই বলি, প্রাণ! দু'জন মিলে,
কেঁদে ডাকি হরি ব'লে,
স্থান পা'ব তাঁ'র চরণতলে,
হরির চরণ ভয়নিবারণ;—
ঘুচ্‌বে করি-পদের বিপদ, কোলে হরি-শ্রীপদ স্মরণ॥

১ম ঘাতুক।—আর দেরি ক'র্ত্তে পারিনি,
আবার এখনি তোমার বাবা এসে পড়্‌বে।

প্রহ্লাদ।—কূর্ম্মরূপী হরি! কূর্ম্ম অবতারে
পৃথিবীর ভার ধরিয়াছ পিঠে;
আবির্ভাব হও মোর দেহে,
মদমত্ত বারণের পদ

কুসুম সমান হোক্,
নয়, প্রভু, বধ প্রহ্লাদেরে ;
হে মাধব ! যাহা ইচ্ছা তব, হউক্ পূরণ তাই।
ইচ্ছাময় হরি,
তব ইচ্ছা কে করে বারণ ?

য় ঘাতুক।—ঐ আবার রাজা আস্‌চেন।

হ্লাদ।—ঘাতুক !
মৃত্যুর সময় কর কিছু উপকার।
হরি হরি ব'লে
ফেল মোরে' করিপদতলে।
বল হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(করিপদতলে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ, কিন্তু
প্রহ্লাদের গাত্রস্পর্শে পদোত্তোলন
করিয়া হস্তীর অবস্থান)

য় ঘাতুক।—ওই যা,
হাতী যে পা তুলে দাঁড়ালো !

(শুণ্ডযোগে প্রহ্লাদকে তুলিয়া স্বীয় স্কন্ধো-
পরি হস্তীর উপবেশন করাওন)

য় ঘাতুক।—যা চোলে,
একেবারে পার তলা থেকে ঘাড়ের ওপর !
ও বাবা !
ছেলেটা সব রকম মন্তর জানে—আঁ। !

বেগে যুবমন্ত্রী ও বৃদ্ধমন্ত্রীর সহিত
হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

রণ্য।—আমি স্বচক্ষে দেখেচি—
হস্তী প্রহ্লাদকে শুণ্ডযোগে
স্কন্ধোপরি উত্তোলন করেচে।
ওঃ, কি ভয়ানক রহস্য !
প্রহ্লাদ !
সত্য বল, কিরূপে বাঁচ্‌লি ?

হ্লাদ।—পিতা,
হরির সেই সুধামাখা নাম উচ্চারণ ক'রে।
পিতা, এখনো মোহ ছাড়—মায়া ছাড়,
আমার মত তোমারো বিপদ ঘচবে.

(কীর্ত্তনের সুরে)—
পিতা, একবার হরি হরি বল,
মনের মুখে হরি বল,
প্রাণের মুখে হরি বল,
ভক্তির মুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে—
যে মুখে দাও গালাগালি,
সেই মুখে একবার হরি বল—
হরি হরি হরি বল—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল হে—
সবাই মিলে হরি বল।

হিরণ্য।—ছি ছি, অশ্রাব্য বচন,
না পারি শুনিতে আর।
(যুবমন্ত্রীর প্রতি)—কি মন্ত্রণা দিলে মন্ত্রি ?
নিষ্ফল—নিষ্ফল !

বৃ-ম।—মহারাজ !
অল্প বয়সের মন্ত্রীর কাজ নয়,
পাকাচুলো বই এ সব কঠিন কাজ
কখনই সিদ্ধ হয় না।
বাহ্য ক্রিয়ায় প্রহ্লাদ মরবে না,
মর্‌বে অন্য ক্রিয়ায়।

প্রহ্লাদ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ক্রিয়াশূন্য হরি আমার,
কত ক্রিয়া জানা আছে তোমার ?
বিফল ক্রিয়ায় কেন মাত হে ?
সফল ক্রিয়ায় কেন না মাত ?
সকল ক্রিয়ার ক্রিয়া যিনি,
নাম-গান-ক্রিয়া কর হে তাঁ'র
এই ব'লে—হরি হরি হরি বোল।
(অন্যসুরে)—হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

হিরণ্য।—মন্ত্রিন্ ! না চাই থাকিতে হেথা আর,
বধ বধ পাপিষ্ঠ কুমারে
যে কোন উপায়ে পার।

[হিরণ্যকশিপুর বেগে প্রস্থান।
[সকলের প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

ষণ্ডামর্কের বাটীর বহির্ভাগ।

একজন সাপুড়ের প্রবেশ।

সাপুড়ে।—(সুরযোগে)—
সাপে বাঁদরে খেলা করে,
ওগো নয়া নয়া সাপ,
ঢোঁড়া, ঘোড়া, ঘোড়া গোড়া,
বিশহাত লম্বা চক্রছাড়া,
ফোঁস ফোঁস গোখরো, ফোঁসফোঁস কেউটে,
দু'মুখো সাপ, তেমুখো সাপ,
ছ'মুখো সাপ তিনটে;
খোয়ে গোখ্‌রো—দোয়ে গোখরো—
ফলারে গোখরো তর্‌ বেতরো—
ওগো দেখে যা গো দেখে যা,
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা,
রঙ বেরঙের হিলিমিলি গা।
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে।

ষণ্ডপত্নীর প্রবেশ।

ষণ্ডপত্নী।—ও সাপ-খেলানে,
তুই মিন্সে মিথ্যে কথা এতও জানিস্‌!
সাপুড়ে।—কি এমন মিথ্যে বল্লুম, মা ঠাকরুণ?
ষণ্ডপত্নী।—জলজীয়ন্ত মিথ্যে।
সাপুড়ে।—ভাল, বলই না গা?
ষণ্ডপত্নী।—বল্‌চিস, সাপে বাঁদরে খেলা করে,
কিন্তু খালি সাপ যে,
বাঁদর কই রে মিন্সে?
সাপুড়ে।—(সহাস্যে নিজ বক্ষস্থলে চপেটাঘাত করিতে করিতে)—
এই যে, মা ঠাকরুণ!
ষণ্ডপত্নী।—আমর্‌ মিন্সে!

অমর্কের প্রবেশ।

(অমর্ককে দেখিয়া সাপুড়েকে দেখাইয়া)—
ঠাকুরপো বাঁদর!
অমর্ক।—একটা ছিল, দুটো হ'ল,
এখন নাচায় কে?

ষণ্ডপত্নী।—আমার কর্ম্ম নয়, ভাই,
তোমার দাদাকে ডাকি—রসো।
না, আর মিছে ফষ্টি নষ্টিতে কাজ নি।
একে সাপ খেলা'তে বল না?
অমর্ক।—ওরে, খেলা একবার।
সাপুড়ে।—যে এজ্ঞে।

(সাপুড়ের সর্পক্রীড়া)

(খেলা শেষ করিয়া)—ঠাকুর মশয়,
দয়া ক'রে যদি—
অমর্ক।—কি? কি?
সাপুড়ে।—চাট্টি পেসাদ।
অমর্ক।—আজ না—আজ না—যা,
আর এক দিন দেখা যা'বে।

[প্রস্থান

মা ঠাকরুণ, বড় খিদে পেয়েচে,
তুমিই যদি এক মুঠো—
ষণ্ডপত্নী।—হেঁশেল উঠে গেচে।
সাপুড়ে।—(বিরক্ত হইয়া)—উঠে গেচে?
যাক্‌ যাক্‌—চিরকালের জন্যেই যাক্‌।
ষণ্ডপত্নী।—(ক্রোধে)—হতভাগা মিন্সে,
তুই শাপ দিচ্চিস্‌?
সাপুড়ে।—এই কতক্ষণ
আমায় না মিথ্যে বাদী বলেছিলে?
তুমিই আকাট মিথ্যেবাদী,
সাপ আমার পুঁজী,
ওঁকে দেবো—আ—হা—হা!
এক মুঠো পেসাদের বেলায় নেই,
সাপ নেবার বেলায় হুড়োহুড়ি!
বামুনের বৌ ব'লে চুপ ক'রে রইলুম,
নৈলে এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দিতুম।
ষণ্ডপত্নী।—তবে রে হতচ্ছেরে আঁটকুড়ীর পো
জানিস, বামুনের মেয়ে আমি,
এক্ষুণি এম্নি শাপ দেবো।
সাপুড়ে।—(পেতে হইতে একটা সাপ তুলিয়া)—
আর আমার বুঝি নেই?

তোমার মরা সাপ,
আমার জ্যান্তো সাপ!
কা'র বিষ বেশী দেখি।

(ষণ্ডপত্নীর সম্মুখে সর্প নিক্ষেপ)

গুপত্নী।—(ভয়ে)—মা গো, মা গো,
খেলে গো—খেলে গো!
ওমা, কি চক্কর!—আঁউ মাউ!

[বেগে পলায়ন।

পুড়ে।—(লাফাইয়া উঠিয়া)—
ফোঁস্—ফোঁস্—ফোঁস!

(সর্প ধরিয়া কঙ্কমধ্যে রক্ষা)

বৃদ্ধমন্ত্রী ও যুবমন্ত্রীর প্রবেশ।

ম।—কি রে ব্যাটা,
কি পাগ্‌লামি কচ্চিস্?
পুড়ে।—ষণ্ড ঠাকুরের বৌ মশয়।
ম।—ষণ্ড ঠাকুরের বৌ মশায় কি?
পুড়ে।—হিঁ মশয়!
তিনি গুরু-মশয়—ইনি বৌ-মশয়!
ম।—দূর ব্যাটা!
পুড়ে।—হিঁ মশয়!—না মশয়!
ম।—(যুবমন্ত্রীর প্রতি)—সুবিধে হ'য়েচে।
আর চণ্ডালপল্লীতে যেতে হ'লো না।
অহিতুণ্ডিকের কাছেই বিষ ক্রয় করি।
ম।—উত্তম পরামর্শ, মহাশয়!
ম।—ওরে!
পুড়ে।—এজ্ঞে!
ম।—খানিকটে কালসর্পের বিষ দেতো,
মূল্য দিচ্চি;—কত নিবি?
পুড়ে।—না, মশয়, উটি মাপ কর,
আমি সাপের বিষ বেচ্‌তে পার্‌বো নি,
মহারাজা জান্তে পাল্লে,
আমায় ঢা পোয়ের সাথে
এক গাড়ে গাড়্‌বে,—বাপ্!
।—ব্যাটা, দিবি নি?
আমাদের চিন্‌তে পাচ্চিস্ নি?

সাপুড়ে।—(ভাল করিয়া দেখিয়া)—
ও—মন্ত্রীর মশয়রা!
আরে বাপ্! বিষ তো বিষ,
এই সাপ্‌কে সাপ্—
পেতে শুদ্দু নেও।
বৃ-ম।—না, সাপ চাই নি; শুধু বিষ।
সাপুড়ে।—আজ বুঝি
কোন ডাকাৎকে ফাঁসি দেবা?
যু-ম।—তা নইলে বিষ কি হ'বে?
সাপুড়ে।—ও—ভয়ে ভুলে ব'লেচি।
এই নেও বিষ।

(বিষপ্রদান)

বৃ-ম।—ওরে, এ বিষ খুব তেজস্কর তো?
সাপুড়ে।—একটু চেকে দেখেন না?
বৃ-ম।—আমরা যে বিষ নিলেম,
এ কথা কা'কেও বলিস্ নি।
সাপুড়ে।—বাপ্!—আপ্‌নারা না ব'ল্লে বাঁচি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কারাগার।

প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ।—হা, আমি কারাগারে!
দয়াময় হরি!
তোমার ভক্তাধীন প্রহ্লাদ কারাগারে!
পিতার সঙ্গে দুষ্ট মন্ত্রিগণ পরামর্শ ক'রে
আমাকে কারারুদ্ধ ক'রে!
হা, প্রহ্লাদের ভাগ্যে কারাগার!
না না,—আমি কেন দুঃখ ক'চ্চি?
এতো সামান্য কারাগার—
লৌকিক কারাগার!
লোকের কারাগার কি আবার কারাগার!
কিন্তু, হরি!
তোমার কৃত ভব-কারাগারে

তোমারই কৃত 'আমি' যে বড় কষ্ট পাচ্চি।
এ তুচ্ছ কারাগার অপেক্ষা
সে কারাগার যে বড় যন্ত্রণার স্থান!
(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি হে তব এ দাসে কবে
একবার দয়ার নয়নে চা'বে?
ভব-কারাগার বড়ই আঁধার—
পথ যে নাই,
যে দিকে চাই, কেবলি আঁধার—
পথ যে নাই,
হরি! হেন কারাগার কবে ভাঙিবে?
আহা, হরি! আহা আমার মত
কত শত জীব আকুল হ'য়ে
আঁধারে লুটিয়ে কতই কাঁদে
তব কৃত ঘোর ভব-কারাগারে!
আহা, হরি, তা'রা কেমনে তরিবে?
আমার মত কি কেবলি কাঁদিবে?
না না, জীব! আর কেঁদ না রে,
ভব-কারা-দুখ ঘুচিবে রে,
প্রাণ ভ'রে, জীব! বল হরিবোল—
হরি-হরি-হরি-হরি-হরি-বোল—
(নাচিতে নাচিতে)—
নেচে নেচে বল্ হরি-হরি-বোল—
করতালি দিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
বল্ হরিবোল—
হরির প্রেমে বল্ হরিবোল,
ভব-কারা-দুখ ঘুচিবে রে!

বিষান্নপূরিত পাত্রহস্তে ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাত্রী।—(সদুঃখে)—আহা, বাছা রে আমার!
তোর পিতার প্রাণ কি কঠিন,
হৃদয় কি পাষাণ!
আহা, এমন ননীর পুতুলকে কি-না
কারাগারে রেখেচে!
ধিক্, মহারাজ!
তুমি পিতা নামের অযোগ্য!
ছিছি,
তোমার মত রাজার নাম ক'রেও পাপ হয়।
প্রহ্লাদ রে!
আর তোর এ কষ্ট দেখ্তে পারি নি,
বাবা! হরিনাম ভুলে যা রে।

প্রহ্লাদ।—ধাই মা!
তুই আমাকে স্তনদুগ্ধ দিতে
কবে ভুলেছিলি?

ধাত্রী।—বাবা, স্তনদুগ্ধ যে শিশুর জীবন,
তাও কি কখন ভুল্‌তে পারা যায়?

প্রহ্লাদ।—মা, হরিও যে আমার জীবন,
তাও কি কখন ভুল্‌তে পারা যায়?
মা, আর ও কথা বলিস্ নি,
বরং বল্,—
'প্রহ্লাদ রে, তোকে আমি দুদ খাইয়ে
পালন ক'রেচি—ঋণী ক'রেচি,
এখন সেই ঋণ শোধ কর্।

ধাত্রী।—বাছা রে, তুই এখন শিশু,
কোথায় কি পা'বি যে ঋণ শুধ্‌বি?

প্রহ্লাদ।—কেন, ধাই মা,
আমি যে মহামূল্য হরিনাম পেয়েচি,
ভক্তিরূপ হাত পাত, মা,
সেই অমূল্য রত্ন দি—
(করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে)—
বোল হরিবোল—হরিহরিবোল—
মহামূল্য হরিনাম—
বোল হরিবোল—বোল হরিবোল।

ধাত্রী।—(করযোড়ে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বেগে যুবমন্ত্রীর প্রবেশ।

যু-ম।—ধাত্রী! এ কি?

ধাত্রী।—কই কি?

বেগে বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রবেশ।

বৃ-ম।—দুষ্টে!

প্রহ্লাদের ক্ষুধা পেয়েছে ব'লে
তোর হাতে অন্ন দিয়ে পাঠালেম,
তুই এখনো খেতে দিচ্চিস্ না ?
প্রহ্লাদ অতি শিশু,
ক্ষুধায় কাতর হ'চ্চে,
তবু তুই বৃথা বিলম্ব কচ্চিস্ ?
শীঘ্র অন্ন দে ?

ত্রী।—(স্বগত)—নিষ্ঠুর রক্ষ!
তোর তিন কাল গেচে, এক কাল বাকি,
তবু কি একটু ধর্ম্মভয় হলো না ?
পাপিষ্ঠ! নরকেও তোদের স্থান হ'বে না।

য।—ধাত্রি! এখনো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে—

ত্রী।—এই নেও তোমার অন্নপাত্র,
আমি চ'ল্লেম।
(স্বগত)—আহা, আমি প্রহ্লাদের ধাত্রী—
বাছার জীবনদায়িনী,
কোন্ প্রাণে জীবনঘাতিনী হ'বো!
হরি! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী,
প্রহ্লাদের প্রাণ।

।—(বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রতি)—মন্ত্রী মহাশয়!
ধাত্রী যার-পর-নাই নিষ্ঠুরা,
হৃদয়ে দয়ার লেশও নাই।

।—তা থাকুলে ক্ষুধিতকে খেতে দেয় না ?
অমন পাপিষ্ঠার মুখ দেখ্লেও
মহাপাতক হয়।

।—(স্বগত)—ধিক ষড়যন্ত্রী দুরাত্মারা!
আমি পাপিষ্ঠা, না তোরা পাপিষ্ঠ ?
মনে ভেবেচিস্,
আমি তোদের এই প্রাণঘাতী অন্নের
মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারি নি ?
দস্যু! এ যে বিষমাখা অন্ন!
(বিষান্নপাত্র রাখিয়া প্রকাশে)—আমি চল্লেম।
(সকাতরে স্বগত)—হরি!
তোমার হাতে
প্রহ্লাদকে সঁপে দিয়ে গেলেম।

[প্রস্থান।

বৃ-ম।—প্রহ্লাদ!
কাল রাত্রে কিছু খাও নাই,
আজ বেলাও অনেক হ'য়েচে;
আহা, তোমার বড় ক্ষুধা পেয়েচে,
এই অন্ন ভক্ষণ ক'রে ক্ষুধাশান্তি কর।
দেখ, প্রহ্লাদ,
এইবার মহারাজের রাগ প'ড়েচে,
তিনি তোমার জন্য এখন বড় দুঃখ ক'চ্চেন।
যদি বল যে, তিনি তবে এলেন না কেন ?
না আসবার কারণ আর কিছুই নয়—
কেবল পাছে তুমি
তাঁকে দেখে অভিমানে না খাও।
আমরা তোমাকে খাইয়ে সুস্থ ক'রে
তাঁর নিকট নিয়ে যাবো।
আর এক কথা—
যদি বল যে, তোমরাও তো
রাজার কথায় সায় দিয়ে
আমাকে বিনষ্ট ক'ত্তে চেষ্টিত হ'য়েছিলে,
কিন্তু, প্রহ্লাদ!
সেটা আমাদের মনোগত চেষ্টা নয়,
কেবল রাজার মনস্তুষ্টির জন্য।
তুমি কি বুঝ্‌চো না যে
আমারও কত পুত্র—কত পৌত্র—
কত প্রপৌত্র আছে,
সন্তানের মায়া আমি খুব বুঝি,
ছিছি, আমিও এ কাজ কত্তে পারি ?
এখন খাও।

প্রহ্লাদ।—(স্বগত)—আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে,
একবার লোক শত্রু হ'লে আর মিত্র হয় না।
আরো সন্দেহ—
ধাত্রী কেন অন্ন রেখে
মলিনমুখে চ'লে গেলো ?
তার মুখের ভাব যে
তার মনের ভাব জানিয়ে দিয়ে গেলো।
(প্রকাশে)—মন্ত্রী!
এ অন্ন খেতে আমার কোন বাধা নাই।

(অন্য সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—পাপিষ্ঠ!
পিতার সঙ্গে পরিহাস?

প্রহ্লাদ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ছিছি, পিতা, এ কি বল?
এমন কথা আর ব'ল না।
পিতা তুমি—গুরু তুমি,
ছিছি, এমন কথা আর ব'ল না।
যে পিতা হ'তে জনম ল'য়ে
হৃদধ্যেয় ধন হরি পেয়েছি,
ছিছি, সে পিতাকে পরিহাস করিব?
পিতা এমন কথা আর বল না।

হিরণ্য।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য!
এ কি হ'ল?—প্রহ্লাদ কে? প্রহ্লাদ কে?
কে?—শত্রু—আমার মহাশত্রু।
ক্রমে ক্রমে দুষ্ট পুত্র বড় অত্যাচারী হ'লো,
কোন মতেই আমার নিষেধ শুন্‌চে না।
ওঃ—আমি বুঝেচি,
ওর হরি ওকে যেকালে দেখা দিচ্চে,
সে কালে অবশ্য সে ওর পরামর্শদাতা।
আমার কুলাঙ্গার পুত্র
তা'রি যুক্তিমত আমাকে বিরক্ত ক'চ্চে—
প্রাণ পাচ্চে—
দৈত্যপুরে হরিনাম প্রচার ক'চ্চে।
আর না—আর না—আর সহ্য হয় না।
আমি দেখ্‌চি—
প্রহ্লাদের অবলম্বন হরি—
হরির অবলম্বন প্রহ্লাদ;
উভয়কেই বিনাশ কর্‌বো।
অগ্রে গৃহশত্রুকে নিপাত করি,
পরে বহিঃশত্রুর মস্তকচ্ছেদন কর্‌বো।
পরশত্রু অপেক্ষা ঘরশত্রু ভয়ানক।
(প্রকাশে)—প্রহ্লাদ!
বোধ হয়, এখন তোর প্রাণের মায়া জন্মেছে,
হরিনাম ছাড়—প্রাণ পা'বি।

প্রহ্লাদ।—পিতা,
তুমি আমার প্রাণ রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রে,
আমার প্রাণ যায়;
কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বধ কর্‌বার চেষ্টা করে,
আমার প্রাণ থাকে।
পিতা, আবার বিষায় দাও,
আমি এখনি আমার প্রাণের প্রাণ
মহাপ্রাণ হরিকে দেক্তে পাবো।

(গীত)

ভক্তিমূলে হরি মিলে,
ভক্তি নহিলে হরি মিলে না।
ভক্তিহীন জন, কুসুম চন্দন
যতই ঢালুক, হরি মিলে না॥
ভক্তি যা'র আছে, হরি তা'র কাছে,
গোলোক ছাড়িয়ে ছুটিয়ে আসে,—
বিষান্নও দিলে, নেয় হাত তুলে,
সুধা সুধা ব'লে, জুড়ায় রসনা।

পিতা, একবার বল—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—(সক্রোধে)—কে আছ, শীঘ্র এস,
পাপাত্মাকে এখনি বেঁধে নিয়ে চল।
আজ দুষ্টের নিস্তার নাই।
কে আছ?

দু-ম।—(ভূতলে পতিতাবস্থায় থাকিয়া)—
মহারাজ! আমরা গিয়েছি—
আর উঠ্‌তে পাচ্চি নি।

হিরণ্য।—কে? মন্ত্রী?—কি হ'য়েছে?

দু-ম।—অনেক কথা, মহারাজ!
এর পর বল্‌বো।
আমাদের তুলুন আগে।

(উভয় মন্ত্রীকে হিরণ্যকশিপুর উত্তোলন)

হিরণ্য।—মন্ত্রিন্!
শীঘ্রই দুরাত্মাকে বেঁধে নিয়ে
আবার মশানে চল।
আজ ওর নিশ্চয় শেষ দিন।

যু-ম।—মহারাজ!

আমাদের চেষ্টায় আর কিছু হয় না।

হিরণ্য।—আচ্ছা,

আমিই পাপিষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রহ্লাদ।—পিতা, আমি যে পুত্র।

হিরণ্য।—তুই শত্রু।

(প্রহ্লাদের হস্তবন্ধন)

[প্রহ্লাদকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান।

ষণ্ডামর্ক।

ষণ্ড।—(অমর্কের প্রতি)—ভায়া,

পরের মন্দ ক'ত্তে গেলে

আপনার মন্দ আগে হয়।

পেল্লাদে যেমন

আমাদের মন্দ ক'ত্তে গিয়েছিলো,

তেম্নি আপ্‌নি এইবার ম'লো।

অমর্ক।—দাদা,

মন্দ ব'লে মন্দ—প্রাণে ঘা!

মনে কর দেখি—

সে দিন কেষ্ট কেষ্ট ব'লে

ব্যাটার ছেলে কি কাণ্ডটাই করেছিলো।

আমরা পাপে নেই বলেই তো

শূলের খোঁচা থেকে বেঁচে গেলেম,

নৈলে কি আস্ত থাক্‌তেম?

ষণ্ড।—এইবার যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল—

ব্যাটার ছেলেকে জ্যান্তো পোড়াবো।

এই আমি আভিচারিক অগ্নি এনেছি,

এই আগুনে চিতে জ্বেলে

ছুঁড়কে পোড়াবো—কেষ্ট নাম ওড়াবো।

(চিতাপ্রজ্বালন)

অমর্ক।—রাজা কিরূপ পারিতোষিক দেবে, দাদা?

ষণ্ড।—রাজা কল্পতরু হ'বেন বলেচেন।

অমর্ক।—হুঁ!—বাঃ!—যা চাবো, তাই পাবো।

বাহবা—বাহবা!

তবে আর দেরি কেন?

পেল্লাদেটাকে আনাও না?

ষণ্ড।—দৈত্যেরা তা'কে এখনি আন্‌বে।

অমর্ক।—দাদা,

বামুনে কপাল—পলকে প্রলয়,

দেরি হ'লে যদি ফোস্‌কে যায়?

ষণ্ড।—এতো আর যুবমন্ত্রী বৃদ্ধমন্ত্রীর

পরামর্শ নয়, ভাই!

এ দেবগুরু বৃহস্পতির শত্রু

দৈত্যগুরু শুক্রের মহাপণ্ডিত পুত্র

ষণ্ডের নির্ঘাত যুক্তি।

পেল্লাদ তো পেল্লাদ—

পেল্লাদের বাবাও মুক্তি পায় না।

এই যে পেল্লাদেকে আন্‌চে।

অমর্ক।—ছেলেটা দেক্তে বেশ।

ষণ্ড।—মাকাল ফলও দেক্তে ভাল,

তা' ব'লে কি ব্যবহারে আসে?

অমর্ক।—তা বটে।

(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)—দেখ, দাদা,

কেউ কেউ আমাদের দু'ভাইকেও

মাকাল ফল বলে কেন?

ষণ্ড।—যে বলে তা'র বাবা মাকাল ফল,

অমর্ক।—তা'র চোদ্দপুরুষ মাকাল ফল।

বন্দী অবস্থায় প্রহ্লাদকে লইয়া

দৈত্যগণের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—আচার্য্য!

এ কা'র শব দাহ ক'চ্চেন?

বিনা কৃষ্ণনামে আপনারা এ কি ক'চ্চেন?

আর যে সময় নেই,

শবের পরকালের জন্য কি সম্বল দিলেন?

পৃথিবীতে অনেক দাতা আছেন,

কিন্তু যিনি অকাতরে ভক্তিভরে
হরিনাম দান করেন,
তাঁ'র মত দাতা আর নাই।
সমস্ত জগৎ দান ক'ল্লে যে ফল,
একবার ভক্তির সহিত হরিনাম দান ক'ল্লে
তা'র চেয়ে কোটিগুণ ফল হয়।
গুরু, চিতার নিকটে দাঁড়িয়ে
আমার সঙ্গে একবার হরিহরি বল।
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ষণ্ড।—রাখ্ রাখ্, তোর হরিনাম!

প্রহ্লাদ।—গুরুদেব! অমন কথা ব'ল না,
লোকে পাষণ্ড নাস্তিক বল্‌বে।

ষণ্ড।—বলে বল্‌বে, তোর বাবার কি?

অমর্ক।—তোর চোদ্দপুরুষের কি?

ষণ্ড।—তোর বাহান্নপুরুষের কি?

অমর্ক।—তোর ছাপ্পান্নপুরুষের কি?

ষণ্ড।—(স্বগত)—এবার কৌশল ক'রে
এরি ফাঁদে একে ফেলি।
(প্রকাশে)—প্রহ্লাদ!
তুমি যদি এক কাজ কর,
তবে আমরা হরি ব'ল্‌তে পারি।

প্রহ্লাদ।—কি কর্‌বো বলুন্?

ষণ্ড।—এই জলচ্চিতায় তুমি যদি ঝাঁপ দাও,
অথচ পুড়ে না মর,
তবে আমরা হরি ব'ল্‌তে পারি।

প্রহ্লাদ।—(স্বগত)—ওঃ, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম,
এঁরা পিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে
আমাকে জীবন্ত দগ্ধ কর্‌বেন।
ভাল, তাই হোক্।
(প্রকাশে)—গুরুদেব!
আচ্ছা, আমি ঝাঁপ দেবো।
(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি! একবার দয়া কর,
গুরু আমার ব'ল্‌বে হরি,
গুরুর মুখে শুন্‌বো হরি।
হরি! যদি মরি আমি—
চিতায় পুড়ে মরি আমি—
তবে আর হরিনাম কেউ বল্‌বে না হে!
কিন্তু যদি প্রাণে বাঁচি,
গুরু আমার বল্‌বে হরি,
গুরুর মুখে শুন্‌বো হরি,
গুরুর সনে বল্‌বো হরি,
গুরুশিষ্যে বল্‌বো হরি,
হরিনাম-সুধার স্রোতে
ভাস্‌বো, হরি, সাধ্ মিটা'য়ে।
আজ্ দেখ্‌বো, হরি, দয়া তোমার,
এই বাসনা মনে আমার—
আজ গুরুর কাণে
শিষ্য হ'য়ে পাই যেন হে দিতে হরিনাম।
(অন্য সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান)

ষণ্ড।—(অমর্কের প্রতি)—ভায়া হে,
আপদ চুকে গেলো।
একেই বলে যা শত্রু পরে পরে।

অমর্ক।—দাদা!

ষণ্ড।—অ্যাঁ!

অমর্ক।—তোমার কি বুদ্ধি, বাবা!
(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

ষণ্ড।—ও কি!—কে কাঁদে?
রাজার সঙ্গে
রাণী কেঁদে কেঁদে আস্‌চেন যে!

অমর্ক।—তবেই তো বিপদ!

হিরণ্যকশিপু ও কয়াধুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—কেন, রাণি! নাহি রাখ কথা?
যাও যাও অন্তঃপুরে,
কিবা কাজ তোমার হেথায়?

কয়াধু।—প্রহ্লাদ কোথায় মোর?

হিরণ্য।—যাও, রাণি, ফিরি',
কেন বৃথা কর দেরি?
(অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রহ্লাদের হরিধ্বনি)

কয়াধু।—(শুনিয়া অস্থির চিত্তে)—

হায় হায়, কি শুনি কি শুনি,
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে
প্রহ্লাদের ক্ষীণ কণ্ঠরব!
(সরোদনে)—আহা, বাছা রে আমার!
অগ্নিকুণ্ডে দিল তোরে ফেলি,
কোথা গেলি বাপ্ রে আমার!

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্ব্বার হরিধ্বনি)

সর সর, মহারাজ!
এখনো প্রহ্লাদ বেঁচে আছে,
তুলে নি—তুলে নি কোলে,
সর, রাজা!

হিরণ্য।—(বাধা দিয়া)—
কেন, রাণি! এতই অস্থির,
অগ্নিকুণ্ডে নাহিকো প্রহ্লাদ।
যাও ফিরি' অন্তঃপুরে।

কয়াধু।—(সরোদনে)—
হায় হায়, কি তুমি পাষাণ!
কি কঠিন প্রাণ তব!
পিতা হ'য়ে পুত্রে বধ কর,
না হও কাতর, ছিছি!
কেন সাধ বাদ?—ছাড় পথ।
প্রহ্লাদ রে! প্রহ্লাদ রে!
হায়, আর সাড়া নাহি পাই,
মরিল প্রাণের পুতুলি আমার!
কি হ'লো—কি হ'লো,
কোথা গেল প্রহ্লাদ আমার!
প্রহ্লাদ রে!—প্রহ্লাদ রে!
আয় বাপ্!—দেখা দে রে,
আকুল জননী তোর,
আয় আয়—হায় হায়, এ কি হ'লো,
কেন রে জন্মিলি গর্ভে মোর?
মরিলি অকালে নিদারুণ পিতৃরোষে!
ওহো, এখনো জীবিত আমি,
ওহো, কি কঠিন প্রাণ মোর,
পুত্র মৈলো, তবু নাহি মরি!
কোথা, হরি, দেখা দাও,
ফিরে দাও দুখিনীর ধন;
তোমারে ডাকিয়ে
পুত্র মোর ত্যজিল জীবন,
হরি!
বিশ্ববাসী কি ক'বে তোমারে?
হরি! হরি! হরি!
দয়া কর, দয়াময়!
প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! কই, সাড়া নাই!

হিরণ্য।—ক্ষান্ত হও, রাণি,
রাখ বাণী,—কি হেতু অধীর?

কয়াধু।—কোথা হরি, কোথা হরি!

হিরণ্য।—তুমিও হরিরে ডাক?

কয়াধু।—হরিদ্বেষী তুমি, রাজা!
সর, রাজা! সর সর,
মাতা পুত্রে ছাড়িব জীবন
এই হেতু ডাকি তাঁ'রে।
আমারেও অগ্নিকুণ্ডে ফেল,
পুত্রসনে মরিব অনলে,
তেঁই ডাকি হরি দয়াময়ে।
হরি—হরি—হরি!

হিরণ্য।—ছিছি,
পত্নী হ'য়ে মোর এ কি তব ভাব?
যা' ইচ্ছা, তা' কর,
বাঁচ মর, নাহি তায় ব্যথা,
পুত্র সনে যেতে হ'য় যাও,
না কহিব কথা আর না করিব মানা।

[বেগে প্রস্থান।

কয়াধু।—প্রহ্লাদ রে, দাঁড়া বাপ্!
আমিও যাইব তোর সনে।

(অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

ষণ্ড।—(বাধা দিয়া)—কেন, মহারাণি,
ত্যজিবে জীবন?
আরো তিন পুত্র তব আছে।

কয়াধু।—দূর হও, কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ!

তো'সবার পাপ-মুখ না চাই দেখিতে,
না চাই শুনিতে পাপ কথা।

(অগ্নিকুণ্ডে পুনর্ব্বার হরিধ্বনি)

প্রহ্লাদ রে।—প্রহ্লাদ রে! যাই যাই।

(পুনর্ব্বার ঝম্প প্রদানোদ্যোগ)

(সহসা প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া মূর্ত্তিমান অগ্নির উত্থান)

প্রহ্লাদ।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

কয়াধু।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[অগ্নির অন্তর্ধান।]

প্রহ্লাদ।—(ষণ্ডামর্কের প্রতি)—
গুরু!
এইবার তোমরা প্রতিজ্ঞা পালন কর,—
বল একবার—হরিবোল!

অমর্ক।—(ষণ্ডের প্রতি)—কি দাদা, কি বল?

ষণ্ড।—ঝাপ,
রাজা এখনি শূলে দেবে,
তা'র চেয়ে পালাই চল।
প্রহ্লাদ! ধন্য তুমি যা হোক্,
আগুনেও তোমার মৃত্যু নাই।

প্রহ্লাদ।—তাই তো বল্‌চি, গুরুদেব!
বল—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ষণ্ড।—অমর্ক! পালিয়ে এস হে।

[ষণ্ডামর্কের প্রস্থান।

(কয়াধু।—আয় আয় কোলে আয়।)

প্রহ্লাদ।—(মা! আবার বল—)
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

কয়াধু।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[প্রহ্লাদ ও কয়াধুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজকক্ষ।

হিরণ্যকশিপু ও বৃদ্ধমন্ত্রী।

হিরণ্য।—সচিব!
কিছুতে না কিছু হয়,
নাহি মরে পাষণ্ড প্রহ্লাদ!
কি আশ্চর্য্য,
ক্ষুদ্র শিশু হরি-নাম-বলে
ত্রাণ পায় নিদারুণ মৃত্যুমুখে।
ছি ছি, বড় অপমান,
হরি-নাম-গান রাজ্যে মোর!
শত্রুনামে একে জ্ব'লে মরি,
দুষ্ট পুত্র মোর সেই নাম গায়,
সেই নাম অপরে বিলায়;
হায় হায়, কি লজ্জার কথা,
বড় ব্যথা পাই প্রাণে!
মহিষীও প্রহ্লাদের সনে
উচ্চস্বরে বলে হরিবোল,
উঠে রোল ভেদিয়া আকাশ,
চলন্ত বাতাস বহে হরিনাম,
প্রতিধ্বনি হরিবোল বলে;
পলে পলে হই যে অস্থির,
কহ, জ্ঞানবীর! কিসে হই স্থির,
কিসে মরে দুরন্ত প্রহ্লাদ?

বৃ-ম।—মহারাজ,
অন্য উপায় তো আর দেখ্তে পাইনি,
প্রহ্লাদকে বিনাশ করা
আমাদের সাধ্যাতীত;
এখন আর একরূপ কার্য্য ক'র্লে যদি—

হিরণ্য।—কিরূপ কার্য্য?

বৃ-ম।—প্রহ্লাদকে চিরজীবনের জন্য
নির্ব্বাসিত করা।

হিরণ্য।—সঙ্গত বটে,
কিন্তু তা'তে তত লাভ নাই;
প্রহ্লাদ জীবিত থাক্‌লে—

হরিনাম প্রচার ক'ত্তে ত্রুটি করবে না,
সুতরাং হরিনাম না ঘুচলে
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে না।
মন্ত্রী! প্রহ্লাদকে বিনাশ না ক'রে
আমার মঙ্গল নাই।

র-ম।—মহারাজ,
বিনাশের তো আর কোন উপায়ই নাই।

হিরণ্য।—আমি এক উপায় ভেবেছি—
তোমরা মশানে গিয়ে
প্রহ্লাদের বুকে বৃহৎ পাষাণ খণ্ড চাপা দাও।
গুরুচাপে শ্বাস রোধ হ'য়ে
দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করবে।

বেগে যুবমন্ত্রীর প্রবেশ।

যু-ম।—মহারাজ,
মহারাণী প্রহ্লাদে লইয়া
গুপ্তদ্বার দিয়া কৈলা পলায়ন;
না পাই সন্ধান।

হিরণ্য।—কি?—কৈল পলায়ন?
যাও সবে, করহ সন্ধান,
সুসংবাদ দান যে করিবে মোরে,
দিব তা'রে আশাতীত ধন।
যাও দোঁহে ল'য়ে দৈত্যগণে
কর অন্বেষণ বিধিমতে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

প্রহ্লাদ ও কয়াধু।

প্রহ্লাদ।—মা!
একে পিতা আমাদের প্রতি রুষ্ট,
তা'তে তুমি গোপনে আমাকে নিয়ে
পালিয়ে এসে আরো তাঁ'র রাগ বাড়া'লে।
মা! কেন তুমি ভয় কর?
হরিনাম যা'র প্রাণ,
তা'র কি কখন মৃত্যু হয়?
চল ফিরে চল,
চল হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে যাই,
সকল ভয়—সকল বিপদ দূর হ'বে।
মা! চোরের মত পালিয়ে গেলে
হরি বড় রাগ করবেন।
পালিয়ে কাজ নাই, মা!

(গীত)

ও মা! হরি হরি বল না?।
প্রাণের ভয় ভেবো না, হরিপদ ভাব না?॥
হরিনামে বিপদ্ ঘোচে,
মরণ ছুঁয়েও জীবন বাঁচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়িয়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না?—
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না?॥

কয়াধু।—বাছা রে!
মায়ের প্রাণ যে বোঝে না,
তোর কষ্ট—নিদারুণ কষ্ট আর সয় না।
রাজপুরে গেলেই
মহারাজ তোকে যন্ত্রণা দেবে,
আমি তা আর দেখ্‌তে পারবো না।
চল্, বাপ্!
মায়ে পোয়ে নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বত গুহায়
লুকিয়ে থেকে হরিনাম গাই;
কাজ নাই রাজগৃহে ফিরে।

প্রহ্লাদ।—মা—ও মা!
আমার মনের মধ্যে এ কি হলো?

কয়াধু।—ভয় হ'চ্ছে, বাছা?

প্রহ্লাদ।—না মা, ভয় নয়,
দয়াল হরি যেন বল্‌ছেন—
প্রহ্লাদ! পালাস্ নি—পালাস্ নি,
পালা'লে আমাকে হারা'বি—প্রাণ হারা'বি—
তোর মাকেও হারা'বি।
আর যদি গৃহে ফিরে যাস্,
তবে কিছুই হারা'বি না।

কয়াধূ।—(করযোড়ে)—হরি!
কিছুই বুঝিতে নারি,
আমি নারী বুদ্ধিহীনা।
দয়াময়!—মায়াময়!
দয়ামায়া দেখা'য়ে উভয়ে
ত্রাণ কর এ ঘোর সঙ্কটে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(শুনিয়া শশব্যস্তে)—প্রহ্লাদ রে!
রক্ষা বুঝি নাহি আর,
দারুণ চীৎকার বনময়,
ভয় হয়—কি হ'তে কি হয়।
ওই ওই, যম সম আসে রাজা,
ঝকমকে তরবারি করে,
সর্ব্বনাশ করিবে এখনি,
হায় হায়—কি হ'বে কি হ'বে!

প্রহ্লাদ।—কিবা ভয়, মা জননি?
এস এস,
মাতাপুত্রে মিলে হরিবোল বলি।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বেগে হিরণ্যকশিপু, বৃদ্ধমন্ত্রী, যুবমন্ত্রী ও
দৈত্যগণের প্রবেশ।

হিরণ্য।—রাণি—রাণি!
ছি ছি, এ কি তব ব্যবহার?
গোপনে গোপনে কর পলায়ন?
নীচ তুমি,
ততোধিক নীচ তব মন।
রাজরাণী হ'য়ে তস্কর-প্রকৃতি?
ছিছি,
রহিল অখ্যাতি মোর ত্রিলোকমণ্ডলে।

কয়াধূ।—কেন হেন কহ, রাজা?
মা'র প্রাণ নাহি বুঝ তুমি,
তেঁই কহ হেন রূঢ় ভাষ,
তেঁই তব দয়াহীন মায়াহীন প্রাণ!
মা যদি হইতে
এখনি বুঝিতে—কত বাজে মায়ের পরাণে
হেরিলে সন্তানে হেন দারুণ সঙ্কটে।

হিরণ্য।—যুক্তি তব শুনিবারে আসি নাই,
আসিয়াছি প্রহ্লাদে লইতে,
ছাড়হ ত্বরিতে পাতকীরে,
বিলম্বিতে নারি আর,
এইবার নিজহস্তে করিব সংহার।

কয়াধূ।—(হিরণ্যকশিপুর পদতলে পতিত হইয়া
সরোদনে)—
না, রাজা! না কর হেন কাজ,
পিতা হ'য়ে কেন শত্রু হও,
পায়ে ধরি,
ভিক্ষা দাও দুখিনীর ধন;
ক্ষমা কর যত দোষ,
পরিহর পুত্র-বধ-রোষ।
অজ্ঞান অবোধ শিশু প্রহ্লাদ আমার,
ভাল মন্দ না করে বিচার;
হেন শিশুবধে
কিবা সাধ মিটিবে তোমার?
সাধি, হেন নিদারুণ বাদ
ঘটাও কি হেতু পরমাদ?
পুত্রধনে জননীরে করিয়া বঞ্চিত
কি সুখ সঞ্চিত হ'বে তব?

হিরণ্য।—কেন বৃথা হেন অনুরোধ?
প্রবোধ না মানে মন।
রাণি!
ছাড় ছাড় পাষণ্ড প্রহ্লাদে,
জেনে শুনে কালসর্পে কেন ধর কোলে?
হরিবোল জলন্ত গরল
এ সর্পের জিহ্বায় পুরিত,
না হয় উচিত এর প্রাণ রাখা।
আরো তব তিন পুত্র আছে,
তা' সবার কাছে—
পুত্রস্নেহ পা'বে দিবানিশি,
কাজ কি, মহিষি, হেন পুত্রে আর?
ছাড় ছাড়, করিব সংহার।

কয়াধু।—তিন পুত্রে ল'য়ে
থাক রাজালয়ে, রাজা!
প্রহ্লাদে লইয়ে আমি অরণ্যবাসিনী হ'ব,
না যাইব গৃহে তব,
নিশ্চিন্ত হইবে তুমি,
হরিনাম আর
না পশিবে শ্রবণে তোমার।
যা' চেয়েছি,
তা' পেয়েছি
তোমার গোচরে চিরদিন,
শেষ ভিক্ষা এই—
ভিখারিণী কাঙালিনী দীনা কয়াধুরে
ভিক্ষা দাও প্রহ্লাদ-রতন।

হিরণ্য।—না, মহিষি!
অসঙ্গত আশা তব নারিব মিটা'তে,
প্রহ্লাদের প্রাণ ছাড়া
যাহা চাহ, দিব তা' এখনি।

কয়াধু।—হা নিষ্ঠুর মহারাজ!
ছিছি, এই কি পিতার কাজ?
এই কি হে পুত্রস্নেহ?
এই কি হে রাজার হৃদয়?
(পুনর্ব্বার রাজার পদতলে পতিত
হইয়া)—
স্বামিন্!
দাসীর মিনতি রাখ,
দয়ার সাগর তুমি,
ভিক্ষা দাও দুখিনীর নিধি।
বল, মহারাজ! বল একবার—
পুত্রনাশে না করিবে আশা আর?

হিরণ্য।—ছিছি, ছিছি, কি ঘৃণার কথা!
তুমিও হইলে অরি;
পত্নী হ'য়ে এ কি তব সাধ?
স্বামিসনে কেন সাধ বাদ?
যাও যাও,
না শুনিব কোন কথা,
তব ব্যথা নাহি পারে দিতে ব্যথা
আমার হৃদয়ে।
ছিছি, কি লজ্জা—কি ঘৃণা!—
তিন শত্রু হইল আমার—
হরি অরি—পুত্র অরি—পত্নী অরি—ছি ছি!
কে আছ?—প্রহ্লাদে বাঁধ।
(বিলম্ব দেখিয়া)—
কই?—কেহ কি রে নাই?
এত ভৃত্য কাষ্ঠের পুতুল?
ছি ছি, কৃতঘ্ন কিঙ্কর সব!
দূর হও দৃষ্টিপথ হ'তে।

বৃ-ম।—মহারাজ!
রাজ্ঞীর হস্ত হ'তে প্রহ্লাদকে কি
আমাদের কেড়ে লওয়া উচিত?

হিরণ্য।—রাজ্ঞী আর রাজ্ঞী নহে,
শত্রু মোর পুত্রের সমান,
কিবা অপমান হ'বে মোর?
লহ কাড়ি' প্রহ্লাদেরে,
বাঁধ সুকঠিন ডোরে,
নাহিক নিস্তার,
করিব সংহার দুরাচারে।

কয়াধু।—(ব্যাকুল হইয়া)—দেখি দেখি,
কোন্ ভৃত্য তব কেড়ে নেয় প্রহ্লাদেরে?

হিরণ্য।—ভাল, কিরূপে নিবার তুমি, রাণি,
কেড়ে ল'ব প্রহ্লাদে আপনি;
দেখি,
তব পাণি কত বল ধরে।
(প্রহ্লাদকে ছিন্ন করিয়া লইবার
উদ্যোগ)

কয়াধু।—রাজা! রাখ রাখ অভাগীর কথা,
দিও না দিও না মর্ম্মে ব্যথা।
আহা, প্রহ্লাদের কোমল শরীর
চূর্ণ হ'বে তব করে;
নিদারুণ রোষে
হস্ত তব বজ্রের সমান।

হিরণ্য।—নীরবে তিষ্ঠহ তুমি।
(পুনর্ব্বার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

কয়াধূ।—(রোদনে)—প্রহ্লাদ রে! প্রহ্লাদ রে!
হায়, হায়, বাছা রে আমার!
কি হ'লো কি হ'লো তোর!

প্রহ্লাদ।—ভয় কি, জননি?
ছেড়ে দে মা হাত;
দেখা দাও, হরি দীননাথ!
বল্ মা, আমার সনে—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—(কয়াধূর প্রতি)—
মহিষী এ কি রীতি?
এই বুঝি পতিভক্তি তব?
পতির বচন করিয়ে লঙ্ঘন
উচ্চারণ কর হরিনাম!
দেখি,
কে পুরায় তব মনস্কাম!

[প্রহ্লাদকে কাড়িয়া লইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

কয়াধূ।—(সরোদনে)—হায় হায়!
কি হ'লো কি হ'লো!
বুক ছিঁড়ে নিয়ে গেল প্রাণ!
প্রহ্লাদ রে!—কোথা গেলি!
(বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রতি)—মন্ত্রী!
রাজা তোমাদের প্রভু,
আমি কি কেহই নই?
(বৃদ্ধমন্ত্রীর পদতলে পড়িয়া)—
রাজার ঘরণী আজ ভিখারিণী,
লুটা'য়ে ধরণী ধরে পায়,
বুঝা'য়ে রাজায়
রাখ রাখ প্রহ্লাদের প্রাণ।

বৃ-ম।—দেবি!
ভীম দাবানল-মুখে কে পারে যাইতে?

কয়াধূ।—হায় হায়,
দৈত্য জাতি দয়ামায়াহীন,
শত্রুপুরে কয়াধূর বাস,
হইনু হতাশ, হায় হায়!
প্রহ্লাদ রে!—প্রহ্লাদ রে!
তোরে ছেড়ে কিবা লাভ প্রাণে?
তোর সনে মরিব এখনি,
মাতাপুত্রে বধুক নির্দয় রাজা।
দাঁড়াও দাঁড়াও, মহারাজ!
মন সাধ মিটাও অচিরে
পুত্রসনে বধি' দুখিনীরে।

[বেগে প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মশান।

হিরণ্যকশিপু ও হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদের প্রবেশ।

হিরণ্য।—প্রহ্লাদ!
আচ্ছা, আমার কথা তোর শুনে
কাজ নাই,
কিন্তু তোর মায়ের স্নেহ মায়া
তুই কি ক'রে ছাড়তে চা'স?
হরিনাম না ছাড়লে তোকে তোর মায়ের
স্নেহমায়া ছাড়তে হ'বে,
এ কথা যেন মনে থাকে।

প্রহ্লাদ।—পিতা,
হরিনাম ছাড়লে
মায়ের স্নেহ মায়া ছাড়তে হ'বে?
হরিনাম ছাড়ি নি ব'লেই তো
আমি পিতামাতার স্নেহাধীন।
জীব যদি হরিনাম ছাড়ে
তবে কি আর তা'র পিতৃমাতৃভক্তি থাকে?
যে হরিনামহীন,
সে পাষণ্ড—মহাপাপী—নাস্তিক।
নাস্তিক তো কিছুই মানে না,
নাস্তিক জগদীশ্বর হরিতে বিশ্বাসশূন্য—
ঈশ্বরভক্তিশূন্য—ঈশ্বরপ্রেমশূন্য,

সে পিতামাতাকে মানবে কেন?
যা'র হরিভক্তি আছে,
সেই পিতামাতার পূজা করে—সেবা করে;
হরিই পিতার স্নেহ—মাতার মায়া।
আহা, এমন হরিকে কি ছাড়্‌তে আছে?

হিরণ্য।—আরে আরে পাপ শিশু!
দৈত্যকুলে হরি অরি,
হরই ঈশ্বর।
হরিনাম ভুলি' হরনামে মাতা প্রাণ,
তা' হ'লে বুঝিব—
প্রহ্লাদ যথার্থ পুত্র মোর।

প্রহ্লাদ।—হরহরি নহে ভেদ;
এক দেব দুই মূর্ত্তি,
এক কাল দিবস রজনী।
যেই জন ভেদ ভাবে,
নাস্তিক সে জন;
পিতা হ'য়ে তনয়েরে
নাস্তিক হইতে বল কেন?
নাস্তিক পুত্রের পাপে
জলন্ত নরকে যায় জনক জননী;
বল তবে, নৃপমণি,
হরিহরে ভেদ-ভাবে কেমনে ভাবিব?
হরিহর পূজ একাধারে।

হিরণ্য।—আরে দুষ্ট,
কে বলে অবোধ শিশু তুই?
দুষ্ট-বুদ্ধি-অবতার—অযোগ্য সন্তান।
ছিছি, হীনমতি!
পুত্র হ'য়ে কহিস্ পিতারে
শত্রুর করিতে পূজা?
কে আছ কোথায়,
আইস ত্বরায়,
দাও বুকে চাপাইয়ে পর্ব্বতের চূড়া,
হোক্ গুঁড়া পাপিষ্ঠ প্রহ্লাদ।

পর্ব্বতচূড়া লইয়া দৈত্যগণের প্রবেশ।

দাও ত্বরা চাপাইয়ে বুকে,
মরুক্ মরুক্ কুলাঙ্গারে।
পাছে হেথা আসে রাণী,
যাই আমি নিবারি তাহারে।

[বেগে প্রস্থান।

১ম দৈত্য।—প্রহ্লাদ! না দেখি নিস্তার আর,
এখনও কথা রাখ—
হরিনাম কর পরিহার।
কেন হারাইবে প্রাণ?
গুরুভার এ পাষাণ;
ছাড় হরিনাম।

প্রহ্লাদ।— (গীত)

পাষাণের ভার নয় হে গুরু, পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপকে আমি ডরাই বড়, শিলায় আমার কিসের ক্ষতি?॥
তিল পরিমাণ পাপের ভার,
বইতে পারে সাধ্য কা'র?
জগৎ কোটি অনেক লঘু, তুচ্ছ পাষাণ রতির রতি॥
কোথায়, হরি! দাও হে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা
সাধ্যাতীত মোর;—
পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে পাপের পাষাণ, পাপীর গতি!॥

দে রে বুকে চাপা'য়ে পাষাণ।

(ভূতলে শয়ন)

(প্রহ্লাদের বক্ষোপরি দৈত্যগণের পর্ব্বতচূড়া রক্ষা)

১ম দৈত্য।—আহা,
প্রহ্লাদ আপনার দোষে আপনি মলো!
আহা, আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি নি;
এখান থেকে যাই চল।

[দৈত্যগণের প্রস্থান।

(সহসা ভূগর্ভ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর গোবর্দ্ধনধারী মূর্ত্তিতে উত্থান ও পর্ব্বতচূড়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা উত্তোলন করিয়া ত্রিভঙ্গ-ভাবে দণ্ডায়মান)

প্রহ্লাদ।—(দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, বড় ব্যথা বাজিবে করে হে,

ওহে জীবের ব্যথাহারী হরি!
ফেলে দাও—ফেলে দাও—
দাসের কথা রাখ, প্রভু!—
ফেলে দাও পর্ব্বতের চূড়া,
নৈলে কোমল করে পা'বে ব্যথা।
আহা, প্রভু! আমার তরে
কত দুখ ভুঞ্জ দিবানিশি ;
ওহে কালশশী বংশীধারী হে—
ওহে বাঁকা শ্যাম দয়াল হরি হে—
কত দুখ ভুঞ্জ দিবানিশি,
আর কাজ নাই—কাজ নাই—
কৃষ্ণ! কাজ নাই এতো কষ্ট পেয়ে।
আহা, আঁকা-বাঁকা শিলায় লেগে
বাঁকা চূড়া আরো গেছে হে বেঁকে ;
আহা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে,
বিশাল ললাট মাঝে—
বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝোরে
বদনেন্দু হ'লো মেঘে ঢাকা,
আহা, ভিজে গেছে সাধের তিলক-রেখা।
হরি, কাজ নাই আর গিরি ধ'রে,
ফেলে দাও হে ত্বরা ক'রে।

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, আয় রে বাছা, আঁয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদ-বদনখানি।
ওরে ভক্তচূড়ামণি!
আমায় বেঁধেছিস্, বাপ! ভক্তি-ডোরে,
আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেম-সাগরে।
বাছা,
তোর মত না হ'লে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে?
মনের মুখে না ডাকিলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভোলে, মুখে ডাকে,
আমার প্রেম চায় না তা'কে।
যে জন তোমার মত—বাছা রে—
তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাঁধা আমি তা'র দুয়ারে।

প্রহ্লাদ।—দয়াময়!
যা'রা তোমায় ভুলে
সংসারের আরাধনায় ব্যস্ত,
তা'দের মুক্তি কিসে হ'বে?

কৃষ্ণ।—প্রহ্লাদ! ভক্তি বই মুক্তি হয় না।

প্রহ্লাদ।—হরি,
আহা, তা'দের দুর্গতি দেখে
আমার বড় কষ্ট হয়,
সে সব পাপীর
মুক্তি ও ভক্তির উপায় ব'লে দাও।

কৃষ্ণ।—প্রহ্লাদ রে! তোরই উপর
তা'দের ভক্তি ও মুক্তির ভার দিলেম।

প্রহ্লাদ।—হরি!
আমি অতি শিশু—অজ্ঞান—অধম,
ভক্তি বা মুক্তির কিছুই জানি না,
জানি কেবল—হরিবোল।

কৃষ্ণ।—ভক্ত রে,
তোর মুখে ওই প্রাণ-ভোলা নাম শুনে
আমি আপনহারা হ'য়ে আছি।
প্রহ্লাদ রে,
ঐ নাম শোন্‌বার জন্য
আমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছি,
দিবানিশি তোরি কাছে থাকি
প্রহ্লাদ! আবার বল্—

প্রহ্লাদ।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
(কথায়)—হরি! আমার বড় সাধ হ'য়েছে,
তোমার মুখে ঐ নাম একবার শুন্‌বো।

কৃষ্ণ।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(গীত)

ভক্ত বই মোরে ভক্তি-ডোরে
অনন্ত-জগতে কে বাঁধিতে পারে?

হুহুঙ্কু হুতাশ, হায় হায়!

ভক্তাধীন আমি, ভক্তেরি তরে
যন্ত্র-পুতলী হইয়ে আছি।
ভক্ত-সঙ্গ ছাড়া থাকিতে নারি,
ভক্তের আমি, ভক্ত আমারি,
ভক্তে হারাইলে ঝরে আঁখি-বারি,
ভক্তে পেলে কোলে তবে রে বাঁচি॥

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[পর্ব্বতচূড়া সমেত ঊর্দ্ধে কৃষ্ণের প্রস্থান। বেগে উভয় মন্ত্রী ও দৈত্যগণের সহিত হিরণ্যকশিপুর পুনঃপ্রবেশ।

হিরণ্য।—মন্ত্রী!
দুই কণ্ঠে হরিনাম শুন্‌লেম না?
আবার বুঝি দুরাত্মা হরি এসেছে?
কই, দেক্তে পাই না যে—
কোথায় পলায়ন ক'ল্লে?
এ কি!—এ কি! প্রহ্লাদ মরে নি!
পর্ব্বতের চূড়া কই?

প্রহ্লাদ।—কি হেতু সন্দেহ, পিতা,
বিশ্বপিতা দয়াময় হরি,
হের ওই, পর্ব্বতের চূড়া
উড়াইয়া দিলা নীল নভে।
হের ওই, মেঘখণ্ড সম
উড়িছে পর্ব্বত-চূড়া।

(সকলের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত)

র-ম।—(স্বগত)—গতিক বড় ভাল নয়,
ঠিক্ মাথার উপর পর্ব্বতের চূড়োটা ঘুচ্ছে,
যদি পড়ে, তো হাড়গোড় গুঁড়ো হ'য়ে
একেবারে ছাতু!
(প্রকাশে)—মহারাজ!
এ স্থানটা ভাল নয়,
প্রহ্লাদকে নিয়ে অন্য স্থানে চলুন,
আকাশে দেখ্‌চেন তো?

হিরণ্য।—সামান্য পাষাণখণ্ডে কেন এত ভয়?
রহ ক্ষণকাল, মন্ত্রী!
তীক্ষ্ণ শর এড়ি'
প্রহ্লাদের হরি সনে
কোটিখণ্ডে গুঁড়াইব পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহ্লাদ! কই তোর হরি?
শুধু যে পর্ব্বত-চূড়া হেরি।

প্রহ্লাদ।—ওই যে পিতা,
জলধর-কোলে নবজলধরশ্যাম,
আহা, দেখ দেখ কি সুন্দর রূপ।
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—(সক্রোধে)—আরে দুষ্ট,
মিথ্যাভাষে ভুলা'স্ আমারে!
কেবল পর্ব্বত উড়ে,
কোথা তোর কৃষ্ণ দুরাচার?
যাই হোক্, এড়ি' বাণ
খান খান করি গিরিচূড়া;
রহে যদি শত্রু মোর হোথা,
চূড়া সনে যা'বে যমালয়ে।

(গিরিচূড়া লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ শরত্যাগ)

এ কি! নাহি ছুটে শর,
কিছু দূর উঠি' পড়ে লুটি' অধোমুখে!
অহো, নিগুর্ণ ধনুর গুণ!

প্রহ্লাদ।—পিতা,
নিগুর্ণ ধনুর গুণ নয়,
নিগুর্ণ পুরুষ হরি,
নিগুর্ণ হরিরে
কোন্ গুণে শর তব পারে পর্শিবারে?
কেন বৃথা এতেক আয়াস?
করহ বিশ্বাস মোর ভাষে,
অনায়াসে পা'বে হরি,
হরিপ্রেম-সুধার সাগরে
ভাসিবে মনের সাধে,
অন্তিম সময়ে
দিবে ফাঁকি যমেরে অবাধে।
বল বল, স্নেহময় পিতা! বল—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল

শূন্যে কৃষ্ণ।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল হরিবোল।
প্রহ্লাদ।—পিতা, বড় পুণ্যবান্ তুমি,
আহা, ঐ শোনো—ঐ শোনো—
নিজে হরি হরিবোল বলে।
এস এস, পূজ্যপাদ পিতা,
সবে মিলি' বলি—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হিরণ্য।—মন্ত্রী!
উন্মাদের প্রায় করিল আমায়
দুরাচার পাষণ্ড প্রহ্লাদ।
আর না—আর না—
অচিরে দুষ্টেরে বধ সমুদ্রে ডুবা'য়ে।
[প্রহ্লাদকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গভীর সমুদ্র—পার্শ্বে উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী।

শূন্যে হনুমানের পৃষ্ঠে বিষ্ণুর রামমূর্ত্তিতে প্রবেশ।

রাম।—উঠ উঠ, জলেশ বরুণ,
জল ছাড়ি' অচিরায়।
(জল হইতে বরুণের উত্থান)।
বরুণ।—(করযোড়ে,—
এ কি মূর্ত্তি হেরি, হরি!
ধনুশরধর রাম রঘুবর বীরবেশ।
কি আদেশ পালিব, পরেশ?
রাম।—ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ আমার
পড়িবে হে দারুণ সঙ্কটে।
নির্দ্দয় জনক তা'র নির্দ্দয় অন্তরে
আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে,—
হস্তপদ করিয়া বন্ধন
বক্ষে চাপাইয়ে শিলা
ডুবাইতে সিন্ধুজলে।
বরুণ!
এই সে কারণে কহি—
অবিলম্বে কহ পবনেরে
প্রহ্লাদের কাণে
অলক্ষ্যে সবার শুনাইতে রাম-নাম।
রাম রাম ব'লে
সিন্ধুজলে ভাসিবে প্রহ্লাদ,
খুলে যা'বে—ভেসে যা'বে শিলা।
তুমিও সতর্ক হ'য়ে
রক্ষা ক'র প্রহ্লাদ শিশুরে।
দেখো, জলেশ্বর!
বিন্দুমাত্র লবণাম্বু যেন না যায় উদরে।
ওই আসে দৈত্যগণ প্রহ্লাদে লইয়া,
আমি চলিনু এখন।
বরুণ।—আহা, ধন্য আমি, হরি!
তব শ্রেষ্ঠতম ভক্ত পর্শিবে আমারে।
[শূন্যে রামের অন্তর্ধান।
(জলমধ্যে বরুণের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ ও দৈত্যগণের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।— (গীত)

হরি ব'লে সবাই নাচে, এমি হরিনামের লীলা।
সাগর-জলে হেলে দুলে লহর নাচে তাল বেতালা॥
তুই কেন, মন! মড়ার মত
নিঝুম হোয়ে থা'কস্ এত?
নাচ্, না রে ভাই, হরি ব'লে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণের জ্বালা॥

১ম দৈত্য।—প্রহ্লাদ,
বার বার অনেক বার ম'ত্তে ম'ত্তে বেঁচেছো,
কিন্তু এবার বড় সঙ্কট।
ভয়ানক সমুদ্র,
ততোধিক ভয়ানক জলজন্তু
জলে ভ্রমণ ক'চ্চে,
এ সঙ্কটে আর বাঁচবে না।
তাই বল্‌চি, এখনো হরিনাম ভুলে যাও।
প্রতিজ্ঞা কর, আর হরি ব'লবে না,
তা' হ'লে আমরাও প্রতিজ্ঞা কচ্চি,
তোমাকে রাজার কাছে ফিরে নিয়ে যা'ব।

প্রহ্লাদ।—ভাই,
যে জীব এক প্রতিজ্ঞা ক'রে পালন করে না,
আবার আর এক প্রতিজ্ঞা করে,
তা'র প্রতিজ্ঞা অসার—মিথ্যা,
সে জীবও জীবনামের অযোগ্য।
১ম দৈত্য।—তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছ ?
প্রহ্লাদ।—জীবের দুর্গতিনাশের জন্য
হরিনামপ্রচার।
১ম দৈত্য।—জীবের দুর্গতিনাশ তো দূরের কথা,
হরিনামে
তোমার নিজের দুর্গতিও তো ঘুচ্চে না,
কষ্টের উপর কত কষ্টই পাচ্চো।
প্রহ্লাদ।—ভাই,
বিনা কষ্টে
খনি থেকে কে মণি তুল্তে পারে ?
১ম দৈত্য।—রাজকুমার!
অতি সামান্য—অতি তুচ্ছ মণির জন্যে
তোমার অমূল্য জীবন-মণি যে যায়,
তা'র উপায় কি ক'রেছো ?
প্রহ্লাদ।—আমার অমূল্য জীবন-মণি
নষ্ট হ'বে কেন ?
হরিই যে আমার জীবন-মণি।
হরি অজর অমর অনন্ত অমেয় অসামান্য,
এমন হরিই আমার জীবন-মণি,
তবে কেন আমার জীবন যা'বে ?
(স্বগত)—এ কি !
কে আমার কাণে কাণে ব'ল্লে—
'প্রহ্লাদ রে! রাম রাম বল্,
রামনামে জলে শিলা ভাসে,
শমন পালায় ত্রাসে;
আজ তোর শেষ পরীক্ষা,
আজ তোর হরি রামরূপে
অলক্ষ্যে তোকে কোলে ক'রে ব'সে আছেন।
প্রহ্লাদ রে, বল্ রাম রাম!'
(প্রকাশে)—ভাই যাতুকগণ,
আর কেন বিলম্ব কর ?
আমাকে পর্ব্বত থেকে
সিন্ধুজলে ফেলে দাও।
১ম দৈত্য।—তোমার কি মৃত্যুভয় নেই ?
প্রহ্লাদ।—হরি যে আমার মৃত্যুঞ্জয়।
১ম দৈত্য।—কিন্তু এবার আর নয়।
রাজকুমার! এখনো হরিনাম ছাড।
প্রহ্লাদ।—ছি ছি, বার বার ঐ কথা!
আমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু ছাড়্তে পারি—
জগৎ ছাড়্তে পারি—
আমার তুচ্ছ প্রাণও ছাড়্তে পারি,
তবু হরিনাম কখনই ছাড়্তে পারি না।
হরিনামের প্রেমে আমার প্রাণ পাগল—
মন পাগল—আত্মা পাগল—আমিও পাগল।
হরিনামশূন্য পৃথিবী প্রাণশূন্য,
এমন পৃথিবীকে হরিনামরূপ নবপ্রাণ দেবো;
পৃথিবীর নবপ্রাণের সঙ্গে
আমার নবপ্রাণ মিশা'বো;
অনন্ত কোটি প্রাণের সঙ্গে
আমার প্রাণ মিশ্বে,
বীণাযন্ত্রের তারের মত
আমাদের দেহ-বীণা-যন্ত্রের প্রাণরূপ তারগুলি
মধুর বোলে
যখন হরিবোল হরিবোল ব'ল্বে,
আহা, তখন কে আর স্বর্গে যেতে চা'বে ?
ভাই যাতুক রে! সকলে মিলে বল—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
১ম দৈত্য।—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে,
বিপদে ফেল্লে দেখ্চি,
প্রহ্লাদ, আর হরি ব'লে চেঁচিও না।
কথায় কথায়
রাজার কাছে আমরা দোষী হই,
কেন আমাদের সর্ব্বনাশ কর ?
প্রহ্লাদ।—আহা, মায়ার জীব!
কবে তোদের মায়া-মরীচিকা ঘুচ্বে ?
হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়—ছি ছি,
হরি! কবে এদের ভ্রম ঘুচ্বে ?

কবে এরা তোমার মুক্তিময় পবিত্র নামের
উজ্জ্বল আলোক-রেখা দেখ্তে পা'বে ?
কবে এরা তোমার এই ভৃত্যের মত বল্‌বে,
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য।—প্রহ্লাদ !
আমাদের হত্যা করাই কি
তোমার হরিবোল বলার উদ্দেশ্য ?

প্রহ্লাদ।—অবোধ !
হরিনামে যদি জীবহত্যা হয়,
তবে আমি কেন মরিনি, ভাই ?

১ম দৈত্য।—হরি তোমার বন্ধু,
কিন্তু আমাদের শত্রু।

প্রহ্লাদ।—না ঘাতুক, তা নয়,
তিনি ইচ্ছাময়।
যে তাঁ'কে যে ভাবে ভাবে,
তিনি তা'র হৃদয়ে সেইরূপে বিরাজ করেন।
আমার মত তোমরাও তাঁ'কে দীনবন্ধু বল,
তা' হ'লে আমার মত মর্‌বে না।

১ম দৈত্য।—না,
আমরা ছেলেমানুষের কথায় ভুলিনি।

২য় দৈত্য।—ভাই, ছেলেমানুষের সঙ্গে
ছেলেমানুষী ক'র্ত্তে গিয়ে
এইবার প্রাণে মরি।

১ম দৈত্য।—কেন, কি হ'লো ?

২য় দৈত্য।—ঐ দেখ, মহারাজ আস্‌চেন।

১ম দৈত্য।—সর্ব্বনাশ !
প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! কি হ'বে !

প্রহ্লাদ।—ভয় কি, ভাই ? বল বল—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বেগে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—(দৈত্যগণের প্রতি)—আরে দুরাত্মারা !
এখনো পাষণ্ডকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিস্‌ নি ?

প্রহ্লাদ।—পিতা ! ওদের দোষ কি ?
ওরা
আপনার আদেশ পালন কর্‌বে ব'লেই তো
আমাকে এখানে এনেছে।
ঐ দেখুন পাষাণ,
ঐ পাষাণ আমার বুকে বেঁধে
এখনি সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌বে।
কেবল আমিই
ওদের একটু বিলম্ব ক'র্ত্তে ব'ল্‌চি।

হিরণ্য।—শত্রু-নিপাতে বিলম্ব কি জন্য ?

প্রহ্লাদ।—পিতা,
এই সামান্য সমুদ্র দেখে আমার মনে
অপার-ভব-সমুদ্র জেগে উঠেছে ;
এই সমুদ্র-জলে
আমি প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে
অনন্ত ভব-সমুদ্রে পড়্‌বো।
পিতা,
তাই সেই অগাধ ভব-সমুদ্র-পারের
কাণ্ডারীকে ডাক্‌চি।

হিরণ্য।—কে কাণ্ডারী ?

প্রহ্লাদ।—মধুসূদন হরি।

হিরণ্য।—(সক্রোধে)—দৈত্যগণ !
অবিলম্বে বাঁধ দুষ্টে,
বক্ষে দাও শিলা-ভার,
পর্ব্বতে তুলিয়া, দাও ফেলি' সিন্ধুজলে,
ডুবিয়া মরুক দুরাচার,
মহাশত্রু হউক নিপাত।
ফিরিয়া আসিয়া পুন
দেখি যেন প্রহ্লাদবিহীন সিন্ধুতট।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ।—বাঁধ্‌ রে ঘাতুকগণ,
পাষাণ চাপা রে বুকে,
দে রে ফেলি' সমুদ্রের জলে।

(প্রহ্লাদকে তদ্রূপ করিয়া দৈত্যগণের পর্ব্বতারোহণ)

জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

(দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সমুদ্রে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ
বেগে দৈত্যগণের প্রবেশ।

১ম বালক।—(অন্যান্য বালকগণের প্রতি সরোদনে)—

হায় হায়, ভাই, কি হ'ল —কি হ'ল—
প্রহ্লাদ জলে ডুবে গেলো!

য় বালক।—(সরোদনে)—ভাই প্রহ্লাদ!
আহা, কেন তোর বাপের কথা শুন্‌লি নি!
ভাই!
কে আর আমাদের নিয়ে খেলা কর্‌বে!
কে নতুন নতুন খেলা শিখা'বে!
কে আমাদের ভাই ভাই ব'লে ডাক্‌বে!

হ্লাদ।—(জলে ভাসিতে ভাসিতে)—
ভাই! তোরা কেন কাঁদচিস্?
আমি মরি নি রে!
এই দ্যাখ্, ভাই,
আমি হরিনামের ভেলা চ'ড়ে
কেমন ভাস্‌চি।
এই দ্যাখ,
ভারি পাথরখানা আমাকে ডুবুতে না পেরে
বুক থেকে খুলে প'ড়ে কেমন ভাস্‌চে।
এই দ্যাখ্,
আমি তা'র উপর কেমন ব'সে আছি।

বালক।—(প্রহ্লাদের প্রতি)—
বলিস্ কি, ভাই!
পাথর ভাস্‌চে!—কই দেখি!

হ্লাদ।—এই দ্যাখ, ভাই!

কগণ।—(অগ্রসর হইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে)—
অ্যাঁ—তাই তো!
এমন তো কখনো দেখিনি—শুনিনি।

বালক।—ভাই প্রহ্লাদ!
পাথর কি ক'রে ভাস্‌লো জলে?

াদ।—হরি হরি ব'লে।

বালক।—তবে আমরাও বলি—

কগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

দৈত্য।—আরে মলো,
ছেলেগুলোও হরিবোল বলে যে।
আরে চুপ্ কর, আরে চুপ্ কর,
রাজা তোদেরও জলে ফেল্‌বে।

বালক।—ফেলে তো সবই কর্‌বে!

১ম দৈত্য।—ডুবে মর্‌বি যে।

১ম বালক।—তোরাই মর্‌বি,
আমাদের বোয়ে গেচে!
হরিনামে যেকালে পাথর ভাসে,
সেকালে আর আমরা ভাস্‌বো না?
আয়, ভাই, সবাই মিলে আবার বলি—

বালকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য।—(অপর দৈত্যগণের প্রতি)—
ওরে ভাই! ছেলেগুলো কর্‌চে কি?

২য় দৈত্য।—ও ভাই!
আমার মনের কপাট খুলে গেলো,
আহা, অন্ধকার ঘুচে কেমন আলো হ'লো—
আমিও বলি—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ।—(জল হইতে তীরে উঠিয়া
সানন্দে ২য় ঘাতুকের প্রতি)—
আয় আয়, ভাই,
তোকে একবার আলিঙ্গন করি!
(আলিঙ্গন করিয়া)—আবার বল্—
(সুরে)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য।—প্রহ্লাদ! আমার গতি কি হ'বে?

প্রহ্লাদ।—আর ভয় কি, ভাই?
বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ম দৈত্য।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ।—(অন্যান্য দৈত্যগণের প্রতি)—
ভাই, তোমরা কেন নীরবে?
অলস জিহ্বাকে স্ববশে আনো।

দৈত্যগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ।—চল, ভাই,
এইবার সকলে মিলে পথে পথে দ্বারে দ্বারে
হরিনাম বিলা'তে বিলা'তে
পূজ্যপাদ পিতার কাছে যাই।

বালকগণ।—বেশ কথা, ভাই! তাই চল।

সকলে।—হরিবোল হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

বল, আচার্য্য ! বল বল
যমদণ্ড এড়া'বার কি উপায় ক'রেচো ?

ষণ্ড।—(চিন্তা করিয়া)—প্রহ্লাদ ! মোহ ঘুচিল রে,
কে রে তুই ?—কে রে তুই ?
কোন্ সাধু আইলি সাধিতে হিত ?
সিন্ধুজলতলে মহামুক্তা মত
দৈত্যকুলে কে তুই, রে বাছা ?
নিবিড় নীরদ ছাড়ি' যথা
অনন্ত জ্বলন্ত কর ঢালে দিবাকর,
তেমতি পবিত্র জ্ঞান-আলোক ছড়া'য়ে
অজ্ঞান-আঁধার-মেঘ ছাড়ি'
কে তুই আইলি হেথা ?
বড় ভাগ্যবান্ মোরা,
তেঁই পেনু শিষ্য তোমা হেন,
আয়, বাপ , করি আলিঙ্গন।
প্রহ্লাদ রে, দয়া ক'রে ব'লে দে উপায়—
কিসে ত্রাণ পায়
এ পাষণ্ড পাপমতি গুরু তোর ?

প্রহ্লাদ।—গুরুদেব ! তোমাদেরি অনুগ্রহে
পাইয়াছি মুক্তির সম্বল হরিনাম,
বল বল—হরিবোল—হরিবোল।

ষণ্ড।—(ঊর্দ্ধবাহু হইয়া)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
(অমর্কের প্রতি)—অমর্ক রে !—ভাই রে !
আয় আয় দুই ভাই মিলে বাহু তুলে বলি—

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ষণ্ডপত্নীর বেগে প্রবেশ।

ষণ্ডপত্নী।—(সভয়ে ষণ্ডের প্রতি)—
কি সর্ব্বনাশ !
ওগো, তুমি কর কি ?—কর কি ?
ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাইয়ের হাত ধ'রে
তুমিও হরিবোল বোল্‌চো !—
অ্যাঁ,—মহারাজ শুন্‌লে শূলে দেবে যে !
পালিয়ে এসো,—ছুটে পালিয়ে এসো।

ষণ্ড।—পত্নি !
কোন্ স্ত্রী পতিব্রতা ?

ষণ্ডপত্নী।—যে পতির সৎপরামর্শ নেয়,
ভক্তির সহিত পতিসেবা করে।

ষণ্ড।—তবে আর কোন কথা কয়ো না,
পতির সঙ্গে ভক্তিভরে একবার বল—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ষণ্ডপত্নী।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বেগে কয়াধূর প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—মা ! মা !

কয়াধূ।—বাবা ! বাবা !

প্রহ্লাদ।—আজ তোমার প্রহ্লাদের
জন্ম সফল হ'ল ;
মা, আজ তো'র প্রহ্লাদ
এই সকল বৈষ্ণবের দাস।
মা ! মা !
এমন সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি,
আজ্‌কের মত
আনন্দের দিনও কখনও হয় নি।
মা গো, এমন আনন্দের দিনে
এস মাতাপুত্রে প্রাণ ভ'রে বলি—

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ।—হরি !
আমরা স্বর্গ চাই না—
চাই শুধু তোমার প্রেম।
ঐশ্বর্য্য চাই না—চাই শুধু তোমার দয়া।
ত্রিলোকের কিছুই চাই না—
চাই শুধু তোমার রাঙা পা দু'খানি।
সাংসারিক কথা কইতে চাই না—
চাই শুধু তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
এস এস সবাই মিলে
প্রাণ খুলে, বাহু তুলে—
আবার হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

সকলে।— (হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরি বল হরি বল হরি বল মন!

পুরুষগণ।—

ছাড়[illegible]হমায়া, ভ্রম ছায়া,
সংসার-স্বপন॥

প্রহ্লাদ।—

(একবার হরি বল রে!)—

রমণীগণ।—

আয় ভক্তিভরে, উচ্চস্বরে,
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

প্রহ্লাদ।—

(ও রে নেচে নেচে রে!)—

রমণীগণ।—

যে জন বাহু তুলে, হরি বলে,
হরি তা'রে দেয় দরশন॥

প্রহ্লাদ।—

(এম্নি দয়াল হরি রে!)—

সকলে।—

আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ॥

প্রহ্লাদ।—আমার সাধনার সিদ্ধি লাভ হ'য়েচে,
চল চল,
এইবার আমার পিতাকে হরিনাম শুনাই।
(সুরে)—হরিনামের প্রেমে পাষাণ গলে,
আমার পিতার হৃদয়ও যা'বে গ'লে।
চল চল সবাই মিলে—কেবল ব'লে—

সকলে।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।—(অস্থির হইয়া)—কি করি—কি করি!
কিছুতে না মরিল প্রহ্লাদ!
শক্রবলে এত বলীয়ান্।
কি আশ্চর্য্য! এতই প্রবল হরি-নাম-গান।
ওহো, শক্রনাম-গভীর-নিনাদে
ছেয়ে গেল আকাশ ভূতল।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—অহো, পুন সেই ভীম রোল!
কি হ'বে—কি হ'বে—
কিসে যা'বে এ দারুণ জ্বালা?
দারুণ দারুণ মর্ম্মব্যথা কিসে যা'বে?
কিসে মান র'বে?
হা—কি হ'বে—কি হ'বে—
না দেখি উপায় আর!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—আবার—আবার!
অহো, বজ্রসম তীব্র হুহুঙ্কার!
বধির শ্রবণ—ব্যতিব্যস্ত মন—
হায় হায়—কি করি উপায়,
কে আছিস্ কোথা?
আয় ছুটে হেথা—ঘুচা মর্ম্মব্যথা—
দে বিষ আমায়—দে বিষ আমায়।
আত্মহত্যা মঙ্গল আমার,
তাহা ছাড়া না দেখি নিস্তার।

নেপথ্যে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—অহো—আবার—আবার!
আর না থাকিতে পারি হেথা—যাই যাই।
(গমনোদ্যোগ, কিন্তু সহসা চমকিয়া)—
এ কি এ কি!—পথ নাহি পাই,
চৌদিক আঁধার—অহো—পথ নাই!—
অহো—ও কি ভীম ছায়া!
কাঁপে কায়া দারুণ তরাসে!
অট্টহাসে কে কোথায় হাসে!
কে যায়?—কে আসে?
বুঝিবারে নাহি পারি কিছু,
ভীম চক্র ঘোরে আগু পিছু!

অহো! ও কি পুন?—নব মহাজীব!
বিধাতার সৃষ্টিমাঝে
হেন মূর্ত্তি কভু দেখি নাই।
ঊর্দ্ধদেহ ভয়ঙ্কর সিংহাকার—
অধোদেহ নরাকার;
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর!
এ কি! এ কি! পুন মহাস্থূল!
সিংহনাদে গরজিয়া আসে,
যেন মহাগ্রাসে নিল সাপটিয়া
উলটিয়া ফেলি' মোরে জানুর উপরে।
থরথরি' কাঁপে কায়,
ধড় ছাড়ি' যায় যেন প্রাণ;
কে ও!—কে ও! ছায়া-জীব এত ভয়ঙ্কর!
কই! কোথা লুকাইল! এ কি রে আঁধার!
জলন্ত বিদ্যুৎ যেন লুকাইল মেঘে
মহাবেগে আচম্বিতে।
আঁধার! অহো, অনন্ত আঁধার!
অহো! আবার সেই ভীম কায়—
আবার সেই জিহ্বা লকলকি—
আবার বিকট দৃষ্টি—
ওঃ কি ভীম নখর! আবার গর্জ্জিয়া এল,
গেল গেল প্রাণ,
নাহি ত্রাণ—নাহি ত্রাণ,
উদর-বিদীর্ণ-আশে আসে!
অহো—বধিল বধিল মোরে!—
হায় হায়, কোথা যাই—
কোথায় দাঁড়াই—পথ নাহি পাই!
(ইতস্ততঃ ধাবন)

বেগে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—পিতা, ভয় নাই—ভয় নাই,
পুত্র তব দেখাইবে পথ,
এত দিনে পূর্ণমনোরথ তুমি।
হরিনাম স্বর্গীয় আলোক,
যে আলোকে কোটি কোটি ভানু
ধরি' তনু আলোক বিলায়,
পিতা, সেই হরিনামালোক
ধরিনু তোমার অন্ধকারময় জীবনের পথে;
এস এস, হরি-প্রেমে মেতে
পিতাপুত্রে মিলে ভক্তির সহিতে
বলি—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বালকগণ, দৈত্যগণ, ষণ্ডামর্ক, উভয় মন্ত্রী
ও ষণ্ডপত্নীর প্রবেশ।

বালকগণ ইত্যাদি।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হিরণ্য।—ছিছি, পাষণ্ড প্রহ্লাদ সনে
লজ্জাভয়হীন-মনে
সবাই হরির নাম গায়!
মোর অন্নে ধরিয়া জীবন
আমারই অহিত-চিন্তন!
ছিছি, সবাই হইল মোর অরি,
এত দিনে শত্রুময় হিরণ্যকশিপু,
একা হরি নয়—
এত দিনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর রিপু।
আরে আরে পাষণ্ড প্রহ্লাদ,
দূর হ—দূর হ।
দূর হ রে প্রভুদ্রোহিগণ!
থাকিলে নিকটে, পড়িবি সঙ্কটে,
এই খড়্গে করিব নিধন।
প্রহ্লাদ।—(সকলের প্রতি)—দৃঢ় কর চিত,
না হইও ভীত কেহ;
বৈষ্ণবের দেহ কে পারে কাটিতে?
না করিও ভয়,
বল, জয় রাম জয়! জয় হরি জয়!
মোহাচ্ছন্ন পিতার আমার
দিব্যজ্ঞান হয় নি এখনো—
করাও শ্রবণ হরিনাম—
বল বল উচ্চ রবে—
সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হিরণ্য।—আরে রে প্রহ্লাদ!
বার বার কি হেতু বলিস্ হরি?

কোথা তোর হরি ?
সত্তা তা'র নাই, মরিয়াছে হরি তোর।
প্রহ্লাদ।—পিতা, এমন কথা আর ব'ল না,
হরি মরেন না, হরি অমর।
হিরণ্য।—অমর যদ্যপি,
তবে কি হেতু না আসে মোর পাশে ?
অমর কি ত্রাসে কোন জনে ?
দেখা—কোথা তোর হরি ?
প্রহ্লাদ।—হরি সর্ব্বত্র, হরি ব্রহ্মাণ্ড, হরি ব্রহ্ম।
হিরণ্য।—মিথ্যা কথা।
প্রহ্লাদ।—না, পিতা !
হিরণ্য।—নিশ্চয় বল্‌চিস্ তোর হরি সর্ব্বত্র ?
প্রহ্লাদ।—রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র
কখনো মিথ্যা কথা কয় না।
হিরণ্য।—আচ্ছা,
এই স্ফটিকস্তম্ভে তোর হরি আছে ?
প্রহ্লাদ।—(স্বগত)—হে সত্যময় হরি !
তোমার ভক্তের বাক্য যেন সত্য হয়।
(প্রকাশে)—হাঁ পিতা,
সত্যস্বরূপ দয়াল হরি ঐ স্তম্ভে আছেন।
হিরণ্য।—(সক্রোধে)—কি !
আমার ভ্রাতৃহন্তা পরমশত্রু
দুরাত্মা হরি এই স্তম্ভমধ্যে !
প্রহ্লাদ ! তোর প্রতি আমি সন্তুষ্ট হ'লেম,
তুই আমার শত্রুর গুপ্তসন্ধান ব'লে দিয়ে
যথার্থ পুত্রের মতই কার্য্য ক'র্লি।
এই দ্যাখ্,
তোরি সম্মুখে আমার মহাশত্রু বিনাশ করি।

(সবলে স্ফটিকস্তম্ভে খড়্গাঘাত, স্তম্ভ চূর্ণীকৃত হওন ও তন্মধ্য হইতে বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তিতে সহুঙ্কারে বহিরাগমন)

হিরণ্যকশিপু ব্যতীত সকলে।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হিরণ্য।—(সক্রোধে)—
আরে আরে দৈত্যকুল-অরি হরি,
বিধাতা সদয় মোরে আজ,
গৃহে বসি' পাইলাম মহারিপু।
আরে মোর ভ্রাতৃঘাতী,
আয় আয়, শেষ দিন তোর,
শুভ দিন মোর এত দিনে ;
আয়, দুরাচার,
পশুমূর্ত্তি নরমূর্ত্তি দুই খণ্ড করি খড়্গ-ঘায়।
(খড়্গাঘাতোদ্যোগ)

নৃসিংহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু।—আয় রে পরম ভক্ত,
আয় আয় হিরণ্যকশিপু !
বৈকুণ্ঠপুরীর শক্তি তুই,
তো' বিহনে বৈকুণ্ঠ আঁধার বহু দিন ;
হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা তোর আমার বিজয়,
তুই মোর ভক্ত জয়।
এত দিনে সনকের শাপ
ত্রিভাগের এক ভাগে হইল পূরণ ;
শত্রুভাবে ত্রিজন্মের তোমা' দোঁহাকার
এক জন্ম পূর্ণ হ'ল।
হিরণ্য।—প্রভু ! প্রভু ! হরি !
সংহারিয়া মোরে করহ নিস্তার।

(নৃসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুবধ।)

বেগে নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

স্ফটিক-স্তম্ভ করি' বিদার,
আধ-সিংহ, আধ-নরাকার,
স্তম্ভিত করি' দানবপুরী,
ভীম মূরতি সাজি'ছে।
হরিনামদ্বেষী, সুর-নর-রিপু,
দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু,
দশন নখরে হ'য়ে বিদীর্ণ,
জানুর উপরি লুটি'ছে॥

যবনিকাপতন।

গঙ্গা-মহিমা।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মা। বিষ্ণু। মহাদেব। ইন্দ্রাদি দেবগণ। যম। নন্দী। ভৃঙ্গী। গরুড়। কপিল। নারদ। জহ্নু। বশিষ্ঠ। হিমালয়। ঋষিগণ। মুনিশিষ্য। সগর। সগরপুত্রগণ। অংশুমান্। ভগীরথ। বৃদ্ধমন্ত্রী। নাগরিক বালকগণ। ঋষিবালকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী। গঙ্গা। নিদ্রা। রজনী। দেবীগণ। দৈববাণী। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী। ঋষিপত্নীগণ, ইত্যাদি।

সূচনা।

প্রথমাঙ্ক।—শিবলোক।

কৈলাসস্থ বিল্ববন।

একটি বৃহৎ বিল্ববৃক্ষমূলে মহাদেব ধ্যানাসীন।

দূরে দুই পার্শ্বে ত্রিশূলহস্তে নন্দী ও ভৃঙ্গী দণ্ডায়মান।

নন্দী ও ভৃঙ্গী।— (গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপাবন, সাধুসজ্জনরঞ্জন।
জয় অগ্নিভালক, জীবপালক, অহিমালকশোভন॥
জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ, পাপভীষণনাশন।
জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক, দুষ্টবঞ্চকশাসন॥
জয় প্রেতনায়ক, তত্ত্বগায়ক, শূলশায়কধারণ।
জয় ভক্তবৎসল, সত্যনিশ্চল, নিত্যমঙ্গলকারণ॥
জয় ষণ্ডবাহন, ভণ্ডশাসন, বিল্বকাননচারণ।
জয় সর্পখেলন, দর্পহারণ, মীনকেতনমারণ॥

মহা।—ঐশী মূর্ত্তি বিভক্ত ত্রিভাগে—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব।
পূর্ব্বভাগ সৃজনকারণ,
মধ্যভাগ স্থাপনপালনহেতু,
অন্তভাগ অন্তকস্বরূপ।
আমিই সে অন্তভাগ—মহাদেব—মহাকাল।
বহুযুগ হইল অতীত,
বহুযুগ জীবজাতি হইল সৃজিত,
বহুযুগ হ'তে ধ্বংসকার্য্যে আমি নিয়োজিত।
আহা, কর্ম্মফলে ক[illegible]ায় জীব
অনন্ত পাপের স্রোতে!
আহা, অনন্ত অনন্ত কাল
ভুঞ্জি'ছে দারুণ দুঃখ যমের নরকে!
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে অবিরল,
চক্ষে বহে ধারাকারে জল,
তবু নাহি পাপের নিস্তার!
আহা, কেন রে অবোধ জীব!
শিব ছাড়ি' ভজিয়া অশিব
নরকে মরিস্ ডুবি'?
কেন পাপ-প্রলোভনে পড়ি'
সুখময় স্বর্গছাড়া হ'য়ে

পুড়িস্ নরকানলে ?
আহা,
আর যে তোদের দুঃখ দেখিতে না পারি,
শুনিতে না পারি আর্ত্তনাদ!
যা'ই হোক্, ঘুচা'ব বিষাদ,
ভুঞ্জাইব স্বর্গসুখস্বাদ,
উদ্ধার করিব তো' সবারে।
ভয় নাই, পাপিগণ!
অজ্ঞানজ পাপরাশি হ'তে
তো' সবারে করিব নিস্তার,
স্বর্গলোকে করা'ব বসতি।
কিন্তু, জ্ঞানজ পাতক হ'তে
নাহি কা'রো উদ্ধারের পথ,
জ্ঞানপাপী অনন্ত নারকী।
জ্ঞানপাপী কিসে ত্রাণ পায়,
আমি নাহি জানি সে উপায়!
জ্ঞানময় হরি বই
সে উপায় কে বা জানে আর ?
নন্দী! ভৃঙ্গী!
চলিলাম বিষ্ণুলোকে আমি,
পাপীর উদ্ধার কামনা আমার;
রহ দোঁহে কৈলাস আগুলি'।

[সকলের প্রস্থান।

তীয়াঙ্ক।—ব্রহ্মলোক।—দেবকক্ষ।

ক্ষা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন ইত্যাদি
দেবগণের প্রবেশ।

া।—কহ কহ, অমরমণ্ডলী!
কি উপায়ে পাপী পায় ত্রাণ ?
বিষ্ণু মোরে করিলা সৃজন
করিতে সৃজন চরাচর।
তাঁহার আদেশে
অনন্ত মহান্ বিশ্ব করিনু সৃজন,
সৃজিলাম বিশাল মেদিনী;
মেদিনীমণ্ডলে
সৃষ্টি কৈনু জীবজাতি।
কালচক্রবিবর্ত্তনে
ভ্রমে জীব অহর্নিশি।
হায়,
অবশেষে মজে কর্ম্মদোষে
নানাবিধ মহাপাপে;
অনন্ত নরকে ডোবে,
না পায় নিস্তার,
করে হাহাকার,
প্রতিপলে হেরে অন্ধকার!
আহা,
তা'দের দুর্গতি কিসে যা'বে ?
কিসে ত্রাণ পা'বে ?
কিসে পা'বে পশিতে ত্রিদিবে ?

মহাদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ।—জয় জয় রুদ্র মহাকাল!
মহা।—বিধাতা!
কি হেতু বিমর্ষ হেরি ?
সৃষ্টি-পরিশ্রমে শ্রান্ত কি হ'য়েছ, দেব ?
ব্রহ্মা।—ত্রিলোচন!
ধ্বংসকার্য্যে তুমি পাও কভু অবসর ?
মহা।—তিলমাত্র অবসর নাই।
ব্রহ্মা।—তবে, দেব!
সৃষ্টিকার্য্যে শ্রান্ত কভু আমি ?
এক দিকে অবিরাম সৃষ্টি আমি করি,
অন্য দিকে অবিরাম ধ্বংস কর তুমি;
উভয়ের নাহি অবসর।
মহা।—সত্য তব ভাষ।
তা' যা' হোক্,
কোন্ দুখে বিমর্ষ-অন্তর তুমি ?
ব্রহ্মা।—জীবের দুর্গতি হেরি' হর!
পাপপঙ্কে অবিরাম জীব
যমের নরকরাজ্য করি'ছে বিস্তার,
আহা, না পায় নিস্তার!

কহ, ত্রিলোচন!
কিসে হয় পাপীদের পাপ বিমোচন?
মহা।—সন্তুষ্ট হইনু আমি;
তব সম আমিও চিন্তিত, পদ্মযোনি!
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ
এক চিন্তা-ডোরে বাঁধা আজ,
মঙ্গল-লক্ষণ ইহা।
দেবগণ সনে
চল, দোঁহে বিষ্ণুপাশে যাই;
জীবের মুক্তির পথ তাঁ'রি শ্রীচরণ।
ব্রহ্মা।—মহেশ্বর!
পাপীর উদ্ধারতরে
অন্তরমাঝারে তব কি চিন্তা উদয়?
মহা।—নূতন নূতন চিন্তা;
পূর্ব্বে কোন জন
সে চিন্তা কখন করে নাই।
ব্রহ্মা।—কিরূপ সে চিন্তা, দেব?
মহা।—হরিসঙ্কীর্ত্তন।
ব্রহ্মা।—হরিসঙ্কীর্ত্তন!
আহা, মনে মোর আশার সঞ্চার,
পাপীর নিস্তার এত দিনে।
ধন্য তুমি, পাপীর মঙ্গল-বন্ধু!
মহা।—বিরিঞ্চি!
সঙ্গীতের স্রষ্টা আমি,
সঙ্গীত বড়ই ভালবাসি,
সঙ্গীতে মাতাই প্রাণ,
সঙ্গীতে মাতাই অন্য জনে,
সঙ্গীতে ভুলাই পশু পাখী—
অন্যপরে কিবা কথা?
মূলমন্ত্র ধ্যান জ্ঞান সঙ্গীত আমার,
সঙ্গীত আমার দেহ প্রাণ,
সঙ্গীত হৃদয় আত্মা;
বেশী কি বলিব, বিধি!
সঙ্গীত আমার
নাদরূপ পরব্রহ্ম হরি।
এই সে সঙ্গীতে আজ দ্রবিয়া হরিরে
স্বর্গরাজ্য দেওয়া'ব পাপীরে,
পাপীর মুক্তির পথ করিব সৃজন।
ব্রহ্মাদি দেবগণ।—জয় জয় সঙ্গীতস্বরূপ মহাদেব
মহা।—বিলম্বে কি কাজ আর?
চল সবে বিষ্ণুলোকে যাই।
তান মান লয়ে কণ্ঠ মিলাইয়ে
সঙ্গীতে আমার, কাঁপাইয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন
করি চল হরিসঙ্কীর্ত্তন।
নারদে লইব সাথে।
ব্রহ্মা।—ধরাবাসী পাপিগণ,
শিবের প্রসাদে
বিষাদ ঘুচিবে তো' সবার,
যমের নরক শূন্য হ'বে;
এই বার স্বর্গের দুয়ার
খুলিবে তোদের তরে।
সকলে।—পূর্ণ হোক্ হরিসঙ্কীর্ত্তন!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।—বিষ্ণুলোক।—হৈমসভা।

সিংহাসনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী আসীন।

বিষ্ণু।—শ্রী!
সহসা কি হেতু হেন ভাব
আবির্ভাব হ'ল মোর মনে?
কিবা যেন পশিল শ্রবণে—মধুর মধুর অতি!
আহা, ভুলে গেল প্রাণ,
গ'লে গেল হৃদয় আমার!
সুধার সুধার-ধার ঝরে,
হইনু আপনাহারা;
আহা,
মরি মরি, কি সুধার ধারা,
প্রাণের পিয়াস মিটে গেল!
প্রিয়ে! শোন শোন মধুর ঝঙ্কার,
দ্রব হ'য়ে গেল হরি।
লক্ষ্মী।—(সবিস্ময়ে)—কই, নাথ!

কিছুই না শুনি,
কিসের ঝঙ্কার, চক্রপাণি ?

বিষ্ণু।—আহা, নূতন সুধার ধারা,
নূতন করিল প্রাণ,
নূতন বৈকুণ্ঠপুরী আজ,
নূতন নূতন চারি ধার,
আহা, নূতন সুধার ধার।
ঐ শোন, রমে! নূতন ঝঙ্কার।

হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন প্রভৃতি দেবগণ ও নারদের প্রবেশ।

মহাদেব আদি দেবগণ।—(হরিসঙ্কীর্ত্তন)

কোথা হরি, বাধাহারী, প্রভু নারায়ণ।
(আর) শুন্‌তে নারি প্রাণবিদারী পাপীর রোদন॥
(আহা, প্রাণে বড় বাজে হে)
(পাপী হাহাকারে কাঁদে হে)
তুমি মুক্তিদাতা, পাপিত্রাতা, নিরয়-ভয়-বিমোচন।
(আহা, এম্নি তোমার দয়া হে)—
(তুমি তাপীর শীতল ছায়া হে)—
পাপ হর ব'লে, 'হরি' ব'লে, ডাকে তোমায় জীবগণ।
(ওহে দয়াল হরি হে)—
(ওহে পাপহারী হে)—
(আজ) হরিনামের গুণ বুঝিব, পাপী যদি পায় জীবন॥
(হায়, এয়েছি আজ তাই হে)—
(তুমি বই কেউ নাই হে)—

(নিমীলিত-নেত্রে নিস্পন্দভাবে বিষ্ণুর অবস্থিতি)

লক্ষ্মী।—(শশব্যস্তে) এ কি, এ কি, দেবগণ,
একি হেরি,
কেন হরি হইলা এমন!
স্পন্দহীন অচল শরীর,
পাদপদ্মে বহে নব নীর,
হের হের ধারাকার।

মহা।—কই কই—নীর ধারাকার?
(দেখিয়া)—আহা, পূর্ণ মম মনোরথ।
পূর্ণ মম সঙ্গীত-সাধনা!
পূর্ণ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন!
হের হের, দেবগণ,
কর কর সফল নয়ন,
পরশি' ও পূত বারি শিরে
কর কর পবিত্র জীবন।
হরির চরণোদ্ভব বারি—
হরি ঐ বারি—ঐ বারি হরি,
ভেদাভেদ নাই।
মিটাও পিয়াস-খেদ,
ঘুচাও মনের ক্লেদ,
ঐ বারি পাতকীর মুক্তির দুয়ার।

(সকলের বিষ্ণুপাদোদ্ভব বারিস্পর্শ)

ব্রহ্মাদি দেবগণ।—ধন্য তুমি মহেশ্বর,
ধন্য কৈলে আমা সবাকারে।

মহা।—হে বিরিঞ্চি, ত্বরাপর হও,
কমণ্ডলু লও,
ধর ধর হরিপদতলে,
কমণ্ডলু পূর্ণ কর ও পবিত্র জলে।
তব ব্রহ্মলোকে
বিষ্ণুপাদোদ্ভব জল রাখহ যতনে,
কর পূজা ত্রিসন্ধ্যা সময়ে ভক্তিময় হ'য়ে!

(ব্রহ্মার তদ্রূপ করণ)

শুন সবে,
শ্রীহরির শ্রীপদ-উদ্ভূত
এই মহাজলধারা নিত্য পুণ্যধারা
গঙ্গা নামে হৈল অভিহিত।
এই গঙ্গা হ'তে
অগতির গতি হ'বে, পাপী ত্রাণ পা'বে,
ঘুচে যা'বে শমনের ভয়,
শূন্য হ'বে দারুণ নিরয়।

সকলে।—জয় গঙ্গা জয় জয়!

মহা।—নারদ,
দেববার্ত্তাবহ তুমি,
সর্ব্বগামী নিশিদিন।

রাখহ বচন,
করহ গমন ধরাতলে,
গঙ্গার উৎপত্তি-কথা
ধরাতলে করিতে প্রচার
তোমারে দিলাম ভার।
সূর্য্যবংশ-অবতংস সগর ভূপতি
করিবেন অশ্বমেধ যাগ,
তাঁ'রি বংশে
মহাপুণ্যবান তাপসপ্রধান
রাজপুত্র ভগীরথ
খুলিবে পাপীর মুক্তিপথ
এই পাপিনিস্তারিণী গঙ্গার সলিলে।

ব্রহ্মা।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এতদিনে,
আইস অমরগণ,
হ'য়ে ভক্তিযুত মন
পূজিব পবিত্র গঙ্গাবারি।

[বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব ও নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মহা।—নারায়ণ!
অজ্ঞান পাপীর মুক্তিপথ
তব পদে হইল স্থজন,
কিন্তু জ্ঞানপাপী কিসে পা'বে ত্রাণ?

বিষ্ণু।—জ্ঞানপাপী যেই জন, মুক্তি তা'র নাই—
তা'র ভাগ্যে অনন্ত নরক ভোগ,
পাতকের শাস্তি অনুদিন
ভুঞ্জে জ্ঞানপাপিগণ।
তবে কথা এই—
জ্ঞানপাপী একবার জ্ঞানে পাপ করি'
অনুতাপ করে যদি,
অনুতাপে ভবিষ্যের তরে
ডরে যদি করিতে দ্বিতীয় পাপ,
পরশিয়া গঙ্গাবারি শিরে
কিংবা
মাতর্গঙ্গে! বলে ভক্তিভরে,
তবে নিশ্চয় পাইবে ত্রাণ।
কিন্তু, ত্রিলোচন!
যে পাপিষ্ঠ জন
সজ্ঞানে নিয়ত পাপ করে,
পাপের ব্যবসা যা'র,
কিছুতেই মুক্তি নাহি তা'র;
অনন্ত অনন্ত কাল
সে পাপিষ্ঠ পড়িবে নরকে।

মহা।—যাও, নারদ,
ধরার ভিতরি সব কথা কহ গে বিবরি';
মুক্তি কিসে হয়, অমুক্তি বা কিসে,
বিশেষিয়া কহ জীবগণে।

নারদ।— (গীত)

পাপী তাপী কে কোথায়, আয় রে আয় ছুটে আয়,
মুক্তি তোদের হরির পায়, ধারাকারে ব'য়ে যায়।
বল্ রে পাপী ভক্তিভরে, 'মাতর্গঙ্গে' মধুর স্বরে,
মুক্তি পা'বি, শীতল হ'বি, হরির শীতল পায়ের ছায়;—
তোদের জ্বালা শীতল হ'বে, যমের জ্বালা বাড়্‌বে তা'য়॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি সূচনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরযূ নদীর তটস্থ অরণ্য।

রজনী।— (গীত)

ঘুম পাড়া'তে এসেছি রে, ঘুমা রে জগতবাসী।
আমি ঘুম বড় ভালবাসি।

নিদ্রা।— (গীত)

পোয়াতি ঘুমো গো! ঘুমা রে ছেলে!
আমি স্বপন সনে বেড়াই খেলে,
হেরি চোখে ঘুম, মুখে হাসি,—
আমি ছায়া-খেলা-অভিলাষী।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র।—(রজনী ও নিদ্রার প্রতি)—দেবি!
আমি অলক্ষ্যে দেখে এলেম
মহারাজ সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞসভা
অতি অদ্ভুত,
অশ্ব সুসজ্জিত র'য়েচে,
যজ্ঞের অন্যান্য কার্য্য হ'চ্চে,
আর এক দণ্ড পরে
যজ্ঞাশ্ব মন্ত্রপূত হ'য়ে দ্বিখণ্ড হ'বে।
তোমরা শীঘ্র যজ্ঞসভায় যাও।
রজনি! তুমি তথায় অন্ধকার বিস্তার কর;
নিদ্রে! তুমি সভাস্থ সকলকে আচ্ছন্ন কর।

রজনী।—আপনি সভায় কখন যা'বেন?

ইন্দ্র।—তোমরা অগ্রসর হও,
দেবর্ষি নারদ এখানে এলেই, আমি যাচ্ছি।
তোমরা আর বিলম্ব ক'র না।

[রজনী ও নিদ্রার প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—দেবরাজ!
আপনি আমার পরামর্শ মত কার্য্য করুন।

ইন্দ্র।—বলুন, কি করবো?

নারদ।—মহারাজ সগরের যজ্ঞাশ্ব ল'য়ে
অবিলম্বে পাতালপুরী গমন করুন,
পাতালে মহর্ষি কপিল তপস্যা ক'চ্চেন,
তাঁরি নিকট যজ্ঞাশ্ব নিয়ে গিয়ে
গোপনে বন্ধন ক'রে রেখে আসুন।
সগর আর কোনমতে
অশ্বের অনুসন্ধান পা'বেন না,
তা' হ'লেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।
যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হ'লে তো
আর আপনার ইন্দ্রত্ব ভ্রষ্ট হ'বে না—
তা' জানেন তো।

ইন্দ্র।—উত্তম পরামর্শ, দেবর্ষে!

নারদ।—যান, শীঘ্র কার্য্য সাধন করুন।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

সুরেশ্বর ইন্দ্র হ'তেই
পৃথিবীতে গঙ্গাবতরণের উপায় হ'লো।
একটি ক্ষুদ্র বীজ হ'তে
সময়ে যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়,
সেইরূপ ইন্দ্র হ'তে
এইবার একটি অতি মহৎ কার্য্য হ'বে—
পৃথিবী গঙ্গাজলে পবিত্র হ'বে—
কোটি কোটি পাতকী উদ্ধার পা'বে।
আমি এখন ব্রহ্মলোকে যাই,
পিতৃদেব ব্রহ্মার সহিত
গঙ্গাবতরণের পরামর্শ করি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—যজ্ঞসভা।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত।
সগর, সগরপুত্রগণ ও অংশুমান্
দণ্ডায়মান।
এক পার্শ্বে সুসজ্জিত যজ্ঞীয় অশ্ব
দণ্ডায়মান।

বশিষ্ঠ।—(কিয়ৎকাল যজ্ঞকার্য্য করিয়া)—
মহারাজ! অশ্ববলির সময় প্রায় উপস্থিত;
এইবার আপনার মহিষীদ্বয়কে ডাকুন।
অগ্রে আপনি,
পরে আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী
এবং তৎপরে কনিষ্ঠা মহিষী সুমতি
এই মন্ত্রপূত খড়্গ অশ্বস্কন্ধে স্পর্শ করুন।
অনন্তর আমরা অশ্বচ্ছেদন ক'রে
যজ্ঞাহুতি প্রদান করবো।
মহারাজ!
এই আপনার শতাশ্বমেধের শেষ যাগ,
এই যাগ পূর্ণ হ'লেই
অন্তিমে আপনি ইন্দ্রত্ব লাভ ক'রবেন।

২য় পুত্র।—ভ্রাতৃগণ! অস্থির হ'য়ো না;
এস, সাবধানে অশ্বানুসন্ধান করি।

(সকলের ইতস্ততঃ অশ্বান্বেষণ)

১ম পুত্র।—পেয়েচি—পেয়েচি—
ঐ দেখ—ঐ দেখ।
২য় পুত্র।—ঠিক্ ভাই, ঠিক্—
ঐ আমাদের পিতার যজ্ঞ-তুরঙ্গ।
চল চল।
(অগ্রসর হইয়া)—এ কে?
১ম পুত্র।—কই?—কে?
২য় পুত্র।—এই যে বেদীর উপর।
১ম পুত্র।—(অগ্রসর হইয়া)—ওঃ!
এই দুরাত্মাই যজ্ঞাশ্বচোর!
সকলে।—মার্ মার্ ব্যাটাকে!
পদাঘাতে মস্তক চূর্ণ কর!
১ম পুত্র।—আরে পাপাত্মা তস্কর!
এই দ্যাখ্ চৌর্য্যকার্য্যের প্রতিফল।

(সকলের বেগে অগ্রসর হইয়া সগর্জ্জনে কপিলকে পদাঘাত)

কপিল।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—এ কি!—এ কি!
ধ্যান ভঙ্গ কে করিল মোর?
(সম্মুখে দেখিয়া সক্রোধে)—
আরে আরে দুষ্টমতিগণ!
বিনাদোষে মোর অপমান—
বিনাদোষে কৈলি পদাঘাত—
বিনাদোষে ভাঙিলি ধেয়ান!
১ম পুত্র।—(সক্রোধে)—তবে রে ভণ্ডতপস্বী!
তবে রে তস্কর!
মহারাজ সগরের যজ্ঞাশ্ব চুরি ক'রে
গোপনে——
কপিল।—(সক্রোধে)—কি!
কপিলের চৌর্য্য-অপবাদ!
ছি ছি!
বড় অপমান!—মর্ম্মান্তিক অপমান!
ধরাতলে লোক-কোলাহলে
ধ্যান-বিঘ্ন হয় বলি'
নির্জ্জনে আঁধারপুরী পাতালে বসিয়া
পূর্ণব্রহ্মে একমনে সদা ধ্যান করি।
আমি কৈনু অশ্বচুরি?
আমারে বলিস্ চোর?
আরে আরে মূর্খ পাপিগণ,
আয়ুষ্কাল পূর্ণ তো'সবার,
আর নাহি রে নিস্তার,
এই দ্যাখ্, কর্ম্মের মতন প্রতিফল—
মোর রোষানলে—শাপানলে আমারি সম্মুখে
ভস্মীভূত হ'য়ে থাক্ সবে।
(সহসা অগ্নিপ্রকাশ ও সগরপুত্রগণের ভস্মীভূত হওন)
পাপিষ্ঠের এইরূপ পরিণাম।
যাক্, আবার ধ্যানস্থ হই।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজকক্ষ।

বশিষ্ঠ ও সগরের প্রবেশ।

সগর।—গুরুদেব!
ভাগ্যদোষে মোর যজ্ঞ পূর্ণ নহিল নিশ্চয়,
না পাইনু যজ্ঞ-হয়,
পুত্রগণো না ফিরিল গৃহে।
একে হৈল যজ্ঞনাশ,
তাহে পুন না ফিরিল পুত্রগণ।
মুনি! বল বল, কি করি উপায়?
হায়, হইনু অস্থির অতি,
কি গতি হইবে মোর?

অংশুমানের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ।—মহারাজ!
কিবা যুক্তি দিব, ভাবিয়া না পাই।
অংশু।—পিতামহ!
কেন এত দুঃখ ভাব মনে?

আশীর্ব্বাদ কর মোরে,
পিতৃব্যগণের তত্ত্ব লইবার তরে
আমিই যাইব এবে।
পিতৃব্যগণের সনে যজ্ঞীয় ঘোটক
আনিব নিকটে তব।
কিছুকাল স্থিরচিত্তে রহ হেথা,
ঘুচাইব তব মনোব্যথা।
আজ্ঞা দেহ পৌত্রে তব অশ্ব-অন্বেষণে।

গর।—বৎস অংশুমান্!
রাখ্ রে আমার মান,
পূর্ণ কর্ অশ্বমেধ যাগ,
এনে দে রে খুড়াদের তোর।
আশীর্ব্বাদ করি,
আয় ফিরি' বিনাবিঘ্নে সাধি' এই কাজ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র-তটস্থ সুড়ঙ্গ-দ্বার।

গরুড়ের প্রবেশ।

রুড়।—সগরের পৌত্র অংশুমান্
অবিলম্বে আসিবে হেথায়;
সন্ধান বলিয়া দিব তা'রে।
আহা,
সুমতি ভগিনী মোর সগর-ঘরণী
ষাট্ হাজার-পুত্রহীনা ভাগ্য-কুলিশনে।
মহর্ষি কপিল-শাপে—
মম ভাগিনেয়গণ ভস্মীভূত একবারে।
তা সবার সদ্গতির হেতু
নারদের পরামর্শমত কার্য্য করি।
এই যে আসি'ছে অংশুমান্;
আহা, অংশুমান্ সম কান্তি পথ-পর্য্যটনে
মলিন হ'য়েছে অতি;
আহা, রাজপৌত্র বিষণ্ণ-বদন!

দূরে অংশুমানের প্রবেশ।

অংশু।—কোথা যাই,
কোথায় বা অন্বেষণ পাই?
ভ্রমিলাম নানাস্থান,
তবু না পাইনু কিছুই সন্ধান।
(গরুড়কে দেখিয়া)—কে উনি?
(নিকটে গিয়া)—কে আপনি ধর্ম্মশীল?

গরুড়।—বৎস অংশুমান্!
গরুড় আমার নাম,
প্রভু মোর ত্রিলোকের পতি হরি।
তব পিতৃব্যনিকর মোর ভগিনী-তনয়।

অংশু।—প্রণমামি, দ্বিজরাজ!
তব শুভদরশনে
হরিদরশন হৈল লাভ।
দেব! আছে এক নিবেদন,—
কহ, কোথা তব ভাগিনেয়গণ?
মম পিতামহ সগর ভূপতি
আরম্ভিলা অশ্বমেধ যাগ,
কিন্তু, হায়,
অদৃষ্টের দোষে যজ্ঞাশ্ব হারা'য়ে গেল।
তা'র পর—

গরুড়।—বৎস! সমস্তই জানি আমি।
এবে মম বাক্য ধর,
এ সুড়ঙ্গে করহ প্রবেশ।

অংশু।—মোর পিতৃব্যেরা
আছেন কি এ সুড়ঙ্গমাঝে?

গরুড়।—সে বড় দুঃখের কথা—বিষাদ-কাহিনী!

অংশু।—সে কি, দেব!
চঞ্চল হইল মন,
বল বল, কি ঘটিল?

গরুড়।—মহর্ষি কপিল-শাপে
ভস্ম হৈল পিতৃব্যেরা তব!

অংশু।—হায় হায়, কি শুনি—কি শুনি—
পিতৃব্যেরা নাই!
হায় হায়,
অশ্বমেধে ঘটিল এ হেন পরমাদ!

গরুড়।—বৎস,
বিলাপের সময় এ নয়,
পশ ত্বরা সুড়ঙ্গ ভিতরে।
মহর্ষি কপিল-পাশে আছে যজ্ঞ-হয়,
সম্মুখে ভস্মের স্তূপ।
ভক্তিভরে পুজি' তাঁর চরণযুগল,
মাগি' লহ যজ্ঞের তুরঙ্গ।
সগর রাজারে কহ
সেই অশ্বে করিবারে অশ্বমেধ যাগ।
আর এক কথা—
ব্রহ্মশাপে ভস্ম তব পিতৃব্যনিকর,
অন্যোপায়ে তা'সবার মুক্তি নাহি হ'বে,
একটি উপায় শুধু আছে।
অংশু।—কিবা সে উপায়, দেব?
গরুড়।—ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে
বিরাজেন পাপিনিস্তারিণী গঙ্গা।
বৎস!
সে গঙ্গারে আনি' মহীতলে,
তাঁর পুণ্যময় জলে করিলে তর্পণ,
সগরের ষাট্ হাজার সুত
ব্রহ্মশাপ্ হ'তে পা'বে ত্রাণ,—
বিষ্ণুলোকে করিবে বসতি;
গঙ্গাজল বই না হ'বে সদ্গতি
অংশু।—ওহো, বড় যে কঠিন কথা,
কোথা ব্রহ্মলোক—মর্ত্যলোক কোথা,
অনন্ত দূরত্ব মধ্যভাগে;
কেমনে পাইব গঙ্গাজল!
হায়, হায়,
পিতৃব্যগণের নাহি উদ্ধারের পথ!
গরুড়।—তপস্যায় সিদ্ধ হ'বে মনোরথ।
অযোধ্যায় গিয়া কহ সগরেরে
যজ্ঞ সমাপিয়া যথামতে
হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিতে।
পুন বলি,
গঙ্গাজলে তরপণ বই—
পিতৃব্যগণের তব না হ'বে উদ্ধার'
অংশু।—ব্রহ্মশাপ এতই কঠিন!
গরুড়।—মহাপাপী না হইলে
ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত কেহ নাহি হয়।
বৎস!
মহর্ষি কপিল সামান্য ব্রাহ্মণ ন'ন।
অংশু।—কে তিনি, কহ গো মোরে?
গরুড়।—স্বয়ং বাসুদেব হরি।
অংশুমান্!
তপস্যার মহিমা বাড়া'তে হরি
সাক্ষাৎ তপের মূর্ত্তি ধরি'
পাতালে করেন তপ।
তপোবলে কাম্যসিদ্ধি হয়,
তপোবলে মোক্ষলাভ হয়,
তপে সৃষ্ট বিশ্বচরাচর,
তপে বাঁচে ত্রিলোকের প্রাণী,
তপে মেলে শ্রীহরির প্রেম,
তপে মেলে শ্রীহরির পদ,
সেই পদ জীবের সদ্গতি মোক্ষস্থল।
তেঁই বলি,
তপস্যায় হরিপদোদ্ভবা গঙ্গা
মিলিবে মিলিবে সুনিশ্চয়,
সগরবংশের হ'বে নিশ্চয় উদ্ধার।
পশ ত্বরা সুড়ঙ্গ ভিতরে।

অংশুমানের সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ।

[গরুড়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজোদ্যান ও মধ্যস্থলে সরোবর।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—অনন্ত কালের গর্ভে
এক দুই করি' বহু বর্ষ মিশাইল,

তবু না হইল সগরবংশের পরিত্রাণ।
ভূপতি সগর,
পৌত্র তাঁ'র অংশুমান,
তাঁ'র পুত্র ধার্ম্মিক দিলীপ
ক্রমে ক্রমে তপস্যায় বিসর্জ্জিয়া দেহ
ব্রহ্মলোকে করিলা প্রয়াণ,
তবু নাহি পারিলা আনিতে
অবনীতে বিষ্ণুজা গঙ্গারে।
সগর অবধি রাজা দিলীপ পর্য্যন্ত—
বহু বর্ষ গত হ'ল,
তথাপি নারিল কেহ গঙ্গারে আনিতে।
কেন হেন নিষ্ফল ঘটনা?
জানি আমি কারণ তাহার;—
মহর্ষি কপিলদেব নিজেই কহিলা মোরে,—
"নারদ!
যে দিন বৈকুণ্ঠপুরে তোমাদের সনে
দ্রবিলা আমারে পঞ্চানন
আমারই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
জন্মিল সে দিনে
আমারই পদে মোক্ষপ্রদায়িনী গঙ্গা,
জান তুমি সে ঘটনা।
সেই গঙ্গা পাপী নিস্তারিতে
আসিবে মহীতে,
শঙ্করের মুখে শুনিনু এ কথা।
ভাবিলাম তা'র পর—
আধার ব্যতীত আধেয় কিরূপে র'বে?
ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া যখন
উত্তাল-তরঙ্গা গঙ্গা আসিবে ধরায়,
থাকিবে কোথায়?
জলাধার না হইলে—কোথা র'বে জল?
অগ্রে চাই জলাধার,
নতুবা গঙ্গার জলধার
জীবাধার ধরারে ভাসা'বে,
ধরা ধ্বংস হ'বে;
জীব না থাকিলে,
শূন্য ধরাতলে
গঙ্গা-জলে কিবা ফল?
এইরূপ ভাবি'
ছাড়িনু বৈকুণ্ঠপুরী,
হইনু কপিল অবতার;
ধরণীর দক্ষিণ বিভাগে
নিম্ন স্থলে পাতালপ্রদেশে
ঋষিবেশে বসিনু সেথানে,
আজিও বসিয়া আছি।
সগরের অশ্বমেধে হৈল যে ঘটনা,
আমারই লীলা তা', নারদ!
অশ্ব-অন্বেষণে
সগরসন্তানগণ ভেদিল ধরণী,
বিশাল গহ্বর হৈল তা'য়;
সগর রাজার আজ্ঞামতে
সগর-সন্তানগণ এ গর্ত্ত কাটিল,
তেঁই সে ইহার নাম হইল সাগর।
এই স্থানে গঙ্গা আসি' লভিবে বিশ্রাম,
এ স্থানের নাম হ'বে—'গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম'।"
কপিলের হেন বাণী শুনি'
পুনরায় জিজ্ঞাসিনু,—
কহ, দেব!
কেন হেন ঘোর তপস্যায়
করিছ আঁধারপুরে বাস?
কপিল উত্তর দিলা—
"নারদ!
সাক্ষাৎ তপস্যা বই ব্রহ্মলোক হ'তে
কে পারে আনিতে গঙ্গা নিম্ন-অবনীতে?
এই সে কারণ, মোর তপস্যাচরণ—
সাক্ষাৎ তপস্যা মোর মানব-আকারে
জনমিবে ধরার মাঝারে
সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে।
মুনি!
সেই শিশু ধরাধামে
আনিবে গঙ্গারে তপস্যায়;
পাপীর উদ্ধার-সদুপায় হইবে প্রচার—
সগর-সন্তানগণ সনে

উদ্ধার—উদ্ধার—
কোটি কোটি পাপীর উদ্ধার।"
কপিলের হেন বাণী শুনি'
আশাতীত আনন্দে ডুবিনু;
আহা,
এত দিনে আসিল সে শুভ দিন,
কপিলের সাক্ষাৎ তপস্যা
দিলীপ-কুমার ভগীরথ হ'য়ে
জনমিল ধরাতলে অযোধ্যানগরে।
এবে এক কাজ করি,—
রাজপুত্র ভগীরথ শিশুদের সনে
প্রতিদিন খেলে এই রাজ-উপবনে
জলখেলা—ধূলিখেলা,
শিখাই তপের খেলা তা'রে;
খেলায় তপস্যা শিক্ষা হ'বে,
তপস্যায় তা'র, পাপী মুক্তি পা'বে।
এই যে আসিছে ভগীরথ,
চারি পাশে বালকনিকর,
আহা,
তারাগণ মাঝে যেন শরতের চাঁদ।
থাকি' অন্তরালে
দেখি ভগীরথ কিবা খেলা খেলে।

[প্রস্থান।

বালকগণের সহিত ভগীরথের প্রবেশ।

১ম বালক।—ভাই ভগীরথ,
এস আজ সবাই মিলে ফুল-তোলা খেলি।

ভগী।—না ভাই, ও খেলা ভাল নয়,
ফুল তুল্‌লে
ফুলগুলি ম'রে যা'বে,
গাছেরও প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে—কষ্ট পা'বে।
এই দেখ না, ভাই,
আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ সগরের
ষাট্ হাজার পুত্র ছিল,
তা'রা ব্রহ্মশাপে ম'রে গেলো;
মহারাজ সগর প্রাণে কত
ব্যথা পেয়েছিলেন।
তাই বল্‌চি,
ও খেলা খেল্‌বো না—ফুল তুল্‌বো না।

১ম বালক।—তবে কি খেলা খেল্‌বে, ভাই?

ভগী।—বরং এস, আমরা পুকুর থেকে জল তু[লে]
এই সব ফুলের গাছে ঢালি।
ওই দেখ,
রোদের তাতে ঐ ফুলগুলি ঝল্‌সে উঠেচে,
গাছে জল ঢাল্‌লে,
ঐ ঝল্‌সানো ফুলগুলি কেমন টাট্‌কা হ'বে
আর দেখ,
ফুল যদিও কথা কইতে পারে না,
তবু মনে মনে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবে
ভাই, এ খেলা ভাল নয়?

১ম বালক।—বেশ্ খেলা, ভাই!
আচ্ছা, ভাই, এর নাম কি খেলা?—
জল-ঢালা?

ভগী।—না, ভাই,
এর নাম দয়া-খেলা।
এস, এই বার পুকুর থেকে জল তুলে আনি

(সকলের ঝারি লইয়া সোপানাবলী অবতরণ পূর্ব্বক পুষ্করিণীর নিম্ন-প্রদেশে গমন)

নারদের পুনঃপ্রবেশ।

নারদ।—ধন্য ধন্য!
এরি মধ্যে বালক ভগীরথ
জলদানের মর্ম্ম বুঝেচে।
সগর-সন্তানগণের
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হ'বার চিন্তা
এরি মধ্যে কোমল মনে স্থান পেয়েচে!
ধীরে ধীরে তরল মেঘ যেমন গাঢ় হ'য়ে
শেষে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারে
শুষ্ক ধরাকে শীতল করে,
সেইরূপ রাজকুমার ভগীরথের এই নব চি[ত্ত]

ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে
ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করবে,
অনন্তকোটি মহাপাতকীর মুক্তিপথ
আবিষ্কার করবে,
আদিদেব মহাদেবের
হরিসঙ্কীর্ত্তনের মঙ্গলময় ফল প্রসব করবে।
ধন্য ভগীরথ! ধন্য ধন্য!
এই যে সরসী-সোপান অতিক্রম ক'রে
জল ল'য়ে সখাদের সঙ্গে
ভগীরথ উপরে আসচে।
আমি আবার গোপনে থেকে দেখি।

[প্রস্থান।

বারিপূর্ণ ঝারিহস্তে বালকগণের সহিত পুষ্করিণীর সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ভগীরথের উপরে উত্থান)

[বাল]কেরা।— (গীত)

আয় ভাই, সবাই মিলে
সাধের সরার খেলা খেলে,
জল দি ঢেলে ঢেলে
এক্ এক্ ক'রে সকল্ গাছে।
প্রাণ-জুড়োনো শীতল নীরে
তুষ্‌বো এস পিয়াসীরে,
জল্ দানের্ ফল্ সত্য কেবল্,
এর মত ফল্ আর্ কি আছে?

(পুষ্পবৃক্ষে সকলের জলপ্রদান)

[ভ]গী।—ভাই, গাছে জল দিয়ে
আমার বড় আনন্দ হ'ল।
(অন্যান্য বালকদের প্রতি)—
তোমাদের আনন্দ হয় নি, ভাই?

[বা]লকগণ।—খুব আনন্দ হ'য়েচে, ভাই!

[প্রথ]ম বালক।—আমরা রোজ রোজ
এম্নি ক'রে জল দেবো।

[ভ]গী।—আমি তোমাদের রোজ রোজ
ডেকে আন্‌বো - কেমন?

বালকগণ।—আচ্ছা, ভাই!

নারদের পুনঃপ্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

জয় নারায়ণ, জয় জীব-জীবন,
জয় মধুসূদন মুরারে!
জয় ত্রিলোক-পাবন, অনাদি কারণ,
অনাথ-নাথ হরে!
জয় জলধর শ্যাম, ধনুর্ধর রাম,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাম;—
জয় মদনমোহন, নয়নশোভন,
করুণা কর আমারে।

ভগী।—নমি, মুনি, শ্রীচরণে।

(বালকগণের সহিত ভগীরথের নারদকে প্রণাম)

নারদ।—রাজকুমার!
তোমার জলসিঞ্চন-ক্রীড়া দেখে
আমি সন্তুষ্ট হ'য়েচি;
সেইজন্য তোমাকে
আর একটি নূতন খেলা শেখা'বো।

ভগী।—কি খেলা, তপোধন?

নারদ।—তপস্যার খেলা।

ভগী।—তপস্যার খেলা!
সে কিরূপ, প্রভু?

নারদ।—আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্চি।
এই স্থানে ব'সো দেখি।

(ভগীরথের উপবেশন ও নারদকর্ত্তৃক তপস্যার প্রক্রিয়া-শিক্ষা)

ভগী।—(কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, এ কি হেরি, ঋষি!
ভেসে গেল দশ-দিশি
কি এক নূতন জলধারে,
জলধারা ঝরে ঝরঝরে।
সেই জলে এক দেবী ভেসে
হেসে হেসে আমার কাছে এসে

মায়ের মতন স্নেহের ভাষে
আমায় বলে—'ওরে রাজার ছেলে!
ডাক্ রে আমায় 'মা' ব'লে।'

নারদ।—(স্বগত)—দৈবশক্তির অপূর্ব্ব মহিমা!
এরি মধ্যে ভবিষ্য-ঘটনার সূত্রপাত।

ভগী।—(পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইয়া কীর্ত্তনের স্বরে)—
মুনি! দেখ দেখ কিবা অতুল শোভা,
মায়ের রাঙা পায়ে রাঙা জবা,
আহা, রাঙায় রাঙায় বিলায় আভা!
ঐ দেখ, পুন জবা শ্রীপদ হ'তে
নেচে নেচে ভাসে জলের স্রোতে।
আহা, এমন শোভা দেখি নি কভু,
ভাল খেলা তুমি শিখা'লে, প্রভু!
ঐ পুন, মুনি! দেখ গো চেয়ে
নামে কত জল আকাশ ছেয়ে,
কল কল রব লহরে লহরে,
শ্রবণ জুড়া'লো মধুর স্বরে।
আহা, কল কল রবে সেই রব মিশে
মায়ের মতন পুন স্নেহ-ভাষে
আমায় বলে— 'ওরে রাজার ছেলে!
আমি তোর মা,—ডাক্ 'মা' ব'লে।'

নারদ।—রাজপুত্র!
কেমন, ভাল খেলা না?

ভগী।—মুনিবর!
সুন্দর খেলা—আমার মনের মত খেলা।
আমি সর্ব্বদাই এম্নি ক'রে ব'সে
এই তপের খেলা খেল্‌বো।

নারদ।—আমি তা' হ'লে খুব সন্তুষ্ট হ'ব।
তুমি বেশ্ ক'রে তপ-খেলা অভ্যাস কর,
আর এক দিন এসে দেখ্‌বো।

ভগী।—যে আজ্ঞে।

নারদ।—(স্বগত)—তপস্যার আভাসেই এতো,
বিকাশে অদ্ভুত অভুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘট্‌বে।
(প্রকাশে)—রাজপুত্র!
ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে
আর আমার আশীর্ব্বাদে
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

ভগী।—(বালকগণের প্রতি)—এস, ভাই,
সকলে মিলে তপ-খেলা খেলি।

১ম বালক।—না, ভাই,
আমরা ও খেলা খেল্‌বো না।

ভগী।—কেন, ভাই?

১ম বালক।—তপ-খেলা ভাল নয়।

ভগী।—কেন, ভাই?

১ম বালক।—যে তপ করে,
সে কি আর থাকে ঘরে?

ভগী।—কেন?

১ম বালক।—তোমার বাবা মহারাজ দিলীপ
তপ কর্‌বার জন্য ঘর ছেড়ে গেছেন,
কই, আজো তো ফিরে এলেন না।
আমি জানি,
তপ করা শিখ্‌লেই ঘর ছাড়্‌তে হয়।
আমরা অমন ঘর-ছাড়া-খেলা খেলি না।

ভগী।—(সবিস্ময়ে)—কি!
আমার পিতা তপস্যায় গিয়েছেন!
কই, মা তো আমায় এ কথা বলেন নি,
বড় মাও এ কথা এক দিনও তোলেন নি

১ম বালক।—কি বলেন তাঁ'রা?

ভগী।—বলেন,—
'তোর পিতা দেশভ্রমণ ক'ত্তে গিয়েছেন।'

১ম বালক।—সে কথা
কেবল তোমার মন ভোলা'বার জন্য।

ভগী।—যা হোক্, সত্য মিথ্যা আজ জান্‌বো
এই আমি মার কাছে চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজকক্ষ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ও বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রবেশ।

কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—মন্ত্রী!
ভগীরথ যখন আমার গর্ভে,
তখন মহারাজ গঙ্গা আনবার জন্য
তপস্যা ক'র্ত্তে গিয়েচেন,
কিন্তু আজও কৃতকার্য্য হ'য়ে
গৃহে ফিরে এলেন না।
আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে যে
তাঁ'র পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ
প্রভৃতির মত তিনিও কৃতকার্য্য হন নি।
তিনি যা'বার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে গেচেন যে,
স্বর্গ থেকে ভূতলে গঙ্গা না আনতে পাল্লে
আর গৃহে ফিরে আসবেন না।
এখন তাঁ'র এরূপ দীর্ঘবিলম্ব দেখে,
আমার আশা ভরসা সব ঘুচে গেছে।
বিশেষতঃ দেবর্ষি নারদের মুখে
সে দিন যে ভাবের কথা—

(নীরব)

বৃ-ম। মহারাণি!
বলতে বলতে নীরব হ'লেন কেন?
বলুন, দেবর্ষি কি ব'লেচেন?
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—(সদুঃখে)—থাক্, মন্ত্রী, থাক্,
সে কথা আর শুনে কাজ নি।
বৃ-ম।—(স্বগত)—মহারাজ্ঞি!
আপনি না বলুন,
কিন্তু আপনার অপেক্ষা আমার মনে
আপনার স্বামী মহারাজ দিলীপের
জীবনসম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জেগে আছে।
অহো,
সগর-বংশ-কোষ্ঠীর এ কি পরিবর্ত্তন।
যিনি যান, তিনি আর ফিরে আসেন না!
অহো,
কি নিদারুণ ব্রহ্মশাপ!
কি নিদারুণ গঙ্গাতপস্যা!
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—মন্ত্রী!
তোমার প্রতি
মহারাজ রাজ্য-শাসন-ভার দিয়ে
হিমালয়ে তপস্যা ক'র্ত্তে গিয়েচেন,
তুমি যথার্থ প্রভুভক্তের কার্য্য করে আস্‌চো।
এখন আমার বক্তব্য এই,
যা'তে ভগীরথের কাণে
মহারাজের তপস্যা-গমনসম্বন্ধে
কোন কথা না ওঠে,
তুমি সর্ব্বপ্রকারে তা'রই চেষ্টা করবে।
আমি তা'কে আজ পর্য্যন্ত ভুলিয়ে রেখেচি,
বড় রাণীও সেইরূপ ক'চ্চেন,
কিন্তু তুমি না চেষ্টা ক'ল্লে
প্রজারা সে কথা গোপনে রাখ্‌বে না।
বৃ-ম।—দেবি!
আমি অন্যান্য মন্ত্রিগণের সঙ্গে
রাজধানীর প্রত্যেক গৃহে গিয়ে
সকলকেই নিষেধ ক'রে এসেচি।
এখন বিধাতার ভবিতব্য।
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—আজ্‌কেও আবার যাও।
বৃ-ম।—যে আজ্ঞে।

[বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রস্থান।

জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রবেশ।

জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী।—ভগ্নি!
আজ ভগীরথের
মুখখানি মলিন হ'য়েচে কেন?
তুমি কি তা'কে ভৎর্সনা ক'রেচো?
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—কই, দিদি,
আমি তো কিছুই বলি নি।
ভগীরথ কোথা?
জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী।—ক্রোধাগারে।
কনিষ্ঠা রাজ্ঞী।—সে কি!—ক্রোধাগারে!
তুমি তা'কে কোলে ক'রে আন্‌লে না কেন?

জ্যে-রা।—কোন মতে এলো না।

ক-রা।—কেন? রাগ ক'রেচে?

জ্যে-রা।—তা'ও বলে না,

কেবল কাঁদ্‌চে।

ক-রা।—চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজান্তঃপুরস্থ ক্রোধাগার।

ভূতলে ভগীরথ অবলুণ্ঠিতাবস্থায় অবস্থিত।

ভগী।—(সদুঃখে) বড় মা আর মা

আজ সত্য কথা না ব'ল্লে আমি উঠ্‌বো না।

কেন তাঁ'রা আমাকে ভুলিয়ে রেখেচেন?

পিতা তপস্যায় গেচেন,

এ কথা সত্য কি?

আজ জান্‌বো।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রবেশ।

ক-রা।—(শশব্যস্তে)—বাপ্‌ রে আমার—

বাছা রে আমার!

আহা, স্বর্ণকায় ধূলায় লুটায়!

ছিছি!—কেন হেন রাগ, বাছা!

বিরাগের কি কাজ করিনু?

আয় আয়, কোলে আয়।

জ্যে-রা।—ভগি, তুমি সান্ত্বনা কর,

আমি দৌড়ে গিয়ে জল আনি।

আহা,

বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেচে,

কত কাদামাটী লেগেচে।

[বেগে প্রস্থান।

ক-রা।—আয়, বাপ্‌! কোলে আয়।

(উত্থাপন)

ভগী।—না, মা!

আমি তোমার কোলে উঠ্‌বো না।

ক-রা।—কেন বাছা, কোলে উঠ্‌বি নি?

আমি যে মা তোর।

মায়ের উপর কি রাগ ক'ত্তে আছে?

ভগী।—তুমি আমার মা বটে,

কিন্তু মায়ের মত পূর্ণস্নেহ তোমার কই?

ক-রা।—এ কি কথা, যাদুমণি!

মা বই কে যথার্থ স্নেহ ক'ত্তে জানে?

ভগী।—তবে তুমি কেন এত দিন বল নি?

ক-রা।—কি বলি নি, বাছা?

ভগী।—না,মা,আমি তোমার কোলে উঠ্‌বো না,

পৃথিবীর কোলই আমার ভাল।

(পুনর্ব্বার ভূতলে শয়ন)

ক-রা।—(স্বগত)—কেন হেন করে ভগীরথ?

কিসের কারণ বিষাদিত মন,

কেন এত উচাটন,

চাঁদমুখ কেন বা মলিন?

কিছু নাহি বলে খুলি'!

(প্রকাশে)—বাছা রে,

বল্ বল্, কি কথা বলি নি?

(পুনর্ব্বার উত্থাপন)

ভগী।—মা! আমার পিতা কোথা?

ক-রা।—(স্বগত)—কি সর্ব্বনাশ!

কেন হেন কহে আজ?

দারুণ সন্দেহ হয় মনে।

যে স্বরে কহিল হেন কথা,

শুনে যে বাজিল প্রাণে ব্যথা!

রহস্য কি হইল প্রকাশ?

কে করিল হেন সর্ব্বনাশ?

ভগী।—মা! বল না, আমার পিতা কোথা?

ক-রা।—বাছা, ব'লেছি তো আগে।

ভগী।—(সদুঃখে)—মা, এত প্রবঞ্চনা!

এই কি মা পুত্র-স্নেহ?

ভাল, নাই বল,

ভূতল সম্বল মোর

(পুনর্ব্বার ভূতলে শয়ন)

ক-রা।—(পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়া)—বাছা রে!

(নীরব)

ভগী।—মা, তুমি এখনো ব'ল্লে না,
কিন্তু আমি সমস্ত জানি।

ক-রা।—কি, বাবা?

ভগী।—আমার পিতা তপস্যায় গেচেন।

ক-রা।—(স্বগত)—হায়, যা' ভেবেছি তাই।
কে বলিল এ কথা ইহারে?
(প্রকাশে)—কা'র কাছে শুনিলি এ কথা?

ভগী।—এখন
আর একটি কথা তোমায় বল্‌তে হ'বে—
কি জন্য পিতা তপস্যা ক'র্ত্তে গিয়েচেন?

ক-রা।—কেন পুন সেই কথা, বাছা?

ভগী।—যদি বল তো কোলে উঠ্‌বো,
নৈলে আমি এ ঘরেও থাক্‌বো না—
কোথায় চলে যা'ব
তোমরা সন্ধান পা'বে না।

ক-রা।—এ কি কথা, বাপ ধন?
ছিছি, বলিতে কি আছে হেন?

ভগী।—মা গো,
আমার মন বড় অস্থির হ'চ্চে,
পুত্র হ'য়ে পিতার সন্ধান পাই না!
তোমরা বৃথা ভুলিয়ে রেখে
আমাকে পিতৃদর্শনে বঞ্চিত ক'চ্চো।
বল, মা, বল বল—
কোথায় পিতা তপস্যা ক'র্ত্তে গেচেন?
কেনই বা গেচেন?
আমি তাঁ'র কাছে যা'বো।
বল মা, বল বল—কোথা আমার পিতা?

ক-রা।—(স্বগত)—সঙ্কটে ফেলিল মোরে,
কি উপায়ে কি দিব উত্তর?
বলিব কি?—না না।
অগ্রে ভেবে কার্য্য করা ভাল;
বলিলে বিপদ পাছে ঘটে,
এ বংশের সবাই তপস্বী,
ভয় হয়,
ভগীরথো পাছে যায়।
আহা,
এক মাত্র পুত্র ভগীরথ,
স্বামিহারা অভাগিনী আমি,
তাহে পুন পুত্র হারাইলে
না জানি কি ঘটিবে কপালে!
বলিব না—বলিব না এবে,
যুক্তি করি' সকলের সনে
যা' হয় বলিব পরে।
পুত্রে মোর এবে ভুলাইয়ে ল'য়ে যাই,
ক্রোধাগারে না রাখিব আর।
(প্রকাশে)—আয় বাছা, এবে মোর সনে,
কোথা তোর পিতা,
সে কথা বলিব পরে।

ভগী।—দেখ মা, ভুল না যেন পুন।
পিতার সন্ধান জান তুমি,
সে সন্ধান না বলিলে, ভগ্নমনোরথ হ'য়ে
ভগীরথ নিশ্চয় ত্যজিবে গৃহ।

ক-রা।—বলিব বলিব সব কথা,
আয় কোলে ননীর পুত্তলী।

(ভগীরথকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আরণ্য পথ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

হরি-গুণ-গানে মজ রে প্রাণ!
হরি-গুণ-গানে গান-নিপুণ হর
হের কিবা হরিল পাপীর ত্রাণ॥
হরি-গুণ-গানে বহিল গঙ্গা,
শীতল সিত জল, পূত-তরঙ্গা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে কুলু কুলু;
যমালয়ে হুলুস্থুল, যম-মুখ ম্লান॥

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। দেবর্ষে!
প্রমাদ ঘটিল অযোধ্যায়,
শিশু ভগীরথ বড়ই অস্থির,
চক্ষে ঝরে নীর,
পিতা পিতা বলি' কাঁদিয়ে আকুল।
মাতা আর বিমাতা তাহার
করে হাহাকার,
অশ্রুধার ঝরে ধারাকার।

নারদ।—চুপ কর, বিহঙ্গ-ঈশ্বর!
কে ওই আসিছে ধেয়ে,
অন্ধকারে ছুটে যেন তারা।

দূরে বেগে বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রবেশ।

বৃ-ম।—(অধীরচিত্তে)—
হায় হায়, কোন্ দিকে যাই!
অহো গাঢ় অন্ধকার!
দেখিতে না পাই পথ!
কোন্ দিকে গেল ভগীরথ!
কা'রে পাই?—কা'রে বা সুধাই?
কোথা যাই?
কেউ যদি থাক হেথা,
ঘুচাও প্রাণের ব্যথা,
বল গো বল গো সত্য কথা—
কোথা রাজপুত্র ভগীরথ?

নারদ।—কে?—বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী?

বৃ-ম।—তপোধন!
ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ,
এ ঘোর নিশায়,
হায় হায়,
রাজপুত্র ভগীরথ পালা'লো কোথায়!
সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি, মুনি!
বল বল শিশুর সন্ধান,
রাখ প্রাণ, কর পরিত্রাণ,
নহে আর না দেখি নিস্তার!
বল, প্রভো! কোথা ভগীরথ?

নারদ।—স্থির হও, ভয় নাই,
শুন, মন্ত্রী, অবহিত-চিত্তে—
একটি মহৎ কার্য্য হ'বে অবনীতে,
তেঁই আজ এ হেন ঘটনা,
ভুলে যাও প্রাণের বেদনা,
করি' স্বকার্য্য উদ্ধার
ভগীরথ ফিরিবে আবার।

বৃ-ম।—কিবা কার্য্য, তপোধন?

নারদ।—এর পর বলিব সকল,
এবে তুমি রাজপুরে গিয়া
রাখহ সান্ত্বিয়া রাণী দোঁহে।
সে দোঁহারে সান্ত্বিবারে
আমিও যাইব পরে।

বৃ ম।—যাই তবে, মুনি!
দেখি
বেঁচে আছে কি না আছে দুই রাণী।

[প্রস্থান।

নারদ।—গরুড়!
এইবার গঙ্গাবতরণ হ'বে,
পৃথিবীর পাপ ঘুচে যা'বে,
সগরসন্তানগণ পাইবে নিস্তার।
যাও তুমি এবে,
অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে থাকি'
রক্ষা কর ভগীরথে বিশেষ যতনে।
শুভকার্য্যে তা'র
দে'খ যেন বিঘ্নবাধা নাহি ঘটে।
ভগীরথ ছাড়ি' রাজপুরী
পশিয়াছে অরণ্য-ভিতরি।
একে বন, তাহে অন্ধকার,
একা শিশু একমনে যায় গভীর নিশায়,
যাও ত্বরা, রক্ষা কর তা'রে।
আমিও যাইব তথা;
অগ্রে যাই অযোধ্যায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

ভগীরথের প্রবেশ।

ভগী।—কহিলেন মাতা,—
মোর পিতা দিলীপ ভূপতি
হিমালয়ে করিলা গমন
করিবারে তপস্যাসাধন।
তেজস্বী কপিল-শাপে সগর রাজার
ষাট্ হাজার উদ্ধত কুমার
হইয়াছে ভস্মীভূত।
আহা,
তাঁ'দেরি উদ্ধার তরে
গেলা পিতা হিম মহীধরে
তপস্যায় গঙ্গা আনিবারে;
কিন্তু না ফিরিলা আজো,
ফিরিবেন কবে,
তাহাও না জানি।
জননীর কথার আভাসে—
বদনের মালিন্য বিকাশে
বোধ হয়, পিতা বেঁচে নাই!
পিতা!—পিতা! কোথা তুমি!
আহা,
এ অভাগা পুত্র তব দেখে নি তোমারে,
দেখিতেও পাইবে কি পরে?
মৃত কি জীবিত তুমি—কিছুই না বুঝি।
পিতা!
আমিও তোমার পথে যা'ব,
তপস্যা করিব,
হয়, গঙ্গারে আনিব,
নয়, তব সম নিরুদ্দেশ হ'ব;
তবু গৃহে না ফিরিব আর।
জন্মিয়াছি সূর্য্যকুলে,
সগরের রক্তস্রোত বহে মোর দেহে,
সগর-কুমারগণে ব্রহ্মশাপ হ'তে
যদি নাহি পারিলাম করিতে উদ্ধার,
তবে, কিবা কাজ এ দেহে আমার?
প্রতিজ্ঞা—
হয়, গঙ্গাজলে তাঁ'সবার করিব তর্পণ,
নয়, কালগ্রাসে দেহ মোর করিব অর্পণ।
(কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইয়া)—
আহা, কেমনে যাইব আমি?
বড় মাতা, মাতা মোর বাঁচিবে কেমনে?
আমার বিহনে
হাহাকারে কাঁদি'ছেন তাঁ'রা
নিদারুণ শোকে লুটে কঠিন ভূমিতে;
আহা, কেমনে যাইব ছাড়ি'?
না না,—যা'ব না—যা'ব না—
ফের ফিরে যাই,
মা মা ব'লে ডাকি গে আবার,
মুছাই গে নয়নের ধার।
মা!—মা!
কেঁদ না—কেঁদ না আর,
তোর কাছে যাই মা আবার।
(কিয়দ্দূর গিয়া)—
কি?—গৃহে ফিরে যা'ব?
গৃহে গেলে প্রতিজ্ঞা পালিব কিসে?
না—না—ফিরিব না গৃহে।
স্বকার্য্যসাধন বই কিছু নাহি মোর,
তপস্যাই সর্ব্বস্ব আমার,
তপস্যাই স্নেহময়ী মাতা,
তপস্যাই গৃহ, তপস্যাই দেহ,
তপস্যাই আত্মা, মন, প্রাণ।

(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

(শুনিয়া)—এ কি! এ কি!
উভ মাতা ধায় হাহাকারে
আঁধারে আঁধারে।
কোথা যাই?
লুকাই—লুকাই।
না—না—সাজে না সে কাজ মোরে।
বুঝাইয়ে মা দোঁহারে ফিরাই ভবনে।

বেগে কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রবেশ।

ক-রা।—(সরোদনে)—হায় হায়!
দুখিনীর ধন,
কোথা গেলি—কোথা গেলি!
কেন আমি কহিলাম তোরে
তোর পিতার সংবাদ!
ওরে পাড়িলি প্রমাদ একেবারে!
ভগীরথ!
কেউ যে আমার নাই আর,
অন্ধকার ত্রিসংসার!
স্বামিহারা অনাথিনী আমি,
হায় হায়!
একমাত্র পুত্রে পুন হারাইনু!
দেখা দে রে!—দেখা দে রে!
ডাক্ ডাক না ব'লে আমায়,
হায় হায়,
অন্ধকারে নাহি পাই পথ,
কোথা ভগীরথ!
ওগো, কে আছ কোথায়,
দয়া ক'রে ব'লে দাও—
কোথা মোর প্রাণের কুমার!
মা গো বিভাবরি!
খোল্ তোর আঁধার-নয়ন,
দেখি কোথা প্রাণের নন্দন।
ও গো সমীরণ!
প্রতিকূলে ব'য়ে
গতিরোধ কর ত্বরা পুত্রের আমার,
তা'র কাছে উড়া'য়ে আমারে লও,
ব'লে দাও কাণে কাণে
কোথা মোর শিশু ভগীরথ!
ওগো তরু! ওগো বনলতা!
ব'লে দাও পুত্র মোর কোথা?
দেখেছ তোমরা তা'রে,
ব'লে দাও—কথা কও—কোথা ভগীরথ?
ওরে কাননের পাখী!
অন্ধকারে অন্ধ তোরা বটে,
কিন্তু পদশব্দ শুনেছিস্ কাণে,
ব'লে দে—ব'লে দে অভাগীরে,—
কোন্ দিকে গেল ভগীরথ!
হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল,
কোন্ দিকে গেল;
কি ক'রে সন্ধান পাই?
কা'র কাছে যাই?
কা'রে বা সুধাই এ বারতা?
অহো নিদারুণ মর্ম্মব্যথা!

(পতন)

বেগে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রবেশ।

জ্যে-রা।—(সরোদনে)—বাছা রে আমার,
ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালা'লি!
আমিও যে মা'র মত তোরে
হেরিতাম স্নেহের নয়নে;
পাপীয়সী বিমাতার মত
করি নাই মন্দ আচরণ,
কেন তবে কৈলি পলায়ন, বাছা রে আমার!
গর্ভজ তনয়-জ্ঞানে ভাবি,
না হেরিলে পলকে প্রলয় হয়,
তবে কেন করিলি এ কাজ,
নিদারুণ বাজ হানিলি মাথায়!
হায় হায়, কোথা গেলি বাপ ধন!
দে রে দেখা বড় মা'রে তোর,
মা মা ব'লে ডাক্ একবার!
আঁধার—আঁধার—নাহি পাই পথ,
কোথা ভগীরথ!—কোথা ভগীরথ!

ভগী।—(নিকটে আসিয়া)—এই যে মা আমি।
বড় মা!—বড় মা!
হের এই মাতা মোর ভূতলে লুটায়!
(কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর প্রতি)—মা! মা!
কেঁদ না—কেঁদ না আর,
এই যে মা, ছেলে তোর!

ক-রা।—কই কই কোথা, বাপ্!
আয় আয় কোলে আয়,

ওরে ভিখারীর নিধি !
এই কি পুত্রের কাজ ?

ভগী।—কেন, মা,
আমি কি এমন কুপুত্রের কাজ ক'রেছি ?

ক-রা।—বাছা রে !
এমন ক'রে কি পালিয়ে আসতে হয় ?

ভগী।—মা ! এত বুঝিয়ে এলেম,
তবু কেন দুঃখ ক'চ্চো ?
আমি গঙ্গা আনয়ন ক'রে, তাঁ'র পবিত্র জলে
পূর্ব্ব-পুরুষদের তর্পণ করবো।
মা ! আমি বর্ত্তমান থাকতে
আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যদি
ব্রহ্মশাপ হ'তে উদ্ধার না পান,
তবে আমার ন্যায় কুলাঙ্গার কে ?
মা, আমার শরীর মন প্রাণ তো আমার নয়,
আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমাতে অবস্থিত,
আমি তাঁ'দেরই।
তবে বল দেখি,
আমি কি ক'রে।
তাঁ'দের দুর্গতি দেখে নিশ্চিন্ত থাকবো ?
মা, তোমরা কোন চিন্তা ক'র না,
আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদে
নির্ব্বিবাদে সিদ্ধমনোরথ হ'ব।

ক-রা।—না, বাপ্ !
আমরা তোকে যেতে দেবো না।

ভগী।—সে কি, মা !
তুমি বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা হ'য়ে
কেন এমন অন্যায় কথা বল ?
আমাকে তোমার গর্ভে
ধারণ করবার উদ্দেশ্য কি ?
আমি তোমার কুপুত্র না সুপুত্র ?
পিতা মাতা কিরূপ পুত্র চা'ন ?
তবে বল দেখি, মা !

ক-রা।—বাছা রে ! সব বুঝি,
কিন্তু তুই যে আমার একমাত্র পুত্র,
তোকে ছেড়ে—

ভগী।—পুত্র যদি
যথার্থ পুত্রের মত কার্য্য না করে,
তবে সে পুত্রে তোমার লাভ কি ?
যদি যথার্থ পুত্র চাও,
তবে আমাকে ছেড়ে দাও !

ক-রা।—শিশু তুই,
কেমন ক'রে দুর্গম স্থানে তপ ক'র্তে যা'বি ?

ভগী।—ভয় কি, মা ?
সৎকার্য্যে ঈশ্বর সহায়।
আমি ভগবান্ হরির কৃপায়
সমস্ত বিপদ আপদ এড়াবো।

জ্যে-রা।—বাছা রে !
গৃহে ব'সে কি সৎকার্য্য হয় না ?

ভগী।—যে কার্য্যে আমি যাচ্ছি,
তা গৃহে ব'সে হ'লে কেন দূরে যা'বো ?
বড় মা ! মা !
তোমাদের পায়ে ধ'রে বলি—
আমাকে আমার পিতৃপুরুষগণের
সদ্গতির জন্য সৎপথে যেতে দাও ;
মা !
গঙ্গাজল বই তাঁ'দের উদ্ধার হ'বে না ;
তাই বলছি,
আমার তপস্যার গতিরোধ ক'র না।

ক-রা।—হায় হায়, কি হ'বে, কি হ'বে !
কোনমতে নাহি শুনে কথা,
কিরূপে ফিরাইব গৃহে !
ভগীরথ !—

ভগী।—মা !

নারদ, বৃদ্ধমন্ত্রী ও দূতগণের প্রবেশ।

বৃ-ম।—এই যে এখানে দুই রাণী।
এই যে কুমার।

ক-রা।—(নারদকে দেখিয়া)—তপোধন !
কি হ'বে, কি হ'বে মোর,
ভগীরথ পালাইয়ে যায়,
নাহি রাখে বচন আমার ;
বড় রাণী কত বলে,

তবু নাহি শুনে কথা;
মুনি! বড় ব্যথা পাই প্রাণে,
ভগীরথ নয়নের তারা,
সে তারা হইয়ে হারা বাঁচিব কেমনে?
ধরি রাঙা পায়,
বুঝা'য়ে তনয়ে মোর ফিরাও ভবনে।

নারদ।—(স্বগত)—আহা, এরি নাম মা'র প্রাণ,
পূর্ণ-স্নেহ যেন
অশ্রুধারে ঝরে আঁখিযুগে।
কিন্তু,
কেমনে নিবারি ভগীরথে?
পাপিগণে কে আনিবে মুক্তিপথে?
রাণী দোঁহে বুঝা'য়ে ফিরাই গেহে।
(প্রকাশে)—শুন শুন, রাজরাণি!
রাখ গো আমার বাণী,
পুত্রে না করিও নিবারণ।
জানি আমি ভালরূপে—
ভগীরথ হ'তে
একটি মহৎ কার্য্য হইবে সাধন,
পতিতপাবনী গঙ্গা আসিবে ধরায়;
ভগীরথ হ'তে
ভস্মীভূত সগরসন্তানগণ
পাপমুক্ত হ'য়ে করিবেক স্বর্গ-আরোহণ।
মা!
তোমাদের এই পুত্র হ'তে
কোটি কোটি মহাপাপী পাইবে উদ্ধার,
খুলে যা'বে স্বর্গের দুয়ার।
তবে কেন, মাতা হ'য়ে
হেন পুত্রে কর গো নিষেধ।
ভয় নাই,
আবার পাইবে দোঁহে পুত্রমুখ করিতে দর্শন।
কোন কথা না কহিও আর,
যাও দোঁহে রাজনিকেতনে;
তনয়ের মঙ্গল-কারণে
হরিপূজা, গঙ্গাপূজা কর বিধিমতে।
যাও, মন্ত্রী! রাণী দোঁহে রাজগৃহে ল'য়ে।

ক-রা।—তপোধন!
তোমার বচন কেমনে লঙ্ঘন করি?
আশীর্ব্বাদ কর, প্রভু!
পুত্রে যেন পাই পুনরায়।

জ্যে-রা।—মঙ্গল-আলয় তুমি, মুনি!
তব বাণী মঙ্গলের মূল;
কর আশীর্ব্বাদ,
ভগীরথ ফেরে যেন গৃহে পুনরায়।

উভয় রাণী।—(ভগীরথের হস্ত ধরিয়া নারদের হস্তে দিয়া)—
পুত্রে কৈনু তোমারে অর্পণ।
ভগীরথ! একবার মা ব'লে ডাক্।

ভগী।—মা! মা!

[মন্ত্রী ও দুই রাণীর প্রস্থান।

নারদ।—যাও, বৎস! কর গঙ্গাতপ,
মনোরথ হউক সফল।

ভগী।—(প্রণাম করিয়া)—
পুনঃ যেন হেরি শ্রীচরণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা।

তপস্বিবেশে ভগীরথ।

ভগী।—হায় হায়, কি অভাগা আমি,
কত যে করিনু তপ,
তবু নাহি পাইনু গঙ্গার দেখা!
অনশনে, জাগরণে কত কষ্ট সই,
তবু গঙ্গা কই?
অহো, ভাগ্য-দোষে মোর
পতিতপাবনী গঙ্গা বিমুখ আমারে!
মা মা ব'লে কতই ডাকিনু,!

তবু নাহি দেখা পেনু!

মাতর্গঙ্গে!

এত কি নিষ্ঠুর তুমি!

হায় হায়, কি করি—কি করি,

কা'র কাছে যাই?

কে দেবে বলিয়ে গঙ্গাতপ?

নারদের প্রবেশ।

তপোধন!

আজিও যে না পাই গঙ্গায়,

কি হ'বে উপায়?

নারদ।—বৎস!

এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,—

কেন যে না পাও গঙ্গা তুমি।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

পায়ে ধরি, মুনি! বল আমায়,

কেন গঙ্গা নাহি পাওয়া যায়?

কোন পাপ মোর কপালে লেখা?

কেন গঙ্গা মোরে না দেয় দেখা?

বৃথা তপ জপ, বৃথা অনশন,

বৃথায় আমার এ ছার জীবন!—তপোধন!

কিবা কাজ আর অসার প্রাণে?

কিবা কাজ আর অসার ধ্যানে?

গলায় বাঁধিয়ে বনের লতা

মরিব—মরিব আমি গো আজ;

রাজকুলে জন্ম আমার বৃথা,

যাই—যাই—মরি—প্রাণে কি কাজ?

(গমনোদ্যোগ)

নারদ।—(হস্ত ধরিয়া, কীর্ত্তনের সুরে)—

না—না, বাছা! যেও না রে,

কেঁদ না, কেঁদ না বিষাদ-ভরে,

হতাশ হ'য়ো না, ধর বচন,

শ্রম বই কই শুভ দরশন?

আয় মোর সাথে, দিব তোর মাথে

হরির প্রসাদী তুলসীদল,

বৈষ্ণবের সনে হরিসঙ্কীর্ত্তনে

চঞ্চল প্রাণ জুড়া'বি চল্।

নামকীর্ত্তনে দ্রবিল হরি,

ঝরিল চরণে গঙ্গা-বারি।

আজ্ সেই হরির—ওরে রাজশিশু!—

সেই হরির নামসঙ্কীর্ত্তনে,

চল্, হরিরে তুষিবি বৈষ্ণবের সনে।

হরি আবার ভিজিবে গানে তোর,

ছিঁড়িবে তোর হতাশ-ডোর।

পূরিবে তোর সাধনা,

পূরিবে মন-বাসনা,

হরিসঙ্কীর্ত্তনে ঘুচিবে ঘোর যাতনা।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

তবে চল, তপোধন, করি সঙ্কীর্ত্তন

দয়াল হরির নাম;

তব আশীর্ব্বাদে, হরির প্রসাদে,

পূরুক মনস্কাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নারদের আশ্রম।

ঋষিবালকগণ ধূলিক্রীড়ায় রত।

কিয়ৎকাল পরে অপর এক জন ঋষিবালকের প্রবেশ।

প্রবিষ্ট বালক।—ও ভাই,

দৌড়ে আয়—দৌড়ে আয়—

১ম ঋ-বা।—কেন, ভাই, কি হ'য়েচে?

প্রবিষ্ট বালক।—ভাই,

মুনি ঠাকুর আজ

কেমন একটি ছেলে-শিষ্য এনেচেন।

ভাই রে, ব'ল্‌বো কি,

এমন ছেলে দেখি নি,

যেন রাজপুত্র!

১ম ঋ-বা।—ক্ষ্যা, বলিস্ কি!

প্রবিষ্ট বালক।—সত্যি ভাই,এমন রূপ দেখি নি,
গেরুয়া-কাপড় পরা বটে,
কিন্তু মেঘের ভিতর যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
সকলে।—চল্ চল্, দেখি গে চল্।

[সকলের প্রস্থান।

খোল, করতাল, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নারদ, ভগীরথ, ঋষিগণ, ঋষি-বালকগণ ও ঋষিনারী-গণের প্রবেশ।

সকলে।— (হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরি হরি ব'লে নাচ বাহু তুলে, জুড়া'বে প্রাণের জ্বালা।
পিয়াস মিটিবে, নিরাশ টুটিবে, আঁধারে ফুটিবে আলা॥
(আহা, পরম দয়াল হরি)—
দয়া-বিতরণে পূরে তা'র আশা, যে জন প্রেম-ভিখারী॥
আহা, হরিনাম কি মধুর নাম,
হরিনামে পাপী তরে;
হরিনামে বিধি হরের
প্রেমভরে আঁখি ঝরে:
(আহা, প্রেমধারা বহে দর দরে)—
ভীম ভবসিন্ধু হ'বে জলবিন্দু রে,—
এম্নি হরিনামের প্রেম-লীলা।

নারদ।—রাজপুত্র ভগীরথ!
এই বার মনোরথ পুরিবে তোমার;
পুনরায় হিমালয়ে যাও,
আবার নিমগ্ন হও গঙ্গা-তপস্যায়।
ভগী।—প্রভু! অবোধ বালক আমি,
অনুক্ষণ সহায় থাকিও মোর।
প্রণিপাত শ্রীচরণে।
নারদ।—হরির কৃপায় সিদ্ধকাম হও ত্বরা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয়স্থ গোকর্ণ তীর্থ।

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়।—নারদের পুণ্যময় তপোবনে
বৈষ্ণবনিকর সনে
ভগীরথ হরি-গুণ-গান গেয়ে
আবার আসিছে হিমালয়ে।
সাবধান হও পশু পাখী,
সাবধান, ভুজঙ্গ পতঙ্গ কীট!
আজ্ঞা মোর করহ পালন—
ভগীরথ প্রতি না করিও মন্দ-আচরণ।

[প্রস্থান।

ভগীরথের প্রবেশ।

ভগী।—দেবর্ষির যুক্তিমতে
আবার বসিব তপস্যায়;
দেখি,
হরির কৃপায় কত দিনে পূরে মনোরথ।
(কীর্ত্তনের সুরে)
হরি! শুনেছি নারদের মুখে,—
হর তোমার গুণগানে
দ্রব ক'রে তব পা দু'খানি
পেলেন গঙ্গা নিস্তারিণী।
আহা,
সেই গঙ্গা ব্রহ্মলোকে,
আমি কিসে পা'ব তাঁকে?
নারদ আদি বৈষ্ণব সনে
তব নাম গান ক'রেছি, হরি!
তবে হরের মত—ও হে ও দয়াল!—
হরের মত আমায় দাও গঙ্গাবারি।
আবার তপে বসিনু, প্রভু!
এতেও যদি না বাসনা পূরে,
তবে ত্যজিব তনু,—হরি হে!—
ত্যজিব তনু এই ভূধরে।

(তপস্যায় উপবেশন)

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—উঠ, বৎস ভগীরথ!

ভগী।—(দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনের সুরে)—

এ কি বেশ, প্রভু নারদ!
কোথা তব সেই বেশ?
কোথা জটাজূটজাল?
কোথা গৈরিকের বাস?
কোথা মনোহরা বীণা?
হেন বেশে কেন এলে?
গঙ্গাকে কি দেক্তে পেলে?

ব্রহ্মা।—বৎস!
আমি নারদ নই;
নারদ আমার পুত্র;
আমি নারদের পিতা ব্রহ্মা।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
প্রভো! প্রণিপাত করি রাঙা পায়,
আমার সাধনের ধন গঙ্গা মাতা
তোমার নিকটে আছে, বিধি!
আমি কিসে পাবো তাঁহার দেখা,
ব'লে দাও দাসে সে উপায়।
হে বিধি দয়াময়!
আমায় হারা'য়ে মা আমার
করে কতই হাহাকার;
আমিও, আহা, তাঁ'রে না দেখে,
আকুল হ'য়েছি মায়ের শোকে।
বিধি! মম আশা পূরাও,
একবার দয়ার নয়নে চাও,
আমার তপস্যার ধন—বিধি হে!—
গঙ্গাবারি এনে দাও—এনে দাও।

ব্রহ্মা।—রাজপুত্র!
আমি তপস্যা বড় ভালবাসি,
তপস্যাই আমার প্রাণ,
তপস্যাই আমার সৃষ্টির প্রাণ।
আমাকে লোকে
অন্য উপায়ে দেক্তে পায় না,
পায় কেবল তপস্যার বলে।
যে প্রকৃত তপস্বী, আমি তা'রই;
সেই জন্য আজ তোর নিকট এসেছি।
ওরে শিশুতপস্বী!
এইবার তুই তপস্যার ফল পেলি।
তো' হ'তে এবং তোর তপোবল হ'তে
তোর শাপভ্রষ্ট পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার হ'বে।
তা' ছাড়া,
পৃথিবী পবিত্রা হ'বে,
পৃথিবীর অনন্ত কোটি পাপী মুক্তি পা'বে।
এত দিনে তোর গঙ্গাতপ পূর্ণ হ'ল।

ভগী।—দয়াময়!
তবে দয়া ক'রে আমায় গঙ্গা দান কর,
গঙ্গাজল বই
তোমার বাক্য এবং আমার বাসনা
কিরূপে পূর্ণ হ'বে?

ব্রহ্মা।—বৎস!
গঙ্গা এখন আমার লোকে অবস্থিতা।
যখন তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'বেন,
কে তখন তাঁর ভয়ঙ্কর পতনবেগ সহ্য করবে?
গঙ্গা স্বতঃপতিত হ'লে
তাঁ'র অনিবার্য্য স্রোতোবেগে
পৃথিবী রসাতলে যা'বে।
সেই দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য
এখন তোমায়
আর একটি কার্য্য ক'ত্তে হ'বে।

ভগী।—কি করবো, প্রভু?

ব্রহ্মা।—তুমি কৈলাসে গিয়ে
ভগবান্ মহাদেবকে স্তবে তুষ্ট ক'রে
এই হিমালয় পর্ব্বতে আনয়ন কর।
একমাত্র মহাবল মহাদেব ব্যতীত
গঙ্গার দুর্জ্জয় বেগ
অন্য কেহ সহ্য ক'ত্তে সক্ষম নয়।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
প্রভু! আবার কত কষ্ট পা'বো,
কত দিন গেল কষ্ট স'য়ে,—

আবার কত কষ্ট পা'বো!
বিধি!
আমি নিধি পেয়েও পেলেম না হে!
আমার মনের আশা—
আহা, আমার সাধের আশা
ফোটো ফোটো হ'য়েও ফুট্‌লো না হে!

ব্রহ্মা।—বৎস!
আর তোমায় কষ্ট পেতে হ'বে না।
দয়াময় মহাদেবকে একবার ভক্তির সহিত
অখণ্ড বিল্বদলে পূজা ক'ল্লে
তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হ'বেন।
আর বিলম্ব ক'র না,
যাও পুণ্যময় কৈলাস-ধামে।

ভগী।—পুনরায় করি নতি।

ব্রহ্মা।—মোর বরে গঙ্গা তোরে দিবে দেখা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নস্থ অরণ্য।

ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী।— (গীত)

গাও রে গাও রে জগত-জন,
হর শঙ্কর শঙ্কা-মোচন।
গাও অরণ্যানী, জয় পিনাকপাণি,
ফণি-ফণিনী-ফণ-ভূষণ।
গাও ফুলকুল, ভূধর,
গাও তরুদল, নির্ঝর,
গাও গভীর গহ্বর—
হর হর বোম্ বোম্;—
জয় জয় জয় জয় শিব ত্রিলোচন॥

আহা, কে ও বালকটি আস্‌চে?
ধূলিমাখা সৌন্দর্য্য যেন স্বয়ং আবির্ভূত!

বিল্বদল লইয়া ভগীরথের প্রবেশ।

কে তুমি, বালক?

ভগী।—ওগো, তুমিই কি দয়াময় মহাদেব?

ভৃঙ্গী।—আমি তাঁ'র ভৃত্য।

ভগী।—ওগো,
আমি প্রভু মহাদেবের কাছে যাবো,
আমি পথ চিনি নি,
আমাকে সঙ্গে ক'রে
তাঁ'র কাছে নিয়ে চল না।

ভৃঙ্গী।—তোমার কি প্রয়োজন?

ভগী।—আমি তাঁ'র পূজা ক'র্‌বো।

ভৃঙ্গী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, এমন কোমল দেহে
কি কাজ এত কষ্ট স'য়ে?
কৈলাস অতি কঠিন ঠাঁই,
সেথায় উঠে কাজ নাই।
আহা, কঠিন শিলা বাজিবে পায়,
দরদর ঘাম ঝরিবে গায়;
ম্লান মুখ আরো মলিন হ'বে,
ক্ষীণ তনুখানি বেদনা স'বে।
শিশু! তাই বলি—
বসি তুমি এই কাননে
পূজা কর হরে ভক্তিমনে।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ওগো,
কেমনে এখানে পাইব হরে?

ভৃঙ্গী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ভক্তি যদি থাকে, পাইবি তাঁ'রে।
রাখ্ মোর কথা, ঘুচে যা'বে ব্যথা,
ভক্ত জন যথা, পঞ্চানন তথা।

ভগী।—তবে আমি এইখানেই
মহাদেবের স্তব করি।
(সুরে)—বোম্ বোম্ হর হর!
বোম্ বোম্ হর হর!
বোম্ বোম্ হর হর!
বোম্ বোম্ হর হর!

(মহাদেবের উদ্দেশে বিল্বদল প্রদান)

(ভূগর্ভ হইতে সহসা শিবের উত্থান)

হা।—বৎস ভগীরথ!

গী।—(প্রণাম করিয়া, গীত)—

জীবন নারি আর বহিতে;
পারি না পারি না দুখভার সহিতে;
ভানুতাপে মনস্তাপে নারি আর দহিতে।
আমা বিনে মা আমার,
গৃহে করে হাহাকার,
বারি ঝরে ধারাকার
স্নেহাধার আঁখিতে;—
কবে পাবো কোলে ব'সে মা ব'লে ডাকিতে।

হা।—বৎস!
বুঝিয়াছি মর্ম্ম-কথা তোর;
সন্তুষ্ট হইনু অতি;
তোর ইচ্ছা পুরাইব,
গঙ্গার পতন-বেগ মস্তকে ধরিব;
চলিলাম হিমালয়ে।
আয় তুই পশ্চাতে আমার।
[মহাদেবের অন্তর্ধান।

নারদের প্রবেশ।

রদ।—রাজকুমার!
ভগবান্ মহাদেব
তোমার স্তবে তুষ্ট হ'য়েছেন;
আবার এস,
আমরা সকলে মিলে
হর-সঙ্কীর্ত্তন ক'ত্তে ক'ত্তে হিমালয়ে যাই।

গীরথ, নারদ ও ভৃঙ্গী।—(একতারা ও খঞ্জনী-
যোগে হরসঙ্কীর্ত্তন)—

জীব! ভজ ভজ শিব শূলধারী।
সঙ্কটমোচন, দেব ত্রিলোচন, পাপবিমোচনকারী॥
ভূতনাথ হর, ব্যোম-দিগম্বর,
জটপটজুট ত্রিপুরারি;—
শশাঙ্ক-অঙ্কিত ভাল সুশোভিত,
কপটনিপটশঠমারী॥
হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,
হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,
হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্,
হর বোম্ বোম্ বোম্, শিব বোম্ বোম্ বোম্॥
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত।

এক খণ্ড বৃহৎ শিলার উপরি মহাদেব
আকাশ হইতে পতনশীলা গঙ্গার
স্রোতোবেগ মস্তকে ধার-
ণাবস্থায় ত্রিশূলহস্তে
দণ্ডায়মান।

ভগীরথের প্রবেশ।

ভগী।—(কৃতাঞ্জলিপুটে, গীত)
জয় শূলধর, তরুমূলচর,
শিব যোগিবর, শুভ-আকর হে।
হর পাপহর, স্মর-দাপহর,
তিন-তাপহর, অজরামর হে॥

(মহাদেবের জটামধ্যে গঙ্গাধারা প্রবিষ্ট
হইয়া অন্তর্ধান)

মহা।—ভগীরথ!
তুই রাজার পুত্র,
আমি ভিখারী;
আজ আমায় একটি ভিক্ষা দে।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, এ কি শুনি আজ,
যিনি রাজার রাজা মহারাজ;
কুবের ভাণ্ডারী যাঁ'র,
এ কি কথা বদনে তাঁ'র!
অন্নপূর্ণা যাঁহার রাণী,
তাঁ'র মুখে শুনি এ কি বাণী!
যিনি শিবৈশ্বর্য্যে সদাশিব,
যাঁ'র শিব ছায়ে জীয়ে জীব;
যিনি ধাতা, পিতা, ত্রাতা, দাতা,

যাঁ'র মুখে আজ ভিক্ষা-কথা!
প্রভু! বল বল, তব এ কি লীলা?
কেন দীনে ভোলাও, ভোলা?
মহা।—বৎস রে! ভুলাই নি তোরে,
সত্য কহি,
না জানি ভুলা'তে পরে কভু।
আত্মভোলা চিরদিন আমি,
তেঁই জগজনে
কহে মোরে ভোলা মহেশ্বর।
আজ আরো যে ভুলিনু,
আজ নাহি জ্ঞান এক গঙ্গা বই;
নাহি ধ্যান এক গঙ্গা বই।
আহা, বৎস! ধন্য তুই,
ধন্য আমি
তোর তপস্যার ধন ধরিয়া মস্তকে।
আহা, বহু কাল গত হ'য়ে গেছে,
কিন্তু আজিও জাগি'ছে সেই কথা—
ভক্তিমাখা হরিগুণগাথা!
বৎস রে! হরিসঙ্কীর্ত্তনে
যেই গঙ্গা জনমিল হরির চরণে,
সেই গঙ্গা আনি' দিলি মোরে,
ধন্য হৈনু ধরি' তা'রে শিরে।
তাপ ঘুচে গেল,
প্রাণ জুড়াইল,
পবিত্র হইল মহাদেব!
আহা, এত দিন পরে
মহাদেব বাস্তবিক মহাদেব।
তেঁই বলি, ভগীরথ!
পুরা রে শিবের মনোরথ—
দে রে ভিক্ষা শিব ভিখারীরে
সাধনের ধন গঙ্গা তোর।
ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
এ কি পুন বল, প্রভু!
এ কি খেলা খেলি'ছ আজ?
তোমারি গঙ্গা তুমিই নেবে,
এর চেয়ে কিবা সুখ আমার?
গঙ্গাধর! গঙ্গা ধর,
আমি ফিরে যাই হে অযোধ্যায়,
কিন্তু যা'বার সময় আমারো ভিক্ষা—
আমার কথা কর হে রক্ষা—
মম পিতৃপুরুষেরা কপিল-শাপে
ভস্মীভূত হ'য়ে আছে,
প্রভু!
তাঁ'দের যা'তে মুক্তি হয়,
আমায় ব'লে দাও তা', দয়াময়!
মহা।—(স্বগত)—অহো,
আমি ভগীরথকে কি ব'ল্‌ছিলেম?
আমিই না পাপীর জন্য ব্যথিত হ'য়ে
দেবগণের সহিত
গোলোকে হরিসঙ্কীর্ত্তন ক'রেছিলেম?
আমা' হ'তেই না পাপীর পাপনিস্তারিণী গঙ্গা
বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে উদ্ভব হ'য়েছেন?
তবে আজ আমার কেন ভাবান্তর?
না না—গঙ্গাকে অবরোধ ক'রে রাখ্‌বো না,
ভগীরথের তপস্যার ধন
ভগীরথকে ফিরিয়ে দি।
(প্রকাশে)—বৎস ভগীরথ!
তোমার শাপভ্রষ্ট পিতৃগণকে
মুক্তি প্রদান করা আমার সাধ্য নয়।
সর্ব্বদেবের জীবনস্বরূপ
পরমাত্মা পরমপুরুষ পতিতপাবন হরি বই
তা'রা উদ্ধার হ'বে না।
দেবী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্মসম্ভবা,
সুতরাং ইনি বিষ্ণুস্বরূপিণী।
এই গঙ্গার পবিত্র-বারি-স্পর্শে
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সগরবংশ উদ্ধার হ'বে।
আমি নিশ্চয় জানি
গঙ্গাজল বই পাপীর পরিত্রাণ নাই,
আজ আমি গঙ্গাবারিস্পর্শে পবিত্র হ'য়েছি,
তাই আমার আর একটি নাম হ'ল—গঙ্গাধর
ভগীরথ!
তোমার নিকটে

আমার এই নাম-ভিক্ষা-লাভই যথেষ্ট।
যাও, গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর।

ভগী।—হে দয়াময় মহাদেব !
কিরূপে তর্পণ ক'র্‌বো ?—দেবী গঙ্গা কই ?

মহা।—ওহো,
গঙ্গা আমার জটামধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন।
গঙ্গে !
রাজপুত্র ভগীরথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
পাপময়ী পৃথিবীর বক্ষ শীতল কর,
অনন্ত পাতকীর স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটন কর।
ভগীরথ !
এই জটাজূট হ'তে
গঙ্গাকে পৃথিবীর উপর ত্যাগ ক'র্লেম।

(মহাদেবের জটাজূট হইতে গঙ্গার জলধারা বহির্গত হইয়া ভূতলে পতন ও অন্তর্দ্ধান)

ভগী।—(সদুঃখে)—প্রভু ! কি হ'ল—কি হ'ল,
কোথা গেল গঙ্গা মাতা মোর !
কই সেই মহাধারা ?
কই সেই পুণ্যময়ী বারি ?
ত্রিপুরারি !
কি হ'বে আমার গতি ?
তব জটাজূট ছাড়ি'
গঙ্গামাতা লুকা'ল কোথায় !
হায় হায়, কি হ'বে উপায় !

মহা।—বৎস রে !
মম এ বিশাল জটা হ'তে
নিদারুণ স্রোতে বাহিরিল গঙ্গা-জল ;
ধরাতল নারিল সহিতে বেগ,
এই সে কারণ
পশিল তোমার গঙ্গা পর্ব্বত-গুহায়।

ভগী।—(সরোদনে)—হায় হায়,
প্রভো ! কি হ'বে উপায় !

মহা।—ভয় নাই।
যাও এবে ত্বরা যথায় ইন্দ্রের ঐরাবত।
আন তাঁ'রে সন্তোষিয়া হিমালয় নগে।
হস্তী ঐরাবত দন্তে ফাঁড়ি' ফেলিবেক শিলা,
বাহিরিবে তথা হ'তে গঙ্গাবারিধারা।

ভগী।—(সদুঃখে)—দয়াময় !
আর যে কষ্ট সহ্য হয় না।

মহা।—বৎস ! নিজে না কষ্ট ভোগ ক'র্লে
পরের কষ্ট দূর হয় না।
যাও তুমি ঐরাবত-পাশে।

[শিবের অন্তর্দ্ধান।

ভগী — (গীত)

মা ! কেন হেন নিদয় আমায় !
দেখা দিয়ে ক্ষণ তরে লুকা'লি কোথায় ?
জটাধর-জটা হ'তে এই যে বাহিলি স্রোতে,
আশা দিয়ে, ভাসাইলি শেষে নিরাশায় ॥
পাষাণ-নন্দিনী হ'য়ে হইলি কঠিন হিয়ে,
এই কি মায়ের, মা গো, স্নেহ-ভরা প্রাণ ;—
দেখেছি অনেক মা, তোর মত কেউ না,
তুই বই কোন্ মা ছেলেরে কাঁদায় ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বতের তলভূমি।

নারদ ও হিমালয়।

নারদ।—গিরিরাজ হিমালয় !
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে মিলিয়া
তব পাশে পাঠাইলা মোরে।

হিমা।—তপোধন !
ব্রহ্মা বিষ্ণু নমস্য দেবতা ;
কোন্ কার্য্য করিব সাধন ?
কি আজ্ঞা করিলা তাঁ'রা ?

নারদ।—শুন, রাজা ! কহি একে একে,—

বিষ্ণুপদে গঙ্গা জনমিয়া
ছিলা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে।
কঠোর তপস্যা-বলে—
ভূতলে আনিল গঙ্গা শিশু ভগীরথ।
সেই গঙ্গা মহাদেব ধরিলা মস্তকে,
পুন তিনি রাখিলেন তোমার নিকটে।
এই সে কারণে
গঙ্গা তব হইলা তনয়া।
দেবদেব মহাদেব হ'তে
ধরায় আইলা সুরধুনী
পতিতপাবনী গঙ্গা পাপিনিস্তারিণী।
কৃতজ্ঞতা তা'র কর প্রদর্শন
মহাদেবে গঙ্গা করি' সম্প্রদান।
অনূঢ়া কুমারী গঙ্গা
হরসনে বদ্ধ হোন্ বিবাহ-বন্ধনে।
রাজা! জানিও নিশ্চয়,—
প্রকৃতি দ্বিভাগে এবে বিভক্ত হইল,
এক ভাগ উমা কন্যা তব,
অন্য ভাগ গঙ্গা সুরধুনী।
আধ্যাত্মিকা মূল প্রকৃতিই
পার্থিবা প্রকৃতি ভাবে রাজে;
পার্থিবা প্রকৃতি এই—স্থল আর জল।
স্থলরূপা উমা কন্যা তব,
গঙ্গা কন্যা তব জলরূপা।
যিনি গঙ্গা, তিনি উমা, একই প্রকৃতি,
একাকাশ যথা ঘটাকাশ পটাকাশ।
রাজা!
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্বকথা।

হিমা।—দেবর্ষে! ধন্য আজ আমি।

নারদ।—চল এবে মোর সনে, রাজা,
গঙ্গা-কন্যা শিবে সমর্পিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত—গোমুখী তীর্থ।

গোমুখী-গহ্বর হইতে গঙ্গাস্রোত বহির্গত
হইয়া প্রবল শব্দে ভূতলে পতন।
এক পার্শ্বে ভগীরথ দণ্ডায়মান।

ভগী।—মদমত্ত ঐরাবত মহাবলবান্ বটে,
কিন্তু মহামূর্খ।
যিনি বিশ্বজননী, পাপিনিস্তারিণী,
সেই গঙ্গার প্রতি দুষ্ট ঐরাবত
যেমন অসদভিপ্রায় প্রকাশ ক'রেছিল,
তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল পেলে।
মা গঙ্গার নিদারুণ তরঙ্গাঘাতে
মৃতপ্রায় হ'য়ে—ওতপ্রোত হ'য়ে
দুষ্টমতি হস্তী কোথায় ভেসে গেল।
যদি দুষ্ট গঙ্গাকে মা মা ব'লে না ডাক্‌তো,
তা' হ'লে এতক্ষণ তা'র অস্তিত্বও থাক্‌তো না।
কুমতিদের এইরূপ দুর্গতিই হ'য়ে থাকে।
যাক্,
এখন ঐরাবতের দন্তাঘাতে
পর্ব্বতশিলা বিদীর্ণ হ'য়েচে,
আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েচে।
জননী গঙ্গা বিদীর্ণ গুহা হ'তে
কলকল রবে মহাস্রোতে
তলভূমিতে প্রবাহিত হ'চ্চেন।
(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, নীরধারা কিবা বহিয়ে যায়,
কত ফুলরাশি ভাসি'ছে তা'য়।
আহা, কলকল রবে চলি'ছে জল,
পবিত্র হইল ধরণীতল।
আহা, শিলায় শিলায় লহরী নাচে,
ফেনামাখা ফুল উলটি' ভাসে।
আহা, হেন জললীলা দেখি নি রে,
মুক্তি খেলি'ছে গঙ্গা-নীরে।

(প্রণাম)

(পর্ব্বতোপরি সহসা গঙ্গার আবির্ভাব)

(দেখিয়া, কথায়)—মা!
পুত্রকে কি এত কষ্ট দিতে হয়?
এরি নাম কি মায়ের প্রাণ?

গঙ্গা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, পেয়েছিস্, বাপ্! দারুণ ক্লেশ,
মলিন হ'য়েছে সুচারু বেশ;
আহা, চাঁদমুখখানি হ'য়েছে ম্লান,
আকুল হ'য়েছে কোমল প্রাণ!
আহা, ও তোর বিষাদের কথা
আমার প্রাণে দিতেছে ব্যথা!
আহা, রবিতাপে শুকায়ে'ছে কায়,
কত ধূলামাটী লেগেছে গায়!
আহা, ছল ছল আঁখি ঢালি'ছে জল,
বিষাদে ভ'রেছে হৃদয়তল!
আর কাজ নাই ভেসে নয়ন-জলে,
'মা' ব'লে আয় মায়ের কোলে।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
না, মা! আমি কোলে যা'ব না,
আগে বল্, দয়া করবি কি না?
আমার পূর্ব্বপুরুষেরা—ও মা!—
আহা, ব্রহ্মকোপানলে আজিও জলে,
তবে কেন তোর বস্‌বো কোলে?

গঙ্গা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
'মা' ব'লে না বস্'লে কোলে
মা'র প্রাণ বড় কাতর হয়।

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
তাই বুঝি, মা, এম্নি ক'রে
কষ্ট এত দিতে হয়?
তুই যত মা, দয়াবতী,
বেশ্ বুঝেছি বিশেষ ক'রে;
এ বার বল্‌বো, মা, তোর দয়ার কথা
কেঁদে কেঁদে যা'রে তা'রে!

গঙ্গা।—(কথায়)—বাছা! কি করিব আমি?
ব্রহ্মার আদেশ—
তপস্যায় আসিব ভূতলে।
বাছা!
বিনাযত্নে যাহা পাওয়া যায়,
শ্রদ্ধা ভক্তি কে করে তাহায়?
বহুযত্নে বহুকষ্টে বহুতপস্যায় যাহা মিলে,
তা'র প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সমাদর
চিরকাল অবিচল রহে,
এই হেতু প্রজাপতি বিধি
না দিলা আসিতে মোরে ভূলোক মাঝারে।
বাছা!
কহিনু মনের কথা,
ভুলে যা' রে মর্ম্মব্যথা,
এই বার পূর্ণ তোর তপ—
পূর্ণ তোর মনের বাসনা;
ভগীরথ!
এই বার ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত
ষাট্‌হাজার সগর-কুমার পাইবে উদ্ধার;
এই বার পাপীর নিস্তার।

[গঙ্গার অন্তর্ধান।

দূরে মহাদেবের প্রবেশ।

মহা।—(অস্থির হইয়া)—
কই—কই—কই গঙ্গা!
কই কই জীবন-তোষিণী সুরধুনী?
(ভগীরথের প্রতি)—ভগীরথ!—ভগীরথ!
দে রে দে রে গঙ্গা দেখাইয়ে;
গঙ্গাহারা হ'য়ে আকুল হ'য়েছি অতি;
হৃদয় আমার আঁধার—আঁধার।
প্রাণ জ'লে যায়,
শীতল আমায় কে করিবে?
গঙ্গা!—গঙ্গা!—গঙ্গা!
কই রে, কই রে,
কই, সাড়া নাই—দেখা নাই!
গঙ্গা!—গঙ্গা!

ভগী।—প্রভো!
তুমি যে আমার মা গঙ্গাকে আমাকে দিয়েচ।

মহা।—না না,—গঙ্গা তোরে দিই নি রে,

দিয়েছি কেবল গঙ্গাজল।
ওরে, বল্ বল্, গঙ্গা মোর কোথা?
আহা, বিশদবরণী ত্রিনয়নী,
চতুর্ভুজা মকরবাহিনী,
পদ্মধরাকরা মনোহরা সুহাসিনী,
জলরাজ্যরাণী গঙ্গা!
বল্ বল্, হেন গঙ্গা কোথা মোর?
গঙ্গা! গঙ্গা! দেখা দাও—দেখা দাও,
জটাজূট এলাইনু পুন,
দিনু পুন শির পাতি';
এস—এস—এস হে আবার, শিবরাণি!
শূলপাণি পেতে দেছে শির-সিংহাসন!

ভগী।—প্রভু!
হের ওই আসে গঙ্গাদেবী,
সঙ্গে আসে দেবর্ষি নারদ,
কিন্তু, প্রভু, কে উনি আসেন সাথে?

মহা।—পূজ্যপাদ শ্বশুর আমার।
(স্বগত)—এ কি—এ কি,
নাচিল দক্ষিণ আঁখি,
শূন্যে দেবীগণ
হুলুধ্বনি শঙ্খরব করে ঘন ঘন,
শুভ চিহ্ন চারি ধারে হেরি;
হৃদয়-ভাণ্ডারে একটি উজ্জ্বল মণি জ্বলে,
তা'র পাশে শোভিল অপর মণি!
আহা,
দুই মণি একত্রে মিশিল!

নারদ, হিমালয় ও গঙ্গার প্রবেশ।

নারদ।—(গঙ্গার প্রতি)—মা জননি!
ইনি রাজা হিমালয়,
হিমগিরি রাজ্য এঁর;
আজ হ'তে ইনি
পালক জনক তব হইলা ভূতলে,
কন্যা তুমি হইলে ইহাঁর।

গঙ্গা।—পিতা! প্রণিপাত চরণে তোমার।

নারদ।—(হিমালয়ের প্রতি)—মহারাজ।
বিলম্বে কি কাজ?
পূর্ণ কর শুভ কাজ?
ত্রিলোকের পতি পশুপতি,
তাঁ'র করে কর সম্প্রদান
তব পতিতপাবনী গঙ্গা সুতা।
ধন্য তুমি, ধন্য তব সৌভাগ্যের লেখা,
দুই কন্যা কৈলে দান
ভগবান্ শঙ্করের করে।
আহা,
কে বা আর তব সম হইবে শ্বশুর?

হিমালয়।—(মহাদেবের প্রতি)—জামাতৃন্!
ধর্ম্মসাক্ষী—নারদের তপ সাক্ষী—
হরিগুণগান সাক্ষী—
গঙ্গা কন্যা মোর
তব করে কৈনু সম্প্রদান।

(মহাদেবের হস্তে গঙ্গা-সম্প্রদান)

নারদ।—জয় জয় অমর-দম্পতি!

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

দেবীগণের প্রবেশ।

দেবীগণ।— (গীত)

গঙ্গাধর গঙ্গাবর গঙ্গাময় প্রাণ।
গঙ্গা জটাজূটে, গঙ্গা হৃদিপরে, মুখে গঙ্গানাম গান॥
রজত অচলে রজত-রেখা,
প্রাণে প্রাণে প্রেম-মাখা,
প্রেমের হর, প্রেমে বিভোর;
এই প্রেমে পাপী পা'বে ত্রাণ॥

ভগীরথ।—(গঙ্গার প্রতি)—মা!

গঙ্গা।—বাছা!
আজ্ঞা ল'য়ে শিবের চরণে
যাইব তোমার সনে।
(মহাদেবের প্রতি)—স্বামিন্!
আজ্ঞা দেহ দাসীরে তোমার,
যা'ব ব্রহ্মশাপ হ'তে করিতে উদ্ধার
ভস্মীভূত সগরসন্তানগণে।

গা।—যাও, দেবি!
কিন্তু এই অনুরোধ মোর,
পবিত্র গোমুখী তীর্থে,
ধারাকারে সদা বহ তুমি,
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।

এক দিক দিয়া গঙ্গা ও ভগীরথের এবং
অন্য দিক্ দিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বতের তলভূমি।

পার্ব্বত্য দেবীগণের প্রবেশ।

দেবীগণ।— (গীত)

(আয় আয়) অঞ্চল দুলা'য়ে, পথধূলি উড়া'য়ে,
সবে মিলে আগে আগে যাই।
(চল্ চল্) সব জন মিলি', ফুলকুল তুলি',
পথে পথে ঢালি' বিছাই॥
(সজনি) সে ফুল দিয়ে, যাইবে বহিয়ে,
সুরধুনী-ধারা ধীরে ধীরে।
(অমনি) হেলিয়ে দুলিয়ে, যাইবে ভাসিয়ে,
ফেলা ফুল খেলা করি' নীরে;—
(ফোটা ফুল) নাচিবে লহরী-শিরে॥

[সকলের প্রস্থান।

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ভগীরথের
প্রবেশ।

থী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ওরে পাপী তাপী আয় ছুটে আয়,
মুক্তি বিলা'য়ে মা আমার যায়।
মা গঙ্গার পুণ্যময় জলে
চতুর্ব্বর্গ-সার মোক্ষ ফলে,
চ'লে যা'বি স্বর্গে অবহেলে,
মিশিবি হরির পায়।
আহা,
কিবা তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভঙ্গিমা,
সফেন সলিল-রঙ্গিমা,
গঙ্গা-বারির কিবা মহিমা,
বিধি হর নারে দিতে সীমা,
এমন মা আমার কেমন চলিয়ে যায়,
ডুবা ওই জলে পাপ-কায়,
ফাঁকি দিবি যমে—
আর ভবধামে আসিতে হ'বে না রে,
পাইবি প্রাণ, পাইবি ত্রাণ,
শ্রীহরির সেই রাঙা পায়—
যে পায়ে উদ্ভবা গঙ্গা,
পাপী! শান্তি পা'বি সেই রাঙা পায়।

জলবৃষ্টি করিতে করিতে গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা।— (গীত)

পাপী নরনারী, মুক্তিভিখারী,
মা ব'লে আয় আমার কোলে।
ধুয়ে দিব পাপ, ঘুচাইব তাপ,
পুণ্য-দুয়ার দিব রে খুলে॥
তো'সবার পাপভার
মিশিবে জলে আমার;
অনন্ত পাপীর পাপে
হ'ব অনন্ত পাপিনী;—
সেই পাপ-ঘোরে তারিস্ আমারে,
পাপী রে! দাঁড়া'য়ে আমার জলে—
ভক্তিভরে 'হরি' বোলে॥

[গঙ্গা ও ভগীরথের প্রস্থান।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহা।—আহা, ধন্য তুই, ভূমি!
পতিতপাবনী গঙ্গা তোর বক্ষ দিয়া
গিয়াছেন প্রবাহিয়া।
আহা,
পবিত্র গঙ্গার ধারা বহে তরতরে,
স্নিগ্ধময়ী শান্তি হেথা রাজে!
এই মোর উপযুক্ত তপস্যার স্থান,
বসি' যোগাসনে
একমনে করি গঙ্গাতপ।
আজ হ'তে এই তীর্থ পৃথিবীমাঝারে

হরিদ্বার
কিংবা হরদ্বার নামে অভিহিত হ'বে,
ভক্তিভরে যে করিবে হেথা স্নান,
মুক্তি তা'রে ল'বে কোলে,
নিশ্চয় তাহার হ'বে ত্রাণ।
ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা ত্রিনামধারিণী —
স্বর্গে মন্দাকিনী,
ভোগবতী পাতালের তলে,
ধরায় অলকানন্দা।
আহা,
আজ ধরাধাম স্বর্গের সমান,
বহি'ছে অলকানন্দা গঙ্গা মোর।
করি ধ্যান অলকানন্দার।

(ধ্যানে উপবেশন)

যমের প্রবেশ।

যম।—হা, বৃথা মোর যমদণ্ড,
বৃথা যম নাম এত দিনে!
গঙ্গাদেবী আইলা নরলোকে,
ঘটিল আমার সর্ব্বনাশ!
একেবারে হইনু হতাশ!
আর কি থাকিবে পাপী কেহ?
গঙ্গাজলে ধৌতপাপ হ'য়ে
চলি' যা'বে বৈকুণ্ঠ-আলয়ে;
যমরাজ্য শূন্য পড়ি' র'বে,
অনন্ত পাপীর
শাস্তিভোগস্থান নরক কি হ'বে!
যাঁ'রা মোরে অর্পিলেন পাপিশাসনের ভার,
পাপিদণ্ডী যমদণ্ড ভীমাকার,
সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব
সৃজিলেন পাপীর মুক্তির পথ।
হা, নিষ্ফল হইল মোর মনোরথ!
কা'র কাছে যা'ব তবে?
কে আমার পক্ষ হ'বে?
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যা'রে বাম,
কে পুরা'বে তা'র মনস্কাম?
হা, কি হইবে গতি মোর,
হইল যমত্বশূন্য যম!

মহা।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—
কে হেন বিলাপী পরিতাপী?
এ হেন সুখের দিনে কে হেন অসুখী?

যম।—(প্রণিপাত করিয়া)—
প্রভো! সুখদুঃখদাতা তুমি;
অগ্রে দিয়া সুখ,
শেষে ডুবা'লে অশেষ দুখে।

মহা।—কেন হেন কহ, মৃত্যুপতি?

যম।—দেব!
পাপিনিস্তারিণী গঙ্গা আইলা ভূলোকে,
কে বা আর পাপী র'বে?

মহা।—(সহাস্যে)—যম! কেন এত ভয়?
শুন, কহি গূঢ় কথা—
যেই জন ভক্তিভরে গঙ্গাজল পান,
গঙ্গাজলে স্নান,
গঙ্গানাম ধ্যান করিবে হে,
মুক্তি তা'র হইবে নিশ্চয়;
গঙ্গাহীন দেশে শত শত যোজন অন্তরে
সভক্তি অন্তরে যেই জন
গঙ্গানাম কৈবে উচ্চারণ,
পাপমুক্ত হ'বে সেই,
তোমার ক্ষমতা নেই
শাসিতে তাহারে তব জলন্ত নরকে।
কিন্তু, যম! যেই পাপী গঙ্গাভক্তিহীন,
সেই তব শাসন-অধীন,
মুক্তি তা'র নাহি কোন দিন,
চিরদিন নরক-যন্ত্রণা ভাগ্যে তা'র।
ত্যজ, যম! বিলাপ সন্তাপ,
যাহ চলি' নিজ রাজ্যে।
ভীমদণ্ডে করহ শাসন—
যথা-ইচ্ছা দাহন পীড়ন
গঙ্গাভক্তিহীন দুষ্ট মহাপাপিগণে।

যম।—জয় জয়, হর গঙ্গাধর!
জয় জয় দেবী গঙ্গে!

হা।—যম!
চল চল তব রাজ্যে আমিও যাইব
পবিত্র গঙ্গার জল ল'য়ে।
গঙ্গাভক্তি জাগিবে যাহার,
নরক হইতে তা'রে করিব উদ্ধার।

[উভয়ের প্রস্থান।

[ক্রোড়াঙ্ক।]

ক্রমিক পটপরিবর্ত্তন—PANORAMA.]

নানাবিধ গ্রাম, নগর, অরণ্য, মরুভূমি, পার্ব্বত্যভুমি ইত্যাদি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া ভগীরথ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলস্রোত সৃজন করিয়া মূর্ত্তিমতী গঙ্গার প্রবেশ ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্য।

বেগে এক জন মুনিশিষ্যের প্রবেশ।

শি।—(স্কন্ধ হইতে কাষ্ঠভার ফেলিয়া দিয়া, শশব্যস্তে)—
হায় হায়, একি হ'লো গো!
কোত্থেকে বনের ভিতর বাণ ডাক্‌লো!
ও বাবা!
গোঁ গোঁ ক'রে জল ছুট্‌চে—
কত বড় বড় ঢেউ গো!
জলের টানে মাটী দু'ফাঁক হ'য়ে যাচ্চে,
ওঃ!—তীরের মত জল ছুট্‌চে!
ঐ এলো—ঐ এলো!

(নদীসৃষ্টি)

ঐ আমার কাঠের বোঝা ভেসে গেলো!
ঐ যা! কি হ'লো—কি হ'লো—
একটা জঙ্গল ছুটো হ'লো!
ঈস্! মাঝখানে যে মস্ত নদী হ'য়ে গেলো!
যা—কি হ'বে!
আমি যে সাঁতার জানি নি গো!—
কেমন ক'রে পার হ'ব গো!
আমার গুরুঠাকুর জহ্নু মুনি যে ও পারে,
আমি যাবো কেমন ক'রে গো!
কেন ম'ত্তে কাঠ ভাঙ্‌তে এলেম রে!

দৈববাণী।—অবোধ ব্রাহ্মণ! কেন কর ভয়?
বল ভক্তিভরে—
জয় মাতর্গঙ্গে!—জয় গঙ্গা জয়!
পরপারে যা'বে অচিরায়।

মু-শি।—জয় মাতর্গঙ্গে!—জয় গঙ্গা জয়!

(সহসা মুনিশিষ্যের সম্মুখভাগে জলোপরি একখানি নৌকা ভাসমান)

(সবিস্ময়ে)—
অ্যাঁ!—এ কি!—নৌকো যে
আহা, গঙ্গানামের এমন মহিমা!
গঙ্গা কোন্ দেবতা?
কখন তো নাম শুনি নি;
কিন্তু যা' হোক্,
তাঁ'র ক্ষমতা খুব!
আমি এই নৌকোয় চ'ড়ে
জয় মা গঙ্গা ব'লে ও পারে যাই।
জয় মা গঙ্গে!

[নৌকারোহণে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জহ্নুমুনির কুটীর।

জহ্নুমুনি মুদিতনেত্রে ধ্যানোপবিষ্ট।
অগ্রে ভগীরথ ও পশ্চাৎ গঙ্গার প্রবেশ।
নদীসৃষ্টি ও গঙ্গাস্রোতে জহ্নুমুনির
কুটীর ভাসিয়া যাওয়া ও শেষে
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা ও ভগীরথের
প্রস্থান, কেবল নদী
অবস্থিত।

জহ্নু।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—
এ কি !—এ কি !—কিসের গর্জ্জন !
এ কি !—অঙ্গে লাগে জল !
(দেখিয়া)—কি সর্ব্বনাশ !—
ভয়ঙ্কর জলস্রোত !
অ্যাঁ !—ভেসে গেছে কুটীর আমার,
ব্যাঘ্রছাল, জপমালা, ফল ফুল,
কমণ্ডলু, কোসাকুসী আদি সব ভেসে গেছে !
করি নাই কা'রো অপকার,
নির্জ্জন অরণ্যমাঝে হরিতপে কাটি দিন,
মোর প্রতি এত অত্যাচার !
আরে আরে তপোনাশী স্রোত !
ঋষি সঙ্গে পরিহাস !
ভাল,
দেখি তোর কত তেজ,
নিস্তেজ—বিলোপ করি দ্যাখ্‌ !
হরিভক্ত হই যদি,
দ্যাখ্‌, নদি ! তবে তোর কি দুর্দ্দশা করি ;
এই দ্যাখ্‌ গণ্ডূষে পিয়িনু বারি।

(গণ্ডূষে গঙ্গাজলপান)

(গঙ্গাস্রোতের অন্তর্ধান)

বেগে ভগীরথের পুনঃপ্রবেশ।

ভগী।—(সরোদনে, কীর্ত্তনের সুরে)—
হায়, এ কি হ'লো গঙ্গা কোথা গেলো,
ছেলে ফেলে আমার মা কোথা পালা'লো !
ও গো তপোধন ! বল বল মোরে,
কোথা মা আমার গঙ্গা লুকা'লো ?

জহ্নু।—কে তুমি, বালক ?

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ও গো, আমি রাজা দিলীপের ছেলে,
পিতৃপুরুষেরা মোর ভুঞ্জে শাপ ঘোর,
তাঁ'সবার মুক্তি হ'বে গঙ্গাজলে।
ও গো মুনি ! বল বল,
আমার মা জননী গঙ্গা কোথা গেলো ?

জহ্নু।—(স্বগত)—এ বালক কি বলে ?
ভাল, ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখি।
(ধ্যানে সমস্ত জানিয়া, প্রকাশে)—
আহা ! ধন্য তুই, ভগীরথ !
ধন্য তোর তপস্যা-সাধন !
আয়, বাপ্‌ ! স্নেহভরে করি আলিঙ্গন।
আজন্ম করিয়া তপ বৃদ্ধ হ'য়ে গেনু,
তথাপি নারিনু
মুক্তি পেতে পাপস্রোত হ'তে।
কিন্তু, ধন্য তুই, রবিবংশ-রবি !
বাল্যকালে মহাতপ করি'
আনিলি ভূতলে গঙ্গাবারি,
পাপীর খুলিলি মুক্তিপথ,
কোটি ধন্য তোরে, ভগীরথ !

ভগী।—(কীর্ত্তনের সুরে)
এই যে মা, এলি, ফের কোথা গেলি,
দেখা দে মা, একবার !
দয়াময়ী হ'য়ে, নিদয় হৃদয়ে
এ কি খেলা, মা, তোমার !
কি হ'লো—কি হ'লো,
আমার মা কোথায় গেলো !

(রোদন)

জহ্নু।—বৎস !
ক'র না রোদন আর,
আমি দিব গঙ্গারে তোমার।
ভ্রান্তিবশে নিদারুণ রোষে

'গণ্ডূষে লইনু শুষি'
মুক্তিদাত্রী গঙ্গার সলিল ;
গঙ্গা এবে উদরে আমার।'
মুখ হ'তে করিলে বাহির,
উচ্ছিষ্ট হইবে গঙ্গানীর ;
এই সে কারণ,
হের এই করি বিদারণ
উরু মোর কুশাঘাতে ;
ছিন্ন উরু দিয়া পুন বাহিরিয়া
পুণ্যময়ী গঙ্গা যা'বে প্রবাহিয়া।

কুশাঘাতে উরু-বিদারণ ও তন্মধ্য হইতে গঙ্গাজলধারা বহির্গত হওন)

সহসা পূর্ব্ববৎ নদী-আকারে গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হওন ও তদুপরি মকর-পৃষ্ঠে মূর্ত্তিমতী গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা।—(ভগীরথের প্রতি)—বাছা রে আমার,
কি ভীষণ জঠর-যাতনা !
হেথা আর থেকে কাজ নাই,
চল্ চল্, পালাইয়ে যাই,
নহে এই জহ্নুমুনি
আবার গণ্ডূষে মোরে রাখিবে জঠরে।

জহ্নু।—(সহাস্যে)—জননি !
যা' বলিলি, সত্য সেই কথা,
জঠরে রাখিয়া তোরে পুন দিব ব্যথা।
কিন্তু যদি, মা আমার !
প্রতিজ্ঞা করিস্ মোর পাশে,
তবে তোরে না রাখিব গর্ভে আর।

গঙ্গা।—কি প্রতিজ্ঞা, তপোধন ?

জহ্নু।—মা ! বুঝেছিস্ জঠর-যন্ত্রণা কি ভীষণ ;
বল্ তবে সত্য ভাষে মোর পাশে—
জীবের জঠর-বাস
কিসে না হয় ভুঞ্জিতে আর,
বল্, মা, উপায় তা'র ?

গঙ্গা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
যেই জীব, মুনি, ভক্তিভরে
মা ব'লে ডাকিবে মোরে,
পরশিবে শিরে জল আমার,
জঠর-যাতনা ঘুচে যা'বে তা'র,
এ ভবে আসিতে হ'বে না আর।
'মাতর্গঙ্গে' ব'লে ডাকিবে যে জীব,
তা'রে কোলে তুলে নিয়ে নিজে শিব
সেই শ্রীপদে আসিবে রেখে,
আমার জনম যে পদ থেকে।

জহ্নু ও ভগী।—
জয় মাতর্গঙ্গে !— জয় মাতর্গঙ্গে !

গঙ্গা।—তপোধন !
তোমার উদরে অবস্থান করাতে
তুমি আমার পিতৃস্থানীয় হ'লে।
পিতা ! তোমার নাম জহ্নু,
এই জন্য আজ হ'তে
আমার আর একটি নাম হ'লো—জাহ্নবী।

জহ্নু।—মা জাহ্নবি !
তুই বিশ্বজননী হ'য়ে
আমার কন্যা ব'লে পরিচয় দিয়ে
আমাকে বিশ্ববিখ্যাত ক'র্লি।
মা ! আজ আমি ধন্য হ'লেম,
আমার তপ জপ সমস্তই ধন্য হ'লো।
মা আমার ! তুই নামে আমার কন্যা,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মাতা ;
এইজন্য আমি তোর পূজা ক'র্বো,
মাতৃপূজা অপেক্ষা
ত্রিজগতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।
শিষ্যগণ,
গঙ্গাপূজার উপকরণ নিয়ে শীঘ্র এস।

পূজোপকরণ লইয়া শিষ্যগণের প্রবেশ।

দাও দাও ফুলদল।

(জহ্নুর গঙ্গাপূজা ও আরতি ইত্যাদি)

(সকলের গঙ্গাকে প্রণাম করণ)

গঙ্গানামাঙ্কিত পতাকাবলী ও গঙ্গানামাঙ্কিত বস্ত্রপট্ট ধরিয়া মুনিবালকগণ, মুনিশিষ্যগণ, মুনিকন্যাগণ ও নারদের প্রবেশ।

সকলে।— (সুরযোগে গঙ্গাবন্দনা)

প্রণমি জননি গঙ্গে, সলিল-তরঙ্গ-ভঙ্গে,
মকরবাহিনী সুরধুনী।
বিষ্ণুপদ-সমুদ্ভবা, অতুল রাতুলপ্রভা,
পতিতপাবনী ত্রিনয়নী॥
ত্রিধারা ত্রিতাপহরা, ত্রিলোচন-দারা তারা,
ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী।
তারিতে পাতকীকুলে, আইলে ধরণীতলে,
হর পাপ মোক্ষপ্রদায়িনী॥

নারদ।—(জহ্নুর প্রতি)—ধর্ম্মশীল!
এই রাজপুত্র ভগীরথ হ'তে
এত দিনে ভূলোক গোলোক হ'লো।
ভগবান্ হরির পাদপদ্মোদ্ভবা গঙ্গা
পৃথিবীতে আগমন ক'ল্লেন;
চল, আমরা সকলে মিলে
পবিত্র গঙ্গাজল ল'য়ে
গঙ্গাহীন দেশে যাই,
পাপীদের রসনাগ্রে দি;
এই বার পাপীর উদ্ধার।
ভগীরথ!
তুমি গঙ্গাদেবীকে ল'য়ে গিয়ে
পবিত্র জলে পিতৃপুরুষদের তর্পণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাতাল-সুড়ঙ্গদ্বার।

অগ্রে ভগীরথ, পশ্চাৎ গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা।— (গীত)

আরো কত দূরে যা'বি রে ল'য়ে মোরে?
সগর-কুমারগণ-ভস্ম কোথা রে ব'লে দে রে॥
আহা, রে অবোধ ছেলে, পথ কি রে গেলি ভুলে,
কোন্ দিকে এলি চ'লে, ঘুরে ঘুরে॥
কোথা হিমগিরি সেই, কোথায় এলেম এই,
জলশূন্য বালিপূর্ণ সাগর-তীরে;—
কত দিন হ'ল গত, তবু যে, রে ভগীরথ,
উভয়ের মহাব্রত, আজো নাহি পূরে॥

ভগী।—মা, সর্ব্বান্তর্যামিনী তুমি, সর্ব্বজ্ঞানময়ী,
সর্ব্বজ্ঞা, তারিণী, তারা, পতিতপাবনী,
কিবা তব অগোচর এই চরাচরে?
দীনহীন শিশু আমি,
কতটুকু জ্ঞান মা আমার?
জানি না—
কোথা মোর পিতৃপুরুষেরা
ভস্মীভূত হ'য়ে আছে কপিলের শাপে।
মা'র মুখে শুনিয়াছি শুধু
সে বিপদ ঘটিল পাতালে।

গঙ্গা।—ভাল, বৎস!
রহ তুমি এই ঠাঁই,
পথশ্রমে আর কাজ নাই;
নিজে যাই ভস্ম-অন্বেষণে।
এক স্রোতে নাহি হ'বে কাজ,
এই স্থানে শতস্রোতে শতমুখী হ'য়ে
ভূতল পাতাল অন্বেষিব,
হরির কৃপায় অবশ্য পাইব দেখা।
বাছা রে আমার!
নাহি ভয়,—
সুনিশ্চয় পিতৃপুরুষেরা তোর হইবে উদ্ধার
রহ তুমি এই স্থলে,
আমি চলিনু পাতালতলে।

(সুড়ঙ্গমধ্যে গঙ্গার প্রবে

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গম।

ভগী।—(সবিস্ময়ে)—একি—একি হেরি,
চারি ধারে অগাধ—অনন্ত বারি!
শূন্যসিন্ধু পূরিল গঙ্গার জলে!

নাহি হেরি স্থল,
কেবল—কেবল জল!
অহো, কি ভীষণ জল-কোলাহল!
কি আশ্চর্য্য, কিছুই যে বুঝিবারে নারি,
কোথা ছিল এ অনন্ত বারি?
গঙ্গামাতা আসিলেন ধারাকারে,
কিন্তু শূন্যসিন্ধু পুরাইলা একেবারে!
ওহো, কি অদ্ভুত গঙ্গার মহিমা!

নারদের প্রবেশ।

(দেখিয়া)—হের হের, তপোধন!
এ কি আজ আশ্চর্য্য ঘটন!
অতল গভীর ভীম বিশাল সাগর
শূন্যগর্ভে বালিরাশি ধরি'
ধূ ধূ করিতেছিল, প্রভু!
আচম্বিতে দেখিতে দেখিতে
আতট পুরিল গঙ্গাজলে!
এ কি, দেব! দেবের মহিমা!
র।—বৎস! শুন এক পুরাণকাহিনী—
পুরাকালে ইন্দ্র সুরপতি
বজ্রে বিনাশিলা বৃত্রাসুরে,
কালকেয় নামে দৈত্যগণ
ছিল বৃত্র-অনুচর;
হেরি' তা'রা প্রভুর বিনাশ
পাইয়া তরাস
লুকা'য়ে রহিল এই সমুদ্রের জলে।
নিশাকালে উঠি' সিন্ধু-তটে
ফেলিত সঙ্কটে জীবগণে,
বধিত কতই ঋষি সংখ্যা নাহি তা'র।
এই সে কারণে
তেজস্বী অগস্ত্য মুনি নিদারুণ রুষি'
গণ্ডূষে ফেলিলা গ্রাসি'
বিশাল সিন্ধুর জলরাশি।
জলশূন্য সিন্ধুতলে
শঙ্কিত হইল দুষ্ট কালকেয়গণ।
অমনি তখন
ইন্দ্র আদি দেবগণ
ভীষণ সংগ্রাম করি' শুষ্ক সিন্ধুমাঝে
বিনাশিলা কালকেয়গণে।
এই হেতু জলশূন্য আছিল সাগর;
তোমা হ'তে আজ
পুনরায় গঙ্গাজলে হইল পূরণ;
ইহাও অগস্ত্য-বাণী।

ভগী।—আশ্চর্য্য কাহিনী, মুনি!

নারদ।—এবে এক কাজ কর,—
এই স্থলে গঙ্গাজলে
তব পিতৃপুরুষগণের করহ তর্পণ;
তর্পণই স্বর্গের সোপান।
এই লহ তিল, বৎস!

ভগী।—(অঞ্জলিতে গঙ্গাজল লইয়া তিলমিশ্রিত করিয়া)—
মাতর্গঙ্গে! মহর্ষি কপিল-শাপ-ভস্মীভূত
আমার পূর্ব্বপুরুষ ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানকে
তৃপ্তিদান কর—মুক্তিদান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্ব্বার জল গ্রহণ করিয়া)—
মাতর্গঙ্গে!
আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ সগরকে
তৃপ্তিদান কর—মুক্তিদান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্ব্বার জল গ্রহণ করিয়া)—
মাতর্গঙ্গে! আমার প্রপিতামহ অসমঞ্জকে
তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর;

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্ব্বার জল লইয়া)—
মাতর্গঙ্গে! আমার পিতামহ অংশুমানকে
তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্ব্বার জল লইয়া)—
মাতর্গঙ্গে! আমার পিতা দিলীপকে
তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

(পুনর্ব্বার জল লইয়া)—

মাতর্গঙ্গে! আমার পিতৃ ও মাতৃকুলের
অপর মৃত সকলকে তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলি প্রদান)

(পুনর্ব্বার জল লইয়া)—

মাতর্গঙ্গে!
আমার শত্রু মিত্র, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত,
আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত
সমস্ত মৃত-ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও মুক্তি দান কর।

(জলাঞ্জলিপ্রদান)

নারদ।—জয় মাতর্গঙ্গে।
এত দিনে শিবের সঙ্গীত-ফল ফলিল ধরায়;
স্বর্গ মর্ত্ত্য অভিন্ন হইল,
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপবেশের মহাপথ—
গঙ্গাসলিল-তর্পণ।
মনে পেয়ে তাপ পলাইল পাপ,
পুণ্য সনে মুক্তি আসি' বসিল ধরায়।

উভয়ে।—জয় গঙ্গা জয় জয়!

পাতালসুড়ঙ্গ হইতে দেবমূর্ত্তি ধরিয়া
সগরসন্তানগণের উত্থান।

নারদ।—ভগীরথ!
পূর্ণ তোর মনোরথ;—
এই তোর পূর্ব্বপুরুষেরা।

ভগী।—(সকলকে প্রণাম করিয়া)—
স্বর্গগামী পিতৃদেবগণ!
আশীর্ব্বাদ কর দাসে।

সগরসন্তানগণ।—বৎস! মঙ্গল হউক তোর,
কীর্ত্তি তোর হউক অক্ষয়।
ওরে পুণ্যশীল বংশধর!
গোলোকে বিষ্ণুর পদতলে
ষাট্‌হাজার মোরা
ষাট্‌হাজার মুখে গা'ব তোর গুণগান।

(সুড়ঙ্গ হইতে গঙ্গার উত্থান)

সকলে।—জয় গঙ্গা জয় জয়!

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—বৎস! ভগীরথ!
ধন্য তোর তপস্যাসাধন!
পাপীর তারণবন্ধু তুই,
বিষ্ণু-অংশে জনম লইয়া
পাপীর খুলিলি মুক্তিপথ।
ভগীরথ!
গঙ্গারে আনিলি নরলোকে,
গঙ্গা তোর হৈল কন্যা সমা,
এই হেতু আজ হ'তে
গঙ্গার অপর নাম হৈল 'ভাগীরথী'।
এই স্থান হৈল তীর্থরাজ
'গঙ্গাসাগরসঙ্গম' নামে।
মহর্ষি কপিল, গঙ্গা আর ভগীরথে
যে পূজিবে হেথা আসি',
এই তীর্থ-জলে ভক্তিভরে যে করিবে স্নান,
সে করিবে বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।
যাও, বৎস! অযোধ্যায়,
মাতৃ দোঁহে করহ প্রণাম,
রাজসিংহাসনে বসি'
পুত্রসম পাল প্রজাগণে।
শাপমুক্ত সগরসন্তানগণে
স্বর্গে আমি লইয়া চলিনু।

নারদ।— (গীত)

হরিহরলীলা, গঙ্গামহিমা,
ভগীরথ-চরিত-প্রচার।
আয় আয় পাপী, আয় আয় তাপী,
'জয় জয় গঙ্গে' বল্ একবার॥
হরিবোল হরিবোল, হর হর বোম্ বোম্,
পাপে তাপে পা'বি পাপী পার॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

যদুবংশধ্বংস।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ ইত্যাদি।

পুরুষ—ব্রহ্মা। বিষ্ণু। মহাদেব। ইন্দ্র। চন্দ্র। সূর্য্য। বরুণ। পবন। কুবের। যম। অনন্ত। কালপুরুষ। কালপুরুষের অনুচরগণ।

স্ত্রী—লক্ষ্মী। মায়া। মায়া-সহচরীগণ। অনন্তপত্নীগণ। অপ্সরাগণ।

মুনিগণ ইত্যাদি।

দুর্ব্বাসা। নারদ। বেদব্যাস। ঋষিগণ। মুনিশিষ্যগণ। মুনিভৃত্য।

যদুবংশীয়গণ ইত্যাদি।

পুরুষ—উগ্রসেন। বসুদেব। বলরাম। কৃষ্ণ। অর্জ্জুন। সাত্যকি। কৃতবর্ম্মা। প্রদ্যুম্ন। সারণ। শাম্ব। দারুক। যাদবগণ। নাগরিকগণ। রাজ-ভৃত্যগণ। জরা। মৎস্যজীবী। দস্যুগণ।

স্ত্রী—দেবকী। রুক্মিণী। সত্যভামা। যদু-নারীগণ। মৎস্যজীবিপত্নী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী-সন্নিহিত রৈবতক পর্ব্বত।

অনুচরগণের সহিত কালপুরুষের প্রবেশ।

কাল।—গাও গাও বিনাশের গান।

অনুচরগণ।— (গীত)

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[প্রথম অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, তোমারি ত্রাসে
ঢালি দিবানিশি, কত রবি শশী,
করি না কাহারে ভয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[দ্বিতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, শুকাই সিন্ধু,
ভূধর উপাড়ি, পৃথিবী কাড়ি,
গুঁড়াই তারকাচয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[তৃতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, প্রাণীর প্রাণ
উড়াই বাতাসে মারিয়া বাণ,
বিশাল আকাশময়।

[সমবেত গীত— Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[চতুর্থ অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, তৃণটি হ'তে
ভুবন ভাসাই তোমারি স্রোতে,
করিয়া পলকে লয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

কাল।—যাও এবে, অনুচরগণ!
তন্ন তন্ন করি' খুঁজিয়া খুঁজিয়া
ধ্বংস কর জগতের ভার,
কর রে সংহার, যত শক্তি যা'র
স্থাবর জঙ্গম চরাচর।
নাহি ডর,
আদিদেব শঙ্কর আমার গুরুদেব।
পদরজে তাঁ'র উৎপত্তি আমার,
আজ্ঞা তাঁ'র—ধ্বংসভার আমার উপর।

১ম অনু।—প্রভু! তুমি নাহি যা'বে সাথে?

কাল।—রৈবতকে আছে প্রয়োজন,
কৃষ্ণদরশন বাসনা আমার।
সকলে মিলিয়া, যাও রে চলিয়া,
দেখা হ'বে পরে।
ঘুর কাছে দূরে
বিনাশ-হুঙ্কার ছাড়ি' বারংবার।

১ম।—যথা আজ্ঞা, প্রভো, যাই তবে সবে।

[অনুচরগণের প্রস্থান।

কাল।—বালুকার কণা নাহি যার গণা,
যদুবংশ বাড়িল তেমন;
শ্রীকৃষ্ণের বংশ কিসে করি ধ্বংস?
সাধ্যাতীত মোর।
এই সে কারণ,
প্রেরিলা ধূর্জ্জটী হেথা মোরে,
কৃষ্ণ সনে পরামর্শ ক'রে,
তাঁহারি আদেশে, এ বংশ বিনাশে
করিবারে যত্ন বিধিমতে।
কৃষ্ণের আদেশ বিনা
দ্বারকায় পশিবারে নারি,
কোথা, হে মুরারি!
দাসে দয়া করি' রৈবতকে দাও দরশন।
সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি,
ধ্বংসকার্য্যে আমি
নিয়োজিত তোমার আদেশে।
একবার এসে, দেখা দাও, ভক্তের দয়াল!

কৃষ্ণের প্রবেশ।

প্রণিপাত শ্রীপদে তোমার;
মস্তক আমার বাঁধা অনিবার
বিশ্বারাধ্য ওই রাঙা পায়।

কৃষ্ণ।—বিশ্বনাশী কাল,
করি' কি মানস, কৈলে আগমন,
করিব শ্রবণ, কহ খুলি' মোরে।
নিজ কার্য্য সাধিতেছ ভাল?

কাল।—দয়াময়!
কিবা নিজ কার্য্য মোর?
সর্ব্ব-মূলাধার তুমি একা।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি,
আলোকের ভাতি, শুক্ল কৃষ্ণ রাতি
তুমিই করি'ছ, জগদীশ!
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
গড় তুমি—রাখ তুমি—ভাঙো তুমি, হরি!
উপলক্ষমাত্র আমি ধ্বংস করিবার।

কৃষ্ণ।—তুমি আমি ভিন্ন নহি, কাল!
হরাংশে উদ্ভূত তুমি,
হরহরি ভিন্ন কভু নয়,
তুমি আমি এক সেই হেতু।
যাই হৌক্,
আজি কি মানসে
আসিয়াছ এ পর্ব্বত-বাসে,
কহ খুলি' মোরে।

কাল।—নারায়ণ!
ব্রহ্মা শিব অষ্টদিক্‌পাল,
আর আর অমরনিকর
তোমার গোচরে পাঠাইলা মোরে।
পৃথিবীর ভার করিতে সংহার
কৃষ্ণ অবতার হইল তোমার।
অসুর দানব দৈত্যগণে
সমরপ্রাঙ্গনে ভয়ঙ্কর রণে করিলে সংহার;
কুরুক্ষেত্র ভীষণ সমরে
পাণ্ডবেরে উপলক্ষ ক'রে
অভিশপ্ত মানব-আকার
দানব অপার করিলে সংহার;
পৃথিবীর ভার করিলে লাঘব;
তুষ্ট সুর সব,
করে তব স্তব দিবস যামিনী, দেব চিন্তামণি!
কিন্তু তাঁ'রা সম্প্রতি অন্তরে
কাতর ব্যথিত অতিশয়।

কৃষ্ণ।—কেন কেন, কহ খুলি' মোরে?

কাল।—বলিতে না সরে মুখে বাণী,
চক্রপাণি! কাতর পরাণি।

কৃষ্ণ।—ভাল মন্দ সকলি সমান মোর পাশে,
বল সত্য ভাষে দেবের বেদনা।

কাল।—ভারহারী!
ঘুচাইতে পৃথিবীর ভার
হ'লে অবতার পৃথিবী-মাঝার।
কিন্তু এবে, দয়াময়!
তব বংশভারে পৃথিবী কাতরে
করি'ছে রোদন দারুণ পীড়নে;
এই সে কারণ, যত সুরগণ
পাঠাইলা মোরে তব পাশে,
পৃথিবীর ভার যায় কিসে।
যাদব ছাপ্পান্নকোটি, প্রভো!
এ দারুণ ভারে
যায় রসাতলে পীড়িতা ধরণী।
কর, নীলমণি, এর প্রতীকার;
না বলিব বেশী কিছু আর।

কৃষ্ণ। অহো, কাল!
সংসারের মোহিনী মায়ায়
মোহিত হইয়াছিনু;
বুঝিতে পারি নি এত দিন,
আজি মোর হইল চেতনা।
এক দিকে ধরণীর ভার করিনু সংহার,
আর দিকে বহু গুণ ভার বাড়া'নু আপনি।
কাজে কাজে পৃথিবীর জ্বালা,
দেবের বেদনা,
নিরাশা তোমার হইবারে পারে।
ভাল মন্দ—সুখ দুঃখ—আপন বা পর
সকলি সমান মোর কাছে,
কে আমার আছে?
আমিই বা কা'র?
মায়া মোহ দিনু ভাসাইয়া।
কহ গিয়া দেবগণে
অবিলম্বে করিব সংহার
নিজ যদুবংশ মোর নিজে;
আমি বই এ বংশ কে নাশে?
গড়া ভাঙা কার্য্যই আমার,
গড়িয়াছি নিজে—নিজেই ভাঙিব,
পৃথিবীতে আর না রাখিব যদুকুল;
করিব নির্ম্মূল;
নিরাকুল করিব ধরারে।
দেবগণে বার্ত্তা দিয়া তুমি
অবিলম্বে আইস ফিরিয়া;
দ্বারকার পথে পথে—ঘরে ঘরে গিয়া
দিবানিশি করহ ভ্রমণ
ভয় প্রদর্শন করিয়া যাদবগণে।
তা'র পর যে বা যুক্তি হয়,
সকলি করিব আমি।
যদুবংশ-ধ্বংসের সময়
রুদ্রসহ একসঙ্গে তুমি
অলক্ষ্যে মিশিও মোর দেহে।

কাল।—অনন্ত অচিন্ত্য লীলা তব,
ভবধব! তুমি ভারহারী।

যাই এবে দেবলোকে ;
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।
কৃষ্ণ।—ফিরিবে ত্বরায়।

[কালপুরুষের প্রস্থান।

ছত্রিশ বৎসর হ'ল গত
কুরুক্ষেত্র দারুণ সমর হৈল সমাপন,
ছত্রিশ বৎসর
রাজ্যভোগ করি'ছেন রাজা যুধিষ্ঠির।
কুরুক্ষেত্র-সমর-সময়ে
ভীমহস্তে যবে দুর্য্যোধন—
(গান্ধারীর শেষের ভরসা)
হইল নিধন,
সেই কালে শতসুতশোকে
উচ্ছ্‌সিত অশ্রুজলসহ
অভিশাপ দিল মোরে সতী ;—
'কৃষ্ণ, তব চক্রের কৌশলে
পুত্রহীনা হ'য়ে কাঁদি আমি,
কিন্তু তুমি শোনো, চক্রপাণি,
তব পুত্রপৌত্রগণসহ
যদুবংশ হইবে নির্ম্মূল ;
আত্মীয়বিয়োগশোকজ্বালা
মোর মত তুমিও ভুঞ্জিবে।'
গান্ধারী সতীর বাক্য এবে
অবশ্যই করিব পালন।
সতীবাক্য অবহেল্য নহে—
অদহ্য যা', তা'রেও অনা'সে
জ্বলন্ত অনল সম দহে।

বলরামের প্রবেশ।

বল।—নির্জ্জন ভূধরে, ভাই,
একাকী কি হেতু বিমর্ষ অন্তরে বসি' ?
প্রফুল্ল বদন, কমল-নয়ন
বিষাদের নিদারুণ ভারে
শ্রীহীন কি হেতু হেরি, হরি ?
কৃষ্ণ।—আর্য্য, আজ শ্রীপদে তোমার
আছে মোর এক নিবেদন ;
মনঃপূত না হ'লেও তব,
অতুষ্টির কারণ্ হ'লেও
শুনিতে হইবে, পূজ্যবর !
বল।—বল, ভাই !
তোমার আব্দার কোন দিন
তুচ্ছ—অবহেলা করি নাই।
কৃষ্ণ।—ভয় হয় রুষ্ট হও পাছে।
বল।—বল মোর কাছে,
তুষ্ট বই রুষ্ট না হইব।
কৃষ্ণ।—শোনো তবে, নীলাম্বর !
ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক শাখায়
আমাদের যদুবংশ, বীর,
দুর্ব্বহ হ'য়েছে পৃথিবীর।
গণনে ছাপ্পান্ন কোটি,
ভারে মেদিনীর মাটী
নিয়ত করি'ছে টলমল।
যত দূর প্রয়োজন,
তা'র চেয়ে বেশী ভাল নয়,
বেশী হ'লে কর তা'রে ক্ষয়,—
শাস্ত্রের বচন।
আধার আধেয় যদি সমান না হয়,
বিভ্রাট ঘটয়।
পৃথিবীর অবস্থা বুঝিয়া জীব থাকা চাই ;
লোকাধিক্যে ঘটয়ে উৎপাত,
দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত, গৃহ-বিসম্বাদ,
দারিদ্র্য-পীড়ন, যন্ত্রণা ভীষণ,
নানাবিধ দুর্ব্বিপাক ঘটে ;
নিয়মের শৃঙ্খলার পটে
বিশৃঙ্খলা-জ্বালা বড় বাড়ে ;
এই সে কারণ, করি নিবেদন—
সামঞ্জস্য রাখিব ধরার,
তেঁই সে আমার অবতার,
তব অবতারো সেই হেতু।
হে অগ্রজ,
নিজ যদুবংশ এই বার করিব সংহার,
পৃথিবীর ভার ঘচা'ব অচিরে।

নিজে না করিলে ধ্বংস,
এ বিপুল যদুবংশ
কা'র সাধ্য করিবে নির্ম্মূল ?

বল।—কৃষ্ণ রে ! অচিন্ত্য বচন করা'লি শ্রবণ,
ইতস্ততঃ করি যে এখন।
কি উত্তর দিব রে ইহার ?
অন্তর আমার অধীর হইল বড়, ভাই !
কাজ নাই ; ভুল, ভাই, হেন অভিলাষ।
আত্মীয়-স্বজন-স্নেহে ভুলেছি আপনা,
কি করিয়ে তাহাদের বিনাশ-কামনা
করিবারে পারি ?
তেয়াগ, মুরারি, এ দারুণ অসাধ্য-সাধনা।

কৃষ্ণ।—হে লাঙ্গলী ! সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি,
তব অংশ মম অংশ এক,
এক অংশ দুই অংশ হ'য়ে
যুগে যুগে করি লোকলীলা।
কেন বৃথা মায়ামোহজালে
আপনারে বাঁধি'ছ আপনি ?
হলপাণি ! প্রাণিস্থিতিনাশ
ঐশ্বরিকী লীলা দোঁহাকার।
কে বা মরে ? কে বা জীয়ে, দেব ?
লীলাচ্ছলে গড়ি ভাঙি সদা।
সামান্য মানব মোহ-পাশে
জড়ীভূত হ'য়ে অনুক্ষণ
আপন আপন করি' ভ্রময়ে সংসারে,
আমাদের সাজে তা' কি কভু ?
তটিনীর বালিরাশি যথা
স্রোতঃতেজে এক পার হ'তে
আর পারে রাশীকৃত হয়,
তেমতি নিশ্চয়
এ লোকের প্রাণিকুল যায় পরলোকে।
তেঁই সে নিবেদি, পূজ্যপাদ !
নিজবংশ করিব বিনাশ—
এ বিনাশ—লৌকিক বিনাশ ;
যদুকুল ইহলোক ছাড়ি'
স্বর্গপুরে করিবে নিবাস।
অমরের বাসনা পূরিবে,
পৃথিবীর ভার ঘুচে যা'বে।

বল।—যা'ই বল, ভাই,
মন বড় হ'ল রে উতলা,
কেন হেন ছলা পাতিলি সহসা তুই ?

কৃষ্ণ।—ছলা নহে, দাদা !
গান্ধারীর কথা জাগি'ছে সর্ব্বথা,
সতীবাক্য কে করে হেলন ?
ত্রেতাযুগে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ
ছিলে গো আমার তুমি।
তারার বচন, অঙ্গদের বাণী
হয় কি স্মরণ, হলপাণি ?
নিজকুল করিয়া নির্ম্মূল
আমিও যাইব নিজবাসে।
শ্রীচরণে করি নিবেদন,
ক'র না বারণ,
অঙ্গদ তারার আর গান্ধারীর বাণী
সফল হউক, হলপাণি !

বল।—কি দিব উত্তর আর, ভাই,
আর পন্থা নাই বুঝাইতে তোরে।
যুক্তি তোর কে কাটিতে পারে ?
ভাল বুঝ যাহা, কর, ভাই, তাহা,
মহাচক্রী চক্রপাণি !
অপার চিন্তার স্রোতে ভাসাইলি মোরে ;
ভাসিয়া চলিনু আমি,
কোথা যে পাইব কূল, হইনু আকুল।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—বলভদ্র এখনো আকুল !
এখনো মায়ার ডোর বাঁধা আছে প্রাণে,
লৌকিক স্নেহের মরীচিকা
ভুলাই'ছে এখনো উঁহারে।
মায়া মোহ স্নেহের বন্ধন
ছিন্নভিন্ন করিব এখনি,
তা' নহিলে নাহি হ'বে কার্য্যের উদ্ধার,
ভারাক্রান্তা পৃথিবীর না ঘুচিবে ভার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মায়াপুরী।

সিংহাসনে মায়াদেবী উপবিষ্টা।

দুই পার্শ্বে মায়াসহচরীগণ দণ্ডায়মানা।

মায়াসহচরীগণ।— (গীত)

শিশুর হাসিতে, শিশুর রোদনে
কি এক ফাঁদ পাতিয়ে।
মা বাপের প্রাণ জুড়াও যতনে,
বদন-চাঁদ চুমিয়ে॥
স্নেহের মতন প্রেমের ভিতরে
কি এক খেলা খেলিয়ে।
দম্পতিগণে হৃদয়ে হৃদয়ে
রাখ গো প্রণয়ে বাঁধিয়ে॥
ভুলোক দ্যুলোক বাঁধ এক ডোরে,
কখন বা ফেল খুলিয়ে।
খুলিলে মরণ, বাঁধিলে জীবন,
ইন্দ্রজালে রাখ ভুলিয়ে॥

(আচম্বিতে মায়াদেবীর সিংহাসন-কম্পন)

মায়া।—এ কি এ কি, সখীগণ!
আচম্বিতে সিংহাসন কি হেতু টলিল?
কিসের কারণ, মন উচাটন হইল আমার?
হ্রদের নিশ্চল জলে
শিলাখণ্ড পড়িলে কাঁপয়ে যথা জল,
তেমতি করি'ছে টলমল আসন আমার।
কে যেন স্মরণ করে মোরে,
দেখি দেখি ধ্যানস্থ হইয়া।

(কিয়ৎক্ষণ ধ্যান)

প্রভু মোরে করিলা স্মরণ রৈবতক-বনে।
যাঁহার আদেশে আমি যুগযুগান্তর
ভুলাই অসংখ্য জীবগণে,
তিনি মোরে ভাবিলেন মনে কিসের কারণে?
যাই হোক্, এখনি চলিনু আমি তথা,
তোমরা সকলে থাক হেথা।

[এক দিক্ দিয়া মায়াদেবী ও অপর দিক্ দিয়া তদীয় সহচরীগণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রৈবতক পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ অরণ্য।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—কই, মায়া! আইস ত্বরায়;
কাল ব'য়ে যায়—আইস ত্বরায়।

মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া।—(কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া)—
সৌভাগ্য আমার আজ অতি—
তেঁই নিজে গোলোকের পতি
করিলা স্মরণ এ দাসীরে।
কি আজ্ঞা পালিব, বিশ্বনাথ,
আদেশহ অনুগ্রহ করি'।

কৃষ্ণ।—দেবতার মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ,
পৃথিবীর লোকভার করিব হরণ,
নিজবংশ করিব নিধন।
এই সে কারণ, কৈনু আবাহন,
মায়া গো তোমারে!
বলভদ্র অগ্রজ আমার,
তোমার কৌশলে
আত্মীয় স্বজন প্রতি স্নেহশীল অতি;
তিলমাত্র ইচ্ছা নাহি তাঁ'র করিতে সংহার
এ বিপুল যদুকুল, সতি!
ছাড়' তাঁ'রে আদেশে আমার,
ছাড়' যত যদুগণে তুমি,
পিতাপুত্রে, সোদরে সোদরে,
বান্ধবে বান্ধবে, জ্ঞাতিগণে,
কুটুম্বে কুটুম্বে যেন আর
স্নেহমায়া তিলেক না থাকে।
প্রভাসে হইবে ধ্বংস এ বিশাল যদুবংশ
আপনা আপনি এবে আমার কৌশলে;
এই হেতু বলি,
দ্বারকানগরবাসী জনে
পরিহর আমার বচনে।

মায়া।—তুমি মায়াময়, তুমি মায়াহীন,
উপলক্ষ মাত্র আমি,
অদ্ভুত তোমার মায়ালীলা।
কে বুঝিবে, বিশ্বপতি ?
তোমারি আদেশে ভ্রমি দেশে দেশে,
বাঁধি' জীবকুলে অটুট ডোরে ;
তোমারি আদেশে ছাড়ি কত লোকে ;
ছাড়িনু দ্বারকা, চলিনু পুরে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—মায়াশূন্য হইল দ্বারকা,
কার্য্যসিদ্ধি-পথ হইল প্রকাশ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

(বিনামেঘে বজ্রপাত, ঝটিকা, ধূলি ও অস্থিবৃষ্টি, শৃগাল-কোলাহল প্রভৃতি নানাবিধ অশুভ সূচনা)

বেগে যদুবংশীয় নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম না।—আচম্বিতে এ কি, ভাই,
বিনামেঘে কেন বজ্রপাত !
এ কি নিদারুণ ঝড় !
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ি'ছে উড়িয়া,
অহো, কি ভীষণ অস্থিবরষণ !
ধূলায় ধূলায় হইল আঁধার !
দিবসে ডাকি'ছে শিবাগণ—
দারুণ অশিব শব্দ অশুভ লক্ষণ !
কেন হেন দুর্ঘটনা ?
২য় না।—কেমনে বুঝিব ?
অবুঝ হ'য়েছি আমি হেরি এ ব্যাপার !
১ম না।—হের ওই—
পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতনিকর
উড়ি'ছে চৌদিকে,
উলূক সমান ডাকি'ছে সারসগণ,
শিবারবে ছাগকুল করি'ছে চীৎকার,
কবন্ধ ঘেরিল দিবাকরে,
নানাবিধ ভয়ঙ্কর ছায়া ছুটে চারি ধারে,
দ্বারকানগরী কেন আজ
খুলিয়া ফেলেছে চারু সাজ !
হের ওই, ভীম বাজ পড়ে ঘোর নাদে !
এ কি সর্ব্বনাশ !—নিদারুণ ত্রাস !
কাল আজি গ্রাস করিবে কি
আমা'সবাকারে ?
২য় না।—হের হের, কে ওই আসি'ছে—
১ম না।—তাই ত – তাই ত—কে ও—কে ও ?
কি ভীষণ মূর্ত্তিখান !
আকুল হইল মোর প্রাণ !
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ ! শূর্প সম দুই কর্ণ,
ভীম দরশন যুগল নয়ন
কুম্ভকার-চাক সম ঘূরে !
মুণ্ডিত প্রকাণ্ড মুণ্ড,
ভীষণ ভীষণ তুণ্ড,
লক্‌লকে লম্বিত রসনা !
চুম্বক সমান যেন ও দীর্ঘ রসনা
টানি'ছে দ্বারকাপুরীখান !
ভয়ঙ্কর শাণিত ত্রিশূল
মুষ্টিমাঝে চমকে সঘনে
ঘনকোলে যেন রে বিদ্যুৎ !
২য় না।—আশঙ্কা হ'তেছে বড় প্রাণে,
কে জানে কি মনে করি'
আমা'সবাকার পানে আসে ও মুরতি।
১ম না।—কি ভয় কি ভয় ?
বধিব নিশ্চয় আজি ওরে
এ দারুণ অসির প্রহারে।
বুঝিয়াছি, ভাই !
আজিকার এই যে অশুভ,
ওই তা'র মূল।
করিব নির্ম্মূল ওরে আজ।
২য় না।—ওই এল !

১ম না।—খোল খোল কোষ হ'তে অসি,
চল ওরে নাশি ;
যাদবেরা ডরায় কি কা'রে ?

(সকলের অসি নিষ্কোষিত করিয়া গমনোদ্যোগ)

বেগে কালপুরুষের প্রবেশ।

সকলে।—মার মার,
আরে দুরাচার, কে তুই—কে তুই ?
পালা'বি কোথায় ?
আয় আয়, যা' রে যমালয় !

(কালপুরুষের অঙ্গে সকলের অসি-প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু সহসা কালপুরুষের অন্তর্ধান)

(পুনর্ব্বার মেঘগর্জ্জন প্রভৃতি)

১ম না।—এ কি কাণ্ড ! বিচিত্র ব্যাপার !
কোথায় মিলা'য়ে গেল দারুণ পুরুষ !
বুঝিলাম,
যাদবের নাহি আর মঙ্গল-ভরসা।

বেগে বসুদেবের প্রবেশ।

বসু।—কহ, যদুগণ !
কেন আজ হেন কুলক্ষণ !
দেখিলাম ভীষণ পুরুষ—
অমঙ্গলময় মূর্ত্তিখান !
কোথায় প্রস্থান করিল সহসা ?
কে রে—কে রে—সে কে রে ?

১ম না।—পূজ্যবর !
বড় ডর হইয়াছে মনে।

বসু।—কোথা কৃষ্ণ ?
কোথা বলরাম ?

১ম না।—হেরি নাই সে দোঁহে নয়নে।

২য় না।—ওই যে আসেন কৃষ্ণ।

বসু।—কই কই ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ওরে বৎস ! এ কি অমঙ্গল !
কুলক্ষণে পূরিল দ্বারকা !
আকুল পুরের নর নারী !
কহ, বাপ্ ! কেন হেন হেরি ?
দারুণ পুরুষ এক দেখেছ কি তুমি ?
অমঙ্গলমূল সেই জন ;
হেন কুলক্ষণ
তা' হ'তেই ঘটি'ছে এ পুরে।
হায় হায়, এ কি রে উৎপাত !
বুঝিরে নিপাত
জনসনে হ'বে আজ সাধের দ্বারকা !
কহ, কৃষ্ণ ! মঙ্গল-উপায়,
হায় হায়, এ কি রে হইল !

কৃষ্ণ।—কেন ভয় ভাব, পিতা !
স্থির কর উচাটন মন।
মঙ্গলামঙ্গল দুই আছে—
ভাল মন্দ—শুভ বা অশুভ
জীবভাগ্যে চক্রসম ঘুরে।
বিধাতার নিয়মে থাকিলে
জীবভাগ্যে শুভ-সংঘটন,
বিধাতার নিয়ম ভাঙিলে
জীবভাগ্যে অশুভঘটনা।
অবশ্যই এ যাদবকুলে
অপরাধ হ'য়েছে ঘটনা,
এই হেতু অশুভ-তাড়না
আচম্বিতে হইল গো আজ।
এ অশুভ ঘুচিবে অচিরে,
দ্বারকাবাসীরে ল'য়ে যজ্ঞারম্ভ কর

বসু।—ভাল যুক্তি দিলে, বৎস !
ত্বরায় করিব আমি যাগ,
বিধাতার রাগ করিব নির্ব্বাণ।
যাই এবে করিবারে যজ্ঞ-আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের গৃহ।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী।

রুক্মিণী।—কেন, নাথ, হেন অমঙ্গল
ভীতি'ছে দ্বারকাপুরী আজ?
সুখমগ্ন দ্বারকাবাসীর
এ অশুভে অন্তর অধীর হইয়াছে বড়,
ভয়ে জড়সড়
বালক বালিকা—ক্ষুদ্র শিশু,
ছাগ, মেষ, গাভী আদি পশু,
তা'রাও আকুল অতিশয়
ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে মেঘের গর্জ্জনে।
নিদারুণ ভীষণ মূরতি
ভ্রমে ইতিউতি দেখাইয়া ভীতি।
এ ঘরে গিয়াছে ঘুরে
ভীমাকার পুরুষ দুর্জ্জয়!
হেরি' তা'রে কাঁপি'ছে হৃদয়।
কি জানি কি হয়, বড় ভয়,
হ'বে বুঝি লয় সলোক দ্বারকাপুরী, নাথ!

কৃষ্ণ।—কি বা ভয়? ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে!
স্থির কর মন।
রমণীসুলভ প্রাণ, তাই এত আনৃচান্,
বিপদে না হইও অধীর।
বিধাতার বিড়ম্বনা,
তেঁই হেন কুঘটনা ঘটিল এ পুরে;
এ অমঙ্গল যা'বে দূরে, স্মর বিধাতায়,
তাঁহার ইচ্ছায় এ হেন উৎপাত,
তাঁহারি ইচ্ছায় পুন হইবে নিপাত।
বলিয়াছি পিতৃদেবে
এ অশুভ-নাশে করিবারে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।

(নেপথ্যে সহসা বামাকণ্ঠোত্থিত
ভয়সূচক শব্দ)

রুক্মিণী।—ও কি, নাথ! ও কি, নাথ!
ভয়ের উপরে ভয় বাড়ে,
আকুল হৃদয়ে ডাক ছাড়ে
অন্তঃপুরে কে রমণী!
দেখ দেখ ত্বরা করি'।

কৃষ্ণ।—এখনি চলিনু আমি,
ভয় নাই—স্থির হও তুমি।

[বেগে কৃষ্ণের প্রস্থান।

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী।—কহ, মা, কোথায় কৃষ্ণ মোর?
ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ!

রুক্মিণী।—কি ঘটিল, ঠাকুরাণি?

দেবকী।—সত্যভামা উন্মাদিনী প্রায়—
শূন্য দৃষ্টে চায়, আতঙ্কে চেঁচায়;
কি হ'বে, মা! কোথা নীলমণি?

রুক্মিণী।—চল ত্বরা, ঠাকুরাণি,
অকস্মাৎ সত্যভামা কি হেতু এমন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—সত্যভামার গৃহ।

এক পার্শ্বে কালপুরুষ ও অপর পার্শ্বে
সত্যভামা।

সত্য।—কোথা নাথ!—কোথা নাথ!
রক্ষা কর আসি'
আতঙ্কে জীবন যায়,
হায় হায়, এ কি বিভীষিকা!
বধিল আমারে বুঝি যম সম বিষম পুরুষ!

(অস্থিরতার সহিত অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ভয় নাই—ভয় নাই—
স্থির হও—স্থির হও।

(কালপুরুষের অন্তর্দ্ধান।

সত্য।—(ভয়ে কৃষ্ণকে বাহুমূলে আবেষ্টন করিয়া)—
যম—যম! ভীষণ আকার!
ওই ওই—মরি মরি!—
ধর, হরি! বাঁচাও দাসীরে।

কৃষ্ণ।—কই, কে কোথায় প্রিয়ে?

সত্য।—এই যে এখানে ছিল,
এই যে দেখিনু;
কে সে, নাথ?
জগতের ভীতি সঞ্চিল অন্তরে মোর?

কৃষ্ণ।—চিন্তার উচ্ছ্বাসে
হেন ত্রাসে হ'য়েছ ত্রাসিত,
বিষম দুর্যোগ আজ,
ঝঞ্ঝাবাত, ভীম বাজ,
গভীর গর্জ্জনে ডাকে মেঘ,
প্রভঞ্জন মারে পাকসাট,
এই সব দেখে শুনে, তোমার কোমল মনে
হ'য়েছে হে ভয়ের সঞ্চার,
তাই ছায়াময় হেন ভীমাকার করিলে দর্শন;
স্থির কর মন,
চল, এবে দোঁহে যাই জননীর পাশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

দূরে কালপুরুষ দণ্ডায়মান।

যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দুই জন রাজভৃত্যের প্রবেশ।

১ম ভৃত্য।—ভাই, যে হুজ্জুগ গেছে—

২য় ভৃত্য।—এখনো বাকী আছে।
যতক্ষণ না যগ্‌গি শেষ হয়,
ততক্ষণ প্রাণের ভয়।
বাবা, যে বাজের ডাক!
যেন দশ লক্ষি শাঁক!

১ম ভৃত্য।—ভাল রে, ব্যাটার ঝড়ে
আমার ঘরটা গেছে প'ড়ে।
তোর সাঙাৎনীর যে কষ্ট,
তা' আর ব'ল্‌বো কি!

২য় ভৃত্য।—এখন থাকিস্ কোথা?

১ম ভৃত্য।—সে দুঃখের কথা আর ব'ল্‌বো কি—
মাগী থাকে ঢেঁকশালে,
আর আমার আড্ডা গোয়ালে।
ওরে ভাই,
তোর শালকাঠের বোঝাটা একবার নামা।

২য় ভৃত্য।—কেন?

১ম ভৃত্য।—উঃ যে ঘিয়ের মুট্‌কি,
কাট্‌ছে আমার পুঁটকি!
ঘাড় ভেঙে গেলো—লাগ্‌ছে বড়,
ধর মুট্‌কি—নামাই ভুঁয়ে।

২য় ভৃত্য।—এ জায়গাটা ভাল নয়,
এ দিক পানে স'রে আয়।

(উভয়ের অতর্কিতভাবে কালপুরুষের দিকে গমন ও অকস্মাৎ তাঁহাকে দর্শন)

১ম ভৃত্য।—ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!
ধোল্লে রে—ধোল্লে রে!

২য় ভৃত্য।—ও বাবা! আবার সেইটে রে!
গিল্লে রে—গিল্লে রে!—পালা পালা!

(উভয়ের বেগে গমনোদ্যোগ, কিন্তু অত্যন্ত আশঙ্কাবশতঃ ভূতলে পতন ও ঘৃতপাত্র চূর্ণ হওন)

(কালপুরুষের অন্তর্ধান)

১ম ভৃত্য।—কই—গেছে—গেছে?

২য় ভৃত্য।—চুপ্ কর, লুকিয়ে আছে।
১ম ভৃত্য।—কোথা ?—ওই বেল গাছে ?
২য় ভৃত্য।—হ্যাঁ রে।
আমার দাঁতকপাটী লেগেছে !
১ম ভৃত্য।—বলিস্ কি !
২য় ভৃত্য।—বাবা রে—বাবা রে !
গেলুম রে—গেলুম রে !
১ম ভৃত্য।—ওরে আবার কি হোলো রে ?
২য় ভৃত্য।—দাঁতকপাটীর উপর জিবকপাটী !
১ম ভৃত্য।—ও বাবা ! তবেই মাটী !
এখন পালাই চল্।
২য় ভৃত্য।—ঘিয়ের মুট্ কির কোর্ বি কি ?
১ম ভৃত্য।—মাথা আর মুণ্ডু ! .
২য় ভৃত্য।—তবে এক কাজ কর্ ;—
আমি তো মরা,
তুই-ই এই কাঠের বোঝা সরা।
১ম ভৃত্য।—তা' যেন সরাচ্চি,
কিন্তু আছাড় খেয়ে ভেঙে গেছে আমার পা,
হাঁট্ তে নারবো—ও বাবা !—ও মা !
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে,
আমি তোর কাঁধে চড়ি,
যাই চ' দু'জন রাজার বাড়ী।
২য় ভৃত্য।—(স্বগত)—ও বাবা বলে কি !
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে
ঘাড়ে চোড় বে আমার,
মোর্ বো আমি পোড়ে।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ওরে বাবা, আবার এল রে !
১ম ভৃত্য।—কই রে ?
২য় ভৃত্য।—ওই রে !
১ম ভৃত্য।—পালা রে - পালা রে !

[কাষ্ঠভার লইয়া উভয়ের পলায়ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—যজ্ঞভূমি।

দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত।

বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য
যাদবগণ দণ্ডায়মান।

দুর্ব্বাসা।—(বসুদেবের প্রতি)—
অশুভবিনাশ-যজ্ঞ হৈল সমাপন,
লহ, ধর্ম্মশীল ! আহুতির শেষ,
যাদবমহিলাগণে কহ্ প্রদান,
যজ্ঞজল গৃহে গৃহে ছিটাইয়া দাও,
শুদ্ধাচারী বিপ্রগণ
এই বারি স্বর্ণঝারি ভরি'
দ্বারকার চারিটি সীমায়
বিন্দু বিন্দু করুন্ বর্ষণ ;
অশুভ-লক্ষণ হইবে বিলয়।
(অন্যান্য সকলের প্রতি)—
তোমরাও লহ সবে আহুতির শেষ,
যাও এবে, কর গিয়া যজ্ঞান্তিক স্নান।

[কৃষ্ণ ও ঋষিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসুদেব ! তোমারি কৃপায়
বুঝিয়াছি মনোভাব তব।
এত দিনে মর্ত্তলীলা, প্রভো,
করিবে কি বিসর্জ্জন ?
কৃষ্ণ।—তপোধন !
অজ্ঞাত নাহি কো কিছু তব,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান জান তো সকলি ;
দৈবের নিয়ম না হয় লঙ্ঘন,
ঘটনার সত্য ছবি অবশ্য অঙ্কিবে
জাগতিক বিশাল হৃদয়ে
পরোক্ষে সুসূক্ষ্ম ভাবে।
যা'র পরে যাহা, ঘটিবেই তাহা,
লঙ্ঘন না হ'বে তা'র ;

জন্ম মৃত্যু—হ্রাস বৃদ্ধি—প্রলয় বিলয়
বিধাতার অটুট নিয়ম।
কিছুই নহেক স্থির,
চক্র সম ঘুরি'ছে সদাই,
আজ হেথা—কাল সেথা—
একভাবে কিছু নাহি রয় ;
বিধাতার হেন ইচ্ছা মনে,
বল তবে, থাকিবে কেমনে
একভাবে অনন্ত জগৎ ?
নিজে লোক নাহি করে কিছু,
যাহা করে, বিধির ইচ্ছায় ;
নিজে বিশ্বে নাহি হয় কিছু,—
যাহা হয়, বিধির ইচ্ছায়।
কা'র সাধ্য সে ইচ্ছা নিবারে ?
বিধিলীলা অচিন্ত্য জীবের।

দুর্ব্বাসা।—কে সে বিধি ?—
বিধিলীলা কিবা কহ মোরে, লীলাময় ?
তোমার মহিমা, তোমার গরিমা,
অভেদ্য কৌশল-খেলা তব,—
তব সৃষ্ট বিধি, ইন্দ্র, ভব
শতাংশের একাংশ না বুঝে,
কি বুঝিব ক্ষুদ্র আমি ?
বুঝিতেও নারিব কখন।
ইচ্ছারে লইয়া সাথে
খেলাও—খেলাও, খেলুয়াড় !
দিয়াছ নয়ন,
তব খেলা খালি চেয়ে দেখি।
আসি তবে, জগন্নাথ !
প্রণিপাত করি শ্রীচরণে।
পার্থিব প্রণাম হ'ল শেষ,
বৈকুণ্ঠে নমিব পুন এ পদপঙ্কজে।

(কৃষ্ণকে সকলের প্রণাম)

কৃষ্ণ।—মুনিবর !
আছে মোর এক নিবেদন—
সবে মিলি' করহ গমন ওই পথ দিয়া ;
আমার তনয়গণ
করিতেছে বিচরণ আনন্দে মাতিয়া
যজ্ঞের উৎসবে আজি।
তা' সবার শিরে
আশীর্ব্বাদ ক'রে দেহ পূত-পদধূলি।

[দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের প্রস্থান।

বলরামের পুনঃপ্রবেশ।

বল।—কৃষ্ণ রে,
আচম্বিতে এ কি হ'ল মোর ?
বাম বাহু, বাম অক্ষি কাঁপি'ছে আমূল,
প্রাণের ভিতর থেকে যেন
কি ডুবিল সমুদ্রের জলে;
কভু শূন্য হেরি চারি ধার,
কভু হেরি নিবিড় আঁধার,
ভূতলে আকাশে যেন লাগিল আগুন;
বড় ভয় হয়, না জানি কি হয়,
চক্রধর, বাক্য ধর মোর,
ফিরা রে—ফিরা রে ইচ্ছা তোর।
আজ বড় হইনু আকুল।

কৃষ্ণ।—গান্ধারী রাণীর বাণী লঙ্ঘিব কেমনে ?
ধৈর্য্য ধর মনে, ধরি শ্রীচরণে !

বল।—আবার দেখা'স্ সেই প্রাণান্ত প্রমাণ !
বৃথা যজ্ঞ—বৃথায় সান্ত্বনা !
কৃষ্ণ ! তোর মনের মন্ত্রণা স্বতন্ত্র—
স্বতন্ত্র বাহ্যভাব !
বুঝিলাম এবে রে নিশ্চয়—
যদুবংশক্ষয় কে আর করিতে পারে ?

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—এখনো ছাড়েনি মায়া বীর বলরামে ?
রৈবতক পর্ব্বতের নিবিড় কাননে
মায়ারে আবার ডাকি গিয়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব প্রভৃতির প্রবেশ।

সারণ।—কোন্ বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল?

প্রদ্যুম্ন।—জ্যোতিষ আমার মতে বিদ্যার প্রধান;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি সে বিদ্যায়,
আর আর বিদ্যা যত বিবাদের হেতু—
অসার বিফল;
সকল জ্যোতিষ-বিদ্যা সাক্ষী রবি শশী।

সারণ।—জ্যোতিষের গুণ গাও বড়;
ভাল, মোরে দেখাও তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ?

প্রদ্যুম্ন।—আমি তো জানি না, ভাই,
কি করিয়া দেখা'ব প্রমাণ?
আজিকার যাগে আসিয়াছে নানা মুনিগণ,
তাঁ'রা বিচক্ষণ সকল বিদ্যায়,
যজ্ঞ সমাপিয়া, এই পথ দিয়া
ফিরিবে কুটীরে সবে;
তাঁ'দের হইতে
জ্যোতিষের সত্য আজ দেখা'ব তোমারে।
শাম্ব ভাই,
তুই বড় দেখিতে সুন্দর,
মেয়েলি মেয়েলি মুখখানি,
তোরে আজ গর্ভবতী নারী
সাজাইব সারণের সন্দেহ নাশিতে।
নিভৃতে সাজা'ব তোরে, চল্।

[সকলের প্রস্থান।

এক জন মুনিভৃত্য ও দুই জন
মুনিশিষ্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—ওগো দাদাঠাকুর,
দু'মোনি বস্তা আমার কম্ম নয়—বড় ভারী—
তোমরা একবার ধর—
নামাই—ঘাড় গেলো।

১ম শিষ্য।—অত বড় ভারী বস্তা নামা'বার শক্তি
আমাদের নাই।

ভৃত্য।—সে কি কথা! তোমরা বাগ্গিবাড়ী আজ
কোসে ঘিয়ের জিনিষ, দুধ,ক্ষীর খেয়ে এলে,
তোমাদের জোর নেই আর আমার বুঝি
চিঁড়ে মুড়কী টোকো দোয়ের
দু'মোনি জোর!

২য় শিষ্য।—কি এমন ভারী?
খান কএক তৈজস পাত্র বৈ তো নয়।

ভৃত্য।—তবে ধোরে নামা'তে চাও না কেন?

২য় শিষ্য।—আর খানিক দূর চল্—নামা'বো।

ভৃত্য।—তবে আমার দায় দোষ নেই—
ভাঙে চোরে তো জানি নি।

১ম শিষ্য।—গুরুঠাকুর তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন।

ভৃত্য।—সর্ব্বনাশের তো বাকী আছে বড়!
না খেয়ে খেয়ে
হাড়ের ভেতোর মাস ঢুকেচে।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—কি হেতু বিলম্ব কর হেথা?
রাজপথে জনতা নিষেধ।

ভৃত্য।—ঠাকুর মশায়!

দুর্ব্বাসা।—কি হ'য়েছে?

ভৃত্য।—না, কিছু না।

১ম শিষ্য।—গুরুদেব!
অতি গুরুভারে কাতর কিঙ্কর তব;
বলি' বলি' করি' না বলি'ছে তব ডরে।

দুর্ব্বাসা।—অন্তর ইহার বুঝ নাই, শিষ্যগণ!
বুঝি আমি ভাল মতে;
এ কিঙ্কর ধূর্ত্ত-চূড়ামণি।
তপোবনে গিয়া
দিও এরে তৈজস বসন ভাগ করি'।

ভৃত্য।—ঠাকুর মশয়, যা' বোল্‌চো তা' নয়;
তবে তুমি না দিলে দেবে কে?

দুর্ব্বাসা।—যাও ত্বরা—পথ বহু দূর,
বেলা প্রায় অবসান।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমি যা'ব।

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—কহ খুলি' মনের কপাট;
এ কি! কোথা পেলে এই লৌহের মুসল?

প্রদ্যুম্ন।—এ মুসল বিভ্রাটের ফল!
আজি মোরা বুদ্ধিদোষে মজি'
শাম্বেরে সাজা'নু নারী
লৌহখণ্ডে গর্ভ বিরচিয়া;
দুর্ব্বাসারে কহিলাম পথে—
এই গর্ভবতী নারী
কি সন্তান করিবে প্রসব?
পরিহাসে পুছি নাই,
কিন্তু ভাগ্যদোষে
পরিহাস ভাবি' ঋষি কৈলা অভিশাপ,—
"এ গর্ভে প্রসূত হ'বে লৌহের মুসল;
ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি শাখা সহ
নিশ্চয় নিশ্চয়
এ বিপুল যদুকুল হ'বে ইথে ক্ষয়।"
মনে বড় হইতেছে ভয়,
কি জানি কি হয়,
অনলপ্রতাপ দুর্ব্বাসার শাপ কে করে লঙ্ঘন?
রক্ষ, নারায়ণ! তুমি বই গতি নাই আর,
কর গো নিস্তার
এ দুস্তর ব্রহ্মশাপ-মহাসিন্ধু হ'তে,
নতুবা অচিরে ধ্বংস-স্রোতে
বিপুল যাদবকুল যাইবে ভাসিয়া।

কৃষ্ণ।—বাছাধন! দৈববিড়ম্বনে
এ কুলে লাগিল ব্রহ্মশাপ!
সবি আমি পারি,
কিন্তু আমি নারি
ব্রহ্মশাপ করিতে লঙ্ঘন;
কে করে খণ্ডন
বিধির জটিল বিধি-লেখা?
কিন্তু এক পন্থা আছে,—
এ মুসল ল'য়ে যাও প্রভাসের তীরে,
শিলায় ঘষিয়া ফেল রে ধুইয়া
ঘরষিত রেণুরাশি।
প্রভাস-তীর্থের মহিমায়
হয় তো ব্রাহ্মণশাপ মোচন হইবে।
অবিলম্বে যাও,
সারানিশি ঘষি' ঘষি' নাশ এ মুসল।
এই ব্রহ্মশাপ-কথা না কহিও কা'রে।

[কৃষ্ণ ব্যতীত মুসল লইয়া সকলের প্রস্থান

যদুকুলে ব্রহ্মশাপ! অসম্ভব কথা!
দুর্ব্বাসারে উপলক্ষ করি'
এ বংশের ব্রহ্মতেজ হরি'
আপনাতে লইনু আপনি।
কোথা, কাল! এস একবার।

কালপুরুষের প্রবেশ।

শোনো, কাল!
নিজ বংশ-নাশ-পন্থা হইয়াছে আজ;
তিথিসংক্রমণ হ'বে বিপরীত ভাবে,
ত্রয়োদশী তিথিতে অচিরে,
অমাবস্যা হইবে সংযোগ,
অতীব দুর্দ্দিন সেই,
সেই দিনে নাশি' নিজ কুল
বিষ্ণুলোকে করিব প্রয়াণ।
আজি হ'তে বিশেষ করিয়া
স্বগণে লইয়া
নাশ-মন্ত্র পড় হুঙ্কারিয়া।

কাল।—যাই তবে, আনি নিজ গণ।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—বলরামের শয়নগৃহ।

পর্য্যঙ্কে বলরাম নিদ্রিত।

(গৃহদ্বার অর্গলে রুদ্ধ)

(সহসা গৃহমধ্যে মায়ার আবির্ভাব)

মায়া।—ধবল-গিরির চূড়া যেন
কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যায়;

কঠিনে কোমল মিশিয়াছে,
আয়ত লোচনযুগ র'য়েছে মুদিত,
শ্বেতগঙ্গাজলে যেন কমল যুগল;
মৃদু মৃদু বহি'ছে নিশ্বাস,
গললগ্ন ফুল্ল ফুলমালা
সে নিশ্বাসে ঢালি'ছে সৌরভ।
মধুপায়ী বলভদ্র;
মধুগন্ধ নিশ্বাসে খেলায়;
ফুলবাসে মধুবাসে মিশি'
কি এক নূতন বাস উড়ি'ছে আবাসে।
কেমনে ছাড়িব এঁরে?
না পাই সন্ধান, আকুল পরাণ,
ও দিকে কৃষ্ণের আজ্ঞা, আতঙ্ক এ দিকে,
উভয় সঙ্কট মোর আজ,
এ দুরূহ কাজ করিব কেমনে?

(সহসা বলরামের নিদ্রাভঙ্গ)

[ব]ল।—(অর্দ্ধোত্থিত হইয়া)—
কে তুমি?—স্ত্রীজাতি দেখিতেছি;
অর্গলে আবদ্ধ মোর গৃহের দুয়ার,
কোন্ পথে করিলে প্রবেশ?
মানবী কখন নহ তুমি,
রুদ্ধ গৃহে নাহি পারে মানবী পশিতে;
দেবদৈত্যদানব-সম্ভবা,
অথবা অপ্সরা,
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিবা হ'বে;
কহ মোরে সত্য করি'
কি বাসনা জাগে তব মনে?
[মা]য়া।—মহাবীর! মায়া মোর নাম,
সবার হৃদয়ে বসি আমি;
আছে মোর এক নিবেদন,—
করহ শ্রবণ,
এবে আমি ত্যজিব তোমারে।
[বল]।—কি করিনু অপরাধ?
কেন হেন সাধ বাদ?
হৃদয়-আসন মোর কঠিন কি এত?
থাকিতে না চাও তুমি তাই?
কিবা বিঘ্ন পাইলে গো তুমি,
বল খুলি'—এখনি করিব প্রতীকার।
এ কি, মায়া! বিচার তোমার?
বাঁধিয়া সংসার-ডোরে স্নেহ-গ্রন্থি দিয়া,
এবে তুমি ছাড় কি বলিয়া?
না হয় কঠিন আমি,
কিন্তু তুমি পুরুষ না নারী?
বল তো বিচারি'
কিসে নিরমিত তব রমণী-হৃদয়?
এ উচিত নয়,
না বলিও এ হেন নিঠুর বাক্য আর।
তুমিই না, মায়া, মোর প্রাণে
পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনীর,
পূজনীয় জনক মাতার,
অর্দ্ধকায়া সঙ্গিনী জায়ার,
আত্মীয় কুটুম্ব যত আর,
সকলের মায়ামাখা স্নেহ ভালবাসা
সাজা'য়ে রেখেছ পলে পলে
কুসুমস্তবক সম?
আজ তুমিই সেই সব স্বর্গীয় রতন
ফিরে নিতে চাহ কি বিচারে?
কভু না ছাড়িতে দিব মোরে,
পুন পশ' এ হৃদয়-পুরে।
মায়া।—আমি কি করিব, দেব!
নাহি ইচ্ছা ছাড়িতে আমার,
জানি বিধিমতে
তোমা' সবে ছাড়ি' আমি রহিব কোথায়?
কিন্তু কি করিব, হলায়ুধ,
অনুজ শ্রীকৃষ্ণ তব আদেশিলা মোরে
পরিহার করিতে তোমারে।
বল।—হা কৃষ্ণ! হা মহাচক্রী!
গূঢ়তত্ত্ব বুঝিনু এক্ষণে;
হায় হায়, কি চক্র খেলি'ছ, ভাই, তুমি!
কৃষ্ণের বাসনা আমি এড়াই কেমনে।
ভাল, মায়া!

কৃষ্ণসনে সাক্ষাৎ করিয়া,
মনে বিচারিয়া,
যা' হয় করিব আমি ;
ছাড়িবার হয় যদি ছাড়িও তথন,
প্রবেশ' এখন
মায়াশূন্য হৃদয়-মন্দিরে।

মায়া।—শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।

(গৃহমধ্যে মায়ার অন্তর্দ্ধান)

বল।—শয্যা-গৃহ কণ্টক সমান,
অবস্থান না করিব হেথা।
বড়ই আকুল হ'লো প্রাণ,
কৃষ্ণ রে, কাঁদা'লি মোরে তুই !

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

এক জন মৎস্যজীবী ও তদীয় পত্নী।

পত্নী।—মিন্সে যেন হাওয়া,
এত ছুটে পোষায় না মোর যাওয়া।

মৎস্যজীবী।—মেয়েমানুষের মুয়ে আগুন,
ষোলো আনাই দোষ,
একটি শুধু গুণ—
নুন্ দে ভাত মারেন তিন গুণ !
হাঁটার বেলা গাঁটে ব্যথা,
গেলার বেলা যেন জাঁতা !

পত্নী।—আ-মর, মিন্সে, পোড়ারমুখো,
বড় যে দিচ্ছিস্ খোঁটা ?
মার্‌বো মুয়ে মুড়ো ঝাঁটা !
এই নে তোর মাছের ঝুড়ি,
এই আমি চোল্‌নু বাড়ী ;
হাটে যদি যাই,
তো তোর মাথা খাই !

(ভূতলে ঝুড়িরক্ষা)

মৎস্যজীবী।—দোহাই—দোহাই !
বৌ তোর পায়ে পড়ি, যাস্ নে বাড়ী,
তুলে নে মাছের ঝুড়ি।

পত্নী।—কোন্ বেটী আর হাটে যা'বে,
কোন্ শালী তোর ভাত বা খা'বে।

মৎস্যজীবী।—ও বাবা ! এত রাগ !
মাগী যেন মদ্দা বাঘ !
হ্যা দ্যাখ্, বৌ, এক কাজ কর্—
ঝুড়ি নিয়ে আমার ঘাড়ে চড়্।
ঘুচে যা'বে পায়ের ব্যথা,
এ কথা কি মন্দ কথা ?

পত্নী।—নিজে নিজের মাথা খা,
ম'রে যা—ম'রে যা !

মৎস্যজীবী।—হা—হা—হা !
ভাগ্যে আমি বেঁচে আছি
তাই তো ধোবা তুই,
বিধোবা যে হ'বি রে বৌ, ম'লে পরে মুই।

পত্নী।—মুখে আগুন !—বুকে বাঁশ !

নেপথ্যে।—চাই হাঁস—বালী হাঁস।

মৎস্যজীবী।—ও আবার কে ?—জরা যে !

জরা ব্যাধের প্রবেশ।

জরা।—দেবী দেবায় হোচ্চে কি ?

মৎস্যজীবী।—আরে ছি ছি ছি !
মিছি মিছি—খিচি খিচি !

জরা।—ওরে সাঙাত, এটা কি ?

মৎস্যজীবী।—নোয়ার কলা।

জরা।—কোথায় পেলি ?

মৎস্যজীবী।—পেভাস ঘাটে
কাল সকাল বেলা ;
ছিলো একটা মাছের পেটে,
হাটে গিয়ে মাছটা কেটে
পেনু এটা—

জরা।—বটে বটে!
তা এটা আমার দে না।
মৎস্যজীবী।—অম্নি না কি?
জরা।—না না—এই পাখীটে নে না।
মৎস্যজীবী।—এ নোয়ায় কি কোর্‌বি, শালা?
জরা।—তীরের ফলা।
মৎস্যজীবী।—ও—ঠিক্।
তবে পাখী দে—আর এটা নে।

(পরস্পর গ্রহণ)

পত্নী।—আর আমি বুঝি কেউ নই?
জরা।—আরে বাস্—তা'ও কি হয়—
তুই যে আমার সই,
নে নে এই পালক নে,
দে দে—খোঁপায় দে!
পত্নী।—মিতিন আমার রাগ্‌বে যে!
জরা।—আরে, তুইও যে—সেও সে!
মৎস্যজীবী।—(সহাস্যে)—
বটে রে শালা, বটে বটে!
জরা।—হে—হে—হে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

কৃষ্ণ ও বলরাম।

বল।—কৃষ্ণ রে,
যাই আমি দুর্ব্বাসা-আশ্রমে,
ভূমে লুটাইয়া, চরণে ধরিয়া
ক্ষমা-ভিক্ষা মাগি;
ঋষিগণ ক্ষমার নিধান,
করি' দয়া দান
রক্ষা করে অনুগত জনে,
এই সে কারণে দুর্ব্বাসা-চরণে
মাগি গিয়া যদুকুলত্রাণ।

কৃষ্ণ।—বৃথা আশা, পূজ্যবর!
সাক্ষাৎ ক্রোধের মূর্ত্তি দুর্ব্বাসা তাপস,
রোষ তাঁ'র চরিত্র-ভূষণ;
পশ্চিমে যদিও উঠে ভানু,
অনল যদিও স্নিগ্ধ হয়,
পর্ব্বত যদিও উড়ে নভে,
শুষ্ক হয় যদিও সাগর,
তথাপি না নড়ে রুষ্ট দুর্ব্বাসার শাপ।
অনল-প্রতাপ সেই ঋষি।
বল।—কি বলিলে, ভাই,
নাহি ক্ষমা দুর্ব্বাসার মনে?
ভাল ভাল,
তা ই আমি চাই,
কভু না ডরাই
হেন রোষ-দুষ্ট ব্রাহ্মণেরে।
ক্ষমাহীন জন
বিভুদ্রোহী—মহাপাপী—নরকের কীট!
হেন জনে না চাহে ধরণী
ধরিবারে আপনার কোলে।
নিতান্তই চরণ-ধারণে
না ভিজে—না গলে যদি দুর্ব্বাসার মন,
তা' হ'লে নিশ্চয়
সেই সে নির্দ্দয়
যা'বে যমালয় এ মুসল-ঘায়।
কঠিনতা নির্দ্দয়তা রোষের সহিত
দুর্ব্বাসার মরণ নিশ্চিত;
অভিশপ্ত, অভিশাপ-দাতা
ইহলোক একত্রে ত্যজিবে।
কৃষ্ণ।—শ্রীপদে মিনতি করে দাস,
হেন অভিলাষ
তোমা হেন জনে নাহি সাজে।
ব্রাহ্মণে বধিয়া
কলঙ্ক কিনিয়া কিবা লাভ?
ব্রহ্মহত্যা দারুণ পাতক।
বল।—যে ব্রাহ্মণে দয়া মায়া নাই,
যে জন সদাই

মহাপাপ ক্রোধের আকর,
হেন পাপী ব্রাহ্মণেরে করিলে নিপাত
নাহি অর্শে পাপ কোন মতে।
না করিও নিষেধ আমায়,
বধিব তাহায়,
হয় হ'বে পাপ, নাহি পরিতাপ,
পৃথিবীর অরি সে দুর্ব্বাসা।

কৃষ্ণ।—যা' বলিলে সত্য কথা,
ক্ষমাহীন ক্রোধী জন
পৃথিবীর কণ্টক নিশ্চয়;
ক্রোধ সম শত্রু নাহি আর,
ক্ষমা সম নাহি অলঙ্কার,
এই সে কারণ, করি নিবেদন—
ছাড়ো ক্রোধ – ক্ষমাশীল হও, নীলাম্বর!
যদুকুলে কভু কোন জন
করে নি হেলন
ব্রাহ্মণের বচন-গৌরব।

বল।– গৌরবে গৌরব রাখে লোকে,
অপমানে করে অপমান;
গালি দিলে প্রশংসা কোথায়?
প্রহারিলে কোথা পদ-সেবা?
দুর্ব্বাসা রুষিল বিনা দোষে
সত্য মিথ্যা না করি' বিচার;
তব প্রদ্যুম্নাদি পুত্রগণ
করে নাই তা'রে পরিহাস,
তবে কেন হেন অভিশাপ
দিল মুনি যাদবের কুলে?
বল, ভাই, করিয়া বিচার,
কিরূপে গৌরব রাখি তা'র?

কৃষ্ণ।—যা' কহিলে, পূজ্যবর,
সত্য ব'লি মানি আমি তা'য়;
কিন্তু ইথে দুর্ব্বাসা তাপস
নহে দোষী কোনরূপে;
বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায়
এ ঘটনা ঘটিল সহসা।
কোন্ সূত্রে কি ঘটে কখন্
কে পারে বুঝিতে?
বিধি-ইচ্ছা কে করে লঙ্ঘন
তিল পরিমাণে?
তেঁই কহি,
নাহি দেখি দুর্ব্বাসার দোষ,
পরিহর রোষ, মহাশয়!

বল।—বুঝি বুঝি, কিন্তু পুনরপি
নারি রে বুঝিতে কথা তোর।
তবে কি নিশ্চয় যদুকুল-ক্ষয়
হইবে রে এত দিনে!
বিধাতার লীলা,
আর তোর কূটযুক্তি-খেলা
আশা ভরসার শেষ করিল আমার।
হায় হায়,
যদুবংশ ধ্বংস এত দিনে!
কাঁদে প্রাণ হৃদয়ে লুটায়ে।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—আমিও বারেক যাই রাজ-সভা মাঝে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজসভা।

সিংহাসনে উগ্রসেন ও বসুদেব আসীন।

যথাস্থানে সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব ও অন্যান্য যদুগণ উপবিষ্ট।

উগ্র।—কিছুতে যে কুলক্ষণ নাহি হয় শেষ।

বসু।—যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল সকলি,
নিরুপায় উপায়-বিহনে এবে আমি,
বিশ্বস্বামী বাম যদুগণে।

উগ্র।—অচিরে কৃষ্ণেরে হেথা আনহ, সাত্যকি!

সাত্যকি।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

কৃত।—মহারাজ,
কৃষ্ণ বই না দেখি উপায়।
উগ্র।—সত্য কথা,
কিন্তু, হায়, বিধি-বিড়ম্বনে,
ভাগ্য-দোষে আমা' সবাকার
কিছুতে না কিছু শুভ ঘটে,
দিনে দিনে—পলে পলে
সাগর-উচ্ছ্বাস সম বাড়ে শুধু ভয়,
না জানি কি হয় কোন্ ক্ষণে।

কৃষ্ণের সহিত সাত্যকির পুনঃপ্রবেশ।

কহ, কৃষ্ণ, কিসে রক্ষা পায়
সাধের দ্বারকাপুরী,
কিসে পায় প্রাণ এ বিপদে যদুগণ ?
বসু।—বৎস রে!
তোর যুক্তি বই
কোন কাজ নাহি করে কভু যদুগণ,
তোর পরামর্শ-ডোরে বাঁধা আমি।
কি করি এখন,
পরামর্শ দে রে পুনর্ব্বার।
দ্বারকার শোক-হাহাকার কর্ রে মোচন।
যাগ যজ্ঞ হইল নিষ্ফল,
অশুভের বল বাড়ে শত গুণ,
বল্ বল্ অন্তিম উপায়,
নৈলে যায় যায়
ভাসিয়া অশুভ-স্রোতে সব,
নারীদের রোদনের রব,
উৎপাত ভৈরব কর নিবারণ,
যাদবের বিপদভঞ্জন শুধু তুই।
কৃষ্ণ।—সম্পদ বা আনন্দ নিয়ত
মনশ্চক্ষে আলোকিত হেরি,
বিপদ বা বিষাদ সর্ব্বদা
গাঢ়তম তমোজালে ঢাকা,
এই সে কারণ
অনায়াসে নাহি হয় বিপদ বিনাশ ;
এক দুই করি'
বিবিধ উপায় চাই বিপদ-নিধনে,
অন্ধকারে পদ ফেলি' ধীরে
বিপদের দুর্গম মন্দিরে
পশিতে হইবে সাবধানে,
স্বস্ত্যয়নযজ্ঞরূপ বাণে
নাশিতে হইবে তা'রে বহু অন্বেষণে।
অন্ধকারে নাহি যায় দেখা
বিপদের নির্ম্মম মূরতি ;
কাজেই বিফল হয়, পিতা,
যাগ যজ্ঞ বহু পুণ্য কাজ,
কিন্তু তা' বলিয়া
অচেষ্টা হতাশ ভাল নয়।
বসু।—কি করিব, কহ এবে তবে ?
তব নব পরামর্শ ল'য়ে
মহারাজ উগ্রসেন সনে
যদুগণ সহিত মিলিয়া
আবার করিব চেষ্টা বিপদ বিনাশে।
কৃষ্ণ।—তীর্থরাজ প্রভাসের জলে
স্নান কৈলে খণ্ডিবে বিপদ ;
কালি প্রাতে ল'য়ে যদুগণে
অগ্রজের সনে করিব গমন ;
মহারাজ উগ্রসেন সনে
তিষ্ঠ পুরে, পিতা মহাশয়!
যদুনারীগণ করুক্ হেথায় অবস্থান।
কৃষ্ণ।—এ সুযুক্তি উপযুক্ত অতি।
উগ্র।—কহ তবে, যদুবীরগণ,
ঘোষযন্ত্র-বাদক-কিঙ্করে
করিবারে নগরে ঘোষণা—
"রাজার আদেশ—
কালি সবে যাইবে প্রভাসে।"

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়।

দেবকী।

দেবকী।—(কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবপাঠ)—

জয় নারায়ণ, ভব-ভয়-ভঞ্জন,
পীতবাস বনমালী!।
অসুর-বিনাশন, সত্য সনাতন,
অতুল প্রতুল বলশালী!॥
পুরট মকুটধর, সঙ্কটঘটহর,
প্রস্ফুটপঙ্কজধারী!।
পাদপদ্ম তব, যাচহি ভবধব,
তারহ দেব মুরারি!॥

(প্রণাম)

পরম দয়াল তুমি, হরি!
পুত্রে মোর দেহ পদধূলি,
কৃষ্ণ মোর থাকিলে কুশলে,
সুখে র'বে যাদবমণ্ডলী।

দূরে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—কা'র পূজা করি'ছ, জননি?
দেবকী।—বিষ্ণু-পূজা করি তোর মঙ্গলের তরে।
কৃষ্ণ।—(স্বগত)—
মায়াবিমোহিতা মাতা পূজেন আমারে
আমারি মঙ্গল তরে;
স্নেহের বন্ধনে মোরে বাঁধি'
পুত্রময় দেখেন আমারে,
পুত্র বই নই কিছু মায়ের নয়নে।
সেই এক দিন
ভূমিষ্ঠ হইনু যবে গর্ভ ছাড়ি' মা'র
কংস-কারাগারে,
সেই দিন পিতা মাতা মোরে
দেখিয়াছিলেন চতুর্ভুজ
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুরূপে।
তখনি মায়ায় আমি মোহিনু দোঁহারে,
ঢালিনু অন্তরে
পার্থিব তনয়স্নেহ-ধারা।
অদ্যাবধি সেই ভাবে যায়,
পুত্র বই নই আমি মায়ের নয়নে।
কিন্তু আর দেরি বড় নাই,
সেই মূর্ত্তি দেখাইব পুন
অন্তর-লোচনে দোঁহাকার,
মোরে পুত্ররূপে লভিবার
তপস্যা হইল শেষ এবে,
বুঝাইব যোগজ্যোতি দানে।
মহর্ষি কশ্যপ এবে—বসুদেব,
অদিতি—দেবকী এবে এ মানবপুরে;
উভয়ে লইয়া পুনরায়
দেবলোকে করিব গমন।
পূজ মাতা শেষ পূজা।
দেবকী।—কি মানসে আইলে হেথায়, বাছাধন?
কৃষ্ণ।—প্রভাসে যাইব সবে কালি,
তেঁই সে আইনু, মাতা,
তব পদে লইতে বিদায়।
দেবকী।—কি হেতু প্রভাসে যা'বে?
কৃষ্ণ।—জীব-জ্বালা নিবারণ তরে,
গ্রহশান্তি করিব সেথায়।
পূজহ বিষ্ণুরে তুমি,
মনোবাঞ্ছা পূরে যেন, মাতা!
দেবকী।—মঙ্গল-বিদায় দিব চল,
ভরসার স্থল একমাত্র তুই;
যাহে ভাল হয় সবাকার,
প্রতীকার তা'র কর, বাছাধন!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রুক্মিণীর কক্ষ।

রুক্মিণী।

রুক্মিণী।— (গীত)

হৃদয়ের সুখ হৃদয়ে লুকা'ল,
প্রাণ যা'বে ছাড়িয়ে;
শরতের চাঁদ সাগরে ডুবিল,
আঁধার আসে বাড়িয়ে।

জড়িত লতিকা পড়িল লুটি,
হরিষ মিশিল বিষাদে ছুটি',
কুসুম ঝরিল বাঁধে না ফুটি',
টুটি' গেল তনু পড়িয়ে।

মিশিল হাসি অশ্রু-ছায়,
লুকা'ল প্রাণ হতাশ-বায়,
বিরহ-হুতাশ ভীষণ তায়,
মরিবে অভাগী পুড়িয়ে।

(রোদন)

দূরে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্য।— (গীত)

যা রে বিপদ, ঘুচিবে বিপদ,
বিদায়-বিপদ হ'বে না।
পতির বিরহ, বড়ই অসহ,
অভাগী সে জ্বালা স'বে না॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—এ কি—এ কি,
চারি পদ্মে বিষাদ-শিশির!
এস এস দোঁহে মোর সাথে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—নদ, নদী, ক্ষুদ্র নদী যতেক যেথায়,
সকলেই শেষে আসি' সাগরে মিশায়।
আজি এই প্রভাসের তীরে
যাদবগণের প্রাণ মিশিবে বাতাসে।
যদুবংশ-ধ্বংস-লীলা—শেষ লীলা
প্রভাস সমুদ্রতটে মোর;
বহুকাল সুরক্ষিত যাদব-জীবন
নিরখিবে আজি শেষ দিন;
আজি এ প্রভাস তীর্থরাজ
যাদবকুলের ঘোর ভীষণ শ্মশান!

[প্রস্থান।

কালপুরুষ ও তদীয় অনুচরগণের প্রবেশ।

সকলে।— (তৃণকচ্ছন্দে গীত)

সিন্ধু-নীল-নীর আজি রক্তরাশি মাখিবে।
যাদবের মুণ্ড ছিণ্ডি' রক্তধার ধাইবে॥
তীর্থরাজ-মৃত্তিকায়, লুণ্ঠিবে অসংখ্য কায়,
পর্ব্বত-প্রমাণ দেহরাশি আজি সাজিবে।
গাও গাও, ধাও ধাও, তপ্ত রক্ত খাও খাও,
ভীম ঘোর কালমূর্ত্তি আজি বিশ্ব হেরিবে॥

কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।

কৃষ্ণ —না কর বিলম্ব আর, কাল!
ত্বরা পাল' আদেশ আমার;
হের ওই, কাতারে কাতার
আসিয়াছে যদুগণ প্রভাসের তীরে।
হের ওই,
বহুদূর ব্যাপি' সাজে যদুস্কন্ধাবার;
নব নব পাত্রপূর্ণ মৈরেয় মদিরা,
জলন্ত গরল যেন ভুজঙ্গ-দশনে।
অলক্ষ্যে পশহ তুমি মৈরেয় সুরায়,
মাতাও যাদবগণে বিকৃত স্বভাবে;
ভুলাও আপন পর,
ছিঁড়ে ফেল স্নেহের বন্ধন,
বিবাদের তরঙ্গ তুলিয়া
শেষ লীলা—ধ্বংস-লীলা দেখাও আমার।

কাল।—গাও গাও, অনুচরগণ!

অনুচরগণ।— (গীত)

গাও গাও, ধাও ধাও, তপ্ত রক্ত খাও খাও,
ভীম ঘোর কালমূর্ত্তি আজি বিশ্ব হেরিবে।

কৃষ্ণ।—এস কাল,
উভয়ে করি হে আলিঙ্গন,

এই আলিঙ্গন
কৃষ্ণ-অবতার-শেষ-লীলা।
(উভয়ের আলিঙ্গন)

কাল।— পূর্ণ হৌক বাসনা তোমার,
পূর্ণ হৌক আমারো বাসনা।

অনুচরগণ।— (গীত)
সিন্ধু-নীল-নীর আজি রক্তরাশি মাখিবে।
যাদবের মুণ্ড ছিণ্ডি' রক্তধার ধাইবে॥

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বলরামের প্রবেশ।

বল।— স্নান, দান, প্রভাস-পূজন,
প্রভাসজ শরতৃণ বাঁধি'
অস্ত্রপূজা হইয়াছে প্রত্যেক যদুর,
ভোজনাদি হৈল সবাকার;
নৃত্যগীতবাদ্য আদি আমোদে মাতিল
সুরামত্ত যাদবমণ্ডলী।
তুই কেন একাকী হেথায়?
বাড়িয়াছে বেলা,
চল্ এই বেলা সিন্ধুজলস্নানে;
ভোজন করিবি চল্, ভাই,
কাজ নাই বিলম্ব করিয়া।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—নহে আজি সিন্ধু-জলে স্নান,
যাদবের শোণিত-সাগরে
ডুবিব এখনি আমি।
(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—হের ওই,
যাদবমণ্ডলী আসে তব পাশে,
মদমত্ত গজগণ যেন
আসি'ছে অরণ্য দলি' টলমল দেহে।

মদোন্মত্ত-বেশে সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা,
প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব ও অন্যান্য
যদুগণের প্রবেশ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—এ সবে লইয়া, কৃষ্ণ, রহ তুমি হেথা,
দেখি গিয়া আমি
কিসের তুমুল শব্দ উঠিল সহসা।
[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—এস এস, বীরগণ!
প্রভাস-উৎসবে মাতিয়াছ সবে,
এক অঙ্গ এখনো যে বাকী।—
নিজ নিজ বীরত্ব-কাহিনী
বর্ণিতে হইবে আজি হেথা,
সেই অঙ্গ করহ পূরণ।
কহ, হে সাত্যকি!
কিরূপে দলিলে বলে কুরু-সৈন্যগণে?

সাত্যকি।—পাণ্ডবের পক্ষে থাকি'
যেরূপে দলিনু আমি কুরু-সৈন্যগণ,
জান তুমি সে ঘটনা।
বজ্র যথা পড়ে তেজে,
সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র মোর
পড়িল কৌরব-শিরে;
মরিল অসংখ্য বীর আমার প্রতাপে।
কহ, কৃষ্ণ!
মোর সম বীর কে বা ভুবন-মাঝারে?

কৃতবর্ম্মা।—দেখাইলে ভাল বীরপণা—
ও সাত্যকি শিনিপুত্র!
বীর বলি' বীর—মহাবীর তুমি!
নহিলে নিরস্ত্র ক্ষত আহত কাতর
ভূরিশ্রবা ভূপতিরে কি হেতু বধিলে
কলঙ্কিত খড়্গে তব?
সুস্পষ্টরূপে জানি আমি
বীর তুমি অসহায় দুর্ব্বলের পক্ষে!

কৃষ্ণ।—সত্য কি, সাত্যকি?

সাত্যকি।—ঘোর মিথ্যা কথা।

কৃষ্ণ।—না, সাত্যকি, মিথ্যা কথা নহে,
হয় কি স্মরণ—
ভূরিশ্রবা বীর যবে তব কেশে ধরি'
তুলিল দারুণ খড়্গ কাটিতে তোমারে
ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে?
হয় কি স্মরণ—

সে কালে অর্জ্জুনে আমি কহিলাম ডাকি'
সাত্যকিরে বাঁচাও, অর্জ্জুন ?
হয় কি স্মরণ—
অবিলম্বে ধনঞ্জয় খরতর শরে
ভূরিশ্রবা ভূপালের খড়্গধরা কর কাটিয়া,
অপর কর করিল ছেদন ?
তা'র পর হয় কি স্মরণ—
ছিন্নহস্ত ভূরিশ্রবা অসহায় বীরে
বধিলে নিজের খড়্গে তুমি ?

ত্যকি।—না চাই শুনিতে তব কথা,
অবীরের বৃথা বাক্য বীর নাহি শুনে।
নিজ দোষ ঢাক' আগে,
পরদোষ উদ্ঘোষিও পরে।
ছল করি', কপট লম্পট,
অর্জ্জুনে ভুলা'য়ে ল'য়ে
যদি না বঞ্চিতে নিশি অন্য ঠাঁই তুমি,
তবে কি মরিত কভু
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু নিদ্রিত দশায়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডির সনে
অশ্বত্থামা পাতকীর করে ?
নিজে মহাপাপী হ'য়ে
পর-পাপ গাহ কোন্ মুখে ?
ধিক্ থাক্ তোমা,
তুমি কাপুরুষ স্বার্থপর নীচ !

তবর্ম্মা।—ধিক্ তোরে, পাতকী সাত্যকি !
কোন্ পাপ-মুখে তুই
গালি দিলি যদুকুলনাথে ?
রে অধর্ম্মী কাপুরুষ,
বিশ্ব যাঁরে পূজা করে,
জীবগণ যশ গায় যাঁর,
তোর জিহ্বা তাঁর নিন্দা করে !
এখনি এ পাপ জিহ্বা সনে
পাঠাইব তোরে যমালয়ে,
যা' নরকে, রে নারকী !

(অসি নিষ্কোষকরণ)

সাত্যকি।—কি বলিলি, কৃতবর্ম্মা !
আমি পাতকী নারকী ?
তুই বুঝি স্বর্গের দেবতা ?
জানিস,
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুনাশে
দোষী তুই অশ্বত্থামা সনে।
ওরে কাপুরুষ ! বল্ দেখি তবে
কে নারকী ? কে বা মহাপাপী ?

কৃতবর্ম্মা।—নাকে কানে দিয়া খৎ
দূর হ' রে গোবিন্দ-নিন্দক !

সাত্যকি।—আর না চাই শুনিতে তোর কথা,
এই দেখ্ কাটি মাথা,
দেখুক সকলে।

(খড়্গাঘাতে কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদন)

(সকলের হাহাকার শব্দ)

প্রদ্যুম্ন।—(কৃতবর্ম্মার ছিন্নমুণ্ড লইয়া)—
হের হের, যদুবীরগণ !
কি কুকাজ করিল সাত্যকি।
কেহ কি হে নাহি হেথা
কৃতবর্ম্মা বীরের স্বজন
করিতে নিধন পাপী সাত্যকিরে ?

সারণ।—বধ বধ সাত্যকিরে—
বধ বধ যদুকুল-কলঙ্কী দুর্জ্জনে।

কৃষ্ণ।—পুত্রগণ রুষিল সহসা,
উচিত না হয় মোর হেথা অবস্থান।

[প্রস্থান।

সারণ।—আয়, রে সাত্যকি দুরাচার !
করিব সংহার তোরে।

সাত্যকি।—কৃষ্ণপুত্র বলি'
তোরে না করিব ক্ষমা।
আয় তবে।

(উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সাত্যকির
খড়্গাঘাতে সারণের মৃত্যু)

প্রদ্যুম্ন।—আরে আরে দুরাত্মা পাতকী !

ভ্রাতারে আমার করিলি সংহার,
নাহি রে নিস্তার আর তোর।

শাম্ব।—কাট, দাদা, পাপাত্মার মাথা,
ঘুচুক হৃদয়-ব্যথা মোর।

[সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

চল চল, বীরগণ!
সাত্যকি-নিধন হেরি গিয়া।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[মার মার—কাট কাট শব্দে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থের অপর ভাগ।

বেগে বলরামের প্রবেশ।

বল।—মহাবল দাবানল যথা
ভস্ম করে শত শত বন,
আজি রে তেমন যাদবের কুলে।
না মানে বারণ,
না করে শ্রবণ,
সুরাপানে মত্ত যদুগণ,
ভৈরব হুঙ্কারে
কাটাকাটি করে নিজে নিজে,
আত্মপর নাহি মানে,
মৈরেয়-বিভ্রান্ত প্রাণে
বাণে বাণে ছাইল গগন,
এ কি রে ভীষণ মহারণ!
শত শত—লক্ষ লক্ষ শির
ধড় ছাড়ি' লুটায় ভূতলে,
তারাগণ খসে যেন আকাশ হইতে।
এ কি, হায়, হৈল আচম্বিতে,
নারি নিবারিতে,
কি করি উপায় এবে আর!

(নেপথ্যে কোলাহল)

অহো কি হুঙ্কার! কাতর চীৎকার!
"মার মার—কর্ রে সংহার'
শব্দ অনিবার শুনি শুধু কানে!
বুঝি এত দিনে গেল যদুকুল!
ও কি ও কি,
মোর পুত্র, ভ্রাতৃপুত্রগণ
করে ঘোর রণ আপনা আপনি!
যাই যাই, থামাই থামাই,
ক্ষান্ত হও, পুত্রগণ!
ছাড় রণ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ রে!
কি করিলি—কি করিলি, ভাই!
আয় আয়, নিবারিতে যাই,
নাহি পারি আর
এ ব্যাপার—এ সংহার করিতে দর্শন।

কৃষ্ণ।—অনিবার্য্য নিয়তির গতি,
কিবা সাধ্য কা'র করে নিবারণ?
কালপূর্ণ হইল সবার,
রক্ষা নাহি আর কোনমতে।
কাজ নাই,
চল, দাদা, যাই অন্য ঠাঁই।

বল।—হায় হায়, মৃত্যু মোর নাই;
কোথায় বা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—যদুগণের শিবির।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন।—আরে আরে দুরাচার,
আর তোর নাহিকো নিস্তার;
কৃষ্ণসুত প্রদ্যুম্নের তেজ

বিশ্বনাশ করিবারে পারে;
তুই তো সামান্য কীট!
সাত্যকি।—সুরাপানে মহাতেজা আমি,
রক্তপান করিব এখনি তোর।
প্রদ্যুম্ন।—রক্তপান করিবি আমার!
উৎকট বাসনা!
কর্, মূঢ়, রক্তপান!

(খড়্গাঘাতে সাত্যকির শিরশ্ছেদন)

বেগে শাম্ব ও অন্যান্য যদুগণের প্রবেশ।

শাম্ব।—(উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে)—
আরে আরে পাপিষ্ঠ সাত্যকি!
অগ্রজ প্রদ্যুম্ন বীরে করিলি বিনাশ!
তোর সর্ব্বনাশ এখনি করিব আমি।

(খড়্গোত্তোলন)

প্রদ্যুম্ন।—আরে শাম্ব, ক্ষান্ত হ' রে,
আমি যে প্রদ্যুম্ন দাদা তোর;
নহি রে সাত্যকি,
হের এই সাত্যকিরে করিনু নিধন।
শাম্ব।—আরে আরে দুষ্ট সুরাপায়ী!
আমি কি উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত এত?
বুঝি নি কি ছলা তোর?
ভ্রাতৃঘাতী, কোথায় পালা'বি?
(অন্যান্য যদুগণের প্রতি)—
ঘেরো সবে পিশাচেরে,
পালাইতে নাহি দিও পথ,
মার অস্ত্র চোটে চোটে,
কোটি-কাটে মরুক্ পাতকী।

(প্রদ্যুম্নের সহিত শাম্ব প্রভৃতি
যদুগণের যুদ্ধ)

প্রদ্যুম্ন।—(অত্যন্ত আহত হইয়া)—
মরি আমি, ক্ষতি নাহি তায়,
কিন্তু, যদুগণ,
শাম্বেরে বাঁচা'য়ো বিধিমতে;
আজি মহাকাল দিন,
বিধাতার সংহারিণী লীলা,
নহিলে উদ্‌ভ্রান্ত মত অজ্ঞান হইয়া
এ অনর্থ আত্মনাশ কেন বা ঘটিবে!
শাম্ব রে মরিনু আমি,—শা—ম্ব!

(মৃত্যু)

শাম্ব।—হায় হায়, এ কি রে হইল!
সাত্যকি ভাবিয়া
অগ্রজে বধিনু আমি, ওহো!
আমি কি বধিনু?—না।
কে বধিল দাদারে আমার?—যদুগণ।
আরে আরে শত্রুচয়,
আমারি সম্মুখে
কি সাহসে—কৈলি হেন কাজ?
আয় আয়,
দুষ্কর্ম্মের দিব প্রতিফল।

(শাম্বের সহিত অন্যান্য যদুগণের যুদ্ধ ও
পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত)

নেপথ্যে।—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

বেগে বলরামের প্রবেশ।

বল।—হায় হায়, এ কি রে ঘটিল,
হরিষে বিষাদ আচম্বিতে,
শুভ-আশে আসিয়া প্রভাসে
অশুভ ঘটিল!
চারি ধারে হত যদুগণ,
হাহাকার, কাতর চীৎকার,
প্রতি পলে মরে শত শত,
ছুটি'ছে শোণিত-স্রোত
ভাসাইয়া মৃত দেহরাশি!
ও কি,
সিন্ধুনীর রক্তিম-বরণ!
দ্বিপ্রহরে সূর্য্যাস্ত হ'ল কি?
না না,
যদুবীরদের রক্তস্রোত মিশি'

নীল জল করিল লোহিত!
হা বিধাতা!
এ কি তব প্রাণান্তক জীবনাশী লীলা!
হায় হায়,
এ ভীষণ দৃশ্য আর না পারি হেরিতে,
পবিত্র প্রভাস আজ প্রলয়-শ্মশান!
আত্মীয়-স্বজন-শূন্য হ'য়ে
কি কাজ এ ছার প্রাণে মোর?
আর না ফিরিব দ্বারকায়,
ত্যজি কায় অচিরায়
প্রভাসের তীরে
জীবন-বিয়োগ মহাযোগাবলম্বনে।
কৃষ্ণ রে,
যা' বলিলি, তা' করিলি, ভাই!
কিন্তু মোর শেষ আশা এই—
যোগে দেহত্যাগ-কালে
এক বার দেখা দিস্ মোরে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—যাদব-শিবিরের অপরাংশ।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতক্ষণে,
অমরের বাসনা পূরিল,
লাঘব হইল পৃথ্বীভার;
এ যুগের লীলা শেষ মোর,
যদুবংশ-ধ্বংস পূর্ণরূপে।

দারুকের প্রবেশ।

দারুক। করহ এক কাজ—
বজ্র মোর প্রিয় পৌত্র,
রাখিয়াছি তাহারে গোপনে;
যদুকুলে শেষ মাত্র সেই,
তা'রে ল'য়ে যাও হস্তিনায়।
ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরে
বলিয়া করিও রাজা
মথুরায় বালক বজ্রেরে।
আর এক কথা—
প্রিয়তম সখা মোর বীরেন্দ্র অর্জ্জুন,
যদুবংশ-ধ্বংস-বার্ত্তা কহিয়া তাঁহারে
অবিলম্বে আন' হেথা।
না ধরিব দেহ আমি আর,
ব্রহ্মবাণী পালিব অচিরে।
বলিও অর্জ্জুন মহাবীরে
আমাদের মৃতদেহ করিতে সংকার।

দারুক।—দয়াময়!
যা' হ'বার হইল আজি গো;
পূত-তনু না ত্যজিও তুমি,
কিঙ্করের এই নিবেদন।

কৃষ্ণ।—সারথি,
ব্রহ্মবাক্য, অমরেচ্ছা নারিব হেলিতে,
জগতে হইবে মোর কলঙ্ক রটনা।
আমা হেন জনে যদি, সূত!
ব্রহ্মবাণী, দেব-ইচ্ছা না করে পালন,
তা' হ'লে কি সাধারণ জনে
সত্যপথে চলিবে কখনো?
ধর্ম্মলোপ হইবে ধরায়,
দেবপূজা না রহিবে আর,
গো-ব্রাহ্মণ-হিত-হেতু কেহ
অগ্রসর নাহি হ'বে।
এই সে কারণে
যদুবংশ-ধ্বংস হৈল আজ,
অবিলম্বে আমিও ত্যজিব নরদেহ।
অচিরায় রথে চড়ি' যাও হস্তিনায়,
আমিও বারেক দ্বারকায়
যা'ব এবে জনক-জননী-দরশনে।
অন্তিম প্রণাম করি' দোঁহে
প্রভাসে আসিব পুনরায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

যোগাসনে মুদ্রিতনেত্রে বলরাম উপবিষ্ট
ও তদীয় মস্তকোপরি ফণা বিস্তার
করিয়া পশ্চাদ্ভাগে সর্পরাজ
অনন্ত অবস্থিত।

সমুদ্রগর্ভ হইতে অনন্তপত্নীগণের উত্থান।

অনন্তপত্নীগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে, গীত)

একটি স্বপনে সবে জাগিয়ে এসেছি আজ।
পাতাল আলয়ে চল, ধরাধর অহিরাজ॥
শ্বেতকায় পরিহরি'
আপন শরীর ধরি'
প্রসারি' হাজার ফণা,
চল শূন্য-পুরী-মাঝ॥
তব তরে মন-ভোলা
গেঁথেছি হাজার মালা,
শেষ করি' মর্ত্তালীলা,
এস, শেষ, সঙ্গে;—
পায়ে ব্যথা লাগে পাছে,
পথে ফুল পাতা আছে,
বিলম্বে শুকা'বে ফুল,
নাথ হে, কর না ব্যাজ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—যোগ ছাড়ি' উঠ দাদা,
বারেক মিলহ অক্ষিযোড়,
আইলাম পাদপদ্ম দরশন তরে।

বল।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—
এস, ভাই,
একবার আঁখি ভরি' হেরিব তোমারে।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
হে ব্রহ্মাণ্ডপতি!
ছিন্ন করিয়াছ মায়া-পাশ,
দিব্য চক্ষুযোগে এবে আমি
দেখিব তোমারে একবার।—
তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, অনন্ত, অনাদি,
সৃষ্টিস্থিতিসংহারক তুমি;
লীলাময়! অপূর্ব্ব তোমার লীলা।
অগ্রজ করিয়া মোরে
ভক্তবাঞ্ছা করিলে পূরণ।
নারায়ণ, যুগে যুগে হই যেন তব সহচর,
শ্রীচরণে এই নিবেদন।

কৃষ্ণ।—পূর্ণ হ'বে তব মনস্কাম।
হে অনন্ত! পরম সহায় তুমি মোর,
তেঁই সে হইলে বলরাম দ্বাপরে।
তব পত্নীগণ
দাঁড়াইয়া চারি ধারে কৃতাঞ্জলিপুটে,
এ সবার সনে
সিন্ধুগর্ভে প্রবেশিয়া যাও নিজ ধাম।
প্রলয়-সময় আবার ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মাঝে
শয়ন করিব তব কোলে;
তুমি আমি ভিন্ন নহি
কি স্বদেহে কিবা নরদেহে।

বল।—দাঁড়াও সম্মুখে, নারায়ণ,
দেখিতে দেখিতে তব রাতুল চরণ
দেহ বিসর্জ্জন করি, হরি!

(যোগাসনে উপবেশন, ভূতলে পতিত
হইয়া দেহত্যাগ ও দেহ হইতে
লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

কৃষ্ণ।—যাও, গো অনন্তপত্নীগণ,
স্বধামে স্বামীর সনে পাতালপ্রদেশে।

অনন্তের এক জন পত্নী।—
দয়াময়!
আমা সবাকার মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যিনি,
রেবতী নামেতে তিনি আসিয়া ভূতলে
হইলা মানবী পত্নী জ্যেষ্ঠের তোমার;
নহি মোরা নারী, হরি!
মানুষী সপত্নী-দ্বেষ নাহি আমাদের,
তেঁই মোরা তাঁ'রে ছাড়ি'

নারিব থাকিতে, দেব, পাতাল ভিতরে ;
অনন্তও হ'বেন কাতর
দারুণ বিরহে তাঁ'র সে আঁধার-দেশে।

কৃষ্ণ।—নাহি চিন্তা, নাগকন্যাগণ,
অচিরে রেবতী দেবী
নারী-মূর্ত্তি পরিহরি' যা'বেন পাতালে।
যাও সবে এবে নিজ দেশে।

[অনন্তপত্নীগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ-অবতার-লীলা
অর্দ্ধভাগ শেষ হৈল এবে ;
অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ
সপ্তাহ ভিতরে হ'বে শেষ।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—বসুদেবের গৃহ।

বসুদেব ও দেবকী।

দেবকী।—হেরিলাম দারুণ স্বপন,
ভয়ে ভীত মন অনুক্ষণ।—
প্রভাসে ঘটিল যেন ভীষণ প্রলয়,
যদুকুল-ক্ষয় একেবারে।
কৃষ্ণ বলরাম
ছাড়িয়াছে এ ধরণীধাম,
পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন
দেহ বিসর্জ্জন
করিয়াছে কালের কবলে!
কেন হেন অশুভ স্বপন?

বসু।—নিদারুণ উৎপাতের রোষে
উৎপীড়িত দ্বারকানগরী,
অনুক্ষণ ভাব' তুমি মনে—
এই সব অলক্ষণ, দেবি!
এই সে কারণে
হেরিলে নিদ্রায় তুমি অশুভ স্বপন।
চল যাই,
দোঁহে মিলি' বিষ্ণুর মন্দিরে
করি গিয়া স্বস্ত্যয়ন তুলসীর দলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রুক্মিণীর গৃহ।

রুক্মিণী।

রুক্মিণী।—বহিশ্চক্ষে এ দ্বারকাপুরে
দিনে দিনে—পলে পলে
দুর্ঘটনা হেরি অবিরাম ;
মনশ্চক্ষে একি পুন দেখি—
প্রভাসেও দারুণ ঘটনা!
প্রভাস ছাড়িয়া
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেন ঘটিল প্রলয়!
এ কি মোর চিন্তার বিভ্রম?
কা'র কাছে যাই, কা'রেই বা পাই,
কা'রে বা সুধাই হেতু এর?
অস্থির হইনু অতি,
জীবনের বায়ুময়ী গতি
থামি'ছে সহসা যেন স্তম্ভিত হইয়া ;
যেন হারাইয়া গেল মোর প্রাণঢাকা ধন,
কেন আজ সহসা এমন অলক্ষণ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

এ কি, নাথ!
আচম্বিতে আইলে হেথায় ;
মহামহোৎসবে গিয়াছিলে সবে,
একাকী নীরবে
কি ভেবে আসিলে, ভাবাধার?
যাই হোক, আছ তো হে ভাল?
নিজের মঙ্গল কহ মোরে,
আর সবে আছে তো কুশলে?

গ্রহ-শান্তি হ'ল তো প্রভাসে ?
মনোবাঞ্ছা হ'ল তো সকল ?

কৃষ্ণ।—প্রায় মোর মনোবাঞ্ছা হ'য়েছে সফল,
অল্প অবশিষ্ট এবে, সতি !

রুক্মিণী।—কি সে অবশিষ্ট, নাথ ?

কৃষ্ণ।—উভয়ের বৈকুণ্ঠগমন।

রুক্মিণী।—কে উভয় ?

কৃষ্ণ।—তুমি—আমি।

রুক্মিণী।—এ কি কহ, প্রাণেশ্বর ?
নারী আমি নারিনু বুঝিতে।

কৃষ্ণ।—সর্ব্বজ্ঞানাধারা তুমি,
অজ্ঞান হইলে কেন আজ ?
মায়াময়ি, মায়া-খেলা কর পরিহার,
ছাড়ি' ধরা চল ত্বরা গোলোকভুবনে ;
তোমার বিহনে
আলোকে আঁধার তথা, দেবি !
দেবগণ করে অনুরোধ,
নাহি দিও রোধ, সুবোধিনি !
বৈকুণ্ঠের আঁধার রজনী
ঘুচাইতে হইবে অচিরে ছাড়ি' পৃথিবীরে।
কৃষ্ণ-লীলা সাঙ্গ এবে মোর।

রুক্মিণী।—সে কি, নাথ !
কেন হেন বিপরীত ভাব ?
কিসের অভাব ধরাধামে ?
পুত্রপৌত্রগণে ল'য়ে
আছি আমি বড় সুখে হেথা,
কি কাজ বৈকুণ্ঠে মোর, বৈকুণ্ঠবিহারী ?
পৃথিবীবিহারী হ'য়ে থাক',
ধরারে বৈকুণ্ঠ কর, নাথ !
মানবী মায়ায় আছি ভাল,
মানব-স্নেহের ডোরে বাঁধা
অন্তর আমার নিরন্তর ;
অন্তরে বৈকুণ্ঠপুরে যেতে নাহি সাধ।

কৃষ্ণ।—প্রাণেশ্বরি !
পুত্রপৌত্রস্নেহ আর বৃথা,
ঘটিয়াছে প্রভাসের কূলে
যদুকুলে দারুণ ঘটনা,—
যদুবংশধ্বংস একেবারে।

রুক্মিণী।—দয়াময় নাম ধর,
অদয়ার কথা কেন কহ এ দাসীরে ?

কৃষ্ণ।—দুর্ব্বাসার কোপ করিয়াছে লোপ যদুকুল,
কি করিব আমি, প্রিয়ে ?
নাহি হৈল অমঙ্গল নাশ,
প্রাণনাশ হৈল সবাকার !
ইচ্ছা বিধাতার কে পারে বারিতে ?
বজ্র বই কেহ নাই যাদবের কুলে।

রুক্মিণী।—হায় হায়,
কি শুনিনু কানে, নাহি পুত্রগণ !

(মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—উঠ উঠ, রাজপুত্রি !

রুক্মিণী।—বাজে প্রাণে পুত্রশোক-বাণ।
এত পুত্র-পৌত্র মোর মরিল অকালে !
হায় হায়, এ কি হ'ল,
কেমনে সহিব হেন শোক,
বুকে বজ্র পড়িল সহসা,
কি দুর্দ্দশা করিল দুর্ব্বাসা !
বড়ই নিষ্ঠুর সেই ঋষি,
রিষ তা'র আমারি উপরে চিরকাল ;
একবার বৃথা শাপ দিয়া
বহুকাল তরে
সিন্ধুগর্ভে ভুঞ্জাইল মোরে মহাদুখ
তোমাধনে হারা করি', হরি !
তবু না মিটিল তা'র নিদারুণ সাধ,
অবাধে সাধিল পুন বাদ
পুত্রপৌত্রহীনা করি' মোরে !
হায় হায়, একবার ডুবাইল লবণ-সিন্ধুতে,
তা'র চেয়ে
এই বার শোকের সমুদ্রে ডুবাইল !
অদৃষ্টে এতও ছিল মোর,
দুঃখ-নিশি নাহি হ'বে ভোর কোন কালে !
নির্জ্জীব পাষাণ হ'য়ে কেন না জন্মিনু,
দুঃখ, শোক, প্রাণের যন্ত্রণা,

হৃদয়-বেদনা না রহিত!
কিবা সুখ জীবের জীবনে?
আজীবন যন্ত্রণার জালা!
কোথা মোর মৃত পুত্রগণ,
দেখাও আমারে, প্রাণেশ্বর!
সে সবারে কোলে করি'
প্রভাস-সমুদ্র-জলে ত্যজিব জীবন!

কৃষ্ণ।—মানবী মায়ায় কেন আপনায়
আকুল করি'ছ, মহামায়া?
ব্রহ্মশাপচ্ছলে
পুত্রপৌত্রগণ এবে ইহলোক ছাড়ি'
উপনীত বৈকুণ্ঠভুবনে।
কেন কাঁদ' তা' সবার তরে?
সাত দিন পরে
প্রভাসের তীরে করিও গমন;
গোলোকযাত্রার সেই দিন।
ইহলোকে তোমায় আমায়
এই দেখা—শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

রুক্মিণী।—দাঁড়াও—দাঁড়াও, নাথ!
আছে এক নিবেদন রাঙা পায়।

নেপথ্যে কৃষ্ণ।—আর নয়,
বৈকুণ্ঠে হইবে দোঁহে দেখা।

রুক্মিণী।—হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা!

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়।

বসুদেব ও দেবকীর প্রবেশ।

বসু।—পূজি নারায়ণে দোঁহে মিলি'।

(উভয়ের নারায়ণ-পূজার উদ্যোগ, এমন সময়ে সহসা বজ্রপাতশব্দে দেবমূর্ত্তির দ্বিধা হইয়া ভূতলে পতন)

দেবকী।—হায় হায়, এ কি দুর্ঘটনা,
আচম্বিতে ভাঙিল মুরতি!
কি দুর্গতি ঘটিবে না জানি
এ পোড়া অদৃষ্টে মোর আজ!
কেন হেন দৈব-বিড়ম্বনা?
কেন অমঙ্গল-শান্তিকালে
ঘটিল দ্বিগুণ অমঙ্গল?

বসু।—স্তম্ভিত হইনু আমি,
কি বলিয়া বুঝাই তোমারে,
বোধ হয়,
তোমার অশুভ স্বপ্ন সফল বা হয়!
দেবমূর্ত্তি ভাঙিল সহসা,
নাহিক ভরসা আশা মোর,
কি ঘোর ঘটনা ঘটে ভালে!

দেবকী।—হায় হায়, কি বা করি,
না দেখি উপায় আর!
কোথা কৃষ্ণ, দে রে দেখা,
আকুল হইল তোর কাতরা জননী,
হারাই—হারাই যেন কি রে।
আয় ফিরে, যাদুমণি,
প্রভাস-প্রবাসে কাজ নাই,
মনে বাড়ে ভয়;
চল, স্বামী, উভয়ে প্রভাসে যাই ত্বরা।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

আয়, বাপ, আয় আয়,
বড়ই আকুল তোর তরে,
আয় কোলে বাছা রে আমার!
আছিস্ তো ভাল, বাছা,
যদুগণ ভাল তো সকলে?

কৃষ্ণ।—মা! দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে
যদুবংশ-ধ্বংস হৈল প্রভাসের তীরে!

দেবকী।—কি কহিলি, কৃষ্ণ রে!
তাই কি ভাঙিল দেবমূর্ত্তি!
সত্য কি হইল মোর অশুভ স্বপন!
হায় হায়, যদুকুল-ধ্বংস-কথা কোটি বজ্র সম
পড়িল প্রাণের শিরে!

দুশ্চিন্তার হ'ল পরিণাম,
যায় প্রাণ!
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল!

(মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—উঠ উঠ, মা জননি!
কেন লুঠ' কঠিন মাটীতে?
যা' হ'বার হয় তা'ই,
কা'র সাধ্য পারে নিবারিতে?
ধর পিতা, মাতারে আমার,
যাই আমি বারি আনিবারে
মূর্চ্ছা ভাঙিবারে।

বসু।—কৃষ্ণ রে! কি কাজ বারিতে আর,
মূর্চ্ছা ভাঙিবার নাহি প্রয়োজন,
মৃত্যুই মঙ্গল দেবকীর!
আমিও এ ছার প্রাণ না রাখিব আর;
বৃদ্ধ বয়সের শোক বড়ই কঠিন,
বড়ই অসহ্য, বাছাধন!

কৃষ্ণ।—নিয়তির গতি, পিতা, না হয় লঙ্ঘন,
সকলই জান তুমি,
কি বা লাভ করিলে বিলাপ?
যোগ তপস্যায় দেহ মন,
হইবে মঙ্গল।
চল যাই মূর্চ্ছিতা মাতারে ল'য়ে গৃহে।

[মূর্চ্ছিতা দেবকীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

কৃষ্ণ।

—সৃজন পালন লয়
এই তিন কার্য্যে আমি বাঁধা;
এই তিন কার্য্য হেতু তিন মূর্ত্তি ধরি,
এই তিন ছাড়া নাহি জানি,
এই তিন কার্য্য ছাড়া নাহি অন্য কাজ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মোর।
করিনু সৃজন যদুগণে,
করিনু পালন কিছু কাল,
করিনু বিনাশ পুনর্ব্বার।
এ যুগের লীলা শেষ হৈল এত দিনে;
কার্য্যের শৃঙ্খলে প্রয়োজন হ'লে
পুন ধরাতলে হ'ব অবতার।
বৎসে বসুমতি!
করিনু লাঘব তব ভার,
করি' দৈত্যাসুর-মানব-সংহার;
কিছুকাল রহ শান্তিসুখে।
দেবগণ!
তোমা' সবাকার ইচ্ছা করিনু পূরণ,
যা'ব এবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
তোমাদের সনে করিব সেখানে দেখা।
বসি এই অশ্বত্থের মূলে;
এ যুগের বিশ্রাম হেথায়।
কংসাসুরে বধি'
লভিনু বিশ্রাম মথুরায় যমুনার তটে,
যদুবংশ-ধ্বংস করি'
যুগের বিশ্রাম প্রভাসের তটে অশ্বত্থের মূলে;

(উত্তরীয় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া ও অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া উপবেশন)

দূরে জরা ব্যাধের প্রবেশ।

জরা।—দিন্‌টে আজ মিথ্যে গেলো,
সারাদিন বনে বনে
ঘুরেও কিছু হোলো না;
ভাগ্যে না থাকলে কিছুই মেলে না;
তা' যা' হোক্‌,
এখন্ অম্নি অম্নি কি ফির্‌বো?
উঁহুঁ—তা' হ'বে না।
মাগী যে ঠ্যাঁটা.

মার্‌বে ঝাঁটা,
তা' আমার প্রাণে স'বে না।
তবে কি করি?
কেন?—এইখানে ঘুরি,
হয় তো, আরো দু' দশ খান নোঙা পা'বো,
তীরের ফলা বানা'বো;
যা' পাই, তাই লাভ,
তবু খালি হাতে ফির্‌বো না।
আমার মেছো সাঙাত্
এইখানেই ত মাছ ধোরে
তা'র পেট চিরে
আমার এই তীরের ফলার
নোঙাখানা পেয়েছিলো,
তবে আমিও কেন পা'বো না?
এই পেভাস্ ঘাটে
মাছের পেটে যেকালে নোঙা মেলে,
সেকালে ঘাটেও আছে,
দেখি বালি ঠেলে।

(গমনোদ্যোগ)

এ কি,
ওই না একটা হরিণ শুয়ে
অশ্বত্থগাছের গোড়ায় নুয়ে?
তাই তো বটে,
ওই যে রাঙা রাঙা দু'টো কান;
তবে কানেই মারি এই নোঙার বাণ।

(শরত্যাগ)

(কৃষ্ণের রক্তবর্ণ পদতলে শরবিদ্ধ হওন)

কৃষ্ণ।—(আচ্ছাদন-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া)—
ব্যাধ!—

জরা।—কি সর্ব্বনাশ?

কৃষ্ণ।—নাহি ভয়,
দৈবের ঘটনা কে পারে বারিতে?
ধৈর্য্য ধর চিতে, রে শিকারী!

জরা।—না জেনে, না চিনে,
বিঁধ্‌নু তীরে রাঙা পা দু'খানি;
মহাপাপী আমি,
এ পাপের নাই কো ওর,
নরক ঘোর ভাগ্যে আমার লেখা!

কৃষ্ণ।—পাপী নহ তুমি, ব্যাধ!
কি সাধ্য যমের
নরকে ডুবা'তে পারে তো'রে?

জরা।—কে তুমি, প্রভু?

কৃষ্ণ।—তব পিতৃঘাতী আমি,
ত্রেতাযুগে রাম নামে হৈনু অবতার।

জরা।—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

কৃষ্ণ।—রে আত্মবিস্মৃত!
ত্রেতাযুগে রাবণ-নিধন তরে
সাধের গোলোক ছাড়ি'
হ'য়েছিনু রাম অবতার।
কমলা আমার—সীতা অবতার সেই যুগে।
রাবণ হরিল সীতা দণ্ডকের বনে;
অনুজ লক্ষ্মণ সনে বনে বনে করিনু সন্ধান,
তবু নাহি পেনু কোথা সীতা।
অবশেষে ঋষ্যমূকে উপনীত হৈনু দুই ভাই
সেই ঠাঁই তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সনে
মিত্রতা-বন্ধনে হৈনু বাঁধা;
মিত্রের সাধিতে হিত
চোরা বাণে বিনাশিনু
তব পিতা বালী কপিরাজে।
বালীর তনয় তুমি,
নাম তব ত্রেতায় অঙ্গদ যুবরাজ।
চোরা বাণে পিতৃবধ হেরি'
বিষাদে রুষিলে মোর প্রতি,
কহিলে কাঁদিয়া—
'পিতারে আমার গোপনে সংহার
করিলে যেমতি তুমি, রাম!
তেমতি তোমারে পরযুগে
করিব গোপনে আমি বধ,
পিতৃবধ-রোষ তবে যা'বে।'
হেন তব পিতৃভক্তি হেরি'

বিষাদে হরিষ হৈল মোর,
অঙ্গীকৃত হৈনু তব আশা পুরাইতে।
অঙ্গদ! এত দিনে পূর্ণকাম তুমি।
জরা।—হায় হায়, কি করিনু—কি করিনু,
কেন হেন আশা করেছিনু!
দয়াময়, কে বা আর পাপী মোর সম?
ধিক্ মোরে! ধিক্ মোর পাপের আশায়!
কৃষ্ণ।—কেন কর আত্মগ্লানি? নহ পাপী তুমি।
ভক্তাধীন আমি চিরদিন,
ভক্ত বই কা'রো নই কভু,
ভক্ত মোর প্রভু,
ভক্তের কিঙ্কর আমি, জরা!
নন্দের বহিনু তাই বাধা,
যশোদা বাঁধিল তাই মোরে,
রাধা ধরাইল রাঙ্গা পায়,
অর্জ্জুনের হইনু সারথি,
রাজসূয়-যজ্ঞ-সভাতলে
ভক্ত-বিপ্রগণ-পদ ধুইনু আপনি,
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিনু—
তা'র দত্ত শাক-কণে
তৃপ্ত হ'য়ে তৃপ্ত কৈনু অনন্ত জগৎ;
বিদুরের খুদ তৃপ্ত করিল আমারে,
প্রহ্লাদের বিষ-অন্ন খেনু কর পাতি'
বাঁচা'তে তাহারে।
ব্যাধ!
ভক্তিভরা রোষে তুমি তুষিলে আমারে,
তেঁই তব লৌহ-শরে বিদ্ধ হৈনু আমি,
তেঁই আজ ত্যজিব জীবন।
ভক্ত যাহা চায়, তাই পায় আমার গোচর।
ভক্তিই আমার প্রাণ,
ভক্তিই আমার স্থিতি,
ভক্তিই আমার অন্তর্ধান;
শুধু ভক্তিবশে
ঈশ্বর বলিয়া আমি মোর বিশ্বমাঝে
পরিচিত যুগে যুগে;
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি,
কিন্তু আমি ভক্তের কনিষ্ঠ,
কলের পুতুলী সম
ভক্ত-করে ভক্তি-ডোরে খেলি;
কেন তবে ভাব ভয়
ঐশ্বরিক খেলা হেরি' মোর?
নহ পাপী, কেন তাপী তবে?
ভক্ত-বাঞ্ছা করিনু পূরণ,
তা'সহ দ্বাপরী লীলা করিলাম শেষ।
বৈকুণ্ঠে যাইব আমি এবে
দৈব রথে করি' আরোহণ।
জরা।—এ অধম—
কৃষ্ণ।—না, না, জরা!
অধম নহ রে তুমি,
প্রকৃত ভকত যেই, অধম যদ্যপি সেই,
তা' হ'লে অস্তিত্ব মোর কোথা?
ভক্তের ভক্তিই আমি,
ভক্তের ভক্তিই মোর প্রাণ,
ভক্ত আগে, আমি পিছে,
ভক্ত আগে স্বর্গে যায়,
আমি তা'র ভক্তি-ডোর ধরি'
পিছে যাই স্বর্গপুরে।

(ঊর্দ্ধে বাদ্যধ্বনি)

শোনো ওই,—দৈব বাদ্য বাজে—
মুরজ মুরলী বীণা মৃদঙ্গ পণব,
জয় জয় রব দেব-গলে;
হের ওই,—পুষ্পবৃষ্টি হয়,
বায়ুভরে ভরিল সৌরভ,
আনন্দ-উৎসব শূন্য-কোলে;
হের ওই,—আসে দৈব রথ,
শূন্য পথ উজলি' আলোকে;
আদেশে আমার
নিজে চন্দ্র ও রথের চাকা,
বিরিঞ্চি যোজিলা হংসগণ,
আপনি সারথি মরুৎপতি।
অবিলম্বে স্নান করি' সমুদ্র-সলিলে

কুতূহলে চড়' ওই রথে ;
অবহেলে শূন্যপথে যাও স্বর্গধামে,
পূর্ণ তব মনোরথ।

(সমুদ্রজলে জরার অবগাহন
ও দৈব-মূর্ত্তি ধারণ)

জরা।—(দৈব-মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া
করযোড়ে)—
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
অনন্ত, অব্যয়, সৎ, চৈতন্য, চিন্ময়,
মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, ভৃগুরাম,
রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি, নরহরি,
জ্ঞান, ধ্যান, তপ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিরাট, ঈশ্বর,
তুমি এক, তুমি বহু, পরমপুরুষ।
জগৎ, জগতপ্রাণ তুমি,
তোমারি প্রসাদে, প্রভো।
আমি হেন পাপাচারী চলিনু গোলোকে।
(প্রণাম)

কৃষ্ণ।—যাও, জরা!
জরা, শোক, পার্থিব যন্ত্রণা,
মৃত্যুভয় আদি যথা নাই—
এ হেন বৈকুণ্ঠে মোর ত্বরা।
হের ওই,—ভূতলে নামিল দৈব রথ ;
করি' আরোহণ করহ গমন,
পুণ্যশীল! পুণ্যময় ধামে।

জরা।—হরিভক্তিময়ী হউক ধরণী।

জরার প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—দুর্ব্বাসার শাপ-সমুদ্ভূত
যদুবংশধ্বংসকারী লৌহের মুসল
প্রভাসে আনিল পুত্রগণ আমার আদেশে।
অক্ষয় মুসল ক্ষয় কভু হয়?
আজি ক্ষয় কৈল যদুকুল।
মুসল-ঘর্ষিত রেণুরাশি
শরবন উৎপাদিল তটে,
সেই শরগুচ্ছ বাঁধি'
আদেশিনু অস্ত্ররাজি পূজিবারে সবে,
সেই সব অস্ত্রাঘাতে
কাটাকাটি করিয়া মরিল যদুগণ ;
মুসলের অবশিষ্ট খণ্ড
ফেলিল কুমারগণ সমুদ্রের জলে,
খাদ্যভ্রমে গিলিল সে খণ্ড মীন ;
মৎস্যজীবী পাশে
সেই লৌহ লাভ কৈল জরা,
সেই লৌহফলাবদ্ধ শর
বিদ্ধ হৈল আমার চরণে।
ব্রহ্মবাণী করিনু পালন,
ভক্ত-বাঞ্ছা করিনু পূরণ,
পৃথিবীর ভার করিনু সংহার,
দেবের নিস্তার হৈল এবে ;
কৃষ্ণ-অবতার-লীলা এই সমাপন।

(ভূতলে শয়ন, দেহ হইতে লোহিত
জ্যোতিঃপ্রকাশ ও
দেহত্যাগ)

(মৃতদেহ হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে
বিষ্ণুর উত্থান)

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ
কুবের ও যম প্রভৃতি দেবগণের
প্রবেশ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— গীত।

(জয়) কালীয়গঞ্জন, সজ্জনরঞ্জন,
সঙ্কটভঞ্জন, দেব মুরারি!।
(জয়) দুঃখনিবারণ, বিষ্ণু নারায়ণ,
কংশবিদারণ, তারণকারী!॥
(জয়) ত্রিলোকপোষণ, গোলোকভূষণ,
কুলোকশাসন, প্রাণবিহারী!।
(জয়) দানবনাশন, মানবতোষণ,
দৈবতরক্ষণ, ভূভারহারী!॥

ব্রহ্মা।—নারায়ণ,
মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ,
চল এবে আপনার ধামে।
ইন্দ্র।—পারিজাত-হার গাঁথিয়া রেখেছি,
পরিবে চল, হে দয়াময়!
মহাদেব।—আমা সবাকার তরে
যুগে যুগে নানা অবতারে কত কষ্ট সহ, হরি!
সাক্ষী তা'র—
মস্তকে আমার সুরধুনী।
লোকে বলে,
শিবের সঙ্গীতে দ্রব হৈলা নারায়ণ,
তেঁই গঙ্গা জনমিলা শ্রীপদে তাঁহার;
কিন্তু তাহা নহে,
যুগে যুগে দৈত্যাসুরগণে
মহা শ্রমে দল হে চরণে,
তেঁই শ্রমজাত ঘর্ম্ম পাদপদ্মে তব
বিন্দু বিন্দু ধারাকারে লভিয়া জনম
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা নামে
পড়িল জটায় মোর;
ঢালিনু ভূতলে গঙ্গাবারি
উদ্ধারিতে মহাপাপিগণে,
বুঝাইতে জীবগণে
বড় দুঃখী জগতের পতি জগদীশ
জগৎ-জীবের তরে চিরদিন—চিরদিন।
নারদ।—মহেশ্বর,
তাই তো সকলে 'দয়াময়' ব'লে
ডাকে এই ভুবন-ঈশ্বরে।
যেই দুঃখী, সেই সুখী,
সুখী—সুখী নয়।
বিষ্ণু।—পরের সুখেই মোর সুখ,
পরদুঃখে দুঃখ পাই অতি।
নারদ।—জগতের সুখশান্তি করিলে স্থাপন,
চল এবে বৈকুণ্ঠভুবনে;
পক্ককেশজালে বৈকুণ্ঠের শূন্য সিংহাসন
ধূলিশূন্য আইনু করিয়া।
হে ভুবনস্বামী, চল এবে, বসিবে তাহায়।
বিষ্ণু।—নারদ, ভক্তিমূল্যে কিনিয়াছ মোরে।
ব্রহ্মা।—হের, হরি,
রথ ল'য়ে আসিছে গরুড়।

(শূন্য হইতে গরুড়বাহিত দৈব
রথের ভূতলে অবতরণ)

বিষ্ণু।—(রথারোহণ করিয়া)—
তোমরাও আইস সকলে
আমার গোলোকধামে।
দ্বাপরযুগের মহোৎসব
মিলি' সবে করিব সেথায়।

(শূন্যে রথসহ বিষ্ণুর অন্তর্ধান)
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—আরণ্য পথ।

অর্জ্জুন ও দারুক।

অর্জ্জুন।—দারুক!
ক্রমে যে আকুল মোর প্রাণ,
কোথা কৃষ্ণ প্রাণসখা?
কেন হেন হয়? কেন ভয় হারাই হারাই?
কি বা ব'লে দিয়ে
দিল পাঠাইয়ে তোমারে, সারথি?
বল না আবার?
ওহো!—দারুণ আঁধার!
শূন্য বিশ্ব আরো শূন্যময়!
দারুক!—দারুক!
কই কই পাণ্ডবের নাথ?
কই কই অর্জ্জুনের জীবনের হরি?
দারুক।—কি কহিব, প্রভুসখা!
উৎকণ্ঠায় নাহি সরে ভাষ,
হতাশ হইনু আমি আজ!
তোমারে আনিতে যাইবার কালে
কাতর-অন্তর ছিনু বটে,

কিন্তু আমি হই নি হতাশ,
হেন ত্রাস হয় নি আমার।
কোথা প্রভু!—প্রভু!
কই, সাড়া নাহি পাই।

অর্জ্জুন।—আমি ডাকি,—সখা!—সখা!
কই আমিও যে সাড়া নাহি পাই,
প্রতিধ্বনি শুধু সাড়া দেয়।
চল চল, অন্য দিকে করি অন্বেষণ।

(গমনোদ্যোগ)

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এ কি—এ কি হেরি, হে দারুক!
প্রভাসের চারি ধারে
কাতারে কাতারে মৃত কায়!
হায় হায়, কে বধিল যদুবীরগণে?
অসংখ্য অসংখ্য ছিন্ন মাথা
হেথা সেথা লুটায় ভূতলে!
আমার সখার বংশ
ধ্বংস কৈল কোন্ দুরাত্মারা?
অর্জ্জুনের বিশ্বজয়ী নাম—
অর্জ্জুনের মহাধনুর্ব্বাণ
পড়ে নি তা'দের মনে?
বল মোরে, বিলম্ব না সয়,
অবিলম্বে সুনিশ্চয় বধিব সে সবে—
নাহি র'বে ভবে কভু কৃষ্ণকুল-অরি।

দারুক।—(স্বগত)—হায় হায়,
কি বলিয়া বুঝা'ব অর্জ্জুনে!
বলি নি সকল খুলি';
কি বলিব শোকক্লিষ্ট অধীর পার্থেরে?

অর্জ্জুন।—কি হেতু নীরব তুমি,
অকস্মাৎ কেন অধোমুখে?
আমি এ রহস্য ভেদ করিবারে নারি,
বল মোরে ত্বরা করি'
এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড কেন সংঘটিত?

দারুক।—বীরবর!
আসিয়া প্রভাসতীর্থে যদুবীরগণ
নিজে নিজে করি' কাটাকাটি
প্রভাসের মাটী ভিজাইল শোণিত-ধারায়!

অর্জ্জুন।—কিছুই না বুঝি—কি কহ, সারথি?

দারুক।—সুরাপানে মত্ত হ'য়ে সবে,
গর্জ্জিয়া ভৈরবে
আত্মনাশ-আহবে মাতিল,
অসংখ্য পতঙ্গ যথা
অনলে পড়িয়া পুড়ি' মরে,
তেমতি এ যদুগণ
সুরাজাত ভয়ঙ্কর বিবাদ-অনলে
আপনা আপনি পড়ি'
কাটাকাটি করিয়া মরিল!

অর্জ্জুন।—কি বলিলে,
সুরাপানে মাতিয়া মরিল?
ধিক্ ধিক্ জ্বলন্ত গরল মদিরায়!
কৃষ্ণের শপথ করি' কহি—
আজ হ'তে গোরক্ত ব্রাহ্মণরক্ত সুরা!
আজ হ'তে যেই জন পি'বে এ গরল,
অনন্ত নরক তা'র ঘটিবে নিশ্চয়;
তা'র পাপ প্রাণ
নাহি পা'বে ত্রাণ কোন মতে;
অনন্ত—অনন্ত কাল
নরক-অনলে পড়ি' পুড়িবে সে পাপী।
আজ হ'তে
সুরাপায়ী ঈশ্বর-বিদ্রোহী।
দারুক—দারুক!
আর যে তিষ্ঠিতে নারি হেথা;
পরতে পরতে শোক জাগে,
বড় লাগে বুকে দুঃখ-শেল।
চল চল, এ ঠাঁই ছাড়িয়া যাই,
কোথা কৃষ্ণ করি অন্বেষণ।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

(ভূতলে কৃষ্ণের মৃতদেহ পতিত)

অর্জ্জুন ও দারুকের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—এ কি—এ কি,
ধূলায় লুঠায় শ্যাম তনু!
প্রচণ্ড ভানুর তাপ,
অনল সমান তপ্ত প্রভাসের বালি,
কি সুখে আছ হে শুয়ে, সখা?
সখা!—সখা!
ডাকি'ছে অর্জ্জুন—সাড়া দাও।
(অঙ্গস্পর্শ করিয়া)—
হায় হায়, একি সর্ব্বনাশ!
নাহি বহে নাসায় নিশ্বাস!
কৃষ্ণহারা হইল অর্জ্জুন!
দারুক রে,
অর্জ্জুন ভিখারী আজ,
হারাইল হৃদয়ের ধন।

(ভূতলে পতন)

দারুক।—হা হা প্রভু, কোথা গেলে!
কেন ছাড়ি' গেনু তোমা আমি,
এ দাসে ছাড়িলে বুঝি তাই,
কেহ নাহি আমার যে আর,
ভুবন আঁধার তোমা বিনে!
হায় হায়,
কি কাল ঘটিল আজ!

অর্জ্জুন।—হা সখা! হা যদুনাথ!
বজ্রাঘাত আজি মোর শিরে!
সখাশূন্য এ ছার জীবন
দুর্ব্বহ হইল এবে মোর!
এক আত্মা আমাতে তোমাতে—
এক প্রাণ অর্জ্জুন কেশব'
বলিতে যে তুমি মোরে,
আজ কেন বিপরীত ভাব!
তোমার অভাব নাহি সয়,
হৃদয় আঁধার করি', হরি,
কোথা গেলে ফেলিয়া অর্জ্জুনে!
কি কহিব রাজা যুধিষ্ঠিরে,
দ্রৌপদীরে নয়নের নীরে
ভাসাইব কি বলিয়া, সখা!
কৃষ্ণরূপ প্রাণশূন্য দেহ
কেমনে ধরিব আমি আর!
হৃদে প্রাণ করে হাহাকার,
আঁধার—আঁধার হেরি,
শূন্যময় চারি ধার,
সখা হে আমার কোথা গেলে!
হা রে—হা রে কঠিন পরাণ,
কৃষ্ণহারা হ'য়ে এখনো বাঁচিয়ে?
দারুক!
কি লাভ এ প্রাণে আর—
করিব সংহার নিজ করে,
থাকিব কৃষ্ণের সনে;
কৃষ্ণ বই কেই নাই মোর!

(আত্মনাশে অসি উত্তোলন)

দারুক।—(অসিধারণপূর্ব্বক বাধা দিয়া)—
ক্ষান্ত হও, বীরবর!
শান্ত কর আপনারে,
আত্মহারা হ'য়ে কেন প্রাণহারা হও?
কহেছিলা প্রভু মোরে—
'দারুক!
প্রাণসখা অর্জ্জুনে বলিও,
যদি তনুত্যাগ হয় প্রভাসের তীরে,
অর্জ্জুন সে দেহ যেন করেন সৎকার।'

অর্জ্জুন।—হায় হায়,
স্বেচ্ছায় ত্যজিল তনু সখা!
হা কৃষ্ণ!
সকলি খুলিয়া তুমি বলিতে আমারে,
কিন্তু এই সর্ব্বনাশ-কথা
চাপিয়া রাখিয়াছিলে, ভাই!

এত যদি ছিল মনে,
কেন তবে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলে ?
কেন হ'য়ে সারথি আমার
কুরুপাণ্ডবীয় রণে
যুদ্ধে জয়ী করিলে পাণ্ডবে ?
মরিতাম পঞ্চ ভাই দারুণ সমরে,
কৃষ্ণহারা মহাশোক না হ'ত সহিতে।
হায় হায়, কি হ'বে, দারুক !
ফাটে বুক কৃষ্ণের বিরহে,
নাহি সহে যাতনা যে আর !

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনশব্দ)

বেগে দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী।—(বিভ্রান্তচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি)—
আয় আয়, বাছা রে আমার,
হাহাকারে কাঁদে তোর মাতা।
এখনি আসিব ব'লে এলি,
এখনো না গেলি কেন ফিরে ?
না হেরি' রে তোরে
কাঙালিনী ভাসে আঁখি নীরে ;
কেন কাঁদ কৃষ্ণ রে আমার ?
আয় আয় কোলে আয় !

দারুক।—প্রভুমাতা স্নেহভ্রমে
অর্জ্জুনে নারিলা চিনিবারে ;
এ ভ্রমনিরাশ যেন নাহি হয় আজ ;
জগদীশ রক্ষা কর দীনা দেবকীরে।

দেবকী।—মা মা ব'লে আয় কোলে,
তোর তরে আকুল জীবন,
কেন নিরুত্তরে, নীলমণি ?

অর্জ্জুন।—হায় হায়, কি দিব উত্তর !
কৃষ্ণ আমি একরূপ,
তেঁই দেবী পুত্রভ্রমে ডাকে ;
হায় হায়, কি করি উপায় !

দেবকী।—কেন রে কঠিন মা'র প্রতি ;
কথা কি ক'বি না আর, বাছা ?

অর্জ্জুন।—মাতুলানি ! কৃষ্ণ নই আমি,
অনুগত অর্জ্জুন তোমার।

দেবকী।—অর্জ্জুন !—অর্জ্জুন !
দে দেখা'য়ে কোথা কৃষ্ণ মোর ?
থাকিস্ উভয়ে এক ঠাঁই,
জানিস্ কোথায় মোর বাছা।

অর্জ্জুন।—মা !
পুত্রহীন ভাগ্যদোষে তুমি,
কৃষ্ণ তোর নাই মা জীবিত,
অনাথ করিয়া মোরে,
অপুত্রা করিয়া তোরে
যদুপতি গেছে পলাইয়ে
ত্যজিয়ে শ্যামল বর তনু,
এই এই হের, মাতা !

দেবকী।—বাপ্ রে আমার !—
কৃষ্ণ রে, কৃষ্ণ রে, হায় হায়,
কি করিলি, বাপ্ধন !
দুঃখিনীর অঞ্চলের মণি !
অভাগীরে শোকের পাথারে ফেলি,
কোথা গেলি, বাপ্ রে আমার !
বিধাতা রে, কি কঠিন তুই,
পুত্রহারা করিলি আমারে !

(মূর্চ্ছা

অর্জ্জুন।—হায় হায়,
বিপদে বিপদ্‌পাত,
বিধাতার নির্ঘাত পীড়ন !
উঠ, মাতা ! শান্ত হও।

দেবকী।—অর্জ্জুন !
কে সাধে সাধিল বাদ,
হেন পরমাদ কে পাড়িল,
কে ছিঁড়িল প্রাণের বন্ধন,
ভাঙা ভাগ্য কে ভাঙিল মোর !
যোগে পতি ত্যজিল পরাণ,
আকুল হইয়া অতি
দ্রুতগতি আইনু হেথায়,

পড়িল মাথায় কোটি বাজ,
পতি পুত্র হারাইনু আমি!

অর্জ্জুন।—হায় হায়,
মাতুল ত্যজিলা যোগে প্রাণ?
হা নিয়তি, কি কঠিন তুই!

দেবকী।—অধীরা হইনু আমি আজ,
নাহি কাজ এ ছার জীবনে।
অর্জ্জুন রে,
জ্বলন্ত চিতায়
পতি সনে ত্যজিব এ ছার প্রাণ।
দে অর্জ্জুন, দে রে কৃষ্ণ মোর,
কোলে ক'রে ল'য়ে যাই আমি,
দে রে—দে রে—দে রে।

অর্জ্জুন।—দারুক,
অধীরা জননী অতি,
থাকিলে হেথায়, শোকের ব্যথায়
কাতর হইবে আরো মাতা,
ল'য়ে যাও অন্তরালে।

দারুক।—এস, দেবি, কিঙ্করের সনে।

দেবী।—প্রজ্বলিত হ'য়েছে কি চিতা?
চল চল, ঝাঁপ দিব তা'য়,
পতি-পাশে অনন্ত নিদ্রায়
কৃষ্ণেরে স্বপনে নিরখিব।

[দারুকের সহিত দেবকীর প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—হা বিধাতঃ,
এ কি তব সংহারিণী লীলা!
প্রভাসের নীচে
হুঙ্কারে অনন্ত জলনিধি,
প্রভাসের তটে
অনন্ত—অনন্ত শোকসিন্ধু!
এ ভীষণ মহাদৃশ্য দেখি নি নয়নে,
ভাগ্যদোষে নিরখিনু আজ,
আকুল স্তম্ভিত ভীত চঞ্চল হইনু!
এ অভাগা কৃষ্ণহারা হ'য়ে
স্বপ্ন-অগোচর ভয়ে
না জানি আরো কি হয় পরে।

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

এ কি—এ কি,
কাতরা বিজলী যেন কাঁদিয়া ধাই'ছে!
হায় হায়, অভাগী রুক্মিণী!
না পারি হেরিতে আর,
দর দর অশ্রুধার ছোটে,
না জানি কি ঘটে পুনরায়!

বেগে রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী।—হায় হায়,
কে করিল হেন কাজ,
কে হানিল বাজ মোর শিরে!
নীল তনু ধূলায় লুটায়,
রাঙা পায় বেঁধা বিষবাণ!
কে করিল মোর সর্ব্বনাশ!
হা নাথ!—হা প্রাণনাথ!
কোথা গেলে ফেলি' রুক্মিণীরে!

(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন।—সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ!
স্বর্ণলতা পড়িল ভূতলে,
কি ব'লে বুঝাই,
উপায় না পাই আর!
কেন মৃত্যু নাহি হয় মোর!
এ ঘোর যাতনা আর সহে না সহে না!
হা সখা!—হা প্রাণসখা!
তোমা হারা হ'য়ে
বিশ্ব ধরিল শোকের দৃশ্য ঘোর!
উঠ উঠ, সখাপ্রিয়া!
উঠ, দেবি, শান্ত কর হিয়া।

(রুক্মিণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গকরণ)

রুক্মিণী।—বীরবর পতিসখা!
কেন মূর্চ্ছা করিলে ভঞ্জন?
হৃদয়-রঞ্জন-হারা প্রাণ

কি সাধে ধরিব আর!
অন্ধকার হৃদয় আমার!
হাহাকারে কাঁদে মন,
চারি ধার শূন্য—শূন্যময়!
অর্জ্জুন! সখী ব'লে ভালবাস' মোরে,
রাখ কত উপরোধ মোর,
মহাযোধ! এবে মোর শেষ উপরোধ—
প্রাণত্রাণ হলাহল দাও,
বাঁচাও বিধবা রুক্মিণীরে!
মহারাজ ভীষ্মের দুহিতা
রাজরাজ কৃষ্ণের বনিতা
অনাথা হইল এত দিনে!
তেঁই বলি, ছার প্রাণে নাহি প্রয়োজন,
দাও বিষ, ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন।—না না, দেবি! ও কি কথা?
ধৈর্য্য ধর;
ধৈর্য্যের মূরতি তুমি এ বিশ্ব-মাঝারে।

রুক্মিণী।—না, অর্জ্জুন,
ধৈর্য্যধরা জীবন-যন্ত্রণা,
বিধবার ধৈর্য্য মহাপাপ,
অনুতাপ পা'ব চিরদিন,
দাও হলাহল,
পাপ ধরাতল ছাড়ি' যাই,
কাজ নাই বৈধব্য বহনে।

অর্জ্জুন।—দেবি! অনুরোধ—

রুক্মিণী।—না, অর্জ্জুন!—না, অর্জ্জুন!
কভু না ধরিব ছার প্রাণ।
প্রাণেশ্বর!
এক শরে পতিপত্নী যা'বে ধরা ছাড়ি',
তুমি যথা আমি তথা,
পুরুষ প্রকৃতি এক ঠাঁই;
বৈধব্য ঘুচাই এই।
অর্জ্জুন! পতির চিতায় দিও মোরে।

(কৃষ্ণের পাদমূল হইতে শরোদ্ঘাটন করিয়া নিজবক্ষে বিদ্ধকরণ ও মৃত্যু)

অর্জ্জুন।—হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,
সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন!
হায়, বিধি! এ কি বিধি তব,
এ কি ঘোর ভয়ঙ্করী লীলা!
আত্মনাশরূপে
তুমি বিনাশ করিলে যদুগণে,
যদুরমণীও শেষে নাহি পায় ত্রাণ;
যদুপ্রাণ এতই অসহ্য তব প্রাণে!

বেগে দারুকের প্রবেশ।

দারুক।—বীরবর!
একেবারে সর্ব্বনাশ হ'ল,
দেবকী, রোহিণী আদি
বসুদেব-পত্নী চতুষ্টয়
পতির চিতায় দিল প্রাণ!
বৃদ্ধ মহারাজ উগ্রসেন
পত্নীসনে মরিল চিতায়;
হায় হায়, না রহিল কেহ,
যদুশূন্য হইল দ্বারকা!
বলরাম-মৃত-দেহ ল'য়ে
ডুবিল রেবতী সিন্ধু-জলে!

অর্জ্জুন।—হা দারুক!
রুক্মিণীও মরিল হেথায়!

দারুক।—হা বিধাতা!

অর্জ্জুন।—দারুক,
যাদব-প্রলয় এত কালে!
দগ্ধ ভালে এতও ছিল রে!
আত্মহারা হ'য়েছি রে,
কি করি—কি করি, হায় হায়!

দারুক।—তব সখাবাক্য করহ পালন,—
করহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জ্বালি' চিতানল,
সিন্ধুজলে অশ্রুজলে
করহ তর্পণ সদাকার।

অর্জ্জুন।—হা বিধাতা!

[কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মৃতদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়শ্রেণী।

যোগিনীবেশে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা।— (গীত)

প্রাণনাথে হারা হ'য়ে প্রাণহারা হ'য়েছি গো।
নিবিড় আঁধার ঘোরে ছায়াপ্রাণে র'য়েছি গো॥
বিশ্বপ্রাণ মহাপ্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ,
প্রাণের প্রাণের প্রাণ আঁধারে হারা'য়েছি গো॥
প্রাণের প্রাণের সনে, গিয়াছে প্রাণের সুখ,
প্রাণের যাতনা শোক মরা প্রাণে ব'য়েছি গো।
প্রাণহারা প্রাণ ল'য়ে, প্রাণে মরা প্রাণ হ'য়ে,
প্রাণছাড়া ধরা-প্রাণে মরা প্রাণ দিয়েছি গো॥

প্রাণেশ্বর!
তোমা হারা হ'য়ে অভাগিনী
আঁধার হৃদয়ে
আঁধার—আঁধার প্রাণে সাজিল যোগিনী।
এই বেশে
আঁধার—আঁধার ধরাতলে
অবিরত ভাবিব তোমারে।
যোগে বসি' দিবানিশি
ধেয়াইব তোমারে, প্রাণেশ!
ধোয়াইব তব পা দু'খানি
অশ্রুজলে মনে মনে;
হা নাথ—হা নাথ বলি'
ত্যজিব হতাশ প্রাণ;
মরিলে চরণে দিও স্থান।
রুক্মিণীর মত পারি মরিতে এখনি,
কিন্তু না মরিব, নাথ!
হরিনাম-যোগ-শিক্ষা নরে
শিখাইব এ যোগিনীবেশে,
তেঁই সে ধরিব প্রাণ, প্রাণনাথ!
যোগমর্ম্ম যোগধর্ম্ম মোরে
শিখা'য়েছ তুমি, মহাযোগী!
সে যোগ যোগিব এইবার
বসি' যোগাসনে নিবিড় নির্জ্জনে
হিমাদ্রির কলাপ গ্রামেতে।
চলিল অভাগী সত্যভামা,
যৌগিক দর্শন দিও যোগ উদ্‌যাপনে।

(গীত)

যোগেশ্বর যোগ-কলেবর যোগাবতার যোগপ্রাণ!
যোগময় যোগহৃদয় যোগাশয় যোগ-জ্ঞান!
যোগ-জগত-বিরাজী যোগী,
যোগৈশ্বর্য্য-রাজ্যভোগী,
যোগ-জীবন যোগ-ভূষণ,
যোগ-আত্মা যোগ-ধ্যান!
যোগ-যোগে যোগীর কায়
লুটায় তোমার যুগল পায়,
যোগ-গান জীব জীবনে গায়
যোগে করি' যোগ দান;—
যোগতত্ত্ব, যোগবন্ধু,
যোগীর যোগী যোগ-সিন্ধু,
যোগে জাগিও হৃদয়ে মোর,
যোগ-যজ্ঞে ত্যজি গে প্রাণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

অর্জ্জুন ও দারুক।

অর্জ্জুন।—দারুক!
শ্মশান দ্বারকাপুরী, শ্মশান প্রভাস,
শ্মশান অনন্ত বিশ্ব,
তা' হ'তে শ্মশান—গভীর শ্মশান
অর্জ্জুনের হৃদয় আজি রে!
হায় হায়, কেমনে যাইব হস্তিনায়,
কেমনে এ শোকের বারতা
নিবেদিব রাজা যুধিষ্ঠিরে?
সারথি! যা'ব না—যা'ব না আর ফিরি',
মরিব ডুবিয়া সিন্ধু-নীরে।
কৃষ্ণগত-জীবন অর্জ্জুন
কৃষ্ণ বিনে কি সুখে বাঁচিবে?
হস্তিনায় গিয়ে তুমি
কহ সবে—মরিল অর্জ্জুন।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দৈববাণী।—ক্ষান্ত হও, ধনঞ্জয়!
না ত্যজিও প্রাণ সিন্ধু-জলে।
পাল' পাল' দৈববাণী,—
যদুনারীগণে ল'য়ে
ত্যজিয়া দ্বারকাপুরী ত্বরা
হস্তিনায় করহ গমন।
কৃষ্ণহারা দ্বারকানগরী
অচিরে ডুবিবে সিন্ধু-নীরে;
না তিষ্ঠিও হেথা আর,
হও আগুসার অচিরায়;
হের ওই সিন্ধু-বারি ধায়,
গ্রাসে প্রায় দ্বারকানগরী।
অর্জ্জুন।—এ কি অশরীরী বাণী!
চমকিয়া উঠে প্রাণ মোর!
দারুক! ডাক' ডাক' যদুনারীগণে।
দারুক।—চড়িয়া কৃষ্ণের রথে
ল'য়ে যদুনারীগণে করহ গমন।
না র'ব সংসারে আমি আর,
ত্যজি গে অসার প্রাণ
তপস্যা করিয়া ঘোর বনে।
অর্জ্জুন।—এ জন্মে কখন আর না চড়িব রথে,
পদব্রজে পথে পথে যা'ব,
কৃষ্ণ বই সুখ নাহি মোর,
সুখসজ্জা সাজে কি আমারে আর?
দারুক।—কৃষ্ণ-রথে কিবা কাজ আর?
ছাড়ি' দিয়া অশ্বগণে বনে
ডুবাই সমুদ্রে স্বর্ণরথ,
দারুক সারথি আজ পথের ভিখারী!
যতনে লইয়া যাও যদুনারীগণে,
চলিনু কাননে আমি;
হা কৃষ্ণ!—হা মহারথ!—হা দারুক-প্রভু!
[সরোদনে প্রস্থান।
অর্জ্জুন।—কৃষ্ণহারা দ্বারকানগরি!
সুখী তুমি, পশিবে সাগরে;
অসুখী অর্জ্জুন শোকের সাগরে মগ্ন এবে।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পঞ্চনদপ্রদেশ—অরণ্য।

দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু।—খুব হুঁসিয়ার,
ধর্ হাতিয়ার জোরে।
২য় দস্যু।—ভয় কি, ভাই?
রাহী যদি পাই, এক লাঠি মেরে
ফেল্‌বো কাজ সেরে।
তোর কাছে না হোক্,
মোর কাছে এগোয় কে রে?
১ম দস্যু।—মরিয়া তুই কথার চোটে,
ডরিয়া লেকেন্ লাঠির চোটে,
দেখিস্—প'ড়ে ফেরে, পালাস্ নি সোরে।

(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

৩য় দস্যু।—ওরে ওরে!—
২য় দস্যু।—কি রে, কি রে?
৩য় দস্যু।—দ্যাখ্ ফিরে—দ্যাখ্ ফিরে।
২য় দস্যু।—তাই তো রে,—
এক্‌ঠো মরদ, বহুৎ মাগী।
১ম দস্যু।—মার্ মরদ, মাগী কর্ ভাগাভাগী।
২য় দস্যু।—আমি মাগী না মাগি,—গহনা চাই
১ম দস্যু।— যা'র যা' খুসী,
কেউ চানা, কেউ ভুষী।
চল্ এখন যাই, যে যা' পাই।
খুব হুঁসিয়ার, ধর্ হাতিয়ার।
[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—সাবধান, দুরাত্মারা!
ছুঁস্ নে রমণীগণে পাপ-করে।
[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বেগে যদুনারীগণের প্রবেশ ও 'অর্জ্জুন!
অর্জ্জুন! বাঁচাও বাঁচাও—রক্ষা
কর, রক্ষা কর—দস্যু-করে মরি
সবে—কি হ'বে, কি হ'বে—
হায় হায়, কোথা যাই—
অর্জ্জুন অর্জ্জুন!'
প্রভৃতি বলিতে
বলিতে বেগে
প্রস্থান।

দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু।—পালালো, পালালো—ধর ধর্‌।
২য় দস্যু।—মারিস্‌ নি—মারিস্‌ নি,
খালি ভয় দেখিয়ে গয়না খুলে নে।

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জুন।—আরে আরে দস্যু দুরাচার!
সামান্য পতঙ্গ হ'য়ে
অনলে পড়িতে কেন আশ?
করিব বিনাশ সবাকারে।
যে গাণ্ডীব মহাধনু-বলে
জিনিলাম ভারত-সমর,
তো সবার সম হেন ক্ষুদ্র কীটবধে
না চাই ধরিতে সেই ধনু!
আয় আয়, অসি-ঘায় দিব যমালয়!

(দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ, কিন্তু পরাস্ত হওন)

ছি ছি কি লজ্জার কথা,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে;
আমিই কি ধনঞ্জয় ভুবনবিজয়ী?
কে এরা?—অমর বা নর?—নাহি বুঝি।
পুন যুঝি যা' থাকে কপালে;
ধরিব গাণ্ডীব এবে।
আয় পুন, হতভাগ্যগণ!
নাহিক নিস্তার—নিশ্চয় সংহার এইবার।

(গাণ্ডীবে শরযোজন-চেষ্টা, কিন্তু অক্ষমতা)

হায় হায়, এ কি হ'ল আজ,
ধনুর্গুণ-আকর্ষণে নাহি শক্তি মোর!
সম্মুখে আমার এত অত্যাচার—
যদুরমণীর অপমান?
দস্যুগণে নারিনু বধিতে,
অবাধে হরিবে নারীগণে,
নেহারিব কেমনে নয়নে?
হারিব কি দস্যুর নিকটে?
পড়িনু সঙ্কটে আমি আজ।
এ কি চিন্তা এ সময়ে?
যুঝিব নির্ভয়ে পুনরায়,
বধিব পাপাত্মাগণে গাণ্ডীব-প্রহারে।

(পুনর্যুদ্ধ ও পরাস্ত হওন)

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ধিক্‌ থাক মোরে। দস্যুকরে হৈনু পরাজিত!
শকতিবঞ্চিত এত দিনে!
কৃষ্ণ বিনে অর্জ্জুন অসার!
হা কৃষ্ণ!—হা প্রাণসখা!

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

ও কি ও কি!—অহো!
দস্যুকরে লুণ্ঠিত হ'তেছে নারীগণ!
কেশরী শৃগাল হ'ল আজ,
শৃগালেরা হইল কেশরী,
মৃগীগণে করে আক্রমণ!
ধনঞ্জয় পরাজয় মানি' হেরিল নয়নে
মর্ম্মভেদী এ দুর্ঘট শোকের ঘটনা।
এ কি পুন?
সহসা নীরব কেন দিক্‌?
নারীকণ্ঠে নাহি সাড়া,
অসাড়—অনড় কেন সবে?
অবাক্‌ হইয়া দস্যুগণ
কেন বা পালায় ঊর্দ্ধশ্বাসে?
দেখি দেখি পুন কি ঘটিল।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য ।

পঞ্চনদ প্রদেশ—অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

যদুনারীগণ পাষাণ-মূর্ত্তিতে অবস্থিতা ।

অর্জ্জুনের প্রবেশ ।

অর্জ্জুন ।—এ কি হেরি আচম্বিতে—
পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত যাদবরমণীগণ !
দস্যুকর-পরশনে মানব-শরীর শিলাময় !
অদ্ভুত ঘটনা হেরি,
কিন্তু বুঝিবারে নারি কারণ ইহার ।

বেদব্যাসের প্রবেশ ।

তপোধন, প্রণমি চরণে ।

বেদ ।—অর্জ্জুন ! যোগে জাগি' অন্তর আমার
জানিয়াছে সমস্ত ব্যাপার ;—
ত্রিলোক-ঈশ্বর হরি হরিয়া ভূভার
নরদেহ দিলা বিসর্জ্জন ।
দস্যুকরে স্পৃষ্ট হ'য়ে যদুনারীকুল
শিলাময়ী হইয়াছে অষ্টাবক্র-শাপে ।
শাপে বর এ সবার,
পাষাণে ঢালিয়া দেহ
শাপমুক্ত আত্মা এ সবার পশিয়াছে স্বর্গপুরে ।
কৃষ্ণ আর তোমাতে অভেদ,
তেঁই তুমি শক্তিহীন হইলে, অর্জ্জুন,
দস্যুগণে জিনিবারে গাণ্ডীব-ধারণে ।
শক্তি তব মিশিয়াছে কৃষ্ণের শরীরে,
তোমাতে নাহি কো তুমি আর,
মৃত তুমি জীবন্ত জীবনে ।

অর্জ্জুন ।—তপোধন, হরিহারা এ হৃদয়
ভাঙিয়া গিয়াছে কোটি ভাগে,
দুর্ব্বিষহ কৃষ্ণের বিরহ বড়ই অসহ্য, মুনিবর !
পূর্ব্বকথা মনে হয়,
কাঁদে প্রাণ আকুল হইয়া ;
কি হ'বে কি হ'বে মোর,
এ ঘোর যন্ত্রণা নাহি সয় ।
হা কৃষ্ণ !—হা প্রাণসখা !
একবার দেখা দাও দীন ধনঞ্জয়ে !
তপোধন ! কৃষ্ণ কই ? কৃষ্ণ কই ?
হা হা কৃষ্ণ !—সখা সখা !—হায় হায় !

(রোদন)

বেদ ।—শান্ত হও, বীরবর !
না হও কাতর আর,
দিব্য চক্ষু করিলাম দান,
কর দরশন বিশ্বপতি লীলাময় কৃষ্ণ নারায়ণে ।

(স্বহস্তে অর্জ্জুনের চক্ষুস্পর্শ)

হের, হের, ধনঞ্জয় !

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য গোলোকধাম ।

সিংহাসনে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু উপবিষ্ট ।

অপ্সরাগণ নৃত্যগীতে নিযুক্ত ।

অপ্সরাগণ ।— (গীত)

গাও রে গোলোকবাসী, হরি হরি' ধরাভার,
বিরাজেন রাজাসনে রমা রাণী সঙ্গে ।
মিশা'য়ে চন্দন-ধার ঢাল রে ফুলের ভার,
তমাল-বেড়িত হেম-লতিকার অঙ্গে ॥
চাঁদের নিছনি নিয়ে, প্রাণের গাঁথনি দিয়ে,
ফুলমালা গলে দোলা নেচে নেচে রঙ্গে ।
জয় লক্ষ্মীনারায়ণ ! গাও গো অমরগণ,
ভরাও গোলোক, কল তুলিয়ে মৃদঙ্গে ॥

বেদ ।—হের ওই দেবসিংহাসনে
উজলি' গোলোকধাম
উপবিষ্ট ত্রিভুবনপতি,
বামভাগে বিরাজেন রমা ।

অর্জ্জুন ।—সখা ! সখা !—প্রাণসখা !
ডাকি'ছে অর্জ্জুন করপুটে,
সঞ্চিয়া নয়নে সলিল,
ধুইব ও রাঙা পদ দু'টি ;
সখা !—সখা ! কর সম্ভাষণ ।
তপোধন ! চতুর্ভুজ ধরি' কৃষ্ণ ভুলিল আমায়
সম্ভাষণ আলাপন নাই,
যাই যাই অগ্রসর হ'য়ে,

লুটাইয়া ধরি শ্রীচরণ।
কেন এত রোষ মোর প্রতি ?
ক্ষমা মাগি কৃতাঞ্জলিপুটে।

(অগ্রসরণোদ্যোগ)

।—(বাধা দিয়া)—ভ্রান্তির কুহকে পড়ি'
কোথা যাও অগ্রসর হ'য়ে ?
মর্ত্ত্যে তুমি, গোলোকে গোলোকনাথ হরি,
কোথা পথ ?—কোথা যাও ধেয়ে ?

র্জুন।— কি কহ, মহর্ষি, তুমি,
না পারি বুঝিতে.
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদাভেদ কিবা ?
ওই যে আমার সখা,
যাই যাই চরণে লুটাই।

(পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যোগ)

(সহসা গোলোকধামের সহিত
বিষ্ণুর অন্তর্ধান)

[পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য—পঞ্চনদপ্রদেশ—
অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

দুনারীগণ-পাষাণ মূর্ত্তিতে অবস্থিতা।

র্জুন।—হা কৃষ্ণ!—হা অর্জ্জুন-জীবন!
অনুগতে এত বিড়ম্বনা!
পেয়েও না পাইলাম,
এ কি ঐন্দ্রজাল-লীলা!
অভাগা অর্জ্জুন নারিল বুঝিতে তিলমানে
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা—মরীচিকা-লীলা!
হা কৃষ্ণ!—হা পাণ্ডবের প্রাণ!
জীবনের শেষ ভাগে কেন হে ছলনা এত ?
কেন এত দারুণ বেদনা ?

।—পার্থ! কৃষ্ণের উদ্দেশ্য তাই,
সুখ দুঃখ উভ-অভিনয়
জীবের জীবনে চিরকাল;
চিরসুখ চিরদুঃখ নাই,
উভ ভোগ ভাগ্যে সবাকার।
গোলোক দুঃখিত ছিল কৃষ্ণের বিহনে,
ভূলোক সুখিত ছিল কৃষ্ণেরে পাইয়া;
আবার, গোলোক সুখিত হৈল কৃষ্ণ দরশনে,
ভূলোক দুঃখিত হৈল কৃষ্ণে হারাইয়া।
এইরূপ যুগে যুগে
জগপতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা।
এবে এক কাজ কর,—
ভারত-ঈশ্বর মহারাজ যুধিষ্ঠিরে,
আর আর ভ্রাতৃগণে,
সতী দ্রৌপদীরে কহ গিয়া এ শোক-সংবাদ।
তব পৌত্র পরীক্ষিতে রাজ্যভার দিয়া,
পত্নীসনে পঞ্চ জনে
যাও চলি' হিমাদ্রিপ্রদেশে।
যোগে তনু ত্যজিয়া তথায়
যাও অচিরায়
গোলোকে গোলোকপতি পাশে।
যুগাধম কলির উৎপাত
আরম্ভ হইল এবে
কৃষ্ণহারা ধরণীমণ্ডলে।
কাজ নাই হেথা থাকি' আর,
যাও, যোগে পরিহর তনু।
স্মরিয়া কৃষ্ণের পদ,
কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ-ঘটনা লইয়া
রচিব বিশাল ইতিহাস—শ্রীমহাভারত;
অমর করিয়া আমি
রাখিব ধরণীধামে তোমা সবাকারে,
নিজেও অমর হ'ব কৃষ্ণের প্রসাদে।
ঈশ্বরের দ্বাপরীয় লীলা—শ্রীমহাভারত।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ

রাজা বিক্রমাদিত্য।

(ঐতিহাসিক ও কিম্বদন্তীমূলক নাটক)

(A ROMANTIC TRAGI-COMEDY.)

"I held it ever,
Virtue and cunning were endowments greater
Than nobleness and riches : careless heirs
May the two latter darken and spend ;
But immortality attends the former,
Making a man god."

PERICLES, PRINCE OF TYRE.—Act iii. sc. 2.

বিজ্ঞাপন।

আমি এ দিকে ক্রমান্বয়ে হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, যদুবংশধ্বংস এবং তরণীসেনবধ এই চারিখানি নাটক যে ছন্দে লিখিয়াছি, উহা আভিনয়িক অমিত্রাক্ষর পদ্যচ্ছন্দ। গত ১২৮৫ সালে মৎপ্রণীত নিভৃতনিবাস কাব্যের এক স্থলে আমি ঐ ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। তখন ঐ ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক প্রকাশিত হয় নাই। হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় উক্ত ছন্দের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, এখানে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষার অনেক নাটকে ঐরূপ আভিনয়িক ছন্দ দেখা যায়। সে কথাও উক্ত নাটকের ভূমিকায় বলা হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকখানি নাটকের নামোল্লেখ করা যাইতেছে। কবিবর কাউপারের "আদম" (ADAM) নামক নাটক ; কবিবর লঙ্ ফেলোর "গোল্‌ডেন্ লিজেণ্ড্" (THE GOLDEN LEGEND), নাট্যকাব্যের কোন কোন অংশ ; কবিবর সেরিডান্ নোল্‌সের "কেয়স্ গ্রাক্কস্" (CAIUS GRACCHUS), "ভার্জিনিয়স্" (VIRGINIUS), "উইলিয়ম্ টেল্" (WILLIAM TELL), "আল্‌ফ্রেড্ দি গ্রেট্" (ALFRED THE GREAT), "দি হাঞ্চ্ ব্যাক্" (THE HUNCH-BACK), "দি ওয়াইফ্" (THE WIFE), "দি বেগার অব্ বেথ্‌ন্যাল গ্রীন্" (THE BEGGAR OF BETHNAL GREEN), "দি ডটার" (THE DAUGHTER) ইত্যাদি নাটক ঐরূপ ছন্দে রচিত।

সম্প্রতি এই "রাজা বিক্রমাদিত্য" নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের গদ্যে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য। দুই এক স্থলে আভিনয়িক পদ্যচ্ছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্য এই নূতন ধরণের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পঙ্‌ক্তি

ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্‌যুতি বা বাক্‌পূর্ত্তির (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পঙ্‌ক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পঙ্‌ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।

বত্রিশসিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিষয় যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, এ নাটকের আদ্যোপান্ত তদনুরূপ নহে। ইহার কোন কোন স্থলে ঐ দুইখানি গ্রন্থের গল্পভাব আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার স্বকপোলকল্পিত ঘটনা বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই নাটকের সহিত ঐ দুইখানি পুস্তক মিলাইয়া দেখিলেই তৎসমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা,
১লা ভাদ্র, ১২৯১।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শিব।
বিক্রমাদিত্য ... উজ্জয়িনীর রাজা।
শঙ্কু ... বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
ভর্তৃহরি ... বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
চন্দ্রেশ্বর ... শঙ্কুর বিদূষক।
নন্দী ... শিবানুচর।
বাহুবল ... বাহুবলনগরের রাজা।
শ্মশানন্দ .... একজন যোগী।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী। যক্ষ। তাল বেতাল। ভূত, প্রেত, পিশাচগণ। দেবল, দৌবারিক, রাজভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা।
চামুণ্ডা।
সরস্বতী।
রাজলক্ষ্মী (লক্ষ্মী)।
ভানুমতী ... বিক্রমাদিত্যের মহিষী।
শচী, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ। গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ। যোগিনীগণ। দাসীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

"But, orderly to end where I begun,
Our wills and fates do so contrary run,
That our devices still are overthrown,
Our thoughts are ours, their ends none of our own."

HAMLET.—Act iii. sc. 2.

"I am disgrac'd, impeach'd, and baffled here,
Pierc'd to the soul with slander's venom'd spear;
The which no balm can cure; but this heart's blood
Which breath'd this poison."

RICHARD II.—Act i. sc. 1.

নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থ শিবমন্দির।

বিক্রমাদিত্য।

বি।—ওঃ, কি ভয়ানক অন্ধকার!
একে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী,
তা'তে আবার বৃক্ষের পর বৃক্ষ—অনন্ত বৃক্ষ।
বিশাল আকাশের ক্ষীণালোক
অরণ্য-হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্ত্তে পাচ্চে না।
যত দূর দেখি—কেবল অন্ধকার!
নৈশ সমীরণ সন্ সন্ শব্দে ব'চ্চে,

বৃক্ষপত্র কম্পিত হ'চ্চে,
কিন্তু দেক্তে পাচ্চি না।
আমার সহস্রমুখী আশাও এইরূপ।—
আশা কেবল দুলচে,
কিন্তু সফলতার দর্পণে দেখা দিচ্চে না।
হা! আর কত দিন এই আশা—
আর কত দিনই বা
এই আশার নিষ্ফল দোলন!
রাজ্য, রাজৈশ্বর্য্য, রাজসিংহাসন,
রাজনীতি, রাজধর্ম্ম একেবারেই গেল!—
প্রজাগণ নিদারুণ অত্যাচারে—
সাধ্যাতীত কর-ভারে হাহাকার ক'চ্চে!
তবু আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ শঙ্কু
পাপের শঙ্কায় শঙ্কিত হ'চ্চেন না!
ছি ছি, কি লজ্জা!—কি ঘৃণা!
ক্ষত্রিয় নামে কলঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
কিরূপে তিনি এখনো বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করেন?
হা দেবাদিদেব মহাদেব!
হয় মহারাজ শঙ্কুর চিত্ত পরিবর্ত্তন কর,
নয় আমার হস্তে রাজ্য অর্পণ কর;
আর আমি
প্রজাদের আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পারি না,
মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেক্তে পারি না,
আর উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মীর
এত অবমাননাও সহ্য ক'ত্তে পারি না।
যে রাজ্যে প্রজা কাঁদে,
সে রাজ্য নরক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর!
সে রাজ্যের রাজা—দস্যু রাক্ষস পিশাচ!
হা, কবে সদাশিব
উজ্জয়িনীর অশিব নাশ কর্‌বেন?
কবে শত শত প্রাণীর প্রতি
মুখ তুলে চা'বেন?
কবে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট নষ্ট ক'র্‌বেন?

(স্তব)

"শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্॥
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥"

(প্রণাম)

(নেপথ্যে শৃগাল-কোলাহল)

শিবাশব্দ হ'চ্চে,
দেক্তে দেক্তে দ্বিপ্রহর রজনী হ'ল।
যাই আলোক আনি,
প্রভুর মধ্যরাত্রিক আরতি ক'ত্তে হ'বে।
জয় শিব শম্ভো!

[প্রস্থান।

দূরে শঙ্কু ও বিদূষকের প্রবেশ।

শ।—ওঃ, বড় অন্ধকার!
বি।—মহারাজ! উৎকট অন্ধকার!
আপনি বোধ হয় তবু চোক বুজে আছেন,
আমি পাঁচ পাঁচ আঙুলে
দু'দুটো পটোল-চেরা চোক চিরেও
কেবল ধোঁয়া দেখ্‌চি।
শ।—ভয় হ'লেই লোকে ধোঁয়া দেখে।
বি।—তাই তো দেখ্‌চি।
শ।—তবে তুমি এলে কেন?
বি।—এলেম কি আর সাধে?
আপনি ছাড়্‌লেন কই?
শ।—এত দূর
বোবার মত কি একলা আসা যায়?
এক জন বাক্‌সঙ্গী সঙ্গে থাকা ভাল।
বি।—আজ্ঞে তা' বটে।
কিন্তু যে জঙ্গলে অন্ধকার,
এখন আমি অবাক্‌সঙ্গী!
শ।—না না, ভয় কি?
দু'টো ভাল কথা কও।
বি।— আজ না,
কাল দিনের বেলায় রাজসভায়!
এখন বাজে কথার চেয়ে
কাজের কথা কই—
রাম! রাম! রাম! রাম!

(স্বগত)—আজ গতিক বড় ভাল নয়।
গণৎকারের কথা—অগ্নি না;
না জানি কি একটা বিভ্রাট বা ঘটে!
(প্রকাশে)—মহারাজ!
আমার ধড়ের ভিতর প্রাণ,
প্রাণের ভিতর ভয়—ভারি ভয়!
কারণ বাঁ কান নাচ্চে।

শঙ্কু।—কি কি? বাঁ কান নাচ্চে?
মানুষের কখনো কান নাচে?
পশুরই কান নাচে বা নড়ে।

বিদূ।—এও বা তাই?

শঙ্কু।—দূর, মূর্খ!

বিদূ।—(স্বগত)—
কি ক'রে এটার কাছ থেকে পালাই?
পুরুষের বাঁ চোক, বাঁ হাত নাচা মন্দ,
কিন্তু তা' বড় পুরোণো কথা,
তাইতে নতুন কথা বাঁ কান নাচা তুল্‌লেম;
রাজার এতে খুব ভয় হ'বে,—
আমায় ছেড়ে দেবে—
হয় তো আপনিও পালা'বে;
ও বাবা, তা' না হ'য়ে একেবারে উল্টো!
ঠিক্ কথা—
"পীঁপ্‌ড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে!"
তা যে মরে, সে মরুক,
আমি কেন মিছি মিছি ম'র্‌বো?
হুঃ, যা'র খেয়ে বাঁচবার আশা করি,
তা'র জন্যে আবার ম'র্‌বো!
আমি পালাবোই পালাবো;
কিন্তু খালি হাতে নয়!
রাজার তো দেখ্‌ছি দফা রফা।
আমি এর পর কোথায় দাঁড়াবো?
কি খাবো?
অলঙ্কারগুলো ভোগা দিয়ে নিয়ে যাই।
বেচে ঢের টাকা হ'বে,
এ জন্ম খুব সুখে কেটে যা'বে।
তবে দি ভোগা।
(প্রকাশে)—মহারাজ!
আপনি তো দুঃসাহসিক কাজটা কর্‌বেনই,
তা করাও উচিত।
আপনার রাজসিংহাসন অন্যে নেবে,
এও কখনো হ'তে পারে?
কিন্তু আপনার যা'তে সুবিধে হয়,
আমার তাই আন্তরিক ইচ্ছে।
আপনি হীরে মুক্তোর মালা,
বীরবৌলী আর বালা আমার হাতে দিন;
আমি লুকিয়ে রাখি।

শঙ্কু।—লুকিয়ে রাখ্‌বার কারণ?

বিদূ।—আপনি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চেন না?
শুনুন,
হীরে মুক্তোগুলো ঝক্‌মক্ ক'চ্চে,
সুতরাং
আপনার অন্ধকারে আসাও যা—
না আসাও তা।
যদি কুমার বিক্রমাদিত্য দেক্তে পান,
আর ঝক্‌মকানি কে না দেক্তে পায়?
হীরে মুক্তোর ঝকমকানি
অন্ধেও দেক্তে পায়,
তা অন্যে পরে কা কথা?
তা হ'লেই আর তিনি কাছে ঘেঁস্‌বেন না,
স'রে পড়্‌বেন।
সুতরাং আপনাকে নিষ্ফল ফিত্তে হ'বে।

শঙ্কু।—যুক্তি মন্দ নয়।
আচ্ছা, এই লও—সাবধানে রাখ।

বিদূ।—সাবধান ব'লে সাবধান,
খা'বার জিনিষ হ'লে পেটে রাখ্‌তেম।
(রত্নালঙ্কারগুলি লইয়া)—
এই দেখুন, মহারাজ! গাঁট-আঁটুনি।

শঙ্কু।—(অগ্রসর হইয়া)—বয়স্য!
কই, কত দূরে সে মন্দির?

বিদূ।—তাই তো মহারাজ!
ভুষো কালির মত যে অন্ধকার,
আমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই।

আচ্ছা, আপনি ঐ দিক্‌টে খুঁজুন দেখি,
আমি এই দিক্‌টেয় যাই।

শম্ভু।—বেস্ ক'রে খুঁজে দেখ।

বিদূ।—আজ্ঞে, তা আবার ব'লতে।
(স্বগত)—আগে বাড়ী যা'বার পথ খুঁজি,
তা'র পর তোমার মন্দির।
আপনি বাঁচ্‌লে বাবার নাম।
(প্রকাশে)—আপনি ঐ দক্ষিণ দিকে যান্।

[প্রস্থান।

শম্ভু।—(কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)—
কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার!
কিন্তু এ অপেক্ষাও ভয়ানক অন্ধকার আছে।
সে অন্ধকার কোথা?—আমার প্রাণে।
আবার সূর্য্যোদয় হ'বে,
আর এই জড়প্রকৃতির অন্ধকারও যা'বে,
কিন্তু আমার প্রাণের অন্ধকার?
ও! সে অন্ধকার
এ অন্ধকার যা'বার পূর্ব্বেই যা'বে।
একবার নৃশংসকে দেখ্‌তে পেলে হয়।
(বিশেষরূপে দেখিয়া)—
ও কি? শ্বেতবর্ণ কি একটা না?
আমার প্রাণের অন্ধকারে
অতিসূক্ষ্ম আশার ন্যায়
বহিঃপ্রকৃতির অন্ধকারে ও কি শ্বেতবর্ণ?
দেখি দেখি।
(আরও অগ্রসর হইয়া)—
এই যে ক্ষীণ শ্বেতবর্ণ আরও স্পষ্ট হ'ল,
এই যে ওর সঙ্গে সঙ্গে
আমার ক্ষীণ আশাও পুষ্ট হ'ল।
এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লেম—
এ সেই শিবমন্দির।
জ্যোতিষীর বাক্য যথার্থ।
আহা, আমি না বুঝে
জ্যোতির্ব্বেত্তাকে কারাবদ্ধ ক'রেছি।
আমার অভিলাষ পূর্ণ ক'রে
অদ্যই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে মুক্ত ক'রবো—
আশাতীত পারিতোষিক দেবো।
ওঃ! কি ভয়ানক ছলবুদ্ধি!
দুরাত্মা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার নাম ক'রে
এ হেন হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়েছে!
আজ আর তা'র নিস্তার নাই।
(মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া)—
এই যে রাশি রাশি বিল্বদলে
বিক্রমাদিত্য শিবপূজা ক'রে গেছে;
দ্বার পর্য্যন্ত বিল্বপত্র ছড়াছড়ি।
ওঃ! কি ভয়ানক ইচ্ছা!
আমাকে হত্যা ক'রে রাজ্যলাভ!
আরে শ্মশানবাসী ভণ্ড দেবতা!
আরে দুষ্ক্রিয় উন্মত্ত!
এই বুঝি তোর দেবানুগ্রহ—
এক জনের সর্ব্বনাশ ক'রে
আর এক জনের উপকার করা?
না হ'বে কেন?
যা'র মূর্ত্তি কঠিন পাষাণময়,
তা'র আবার সার্ব্বজনীন দয়া কোথা?
ভাল,
আজ তোর কঠিন মূর্ত্তি
শত খণ্ডে চূর্ণ ক'রবো!
দে তোর বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য দে!

(শিবমূর্ত্তি চূর্ণকরণ)

এইবার আসুক দুরাত্মা বিক্রম,
তা'র ইষ্ট দেবতা শিবের মত
তা'রো দশা হ'বে।
আমি এখন এক কাজ করি,—
আমার কাছে যে মন্ত্রপূত অঙ্গার আছে,
তাই দিয়ে এখানে সাতটা রেখা আঁকি।
বিক্রমাদিত্য যেমন সেই রেখায় পা দেবে,
অগ্নি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌বে;
আর আমি এই ছুরিকায়
তা'র রাজ্যলাভের আশা পূর্ণ ক'রবো।

(অঙ্গার দিয়া ভূতলে সাতটি রেখা অঙ্ক

(নেপথ্যে গীত)

ভজ রে মন, ভূতনাথ ভবভয়-বারণং ;
আদিদেব শূলপানি ত্রিপুরাসুরমারণং।
পরিহিত দৃঢ় বাঘছাল,
লটপট জটজূটজাল,
কালরূপ কাল-কাল,
ব্যাল-মাল-ধারণং।
জ্বলিত-জ্বলন-চন্দ্র-ভাল,
লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল,
সকল-কলুষহারণং।
কদিত-রজত-জিনিত রূপ,
গঙ্গাধর ভূপভূপ,
গীতরসিক ভক্তিরূপ,
চিরমঙ্গলকারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু-বোল,
শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ-মিলিত নয়ন লোল,
পাতকিজনতারণং।

এই যে ভ্রাতৃরাজ্যলোভী পাপাত্মা আস্‌চে ;
আমি একটু অন্তরালে যাই।

(বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হওন)

বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ।

বিক্রম।—এ কি !
খণ্ড খণ্ড শিবমূর্ত্তি !
হায় হায়,
আমাকে মহাপাপী ভেবে
সদাশিব কি অশিব হ'লেন ?
আমার পাপে
মূর্ত্তিভেদ ক'রে কি অন্তর্ধান ক'র্লেন ?
হা আদিদেব ! হা প্রভো !

দৈববাণী।—সাবধান হও, ভক্ত !
সম্মুখে অঙ্গার-রেখা,
সাবধান, সাবধান,
ও রেখায় পা দিও না—পা দিও না,
সর্ব্বনাশ ঘটবে—মৃত্যু হ'বে।
শিবদ্বেষী শত্রু লুক্কায়িত।
মন্দির থেকে শীঘ্র আমার ত্রিশূল লও ;
যাও যাও—মার বক্ষে,
বৃক্ষের আড়ালে শত্রু।
বড় অপমান ক'রেছে আমার,
না দিও নিস্তার তা'রে,
কর কর অচিরে সংহার।

বিক্রম।—কি !—শত্রু—শত্রু—শিবশত্রু !
আমার শত্রু !
কই কই ? কই সে পামর ?

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও ত্রিশূল লইয়া বহিরাগমন)

কোথা শত্রু ?—কোথা শত্রু ?
আয় আয়, দুরাচার !

(বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া)—

ওই না ?—ওই না ?
আরে আরে শিবশত্রু !
এত গর্ব্ব তোর ?—এত স্পর্দ্ধা তোর ?

(বৃক্ষান্তরাল হইতে শঙ্কুর বহির্গত হইয়া পলায়নোদ্যোগ)

মূঢ় ! কোথায় পালা'বি ?

শঙ্কু।—হায় হায়, এ কি রে বিভ্রাট !
মেরো না—মেরো না—
প্রাণ দাও—শত্রু নই আমি !
ছেড়ে দাও—ক্ষমা কর, পালাই পালাই।

বিক্রম।—শিবমূর্ত্তি চূর্ণ ক'রে কোথায় পালা'বি ?
এই কর্ম্মের মতন প্রতিফল।

(বক্ষঃস্থলে ত্রিশূলপ্রহার)

শঙ্কু।—(মর্ম্মান্তিক আঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া)—
ওঃ !—বড় যন্ত্রণা !—যাই !
বিক্রম ! ভাই ! শঙ্কু আমি !
যাও রাজা হও।

(মৃত্যু)

বিক্রম।—এ কি!—এ কি!
হায় হায়, একি ক'ল্লেম!—
দাদা!—দাদা!
ছি ছি!—কি অন্যায় কাজ ক'ল্লেম!
ধিক্ আমাকে!
আমি মহাপাপী ভ্রাতৃঘাতী!
হা দেবাদিদেব মহাদেব।
এ কি হ'ল!—হায় হায়!
আমি তো
অগ্রজকে বিনাশ করবার ইচ্ছা করি নাই,
আমার ইচ্ছা—
রাজ্য পা'ব,
প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পালন ক'র্‌বো।
হা মহাদেব!
অগ্রজের রাজসিংহাসনের
আশা ক'রেছিলেম ব'লে কি
সেই পাপে ভ্রাতৃহত্যা ক'ল্লেম—
পাপের উপর পাপের মাত্রা বাড়া'লেম!
প্রভো!
আর আমার রাজ্যে কাজ নাই,
তোমার ত্রিশূলের আঘাতে হই ভাইই যাই।

(আত্মহত্যার নিমিত্ত ত্রিশূলোত্তলন)

সহসা মন্দিরমধ্য হইতে শিবের বহিরাগমন)

শিব।—(বিক্রমাদিত্যের হস্তধারণ করিয়া)—
বৎস! ক্ষান্ত হও,
কেন কর আত্মনাশ?
ভ্রাতৃঘাতী পাপী নহ তুমি।
জ্যোতিষের স্রষ্টা আমি,
ভাগ্যফলাফল—জন্ম মৃত্যু—সুখ দুঃখ
জীবগণে আমি দিয়ে থাকি।
তব করে শঙ্কুর মরণ,
আমিই কারণ তা'র;
তুমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।

বিক্রম।—(প্রণাম করিয়া)—প্রভো!
ভ্রাতৃশোক বড়ই কঠিন,
তা'তে পুন নিজহস্তে ভ্রাতৃহত্যা,
দারুণ যন্ত্রণা—নিদারুণ মনের বেদনা!
লোকালয়ে কেমন ক'রে যা'ব?
কেমন ক'রেই বা মুখ দেখা'ব?
হা মহারাজ শঙ্কু!—হা অগ্রজ!

শিব।—ভক্ত রে!
কি হেতু বিষণ্ণ এত?
পূর্ব্বজন্মে করিলি দারুণ তপ
পরজন্মে রাজ্য-আশা করি';
তোর তপে তুষ্ট হ'য়ে করিয়াছি বরদান।
এইবার পূর্ণ সেই বর।
সহায় রহিনু আমি,
না হ'বে কলঙ্ক তোর ভ্রাতৃঘাতী বলি'।
এবে উজ্জয়িনী নগরীতে গিয়ে
ভারত-সম্রাট্ হও।
কীর্ত্তি তোর চিরকাল র'বে,
কর্ণ সম দাতা হ'বি তুই,
নিজ নামে 'সংবৎ' সৃজিয়া
অমর হইয়া র'বি মেদিনীমণ্ডলে।

বিক্রম।—দয়াময়!
তুমি ভক্তের ভরসা।
তোমার ইচ্ছা, তোমার লীলা
ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অতীত।
তুমি যেরূপে চালিত ক'র্‌বে,
তোমার এ দাস সেইরূপেই চালিত হ'বে।
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

(শিবের অন্তর্দ্ধান)

হা, অগ্রজ!
অহো, কি নিষ্ঠুর আমি!
ছি ছি, আমি মানব-পিশাচ!
ধিক্ জন্ম রাজকুলে!
ধিক্ রাজ্য-আশা!
আমি আর এ অরণ্য হ'তে যা'ব না।
না—শিববাক্য লঙ্ঘি বা কেমনে?

হে সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর,
ভাল মন্দ তুমিই জান।

(নেপথ্যে পুনঃপুনঃ হুঙ্কার শব্দ)

বিদূ।—(নেপথ্যে)—
ও বাবা! ও বাবা! বাবা রে!

বিক্রম।—ও কি! দেখি দেখি।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

কে তুমি?

বিদূ।—(সভয়ে, স্বগত)—এইবার গেছি—
ও দিকে ভূত! —এ দিকে যম-দূত!
আজ শনিবার অমাবস্যে,
শম্ভু বুঝি আমায় দোসর ক'র্‌ল্লে।
ত্রাহি মধুসূদন!—ত্রাহি মধুসূদন!

(কম্পন)

বিক্রম।—কি হ'য়েছে?—কে তুমি?

বিদূ।—আজ্ঞে—আমি—আমি—

বিক্রম।—(স্বগত)—পরিচিত কণ্ঠ বোধ হ'চ্চে না?
(প্রকাশে)—
তোমাকে আমি যেন কোথাও দেখেচি।

বিদূ।—(স্বগত)—সর্ব্বনাশ!
অন্ধকারেও চিন্‌তে পেরেচে।
জানান দি, নৈলে বিপদ ঘট্‌বে।
যে অন্ধকারে চিন্‌তে পারে,
তা'র কাছে লুকোচুরি খাট্‌বে না।
(প্রকাশে)—আজ্ঞে, আমি যে সেই।

বিক্রম।—সেই কে?

বিদূ।—আজ্ঞে, উদরেশ্বর!

বিক্রম।—কে? উদরেশ্বর?
নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ!
আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে।

বিদূ।—আজ্ঞে, সে কি?
আমি পাপী নই, বরং আপনার হিতৈষী।
আপনার অগ্রজ মহারাজ শম্ভু
আপনাকে হত্যা ক'র্ত্তে এসেছেন;
আমি তাই জা...
তাড়াতাড়ি আ...
আপনাকে সতর্ক ক...
কত খুঁজ্‌লেম, কিন্তু দে...
যা' হৌক, এখন সাক্ষাৎ পে...
আপনি খুব সাবধানে থাকুন।

বিক্রম।—হাতে ও কি?

বিদূ।—(স্বগত)—এই রে, দেখেচে!

(উত্তরীয় সমেত অলঙ্কারগুলি ভূতলে নিক্ষেপ)

(প্রকাশে)—আজ্ঞে, কিছু না,
কাঁপুনিতে হাতময় কাপড় জড়িয়ে গেছে।
(কাঁপিতে কাঁপিতে)—রাম রাম রাম!
যে অন্ধকার! যে ভূতের উৎপাত!
রাম রাম রাম!
চলুন, ঐ দিকে যাই।

বিক্রম।—(নিক্ষিপ্ত সালঙ্কার উত্তরীয় উত্তোলন করিয়া)—
এ কি নিক্ষেপ ক'র্‌ল্লে?
এত ভারী কেন?

বিদূ।—(স্বগত)—এইবার সার্‌লে রে,
গহনাগুলো শেষে শত্রু হ'ল দেখ্‌চি।
স'রে পড়ি,
একটু পাশ্ কাটা'তে পার্‌লে হয়,
তা'র পর অন্ধকারে আর কে পায়?
(প্রকাশে)—কি জানি ওটা কি,
ওটা এইখানে প'ড়েছিল;
আমার পায় ঝিঙ্গিনে ধ'রেচে,
আমি ঐ গাছটার ঠেস্ দিয়ে বসি।

(গমনোদ্যোগ)

বিক্রম।—(বলে হস্ত আকর্ষণ করিয়া)—
দাঁড়াও;—যাও কোথা?

(নিজ কুক্ষিদেশে বিদূষকের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া)—

এ কি, তস্কর?

বিক্রম।—যে বহুমূল্য অলঙ্কার!—রাজভূষণ!
ওঃ, দুরাত্মা নরপশু!
স্বার্থ-সাধনের কি এই উপায়?
তোদের মত মূর্খদের
তোষামোদে—কুপরামর্শে
মহারাজ শম্ভু
রাজনামের অযোগ্য হ'য়েছিলেন,
তোরাই তাঁ'র অধঃপাতের মূল,
বিশেষতঃ, তুই মূলের মূল,
আমি তোকে খুব চিনি,
এই দ্যাখ্, তোরই দোষে মহারাজ শম্ভু
আজ ইহলোকে নাই।
পিশাচ! কি ব'ল্‌বো, তুই ব্রাহ্মণ,
নৈলে আজ তোকে শত খণ্ড করতেম্!
দূর্ হ, আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর্ হ।

বিদূ।—(সরোষে, স্বগত)—
ওঃ, এত অপমান কখন হয় নি,
প্রাণে বড় আঘাত লাগলো!
আমাকে 'দূর হ' ব'ল্লে!
আচ্ছা, থাক্ বিক্রমাদিত্য!
এক দিন না এক দিন এর প্রতিশোধ পা'বি,
যেমন তেমন প্রতিশোধ নয়—
আমা হ'তে শম্ভু ম'রেচে বল্‌চিস্,
আমা হ'তে তোকেও ম'রতে হ'বে!
আমি তোকে নিপাত করবো করবো করবো!

বিক্রম।—এখনও যে দাঁড়িয়ে আছিস্?
দূর্ হ, দুরাত্মা!

(সবলে দূরীকরণ)

বিদূ।—(সরোষে, স্বগত)—
এ অপমান কখনও ভুল্‌বো না।

[প্রস্থান।

বিক্রম।—অগ্রে অগ্রজের মৃতদেহ সৎকার করে,
পরে উজ্জয়িনী যাই।

[শম্ভুর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"To run upon the sharp wind of the north."
TEMPEST.—Act iii. sc. 2.

ধান্যক্ষেত্র—পার্শ্বে পুষ্করিণী।

শূন্যে ঘৃতাচী অপ্সরার প্রবেশ।

ঘৃতাচী।—উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মী
আমাকে যেরূপ আদেশ ক'রেছিলেন,
তা' তো পালন ক'ল্লেম।
নিবিড় বনে শিবের ত্রিশূলে
শম্ভু ইহলোক ত্যাগ ক'রেচে।
যাই, কমল-বনে গিয়ে দেবীকে এ কথা বলি

(গীত)

আয় রে হাওয়া হেলে দুলে।
নিয়ে যা সেথায় ত্বরা আমায় তুলে শীতল কোলে।
মন্‌মনিয়ে যা' রে চ'লে,
দেখ্‌বো আমি কেমন দোলে
তোর দোলনে আড়-নয়নে মন্‌হরা ফুল ঘোমটা খুলে।

[শূন্যে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

"Ram thou thy faithful tidings in mine ears."
ANTONY AND CLEOPATRA.—Act iii. sc.

কমল-বন।

একটি বৃহৎ পদ্মোপরি রাজলক্ষ্মী উপবিষ্টা।
অলম্বুষা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, মিশ্র-
কেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ ইতস্ততঃ
দণ্ডায়মানা।

অপ্সরাগণ।— (নৃত্যসহ গীত)

শত শত শতদল জলে করে টলমল,
নীল জল ঢল ঢল অবিরল করি'ছে।
শত শতদল জিনি' শত-শোভা-বিকাশিনী
রাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মী সরোজে বিরাজি'ছে।

ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরি' ধায়,
শতদল-ভ্রমে লুটায় পায়,
কমলা হাসিয়ে চায়;
ভ্রমর-গুঞ্জন-সনে নূপুর বাজি'ছে॥

শূন্যে ঘৃতাচীর প্রবেশ।

তাচী।—প্রণিপাত করি রাঙা পায়।
জ।—কি সংবাদ, ঘৃতাচি?
দুঃখহর হর কি ক'ল্লেন?
তাচী।—দুঃখ হরণ ক'রেছেন।
জ।—শঙ্কুর শঙ্কা হ'তে
ভগবান্ নিস্তার ক'রেছেন?
তাচী।—আপনার অনুগত পুত্র
কুমার বিক্রমাদিত্য
শিবের আদেশে শঙ্কুকে বিনাশ ক'রেছেন।
লো।—ভাই হ'য়ে ভাইকে মাল্লেন!
তাচী।—তাঁ'র কোন দোষ নাই;
শঙ্কু হ'তে মহাদেব অপমানিত হ'য়ে
এ কার্য্য ক'রেছেন।
লো।—বল কি, নিজে মহাদেব এমন কল্লেন!
াজ।—তিলোত্তমা!
কেন এত বিস্মিত হ'চ্ছ?
শিবের কি অপরাধ?
তিনি ধ্বংসের দেবতা,
যখন যা' ভাল বুঝবেন, তা'ই ক'র্‌বেন।
মঙ্গলময় মহাদেব
জগতের মঙ্গলই ক'রে থাকেন।
লোকে বুঝতে পারে না,
তাই তাঁ'র কার্য্যে সন্দেহ করে।
শঙ্কু রাজনামের অযোগ্য ছিল,
অত্যাচারী ছিল—দেবনিন্দুক ছিল,
আমি তা'র রাজত্বে সুখী হই নাই।
তিলোত্তমা, রাজসিংহাসনে রাজা হ'য়ে
রাজকার্য্য করা—প্রজাপালন করা
যা'র তা'র কর্ম্ম নয়।
তা' যদি হ'ত,তবে প্রজা নাম উঠে যেতো;
দেখ্‌তে—এক এক জন এক এক রাজা।

তিলো।—দেবি! আমরা সৃষ্ট,
কিন্তু সৃষ্টি কি বুঝি না।
রাজ।—(সহাস্যে)—তিলোত্তমা!
রমণী নিজে সৃষ্টি বুঝে না বটে,
কিন্তু পুরুষকে সৃষ্টির মহিমা বুঝায়।
তা' যাক্, এখন তোমরা সবাই মিলে
আমার সঙ্গে উজ্জয়িনী চল।
কুমার বিক্রমাদিত্যকে
জম্বুদ্বীপের রাজসিংহাসনে বসা'বো,
সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ক'র্‌বো।
ঘৃতাচি! তুমি আগে যাও,
দেখ, বিক্রমাদিত্য নগরে এসেছে কি না।
ঘৃতাচী।—যথা আজ্ঞা, দেবি!

[ঘৃতাচীর শূন্যে প্রস্থান।

অপ্সরাগণ।— (গীত)

যাদের প্রাণে অপার দয়া,
বালিভরা মরুভূমে দীন হীনে পায় গাছের ছায়া।
যে দিকে মা যায় চ'লে,
সে দিকে সোণা ফলে,
ফুল ফোটে শুক্‌নো ডালে,
মায়াময়ীর এম্নি মায়া।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

"May he live!
Longer than I have time to tell his years!
Ever belov'd and loving may his rule be!
And when old Time shall lead him to his end,
Goodness and he fill up one monument!"
HENRY VIII.—Act ii. sc. 1.

উজ্জয়িনী নগরী—শয়ন-কক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি বিক্রমাদিত্য নিদ্রিত।

অলম্বুষা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী,
মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরাগণের
সহিত রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

রাজ।—উর্ব্বসি!

এখনো মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিদ্রিত,
এই ঘুমন্ত অবস্থাতেই
এঁর কপালে রাজটীকা দেবো।
দাও, চন্দনের বাটী দাও।

উর্ব্বশী।—এই নিন্, দেবি!

(চন্দন প্রদান)

রাজ।—(মৃদুস্বরে)—মহারাজ!
আশীর্ব্বাদ করি—
তুমি জগদ্বিখ্যাত সম্রাট্ হও;
দিন দিন রাজগুণে মণ্ডিত হও;
আমি তোমার গৃহে অচলা হ'য়ে রইলেম।

(লোহিত-জ্যোতিঃ-প্রকাশ)

বিক্রম।—(জাগরিত হইয়া)—
এ কি! এ কি!
আমি কি স্বপ্নরাজ্যে এসেছি?
না না;—এঁরা কা'রা?
(উত্থিত হইয়া)—কে আপনারা?
আপনি কে?—দেবী?

রাজ।—মহারাজ!
আমি রাজলক্ষ্মী।
তোমার কপালে রাজটীকা দিলেম।
ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্‌লে
আমি তোমার গৃহে অচলা থাক্‌বো।
তোমার মঙ্গল হোক্।

বিক্রম।—(প্রণাম করিয়া)—মা!
আমি তোমার আদেশমত কার্য্য ক'র্‌বো,
তা'তে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয়, জানি না,
ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার তোমার উপর।
কিন্তু এক্ষণে একটি নিবেদন—

রাজ।—বল, বৎস!

বিক্রম।—মা! আমার নিতান্ত ইচ্ছা—
তোমাদের সাপত্নিক বিবাদ না থাকে;
বিশেষতঃ তোমার এই অনুগত পুত্রের গৃহে
তোমার সপত্নী সরস্বতী দেবীর সহিত
তোমাকে থাক্‌তে হ'বে।
জননি!
তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য দান ক'র্‌বে,
কিন্তু আমি যদি যক্ষের মত
কেবল উহা রক্ষা করি,
তবে তোমারও লাভ নাই,
আমারও লাভ নাই।
জননি!
অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় না হ'লে
অর্থের অর্থ—নিরর্থক!
মা! তুমি ধন দাও,
আর আমি সেই ধনে সরস্বতীর সেবা করি;
আমার রাজ্য
কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলীময় হোক।
তোমার প্রতি আর সরস্বতী দেবীর প্রতি
আমার মাতৃবিমাতৃভাব যেন না থাকে।
তোমাদের উভয়কেই মা ব'লে ডাক্‌বো।

রাজ।—বৎস!
আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে সম্মত হ'লেম।

অপ্সরাগণ।— (গীত)

ছেলের কথা মর্ম্ম-গাঁথা হ'য়ে গেল মায়ের প্রাণে।
মা আমাদের থাক্‌বে হেথা [illegible] মায়ের সৎমা সনে॥
মায়ের সব [illegible] ছেলে
সৎমাকে অবহেলে,
এ ছেলে নয় সে ছেলে, এমন্ ছেলে আর দেখিনে;
ধনে গুণে সমান হ'য়ে রাখ্‌বে সুযশ ধরাধামে॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি রাজ্য-লাভ-নাম প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

——Fortune, in her shift and change of mood,
urns down her late beloved."
TIMON OF ATHENS.—Act. i. sc. 1.

কৈলাস পর্ব্বত।

শিলাতলে শিবদুর্গা উপবিষ্ট।

দূরে ত্রিশূলহস্তে নন্দী দণ্ডায়মান।

দী।— (গীত)

দক্ষিণে জটজূটজাল,
ধবল অচল অনল-ভাল,
দলমল লোল হাড়-মাল,
স্মরহর হর রাজে।
বামে বামা জগত-জননী,
শিব-মনোরমা গৌরবরণী,
প্রেমে দু'জন করি'ছে সৃজন
ভুবন জীবন-সাজে।

ব।—শিবানি!
আমার এবং তোমার পরম ভক্ত বিক্রমাদিত্য
রাজা হ'য়েছে।
আমি তা'র পূজায় তুষ্ট হ'য়েছি।
যা'তে তা'র মঙ্গল হয়,
তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।
দেবি!
আমি যেমন তা'র সহায়,
তোমাকেও তেমনি হ'তে হ'বে।
শঙ্করি!
বিক্রমাদিত্য এক দিন দারুণ সঙ্কটে পড়্‌বে।
সে দুর্দ্দিন আস্‌তে বড় বিলম্ব নাই।
তুমি বই সে সময়ে সে উদ্ধার পা'বে না।
।—প্রভু! আমি তোমার দাসী,
তুমি যা' ব'ল্‌বে, আমি তা'ই ক'র্‌বো।
পতির আজ্ঞা পালন করাই সতীর ধর্ম্ম।

শিব।—দেবি! এই গুণেই তুমি আদর্শ সতী।
এখন একটি কার্য্য করি;—
রাজা বাহুবলের গৃহে
একখানি অদ্ভুত সিংহাসন আছে।
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা
আমার আজ্ঞায় ঐ সিংহাসন গ'ড়েছেন।
আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে তা' দিয়েছিলেম,
ইন্দ্র আবার বাহুবল রাজাকে দিয়েছেন।
দ্বাত্রিংশ-পুত্তলিকার মস্তকোপরি
সেই অপূর্ব্ব সিংহাসন স্থাপিত।
যে ব্যক্তি সেই সিংহাসনে উপবেশন করে,
সে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হয়।
এখন বাহুবল রাজা পৃথিবীশ্বর;
কিন্তু তা'র ভাগ্যে আর সে সুখ নাই।
এখন বিক্রমাদিত্যকে
সেই সিংহাসন দিতে হ'বে।
দুর্গা।—কেন, প্রভু?
এক জনকে বত্রিশ-সিংহাসন দান ক'রে,
আবার আর এক জনকে কেন দেবে?
শিব।—দেবি!
পদপ্রক্ষালন না ক'রে
সেই সিংহাসনে আরোহণ ক'র্লে,
আমার অপমান করা হয়;
এ কথা বাহুবলকে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল।
কিন্তু যে দিন রাত্রিকালে
উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মী
নিজ হস্তে নিদ্রিত বিক্রমাদিত্যের কপালে
রাজটীকা দিয়েছিলেন,
সেই দিনের পরদিন প্রভাতে
বাহুবল অধৌত পদে
সেই সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছিল,
সুতরাং সে আর তা'র যোগ্য নয়।
দুর্গা।—দয়াময়,
সিংহাসন ফিরে নিলে যে
বাহুবল দুঃখিত হ'বে।
শিব।—দেবি!

বাহুবলে সন্তুষ্ট হ'য়ে
বিক্রমাদিত্যকে সেই সিংহাসন দেবে।
আমি তা'র কৌশল ক'চ্চি।
নন্দী!

নন্দী।—প্রভো!

শিব।—তুমি মায়া-মৃগ-রূপ ধারণ কর।
তা'র পর যা' যা' ক'ত্তে হ'বে,
তা' ব'লে দিব চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"Sir, you are very welcome to our house,
It must appear in other ways than words,
Therefore I scant this breathing courtesy."

MERCHANT OF VENICE.—Act v. sc. 1.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—(মহাকালকে প্রণাম করিয়া)—
হে দেবাদিদেব মহাদেব!
হে কালকাল মহাকাল!
গত রজনীতে স্বপ্ন দেখে অবধি
আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়েছি।
প্রভো!
এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
আমার নিকট মৃগমাংস প্রার্থনা ক'ল্লেন;
এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হ'ল,
আর আমি কিছুই জানতে পাল্লেম্ না;
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কোথায় চ'লে গেলেন,
আমা হ'তে তাঁ'র ক্ষুধাশান্তি হ'ল না,
এ অপেক্ষা আর আমার দুঃখ কি!
দয়াময়!
সেই বিপ্রকে কোথায় পা'ব?
আমি তাঁ'কে মৃগমাংস ভোজন করিয়ে
আমার আত্মাকে কি ক'রে চরিতার্থ ক'র্‌বো?
হে সদাশিব!
ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর;
স্বপ্ন সত্য হোক্, সত্যময়!

জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ।—(অভিবাদন করিয়া)—মহারাজ!

বিক্রম।—কি সংবাদ?

দৌ।—একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত;
তিনি আপনার কাছে আস্‌তে চান।

বিক্রম।—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ?
যাও, শীঘ্র তাঁ'কে এখানে আন।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

স্বপ্ন সত্য হ'লো বুঝি।
হে মহাদেব!
ধন্য আপনার মহিমা!
ধন্য আপনার দয়া!

এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত
দৌবারিকের পুনঃপ্রবেশ।

বৃ-ব্রা।—মহারাজ!

বিক্রম।—প্রণিপাত করি পদে।

বৃ-ব্রা।—জয়োঽস্তু।

বিক্রম।—মহাশয়ের কি প্রার্থনা?
অনুমতি করুন্,
এ দাস প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

বৃ-ব্রা।—মহারাজ!
আমি শুনেছি, আপনি বড় দাতা,
আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই,
কেবল একটি সামান্য ভিক্ষা।

বিক্রম।—আজ্ঞা করুন্?

বৃ-ব্রা।—আমি কিছু খেতে চাই।

বিক্রম।—কোন্ ভোজ্যদ্রব্যে আপনার ইচ্ছা?

বৃ-ব্রা।—মৃগমাংস।
তুমি নিজে গিয়ে
অরণ্য হ'তে মৃগ শিকার ক'রে আন।
তোমার শিকার করা মৃগমাংস
আমি স্বীকার ক'র্‌বো।

অন্যের শিকার করা মাংস দিও না,
দিলে খা'ব না।

বিক্রম।—যে আজ্ঞে,
আজই আমি মৃগ-শিকারে যা'ব।
আপনি এ দাসের গৃহে চলুন।
(স্বগত)—এই বিপ্র-মূর্ত্তিই স্বপ্নে দেখেছি।
শিবের ইচ্ছায় আশা পূর্ণ হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

"The play's the thing,
Wherein I'll catch the conscience of the king."
HAMLET.—Act ii. sc. 2.

অরণ্য।

শিব ও নন্দীর প্রবেশ।

শিব।—নন্দী!
আমি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে
রাজা বিক্রমাদিত্যকে স্বীকৃত করিয়েছি।
অদ্যই তিনি মৃগয়ায় যা'বেন।
তুমি শীঘ্র গিয়ে
মায়ামৃগ হ'য়ে বনে বনে ভ্রমণ কর।

নন্দী।—যথা আজ্ঞা, প্রভো!

শিব।—নন্দী! আর এক কথা,—
বাহুবল রাজা কোথা?

নন্দী।—আপনার আদেশে
বাহুবলকে নিদ্রাবস্থায় বনে এনেছি।

শিব।—এনেছ,—ভাল।
তবে যাও,
যে বনে বহুবল, সেই বনে মৃগ হও।
মহারাজ বিক্রমাদিত্য
অবিলম্বে সেখানে যা'বেন।
আর যা' যা' ক'র্ত্তে হয়,
আমি নিজে ক'র্‌বো।

নন্দী।—প্রভো!
একটি কথা নিবেদন ক'র্‌বো কি?

শিব।—বল, নন্দী!

নন্দী।—আপনি মনে ক'র্লেই তো
অসাধ্য কার্য্যও সহজে নিষ্পন্ন হয়,
বাহুবলকে বল্‌লেই তো
তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন দিতেন।
তবে এত ঘটনা-লীলা কেন?

শিব।—লীলাই আমার প্রকৃতি।

নন্দী।—ধন্য লীলা, লীলাময়!

(গীত)

বিচিত্র তোমার লীলা, লীলাময় ত্রিলোচন!
হাসাও কাহারে তুমি, করাও কা'রে রোদন।
আজি যেই সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কাননে,
নেহারি অযোগ্য জনে, কলঙ্কি'ছে সিংহাসন।
মুহূর্ত্তেক পরে পুন, সে যেমন সে তেমন,
স্বপনে মিশি' স্বপন, হাসে যেন অনুক্ষণ।
এ চক্র-ইন্দ্রজালে, কত খেলি কালে কালে,
যা' লিখেছ যা'র ভালে, কৌশলে কর পূরণ।

প্রভো! ঐ দেখুন,
রাজা বাহুবল বৃক্ষমূলে নিদ্রিত।

শিব।—চল,
প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ে বাহুবলের নিদ্রাভঙ্গ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

"I'll cross it though it blast me."
HAMLET.—Act i. sc. 1.

"That life is better life, past fearing death
Than that which lives to fear."
MEASURE FOR MEASURE.—Act v. sc. 1.

নিবিড় অরণ্য।

বৃক্ষমূলে বাহুবল নিদ্রিত।

(সহসা অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত
ও বজ্রপাত)

বাহু।—(নিদ্রোত্থিত হইয়া শশব্যস্তে)—
কি সর্ব্বনাশ! এ কি!

আমি কোথা?
এ কি স্বপ্ন?—না।
ওঃ! কি ভয়ানক স্থান!
নিবিড় অরণ্য!
ওঃ! নিদারুণ প্রকৃতি-বিপর্য্যয়!
আমি কি ক'রে হেথা এলেম?
দস্যুরা কি আমাকে এখানে এনেচে?
কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

(পুনর্ব্বার বজ্রপাত)

ওঃ, কি ভয়ঙ্কর বজ্রনাদ!
কি উৎকট অন্ধকার!
কি দারুণ ঝঞ্ঝাবাত!
কি মুহুর্মুহুঃ উল্কাপাত!
কোথায় যাই!—কি করি!
এ কি হ'ল!—এ কি হ'ল!
ওহো! ও কি আবার?
হিংস্র জন্তুগণ চার্ দিকে ছুট্‌চে।
হা, আজ আমার আয়ুঃশেষ বুঝি!
ও কি! ধনুষ্টঙ্কার না?
না—ব্যাঘ্রের হুঙ্কার!
অন্ধকার ভেদ ক'রে এ দিকেই আসচে,
আমি নিরস্ত্র,
রক্ষার উপায় নাই,
পালাই—পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে একটা হরিণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বেগে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—কই কই, হরিণটা কোন্ দিকে গেল?
অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেম।
কি করি!—কোন্ দিকে যাই?
ভাগ্যদোষে প্রতিজ্ঞা পূরণ হ'ল না বুঝি!
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেবেন,
ভস্ম হ'য়ে যা'ব,
হা, কি উপায় হ'বে!
মহাদেব!
ভক্তের প্রতি সদয় হও।

(বিদ্যুৎ প্রকাশ)

ঐ না সেই হরিণ?

[বেগে প্রস্থান।

(পুনর্ব্বার ঝড় বিদ্যুৎ ইত্যাদি)

বেগে বাহুবলের পুনঃপ্রবেশ।

বাহু।—এ কি!
আবার এখানে এলেম?
এ কি দিগ্‌ভ্রম?
কি দুর্গম বন!

(সহসা দাবানলে বনদগ্ধ হওন)

(সভয়ে)—এ কি!—এ কি!
দাবানল!—ভয়ানক দাবানল!
অহো, হু হু শব্দে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌চে!
চার্ দিকেই আগুন!
পথ নাই—পথ নাই,—
পুড়ে মলেম!—পুড়ে মলেম!
কে আছ,
রক্ষা কর!—রক্ষা কর!

বেগে বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ।

বিক্রম।—ভয় নাই—ভয় নাই—
শিবের কৃপায় আমি রক্ষা ক'র্‌বো।

[বাহুবলকে পৃষ্ঠে লইয়া অগ্নিমধ্য দিয়া বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

"Kind gentleman, your pains
Are registered, where every day I turn
The leaf to read them."

MACBETH.—Act i. sc. 3.

"Countrymen!
My heart doth joy, that yet in all my life
I found no man but he was true to me."

JULIUS CÆSER.—Act v. sc. 5.

বাহুবলনগর—রাজপথ।

শিব ও নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী।—প্রভো!
ধন্য আপনার মায়া-দাবানল-সৃষ্টি!

শিব।—নন্দী!
রাজা বাহুবল
বিক্রমাদিত্য হ'তে প্রাণ পেয়েছে।
সেই অপূর্ব্ব উপকারের প্রত্যুপকার ক'র্‌বে।
ঐ যে বিক্রমাদিত্য এ দিকে আস্‌চে।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—(শিবকে প্রণাম করিয়া)—
দয়াময়!
আমি একটি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের নিকটে
প্রতিশ্রুত আছি,
তিনি মৃগমাংস ভক্ষণ ক'র্‌বেন;
কিন্তু, আমি মৃগ শিকার ক'ত্তে পারি নাই;
অরণ্যে ভয়ানক দুর্য্যোগ ঘটেছিল,
রাজা বাহুবল দাবানলে—

শিব।—বৎস! আর ব'ল্‌তে হ'বে না,
আমি সমস্তই জানি;
আমিই সেই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ।
আমারই আদেশে
নন্দী বাহুবলকে বনে এনেছিল;
দাবানল আর কিছুই নয়—আমার মায়া।
তুমি এখন এক কাজ কর,—
বাহুবল তোমার প্রত্যুপকার ক'র্‌বে,
তুমি তা'র বত্রিশ-সিংহাসন প্রার্থনা ক'র।
বত্রিশ-সিংহাসনের গুণ পরে ব'ল্‌বো।
দেখ', আমার কথা যেন ভুলো না।
বত্রিশ-সিংহাসন নিয়ে উজ্জয়িনী নগরে যাও।
নন্দী! চল আমরা প্রস্থান করি।

[শিব ও নন্দীর প্রস্থান।

বিক্রম।—আহা, মহাদেব কি দয়ালু,
তিনি আমাকে
স্নেহের চক্ষে সর্ব্বদা দেখ্‌চেন।
এই যে মহারাজ বাহুবল এ দিকে আস্‌চেন।

মন্ত্রীর সহিত বাহুবলের প্রবেশ।

বাহু।—পরম-হিতৈষী রাজপুত্র!
আমি আপনা হ'তে পুনর্জ্জীবন পেয়েছি,
আপনি না থাক্‌লে
অরণ্যে এতক্ষণ আমার দেহভস্ম উড়্‌তো।
আমি আপনার
কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার ক'ত্তে চাই,
উপকারীর প্রত্যুপকার না ক'র্‌লে অধর্ম্ম হয়।
বলুন, আপনি কি চান্?
আমি অনায়াসে তা' প্রদান ক'র্‌বো।
আপনাকে আমার রাজ্যে আন্‌বার
উদ্দেশ্য তাই।

বিক্রম।—মহারাজ!
যদি আমার প্রতি
এত দূর সন্তুষ্ট হ'য়েছেন,
তবে আপনার বত্রিশ-সিংহাসন দান করুন্।

বাহু।—(সানন্দে)—রাজকুমার! তাই দেবো,
আমি আপনার এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায়
বড় সন্তুষ্ট হ'লেম।
রাজসভায় চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

"Gifts then seem
Most precious, when the giver we esteem."
Poems.

"The king has cure me,
I humbly thank his grace."
HENRY VIII.—Act iii. sc. 2.

"New honours come upon him
Like our strange garments;"
MACBETH.—Act. i. sc. 3.

বাহুবলনগর—রাজসভা।

মধ্যস্থলে বত্রিশ-সিংহাসন স্থাপিত।

বিক্রমাদিত্য, বাহুবল, মন্ত্রী ও সভ্যগণের প্রবেশ।

বাহু।—এই আমার ভুবন-বিখ্যাত
বত্রিশ-সিংহাসন।
ধর্ম্ম সাক্ষী—সূর্য্য সাক্ষী—
কুমার বিক্রমাদিত্যকে
এই সিংহাসন দান ক'ল্লেম।
রাজকুমার!
এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(বত্রিশ-সিংহাসনোপরি বিক্রমাদিত্যের উপবেশন)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য!
এই আপনার রাজললাটে রাজটীকা দিলেম।

(রাজটীকা প্রদান)

এইবার আপনি সার্ব্বভৌম রাজা হ'লেন।

মন্ত্রী ও সভ্যগণ।—
জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিক্রম।—মহারাজ!
আমি আপনার যৎসামান্য উপকার ক'রে
আশাতীত প্রত্যুপকার লাভ ক'ল্লেম।

বাহু।—না, মহারাজ!
আমার প্রাণের চেয়ে
এই বত্রিশ-সিংহাসনের মূল্য বেশী নয়।

বিক্রম।—মহারাজের অনুমতি হ'লে
উজ্জয়িনী যাই।

বাহু।—মহারাজ!
অদ্য থাকুন,—কল্য য'াবেন।
কল্য আমার ভৃত্যগণ
এই সিংহাসন নিয়ে আপনার সঙ্গে যা'বে।
আজ আমি প্রাণের সহিত
রাজ-অতিথি-সৎকার ক'র্‌বো।

এক জন দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ।—মহারাজ!
গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ উপস্থিত।

বাহু।—অভিষেক-সঙ্গীতের জন্য
তা'দিগে ডাক।

দৌ।—যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[দৌবারিকের প্রস্থান।

গায়িকা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ।—(সনৃত্য গীত)

বিক্রমরাজ রাজে।
বত্রিশ-পুতলি-সিংহাসন [illegible] উজলি' সাজে॥
সুষম কুসুম-জাল
ঢাল তরু লতা ঢাল;
হীরক-তনু
উজ্জ্বল ভানু
ঢাল হে ঢাল হে
ঝলমল কর চমক ছটা রাজ-শিরস-তাজে॥

[সকলের প্রস্থান

ইতি দ্বাত্রিংশ-পৌত্তলিক-সিংহাসন লাভ-নাম দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

I[illegible] is a happy king since from his subjects
[illegible] gains the name of good, by his government."
[illegible]RICLES, PRINCE OF TYRE :—Act ii. sc.2.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজকক্ষ।

বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি।

[illegible]ক্রম।—ভাই,
দয়াময় মহাদেবের দয়ায়
জম্বুদ্বীপের শাসন-ভার
আমার হস্তে ন্যস্ত হ'য়েছে,
রাজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য প্রজাপালন করা।
আমার রাজ্যের প্রজাগণ যা'তে সুখে থাকে,
সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত ;
যে রাজ্যের রাজা স্বেচ্ছাচারী,
সে রাজ্যের কখনই মঙ্গল নাই।
রাজা বৃথা সুখভোগে লিপ্ত থাক্‌লে
প্রজার যার-পর-নাই ক্লেশ হয়,
কিন্তু রাজা প্রজার জন্য দুঃখভোগ ক'র্লে
প্রজা সুখী হয়,
এইজন্য আমি এক্ষণে মনস্থ ক'রেছি—
ছদ্মবেশে কিছু দিন ভ্রমণ ক'রে
প্রজাদের অবস্থা দর্শন ক'র্‌বো।
এরূপ ক'র্লে,
দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হ'বে,
রাজলক্ষ্মী অচলা হ'বেন,—
আর ভবিষ্যৎ-বংশীয় রাজাদের জন্য
বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব আদর্শ-রাজত্ব হ'বে।
[illegible]—মহারাজ !
[illegible]রূপে রাজ্য পরিদর্শন করা
আপনার ন্যায় রাজার সম্পূর্ণ উচিত।

বিক্রম।—ভাই !
এজন্য তোমাকে
একটি গুরুতর কার্য্য ক'র্ত্তে হ'বে।
ভর্ত্তৃ।—আজ্ঞা করুন্।
বিক্রম।—যত দিন না আমি ফিরে আসি,
তত দিন তুমি আমার হ'য়ে
এই বিশাল জম্বুদ্বীপ শাসন কর।
রাজসিংহাসন এক দিনের জন্যও
শূন্য রাখ্‌তে নাই।
যেরূপ পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিশূন্য হ'লে
পৃথিবীর উপরিস্থিত
সমস্ত জড় ও অজড় পদার্থ
বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে,
সেইরূপ রাজসিংহাসন রাজশূন্য হ'লে
সমস্ত রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে,—
রাজ্য অরাজক হয়,—
রাজবিদ্রোহীর উপদ্রব বাড়ে,—
শেষে কোন বিপক্ষীয় দুর্ব্বল রাজা এসেও
রাজ্য আক্রমণ ক'র্ত্তে পারে।
এইজন্য তোমাকে
রাজপ্রতিনিধি ক'রে যা'ব।
আমার উপযুক্ত মন্ত্রীর অভাব নাই,
তুমি প্রত্যহ তাঁ'দের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে
রাজকার্য্য ক'র্‌বে।
আমি, বোধ হয় শীঘ্রই ফির্‌বো।
ভর্ত্তৃ।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"I have heard
That guilty creatures, sitting at a play,
Have, by the very cunning of the scene,
Been struck so to the soul, that presently
They have proclaimed their malefactions."

HAMLET.—Act. ii. sc. 2.

"My bloody thoughts, with violent pace.
Shall ne'er look back * * * *
Till that a capable and wide revenge
Swallow them up."

OTHELO.—Act iii. sc. 3.

সমুদ্র-তট।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—কি, 'দূর হ'!
ওঃ, এ মর্ম্মান্তিক আঘাত
কখনো ভুল্‌বো না।
বিক্রমাদিত্য!
আর দিন কএক সুখে রাজ্যভোগ কর্।
তোর মৃত্যু আসন্ন হ'য়ে এলো।
উদরেশ্বর তোর মৃত্যু না দেখে
এ উদরে আর জলটুকুও দেবে না।
হয় তো তুই আমাকে ভুলে
সুখ-শয্যায় সুখে নিদ্রা যাচ্চিস্,
কিন্তু আমি তোকে ভুলি নি;
তোর সুখ-শয্যা শ্মশান-শয্যা ক'র্‌বো।
আমাকে তুই চিনিস্,
তাই আমি নিজে তোর কাছে যা'ব না।
অপরকে দিয়ে তোর মুণ্ডচ্ছেদন করা'বো;
তা'রও যোগাড়যন্ত্র ক'রেচি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

এই যে যোগিরাজ আস্‌চেন।
আমার চক্ষে
যোগিরাজ যেন বিক্রমাদিত্যের যমরাজ!

আশানন্দ যোগীর প্রবেশ।

আসুন—নমস্কার।

আশা।—নমস্কার!

বিদূ।—আর এখানে বিলম্ব ক'রে কাজ কি?
চলুন, উজ্জয়িনীর দিকে যাই।

আশা।—(স্বগত)—
আমার আশা পূর্ণ হ'বার সুবিধা হ'য়েছে;
আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রেও
এত দিন কোন সুযোগ পাই নি।
এইবার এই লোকটা হ'তে কৃতকার্য্য হ'ব।
বাস্তবিক, একটা দুরূহ কার্য্য ক'ত্তে গেলে
বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন;
মা জগদম্বা তা'র উপায় ক'রে দিলেন।
দেবীর আশীর্ব্বাদে
আমার আশানন্দ নাম এইবার সফল হ'বে।
লোকে মনে করে, আমি যোগী,—
যোগীর সংসারে কিছুরই আশা নাই;
কিন্তু সে কথা ভুল।
আশা না থাকলে
লোকে যোগী হয় কেন?
আশা ছাড়া কিছুই নাই।
আর এক কথা—
আমি কি বাস্তবিক যোগী?—না।
আমি রাজা হ'বার যোগী—
আমার যোগ রাজ্যলাভ।
এইবার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের চেষ্টায়
আমার চেষ্টা সফলা হ'বে।
এ যেরূপ পরামর্শ দিচ্চে,
তা' আমার মনের মত বটে।
(প্রকাশে)—বন্ধু!
অদ্যই কি যাত্রা করা যা'বে?

বিদূ।—অদ্য তো অদ্য, এখনি যাত্রা করা উচিত।
শুভকার্য্যে বিলম্ব ভাল নয়,
ব্যাঘাত ঘট্‌তে পারে।

আশা।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

"O, she is fallen
Into a pit of ink! that the wide sea
Hath drops too few to wash her clean again;
And salt too little, which may season give
To her foul tainted flesh."

MUCH ADO ABOUT NOTHING.—Act.iv. sc. 1.

"Ah me! how weak a thing
The heart of woman is!"

JULIUS CÆSER.—Act. iv. sc. 4.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজোদ্যান।

অমরফলহস্তে ভর্ত্তৃহরির প্রবেশ।

ভর্ত্তৃ।—ছি ছি, কি লজ্জা—কি ঘৃণা!
নারী অবিশ্বাসিনী।
আমি যাঁকে অর্দ্ধাঙ্গ ভাবি,
সে আমাকে প্রবঞ্চনা করে!
রে দুশ্চারিণি!
তুই না আমার ধর্ম্মপত্নী?
এই কি তোর পতিভক্তি?
এই কি তোর সতীত্ব?
ধিক্ তোকে!
ধিক্ আমাকে!
আমি না বুঝে
তোর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম!
তোর প্রেম জীবন্ত নরক!
আর না—আর না;
পিশাচি! আজ তোকে ত্যাগ ক'ল্লেম।
ছি ছি, আমি না জেনে
কালভুজঙ্গীকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম!
এখন দারুণ দংশনজ্বালায় অস্থির হ'য়েছি।
পাপীয়সি!
রাজভৃত্য পরপুরুষ নগররক্ষকের সহিত
তোর কলঙ্কময় পাপ প্রণয়!
ছি ছি, আমি এত দিন তা' বুঝ্তে পারি নি!
কলঙ্কিনি! মনে ক'রেছিলি,
এইরূপেই তোর দিন যা'বে—
এইরূপেই পাপের সুখ বৃদ্ধি পা'বে,
কিন্তু অনন্ত-চক্ষু ধর্ম্ম আছেন,
আমার মত তাঁ'র চক্ষে তো
ধূলি দিতে পারলি না।
তিনিই আজ তোর পাপকার্য্য
ধ'রে দিয়েছেন।
রাক্ষসি! পাপীয়সি!
এই অমরফলই তোর অসৎকার্য্যের ফাঁদ,
ধর্ম্মের কৌশলে
আজ তুই এই ফাঁদে প'ড়লি।
আমি তোকে এই ফল খেতে দিয়েছিলেম,
তুই
তোর উপপতি নগররক্ষককে খেতে দিয়েছিলি,
সে আবার তা'র অপর উপপত্নীকে দিয়েছিল।
নগররক্ষকের সেই উপপত্নী
এই অমরফল রাজভেটের যোগ্য ব'লে
আমাকে আবার দিয়ে গেলো।
ওঃ, কি জটিল ঘটনা!—কি পাপাচার!
নিশাচরি! আজ তোকে শতখণ্ড ক'র্ত্তেম্,
কিন্তু, তা' হ'লে
তোর পাপের প্রতিফল ভোগ হ'বে না।
থাক্ তুই এখন;
এর পর অচিরেই পাপের ফল পা'বি।
ধর্ম্ম সাক্ষী—আমি তোকে ত্যাগ ক'ল্লেম,
রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'ল্লেম,
ভ্রাতৃরাজ্য ত্যাগ ক'ল্লেম,
পাপের সংসার ত্যাগ ক'ল্লেম।
পাপিনীর সংস্পর্শে আমি পাপী হ'য়েছি,
এইবার নিবিড় অরণ্যে গিয়ে
তপস্যা ক'রে সেই পাপ হ'তে মুক্ত হ'ব।
আর না—আর না—ছি ছি!
ধিক্ তোকে!—ধিক্ কোটালকে!—
ধিক্ আমাকে!—
ধিক্ এরূপ দুর্ম্মতিদায়ী মদনকে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

"O, the difference of man and man !"
KING LEAR.—Act iv. sc. 2.

অরণ্যমধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকা।

আশানন্দ যোগী।

আশা।—শীঘ্র আসচি ব'লে গেলো,
আজও ফির্‌লো না।
লোক্‌টা কি
আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালা'লো ?
কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি না।
ইচ্ছে হয়,
নিজে একবার তা'র সন্ধানে যাই,
কিন্তু কোথায় বা দেখা পা'বো ?
কোনরূপ বিপদ বা ঘট্‌লো!
যাই হোক,
আর দুই এক দিন অপেক্ষা করি,
তা'র পর নিজেই যা'ব।
একলা আর ভাল লাগে না,
আশা আমাকে বড় অস্থির ক'চ্চে,
লোকে বলে,—
আশায় লোক বেঁচে আছে,
কিন্তু আমার বিবেচনায় তা' নয়;
আমি বলি,—
আশায় লোক বেঁচে ম'রে আছে;
সাক্ষী আমি নিজে।
কবে আমার আশা পূর্ণ হ'বে ?
দূর্ হ'ক,
আর ভাব্‌তে পারি নি,
যাই, শুয়ে থাকি গিয়ে।

(ভগ্ন অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ)

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—খুঁজে খুঁজে দু'জনে বেশ বাসা পেয়েছি,
মন মানুষের গন্ধও নেই।
এমন জায়গা না হ'লে কি গুপ্তমন্ত্রণা চলে
যে জঙ্গল, যেন যমপুরী।
কিন্তু আমার তো আর তেমন ভয় করে না
এর কারণ কি ?
এর কারণ—'দূর্ হ'।
বিক্রমাদিত্য
আমাকে বড় অপমান ক'রেচে—
'দূর্ হ' ব'লেচে।
এইবার তা'র 'দূর্ হ' বলা বা'র ক'চ্চি।
যোগিরাজ গেলো কোথা ?
দিন দুচ্চার বিলম্ব দেখে
চম্পট দিলে না কি ?
তা' হ'লেই তো বড় গোলের কথা!
না—একবার ডেকে দেখি।
বন্ধু!—ও বন্ধু!—ও যোগিরাজ!

অট্টালিকার মধ্য হইতে।—কে ও ?—বন্ধু ?

বিদূ।—আপনি আছেন ?

অট্টালিকার মধ্য হইতে।—
তুমি না তাড়া'লে, যা'ব কোথা ?

বিদূ।—রাম রাম!—ছি ছি!
অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে ?
বাইরে আসুন।

(আশানন্দের বহিরাগমন)

আশা।—কি সংবাদ ?

বিদূ।—সংবাদ এখনো তত ভাল নয়।

আশা।—কেন ? কেন ?

বিদূ।—বিক্রমাদিত্যটা রাজ্যে নাই,
কোথা যে গেছে জানি না।

আশা।—একেবারে রাজ্যছাড়া ?

বিদূ।—হুঁ।

আশা।—তবে রাজ্য ক'চ্চে কে ?

বিদূ।—তা'র ছোট ভাই ভর্তৃহরি।

আশা।—তবেই তো!

বিদূ।—আপ্‌সোস্ করেন কেন ?
ভর্তৃহরিও রাজ্যে নাই।

আশা।—তবে এখন রাজসিংহাসন খালি ?

বিদূ।—খালি। কিন্তু—

আশা।—আবার কি?

বিদূ।—আগে গোড়া বলি,
তা'র পর ডগা।

আশা।—আচ্ছা, বন্ধু, তা'ই বল।

বিদূ।—আমি ছদ্মবেশে গিয়ে
রাজধানীর পথে পথে ঘুর্‌তে লাগ্‌লেম।
শুন্‌লেম—ভর্ত্তৃহরিকে রাজপ্রতিনিধি ক'রে
বিক্রমাদিত্য কোথায় গিয়েচে।

আশা।—কোথা?

বিদূ।—তা' কেউ বল্‌তে পাল্লে না।

আশা।—ম'রে ট'রে গেছে না কি?

বিদূ।—না না।

আশা।—তা'র পর?

বিদূ।—তা'র পর, আমি এক স্থানে গেলেম।

আশা।—কোথা?

বিদূ।—কোটালের উপপত্নীর বাড়ী।

আশা।—সেখানে কেন?

বিদূ।—তা'র সঙ্গে আমার আলাপ খুব।

আশা।—সন্ধান জান্‌বার জন্যে গিয়েছিলে,—না?

বিদূ।—হুঁ।

আশা।—সে কি ব'ল্লে?

বিদূ।—সে আমাকে চিনতে পাল্লে না।

আশা।—সে কি!
এই ব'ল্‌চো খুব আলাপ,
আবার চিন্‌তে পাল্লে না!

বিদূ।—আমি যে ছদ্মবেশে গিয়েছিলেম।

আশা।—ও—ঠিক্ ঠিক্।
তা'র পর?

বিদূ।—তা'র পর, তা'র কাছে শুন্‌লেম,
কে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তপস্যা ক'রে
একটি অমর-ফল পেয়েছিলো;
সে তা'র ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যুক্তি ক'রে
সেই ফলটি রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিয়েছিলো।
ভর্ত্তৃহরি অমর-ফল পেয়ে
দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অনেক অর্থ দিয়েছিলো।

আশা।—হুঁ!—বাঃ!—অর্থ কি জিনিষ!
(স্বগত)—অর্থের জন্যেই আমি লালায়িত!
আমার আশা কবে পুরবে!
(প্রকাশে)—তা'র পর, বন্ধু?

বিদূ।—তা'র পর, ভর্ত্তৃহরি তা'র রাণীকে
সেই ফলটি খেতে দিয়েছিলো—

আশা।—অমর-ফল আপনি না খেয়ে
রাণীকে দিয়েছিলো?

বিদূ।—বলেন কি?
রাণী তা'র পত্নী—
পত্নীকে কে না নিজের চেয়ে ভালবাসে?

আশা।—হাঁ, তা' বটে।
পত্নী বই স্বামীর গতি নেই।

বিদূ।—তাই তো রাজা ভর্ত্তৃহরি জব্দ হ'য়েচে!

আশা।—সে আবার কি?
তুমি কি উল্‌টোপাল্‌টা কথা কও,
কিছু বুঝ্‌তে পারি নি!

বিদূ।—বুঝুন তবে—
ভর্ত্তৃহরি রাণীকে আপনার ভাব্‌তো,
কিন্তু রাণী তেমন নয়;
সে কোটালকে—

আশা।—রাণী দুষ্টা?

বিদূ।—তা' আবার ব'ল্‌তে?
রাণী কোটালকে ভালবাসে ব'লে
অমর-ফলটি নিজে না খেয়ে
তা'কে খেতে দিয়েছিলো,
কিন্তু কোটাল তা' খায় নি।

আশা।—কেন?

বিদূ।—যেমন বাবার বাবা তস্য বাবা—
তস্য তস্য বাবা—তস্য তস্য তস্য বাবা আছে,
তেম্নি ভালবাসারও অনেক তস্য আছে,—
যথা—রাজার তস্য রাণী—
রাণীর তস্য কোটাল—
কোটালের তস্য
যা'র কাছে আমি গিয়েছিলেম।

আশা।—কোটালের উপপত্নী?

বিদূ।—হাঃ হাঃ হাঃ!

শুনুন—শুনুন—

কোটাল

অমর-ফলটি তো তা'কে খেতে দিলে,

কিন্তু আমার কপালক্রমে সে তা' খায় নি।

আর একটু বিলম্ব হ'লে খেয়ে ফেল্‌তো।

আমি ছদ্মবেশে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম,—

এটা কি ফল?

কোটাল-বিলাসিনী ব'ল্লে,—অমর-ফল।

আমি ব'ল্লেম,—কি হ'বে?

সে ব'ল্লে,—খা'বো!

আমি ব'ল্লেম,—না, তুমি খেয়ো না,

রাজা ভর্ত্তৃহরিকে ভেট দাও,

তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে

তোমায় সন্তুষ্ট ক'র্‌বেন।

তুমি অনেক টাকা পা'বে,

রেশমী পশমী কাপড় পা'বে,

গা-ভরা গহনা পা'বে।

কিন্তু, ভাই,

আমাকে কিছু ভাগ দিতে হ'বে।

আশা।—হুঁ! তা'র পর?

বিদূ।—তা'র পর, কে জানে যে

কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরুবে!

আমি আগে অত শত জান্‌তেম না যে

ফলের ভিতর এত ফলাফল!

কোটাল-প্রেয়সী

আমাকে ভাগ দিতে সম্মত হ'লো;

ফল নিয়ে রাজার কাছে গেলো।

আমি এক ভেবে মাগীকে পাঠালেম,

ঘটনাচক্রে আর এক হ'য়ে প'ড়্‌লো।

কে জান্‌তো যে, রাণীর সঙ্গে

কোটালের এত লুকনো ভালবাসা?

ভর্ত্তৃহরি

ফল পেয়েই হাতে হাতে ফল পেলে—

রাণীকে ত্যাগ ক'রে বনে চ'লে গেলো;

রাণী হাতে হাতে ফল পেলে—

লোকলজ্জায় বিষ খেয়ে ম'লো;

কোটাল হাতে হাতে ফল পেলে—

কোথায় প্রাণের ভয়ে নিরুদ্দেশ হ'লো;

কোটাল-বিলাসিনী

হাতে হাতে ফল পেলে—

খালি হাতে ফিরে এলো;

আর আমিও হাতে হাতে ফল পেলেম—

মাগীর মুড়ো ঝাঁটার চোটে

আমার পিঠের ছাল বান্‌চাল হ'য়ে গেলো।

আশা।—অ্যাঁ! এরি মধ্যে এতো কাণ্ড!

বিদূ।—এখনো বাকী আছে।

আশা।—আবার কি?

বিদূ।—আপনারো হাতে হাতে ফল।

আশা।—আমার অপরাধ?

বিদূ।—খুব অপরাধ!

আপনার দোষেই তো

ঝাঁটার চোটে আমার পিঠ ফুলেচে!

আপনার হিত ক'ত্তে গিয়ে,

বিশ ঘা ঝাঁটা এলেম খেয়ে!

আশা।—চল চল

তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দি গে।

আচ্ছা, বন্ধু।

বিক্রমাদিত্যকে কি পাওয়া যা'বে না?

বিদূ।—এইবার খুব পাওয়া যা'বে;

ভর্ত্তৃহরি বনবাসী,

রাজসিংহাসন খালি,

সুতরাং

বিক্রমাদিত্য শীঘ্রই রাজ্যে ফিরবে।

আপনার খুব কপাল-জোর,

তাই আমা হ'তে

আজ এমন শুভযোগ ঘট্‌লো।

এত দিন যা'কে খুঁজে খুঁজে নাকাল,

এইবার তা'র হাড়ীর হাল হ'বে;

ফাঁদ পেতে ধ'ত্তে পারি নি,

এইবার আপ্‌নি ফাঁদে প'ড়্‌বে।

যোগিরাজ!

আপনার আর কুগ্রহ কাট্‌তে দেরি নাই।
বড় জোর আর এক পক্ষ,
তা'র পরই আপ্‌নি উজ্জয়িনীর রাজা।

আশা।—তা, বন্ধু, তোমারই হাত,
তুমিই আমার রাজা হ'বার গোড়া।
আমি নামে রাজা,
কিন্তু তুমিই যথার্থ রাজা।

বিদূ।—(স্বগত)—লোকটাকে লোভ দেখিয়ে
বোকার চেয়েও বোকা বানিয়েচি!
লোকে কথায় বলে,—
"লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু!"
অর্থাৎ যে লোভ করে, তা'র পাপ হয়,
পাপ হ'লেই ম'রে যায়।
কিন্তু আমার বুদ্ধি তা' বলে না;
সে বলে—
আশানন্দ যোগীর লোভে কা'র পাপ?
তা' জানি না.
বোধ হয়, আমার,
না, তা'ও নয়,
কিন্তু
যোগীর বদলে বিক্রমাদিত্যের মরণটা ঠিক্!
ভগবান্, এই কর,
যেন যোগিরাজের লোভ না ছাড়ে।

আশা।—ভাই! তুমি কি ভাব্‌চো?

বিদূ।—ভাব্‌চি,
আবার আমাকে সন্ধানে যেতে হ'বে।

আশা।—তা ভাই, তুমি বই আমার গতি নেই।

বিদূ।—এখন চলুন,
একটু বিশ্রাম করি গিয়ে
কিছু খাবার টাবার আছে?

আশা।—পাঁচটা বালি হাঁস মেরেচি।

বিদূ।—বাহবা!
বেশ্ খাসা শিকপোড়া হ'বে।
চলুন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

"You told a lie; an odius damned lie;
Upon my soul, a lie;—a wicked lie."

OTHELO.—Act v. sc. 2.

"Detested kite; thou liest."

KING LEAR.—Act i. sc. 4.

"Thou liest, thou jesting monkey, thou."

TEMPEST.—Act iii. sc. 2.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজপথ।

এক জন যক্ষের প্রবেশ।

যক্ষ।—(ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে করিতে)—
উজ্জয়িনী রাজধানী এখন রাজশূন্য।
মহারাজ বিক্রমাদিত্য
ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'চ্চেন।
রাজপ্রতিনিধি ভর্তৃহরিও
স্ত্রীর ব্যভিচার-দোষে বনবাসী হ'য়েছেন,
সুতরাং আমাকে দেবরাজ ইন্দ্রের
আদেশ পালন ক'র্ত্তে হ'বে।
আজ ক' দিন গত হ'ল,
তবুও তো রাজা বিক্রমাদিত্য আস্‌চেন না।
যা'ই হোক,
আমার কার্য্য আমি করি।

[প্রস্থান।

ছদ্মবেশে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—তাই তো, ওটা আবার কে?
একটা উপদেবতা দেখ্‌চি।
আজ ক' দিন ধ'রে এখানে ঘুরচে;
মতলবটা কি?
একবার জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে হ'লো।
দূর হোক, এত লট্‌খট্‌ও যোটে!
এই যে, আবার এ দিকে আস্‌চে।

যক্ষের পুনঃপ্রবেশ।

যক্ষ।—কে তুমি?

বিদূ।—এক জন প্রজা।

যক্ষ।—হাঃ হাঃ! সে লোকটার কথা ঠিক্।
সাবধান, ধূর্ত্ত!
আর অগ্রসর হ'স্ নি—প্রাণে ম'র্‌বি।
বাঁচ্‌বার আশা থাকে তো পলায়ন কর্।

বিক্রম।—(স্বগত)—কে এ?—উন্মত্ত না কি?
(প্রকাশে)—কে তুমি?

যক্ষ।—আমি যক্ষ;
দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিক্রম।—কি অভিপ্রায়ে?

যক্ষ।—এই শূন্য রাজ্য রক্ষা ক'র্ত্তে।

বিক্রম।—কি? এ রাজ্য শূন্য?
রাজপ্রতিনিধি ভর্ত্তৃহরি কোথা?

যক্ষ।—রাজ্য ত্যাগ ক'রে
বনবাসী তপস্বী হ'য়েচেন।

বিক্রম।—কেন?

যক্ষ।—স্ত্রীর ব্যভিচার-দোষে।

বিক্রম।—ধিক্ তোমাকে!
এমন কথা আর উচ্চারণ ক'র না।
তুমি দেবতাবিশেষ,
এইজন্য ক্ষমা ক'র্‌লেম,
নৈলে এরূপ নিন্দার উচিত শাস্তি পেতে।
যাও, মানে মানে স্বস্থানে যাও।
শীঘ্র পথ ছাড়,
আমার নগরে আমি প্রবেশ করি।

যক্ষ।—মূর্খ!
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে
তুই প্রবেশ ক'র্‌বি!
তোর স্পর্দ্ধা তো কম নয়!
মৃত্যু-কামনা করিস্ কেন?

বিক্রম।—তুমি তবে সহজে পথ ছাড়্‌বে না?

যক্ষ।—শীঘ্র পলায়ন কর্।

বিক্রম।—তুমি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না,
তাই এখনো তোমাকে ক্ষমা ক'চ্ছি।
সুরেশ্বর ইন্দ্র তোমায় পাঠিয়েচেন ব'ল্‌চো,
সুতরাং এখনো আমি
তোমার কৃত অপমান সহ্য ক'চ্ছি।
যাও, ইন্দ্রের নিকট যাও।
বল, বিক্রমাদিত্য তোরণে উপস্থিত।
যতক্ষণ না তুমি ফিরে আস্‌চো,
ততক্ষণ আমি রাজধানী প্রবেশ ক'চ্ছি না।

যক্ষ।—না, আমার যা'বার প্রয়োজন নাই,
দেবরাজ ব'লে দিয়েছেন—
যিনি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত ক'র্‌বেন,
তিনিই জম্বুদ্বীপেশ্বর বিক্রমাদিত্য;
তুমি তাঁকে রাজ্য প্রদান ক'রে
স্বস্থানে ফিরে আসবে।

বিক্রম।—তা' এতক্ষণ ব'ল্লেই তো হ'তো,
এস, বল প্রকাশ কর!
আজ দেবগণ
নর-শক্তির সহিত যক্ষ-শক্তির তুলনা করুন্।

যক্ষ।—আজ তোর মৃত্যু নিকট।
পররাজ্যের আশায়
নিজের প্রাণটা হারা'বি।

বিক্রম।—বেশ তো,
তুমি তা' হ'লে রাজ্যে ভোগ ক'র্‌বে।
আর মুখের কথায় কাজ নাই,
শক্তির কথা কও।

যক্ষ।—আচ্ছা, আয় তবে।

(উভয়ের মল্লযুদ্ধ ও যক্ষের পরাস্ত হওন)

বিক্রম।—(ভূপতিত যক্ষের বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া)—
কেমন, মহাবীর! আশা মিটেচে?

যক্ষ।—আমি সন্তুষ্ট হ'য়েচি,
তুমিই রাজা বিক্রমাদিত্য বটে।
তোমায় প্রাণদান ক'র্‌বো।

বিক্রম।—(সহাস্যে)—হাঃ হাঃ!
তুমি আমায় প্রাণ দান ক'র্‌বে?
এখনি মনে করি তো
তোমায় মেরে ফেল্‌তে পারি।
তুমি বরং আমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাও।

যক্ষ।—সে প্রাণদানের কথা বল্‌চি না।
পুরন্দর ইন্দ্র ব'লেচেন,—

আপনার এক জন ভয়ানক শত্রু আছে,
সে আপনাকে বিনাশ করবার জন্য
সর্ব্বদা ছিদ্রান্বেষণ ও চেষ্টা ক'চ্চে।

বিক্রম।—কে সে?

যক্ষ।—আমি হাঁফিয়ে গেছি,
বেশী কথা ব'লতে পাচ্চি না।
চলুন, মহারাজ!
একটু বিশ্রাম ক'রে সব ব'লচি।

বিক্রম।—আসুন, আসুন,
আমার গৃহে বিশ্রাম ক'রবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—যা, সব কোথকে গেলো!
যক্ষগুলো দেকেই লম্বা চওড়া—
হাতে বহরে পাকা পাঁচ গজ!
কিন্তু শরীরটে শুধু ঢোঁসা!
এক কড়ারও শক্তি নেই!
অ্যাঁ!—আমি যে অবাক্!
যক্ষটার হ'লো কি!
বিক্রমটার হাতে হেরে গেলো!
বড় মুস্কিল হ'লো যে!
বিক্রমটার এতো বিক্রম!
বাপ্! যেন ভীম!—যেন হনুমান্!
এইজন্যেই তো আমি কাছে যেতে চাই নি,
গেলে কি আর রক্ষে থাকো?
যক্ষের চেয়েও দুর্দ্দশা ঘট্‌তো!
পটোল তুলতে হ'তো!
তাই তো এখন করি কি?
আমার মনের আশা কি মনেই থাকবে?
বেরিয়ে প'ড়ে মিট্‌বে না?
তা' না মেটে না মিটুক্,
কিন্তু যোগিরাজকে যে আশার সাগরে
হাবুডুবু খাওয়াচ্ছি।
আহা, তা'র হাবুডুবু খাওয়া যে
খাবি খাওয়া হ'য়ে যা'বে!
আহা, গরিব মারা যা'বে!—
হায় হায়, শেষে এই হ'লো—
আমা হ'তে একটি নির্লোভ ব্রাহ্মণ
লোভে প'ড়ে প্রাণে ম'লো!
আহা, হয় তো যোগিরাজ
চাতক পাখীর চোখে পথ চেয়ে আছে!
গিয়ে কি ব'লবো?
ভাবনায় যে আর পা চলে না।
এই গাছতলায় একটু বসি।

(উপবেশন)

পশ্চাদ্ভাগে রক্তাক্তবস্ত্রে আশানন্দের প্রবেশ।

আশা।—(বিদূষকের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া)—হুঁম্!

বিদূ।—(দেখিয়া, সন্ত্রাসে)—বাবা রে! বাবা!

(পলায়নোদ্যোগ)

আশা।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—ভয় কি, বন্ধু?

বিদূ।—ও বাবা! বন্ধু ব'ল্লে যে!
ব্যাধ যেমন হরিণকে বাঁশীর গান শুনিয়ে
বিষবাণে প্রাণ নেয়,
এও যে তাই?
তুমি বন্ধু নও,—তুমি বাবা!

আশা।—দূর, মূর্খ!

বিদূ।—অ্যাঁ!
ও—হো—বন্ধুই তো বটে!
আমি মনে ক'রেছি খুনে।
মানুষের মনই শত্রু,
নৈলে মিত্রকে শত্রু ভাবি?
হাঃ তোর মন!—সর্ব্বনাশ হোক্ তোর!
তা' যাক্, বন্ধু! এ কি?
কাপড়ময় গায়ময় এত রক্ত কেন?

আশা।—বাঘ ভালুকের মুখে প'ড়েছিলেম,
ম'ত্তে ম'ত্তে বেঁচেচি।

বিদূ।—অ্যাঁ—বলেন কি!
তবে আর তাঁর বাড়ীতে যা'বো না

বাপ্ ! একে জঙ্গল, তায় ভাঙা বাড়ী !
(স্বগত)—ভাগ্যে আমি সেখানে ছিলেম না,
থাক্‌লে এতক্ষণ বাঘের পেটে হজম্ হ'তেম,
ভগবান্ রক্ষে ক'রেচেন।
(প্রকাশে)—বাঘ না ভালুক ?

আশা।—বাঘ ভালুক দুইই।

বিদূ।—ও বাবা !
আমার বড় পিপাসা পেয়েচে,
ওই পুকুরটোয় একটু জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

আশা।—লোকটা ঠকেচে,
আমার রক্তাক্ত শরীর ও রক্তাক্ত বস্ত্র দেখে
সত্য সত্যই বাঘ ভালুক মনে ক'রেচে।
আমি যে ওদিকে দেবালয়ে গিয়ে
চন্দ্রভানু রাজাকে গুপ্তহত্যা ক'রেচি,
তা' এ লোক্‌টা বুঝ্‌তে পাচ্চে না।
না ব'ল্লে, বুঝ্‌বে কি ক'রে ?
বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রভানু আর আমি—
এই তিন জন এক দিনেই জন্মেচি।
আমি দৈবজ্ঞের মুখে শুনেচি—
আমাদের তিন জনের মধ্যে
যে ব্যক্তি
অপর দু'জনকে হত্যা ক'ত্তে পারবে,
সে সসাগরা ধরার অধিপতি হবে।
অগ্রে বিক্রমাদিত্যকে বধ কর্‌বো ভেবেছিলেম,
তা' ঘটনাক্রমে চন্দ্রভানুই অগ্রে ম'লো।
ভাগ্যে আমি এই লোক্‌টার অনুসন্ধান ক'ত্তে
সেই নিবিড় বনে গিয়েছিলেম,
তাই তো সেই শিবমন্দিরের ভিতর
চন্দ্রভানুকে তপোমগ্ন দেখ্‌তে পেলেম।
আচ্ছা,
মন্দিরের শিবমূর্ত্তি ভগ্ন কেন ?
বোধ হয়,
মহাদেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে
চন্দ্রভানুকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন।
হাঁ, আর এক কথা—
মন্দিরের দেওয়ালে
হোমাঙ্গারে
বিক্রমাদিত্যের নাম লেখা আছে;
এর অর্থ কি ?
বোধ হয়,
বিক্রমাদিত্যও
সেখানে শিবপূজা ক'ত্তে যায়।
তবে তো ভালই হ'লো,
বিক্রমাদিত্যকেও সেখানে হত্যা ক'র্‌বো।
এই যে উদরেশ্বর জলোদর হ'য়ে
মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে আসচে।
একে এ সব কিছু ব'ল্‌বো না।

ছদ্মবেশী বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

বন্ধু ! আর এখানে থাকা ভাল নয়,
তোমায় খুঁজ্‌তে এসে
দেখা পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হ'য়েচি,
বাঘের পেটে গেলে আর দেখা হ'তো না।
ওই পুষ্করিণীর জলে পা ধুয়ে
দু'জনে এখান থেকে যাই চল।

বিদূ।—আবার বাঘের পেটে না কি ?
আমাকে বিশ হাঁড়ী মোহর দিলেও
সেই ভাঙা বাড়ী—না বাবা যমের বাড়ী—
বাপ্ !—

আশা।—সেখানে না, অন্য কোনখানে।

বিদূ।—তা বরং—
কিন্তু, বন্ধু ! এখানে বড় বিভ্রাট উপস্থিত—
যক্ষ-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ !

আশা।—সে আবার কি ?

বিদূ।—চল, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

'She is mine own;
And I as rich in having such a jewel
As twenty seas, if all their sand were pearl,
The water, nectar, and the rocks pure gold.'
TWO GENTLEMEN OF VERONA.—Act ii. sc. 4.

উজ্জয়িনী নগরী—রাজান্তঃপুর।

বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতী।

বিক্রম।— মহিষি!
ভগবান্ মহাদেবের কৃপায়
অনেক বিঘ্ন বাধা হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে
আবার তোমায় দেখ্তে পেলেম।
আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।
ভানু।—মহারাজ!
স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা।
আমি এত দিন
সেই দেবতাহারা হ'য়েছিলেম,
জগজ্জননী দয়াময়ী দুর্গা
আবার আমাদের একত্র ক'র্লেন,
আমিও তোমার মত সুখী।
কিন্তু মা দুর্গার কৃপায়
আমাদের একটি পুত্রসন্তান হ'লে
আমাদের এই সুখ শতগুণ হ'বে।
কবে আমাদের সে শুভ ভাগ্য দেখা দেবে?
বিক্রম।— মহিষি!
শিবদুর্গার অনুগ্রহে
আমাদের সে আশা অবশ্যই পূর্ণ হ'বে।
যাঁ'রা আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন,
তাঁ'রা এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার জন্য
অবশ্যই পুত্ররূপী উত্তরাধিকারীও দেবেন।

জনৈকা দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—পূজোর সব গোছ গাছ হ'য়েচে।
বিক্রম।—চল, মহিষি!
পুত্রকামনায় উভয়ে মিলে
দেবদেব মহাকালের পূজা করি।
দাসী।—আজ সেখানে
কে এক জন যোগী এয়েচে।
বিক্রম।— যোগী?
(স্বগত)— যোগীর নামে এখন সন্দেহ হয়,
যক্ষের কথা মনে পড়ে।
আচ্ছা, কে যোগী দেখা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

"A huge translation of hypocrisy."
LOVE'S LABOUR LOST.—Act v. sc. 2.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির।

আশানন্দ যোগী।

আশা।—উদরেশ্বর
এই বার যে পরামর্শটা এঁটেচি,
খুব উঁচুদরের।
এতে যদি আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি না হয়,
তবে আর কিছুতেই হ'বে না।
বাঃ বন্ধু, বাঃ বাঃ!
তোমার প্রতিভার জয় হৌক্!
আমি এই মহাকালের নিকট শপথ ক'চ্চি—
তোমাকে সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী ক'র্‌বো।
যদি পূর্ব্ব দিকের সূর্য্য পশ্চিম দিকেও ওঠে,
তবু আমার প্রতিজ্ঞা ট'ল্‌বে না;—
তুমি আমার মন্ত্রী হ'বে হ'বে হ'বে।
(কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া)—না, তা' হ'বে না,
তা'র যে বুদ্ধি—কূটের চেয়েও কূট।
সে রাজমন্ত্রী হ'লে
আমার আবার সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে পারে।—

পারে কেন?—ক'র্‌বে।
রাজ্যের লোভ বড় লোভ!
অর্থের জন্যেই
বাপ ছেলেকে—
ছেলে বাপকে—
ভাই ভাইকে খুন করে,
উদরেশ্বর তো একটা পর।
পর কখনো আপনার হয় না,
সুতরাং তা'কে মন্ত্রী করা হ'বে না,
এমন কি, তা'কে নিপাত ক'ত্তে হ'বে,
নৈলে আমি তা'র হাতে নিপাত হ'বো,
হুঁ হুঁ, আমি খুব বুঝি—
বিক্রমটার মত উদরেশ্বরটাও আমার শত্রু!
সে কথা এখন যাক্,
এখন তা'র পরামর্শরূপ ব্রহ্মাস্ত্র
বিক্রমাদিত্যের প্রতি প্রয়োগ করি;
তা'র পর,
নিজের যুক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র তা'র প্রতি এড়্‌বো।
এই যে বিক্রমাদিত্য আস্‌চে,
কটিদেশে তরবার ঝুল্‌চে,
সঙ্গে ক' জন অস্ত্রধারী লোক!
এর মানে কি?
পূজার তো এ বেশ নয়,
কোথাও যাচ্চে কি?
না আমাকে জান্‌তে পেরেচে?
না—বোধ হয় পারে নি।
আর জান্‌লেই বা উপায় কি?
পালা'বার তো যো নেই,
পালা'লেই সন্দেহ ক'র্‌বে,
আর অম্নি লোকগুলো এসে ধ'রে ফেল্‌বে।
তা'র চেয়ে চোক বুজে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
শিবের স্তব আরম্ভ ক'রে দি।
কই, ভাল স্তব যে জানি না,
ওদিকে এসে প'ড়্‌লো যে!
কি করি?—কি বলি?
যা জানি, তাই বলি।—

(নেত্রনিমীলন করিয়া)—
হর হর বম্ বম্! হর হর বম্ বম্!
দূর হোক্ গে,
ভয়ে চোক্ খুলে যায় যে,
আধ-চাওয়া আধ বোজা ক'রে
হর হর বলি।—
হর হর বম্ বম্! হর হর বম্ বম্!
হর হর বম্ বম্! হর হর বম্ বম্!

রক্ষিগণের সহিত বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—(স্বগত)—
যক্ষ যা'র কথা ব'লে গেছেন,
এই কি সেই যোগী?
জটাবল্কলরূপ পুষ্পের মধ্যে
এই কি সেই সর্প?
ধর্ম্মাচ্ছাদনীর মধ্যে এই কি সেই পাপ?
যোগী সন্ন্যাসী মাত্রেরই প্রতি
এখন আমার সন্দেহ।
এরূপ সন্দেহ পাপের কারণ,
কেন না যথার্থ সাধু যোগী সন্ন্যাসীকেও
হয় তো আমার শত্রু ব'লে ভাব্‌চি।
হে মহাকাল,
আমার এরূপ সন্দেহ দূর কর,
প্রকৃত শত্রুকে দেখিয়ে দাও।
আচ্ছা,
একবার একে জিজ্ঞাসা করি।
(প্রকাশে)—যোগিবর!
আশা।—(স্বগত)—এই রে, ধরা পড়ি বুঝি!
না—খুব সাম্‌লে যাই।
(প্রকাশে)—হর হর বম্ বম্!
হর হর বম্ বম্!
বিক্রম।—মহাশয়,
কোন্ তীর্থ হ'তে আগমন হ'য়েচে?
কোন্ তীর্থেই বা যা'বেন?
আশা।—জয় হোক্, মহারাজ!

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

বিক্রম।—আমি যা' বল্লেম, তা'র—

আশা।—বদরিকাশ্রম হ'তে এসেচি,

সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন ক'রবো।

বিক্রম।—এখানে কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন ?

আশা।—

আপনার স্থাপিত ৺মহাকাল দর্শনাভিলাষে।

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

মহারাজ ! আমার আর একটি বক্তব্য আছে।

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

বিক্রম।—আজ্ঞা করুন।

আশা।—আপনি না কি অপুত্রক ?

বিক্রম।—আজ্ঞে।

আশা।—আহা, এ বড় দুঃখের কথা,

অতুল রাজ্যধনের অধিপতি হ'য়েও

আপনি পুত্রধনে বঞ্চিত !

হর হর বম্ বম্ ! হর হর বম্ বম্ !

আচ্ছা, মহারাজ,

আমি আপনার এ দুঃখ দূর ক'রবো।

আপনি এই শ্রীফল গ্রহণ করুন্।

(শ্রীফলপ্রদান)

মহারাণীকে এই ফল খেতে দেবেন।

তা'র পর

আপনাকে আর একটি কাজ ক'ত্তে হ'বে।

বিক্রম।—আদেশ করুন।

আশা।—আগামী কল্য বড় শুভ দিন—

কৃষ্ণপক্ষীয়া অমাবস্যা।

রাজধানীর প্রান্তবর্ত্তী শ্মশানে

কা'ল রাত্রিকালে আমি আপনার জন্যে

পুত্রকাম-যাগ করবো।

আপনি সেই সময়ে

অর্থাৎ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে

আমার নিকট যা'বেন—একাকী যা'বেন।

জগন্মাতা চামুণ্ডার সম্মুখে আপনাকে বসিয়ে

এক সহস্র অষ্ট বিল্বদলে তাঁ'র পূজা ক'র্‌বো।

আপনি এক বৎসরের মধ্যেই

নিশ্চয়

কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পুত্র লাভ ক'র্‌বেন।

বিক্রম।—একাকী যেতে হ'বে ?

আশা।—হাঁ, মহারাজ !

তন্ত্রসূত্রানুসারে এই যাগ ক'ত্তে হ'বে।

তন্ত্রে লিখিত আছে—

"পুত্রকামযাগো গুহ্যাৎ গুহ্যতরঃ।"

সুতরাং আপনি আর আমি।

বিক্রম।—(স্বগত)—যক্ষের কথা প্রকৃত,

এই ধর্ম্মধ্বজীই আমার বিনাশকামী।

যক্ষের বাক্যানুসারে

শেষ পর্য্যন্ত কি কি ঘটে দেখ্‌তে হ'বে।

(প্রকাশে)—মহাশয়,

আমি

আপনার অনুগ্রহে নিতান্ত বাধিত হ'লেম ;

কল্য রাত্রে

নিশ্চয়ই আপনার নিকট যা'বো।

আশা।—তবে আমি এখন চ'ল্লেম।

এ যাগে যে যে উপকরণ চাই,

গিয়ে সে সমস্ত সংগ্রহ করি।

আপনি রাজবেশে যা'বেন।

কল্য প্রাতেও একবার এখানে আস্‌বো ;

পাছে বিস্মৃত হ'ন,

যা'বার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যা'বো।

বিক্রম।—না, এ কথা কি আমি বিস্মৃত হই ?

নিশ্চয় যা'বো,

কোনরূপ সন্দেহ ক'র্‌বেন না।

আশা।—আচ্ছা, আমি তবে চ'ল্লেম।

জয় হোক্, মহারাজ !

(স্বগত)—উদরেশ্বর আচ্ছা যুক্তিই দিয়েচে,

লোভ ব'লে লোভ—ছেলের লোভ !

এইবার ছেলের লোভে বাবা যা'বে !

বন্ধুকে নিয়ে

যাই সব যোগাড় করি গে।

[প্রস্থান।

বিক্রম।—মহিষীকে এখানে না এনে
ভাল ক'রেছি।
তিনি এই কতক্ষণ পুত্রের কথা ব'লছিলেন,
এখানে ধূর্ত্ত যোগীও সেই কথা তুল্‌লে,
মহিষীকে শ্রীফল খেতে দিলে।
হয় তো এটা বিষাক্ত ফল,
খেলে বিপদ ঘট্‌তে পার্‌তো।
যা হোক্,
ভণ্ড যোগীকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে হ'বে।
হে মহাকাল,
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।
[সকলের প্রস্থান।

ইতি যোগি-সন্দর্শন-নামক তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

"What see'st thou there? King Henry's diadem,
Enchas'd with all the honours of the world?
If so, gaze on and grovel on thy face,
Until thy head be circled with the same.
Put forth thy hand, reach at the glorious gold:—
What, is't too short? I'll lengthen it with mine:
And having both together heav'd up it up,
We'll both together lift our heads to heaven;
And never more abase our sight so low,
As to vouchsafe one glance unto the ground."

HENRY VI. PT. II.—Act i. sc. 2.

"O Buckingham, beware of yonder dog;
Look, when he fawns, he bites, and, when he bites,
His venom tooth with rankle to the death;
Have not to do with him beware of him;
Sin, death, and hell have set their marks on him,
And all the ministers attend on him."

RICHARD III.—Act i. sc. 3.

"I grant him bloody,
Luxurious, avaricious, false deceitful,
* * *, malicious, smacking of every sin
That has a name."

MACBETH.—Act iv. sc. 3.

"Wilt thou draw near the nature of the gods?
Draw near them then in being merciful:
Sweet mercy is nobility's true badge."

TITUS ANDRONICUS.—Act i. sc.

শ্মশান।

(চতুর্দ্দিকে নরকঙ্কাল, ভগ্ন কলস, ভ[illegible]
খট্টা, ছিন্ন বস্ত্র, চিতা-কাষ্ঠ, অঙ্গার
ইত্যাদি পতিত)

মধ্যস্থলে যোগাসনে আশানন্দ
যোগী উপবিষ্ট।

সম্মুখে মৃণ্ময় ঘট, দূরে জ্বলন্ত চুল্লীর উপ[illegible]
তৈলপূর্ণ বৃহৎ কটাহ, পার্শ্বে জবা-
পুষ্পসজ্জিত পাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা
ইত্যাদি)

আশা।—(ধ্যান সমাপন করিয়া)—
কই, বন্ধু কোথা?
একবার ডাকি।
শঙ্খধ্ব[illegible]

ছদ্মবেশে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—ডাক্‌লেন কেন?
আশা।—আজ সন্ধ্যার [illegible]
যে সন্ন্যাসীটাকে [illegible] বেঁধে এনেছি,
সেটাকে এখানে আন্‌তে হ'বে।
সেটা এখন কি ক'চ্ছে?
বিদূ।—পাচ্ছেলাম
বত্রিশ বাঁধনের চোটে আড়ষ্ট,
নড়া চড়া নেই,
মুখে কথাটি নেই,—কেবল গোঁ গোঁ!
আশা।—চল, এইবার সেটাকে এখানে আ[illegible]
সেটা না হ'লে
বিক্রমাদিত্যকে ফাঁদে ফেলা শক্ত।
বিদূ।—তা' তো আগেই ব'লেচি।
আসুন তবে।
বিক্রমাদিত্যের

আস্‌বার সময় হ'য়ে এলো।
একে অমাবস্যের রাত,
তা'তে মেঘ ঝড় অন্ধকার,
আস্তে আস্তে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

হস্ত, পদ, মুখ ও চক্ষুর্বদ্ধ এক জন সন্ন্যাসীকে দোলাকারে লইয়া ছদ্মবেশী বিদূষক ও আশানন্দের পুনঃ-প্রবেশ।

আশা।—ও বন্ধু!
বড় ভারি— নামাও নামাও।

বিদূ।—বাপ্!
জ্যান্তো মানুষ এতো ভারি!
আমার নখের মুড়িতে পর্য্যন্ত
ঝিল্লিনে ধ'রেচে।
এইখানে ফেলুন।

(বস্ত্রাবদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভূতলে রক্ষা)

বিদূ।—আর এক পুরু কাপড় দিয়ে মুখটো বাঁধি,
কি জানি,
যদি মুখ খুলে চেঁচিয়ে ওঠে।

আশা।—বটে তো; খুব কোসে বাঁধো।

বিদূ।—(আবদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখ বাঁধিতে বাঁধিতে, স্বগত)—
আজ আমার মন কেন এমন ক'চ্চে?
আপনা আপনি শিউরে উঠ্‌চি!
বুকের মাঝখানটা এক এক বার
গুর গুর্ ক'চ্চে,
ভয়ও হ'চ্চে।
বোধ হয়, আর কিছু নয়,
একে অমাবস্যের রাত্রি,—মেঘ,—শ্মশান,
তাতে আবার একটা হত্যাকাণ্ড ঘট্‌বে,
তাই, আমার এমন হ'চ্চে।
একটু সাহস করা চাই,
ভয় লুকুনো চাই,
নৈলে আজ আমার 'হুর্‌হু' ব্যাটার
মর্ম্মান্তিক অপমানের প্রতিশোধ হ'বে না;
মা শ্মশানকালি!
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা!
জগদম্বে!
আজ বিক্রমাদিত্য হত হ'লে
আমি নরবলি দিয়ে তোমার পুজো ক'র্‌বো।
সেই জন্য এই সন্ন্যাসীটেকে এনেচি।
দোহাই মা! দোহাই মা!

আশা।—মুখ বাঁধা হ'লো, বন্ধু?

বিদূ।—হুঁ—উঁ!
একবার টিপে টুপে দেখুন তো।

আশা।—(তদ্রূপ করিয়া)—বেশ্ হ'য়েচে।
নিশ্বেস প'ড়চে তো?
(নাসিকাগ্রে হস্ত দিয়া)—হুঁ—প'ড়্‌চে।

বিদূ।—আমি
তবে এখন আড়ালে লুকিয়ে থাকি গে?

আশা।—যাও।
কিন্তু শাঁকের ডাক শুন্‌লেই দৌড়ে এসো।

বিদূ।—বন্ধু!
তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌চি,
আজ আমার মুখ রক্ষে ক'রো—
মান রক্ষে ক'রো।
এইবার আমি এসে যেন
বিক্রমটার এক দিকে ধড়—
এক দিকে মাথাটা দেখ্‌তে পাই।

আশা।—বন্ধু, ভয় কি?
তোমার যুক্তিতে
তোমার মনোবাসনা পুর্‌বে।
যুক্তি ব'লে যুক্তি— ছেলের লোভ্!
বিক্রমাদিত্যকে আজ নিশ্চয় কাট্‌বো।
(স্বগত)—তোমাকেও কাট্‌বো!
আগে গোড়া কাটি,
তা'র পর ডাল।
(প্রকাশে)—ও বন্ধু,
এ লোকটা এতো নড়ে কেন?

বিদূ।—যমদূতের বাঁধন যে!

(স্বগত)—

লোকটা কেন এতো নড়ে, তা'ও জানি,

আর লোকটা কোন্ লোক, তা'ও জানি,

আজ ঝাড়কে ঝাড় সাবাড়!

'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।'

আশা।—ও বন্ধু,

লোকটা বড় ছট্ ফট্ ক'চ্চে,—কষ্ট হ'চ্চে,

বাঁধনটা একটু আল্গা ক'রে দেবে কি?

বিদূ।—আপনি বলেন কি?

আশা।—বড় কষ্ট হ'চ্চে ব'লে ব'ল্‌চি।

বিদূ।—আর একটু পরেই

এর ভববন্ধনের কষ্ট পর্য্যন্ত দূর ক'র্‌বো।

আমি এখন চ'ল্লেম।

সাবধান্—খুব সাবধান,

এর বাঁধন টাঁধন খুল্‌বেন না,

খুল্লে

আপনার রাজা হওয়ার আশায়

ছাই প'ড়বে।

লোকটা আমাদের গুপ্ত-কথা শুনেচে,

বিক্রমাদিত্য এলে ব'লে দেবে,

তা' হ'লেই—বুঝেচেন তো?

আশা।—ঠিক ব'লেচো, বন্ধু!

বাঁধন আল্‌গা করা তো পরের কথা,

আমি একে ছোঁবও না।

বিদূ।—খুব সাবধান—খুব সাবধান।

(স্বগত)—বিক্রমাদিত্য!

বড় জোর আর এক ঘণ্টা তোর প্রাণ।

[প্রস্থান।

আশা।—

'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মা চামুণ্ডে!

আমারও যেন সিদ্ধির্ভবতি হয়, মা!

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

আবার যে ফিরে এলে?

বিদূ।—খাঁড়াখানা এনেচেন কি?

আশা।—ওই—যা!

বিদূ।—বেস্ যা হোক্!

আসল কাজেই ভুল!

হাতে মাথা কাট্‌বেন না কি?

আশা।—যাও যাও, দৌড়ে যাও,

কুটীর থেকে খাঁড়াখানা আনো।

তাড়াতাড়িতে সব মনেও পড়ে না।

বিদূ।—দৌড়ে গেলেও

তবু যেতে আস্‌তে এক ঘণ্টা।

যা হোক্,

বিক্রমাদিত্য এলে বসিয়ে রাখ্‌বেন।

[প্রস্থান

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

আশা।—এই যে মহারাজ উপস্থিত,

আসুন আসুন।

(আসনাদি প্রদান

বিক্রম।—বসুন বসুন,

এত ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন?

আপনার আমাকে আসন দেওয়া কি সাজে

আমি নিজে গিয়ে ব'স্‌চি।

(স্বগত)—এ কি ভয়ানক দৃশ্য!

শ্মশান আজ বাস্তবিকই শ্মশান!

ও কি?—

জলন্তচুলীর উপর একটা বৃহৎ কটাহ না!

তাই তো বটে,

কটাহ উত্তপ্ত তৈলপরিপূর্ণ!

এই যোগিবেশী কপটী নরাধম

আমাকে হত্যা ক'রে

ঐ তৈল-কটাহে নিক্ষেপ ক'র্‌বে।

পাপিষ্ঠের ভয়ঙ্কর রক্তাকাঙ্ক্ষা!

যক্ষের কথা

এ কটি একটি ক'রে ঠিক্ হ'চ্চে।

আচ্ছা,

এ লোকটা কি অভিপ্রায়ে

আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা ক'চ্চে ?
তা'র তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না,
যক্ষও সে কথা ভেঙে বলেন নি।
তা' যা' হোক্,
এ পাপিষ্ঠ যেমন পাপাশা ক'রেচে,
সেইরূপ উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া উচিত,
কিন্তু সেটা আমার পক্ষে
কাপুরুষের কার্য্য—দুর্ব্বলের কার্য্য।
যে ব্যক্তি কোটি কোটি প্রাণীকে
পালন করবার ভার নিয়েচে,
তা'র কি এরূপ ভীরুর কার্য্য করা উচিত ?
কখনই না।
আমি একে বিনাশ ক'রবো না।
এর মনে যদি পাপ থাকে,
তবে নিজেই তা'র ফল ভোগ ক'রবে।
আমি কেন তুচ্ছ প্রাণের আশায়
আর এক জনের প্রাণ নষ্ট ক'রবো ?
এ দুরাত্মা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,
এর অন্তঃকরণ ততোধিক ক্ষুদ্র,
সুতরাং ক্ষুদ্রকে বিনষ্ট ক'র্লে
বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কোথায় ?
আমার যে তরবারি
রণক্ষেত্রে মহাবীর শত্রুগণকে নিপাত করে,
সে তরবারি
এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির রক্তস্পর্শে কলঙ্কিত হ'বে!
আমি এমন কার্য্য কথনই ক'রবো না।

[আ]শা।—মহারাজ!
পদব্রজে এসে বড় কষ্ট হ'য়েচে,
এই আসনে একটু বিশ্রাম করুন্।

[বি]ক্রম।—না, আমার কিছুই কষ্ট হয় নি,
আপনার ন্যায় সাধুসংসর্গে কিসের কষ্ট ?

[আ]শা।—মহতের বাক্যও মহৎ।
(স্বগত)—আমার মত
সাধুসংসর্গে কিসের কষ্ট
এখনি টের্ পা'বে,
পাগ্‌ড়ী সমেত মুণ্ডু উড়ে যা'বে।

বিক্রম।—আপনার যাগের
সমস্ত আয়োজন হ'য়েচে ?

আশা।—একটু বাকি ছিল,
তা আপনি আসাতে ঠিক হ'লো।
(স্বগত)—উদরেশ্বরটা মহাকুড়ে,
কখন্ যে খাঁড়াখানা আন্‌বে ?
যা হোক্,
ততক্ষণ বাকি কাজগুলো সেরে নি।
(প্রকাশে)—মহারাজ!
আমি জানি,
আপনি মহারাজ কর্ণাপেক্ষাও দাতা।

বিক্রম।—(স্বগত)—আজ জেনে শুনে
ধূর্ত্তের অসঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হ'ব না।
(প্রকাশে)—সঙ্গতমত প্রার্থনা করুন্।

আশা।—সংসারবিরাগী যোগী
অসঙ্গত প্রার্থনা কখনই করে না।

বিক্রম।—বলুন, কি চা'ন ?

আশা।—আমি যা' চাবো,
তা' আপনারই নিমিত্ত—
আপনার পুত্রলাভের নিমিত্ত।

বিক্রম।—তা' জানি,
আপনি আমার পরম হিতৈষী।
বলুন, কি প্রার্থনা ?

আশা।—দু'টি প্রার্থনা।
তা'র মধ্যে একটি—
আপনার রাজপরিচ্ছদ খুলে এখানে রাখা।
আর একটি—
ঐ গোদাবরীনদী-তীরে শিরীষ বৃক্ষে
একটা শব আছে,
সেইটেকে আমার কাছে আনা।

বিক্রম।—(স্বগত)—
রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন ক'রে
এখানে রাখ্‌বার উদ্দেশ্য কি ?
আমার নিকটে অস্ত্র শস্ত্র আছে কি না,
তাই বুঝি জান্‌তে চায় ?
আর শিরীষ বৃক্ষ হ'তে

শব আন্‌বার কথাই বা কেন ব'ল্লে ?
বোধ হয়,
আমাকে ভয়ে আচ্ছন্ন কর্‌বার ইচ্ছা।
ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা খুব প্রখরা দেখ্‌চি।
তা' যা' হোক্,
বিক্রমাদিত্য এ উভয় কার্য্যে অসম্মত নয়।
(প্রকাশে)—
রাজপরিচ্ছদে আপনার প্রয়োজন ?

আশা।—তা তো পূর্ব্বেই ব'লেচি,
আমার নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই।
প্রয়োজন আপনার পুত্রকামনা।
রাজপরিচ্ছদে
এই দেবীঘট আচ্ছাদন ক'রে
চামুণ্ডার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপ ক'র্‌বো।

বিক্রম।—এরূপ জপের উদ্দেশ্য ?

আশা।—আপনার পুত্রকে কোন শত্রু
অস্ত্রাঘাতে নিহত ক'র্ত্তে পার্‌বে না।
ঘট যেমন রাজপরিচ্ছদাবিষ্ট হ'বে,
সেইরূপ আপনার পুত্র
চামুণ্ডাদেবীর কৃপা-বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাক্‌বে।

বিক্রম।—আচ্ছা,
শিরীষ বৃক্ষ হ'তে
শব আন্‌বার উদ্দেশ্য কি ?

আশা।—ঘটসম্মুখে
শবটাকে উৎসর্গ ক'র্ত্তে হ'বে।
সেরূপ ক'ল্লে,
যে ব্যক্তি
আপনার পুত্রের অমঙ্গল কামনা ক'র্‌বে,
সে তৎক্ষণাৎ শবের মত হ'বে,
অর্থাৎ প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে।

বিক্রম।—(স্বগত)—অদ্ভুত দুর্ভেদ্য কৌশল!
যা' হোক্,
এর ইচ্ছামত কার্য্য ক'রে
আমার কৌতূহল পূর্ণ করি।
(প্রকাশে)—আমাকে পরিধেয় বস্ত্র দিন্,
রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন ক'রে আনি।

আশা।—
এই গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র আর উত্তরীয় নিন্

[বস্ত্র লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান

বিক্রমাদিত্য আজ পুত্রলাভ-লোভে
সম্পূর্ণরূপে আমার বশীভূত হ'য়েচে।
আমি যা' যা' ব'ল্লেম,
ও তাই তাই বিশ্বাস ক'ল্লে।
কিন্তু নির্ব্বোধ বুঝ্‌লে না যে
আমার এ দুটো প্রার্থনার অর্থ কি ?
লোকে বলে—
বিক্রমাদিত্য বড় বুদ্ধিমান্,
ছায়া দেখ্‌লে কায়া চিন্‌তে পারে।
সে কথা মিথ্যা কথা—
সে কথা খোসামুদের কথা!
এরি নাম বুঝি রাজবুদ্ধি!
পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে বুদ্ধিমান্
আমি এইবার রাত পোহা'লে রাজা হ'
রাজবুদ্ধি কা'কে বলে
প্রজাদের চোকে আঙুল দিয়ে দেখা'
বিক্রমাদিত্যের আছে আবার নবরত্ন স
সেই সভায় আছে
কালিদাস, বররুচি আদি নামে
নটা মহাকবি বা মহাকপি!
হাঁড়ির বিক্রমাদিত্য!
হাঁড়ির নবরত্ন!
যেমন হবাচন্দ্র রাজা, তেমি গবাচন্দ্র মন্ত্রী
"এক ভস্ম আর ছার,
দোষ গুণ ক'ব কা'র!"
সব ব্যাটাকে মুগুরপেটা ক'রে তাড়া'
যাক্—আমি কি ব'ল্‌ছিলেম ?
এই—এই—এই—হুঁ—মনে হ'য়েচে।
গণকঠাকুর আমাকে ব'লেচেন—
বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদটা
কোন সূত্রে যদি একবার নিজের গায়ে
চামুণ্ডার

'এক হাজার আট নাম জপ্‌তে পার,—
শ্মশানে ব'সে জপা চাই কিন্তু—
তা' হ'লে বিক্রমাদিত্য
কখনই তোমায় বধ ক'র্ত্তে পার্‌বে না ;
কিন্তু তুমি
অনা'সে তা'কে কেটে ফেল্‌তে পার্‌বে।
উদ্দেশ্যকে এই গুপ্তকথা বলি নি,
ব'ল্‌বও না ;
বল্‌বার চেয়ে কাজে দেখানই কাজ।
যাক্‌ সে কথা।
এখন ফাঁকি দিয়ে রাজপরিচ্ছদটা তো পরি।
তা'র পর,
বিক্রমাদিত্য মড়াটাকে আন্‌লে পরে,
সেইটেকে, আর ওটাকে কেটে ফেলে
ঐ কড়া-ভরা গরম তেলে ভেজে ফেল্‌বো।
তা' হ'লেই বস্‌!
আর আমায় পায় কে?
যেমন রাত পোহা'বে,
আর অমি বত্রিশ-সিংহাসনের উপর
আমি আশানন্দ—সার্ব্বভৌম সম্রাট!
অনেক কষ্টের পর এইবার ইষ্টলাভ।
গেরুয়া কাপড় ফেলে দেবো—
আঃ, সে কাজটা এখনি হ'বে।
জটা কেটে ফেল্‌বো—
নাপিতকে রাজা রাজড়ার বিশ্বাস নেই—
নিজে কটা জটা কপ্‌চা'বো।
দাড়িটে যেন চমরী গাই হ'য়ে প'ড়েছে,
নাইকুণ্ডল পর্য্যন্ত ঢেউ খেলাচ্চে,
ছেঁটে ছুঁটে চাঁপদাড়ি ক'র্‌বো।
ঝামুরে গোঁপ জোড়াটা
চোগোঁপ্পা ক'র্ত্তে হ'বে,
নৈলে মানা'বে কেন?
লোকে রাজা ব'লে খাতির ক'র্‌বে কেন?
শুক্‌নো খড়্‌খড়ে হাড়ের মত
রুদ্রাক্ষমালাগুলো
ছিঁড়ে খুঁড়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো,
ফেলে—ইয়া গোচ্ছা গোচ্ছা মুক্তোর মালা
আপাদকণ্ঠে লুটিয়ে দেবো!
খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে
পা দু'খানা ফুটিফাটা হ'য়ে গেছে,
এইবার সাঁচ্চা জরির ফুলকাটা—
হীরে বসানো—
ঝিকিমিকি জুতোর জোড়া
উঁকি ঝুঁকি মার্‌বে!
আজ্‌কে মাথায় জটার বোঝা,
কাল্‌কে মাণিকের
কল্কাদার গুল্‌জার জেল্লাদার
শিরপ্যাঁচওয়ালা পা—গ্—ড়ী।
ধুলোয় শুয়ে শুয়ে গা কালো হ'য়েছে,
এইবার দুগ্ধফেননিভ শয্যায়
গাটাও দুগ্ধফেননিভ হ'বে!
এখন হাত পা কাম্‌ড়া'লে নিজেই টিপি,
এইবার শতশত রূপবতী যুবতী
পা টিপ্‌বে—গা টিপ্‌বে—গাল টিপ্‌বে।
আর বিক্রমাদিত্যের ভানুমতী?
আরে সে তো এখন আমারই।
আমি পাটরাজা!
ভানুমতী পাটরাণী!
বাহবা!—হো হো হো!—বাহবা!
আশানন্দ?
হুঁ।
তুমি কে?
আমি
মহারাজাধিরাজ আশানন্দ বিক্রমাদিত্য।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ঐ যে পরিচ্ছদ নিয়ে আসছে;
রাজপরিচ্ছদ খুলে গেরুয়া প'রেছে;
বিক্রমাদিত্য দেখ্‌তে হ'য়েছে যেন আশানন্দ!
এইবার আশানন্দ হ'বে বিক্রমাদিত্য।
আজ্‌কে যা হ'ব,
বরাবর তাই র'ব।
ও রাজপরিচ্ছদ তো আমার।

এইবার আমি চামুণ্ডার স্তব করি।

(সুর করিয়া)—

জয় চামুণ্ডে! চামুণ্ডে! চামুণ্ডে!

জয় মুণ্ডে! মুণ্ডে! মুণ্ডে!

জয় ণ্ডে! ণ্ডে! ণ্ডে!

জয় ণ্ডেমুচা! ণ্ডেমুচা! ণ্ডেমুচা!

জয় ণ্ডেমু! ণ্ডেমু! ণ্ডেমু!

জয় চা! চা! চা!

জয় চামুণ্ডে! চাণ্ডে! মুণ্ডে!

জয় ণ্ডেমুচা! ণ্ডেচা! মুচা!

জয় চামু! মুণ্ডে! ণ্ডেমু! মুচা!

জয় চাণ্ডেমু!

জয় মুচাণ্ডে!

জয় মুণ্ডেচা!

জয় চাং চাং চাং!—

মুং মুং মুং!—ণ্ডেং ণ্ডেং ণ্ডেং!

ড্যাং ড্যাং ড্যাং,

মজা ক'রে আজ,

ড্যাং ড্যাং ড্যাং

রাজা হ'বে কাল,

ড্যাং ড্যাং ড্যাং—ড্যাং ড্যাং ড্যাং।

বিক্রমাদিত্যের পুনঃপ্রবেশ।

বিক্রম।—যোগিরাজ!

এ কোন্ তন্ত্রোক্ত কোন্ দেবতার স্তব?

আশা।—বীজতন্ত্রোক্ত

চামুণ্ডাদেবীর অক্ষরবিবর্তনিক স্তব।

বিক্রম।—এ স্তবের ফল কি?

আশা।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে,

অমুক রাজা হ'বে।

বিক্রম।—অমুক কে?

আশা।—আপনার ছেলে।

(স্বগত)—আপনার ছেলে

না আপনার পিলে?

এখনি কেটে বুকের মেটে

আর পেটের পিলে গরম তেলে ভাজ্‌বো।

(প্রকাশে)—মহারাজ!

এই বেশ এখন ঠিক বেশ,

পুত্রকামযাগের পবিত্র বেশ।

রাজপরিচ্ছদ এই স্থানে রাখুন,

আমি ওতে ঘটাচ্ছাদন ক'রে নাম জপ ক

এইবার, আপনি শবটাকে আনুন।

তা'র পরই যাগারম্ভ হ'বে।

লগ্নও প্রায় উপস্থিত।

বিক্রম।—আচ্ছা, আমি চল্লেম্।

(স্বগত)—ক্ষুদ্র তরবারিখানা এনেছি?

না ফেলে এসেছি?

(উত্তরীয় স্পর্শ করিয়া)—

না, এই যে এনেছি।

(প্রকাশে)—তবে আপনি প্রস্তুত থাকুন।

আশা।—(স্বগত)—আমি বরাবরই প্রস্তুত আছি

এখন তুমি প্রস্তুত হও।

(প্রকাশে)—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর,

আপনি শীঘ্র যান।

বিক্রম।—(স্বগত)—আমরা পরস্পরে

পরস্পরের মনোভাব জান্‌চি,

অথচ মুখের ভাবে—কথার ভাবে

আর একরূপ কার্য্য ক'চ্চি।

মানব-জগতের এও এক চিত্র,

মানবের মনোরূপ নাটকের এক একটি অ

এ চিত্র—এ অঙ্ক [illegible] মানব-কলঙ্ক।

কিন্তু কি করি,

ধূর্ত্তের সঙ্গে ধূর্ত্ততা ব্যতীত

সততায় সে কার্য্য হয় না।

দেখি, দুরাত্মা আরও কত দূর কি করে।

প্রয়োজন হ'লে

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বো,

তথাপি এ নরপশুটাকে প্রাণে মার্‌বো না।

এ মনুষ্যত্বহীন জীব,

নহিলে বিনাপরাধে

এক জনকে হত্যা ক'র্ত্তে চায়?

ছি, একেও কি বধ ক'র্ত্তে আছে?

[প্রস্থান।

শা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
ঐ যে দৃষ্টিপথ থেকে চ'লে গেলো।
এইবার আমি
বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদ পরি।
প'রে চামুণ্ডাদেবীর নাম জপি।
তা' হ'লেই আমার শরীর দুর্ভেদ্য হ'বে।
আর ভয় কি? এইবার আমি রাজা।
আমার প্রকৃত নাম ক্ষান্তিশীল,
আশা ভালবাসি ব'লে
আশানন্দ—আহা কি মধুর নাম!—
আশানন্দ নাম ধ'রেচি।
এইবার আশানন্দ নাম সার্থক হ'বে।
আমি গলায় পৈতে প'রেচি,
কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নই,—আমি শূদ্র।
বিক্রমাদিত্য ক্ষত্রিয়,
কিন্তু এইবার শূদ্র জম্বুদ্বীপেশ্বর হ'বে।
পরিচ্ছদ প'রে আসি,
জয় মা চামুণ্ডে!

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"For my part, I am so attir'd in wonder,
I know not what to say."
MUCH ADO ABOUT NOTHING.—Act iv. sc. 1.

"These are not natural events; they strengthen,
From strange to stranger."
TEMPEST.—Act v. sc. 1.

শ্মশান-পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্য।
একটি শিরীষ বৃক্ষের শাখায় একটা
শব রজ্জুবন্ধনে লম্বমান।
ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের বিকট
নৃত্য ও উৎকট চীৎকার।

ভূতগণ।— (গীত)
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ নেমে আয় ছেড়ে গাছ।
কপ্ কপ্ কপ্ গপ গপ গপ তুলে খা জলের মাছ।
ঘোর আঁধার, দে হাঁকার,
মড়ার হাড়, ছড়িয়ে নাড়;
খড় খড় খড়, গড় গড় গড়,
ছোট্ দড়বড়, হেঁড় চড় চড়,
মড়ার মাথার খুলি—
নিবিয়ে ফেলে, আবার জ্বেলে ফেল্ জল্ দি চুলী—
দম্ দম্ দম্ ধম্ ধম্ ধম্ মড়ার বুকে নাচ।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ।—(বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া অট্টহাস্যে)—
হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ—
হিঁঃ হিঁঃ হিঁঃ হিঁঃ!
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—
হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ!
হোঁ হিঁ হিঁঃ!—হুঁ হাঁ হিঁঃ!—
হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ!
হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!
হৌঃ হৌঃ হৌঃ হৌঃ!

বিক্রম।—(স্বগত)—ওঃ, কি উৎকট অট্টহাস্য!
কর্ণ বধির হ'য়ে গেল যে।
চতুর্দ্দিকেই ভূত প্রেত পিশাচ!
কি উৎপাত!
কি বিভীষিকা!
কি ভয়ানক ভৌতিক কাণ্ড!
দুষ্ট যোগী মায়াজালে কি এরূপ ক'রেচে?
না না—তা' কখনই না।
এ যে শ্মশানভূমি—ভূতভূমি!
এরা প্রকৃতই ভূত প্রেত পিশাচ!
তা' যা' হোক্, এখন্ শবটা কোথা?

(ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ)

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ।—(বিক্রমাদিত্যের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে, সানুনাসিক স্বরে)—
মার মার!

ঘাড় ভাঙ !
মানুষের রক্ত বড্ড মিষ্টি,
ঘি-খেকো রক্ত—মাখন্‌-খেকো রক্ত !

বিক্রম।—সাবধান, ভূতগণ,
তোমরা দেবযোনি,
তাই কিছু ব'ল্‌চি না।
এরূপ দুরাশা ত্যাগ কর।

১ম ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—এঃ !

বিক্রম।—আমার দৃষ্টিপথ হ'তে স'রে যাও।

২য় ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—কিঃ !

বিক্রম।—এখান থেকে প্রস্থান কর।

২য় ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—বটে !
তোমার কথায় চলে যা'বো ?
ঘাড়টি ভাঙবো—রক্ত খা'বো—
হাড় খা'বো—মাস্‌ খা'বো—
চাম্‌ড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগী বাজা'বো।

অন্যান্য ভূতগণ ইত্যাদি।—(সানুনাসিক স্বরে)—
হি হি হি হি—হা হা হা হা !

বিক্রম।—এখনো কথা রাখ ব'ল্‌চি, নৈলে—

১ম ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—
ওরে, ধম্মো'এর ঝুঁটি টেনে,
আমি দাঁতগুলো চিবিয়ে খাই।

২য় ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—
তুই ধর্‌ না, ভাই !
আমি এর রক্ত-চন্দনের তেলোক চাটি।

বিক্রম।—আচ্ছা, এর পর দাঁত চিবিয়ে খেয়ো,—
তিলক চেটো—
যা' ইচ্ছা ক'রো।
এখন শিরীষ বৃক্ষে শব কোথা ?
দেখিয়ে দাও।

১ম ভূত।—(সানুনাসিক স্বরে)—হুঁ !
আমাদের খাবার
তুমি খেতে এয়েচো !
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না।
একটা মড়া ছিলো,
এইবার দুটো মড়া খা'বো।

(অন্যান্য ভূতগণের প্রতি)—
ওরে, ধর্‌ ধর্‌ এটাকে।

বিক্রম।—নিতান্তই ধ'র্‌বে,
আচ্ছা, ধর।
(স্বগত)—জয় শিব শম্ভো !
জয় শিব শম্ভো।

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ।—(শশব্যস্তে অস্থির হইয়া, সানুনাসিক স্বরে)—
ওরে বাবা রে !—বাবা রে !
বিড় বিড় করে কি মন্তর-বাণ মা'র্লে রে !
বুক গেলো রে—বুক গেলো রে !
পালা রে—পালা রে !

[ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের দৌড়িয়া প্রস্থান।

বিক্রম।—(চতুর্দ্দিক্‌ দেখিতে দেখিতে)—
ঐ না সেই শব ?
(অগ্রসর হইয়া)—এই বটে।
এই যে রজ্জুবদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষশাখায় ঝুল্‌চে।
এটাকে অবতারণ করি।

(বন্ধন মোচন করিয়া ভূতলে শব-রক্ষা)

উঃ, উৎকট দুর্গন্ধ !
অস্থি হ'তে মাংস খ'সে প'ড়্‌চে।
ক্রিমি কিলিবিলি ক'র্‌চে !

(ইত্যবসরে বিক্রমাদিত্যের অলক্ষ্যে শবের শূন্যে উঠিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষশাখে লম্বিত হওন)

কিরূপে নিয়ে যাই ?
ধূর্ত্ত যোগী এই শব নিয়ে কি ক'র্‌বে ?
এতে কোন্‌ যাগ বা কোন্‌ যোগসিদ্ধি হ'বে ?
লোকটা কি
পিশাচ-সিদ্ধ হ'বার চেষ্টায় আছে ?—
হ'তেও পারে।
পিশাচ-সিদ্ধিতে শবের প্রয়োজন বটে।
কিন্তু আমাকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য ?

চতুরতা ক'রে শ্মশানে ডেকেচে কেন ?
এখনো যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।
আচ্ছা, দেখা যাক্,
ভণ্ড কপটী কি ক'ত্তে কি করে।
লোক-চরিত্র বোঝ্‌বার নিমিত্ত
আজ বিক্রমাদিত্যকে
চণ্ডালের কার্য্য ক'ত্তে হ'লো,
পূতিগন্ধময় গলিত শব স্কন্ধে নিতে হ'লো।
এ অপেক্ষা
যদি আরো কিছু হীন কার্য্য থাকে,
তা'ও ক'ত্তে প্রস্তুত আছি,
কিন্তু তথাপি সেই নীচাশয় ধূর্ত্তের
হৃদয়-নরকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখ্‌বো।
রাজনীতিজ্ঞেরা ব'লে থাকেন—
লোকচরিত্র পরীক্ষা করা
রাজধর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ।
তবে কেন আমি শব নিয়ে যেতে ঘৃণা করি ?
আত্মদেহের ন্যায়
এই মৃতদেহকে প্রিয় জ্ঞান করা উচিত।
শব !
চল, উভয়ে মিলে ধূর্ত্তের পাপাভিনয় দেখি।
(মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে)—এ কি !
শব কি হ'লো !
কে নিয়ে গেলো !
কেউ তো এখানে নাই !
(শিরীষ বৃক্ষের দিকে দেখিয়া)—
কি আশ্চর্য্য !
শবটা কিরূপে আবার বৃক্ষে লম্বিত হ'লো !
এ অবশ্যই ভৌতিক কাণ্ড !
যা'ই হোক্,
আমি তা'তে ভীত নহি।
আবার শবটাকে পাড়ি।
এবার আর ভূতলে রক্ষা না ক'রে
বগলে চেপে নিয়ে যাই।

(পুনর্ব্বার শবাবতারণ ও কুক্ষিমধ্যে ধারণ)

শব।—মহারাজ !
বিক্রম।—(সবিস্ময়ে)—এ কি !
অদ্ভুত ব্যাপার যে !
শবের মুখে কথা !
শব।—মহারাজ !
বিস্মিত হ'বেন না।
আমি আপনার দুরূহ কার্য্য
এবং সাহস দেখে
যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'য়েচি।
আপনি যথার্থই বীর ও সাহসী পুরুষ !
আপনার ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং বীর্য্য অদ্ভুত !
আপনি ধন্য !
বিক্রম।—আমার যে কৌতূহলের সীমা নাই !
কি আশ্চর্য্য !—কি অদ্ভুত ঘটনা !
এরূপ তো কখনো দেখি নাই—শুনি নাই।
শব ! তুমি কে ?
আত্মপরিচয় দিয়ে
আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর !
শব।—শুনুন, মহারাজ !
এই শব রাজা চন্দ্রভানুর।
এক্ষণে আমি এই শবাবিষ্ট হ'য়ে আছি।
বিক্রম।—কি ! এই শব রাজা চন্দ্রভানুর ?
তুমি কে এতে আবিষ্ট হ'য়ে আছ ?
শব।—আমি বেতাল।
বিক্রম।—কিছুই বিশদরূপে বুঝ্‌তে পাচ্চি না।
শব।—এর পর পথে যেতে যেতে
সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে দেবো।
বিক্রম।—এখন আপত্তি কি ?
শব।—আগে
আমার পঁচিশটি প্রশ্নের উত্তর দিলে
তবে সমস্ত কথা ব'ল্‌বো।
এখানে সে সকল প্রশ্ন ক'ল্লে
বৃথা বিলম্ব হ'বে।
তবে গুটিকএক কথা ব'ল্‌তে আপত্তি নাই
শুনুন্—
বিক্রম।—বল।

শব।—যে সন্ন্যাসী আজ রাত্রে
আপনাকে ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে এনেচে,
সে আপনার পরম শত্রু।
তা'র নিকট
একটা তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহ দেখেছেন কি ?
বিক্রম।—দেখেচি।
শব।—সেই কটাহের জলন্ত তৈলে
সে আপনাকে নিক্ষেপ ক'র্‌বে।
বিক্রম।—কিরূপে ?
শব।—আপনাকে পূজিত ঘটসম্মুখে
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'ত্তে ব'ল্‌বে।
আপনি যেমন সেই ঘটকে প্রণাম ক'র্‌বেন,
অম্নি সে খড়্গাঘাতে
আপনাকে দ্বিখণ্ড ক'র্‌বে।
তা'র পর, সেই কূটবুদ্ধি শঠ
আপনার মৃতদেহ এবং এই শব
সেই উত্তপ্ত তৈলে—
বিক্রম।—থাক্, বুঝেচি।
আচ্ছা,
কেন সে এরূপ ক'ত্তে ইচ্ছা ক'রেচে ?
শব।—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের
বত্রিশ-সিংহাসন, রাজ্য, রাজৈশ্বর্য্য, রাজলক্ষ্মী
তা'র হ'বে ব'লে।
বিক্রম।—(সবিস্ময়ে)—কি ভয়ানক কথা!—
কি নিদারুণ ইচ্ছা!
ওঃ, এতক্ষণে গূঢ় রহস্যের অন্ত পেলেম!
ধিক্ সেই নরাধম পিশাচকে!
শব।—এখন এক কাজ করুন,
সে যখন আপনাকে প্রণাম ক'ত্তে ব'ল্‌বে,
আপনি তখন ব'ল্‌বেন—
প্রণাম দেখিয়ে দিন্।
যেমন সে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম দেখা'বে,
অম্নি আপনি খড়্গাঘাতে
তা'র মুণ্ডচ্ছেদন ক'র্‌বেন।
আপনার মহাশত্রু নিপাত হ'বে।
বিক্রম।—বেতাল!
আমি
তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রইলেম,
তুমি আমার প্রাণ-রক্ষার উপায় ব'লে দিয়ে
যার-পর-নাই উপকার ক'ল্লে,
কিন্তু, বেতাল,
সে অস্পর্শ্য মহাপাতকীকে
আমি বধ ক'র্‌বো না।
পাপের শাস্তি পাপী ব্যক্তি নিজেই পায়,
ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়
চিরকালই হয়।
পাপীকে শাস্তি দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়,
স্বয়ং ঈশ্বর মহাদেবই
তা'কে প্রতিফল দেবেন।
শব।—মহারাজ! আপনি ধন্য!
আপনার ন্যায় রাজা যে রাজ্যে নাই,
সে রাজ্য সাক্ষাৎ নরক!
সে যা' হোক্,
প্রণাম ক'র্‌বেন না।
বিক্রম।—না, বেতাল! প্রণাম ক'র্‌বো না।
(স্বগত)—তুমি ব'ল্লে, ভালই হ'লো;
কিন্তু না ব'ল্লেও প্রণাম ক'ত্তেম না।
ধূর্ত্ত সন্ন্যাসীর প্রতি
যক্ষের কথা শুনে অবধি আমি বিরক্ত,
তা'র উপর আমার নিতান্ত ঘৃণা!
তা'র পূজা প্রভৃতি দৈবকার্য্য—
আসুরিক কার্য্য,
তা'কেও আবার প্রণাম করে ?
(প্রকাশে)—বেতাল, তবে চল।
বেতাল।—মহারাজ!
এইবার আমার পঞ্চবিংশতি প্রশ্নের
উত্তর ক'ত্তে ক'ত্তে চলুন।
যে প্রশ্নের আমি যেমন সদুত্তর পা'বো,
অম্নি আবার শিরীষবৃক্ষে আরোহণ ক'র্‌বো।
সদুত্তর না পেলে
আপনার কুক্ষিদেশেই অবস্থিতি ক'র্‌বো।
কিন্তু আপনি জেনে শুনে

যদি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না দেন,
তবে আপনাকে মহাদেবের শপথ।
আমি এক একটি ক'রে পঁচিশটি গল্প ব'লে
প্রত্যেক গল্পের শেষে প্রশ্ন ক'র্‌বো।
বলুন, মহারাজ!
আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত কি না?

ক্রম।—বেতাল!
তোমার ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর বাক্য
বিক্রমাদিত্যের অবশ্য পালনীয়।
প্রশ্নান্ত গল্পগুলি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এসো।
[শবকক্ষে বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

Kneel not to me;
The power that I have on you, is to spare you;
The malice toward you, to forgive you: Live,
And deal with others better."

CYMBELINE.—Act v. sc. 5.

"The great king of kings
Hath in the table of his law commanded,
Turn at His edict, and fulfil a man's?
Take heed: for he holds vengeance in his hand,
To hurl upon their heads that break his law."

RICHARD III.—Act i. sc. 4.

শ্মশান।

রাজবেশে আশানন্দ যোগীর প্রবেশ।

আশা।—ও আশানন্দ?
হুঁ!
এইবার তুমি কে?
জম্বুদ্বীপেশ্বর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য।
মা চামুণ্ডার প্রসাদে
এইবার আমার আশা পূর্ণ হ'লো।
কৃষ্ণ যেমন যদুবংশধ্বংসের সময়
অর্জ্জুনকে স্পর্শ ক'রে
তাঁ'র সমস্ত শক্তি হরণ ক'রেছিলেন,
সেইরূপ আমিও
বিক্রমাদিত্যের রাজপরিচ্ছদ প'রে
তা'র সমস্ত তেজোবীর্য্য আত্মসাৎ ক'ল্লেম।
অর্জ্জুন হৃতশক্তি হ'য়ে
গাণ্ডীবটিও তুল্‌তে পারেন নি,
বিক্রমাদিত্যও হয় তো
পা দু'খানা তুলেও হেঁটে আস্‌তে পারবে না;
তা'তে আবার একটা ভারী পচা মড়ার ভার;
বিক্রমটার বিক্রম গেচে—গেচে—গেচে!
আর যদি নিতান্তই আসে,
তবু তা'র নিস্তার নেই।
আমার গায়ে এখন যে রাজপরিচ্ছদ-সাঁজোয়া,
সে তো সে,—তা'র বাবা গন্ধর্ব্বসেনও এলে
ট্যাঁ ফোঁ কর্‌বার যোটি নেই!
অশ্বত্থামা তো
পাণ্ডবের শিবিরে ঢোক্‌বার জন্যে
দ্বাররক্ষক মহাদেবের গায়ে
ঝুড়ি ঝুড়ি অস্ত্র শস্ত্র এড়েছিলো,
কিন্তু
কি ক'ত্তে পেরেছিলো?—ঘোড়ার ডিম!
মহাদেব হাঁ ক'রে
গপাগপ্ অস্ত্রগুলো গিলে ফেলেছিলেন।
এখন বিক্রমাদিত্যটা এসে যদি
আমার গায়ে অস্ত্র শস্ত্র মারে,
আমার এই রাজপরিচ্ছদও অম্নি গপাগপ্!
এইবার আমি তাড়াতাড়ি ক'রে
চামুণ্ডার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জ'পে নি।
তা'র পর, বিক্রমাদিত্য এলে,
তা'কে
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মাকে দণ্ডবৎ ক'ত্তে ব'ল্‌বো।
যেমন ব্যাটা ক'র্‌বে দণ্ডবৎ,
আর অমি আমিও ক'র্‌বো খণ্ডবৎ
এই খাঁড়ার চোটে!
(পার্শ্বে দেখিয়া)—দূর হোক্ গে,
উদরেশ্বর কি ম'রেচে?
সেটা
অতি কুঁড়ে—অতি বোকা—অতি পাজী।
জপ সেরে নিয়ে

নিজেই না হয় যা'বো।
এ জপ আবার এতো গুহ্য যে
নিজের কানও যেন না শুন্‌তে পায়।
তন্ত্রে লেখা আছে—
এই অষ্টোত্তর-সহস্র-নাম-জপের নাম
মানসজপ।
মা গো,
তবে মনে মনে মানস-জপ জপি।
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরা, মা!
দোহাই মা!—দোহাই মা!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও মনে মনে চামুণ্ডার অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপকরণ)

খাঁড়া লইয়া বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(স্বগত)—
এ কি! কে উপুড় হ'য়ে দণ্ডবৎ ক'চ্চে?
রাজা বিক্রমাদিত্য সে!
গায়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ঝক্‌মক্ ক'চ্চে।
যোগিরাজ একে ফেলে গেলো কোথা?
এমন সুযোগও ছেড়ে যায়?
যাক্ গে—সেটাকে দরকার নেই।
আমিই কাজ সাবাড় করি,
নৈলে হয় তো সব ফোস্‌কে যা'বে।
বাঃ! আমার কি কপালজোর!
জালে আপ্‌নাআপ্‌নি মাছ প'ড়েচে!
বাবা!—সাধ্‌লেই সিদ্ধি!—হুঁ হুঁ!
অনেক দিনের চেষ্টা আজ ফলো!—হুঁ হুঁ!
ব্যাটা!
এত দিনের পর
আমাকে তোর 'দূর্ হ' বলার
দাদ্ তুল্‌লেম।
জয় মা কালি!

(খড়্গাঘাতে রাজপরিচ্ছদধারী আশানন্দের মুণ্ডচ্ছেদ ও ছটফট্ করিয়া আশানন্দের মৃত্যু)

(সানন্দে, খড়্গোত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে)—
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং!
ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং!
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং!
ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং!

দূরে শবকক্ষে বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

(দেখিয়া)—ও বন্ধু!
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং!
এসো এসো,
দু'জনে মিলে নাচি।
ও মড়াটায় আর কি হ'বে?
এ মড়াটা কাঁধে ক'রে নাচি এসো!
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং!

(নৃত্য)

বিক্রম।—(স্বগত)—এ কি!
এ লোকটা কে?
সেই দুর্ত্ত যোগী কি?—না।
এর কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র।
এ তবে কে?
আবার কোন দুর্ত্ত না কি?
আমাকে বন্ধু ব'লে আহ্বান ক'চ্চে—
উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল হ'য়ে নৃত্য ক'চ্চে,
হস্তে শাণিত খড়্গ ঝক্‌মক্ ক'চ্চে।
বুঝেচি,
এ লোকটাই
ঐ ভণ্ড যোগীকে হত্যা ক'রেচে।
তাই তো,
এরি মধ্যে এত কাণ্ড!
এ যে অতি অদ্ভুত ব্যাপার!
যা' হোক, দেখ্‌তে হ'লো।

(ভূতলে শবনিক্ষেপ)

বিদূ।—মড়াটা ফেলেচো—বেস্ ক'রেচো,
কাছে দৌড়ে এসো—

দেখ দেখ—বন্ধু হে, দেখ দেখ—
তোমার কাজ আমিই সেরেচি—
বিক্রমাদিত্যটাকে
খাঁড়ার চোটে দু'খানা ক'রেচি।
ব্যাটা বিক্রমা!
বড় যে 'দূর্ হ' ব'লে গাল দিয়েছিলি,
বড় যে ব'লেছিলি,
তোদের দোষেই আমার দাদা শম্ভু ম'লেন,
কেমন, এইবার শম্ভুর দোসর হ'লি তো!
মূর্খ!
জানিস্ নি কি এত দিন
আগুন ক' দিন ছাই চাপা থাকে?
চেষ্টা ক'র্লে কি না হয়?
বিক্রমাটা গেলো যমালয়!
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গাড্যাং!
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গাড্যাং!

(নৃত্য)

ক্রম।—(স্বগত)—ওঃ, এতক্ষণে বুঝ্লেম!
এ দুরাত্মা সেই নরাধম চাটুকার!
এ ধূর্ত্ত পাপিষ্ঠ যোগীর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে
আমাকে হত্যা কর্বার চেষ্টায় ছিলো।
যা'ই হোক্,
এর প্রতি যেমন আমার ঘৃণা হ'লো,
সেইরূপ
এর প্রতিহিংসা-বৃত্তিরও প্রশংসা করি।
কিন্তু আজ আমি
আর একটি ধর্ম্মের চিত্র দেখ্লেম,—
নির্দ্দোষীকে হত্যা ক'র্ত্তে গিয়ে
দোষীর হস্তে দোষীর মৃত্যু হ'লো!
এ পাপীও
আবার পাপের ফল ভোগ ক'র্বে।
এখন প্রকৃত শঠের সঙ্গে কৃত্রিম শঠতা করি,
দেখি
এর মনের ভিতর কত বড় নরককুণ্ড বর্ত্তমান।
(প্রকাশে)—বন্ধু!
যথার্থই বন্ধুর কাজ ক'রেচো।
তুমি না থাক্‌লে
আজ আমি
এরূপ কৃতকার্য্য হ'তে পাত্তেম না!
বিক্রমটাকে মেরে
আমাকে চিরকালের জন্য
ঋণী ক'রে রাখ্‌লে।

বিদূ।—(সবিস্ময়ে)—
তোমার গলার স্বর অমন হ'লো কেন?
খুন দেখে কি ভয় হ'য়েচে?
না আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে
স্বরখানাও আর একখানা?

বিক্রম।—শেষে যা' ব'লে তাই।

বিদূ।—তবে এগিয়ে আস্‌চো না কেন?
দৌড়ে এসো—দৌড়ে এসো,
আজ দু'জনে মিলে
শিবের তাণ্ডব নাচ নাচি,
গায়ে রাজরক্ত মাখি;
কাল তোমাকে রাজতক্তে বসা'বো।
বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন
এইবার তোমার।
বন্ধু আশানন্দ!
এত দিনে আশা পূর্ণ হ'লো তোমার।

বিক্রম।—(স্বগত)—
ওঃ, কি ষড়যন্ত্র!—কি দুরাশা!
(প্রকাশে)—এসো,
তোমারও আশা পূর্ণ করি।

বিদূ।—এখানে কি ক'রে হ'বে?
কাল রাজসভায়।
ভাই, কাল কি মজাটাই হ'বে,
বত্রিশ-সিংহাসনে মহারাজ আশানন্দ,
আর একত্রিশ-সিংহাসনে
মহামন্ত্রী উদরেশ্বর!
হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ!
কাল্‌কেই একত্রিশ-সিংহাসন গ'ড়্তে
বায়না দেবে তো?

বিক্রম।—(স্বগত) - কি, একত্রিশ-সিংহাসন !
মনে মনে
দুরাত্মারা এত কল্পনাও ক'রেছিলো।
(প্রকাশে)—ও বন্ধু !
একত্রিশ-সিংহাসন তো সামান্য,
তোমাকে উনপঞ্চাশ-সিংহাসন দেবো।

বিদূ।—অ্যাঁ—বাস্তবিক ! বাহবা !
(স্বগত)—তুমিও রাজা হ'য়েচো,
আর আমিও মন্ত্রী হ'য়েচি !
তোমাকে কেবল
লোভ দেখিয়ে রেখেছিলেম,
যা'তে ক'রে আমার কাজ সাবাড় হয় !
তা মা কালীর ইচ্ছেয়
আমা হ'তেই হ'য়ে গেলো !
কাল আর তুমিই বা কে ?—
আর আমিই বা কে ?
আজ বই
আর এ জন্মে চার চক্ষু এক হ'বে না।
কি জানি,
যদি এই রাজহত্যার সংবাদ প্রচার হয়,
যদি আমরাই এর মূল ব'লে ধরা পড়ি,
তবে কি আর রক্ষে থাক্‌বে ?
রাক্ষসমাগে যে সৈন্যসামন্ত,—
বাপ —কে কখন্ খপ্ ক'রে ধ'র্‌বে,
আর উপরে কাঁটা নীচের কাঁটা দিয়ে
একেবারে গেড়ে ফেল্‌বে !—বাবা রে !
(প্রকাশে)—ও সখা !—সখা !
তুমি কি নাচ্‌তে জান না ?
(নৃত্য করিতে করিতে)—
এই রকম ক'রে নাচ হে,
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং !
ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গ্যাড্যাং !

বিক্রম।—আমিও অমন ক'রে নাচ্‌তে জানি,
কিন্তু তোমার মত, বন্ধু,
আমার হাতে তো খাঁড়া নেই।

বিদূ।—ও—হো !—
তা এতক্ষণ ব'ল্লেই তো হ'তো।
এই নাও—এই নাও খাঁড়া।
আমি হাত তুলে নাচি।
(ঊর্দ্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ইত্যাদি বলিতে বলিতে নৃত্য)

বিক্রম।—(ভূতল হইতে নিক্ষিপ্ত খড়্গ গ্রহণ করিয়া, দ্রুতবেগে বিদূষকের নিকট আসিয়া)—
দেখ তো দেখ তো, চোকে কি প'ড়্‌লো।

বিদূ।—বড় অন্ধকার যে,
দেখ্‌বো কি ক'রে ?
দাঁড়ান্ একটু,
ঐ প্রদীপটে আনি।
আপ্‌নি বেস্ যা হোক্,
এমন বলিদানের ভরপুর আমোদের সময়
চোক কাণা ক'রে ব'স্‌লেন।
(প্রদীপ আনিতে গমন)

বিক্রম।—(স্বগত)—মূর্খ ! আমি না তুই কাণা
তুই আহ্লাদে এত উন্মত্ত যে
এখনো আমাকে চিন্‌তে পাচ্চিস্ না।
(বিদূষকের জ্বালিত প্রদীপ আনয়ন)

বিদূ।—(বিক্রমাদিত্যের মুখের নিকট আনি প্রদীপ ধরিয়া)—
দেখি—দেখি।
(অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ে চমকিত হই স্বগত)—
এ কি !—অ্যাঁ !—এ কি !
(কাঁপিতে কাঁপিতে)—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ !
(হস্ত হইতে প্রদীপ পতন ও নির্ব্বা
কে !—কে !—ও বাবা !
সর্ব্বনাশ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
এ যে বিক্রমাদিত্য !—অ্যাঁ—অ্যাঁ !
এই সময় পালাই !
(পলায়নোদ্যো

বিক্রম।—(বলে হস্ত ধারণ করিয়া)—
কোথা পালাস্?
বিদূ।—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে)—
না—না—পালাই নি!
(স্বগত)—
ভোগা দিয়ে খাঁড়াখানাও নিয়েচে যে!
এইবার কেটে ফেল্‌বে!
(সরোদনে, প্রকাশে)—মহারাজ!
অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!
ঘাট হ'য়েচে—
এমন কর্ম্ম আর ক'র্‌বো না।
আমাকে ক্ষমা করুন্।
বিক্রম।—দুরাচার দস্যু!
এখন ক্ষমা চাইতে লজ্জা হয় না?
যা'র প্রাণবধ কর্‌বার জন্য এতো চেষ্টা,
তা'র নিকট
কোন্ মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্?
পাপিষ্ঠ! তোর পাপাত্মা বন্ধুকে
তুই বিক্রমাদিত্য ভেবে
এই খড়্গে ছেদন ক'রে
যেরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলি,
সে কথা একবার মনে কর্!
ধিক্ মূর্খ!
ধিক্ নরপিশাচ!
ধিক্ ব্রাহ্মণাধম!
তুই পবিত্র যজ্ঞোপবীতের অবমাননাকারী!
তুই ব্রাহ্মণাকারে মহাপাতকী চণ্ডাল!
বিদূ।—(সরোদনে)—এঃ—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ!
ক্ষমা ভিক্ষা, মহারাজ!
আমি আপনার নিকট ক্ষুদ্র পতঙ্গ!
এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—ওঁঃ হোঁ হোঁ হোঁ!
ক্ষমা ভিক্ষা!
বিক্রম।—পশু!
তুই ক্ষমা প্রার্থনা না ক'ল্লেও
আমি তোকে বধ ক'র্‌বো না।
তোর মূর্খ বন্ধুর অপেক্ষাও
তোকে মূর্খ জ্ঞান করি।
মূঢ়! ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে দূর্ হ।
তোর মত পাতকীর
মুখদর্শনেও পাপ হয়—দূর্ হ।
(গলহস্তে দূরীকরণ)
বিদূ।—(স্বগত)—ওঃ—বজ্রাঘাত—বজ্রাঘাত!
আবার সেই কথা!—ওঃ!—বড় অসহ্য!
এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!—
ওঃ—ওঃ—আবার 'দূর্ হ'!
কাটা ঘায়ে নুণের ছিটার চেয়েও কষ্ট!
আচ্ছা, বিক্রমাদিত্য! থাক্ তুই,
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—
নিশ্চয় তোর প্রাণ নষ্ট ক'র্‌বো।
[প্রস্থান।
বিক্রম।—হে মহাদেব!
আজ আবার এই অনুগত ভক্তকে
মহাবিপদ হ'তে উদ্ধার ক'ল্লে,
ভক্তবৎসল দয়াময়,
তোমার দয়ার সীমা নাই—তুলনা নাই।
তোমাকে নমস্কার করি।
পাপিস্পর্শে
পবিত্র গঙ্গাবারি যেমন অপবিত্র হয় না,
নরাধম ভণ্ড যোগীর স্পর্শেও
সেইরূপ এই দেবীঘট অপবিত্র হয় নাই।
আমি এই ঘটকে জগজ্জননী চামুণ্ডা জ্ঞানে
এই সকল জবাপুষ্প দিয়ে পূজা করি।
মা আমাকে
আজ ঘোর সঙ্কট হ'তে উদ্ধার ক'ল্লেন।
(উপবিষ্ট হইয়া ঘটপূজা ও নেত্রনিমীলন করিয়া ধ্যান)
ছোরাহস্তে আস্তে আস্তে বিক্রমাদিত্যের পশ্চাদ্ভাগে বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।
বিদূ।—(সরোষে, স্বগত)—
আমি যা' ভেবেচি, তাই,
এই যে চোক বুজে ধ্যান ক'চ্চে।

এই তো সময়,
এমন সুসময় আর পা'বো না।
ভাগ্যে খাঁড়াখানা আন্‌বার সময়
এই ছোরাখানা এনে
সেই ঝোপ্‌টায় লুকিয়ে রেখেছিলেম,
ভাগ্যে আত্মরক্ষার জন্যে
একটা ভাবনা হ'য়েছিলো,
নৈলে ছোরা এখানে পেতেম কোথা?
আমি মনে যা' ভাবি,
কাজেও প্রায় তা'ই হয়।
ভেবেছিলেম,
বিক্রমাদিত্য হয় তো সন্ন্যাসীটাকে মেরে
আমাকে মারতে আস্‌তে পারে,
কাজেই আত্মপ্রাণত্রাণের একটা রাস্তা চাই,
এখন দেখ্‌চি কাজেও তাই।
এ পৃথিবীতে আমার কেবল দুই বন্ধু—
এক জন আশানন্দ—
(ছোরার প্রতি)—আর এক জন এই!
আশানন্দ গেচে,
তা'র আশা এই ছোরায় এয়েচে।
এইবার আমার আশা মেটাই।
রে দুর্ম্মুখ বিক্রমাদিত্য!
(ছোরা উত্তোলন করিতে করিতে)—
এই 'দূর্ হ' বলার পুরস্কার!

(বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে ছোরাঘাত
করিবার উদ্যোগ, এমন সময়ে
সহসা তাল ও বেতালের
হুঙ্কার শব্দে প্রবেশ
এবং বিদূষকের
গলা টিপিয়া
ধরা)

ওঁক্!

(ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া নিশ্চলভাবে
অবস্থিতি)

বিক্রম।—(সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, স্বগত)—
এ কি!
আবার এ কি দেখি!
এ শ্মশান কি মায়া-শ্মশান?
এরা কা'রা?
এ বা কে?—ওঃ—এ সেই পাপিষ্ঠ!

(সবিস্ময়ে অবস্থিতি)

তাল ও বেতাল।—জয় হোক্, মহারাজ!
বিক্রম।—আপনারা কি কোন দেবযোনি?
বেতাল।—হাঁ, মহারাজ!
আমি বেতাল, ইনি তাল।
মা চামুণ্ডার আদেশে এখানে এসেচি।
এই দুরাত্মা
এখনি আপনাকে নিহত ক'র্ত্তো।
আদেশ করুন,
উভয়ে মিলে একে চিরে ফেলি।
বিদূ।—অঁ্যা!—অঁ্যা!—ও বাবা!
মহারাজ! শরণাপন্নকে—
বিক্রম।—ভয় নাই—ভয় নাই,
আমি তোদের মত দস্যু নই—পিশাচ নই।
(তাল বেতালের প্রতি)—
একে পরিত্যাগ কর।
বেতাল।—সে কি, মহারাজ!
এমন শত্রুকেও—
বিক্রম।—বেতাল!
শত্রু বই কে ক্ষমার যোগ্য?
আমার কথা রাখ,
ও ভীরু নরপশুকে প্রাণ দাও।
তাল ও বেতাল।—(বিদূষককে পরিত্যাগ
করিয়া)—
রে নরাধম!
তোর বড় সৌভাগ্য যে
এমন ক্ষমাশীলের শত্রু হ'য়েছিলি।
(গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া)—দূর হ—দূর হ!
বিদূ।—(স্বগত)—ওঃ—সবাই 'দূর হ' বলে রে!

ছা দ্যাখ্, বিক্রমাদিত্য!
তো হ'তে আমার এ প্রাণ পাওয়া নয়,
মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক অপমান!
আচ্ছা, মনে রইলো!—
দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো!

[প্রস্থান।

হসা শ্মশানমধ্যে চামুণ্ডাবেশে দুর্গার আবির্ভাব।

ক্রম।—(দেখিয়া, ভক্তিভরে জানুপবিষ্ট হইয়া স্তব)—

জয়, ত্রিতাপবারিণি, ত্রিলোকনন্দিনি,
মস্কটখণ্ডিনি, ত্রিলোচনি!
জয়, শঙ্করমোহিনি, কিঙ্করপালিনি,
নৃমুণ্ডমালিনি, করালিনি।
জয়, ভক্তনিকর প্রতি দেবি দয়াবতি,
দুর্গতি-জন-গতি-প্রদায়িনি!
জয়, হুতাশ-ভালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
হ্রীং-ক্লীং-শ্রীং-বীজস্বরূপিণি!

যোগিনীগণের প্রবেশ।

গিনীগণ।— (গীত)

কোমলে কঠিন মিলিল রে,
কালিমা নীরবে ঢাকিল রে।
উজলে আঁধারে মিশে একাধারে,
বিজলী ঝল ঝল ঝলিল রে।
কৃপাণ ঝকমক্ করি'ছে করে,
লোল রসনা-মূলে শোণিত ঝরে,
চৌগুণ আগুন শিহরে শিরে,
দশ দিশি গ্রাসি' ফেলিল রে।

মুণ্ডা।—বৎস!
আজ আমি
তোর ক্ষমা গুণের পরীক্ষা ক'ল্লেম,
জানলেম,
বিক্রমাদিত্যের ক্ষমার তুলনা নাই।
ধন্য তুই!—ধন্য তোর ক্ষমা!
আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে
তোর ক্ষমাগুণের
পুরস্কার দিলাম এই তাল বেতাল।
কি বিপদে, কি সম্পদে
সকল সময়েই এরা তোর সহায় র'বে।
স্মরণ ক'ল্লেই
তৎক্ষণাৎ এরা তোর সম্মুখে উপস্থিত হ'বে।

বিক্রম।—মা!
যা'র পিতা দেবাদিদেব মহাদেব,
যা'র মাতা জগজ্জননী দুর্গা,
তা'র কিসের অভাব?
আমি
এই তাল বেতালকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না।

চামুণ্ডা।—বাছা!
তোরই জন্য এই তাল বেতালের সৃষ্টি।—
ভূতযোনি প্রাপ্ত হ'য়ে চন্দ্রভানু বেতাল,
আর এই নিহত ভণ্ড যোগী তাল হ'য়েছে!
তুই যা' আদেশ ক'র্‌বি,
এরা তাই পালন ক'র্‌বে।

বিক্রম।—জননি! তবে তাল বেতাল
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিকে
আমার সম্মুখে একবার আনুক।
আমি
আজ পর্য্যন্ত তাঁ'র কোন সংবাদ না পেয়ে
বড় দুঃখিত হ'য়ে আছি।
তিনি
বনবাসী তপস্বী হ'য়ে যে, কোথায় গেছেন,
তা'র কিছুই অনুসন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

চামুণ্ডা।—(সহাস্যে)—ওদের আদেশ কর।

বিক্রম।—তাল! বেতাল!
ভর্ত্তৃহরিকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।

তাল ও বেতাল।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

(উভয়ের অবিলম্বে হস্তপদমুখবদ্ধ ভূপতিত ব্যক্তির নিকট গমন ও বন্ধনমোচন করিয়া বিক্রমাদিত্যের নিকট আনয়ন)

বিক্রম।—(সবিস্ময়ে)—এ কি!

এ অবস্থায় ভর্ত্তৃহরি এখানেই!

ভাই ভাই!

(আলিঙ্গন)

(চামুণ্ডার প্রতি)—মা!

আমার ভ্রাতার কেন এ অবস্থা ঘ'ট্‌লো?

চামুণ্ডা।—বৎস!

পাপের ফল কেহই এড়া'তে পারে না।

বিক্রম।—সে কি, মা!

তপস্বী ভর্ত্তৃহরির কি পাপ?

চামুণ্ডা।—বৎস!

তোমার ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নিতান্ত স্ত্রৈণ।

স্ত্রীর বশতা-পাশে পূর্ণরূপে বদ্ধ হ'য়ে

ঐশ্বরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত পাপ ক'রেচে।

সেই পাপের ভোগস্বরূপ

আজ

এই নিদারুণ বন্ধনপাশে আবদ্ধ হয়েছিলো।

দুরাত্মা যোগী আর তা'র বন্ধু

ভর্ত্তৃহরিকে বলি দেবার জন্য

শ্মশানে এনে বেঁধে রেখেছিলো।

যা' হোক্,

এখন্ এর পাপভোগ শেষ হ'লো।

বিক্রম।—ভাই ভর্ত্তৃহরি!

এস, উভয়ে মিলে

জগজ্জননী পাপনাশিনী চামুণ্ডাকে

প্রণাম করি।

(উভয়ের প্রণাম)

যোগিনীগণ।— (গীত)

জগৎ যুগল্ করে মাকে প্রণাম্ করে,
তরু কুসুম-শিরে লুটে ঐ রাঙা পায়।
রাতি তারার্ বাতি জ্বেলে করে নতি,
হর যতির্ যতি পায় কতই লুটায়॥
কত ভানু শশী ঘুরে দিবা নিশি
হ'রে নতি-আশী নখ-জ্যোতি-রেখায়;—
আজ সবাই মিলে, প্রাণের দুয়ার খুলে,
মাকে মা মা ব'লে নতি করি রে আয়॥

চামুণ্ডা।—যাও,

উভয়ে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন কর।

(চামুণ্ডার অন্তর্দ্ধান)

[যোগিনীগণের প্রস্থান।

বিক্রম।—তাল! বেতাল!

তোমরাও এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।

প্রয়োজন হ'লে আহ্বান ক'র্‌বো।

তাল ও বেতাল।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[তাল ও বেতালের প্রস্থান।

ভর্ত্তৃ।—মহারাজ!

আজ আমি আপনার অনুগ্রহে

নিষ্পাপ হ'য়ে পুনর্জ্জীবন পেলেম।

অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে চলুন,

উভয়ে মিলে শিবদুর্গার পূজা ক'র্‌বো।

কল্য আপনি রাজধানীতে গমন ক'র্‌বেন।

বিক্রম।—ভাই ভর্ত্তৃহরি!

আজ তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে

যা'র-পর-নাই সুখী হ'লেম।

চল,

তোমার আশ্রমে গিয়ে শিবদুর্গার পূজা করি

আচ্ছা, ভাই,

স্ত্রীর পাপের জন্য গৃহস্থাশ্রমী হ'তে হয় কি

ভর্ত্তৃ।—মহারাজ! ক্ষমা করুন্,

ও সব কথা আর তুল্‌বেন না।

বিক্রম।—ভাই, আর একটি কথা,—

চল এক্ষণে রাজধানী যাই,

উভয়ে মিলে রাজকার্য্য করি।

তোমার আর তপস্বিবেশে

বনবাসে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ভর্ত্তৃ।—মহারাজ,

এক্ষণে আমি উত্তমরূপে বুঝেচি—

রাজ্য-ভোগ ও অরণ্য-ভোগ উভয়ই সমান

রাজপ্রাসাদ ও কুটীর একই।

বিক্রম।—(স্বগত)—

ভর্ত্তৃহরি এখন সংসারবিরাগী ;
যাই হোক্, এখন এঁর সঙ্গে কুটীরে যাই,
সেখানে বুঝিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যা'বো।
(প্রকাশে)—ভাই, তবে কুটীরে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তাল-বেতাল-লাভ-নাম চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

Ah, that deceit should steal such gentle shapes,
nd with a virtuous viser hide deep vice !"

RICHARD III.—Act ii. sc. 2.

In each grace * * *
here lurks a still and dumb discoursive-devil,
hat tempts most cunningly."

ROILUS AND CRESSIDA.—Act iv. sc. 4.

Oftentimes to win us to our harm
he instruments of darkness tell us truths ;
Vin us with honest trifles, betray us
n deepest consequence."

MACBETH.—Act i. sc. 3.

উজ্জয়িনী নগরী—মহাকালের মন্দির।

গণৎকারবেশে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—হায় হায়, আমি ক'ল্লেম কি !
নিজেই নিজের বন্ধুকে খুন ক'ল্লেম !
আমার মনের বাসনা মনেই রইলো,
অথচ বন্ধুহত্যা ক'রে ফেল্লেম !
হায় হায়, কি ক'রেই বা জান্‌বো যে
বন্ধু অমন ক'রে
বিক্রমাদিত্যের পরিচ্ছদ প'র্‌বে।
আচ্ছা,
বন্ধু অমন সেয়ানা হ'য়ে
এমন বোকা হ'লো কেন ?
বোধ হয়, বিক্রমটার এতে কারচুপি ছিলো।
আর ভেবেই বা ক'র্‌বো কি ?
যা' হ'বার, তা' অবশ্যই হয়,
কিন্তু মনে বড় দুঃখ র'য়ে গেলো।
তা' যাক্,
কিন্তু এ দুঃখের পরিশোধ নেবোই নেবো।
আমাকে 'দূর্ হ' বলার অপমানের সঙ্গে
মিত্রহত্যার যন্ত্রণা বড় বেজেচে,
এর প্রতিশোধ না নিয়ে কখনই ছাড়্‌বো না।
বিক্রমাদিত্যটা
তাল বেতাল দু'টোকে পেয়েচে,
সুতরাং
তা'কে আর স্বহস্তে বিনাশ ক'ত্তে পাচ্চি নি।
সে এখন তাল বেতালের ফন্দিতে
আমাকে বন্দী ক'ত্তে পারে—
মেরে ফেল্‌তে পারে।
প্রায় ম'রেও তো গিয়েছিলেম,
বাপ্, যে গলাটিপুনি,
এখনো টন্ টন ঝন্ ঝন্ ক'চ্চে।
কিন্তু এইবার যে ফিকির ক'রেচি,
এতে বিক্রমটা নিশ্চয়ই ম'র্‌বে,
অথচ চোরে কামারে দেখা হ'বে না।
এই গণৎকারের বেশেই কাজ সাবাড় ক'র্‌বো।
এখন বিক্রমটা
তা'র ভেয়ের কুঁড়েতে রয়েচে,
কাল রাজধানীতে আসবে।
আজ রাত্রি থাক্তে থাক্তে কিন্তু সুযোগ চাই,
নৈলে বিশ বাঁও জলে তলিয়ে যেতে হ'বে।
রাত কত এখন ?—চতুর্থ প্রহর।
আমি জানি,
প্রত্যহ এম্নি সময়ে ভানুমতী এখানে এসে
মহাকালের মঙ্গল-আরতি দেখে।
এখন এলে যে হয়।

(নেপথ্যে পদ-শব্দ)

(শুনিয়া)—ঐ যে আস্‌চে,

সঙ্গে পুজোরী বামুণ—দাস—দাসী।
এখন আমি একটু আড়ালে যাই।

[প্রস্থান।

ভানুমতী, দেবল ও আলোকহস্তে
দাসদাসীগণের প্রবেশ।

দেবল।—ও দাসি, পঞ্চপ্রদীপ দে।

(বাদ্যসহকারে মঙ্গল-আরতি সমাপন
ও সকলের প্রণাম)

ভানু।—(স্বগত)—মহাদেব!
আমার মন যে বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌চে,
মহারাজ শীঘ্র ফিরে আস্‌বো ব'লে গেলেন,
কই এখনো যে ফির্‌লেন না।
শ্মশান!—ভয়ানক শ্মশান!
তা'তে মহারাজ একাকী গেচেন,
আমার বড় ভয় হ'চ্চে—সন্দেহ হ'চ্চে—
তাই তো, কি করি!
কিরূপে বা সংবাদ পাই!
রাত্রিও তো প্রায় শেষ হ'লো,
তবু যে তিনি আস্‌চেন না।
হে মহাদেব!
শীঘ্র মহারাজকে এনে দাও,
আর যে স্থির থাক্‌তে পারি না।

দেবল।—মা,
এইবার
নারায়ণের মঙ্গল আরতি ক'ত্তে হ'বে।

ভানু।—তোমরা গিয়ে আরতির আয়োজন কর,
আমি একটু পরে যাচ্চি।

দেবল।—যে আজ্ঞে।

[ভানুমতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভানু।— (গীত)

হে হর, স্মরহর, দাসীরে দয়া কর,
পলে পলে আকুল প্রাণ।
সঙ্কটমোচন, দেব ত্রিলোচন,
কর মোর বিপদে ত্রাণ॥
হৃদয়-মাঝে দারুণ বাজে,
হারা'য়ে মহারাজে আজ;—
আনিয়ে হারানিধি দাও, বিধির বিধি,
অকূলে কর কূল দান॥

দয়াময়! তুমি অন্তর্যামী,
আমার অন্তরের কথা সমস্তই জান.
অন্তর্যামী নামের মহিমা দেখাও, প্রভু!

নেপথ্যে।—জয় শিব শম্ভো! জয় শিব শম্ভো

ভানু।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
কে উনি?
মহারাজের সংবাদ আন্‌চেন কি?

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

আপনি কি ব্রাহ্মণ?

বিদূ।—ব্রাহ্মণ।

ভানু।—প্রণাম করি।
ঠাকুর!
আপনি মহারাজের নিকট থেকে আস্‌চেন

বিদূ।—মহারাজ কোথা?

ভানু।—(স্বগত)—এ ব্রাহ্মণ অন্য কোন লোক
মহারাজের সংবাদ জানেন না।
এঁকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা উচিত নয়
(প্রকাশ্যে)—
আপনি মহাকালদর্শন ক'ত্তে এসেচেন?

বিদূ।—(স্বগত)—মাগী বড় চালাক,
ঝাঁ ক'রে কথা উল্টেচে।
কিন্তু যে মূর্ত্তি ধ'রেচি,
পেটের ভিতর যদি আর একটা পেট থাকে,
সেখানকার কথাও
এখনি টেনে বা'র ক'র্‌বো।
(প্রকাশ্যে)—মহারাজ্ঞি!
আমি উষাস্নানে গমন ক'চ্চি,
প্রত্যাগমনের সময়
মহাকালের পূজা ক'র্‌বো।

(ইচ্ছাপূর্ব্বক কুক্ষি হইতে একখানি
পুথি ফেলিয়া দিয়া)—
আহাহা,
ফলিত-জ্যোতিষের পুথিখানি প'ড়ে গেলো।
(ভূতল হইতে পুথি উত্তোলন)
নু।—কি পুথি, ঠাকুর ?
।—ফলিত-জ্যোতিষ।
নু।—আপনি জ্যোতিষ-গণনা জানেন ?
।—জানি।
আমি দৈবজ্ঞ।
নু।—(স্বগত)—ভাল হ'লো,
এঁর নিকট গণনা করিয়ে দেখি।
(প্রকাশে)—ঠাকুর!
আমার সম্বন্ধে কিছু গণনা ক'ত্তে হ'বে।
।—(স্বগত)—কেমন,
এই মাত্র যা' ব'ল্লেম, তা' ঠিক্ কি না ?
আমি জানি,
গণকের ফাঁদে মাগী বেটীরাই আগে পড়ে।
(প্রকাশে)—আচ্ছা, আমি গণনা ক'র্‌বো।
(ভূতলে খড়ির দাগ কাটিয়া)—
একটা ঘরে হাত দিন্।
নু।—এই দিলেম।
।—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট,
সিংহ, কন্যা, তুলা,
মিথুনের ঘরে হাত;
তবেই হ'লো দম্পতি অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ।
মিথুনে পুষ্পনামানি।
একটা ফুলের নাম করুন্ ?
নু।—জবা।
।—
কামিনী রাজ্যলাভে হি, রত্নলাভে চ মালতী।
মাধবী স্বামিলাভে তু, পতিরক্তক্ষয়ে জবা॥
জবা পুষ্প পতিরক্তক্ষয়ে অর্থাৎ পতিনাশে।
নু।—(শশব্যস্তে)—অ্যাঁ, বলেন কি!
।—দাঁড়ান; ব্যস্ত হ'বেন না।
এইবার একটা ফলের নাম করুন্।

ভানু।—শ্রীফল।
বিদূ।—ফলরাজশ্চ শ্রীফলম্,
নররাজশ্চ বিক্রমঃ,
শ্রীফলে ফলবান্ ভয়ম্,
ভয়মধ্যে হাহাকারঃ,
শ্মশানে ব্যসনে চৈব,
দুষ্টযোগী প্রবঞ্চকঃ,
পুত্রলাভ-প্রলোভনে
খড়্গাঘাতে বিনিপাতে।
ভানু।—অ্যাঁ, বলেন কি!
যোগী মহারাজকে খড়্গাঘাতে বধ ক'রেচে!
বিদূ।—স্থিরো ভব;—দেখ্‌চি।
বন্ধনে মৃত্যু-যন্ত্রণা,
জায়া-স্পর্শে পতিপ্রাণাঃ।
রাজ্ঞি! ভয়ানক বিপদ,
আপনার স্বামী
শ্মশানে বন্ধন-দশায় মুমূর্ষু প্রায়,
কে এক জন যোগী তাঁ'কে কাট্‌বে,
রাত্রি প্রভাত হ'লেই সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌বে।
জায়াস্পর্শে পতিপ্রাণাঃ
অর্থাৎ আপনি একা এখনি শ্মশানে গিয়ে
মহারাজকে স্পর্শ করুন্,
মহারাজ মুক্ত হ'বেন—প্রাণ পা'বেন।
ভানু।—আচ্ছা,
আমি এখনি লোক জন নিয়ে যাচ্ছি।
বিদূ।—(স্বগত)—আরে ম'লো,
লোক জন নিয়ে যা'বে বলে যে।
উঁহু—তা' হ'বে না।
(প্রকাশে)—রাজ্ঞি!
গণনায় বল্‌চে—
জায়াস্পর্শে একাকিনী,
ব্যাঘাতানি কোলাহলে।
লোক জন নিয়ে গেলে গোল হ'বে,
যোগী সতর্ক হ'বে,
মহারাজের বিপদ ঘ'ট্‌বে।
আপনি এখনি একা যান।

ভানু।—কি সর্ব্বনাশ!

স্ত্রীলোক হ'য়ে একা কি ক'রে যা'বো?

বিদূ।—শীঘ্র যান্‌,

আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

ভানু।—উভয়সঙ্কটে পড়্‌লেম যে।

আপনি গিয়ে কি

মহারাজকে আন্‌তে পারেন না?

বিদূ।—আমার যা'বার হ'লে

কোন্‌ কালে যেতেম।

ভানু।—আন্‌তে পারেন তো

পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দেবো।

বিদূ।—নিরুপায়।

তবে এক কাজ করুন,

আমার সঙ্গে আসুন,

আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই,

দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আস্‌বো।

ভানু।—আচ্ছা, তাই চলুন।

বিদূ।—(স্বগত)—ফাঁদে ফেলেচি।

(প্রকাশ্যে)—শীঘ্র আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

"This shadowy desert, unfrequented woods,
I better brook than flourishing peopled towns;
Here can I sit alone, unseen of any,
And to the nightingale's complaining notes,
Tune my distresses and record my woes."

TWO GENTLEMEN OF VERONA.—Act v. sc. 4.

অরণ্য—ভর্ত্তৃহরির কুটীর।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম।—ভর্ত্তৃহরির ধন্য সংসার-বিরাগ!

এই বিরাগের ফল "বৈরাগ্যশতক" গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে রমণী-প্রেমের কুটিল চিত্র

এবং বিবেকের মূর্ত্তি সুন্দর চিত্রিত হ'য়েচে।

যা'র লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা ক'রেচে,

তা'কে পুনর্ব্বার সংসারী করা দুঃসাধ্য।

অনেক ব'ল্লেম—অনেক বুঝালেম,

কিন্তু স্রোত কোনমতেই ফির্‌লো না।

থাক্‌, আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে

ভর্ত্তৃহরিকে দেখে যা'বো;

এখন আর এখানে বিলম্ব ক'র্‌বো না,

মহিষীকে ব'লে এসেচি শীঘ্রই ফির্‌বো,

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এলো,

মহিষী না জানি কতই ব্যাকুল হ'য়েচে।

(নেপথ্যে গীত)

অনাথিনী নিশীথিনী যায়,
পূরব দুয়ারে আলোক-আঁধারে ধীরে ধীরে উষা চা[illegible]
জাগ্রত পাখী
মেলিয়ে আঁখি,
স্বরে সুধা মাখি,
মঙ্গল গায়।
অনন্ত হীরা
অনন্ত-তারা
নিবন্ত পারা
গগন-গায়;—
কুসুম-গন্ধ,
কুমুদী [illegible],
মধু[illegible]
কমল বিলায়॥

ভর্ত্তৃহরির প্রবেশ।

ভর্ত্তৃ।—মহারাজ!

দেবীর প্রাতঃপূজার আয়োজন হ'য়েচে,

চলুন,

উভয়ে মিলে পূজাদি করি।

বিক্রম।—চল, ভাই!

ভর্ত্তৃ।—মহারাজ,

আমার ইচ্ছা

যে আপনি অদ্যও এখানে থাকুন।

বিক্রম।—ভাই!

এমন পবিত্র আশ্রমে কে না থাকতে চায়?
কিন্তু রাজকার্য্যশৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ,
রাজ্যশাসন কিরূপ গুরুতর কার্য্য,
তা' তো তুমি জান।
এখন আমি দেবীপূজা সাঙ্গ ক'রে
রাজধানী যা'বো।
আমি যে তোমায় বিস্মৃত হ'য়ে থাক্‌বো,
তা' মনেও ক'র না;
মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেক্তে আসবো।
ভাই! বিধাতা আমাদের দুই ভ্রাতাকেই
রাজ্যশাসনভার অর্পণ ক'রেচেন।—
তুমি স্বভাব রাজ্য শাসন ক'চ্চো,
আমি কৃত্রিম রাজ্য শাসন ক'চ্চি।
তোমার রাজ্য শান্তিসুখময়,
আমার রাজ্য কোলাহলময়।
তোমার রাজ্যের প্রজা—
তরু লতা, পশু পক্ষী,
আমার রাজ্যের প্রজা—কুটিল মনুষ্য।
তুমি প্রজার গুণে সুখে রাজ্য শাসন কর,
আমি প্রজার দোষে কষ্টে রাজ্য শাসন করি;
ধূর্ত্ত যোগী ও বিদূষক তা'র অন্যতম প্রমাণ।
আমারো ইচ্ছা যে,
তোমার মত রাজ্য পাই,
কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম
কে লঙ্ঘন ক'র্ত্তে পারে?
তিনি যেরূপে পরিচালিত ক'রবেন,
আমরা সেইরূপেই পরিচালিত হ'ব।
চল এখন দেবীপূজা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

"O monstrous treachery! Can this be so;
That in alliance, amity and oaths,
There should be found such false dissembling guile?"

HENRY VI. PT. I.—Act iv. sc. 2.

নিবিড় অরণ্য।

ভানুমতী ও বিদূষক।

ভানু।—(স্বগত)—এ কোথায় এলেম!
শ্মশান কই?—যোগী কই?—
মহারাজ কই?
এ যে ভয়ঙ্কর অরণ্য!
এখনো অন্ধকার!
বড় ভয় হ'চ্চে—সন্দেহ হ'চ্চে।
(প্রকাশে)—ওগো, শ্মশান কোথা?
তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চো?

বিদূ।—যমের বাড়ী।

ভানু।—(সচকিতে)—
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের মুখে এ কি কথা!

বিদূ।—ধার্ম্মিকের বাপ নরকে যাক্।

ভানু।—বিজ্ঞ দৈবজ্ঞ হ'য়ে
অবিজ্ঞের আচার কেন?

বিদূ।—নারীমেধযজ্ঞ ক'র্‌বো ব'লে।

ভানু।—(সভয়ে)—
কি! আমাকে হত্যা ক'র্‌বে!
ঠাকুর!
আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করি নি,
বরং তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে
স্বামীর উদ্দেশে সঙ্গে এসেচি,
বিশ্বাসিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কেন?

বিদূ।—কি, বিশ্বাসঘাতকতা?
তুই কিসের বিশ্বাস দেখাস্?
তোর স্বামী অবিশ্বাসী,
তা'র ফল তোকে ভোগাবো।

ভানু।—অ্যাঁ—আমার স্বামী অবিশ্বাসী!

তিনি তোমার কাছে
কি বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রেচেন ?

বিদূ।—
'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।'
এখন সাতকাণ্ড গা'বার সময় নয়,
সে সব কথা তোকে ব'লে কি হ'বে ?
ফলে দেখা'বো।

ভানু।—তুমি কে ?

বিদূ।—তোমার দ্বিতীয় স্বামী !

ভানু।—(স্বকর্ণে হস্ত দিয়া)—হা মহারাজ !
তোমার ভানুমতীকে
এমন কথাও শুন্‌তে হ'লো !
কোথা মৃত্যু ! কোথা মৃত্যু !
ভানুমতীকে গ্রাস কর ;
পৃথিবী বিদীর্ণ হও, প্রবেশ করি ;
কোথা বনজন্তু !
এখনি আমাকে বিনাশ কর।
ছি ছি—বড় অসহ্য—বড় অসহ্য !
হা মহারাজ,
তোমার অনুসন্ধানে এসে
শেষে এই হ'লো !—মান গেলো !
এখনো প্রাণ গেলো না !
ছি ছি—নিদারুণ অপমান !
ধর্ম্মশীল বিক্রমাদিত্যের পত্নীর এই পরিণাম !
এ সময় কোথা রাজা ?
একবার ভানুমতীর দুর্দ্দশা দেখে যাও !

বিদূ।—আর রাজা !
রাজা যে পথে—রাণীও সে পথে।

ভানু।—ওঃ, এতক্ষণে বুঝেচি।
ওরে পাপিষ্ঠ বঞ্চক !
ওরে নরাধম !
তুই মহারাজকে নিহত ক'রেচিস্,
শেষে আমাকেও বধ কর্‌বার জন্যে
ফাঁকি দিয়ে এখানে এনেচিস্।
পিশাচ !
এখনি হত্যা কর্—এখনি হত্যা কর্ !
আর এ পতিহারা অপমানিত প্রাণ
রাখ্‌তে চাই না।
তোকেও বধশ্রম ক'র্ত্তে হ'বে না,
দে অস্ত্র দে,
আমি নিজেই আত্মহত্যা ক'চ্চি।

বিদূ।—বটে !—ঠিক্ !
আমারই অস্ত্র
আমারই বুকে লাগাও আর কি !

ভানু।—ঈশ্বর সাক্ষী,
আমি
আত্মহত্যা বই অপরকে স্পর্শও কর্‌বো না।

বিদূ।—ঢের হ'য়েচে !
আর বোকা বোঝাতে হ'বে না।

ভানু।—দুরাচার !
বিনা দোষে অবলার প্রতি এতো অত্যাচার !
এ অত্যাচার কখনো ধর্ম্মে স'বে না।
আমি যদি সতী হই,
তুই অবশ্যই এর প্রতিফল পা'বি।
নিষ্ঠুর !
তুই ভানুমতীকে পতিহীনা ক'রেচিস্,
সেই পাপে এবং নারীহত্যা-পাপে
তোকেও ভগবান্ বিনাশ ক'র্‌বেন,
অনন্ত নরকে দগ্ধ ক'র্‌বেন।
পাপের ফল পা'বি—পা'বি—পা'বি।

বিদূ।—আর খানিকক্ষণ বই তো নয়,
যত পার ব'লে নেও।
(স্বগত)—এইবার আমি একে বাঁধি,
বেঁধে ছোরা আনি।
টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাট্‌বো,
তবে আমার দুঃখু যা'বে।
ভানুমতী ম'লে বিক্রমাদিত্য আর কতক্ষণ ?
আমি জানি, সেটা এটাকে বড় ভালবাসে—
প্রাণের চেয়েও বেশী।
সুতরাং এর প্রাণ গেলেই তা'রো প্রাণ যা'বে,
ভানুমতীর শোকে
বিক্রমাদিত্য নিশ্চয় ম'র্‌বে,

আমারও প্রতিহিংসা সাধন হ'বে।
যাই হোক্, এমন সুন্দরী মেয়েমানুষটোকে
খুন করা আমার তত ইচ্ছে নয়,
কিন্তু যে তাল বেতাল,
বাপ্, কা'র সাধ্য বিক্রমাদিত্যকে ছোঁয়?
কাজেই আমাকে এ কাজ ক'ত্তে হ'লো।
শাস্ত্রেও বলে—
'যেন তেন প্রকারেণ স্বকার্য্যসাধনং কুরু।'
তবে এমন পন্থা কি ছাড়্‌তে আছে?
বিক্রমটা দুর্ম্মুখ পাপী,
ভানুমতী তা'র পত্নী,
সুতরাং পাপীর পত্নী ব'লে
একেও পাপের ফল ভুগ্‌তে হ'বে।—
অসৎ-সঙ্গের এম্নি দোষ।
যাক্, এখন এক কাজ করি,
এর গয়না গুলো সব খুলে নি,
কম টাকার গয়না নয়—দশ লক্ষ টাকা!
ওঃ! আমার কি কম সৌভাগ্য?
এত দিনের পর শত্রুও নিপাত হ'লো,
লাভে হ'তে আবার দশদশ লাখ্ টাকা!
(প্রকাশে)—দে গয়নাগুলো খুলে দে।

নু।—(সরোদনে)—এই নেও,
আমাকে ক্ষণকাল প্রাণ দাও,
মহারাজকে একবার মাত্র দেখাও,
আমি তাঁর মৃতদেহ দেখে প্রাণত্যাগ কর্‌বো;
ওগো, পতির পাশে পত্নীকে মেরে ফেলো;
ওগো, আমার এই অনুরোধটি রাখ;
পতিহারা প্রাণ চাই না,
কেবল একবার পতিকে দেখ্‌তে চাই,
আমাকে এই ভিক্ষাটি দাও গো!

।—(অলঙ্কার লইয়া)—
ইহলোকে আর নয়,
যমলোকে সেটাকে দেখ্‌বি।

(স্বীয় উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া ভানুমতীর হস্তপদ বন্ধন)

ভানু।—(সরোদনে)—ওগো আমায় বেঁধো না—
আমি পালা'বো না—বেঁধো না।

বিদূ।—আচ্ছা, সে কথা মনে রৈলো।
(স্বগত)—যে বাঁধন বেঁধেছি,
পালা'বার যো নেই।
এইবার কুটীর থেকে ছোরাখানা আনি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

"The welfare of us all
Hangs on the cutting short that fraudful man.'
HENRY VI. PT. II.—Act iii. sc. 1.

শ্মশান-পার্শ্ববর্ত্তী নদীতট ও অরণ্য।

সশস্ত্র দেবল ও রাজভৃত্যগণের প্রবেশ।

দেবল।—(এক জন ভৃত্যের প্রতি)—
কোন্ দিকে দেখেছিলে?

১ম ভৃত্য।—শ্মশানের দিকেই দেখেছি।

দেবল।—শ্মশানে তো পাওয়া গেল না,
কেবল একটা নিহত পুরুষ দেখ্‌লেম্,
সেটা যেন একটা সন্ন্যাসীর মত,
গণৎকারের মত তো নয়;
মহারাণীরও তো
কোন অনুসন্ধান হ'লো না।

২য় ভৃত্য।—(১ম ভৃত্যের প্রতি)—আচ্ছা, ভাই,
যদিই তুই দেখ্‌লি,
তো তক্ষুণি আমাদের ডাক্‌লি নি কেন?
তা' হ'লে কি
আর এমন ফাঁফরে পড়্‌তে হয়?

১ম ভৃত্য।—আমার
কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগেছিলো।
তা' যাক্,
মহারাণীকে

সে লোক্‌টা কেন নিয়ে এলো?—
কোথা নিয়ে গেলো?—মৎলবটাই বা কি?

২য় ভৃত্য।—আমার বড় ভয় হ'চ্চে,
একে তো
মহারাজের কোন সংবাদ পাচ্ছি নি,
তা'তে আবার এই এক বিষম ঘটনা!
কথা তো ভাল নয়,
এর ভিতর কিছু সঙ্কট আছে।

দেবল।—(সকলের প্রতি)—
আমি তো
ভেবে কিছুই ঠিক্ ক'ত্তে পারেম না;
এখন নিবিড় বনের মধ্যে
কোথায় বা কা'র দেখা পা'বো?
তা' যাক,
আর এখানে ভাব্‌বার প্রয়োজন নাই;
চল চল, অন্য দিকে অনুসন্ধান করি।

১ম ভৃত্য।—ঠাকুর, সেই কথা ভাল।

দেবল।—কি বিভ্রাট,
নারায়ণের
মঙ্গল-আরতিও আজ পূর্ণ হ'লো না;
মঙ্গলময় প্রভু মঙ্গল করুন্,
যোড়শোপচারে তাঁ'র পূজা ক'র্‌বো।
(ভৃত্যগণের প্রতি)—সকলে এক কাজ কর,
তোমরা ঐ দিকে যাও,
আমরা এই দিকে যাই।
খুব সতর্ক হ'য়ে—
খুব যত্ন ক'রে সন্ধান কর।
হে নারায়ণ! হে মহাদেব!
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।
দৌড়ে যাও—দৌড়ে এসো।

[দুই দিক্ দিয়া সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

"Cancel his bond of life, dear God, I pray
That I may live to say,—The dog is dead!"

RICHARD III.—Act iv. sc. 4.

"My hour is almost come,
When I to sulphurous and tormenting flames
Must render up myself."

HAMLET.—Act i. sc. 5.

নিবিড় অরণ্য।

হস্তপদবদ্ধা ভানুমতী উপবিষ্টা।

ভানু।—(সরোদনে)—কোথা মা দুর্গে!
একবার দয়া ক'রে দেখা দে মা!
মা! নিদারুণ সঙ্কটে প'ড়ে
বড় অস্থির হ'য়েচি,
এখনি দুরাত্মা পিশাচ
আমাকে হত্যা ক'র্‌বে!
মা গো, মরি তায় ক্ষতি নেই,
কিন্তু মৃত্যুকালে
পতির পাদপদ্ম দেখ্‌তে পেলাম না,
এই নিদারুণ দুঃখ মর্ম্মে র'য়ে গেলো!
মা! তুই যে দয়াময়ী!
এই তো দয়া কর্‌বার সময়, মা!
কোথা তারা!—দেখা দে মা—দেখা দে মা!

(গীত)

কোথা দীনদয়াময়ী বিপদতারিণী তারা!!
মরণ-সঙ্কটে প'ড়ে ডাকে তোরে পতিহারা॥
কর-পদ-বাঁধা হ'য়ে, শূন্য প্রাণে শূন্যে চেয়ে,
পিশাচ-পীড়ন-ভয়ে হ'য়েছি জীবনে মরা॥
এ সময়ে দেখা দে, মা, বরাভয়করা শ্যামা,
ভয়হর কোলে নে মা, উমা শিবরমা;—
মা হ'য়ে বিমাতা সম কেন হ'লি নিরমম,
মা মা—দেখা দে মা, আয় না, মা ভয়হরা!॥

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া শশব্যস্তে)—
ঐ এলো—হায় হায়—ঐ এলো—ঐ এলো!

ছোরাহস্তে বিদূষকের প্রবেশ।

ওগো, অবলাকে হত্যা ক'রে কি লাভ হ'বে!

বিদূ।—(সরোষে)—পিশাচি!
তুই বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী,
আমার পরম শত্রুর অর্দ্ধাঙ্গ,
অর্দ্ধাঙ্গ নষ্ট ক'ল্লে বাকী অর্দ্ধাঙ্গ কতক্ষণ!
(ছোরা দেখাইয়া)—
এই দেখ্ তোর যম!

ভানু।—(ভয়ে চীৎকার করিয়া)—
ওগো, কে আছ গো—
রক্ষা কর গো—নারীহত্যা হ'লো—
রক্ষা কর গো—রক্ষা কর গো—
খুন ক'রে—বাঁচাও গো!

(মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে।—রাণীর কণ্ঠস্বর না?—
হাঁ, তাই তো বটে,
চল চল, শীগ্‌গির চল,
ভয় নাই—ভয় নাই—মা, ভয় নাই।

বিদূ।—(সভয়ে)—অ্যাঁ!

বেগে দেবল ও রাজভৃত্যগণের প্রবেশ।

দেবল।—মার্ মার্—ব্যাটাকে মার্ মার্,—
এই সেই—মার্ মার্।

সকলে।—আরে ব্যাটা ডাকাত!—
মার্ শালাকে মার্ মার্!

বিদূ।—(সভয়ে)—
আমি না—আমি না—

সকলে।—শালা—তবে রে শালা!

বিদূ।—আচ্ছা, আয় তবে তোদেরি খুন করি!

(ছোরাঘাত করিবার চেষ্টা)

সকলে।—তবে রে শালা চোর!—
শালা ডাকাত!

(বিদূষকের দেহে সকলের অস্ত্রাঘাত)

বিদূ।—(গুরুতররূপে আহত হইয়া)—
গেলেম গেলেম—
ম'লেম—ম'লেম—ওঃ—ওঃ—

(মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতন)

দেবল।—ব্যাটা এখনো নড়্‌চে যে,
থোড়-কুঁচি ক'রে কাট্।

১ম ভৃত্য।—না, ঠাকুর, আর কাট্‌বো না।
এইবার শালাকে ঠ্যাং ধ'রে চিরে ফেলি!

দেবল।—তাই তাই, দু' ফাঁক ক'রে চের্।
আমি মহারাণীর মূর্চ্ছা ভাঙি।

(ভৃত্যগণের তদ্রূপ করণচেষ্টা)

বিদূ।—(নিদারুণ যন্ত্রণায়)—
ওঁ—ও—বা—বা—ওঁ!

সহসা হুঙ্কারশব্দে তাল বেতালের প্রবেশ।

দেবল ও ভৃত্যগণ।—(দেখিয়া সভয়ে)—
বাবা রে!—
যমদূত রে!—বাবা রে!—
পালা পালা পালা!

[দেবল ও রাজভৃত্যগণের পলায়ন।

তাল।—বেতাল!
এসো দেবী ভগবতীর আজ্ঞামত কার্য্য করি,
মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই
মায়া-স্বর্গে রাণী ভানুমতীকে নিয়ে যাই।

বেতাল।—চল,

[মূর্চ্ছিতা ভানুমতীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

বিক্রম।—(স্বগত)—তাই তো,
সূর্য্যোদয় হ'য়ে গেলো,
এখনো অনেক দূর যেতে হ'বে।
আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে
না জানি রাজধানীতে কি বিভ্রাটই ঘটেচে।

আমার প্রাণে লাগে, মর্ম্মে লাগে,
বড় কাতর হই।
লোকে আমাকে 'দয়াময়ী' বলে,
কিন্তু দয়াময়ী নামের মহিমা কোন্ সময়?—
জীবের দুঃখের সময়।

সকলে।—জয় জয় 'দয়াময়ী'!

সরস্বতী।—বৎস!
তোমার কীর্ত্তি ও যশ অক্ষয় হ'লো।

লক্ষ্মী।—বৎস! লোকে আমাকে 'চঞ্চলা' বলে,
কিন্তু তুমি আমাকে 'অচলা' নাম দিলে।

দুর্গা।—বৎস বিক্রমাদিত্য! বৎসে ভানুমতি!
তোমরা দেবভক্তি ও সৎকার্য্যের গুণে
মায়া-স্বর্গ দেখ্‌লে।
যাবজ্জীবন ধর্ম্মাচরণ কর,
অন্তিমকালে এই মায়া-স্বর্গ অপেক্ষা
অনন্ত সুখসৌন্দর্য্যময় প্রকৃত স্বর্গে
দেবগণের সঙ্গে অমর হ'য়ে অবস্থান ক

অপ্সরাগণ— (নৃত্যসহ গীত)

মধুর আনন্দ মায়া-স্বরগ ভুবনে।
যুগল রূপ-মাধুরী মধুর নয়নে॥
মধুর প্রভাত আজি, মধুর শিশিররাজি
মধুর পবন বহে মধুর স্বননে॥
মধুর গগনতল, মধুর পাদপদল
মধুর কুসুম, ফল, লতিকা মধুর;—
মধুর প্রকৃতি-ছবি, মধুর ভূধর, রবি
মধুর মধুর সবি মধুর মিলনে॥

ইতি মায়া-স্বর্গ-সন্দর্শন-লাভ-নাম পঞ্চমাঙ্ক।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

বামন-ভিক্ষা।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক]*

াট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মা। বিষ্ণু (কৃষ্ণ, ত্রিবিক্রম বিরাট্ পুরুষ)। ।। ইন্দ্র। বরুণ। ধর্ম্ম। বাসুকি। নন্দী। । লোভ। কশ্যপ। নারদ। বৃহস্পতি। াচার্য্য। বামন। বলি। বাণ। বিপ্রচিত্তি। াদে। দেবগণ। ঋষিগণ। ঋষিবালকগণ। শিষ্যগণ। ব্রাহ্মণগণ। মন্ত্রী। নাবিক, াদি।

স্ত্রী।

দুর্গা (অন্নপূর্ণা)। অদিতি। বিন্ধ্যাবলী াবলী)। আহ্লাদী। নাগকন্যাগণ। ঋষি- গণ। ঋষিকন্যাগণ, ইত্যাদি।

সূচনা।

প্রথম দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক।

নারদের প্রবেশ।

দ।— (গীত)

অগতির গতি, কমলাপতি,
দুর্গতি হর, হরি হে!
অকূল পাথার, না জানি সাঁতার,
দেহ চরণ-তরী হে॥
পাপ ভীষণ, তাপ শোষণ,
দাপ বিষম করে,
আকুল হয়েছি ডরে,—
দুখময় ভবে, কি হ'বে কি হ'বে,
হে হরি দুখহারী হে॥

কই, পিতা কোথায়?
বোধ হয়, আমি এসেছি ব'লে
লজ্জায় অন্তরালে গিয়েছেন।
তাঁ' হ'তেই দৈত্যেন্দ্র বলির
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি বৃদ্ধি হ'য়েছে,
তাঁ' হ'তেই দেবগণের সহিত
দেবেন্দ্র ইন্দ্রের সর্ব্বনাশ ঘটেছে।
পিতা যদি
বলিকে এরূপ অমর বর না দিতেন,
তা' হ'লে কি আজ অমরাবতীপতি ইন্দ্রকে
পথের ভিখারী হ'তে হ'ত?
তপস্যাই পিতার লজ্জার কারণ,
এক জনের তপে তুষ্ট হ'য়ে
আর এক জনের সর্ব্বনাশ করেন।

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—বৎস নারদ!
তুমি আমা হেন তপস্বীর তপস্বী পুত্র হ'য়ে
তপস্যার নিন্দা ক'চ্ছ কেন?

নারদ।—প্রভো!
ন্যায়সঙ্গত তপস্যার নিন্দা কচ্ছি নি,
কিন্তু আপনি যা'র তা'র তপে তুষ্ট হ'য়ে

* এই নাটকখানিও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকের ন্যায় পদ্যাপংক্তি ছন্দে লিখিত হইল।

সময়ে সময়ে হুলুস্থুল ঘটিয়ে দেন,
সেই জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হ'য়েচি।
দেখুন দেখি,
দেব-ভ্রাতৃগণের সহিত
দেবরাজ ইন্দ্রের কি দুর্দ্দশাই হ'য়েচে!

ব্রহ্মা।—নারদ!
"যা'র প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার ক'র্‌বে,
সেও তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার ক'র্‌বে"
এই নীতি-বাক্য কি তুমি বিস্মৃত হ'য়েচ?

নারদ।—ইন্দ্র বলির প্রতি
কি দুর্ব্ব্যবহার ক'রেচেন?

ব্রহ্মা।—বলির প্রতি স্পষ্টত না হউক,
ইন্দ্র বলির পিতা বিরোচনের প্রতি
ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার ক'রেচেন।
তিনি ব্রাহ্মণ-বেশে ছলনা ক'রে
বিরোচনের প্রাণ ভিক্ষা ক'রেছিলেন,
এ কথা তো জান?

নারদ।—জানি।

ব্রহ্মা।—বিরোচন ব্রাহ্মণ-বেশী ইন্দ্রকে
আত্মজীবন দান ক'রে দেহত্যাগ ক'রেচে,
তাও জান তো?

নারদ।—জানি।

ব্রহ্মা।—তবে আমি
বলিকে ইন্দ্রবিজয় বর প্রদান ক'ত্তে
লজ্জিত হ'ব কেন?
আমার চক্ষে সবাই সমান।

নারদ।—তবে এখন উপায়?
ইন্দ্র কি আর সুখের মুখ দেক্তে পাবেন না?
আপনি থাক্তে যদি এমন হ'ল,
তবে আর কা'র কাছে এর প্রতীকার হ'বে?

ব্রহ্মা।—নারদ!
তুমি আর দুঃখিত হ'য়ো না।
ইন্দ্রের ছলনারূপ অন্যায় কার্য্যের যন্ত্রণাভোগ
পূর্ণ মাত্রায় হ'য়েচে;
এবার তিনি নিষ্কৃতি পা'বেন।
ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ হ'বে।

নারদ।—(সবিস্ময়ে)—
ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ!
আশ্চর্য্য কথা!
এই তো আপনি ছলনার নিন্দা কচ্ছিলে
আবার—

ব্রহ্মা।—ছলনা যে অনেক রূপ।
ইন্দ্রের ছলনা রাজসিকী,
আর আমি যে ছলনার কথা ব'ল্লেম,
তা' সাত্ত্বিকী।
ইন্দ্রের ছলনায় জীবের জীবন যায়,
আর এ ছলনায় জীব জীবন পায়।

নারদ।—পিত!
সে শুভ দিনের আর কত দিন বাকি?

ব্রহ্মা।—বেশী বাকি নাই।
ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কশ্যপ
এবং মাতা অদিতি
হরির আরাধনা ও তপস্যা ক'চ্চেন;
শীঘ্রই তাঁ'দের পুত্রগণ
স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হ'বেন।

নারদ।—বড় আহ্লাদের কথা,
কিন্তু এ আহ্লাদে পাছে বিষাদ ঘটে।

ব্রহ্মা।—কেন?

নারদ।—বলির দিকে আপনি আছেন যে

ব্রহ্মা।—আর কোন ভয় নাই।

নারদ।—তা' হ'লেই হ'ল।

[উভয়ের প্রস্থ

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

ইন্দ্র।—দেবদুর্গতির যথেষ্ট হ'য়েচে,
আর কষ্ট সহ্য হয় না।
বলির প্রবল প্রতাপ
আমাদের বনবাসী পর্য্যন্ত ক'র্লে।

ঐ দেখ,
ক্ষুদ্র তৃণগুলিও আমাদের পরিহাস ক'রে
শিরঃকম্পনে হাস্য ক'চ্চে ;
এর চেয়ে মৃত্যু আমার মঙ্গল।
আহা, আমাদের পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি
আমাদের মঙ্গলজন্য
আজ কত কাল ধ'রে তপস্যা ক'চ্চেন,
হতাশে, উপবাসে, দীর্ঘনিশ্বাসে
তাঁ'দের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে,
তবুও তো ভগবান্ বিষ্ণু সদয় হ'চ্চেন না।
[...]ণ।—অগ্রজ !
কর্ম্মফল-ভোগ পূর্ণ না হ'লে কিছুই হয় না।
[...]।—বড় লজ্জার কথা,
আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা যাঁ'দের পুত্র,
তাঁ'দের ভাগ্যে আবার এত কষ্ট !
কোথায়—
আমরা পিতা মাতার দুঃখ দূর ক'র্‌বো,
না—পিতা মাতাই আমাদের জন্য
বৃদ্ধ বয়সে তপোদুঃখে কালযাপন ক'চ্চেন !
এর চেয়ে আমাদের আর কলঙ্ক কি ?

নারদের প্রবেশ।

[...]দ।— (গীত)

মিছে ভয়ে আকুল হ'য়ে কাঁদিস্ কেন মন ?।
ভয়ের মহাভয় হরি ক'র্‌বে ভয় বিমোচন ॥
কেঁদে কেন বাড়াস্ বেলা,
ভাসা হরিনামের ভেলা,
বিপদ-সাগর তরে যা'বি, আবার পা'বি সুখধন ॥

(স্বগত)—আহা, কি বিড়ম্বনা !
কোথায় নন্দনকানন—
কোথায় নিবিড় অরণ্য !
দেবরাজ ইন্দ্রের এ কি ভাগ্যবিবর্ত্তন !
দুঃখই বা কেন করি ?
ভাগ্যচক্র তো স্থির থাকে না,
দুঃখের পর সুখ—সুখের পর দুঃখ,
এ তো চিরকালই হ'য়ে আস্‌চে।
সুখের পর ইন্দ্রের দুঃখভোগ হ'চ্চে,
আবার দুঃখের পর সুখভোগ হ'বে।
পিতা ব্রহ্মার বাক্যানুসারে
এঁ দিগে এখন সান্ত্বনা করি।
(প্রকাশে)—দেবরাজ !
চন্দ্রসূর্য্যবরুণকুবেরপবনাদি দেবগণ !
আর অপনারা দুঃখ ক'র্‌বেন না,
হতাশ হ'বেন না।
যে তপস্যাপ্রিয় প্রজাপতি ব্রহ্মা
বলি দৈত্যকে অমর বর দান ক'রে
আপনাদের এই অরণ্যবাসের মূল হ'য়েচেন,
সেই ব্রহ্মাই আবার
আপনাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন।
ইন্দ্র।—দেবর্ষে !
আমাদের আর সে আশা ভরসা নাই।
নারদ।—কেন, দেবেন্দ্র ?
ইন্দ্র।—যে অগ্নি হ'তে দেহ দগ্ধ হয়,
সে অগ্নির নিকট শীতলতা প্রার্থনা অসঙ্গত।
নারদ।—তা' বটে,
কিন্তু যে বিষ সুস্থ শরীরকে নষ্ট করে,
সেই বিষ
রুগ্ন দেহকেও তো আরোগ্যদান করে।
পিতা ব্রহ্মাও আপনাদের পক্ষে সেইরূপ।
তাঁ' হ'তে আপনাদের বিপদ ঘ'টেচে,
আবার তাঁ' হ'তেই সম্পদলাভ হ'বে।
আপনারা আর কিছু কাল অপেক্ষা করুন্,
কালরাত্রি প্রভাতপ্রায়।
ইন্দ্র।—পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে কি ব'লেচেন ?
নারদ।—ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ।
ইন্দ্র।—কিছুই ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারেম না।
নারদ।—এর পর বুঝ্‌বেন।
আমি আবার
পিতা মহাশয়ের নিকট গমন করি।
ইন্দ্র।—আপনি আমাদের নিকট থাকুন,
আমরা আপনাকে পেয়ে বড় তুষ্ট হ'য়েচি।
নারদ।—না, আমি থাক্তে পাচ্চি না,

পিতা আমার তপস্যা-পাগল।
কি জানি, কে তপে ভুলিয়ে বর নেবে,
আবার কি হ'তে কি হ'বে।
যাই, আমি তাঁ'কে চোখে চোখে রাখি গে।

ইন্দ্র।—সে কথা ভাল।
তবে আপনি আসুন।
চলুন,
আপনাকে
কিছু দূর অগ্রসর ক'রে রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অমৃতস্থান।

(অন্ধকারে দশদিক আচ্ছন্ন)

কশ্যপ ও অদিতি তপস্যায় উপবিষ্ট।

ভীমমূর্ত্তি ভয়ের প্রবেশ।

ভয়।—(সহুঙ্কার ও সগর্জ্জনে)—কা'রা তোমরা।
শীঘ্র এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর,
নতুবা এখনি বিনাশ ক'র্‌বো।
চেয়ে দেখ, কে আমি;
জান, আমি ভয়!
আমার নামে ত্রিভুবন কম্পিত হয়,
এখনি তোমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ক'র্‌বো,
হৃৎপিণ্ডের উষ্ণ শোণিত পান ক'রে
নিদারুণ পিপাসা নির্ব্বাণ কর্‌বো,
যদি মঙ্গল চাও তো পালাও—পালাও!
এই দেখ আমার ভয়ঙ্কর গদা,
স্পর্শমাত্রেই মস্তক চূর্ণ হ'বে!
(উৎকট চীৎকারে)—হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ!
(স্বগত)—কই, কিছুই যে ক'র্ত্তে পাল্লেম না;
আমার ভীতিপরীক্ষা নিষ্ফল।
মহর্ষি কশ্যপ, কশ্যপপত্নী অদিতি
বিষ্ণুতপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।
বিষ্ণুভক্তকে বশীভূত করা আমার সাধ্য নয়;
যাই কাপুরুষের নিকট ক্ষমতা প্রকাশ করি।

[ভয়ের প্রস্থান।

মনোহর-বেশে লোভের প্রবেশ।

লোভ।—কেন তোমরা এত কষ্টভোগ ক'চ্চো?
বিষ্ণু আবার দেবতা,
তা'র আবার ক্ষমতা!
একবার চেয়ে দেখ দেখি—কে আমি;
আমার হাতে কত রত্ন,
কত অর্থ, কত ভোগসামগ্রী;
এ সমস্তই তোমরা গ্রহণ কর।
আমার সঙ্গে এস,
তোমাদের স্বর্ণ-অট্টালিকা দেব,
মণিমুক্তার অলঙ্কার দেব,
ষড়্‌ঋতুর ফলপুষ্পপ্রসবী দিব্য উদ্যান দেব,
তৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্য দেব, মনোহর বস্ত্র দেব,
তা' ছাড়া যা' চা'বে, তাই দেব।
ওঠ, কেন এত যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চো?
(অঙ্গস্পর্শ করিয়া)—ওঠ, দু'জনে ওঠ।
(স্বগত)—কই, কিছুতেই ভুলা'তে পাল্লেম না।
বিষ্ণুভক্তকে মোহিত করা আমার কর্ম্ম নয়।
আমি সংসারসুখাসক্ত লোকের কাছে দেবতা,
কিন্তু হরিভক্তের কাছে
তৃণ যে অতি তুচ্ছ, তা'রই অসার ভস্ম।
ধন্য হরিভক্ত! ধন্য হরিভক্তি!
ধন্য হরিপ্রেম!
যাই,
সংসারী লোকের কাছে জালবিস্তার করি।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

ভজন পূজন স্মরণ ধ্যান,
তপ জপ প্রেম নামগান,
কর, রে মন, পা'বি দরশন,
হৃদিমাঝে হরি হৃদিবিহারী।

দয়াময় হরি ভক্তপ্রাণ,
ভক্তি পেলে করে মুক্তিদান,
ভক্তজন কাছে, হরি বাঁধা আছে,
ভক্তি কর, হরি হ'বে তোমারি ॥

আহা, ধন্য পুত্রস্নেহ !
সন্তানদের দুর্গতি দর্শন ক'রে
পিতামাতার প্রাণ যে কখনই স্থির থাকে না,
আজ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌লেম।
মুনিদম্পতির অদ্ভুত কঠোর তপ ;—
বাহ্যজ্ঞান নাই,
সংসারের দিকে দৃষ্টি নাই,
অন্য কিছুরই আশা নাই,
কেবল পুত্রগণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য।
এ কঠোর তপস্যায়
যদি ভগবান্ বিষ্ণু সদয় না হন্,
তো হ'বেন কিসে ?
ভক্তপ্রাণ হরি আর কতক্ষণ স্থির থাক্‌বেন ?
এঁদের অপূর্ব্ব তপস্যা দর্শন ক'রে
আমার মনে আনন্দ এবং ভয় উভয়ই হ'চ্ছে।
আনন্দের কারণ এঁরা উভয়ে,
ভয়ের কারণ দৈত্যপতি বলি।
বলি যদি কোন সূত্রে
এঁদের তপস্যার কথা জান্‌তে পারে,
তা' হ'লেই বিভ্রাট ঘ'ট্‌তে পারে।
হয় তো, সেও নিজের স্বার্থসাধনের জন্য
ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ-লোলুপ হ'য়ে
এইরূপ উগ্রতর তপস্যা ক'র্ত্তে পারে।
আমার এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়,
পূজ্যপাদ পিতা ব্রহ্মার নিকটে যাই।
পিতাকে
কোনরূপে কিছু দিন ভুলিয়ে রাখ্‌তে হ'বে,
তা' কি পার্‌বো না ?
অবশ্য পার্‌বো,
নৈলে লোকে আমাকে আর নারদ ব'ল্‌বে না।
হরি ! তোমার ভক্তদ্বয়ের প্রতি দয়া কর।

[প্রস্থান।

শূন্যে গরুড়বাহনে বিষ্ণুর আবির্ভাব।

বিষ্ণু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ধ্যান তপ জপ, মূরতি আমার,
ভকত-ভকতি আমি।
কে গো তোমরা, তপ কর মোর,
অযুত দিবস যামী ? ॥
(আহা,) কঠোর তপে শুকা'ল কায়,
জনমিল তৃণ কতই গায়।
তোমাদের যোগে, যোগনিদ্রা মোর,
ভাঙিল, জাগিনু তা'য় ॥
উঠ উঠ, মুনি ! উঠ, মুনিজায়া !
তপস্যা পূরণ হ'ল।
ভক্তাধীন আমি, ভক্তি ভালবাসি,
কি আশা পূরা'ব, বল ? ॥

কশ্যপ ও অদিতি।—জয় ভক্তবৎসল হরি !

(উভয়ের প্রণাম)।

কশ্যপ।—হে ভক্তপ্রাণ হরি !
তুমি সর্ব্বজ্ঞ,
আমাদের মনের কথা সমস্তই জান,
তোমার নিকট
মনোভাব প্রকাশ করা বাহুল্যমাত্র।

বিষ্ণু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ঘুচাব তোমার, বিষাদ আঁধার,
জনমিব তব তনয় হ'য়ে।
পিতা ব'লে আমি, ডাকিব তোমারে,
তাবিব দারুণ বলির ভয়ে ॥
ইন্দ্র দেবরাজ, বড় ছেলে তব,
ছোট ছেলে হ'ব উপেন্দ্র নামে।
বামন হইব, বলিরে ছলিব,
ইন্দ্রে পুন ল'ব ত্রিদিবধামে ॥

কশ্যপ।—প্রভো ! আমি ধন্য হ'লেম,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডপিতা হ'য়ে আমার পুত্র হ'বে,
এ অপেক্ষা আমার সুখ সৌভাগ্য কি ?

অদিতি।—ভক্তাধীন হরি !

আজ
ভক্তাধীন নামের যথার্থ মহিমা দেখা'লে,
কিন্তু অদিতি অতি দুঃখিনী,
ভয় হয়, পাছে আমার ভুলে যাও।
না না, তোমা হেন দয়াল হরি
দীন দুঃখীকে ভোলে না,
তাই তো তোমার নাম দীনবন্ধু।
আহা, আমার কি সৌভাগ্য,
হরি আমায় মা ব'লবেন।

বিষ্ণু। (কীর্ত্তনের সুরে)—
মা গো, আমার পিতা মাতা নাই,
পিতা মাতা মোরে সবাই বলে।
এবার তোমরা উভয়ে—ও মা!—
পিতা মাতা হ'বে অবনীতলে।
আমার মা বলা সাধ—ও মা!—
মা বলা সাধ জাগিছে মনে,
পুরা'ব সে সাধ এত দিনে।
ধরাবাসী কোটি কোটি প্রাণী—ও মা!—
ধরাবাসী কোটি কোটি প্রাণী
যখন আমায় ডাকে মা ব'লে,
তখন মাতৃস্নেহে আমার প্রাণ গলে।
আমিও ভাবি, আহা এম্নি কোরে,
মা ব'লে ডাকি, মা! কা'রে।
আজ সে আশা পূরিল—ও মা!—
তোর ছেলে হ'য়ে তোরে ব'লবো মা।

[বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান।

[কশ্যপ ও অদিতির প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবনমধ্যে লতাকুঞ্জ।

বামন ও ঋষিবালকগণ।

বামন।— (গীত)

বল্ না, ভাই, আমায় তোরা, তপোবনের তরু লতা
চুপ্‌টি কোরে দাঁড়িয়ে কেন, কারো সনে কয় না কথা

ঋষিবালকগণ।— (গীত)

শোন্ রে বামন, বলি তবে, ওদের মত কে আর ভা
হরির ধ্যানে মগ্ন ওরা, কয় না কথা তাই;—

বামন।— (গীত)

আয় না তবে ওদের কাছে ধ্যান শিখ্‌তে যাই;—

সকলে।—(তরুলতার নিকট যাইয়া সনৃত্য গী
শিখিয়ে দে রে তরুলতা! তোদের সাধের ধ্যানের প্র

বামন।—ও ভাই!
তরুলতাদের দেখে আমার মনে
কেমন একটি নতুন ভাব জেগে উঠ্‌লো।
১ম বা।—কি ভাব, ভাই বামন?
বামন।—আয় না, ভাই,
আমরা সেই নতুন ভাবের খেলা করি।
২য় বা।—কি ভাব আগে বল্,
তবে তো খেলা ক'র্‌বো?
বামন।—ঐ দ্যাখ্, ভাই!
ঐ গাছটি কেমন দাতা,
ওর ডালে ডালে কত ফুল ফুটেছে,
ফুলের মুখে মধু টল্ টল্ ক'চ্চে;
ভ্রমর এসে ঐ গাছের কাছে
গান গেয়ে ভিক্ষে চাচ্চে;
দাতা তরু অম্নি ভ্রমরের আশ মিটিয়ে—
ঐ দ্যাখ্ ঐ দ্যাখ্—কেমন মধু দান ক'
ঐ গাছটি রাজা,
আর ঐ ভ্রমরটি ভিখারী—কেমন, না?

ম বা।—ঠিক্ ব'লেছিস্, ভাই!

আচ্ছা, তা যেন হ'ল,

কিন্তু

আমরা ও রকম খেলা কি ক'রে খেল্‌বো?

মন।—আমি শিখিয়ে দেবো।

তুই ঐ গাছতলা থেকে

ঐ আমলকী ফলগুলো কুড়িয়ে আন্;

এনে এই গাছতলায় রাজার মত দাঁড়া।

রাজাদের মাথায় যেমন রাজচ্ছত্র থাকে,

এই গাছের ডালপালা

তোর মাথায় তেম্নি ছাতা হ'বে।

(অন্যান্য বালকগণের প্রতি)—

তোরা, ভাই, কেউ রাজমন্ত্রী হ,

কেউ রাজপুরোহিত হ,

কেউ দ্বারবান্ হ,

কেউ সভাসদ্ হ—কেমন?

কলে।—আচ্ছা, ভাই! আচ্ছা, ভাই!

বা।—তুই কি হ'বি, ভাই?

মন।—ভিখারী।

বা।—না, ভাই, তা হ'বে না।

মন।—আচ্ছা, ভ্রমর—ভ্রমর—কেমন?

বা।—সে বরং ভাল।

মন।—তোরা, ভাই, ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে থাক্,

আমি ভিখারী সেজে আসি।

বা।—আবার?

মন।—তা হোক্, আমি যে ভিখারী।

[বামনের প্রস্থান।

বা।—(১ম বালকের প্রতি)—

তোকে ভাই, ঠিক্ রাজার মত দেখাচ্ছে।

বা।—আমলকী ফলগুলো আমার হাতে দে।

বা।—(আমলকী প্রদান করিয়া)—

আমি তোকে

এই ডালটা দিয়ে বাতাস করি।

বালক ব্যতীত সকলে।—

জয় মহারাজের জয়!

ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষুকবেশে

বামনের পুনঃপ্রবেশ।

বামন।— (কীর্ত্তনের সুরে)—

হরির জগতে, দাতা ভিখারী,

দুইই দেখিতে পাই।

দাতা করে দান, ভিখারী দীনে,

এসেছি আজি তাই॥

দানই ধর্ম্ম, পুণ্য কর্ম্ম,

দানই ত্রিদিব-বাস।

দানই ভক্তি, দানই মুক্তি,

দানই যমের ত্রাস॥

পাপ-সাগরে, দানই তরণী,

দানই আপনি হরি।

জয় হোক্ রাজা! কর ফল দান,

বামন দীন ভিখারী॥

১ম বা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

ওরে বামন ভিখারী-সাজা!

আমারে তুই সাজা'লি রাজা।

ধন্য রে তোর ভিক্ষা-খেলা,

নব খেলা প্রাণ-মন-ভোলা।

আয় আয়, ভাই, আয় রে কাছে,

ভিক্ষা-ফল এই হাতে আছে।

কিন্তু আগে শুনিব গান,

তবে এ ফল করিব দান।

বামন।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

বল, হে রাজা! কি গান গা'ব?

কা'র গুণগানে এ ফল পা'ব?

১ম বা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

(কালি) তটিনীর তীরে, নয়নের নীরে,

প্রাণভোলা সুরে আপন মনে,

গেয়েছিলি সেই গান, সুধামাখা সেই গান,

শুনা রে সে গান মধুর তানে।

বামন।— (গীত)

কে বলে হরি রাজা?—হরি প্রেমের ভিখারী।

প্রেম ভিক্ষে পায় না ব'লে, চক্ষে ঝরে প্রেমের বারি॥

ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে,
দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে,
হাসিমাখা বদন চাঁদে
বিষাদ-রেখা সারি সারি ॥
হরির মতন, ভিখারী কখন, দেখি নি কোথায়,
প্রেম-ভিক্ষে দিলে, নেয় বক্ষে তুলে, মধুর কথায়,
বিষণ্ণ অধরে আবার হাসি ফুরে,
দাতায় ছেড়ে হরি যায় না আর দূরে ;—
দ্বিগুণ বাড়ে প্রেমের ধারা,
প্রেমে হয় হরি আপনা হারা,
প্রেম না পেয়ে কাঁদে, পেয়েও কাঁদে,
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি ॥

বালকগণ।—বড় মিষ্টি গান।

বামন।—মহারাজ!
এইবার এই ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

১ম বা।—ভিক্ষুক! এই ভিক্ষা নেও।

বামন।—হরি তোমার মঙ্গল করুন্।

(বামনের হস্তে আমলকী প্রদান)

(সকলের আমলকীফলভক্ষণ)

নেপথ্যে অদিতি।—সারা দিন খেলা—
কেবল খেলা।

১ম বা।—(সভয়ে)—ও ভাই বামন!
ঐ তোর মা আস্‌চে,
সবাইকে মারবে।
দৌড়ে পালাই চল্।

(সকলের দৌড়িয়া প্রস্থান কিন্তু বামনের পদে আঘাত লাগিয়া ভূতলে পতন)

বেগে অদিতির প্রবেশ।

বামন।—(পলায়নে অক্ষম হইয়া)—
মা! তোর পায়ে পড়ি,
আমায় মারিস্ নি, মা!
আর আমি খেলবো না।

অদিতি।—(ঈষৎ ক্রোধে)—
লেখা গেল—পড়া গেল—কেবল খেলা।

বামন।—আমি লেখা পড়া সব শিখেছি, মা!

অদিতি।—বোকা ছেলে! সব শিখেছিস্?
তোর চেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা কত ছ

বামন।—না, মা!
আমার চেয়ে আর ছোট নেই,
আমি সবার ছোট ;
তাই তো আমায় সবাই বামন বলে।
মা! যা'রা বড় হ'তে চায়,
তা'রাই প'ড়ে ছোট হ'য়ে যায়।
যা'রা ছোট হ'য়ে থাকে ভালবাসে,
তা'রাই খুব বড় হয়।
আমি বাপ্ মা সকলের কাছে ছোট,
তাই তো সকলের স্নেহের কাছে বড়।
মা! তুমিই তো নীতিশিক্ষা দিয়েচ—
"ছোট হ'বি তো বড় হ,
বড় হ'বি তো ছোট হ।"

দূরে ঋষিবালকগণের পুনঃপ্রবেশ।

অদিতি।—(বালকগণের প্রতি)—
হাঁরে, তোরা সারাদিন
বামনকে নিয়ে খেলা করিস্ কেন?
তোদের কি বাপ মার ভয় নেই—
ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই?

১ম বা।—মা গো,
আমরা তোর বামনের সঙ্গে যখন খেলা ক
তখন বাপ মাকে মনে পড়ে না,
খিদেও পায় না—তেষ্টাও পায় না।
মা, ব'লবো কি গো,
বামনকে পেলে জগৎসংসার ভুলে যাই,
যেন স্বর্গে গিয়ে চাঁদের সঙ্গে খেলা ক
মা গো,
তোর বামন ছেলে
আমাদের প্রাণের আনন্দ।

অদিতি।—(স্বগত)—আহা,
ছোট ছোট ছেলেরাও
আমার বাছাকে এত ভালবাসে।
বাস্তবিক,

বামন আমার আনন্দময়।
হরি! আমার বামনকে বাঁচিয়ে রাখ।
শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,
বাছা আমার ন বছরে প'ড়েচে,
কাল খুব ভাল দিন,
বাছার পৈতে হ'বে।
হরি দয়াময়!
বাছার মঙ্গলের জন্য
কাল তোমার ভাল ক'রে পূজা দেব।

বামন।—মা! তুমি কি ভাব্‌চো?

অদিতি।—হরির পূজা দেবার কথা ভাব্‌চি।

বামন।—না, মা, তা নয়,
তুমি আমায় নিয়ে গিয়ে বাঁধ্‌বে।

অদিতি।—ষাট্‌ ষাট্‌—বালাই বালাই—
ও কি কথা, বাবা?

বামন।—কেন, মা, বালাই কি?
তুমি আমার স্নেহের বন্ধনে বাঁধ নি কি?

অদিতি।—(সহাস্যে)—পাগ্‌লা ছেলে,
কেবল কথা ওলট পালট।

বামন।—মা! আমায় কোলে নে না।

অদিতি।—এস, বাবা আমার!
(ক্রোড়ে লইয়া)—চল কুটীরে চল।

(গমনোদ্যোগ)

বামন—আয় ভাই, তোরাও আয়,
হরিপূজা হ'বে,
সবাই মিলে প্রসাদ খা'ব আয়।

অদিতি।—আজ না, কাল পূজা হ'বে।

বামন।—(আবদার করিয়া)—না, মা!
আজও হরির পূজা ক'ত্তে হ'বে।
আয় ভাই সবাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কশ্যপের আশ্রম।

কশ্যপ ও দুই জন শিষ্য।

কশ্যপ।—বর্ষপত্রিকায় দেখ্‌লেম
আগামী কল্য ব্যতীত আর শুভ দিন নাই।
আমার ইচ্ছা ছিল,
আরো কিছু দিন অপেক্ষা ক'রে
বামনের উপনয়ন সম্পন্ন ক'র্‌বো।
অপেক্ষা ক'রে
অপেক্ষাকৃত ঘটা ক'ত্তে পাত্তেম;
কিন্তু তেমন প্রশস্ত দিন
আর পাওয়া যাচ্চে না!
যা হোক্‌ ক'রে শুভ কার্য্যটা সেরে নি,
পরে না হয়
একটা ঘটা টটা করা যা'বে।
তোমরা কি বল?

১ম শিষ্য।—(স্বগত)—
আমার তো বিশ্বাস হয় না,
আমি বেস্‌ বুঝেচি,—
এই আদি এইই অন্ত।
পৈতে গাছটা না দিলেও নয়—কাজেই।

কশ্যপ।—বৎস! কোন উত্তর দিচ্চ না যে?

১ম শিষ্য।—আজ্ঞে, তা বই কি,
আপনার মতেই আমাদের মত।

কশ্যপ।—তবে এখন এক কাজ কর,
বামনের জন্য নূতন বস্ত্র, নূতন উত্তরীয়
এবং নূতন শিরোবন্ধনী এনে
অদ্যই গৈরিকরঞ্জিত কর।
(দ্বিতীয় শিষ্যের প্রতি)—
তুমি ফল পুষ্প,
হরিতকী মিষ্টান্ন আনয়ন কর।
আর যা' যা' চাই,
বৃহস্পতি পুরোহিত মহাশয়ের সহিত
নিজেই আমি ঠিক্‌ ক'র্‌বো।
এখন আমার অবস্থা ভাল নয়,

স্মুতরাং একপ্রকার গোপনে গোপনে
বামনের পৈতেটা দিতে হ'চ্চে।
তোমরা এ কথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না।

২য় শিষ্য।— যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

১ম শিষ্য।—(স্বগত)—হা কপাল!
ঋষিশিষ্য হওয়ার চেয়ে
ধান্য-শস্য হওয়া ভাল।
তবুও বুঝ্‌তে পারি যে,
নিজের পেটে কিছু না যাক্,
পরের পেটেও নিজে স্থানটা পাই।
এ যে দুকূল হারিয়ে অকূল পাথারে ভাস্‌চি!
হা পোড়া অদৃষ্ট!
বিধাতা তোর মাথায়
কেবল বয়ড়া হক্তুকীই ছুঁড়ে মারে রে!

কশ্যপ।—(স্বগত)—বামন আমার খর্ব্বাকার,
অল্প মূল্যেই নূতন বস্ত্র পাওয়া যা'বে।
(প্রথম শিষ্যের প্রতি)—
তুমি এক কাহন কপর্দ্দক নিয়ে যাও,
তা'তেই বামনের বেস্ বস্ত্র পা'বে।

১ম শিষ্য।—আজ্ঞে,
অত ছোট ছোট কাপড় কোথা পা'ব?

কশ্যপ।—না হয়,
এক কাহনে একখানি বড় কাপড় নিও,
ছিঁড়ে তিনখানি হ'বে।

[প্রস্থান।

১ম শিষ্য।—যা হোক্ কিন্তু,
কপাল গুণে ছেলেও মিলেচে বেস্!
পায়ের তেলো থেকে
মাথার ঝুঁটী পর্য্যন্ত মাপ্‌লে
বড় জোর পৌনে এক গজ!
একখানি কাপড়ে তিনখানি—হুঁঃ!
আমার বিবেচনায়
এমন গজেক গজগতি গজপতি
গজমতি ছেলের পক্ষে সাড়ে আঠারখানি!

দ্বিতীয় শিষ্যের পুনঃপ্রবেশ।

২য় শিষ্য।—ভায়া, আমি কি করি এখন্?
হক্তুকী পাওয়া তো ভার,
ছেলেগুলোর জালায় সব গাছ নেড়া।

১ম শিষ্য।—ভয় কি, ভায়া?
আমি আড়াই মোণি হক্তুকীর বস্তা!

২য় শিষ্য।—পরিহাস রাখ এখন।

১ম শিষ্য।—পরিহাস?
তুমি বরং আমার পেটে বোমা মারো,
এক এক বোমায় নিদেন পক্ষে
বিশটে হক্তুকী সট্ সট্ কোরে বেরোবে
ভায়া হে!
আমরা বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি,—
আমাদের কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র ত্রিফলা
পেটের মধ্যে আম্‌লা বয়ড়া হক্তুকী ত্রিফলা
আর গুরু ঠাকুরের কাছে ব'সেও
হাতে কলমে মুখে ঋফলা রফলা আর্কফলা
কেবল ফলা অস্তি,
কিন্তু ফলার নাস্তি!
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—ওহে ভায়া!
গুরু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাজ ইন্দ্র
এবং পুরোহিত ঠাকুর এ দিকে আস্‌চেন।

২য় শিষ্য।—গুরুঠাকুরও আবার
ওঁদের সঙ্গে আস্‌চেন যে।
চল, আমরা এখান থেকে যাই।

১ম শিষ্য।—চল চল,
নৈলে আবার বকুনির কলা প্রাণে ফুট্‌বে।
এ পোড়া কপালে
ফলারূপ কাঁচাকলাই সার!

[উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সহিত কশ্যপের
পুনঃপ্রবেশ।

ইন্দ্র।—পিতা!
বামন আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা,

তা'র উপনয়ন-কার্য্যটি
দরিদ্রের ন্যায় সম্পন্ন করাটা ভাল নয়।

কশ্যপ।—পুত্র! তা' জানি, কিন্তু কি করি;
তোমাদের সুখে আমার সুখ,
তোমাদের মঙ্গলে আমার মঙ্গল,
এবং তোমাদের ঐশ্বর্য্যে আমার ঐশ্বর্য্য।
আমি যদিও বৃদ্ধ,
যদিও কুটীরবাসী তপস্বী,
কিন্তু তোমাদের ন্যায়
সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্রদের গুণে
যার-পর-নাই সুখে ছিলেম,
তা বিধাতার বিড়ম্বনায় তা'ও ঘুচে গেচে।
বিধাতা এখন বলি দৈত্যের বলস্বরূপ,
তোমাদের তিনি বলহীন ক'রেচেন।
বৎস। এখন তোমরাও পথের ভিখারী,
আমিও পথের ভিখারী।
এখন ভিখারীর কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন
দরিদ্র ভিখারীর ন্যায় বই কিরূপে হ'বে?

ইন্দ্র।—আমরা সকল ভ্রাতায় মিলে
না হয় একবার ভাল ক'রে চেষ্টা ক'ত্তেম।
আপনি আমাদেরও সংবাদ দিলেন না,
এ আমাদের পক্ষে বড় দুঃখের কথা।

কশ্যপ।—না, বৎস! দুঃখের কথা নয়,
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই।
(বৃহস্পতির প্রতি)—আপনি কি বলেন?

বৃহ।—তা বটে,
যখন যেমন, তখন তেমন করাই কর্ত্তব্য,
নতুবা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

কশ্যপ।—বৎস!
তোমরা আমার নিকট
এক্ষণে আর এস না কেন?

ইন্দ্র।—দেবর্ষি নারদ আমাদের ব'লেচেন যে
তোমরা সমস্ত দেবতা একত্র হ'য়ে
নির্জ্জন অরণ্যে সর্ব্বদা
হরিধ্যান হরিপূজা কর,
তা' হ'লে হরির কৃপায়
তোমাদের দুঃখ দূর হ'বে।
আমরা এই জন্যই—

কশ্যপ।—তা ভাল ভাল,
হরির কৃপা ব্যতীত
আমাদের আর মঙ্গল নাই।
দেখ, বৎস!
আগামী কল্য তোমরা এসে
সকলে মিলে এই শুভকার্য্যটি সম্পন্ন ক'র।
এখন তোমার মাতার নিকট একবার যাও।

ইন্দ্র।—যে আজ্ঞে।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

কশ্যপ।—তপোধন!
আপনার দৈব কার্য্যের উপর
আমার কনিষ্ঠ পুত্র বামনের
শুভ নির্ভর ক'চ্চে।
আপনি সর্ব্বদা তা'র মঙ্গল জন্য
হরিপূজা, গ্রহপূজা, স্বস্ত্যয়নাদি ক'র্‌বেন।

বৃহ।—(স্বগত)—হরির মায়া
অতি অদ্ভুত—অতি বিচিত্র।
মহর্ষি কশ্যপ এবং এঁর পত্নী অদিতি
সর্ব্বদাই আমাকে হরিপূজার কথা বলেন;
কিন্তু ভক্তবৎসল স্বয়ং হরিই যে
বামনরূপে এঁদের পুত্রত্ব স্বীকার ক'রে
ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়েচেন,
তা' এঁরা কিছুই জান্‌তে পাচ্চেন না।
ধন্য হরিলীলা!
সকলেরই মর্ম্মোদ্ভেদ হয়;
কিন্তু হরিমায়ার লীলামর্ম্ম বড়ই জটিল।
কশ্যপ হরির মঙ্গল জন্য
আমাকে হরিরই পূজা ক'ত্তে ব'ল্‌চেন,
আমিও ধন্য।
(প্রকাশে)—মহর্ষে!
আপনার বামনের সুখসমৃদ্ধি, পরমায়ুর্ব্বৃদ্ধি
এবং গ্রহশান্তির নিমিত্ত
আমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে
অগ্রে হরিপূজা প্রত্যহ ক'রে থাকি।

আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে
হরি আপনার বামনের মঙ্গলের সহিত
আপনাদেরও মঙ্গল বিধান ক'র্‌বেন।
আপনার হরিভক্তি অচলা,
সুতরাং আপনার দুর্গতি চঞ্চলা।
যাই, আবার হরিপূজা করি গে।

কশ্যপ।—আগামী কল্য
সকাল সকাল আস্‌বেন।
আপনি সর্ব্বাগ্রে না এলে
কোন কার্য্যই হ'বে না।
বেশী কি ব'ল্‌বো, বামন আপনাদেরই।

বৃহ।—(স্বগত)—না, মহর্ষে!
আমরাই বামনের;
অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড বামনের।
(প্রকাশে)—আমি প্রাতেই আস্‌বো।
এখন চল্লেম।

কশ্যপ।—নমস্কার।

বৃহ।—নমস্কার।

[বৃহস্পতির প্রস্থান।

কশ্যপ।—(স্বগত)—হরি! হরি!
আমার বামনের মঙ্গল কর।
হরি! হরি!
তোমা বই আমাদের কেউ নাই।

দূরে পশ্চাদ্ভাগে বামনের প্রবেশ।

হরি! হরি!

বামন।—(পশ্চাদ্ভাগ হইতে)—পিতা! পিতা!

কশ্যপ।—(দেখিয়া)—
আয় আয়, বৎস রে আমার।
(ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া)—
গায়ে এত ধূলা কে দিলে?

বামন।—যা'রা আমায় ভালবাসে।

কশ্যপ।—(সহাস্যে)—তুই পাগল।

বামন।—হাঁ, পিতা!
আমি ধূলিখেলা বড় ভালবাসি।
ধূলিখেলা বই
হরির প্রতি প্রীতিখেলা শিক্ষা হয় না।
ধূলোমাটীতে হরির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে
আমি ফুল জল দিয়ে পূজা করি।
পিতা!
আমার তা'তে বড় আনন্দ হয়,
হরির প্রতি প্রীতি ভক্তি হয়।

কশ্যপ।—এমন; তা ভাল ভাল।

বামন।—বাবা!
আমার বড় দাদা এসেচেন না?

কশ্যপ।—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি?

বামন।—না।
বড় দাদা কি মার কাছে গেছেন?

কশ্যপ।—গিয়ে দেখ দেখি।

[বেগে বামনের প্রস্থান

(উপনয়ন সম্বন্ধীয় কতকগুলি দ্রব্য
দেখিতে দেখিতে)—
অর্থসামর্থ্য নাই,
বড় সংক্ষেপেই
এ হেন শুভ কর্ম্মটি সম্পন্ন ক'র্ত্তে হ'ল।
ইন্দ্র প্রভৃতি পুত্রদের
যজ্ঞোপবীত প্রদানের সময়
যেরূপ ঘটা ক'রেছিলেম,
তা এখন স্বপ্নবোধ হ'চ্চে।
ভগবান্ হরির ইচ্ছা,
তাঁ'র মনে যা আছে তা'ই হ'বে।

নেপথ্যে নারদ।— (গীত)

ভক্তি-ডোরে বাঁধ রে তাঁ'রে নৈলে বাঁধা হ'বে না।
তাঁ'রে না বাঁধ্‌লে পরে, তোর ভববন্ধন যা'বে না॥

কশ্যপ।—(শশব্যস্তে, স্বগত)—
যা, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে,
সাক্ষাৎ বিভ্রাট উপস্থিত—নারদ যে!
এ জিনিষপত্রগুলো গোপন করি কোথা?

দূরে নারদের প্রবেশ।

নারদ।—মহর্ষে! নমস্কার।

কশ্যপ।—(স্বগত)—দেখ্‌লে বুঝি।
এই উত্তরীয়খানা ঢাকা দিয়ে রাখি।

নারদ।—নমস্কার, মহাশয়! নমস্কার।

কশ্যপ।—অঁ্যা, কে নারদ?—
নমস্কার—নমস্কার।
(শশব্যস্তে স্বগত)—
এ কর্ম্মপণ্ডুলে কোথা হ'তে এল?

নারদ।—আছেন কেমন?

কশ্যপ।—ভেবে ব'ল্‌চি।

নারদ।—ভেবে ব'ল্‌চি কি?

কশ্যপ।—না বুঝে আমি কথার উত্তর দি না।

নারদ।—আচ্ছা, বুঝেই বলুন,—
আছেন কেমন?

কশ্যপ।—মাথাটা বড় ধ'রেচে।
নারদ, তুমি এসে বড় ভাল ক'রেচ,
ঐ সরোবর থেকে
এক কমণ্ডলু জল এনে দাও তো?
(স্বগত)—একবার গেলে হয়,
সামগ্রীগুলো এখান হ'তে সরিয়ে ফেলি।

নারদ।—(পরিহাসে স্বগত)—
বটে, ঠাকুর! মাথা ধ'রেচে!
ভাল, যা'তে ভাল ক'রে ধরে, তাই ক'চ্চি।
আমাকে দেখ্‌লেই লোকের মাথা ধরে,
সে কথা বড় মিথ্যা নয়।
যেখানে আমি, সেইখানেই চেঁচাচেঁচি,
কাজেই মাথা ধরে;
কিন্তু এঁর যে আগেই মাথাধরা,
শেষে বিবাদ আরম্ভ হ'লে না জানি কি হয়,
এঁর মাথাধরা পাছে আমার ঘাড়ে ধরে।

কশ্যপ।—(স্বগত)—আঃ, নড়ে না যে! কি বিপদ!
(প্রকাশে)—যাও না, একটু জল আন না?

নারদ।—উত্তরীয় ঢাকা দিয়ে
এ সব কি রাখ্‌লেন?

কশ্যপ।—কই, কিছু না।

নারদ।—(সবলে উত্তরীয় উত্তোলন করিয়া)—
এ কি!

কশ্যপ।—(কিঞ্চিৎ রোষে)—আমার শ্রাদ্ধ!

নারদ।—(সহাস্যে)—হাঃ হাঃ হাঃ!
এ কিরূপ শ্রাদ্ধ, মহাশয়?

কশ্যপ।—নূতন পদ্ধতি।

নারদ।—হরি, হরি!
অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।
এ যে উপনয়ন-ব্যাপার।

কশ্যপ।—বুড়ো হ'লে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়।

নারদ।—আমার চেয়ে আপনার বেশী,
নৈলে এমন শুভ কার্য্যকে
অশুভ ক'রে তুল্‌বেন কেন?
শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়,
বৃদ্ধ হ'য়ে বিবেচনা-শক্তিটেও খুইয়েচেন।

কশ্যপ।—এখন আর বেশী কথার প্রয়োজন নাই,
আমি বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েচি;
তুমি আগামী পরশ্ব এসো,
তোমার সঙ্গে অষ্ট প্রহর বাক্যালাপ ক'র্‌বো।

নারদ।—পরশ্ব আস্‌তে যা'ব কেন?
আমি কল্য প্রাতেই আস্‌বো।

কশ্যপ।—কাল আমি এখানে থাক্‌বো না।

নারদ।—তাই তো ব'ল্‌চি,
আপনি কল্য থাক্‌বেন্ না,
আমি না এলে বামনের পৈতে দেবে কে?

কশ্যপ।—(ছলভাবে)—অঁ্যা, কি!—পৈতে!
(সহাস্যে)—
নারদ আমার জেগেই স্বপ্ন দেখেন।

নারদ।—দু'জনেই!
তা' যা'ক্‌,
আপনি গোপনে গোপনে
কোন্ বিবেচনায় এমন শুভ কার্য্য
সম্পন্ন ক'র্‌তে ইচ্ছুক হ'য়েচেন?

কশ্যপ।—বামনের পৈতে হ'বে
কে ব'ল্লে তোমাকে?

নারদ।—আ না। এই ধামাটি।

কশ্যপ।—(স্বগত)—দূর হোক্‌,
ধূর্ত্তচূড়ামণি নারদের কাছে ধূর্ত্ততা করা বৃথা।

(প্রকাশে)—ভাল, যদি জান তো শোনো;
অবস্থা ভাল নয়, শরীর মনও ভাল নয়,
কাজে কাজে বামনের পৈতেটা
যেমন তেমন ক'রে সেরে নিতে হ'চ্চে।
নারদ।—তা' যেন হ'ল,
কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনটাও তো চাই।
কশ্যপ।—বেশী পারবো না, দ্বাদশটি মাত্র।
নারদ।—অতই বা কেন?—তিনটি।
কশ্যপ।—তিনটি!
নারদ।—
আপনি, আপনার পুরোহিত আর আমি।
কশ্যপ।—হাঃ হাঃ হাঃ,
নারদের সকল বিষয়েই পরিহাস।
তা' যাক্,
তোমায় একটা অনুরোধ রাখ্‌তে হ'বে।
নারদ।—বলুন?
কশ্যপ।—বামনের পৈতের কথা
কা'রো কাছে উত্থাপন ক'র না।
নারদ।—গোবিন্দ, গোবিন্দ!
আমি কি আপনার শত্রু?
কশ্যপ।—মধুসূদন, মধুসূদন!
এমন কথাও কি মুখে আন্‌তে আছে?
সাত জন্ম তপস্যা ক'রে
তোমার ন্যায় হিতৈষী বন্ধু পাওয়া যায়।
(স্বগত)—আজ কাল দুটো দিন
তুমি চুপ ক'রে থাক্‌লে বাঁচি।
হরি! রক্ষা কর; হরি! রক্ষা কর।
নারদ।—আমি এখন যাই।
কশ্যপ।—(স্বগত)—যায় যে।
এখন এ গেলেও বিপদ—না গেলেও বিপদ,
কিন্তু যা'বার চেয়ে
এখানে
আজ কাল দুটো দিন থাক্‌লে বরং ভাল।
কোথা যেতে কোথা যা'বে,
কি ক'ত্তে কি ক'রবে।
এমন সর্ব্বনেশে সর্ব্বঘোটে লোক
আর দ্বিতীয় নেই।
(প্রকাশে)—
এসেচো তো আর গিয়ে কাজ নেই,
আজ কাল দুটো দিন
এখানে বিশ্রাম কর,—কেমন?
নারদ।—আমাকে কি আপনার অবিশ্বাস হয়
কশ্যপ।—নারায়ণ, নারায়ণ!
নারদ।—কোন চিন্তা নাই,
আমা হ'তে
আপনার তিলমাত্রও অপকার হ'বে না।
আমি কাল প্রাতেই আস্‌বো।
(স্বগত)—হা অদৃষ্ট!
সমস্ত ব্রাহ্মণের নমস্য দেবতা—
সমস্ত ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্ররূপী—
সংসারের পাপসূত্র-মোচনকারী
হরির যজ্ঞসূত্রগ্রহণ এত গোপনে হ'বে?
হরির জীবগণ জান্‌তে পা'বে না?
না, হরিদাস নারদ থাক্‌তে
তা' কখনই হ'বে না।
হে ভগবন্ বামন! তুমিই সাক্ষী,
তোমার যজ্ঞসূত্র না দেখ্‌লে
জীবের কর্ম্মভোগ-সূত্র কিসে ছিন্ন হ'বে?
তোমার পাদপদ্মে যদি আমার ভক্তি থাকে
তবে আগামী কল্য প্রভাতে
কশ্যপাশ্রমে ত্রিভুবন আনয়ন ক'রবো।
এই আমি ব্রহ্মাণ্ড-নিমন্ত্রণে নিষ্ক্রান্ত হ'লেম
জয় বামনরূপী পঞ্চমাবতার!
(প্রকাশে)—মহর্ষে!
আপনি হরিপূজা করুন্ গে,
শ্রীহরি নির্ব্বিঘ্নে
আপনার বামনের শুভ কার্য্য শেষ ক'রবেন
উভয়ে।—হরের্নামৈব কেবলম্!
হরের্নামৈব কেবলম্!
হরের্নামৈব কেবলম্!
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন।

অদিতি ও বামনের প্রবেশ।

বামন।—মা! আমার না কি কাল পৈতে হবে ?

অদিতি।—(স্বগত)—ব'ল্‌বো কি ?
না, ব'ল্‌বো না।
বামন আমার অতি শিশু,
এখনি ছেলেদের কাছে গিয়ে গোল ক'র্‌বে;
মুনিপল্লীতে সে কথা উঠ্‌লে
আর রক্ষে থাক্‌বে না।
স্বামীর নিষেধ—
কেউ যেন এ কথা জান্‌তে না পারে,
কাজে কাজে এ কথা বামনকে ব'ল্‌বো না।

বামন।—কৈ, মা, ব'ল্লে না ?

অদিতি।—পৈতে নয়, হরিপূজা হ'বে।

বামন।—(কীর্ত্তনের সুরে, স্বগত)—
আমার বামন অবতারে সবি ছলনা,
জননীও মোর করে ছলনা,
এই ছলনা-সূত্রে যজ্ঞসূত্র-ছলে
জাগিল মনে বলি-ছলনা।
(কথায়, প্রকাশে)—হ্যাঁ, মা,
তুই কি ব'লে হরিপূজা করিস্‌ ?

অদিতি।—হরি জগদীশ্বর, আমাদের পিতা,
তাই তাঁ'কে পিতা ব'লে পূজা করি, বাবা!

বামন।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ও মা! এমন ব'ল না আর,
শুধু পিতা ব'লে পূজিলে হরিরে—
হরি প্রাণে বড় দুখ পায়।
ছেলের কথা রাখ্‌ মা আমার,
ছেলে ব'লে পূজ হরিরে,
ছেলে ব'লে ডাক মা তাঁ'রে;
ছেলে হ'তে হরি বড় ভালবাসে,
আমার মতন হরিও—ও মা!—
মা ব'লে ডাকে মধুর ভাষে।

অদিতি।—(স্বগত)—আহা,
বামন আমার বড় মাতৃভক্ত,
নিজে মা বলা ভালবাসে ব'লে
ত্রিভুবনারাধ্য জগৎপিতা হরিকেও
নিজের মত ভাব্‌চে।
(প্রকাশে)—বাছা! মা বলা কি বড় মধুর ?

বামন।—মা! ছেলে বলা কি রকম ?

অদিতি।—বড় মধুর।

বামন।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
তবে কেন হেন বলিলি, মা ?
ছেলের মুখে মা বুলি—
মায়ের মুখে ছেলে বুলি
বড়ই মধুর—মধুর মধুর,
এমন মধুর আর কিছুই না।
ও মা, তাই বলি—
হরিকে ছেলে ব'লে ডাক না ?
মায়ের হরিও অমনি—ও মা!—
মায়ের হরিও অমনি ব'ল্‌বে মা।

অদিতি।—(সানন্দে)—বাছা রে,
আয় আয় কোলে আয়।

(ক্রোড়ে গ্রহণ)

হ্যাঁ বাবা!
আমি না হয় হরিকে ছেলে ব'ল্লেম,
কিন্তু হরি কি আমায় মা ব'ল্‌বেন ?

বামন।—নিতান্তই যদি না বলেন,
আমি ব'ল্‌বো।

অদিতি।—বল তবে ?

বামন।—(সুরে)—মা!—মা!—মা!—মা!
মা!—মা!—মা!—মা!

এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব আপনাকে ডাক্‌চেন।

অদিতি।—চল, যাচ্ছি।

বামন।—আমি খেলা করি গে, মা!

অদিতি।—যাও।

[এক দিক্‌ দিয়া অদিতি ও শিষ্য এবং
অপর দিক্‌ দিয়া বামনের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম্য রাজপথ।

নারদ ও জনৈক ঋষির প্রবেশ।

ঋষি।—বলেন কি, দেবর্ষে ?
সেই বামন ছেলেটির উপনয়নের
এমন্ ব্যাপার ?
নারদ।—বড় ঘটা—বড় ঘটা।
মহর্ষি কশ্যপ
এমন ব্যয়ভূষণ কখনও করেন নি।
আমার প্রতি
সকলের নিমন্ত্রণ-ভার অর্পণ ক'রেচেন।
আজ ক'দিন ধ'রে কত স্থানে যে গেলেম,
কত লোককে যে নিমন্ত্রণ ক'ল্লেম,
তা'র সংখ্যা নাই।
আপনারা
কল্য প্রাতেই অনুগ্রহ ক'রে যা'বেন।
আমি আর বিলম্ব ক'ত্তে পাচ্চি না,
আপনিই অবশিষ্ট ঋষিগণকে
আমার হ'য়ে নিমন্ত্রণ করুন ;
আবালবৃদ্ধবনিতা
কেহই যেন নিমন্ত্রিত হ'তে বাকি না থাকে,
কশ্যপ আমাকে তাঁ'র কনিষ্ঠ পুত্র বামনের
শত শত দিব্য দিয়ে এ কথা ব'লেচেন।
ঋষি।—যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।
আচ্ছা, নিমন্ত্রণ যেন হ'ল,
এত লোকের ভোজনব্যাপার
বড় সহজ ত নয়।
নারদ।—হাঃ হাঃ হাঃ,
আপনি ভয় করেন কেন ?
গোড়া শক্ত না দেখে কেউ কি ডগায় ওঠে ?
কশ্যপের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্র
বলিদৈত্যের নিকট যখন পরাজিত হন,
তখন গোপনে গোপনে
অমরাবতীর রাজভাণ্ডার হ'তে
অনেক মণিমাণিক্য,রত্নভূষণ, স্বর্ণমুদ্রা এবং
পিতার নিকট রক্ষা করেন।
বুদ্ধিমান্ পিতাও সেই সকল দ্রব্য
ভূগর্ভে প্রোথিত ক'রে রেখেচেন—বুঝলেন
ঋষি।—ঠিক্—ঠিক্।
তা' না হ'লে
আপনার উপর নিমন্ত্রণ-ভার দেন ?
আচ্ছা,
কল্য প্রাতেই সকলে নিশ্চয় গমন ক'র্বে
নারদ।—দেখ্‌বেন একবার
ভুজ্যতাং দীয়তাং-এর ঘটাটা।

[উভয়ের প্রস্থান

ঢোলস্কন্ধে আহ্লাদের প্রবেশ।

আহ্লাদে।—ঢোল বওয়াই সার,
কেউ আর পালপার্ব্বণে ডাকে না।
এখন সকল কাজেই শাঁক ঘণ্টা,
এর পর তাও গিয়ে কেবল হ'বে হাততালি
কে জানে, লোকের ধম্মকম্ম কি !
বাদ্যি বাজনা বই কি কিরিয়ে কম্ম হয় !

আহ্লাদীর প্রবেশ।

আহ্লাদী।—বলি, হ্যাঁ রে মুখপোড়া !
তোর আক্কেল কি ?
আহ্লাদে।—আক্কেল গুড়ুম্ !
একটা ঢোল ছিল, এবার দু'টো হ'লো,—
এই দ্যাখ্, পাগ্‌লি !
ভাব্‌নার চোটে পেট্‌টাও ফুলে ঢোল !
তুই কোন্‌টা বাজা'বি ?
আহ্লাদী।—(সরোষে)—খিদের জ্বালায় ম'চি
এই কি তোর মস্করার সময় !

(আহ্লাদের উদরে চপেটাঘাত

আহ্লাদে।—(বিকৃতমুখে)—ওরে, আস্তে মা
ফাটলেই মুস্কিল,
তোর হাত নোংরা হ'বে।

আল্লাদী।—তুই ম'লেই বাঁচি।
হতচ্ছাড়া মুখপোড়া কুড়ের সন্দার!
আল্লাদে।—তুই নেহাত নিব্বুদ্ধি!
কেউ না ডাকলে কোথা যা'ব?
ওপর-পড়া হ'য়ে কি ঢোল বাজা'ব?
আল্লাদী।—হ্যাঁ, তাই বাজা'বি।
আল্লাদে।—তা' হ'লে কেউ কড়িপাতি দেবে কি?
আল্লাদী।—নেই বা দিলে;
বোসে বোসে কুড়ে হ'লি যে,
ঢোলটায় ভেব্‌নো ধ'রলো যে।
আল্লাদে।—এমন!
তা' এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারি নি।
কিন্তু বৌ, যা'র তা'র কাছে
মিনি কড়িতে ঢোল বাজা'তে পারি নি,
তবে ঢোলটার পিরিতি
তোর যদি এতটা মায়া,
তবে তোরই কাছে হাতের কসলৎ ক'রে
ঢোলের ভেব্‌নো তুলি।

(ঢোলবাদ্য)

আল্লাদী।—দূর দূর্ হতচ্ছেড়ে পেঁচামুখো!
কানের পোকা বা'র্ কল্লি যে।
আল্লাদে।—এইবার দাঁতের পোকা।

(পুনর্ব্বার ঢোলবাদ্য)

আল্লাদী।—ও মা! আমি যা'ব কোথা গো!
আমায় যে পাগল ক'রলে!
মর্ আঁট্‌কুড়ীর পুত, মর্!

[বেগে প্রস্থান।

আল্লাদে।—বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো।
আমার ঢোলের চেয়েও
মাগীর গলার পরন্‌খানা চড়া—বাপ্!

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—ও বাপু!
আল্লাদে।—(না শুনিয়া)—বাপ্!
নারদ।—ও বাপু!
আল্লাদে।—বাপ্!—বাপ্!
নারদ।—বেটা কেবল বাপ্ বাপ্ ক'চ্চে,
হ'য়েচে কি?
আল্লাদে।—(প্রতিবোধিত হইয়া)—
অ্যাঁ, কে? দেবর ঠাকুর?
পেন্নাম হই।
নারদ।—(সহাস্যে)—দেবর কি, রে মূর্খ!
আল্লাদে।—হাঁ, ঠাকুর, তুমি দেবর।
নারদ।—মূর্খের অশেষ দোষ।
আল্লাদে।—তবে কি?
(ভাবিয়া)—ওহো, মনে হ'য়েচে—
দেবরপিসি!
নারদ।—(সহাস্যে)—দূর্ মূর্খ!
দেবরপিসি নয়,—দেবর্ষি।
আল্লাদে।—(হাসিয়া)—একই কথা।
নারদ।—আহ্লাদিনী কোথা, আহ্লাদ?
আল্লাদে।—আল্লাদিনী আবার কে?
নারদ।—তোর স্ত্রী।
আল্লাদে।—ঠাকুর! শুধু আমরাই নয়,
পাণ্ডিতের ভিতরেও ঢের মুরুক্ষু আছে।
আমার সে আল্লাদিনী নয়—আল্লাদী।
নারদ।—(সহাস্যে)—এমন!
আল্লাদে।—তা' বই কি!
আপুনি তা'র নাম উকুশ্চরণটা
খারাপ ক'র কেন?
সে বাঁকলে রক্ষে থাকবে না।
নারদ।—আচ্ছা, আল্লাদী কোথা?
আল্লাদে।—তা'কে আর কাজ নি, পভু!
আপুনি দরশন দেবার আগেই যা' হ'য়েচে,
তা'রই ধাক্কা সামলাতে পাচ্ছি নি,
এখন আবার আপনকার সাম্নে এলে তো
একেবারে খুনোখুনি—মহামারি—বাপ্!
নারদ।—আমি কি লোকে লোকে ঝগড়া বাধাই?
আল্লাদে।—মা কালি! রক্ষে কর,
যেন আল্লাদী এখানে আর না আসে।

পেন্নাম, মনি গোঁসাই !
আমি চল্লুম।

নারদ।—একটা সুসংবাদ শুনে যা।

আল্লাদে।—(সাহ্লাদে)—এজ্ঞে !

নারদ।—কাল মহর্ষি কশ্যপের
ছোট ছেলের পৈতে হ'বে।
তুই তোর সমস্ত দলবল নিয়ে
কাল প্রাতে তাঁ'র আশ্রমে নিশ্চয় যা'বি।
বড় ঘটা—এমন ঘটা কেউ কখন করে নি।
ভাল ক'রে বাজা'তে পাল্লে
আশাতীত পুরস্কার পা'বি।

আল্লাদে।—(সাহ্লাদে)—যে এজ্ঞে—যে এজ্ঞে।
আমি আল্লাদীকে এই সুখবরটা দি গে।
আপুনি সেখেনে থাকুবে ?

নারদ।—আমি না থাকুলে
তোকে বিদেয় দেবে কে ?

আল্লাদে।—জগঝম্প নিয়ে যা'ব কি ?

নারদ।—পারিস্ তো ঢাকও নিয়ে যাস্।

আল্লাদে।—পেন্নাম হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কৈলাস পর্ব্বত।

শিলাখণ্ডোপরি শিবদুর্গা উপবিষ্ট।

দূরে ত্রিশূলহস্তে নন্দী দণ্ডায়মান।

নন্দী।— (গীত)

হরগৌরী দুই, এমন ভেব না।
বাহিরে, দু'জন বিহরে, কিন্তু অন্তরে একজনা।
পুরুষ প্রকৃতি করে জগৎ রচনা ॥
ওরে মন আমার, ভেবে দেখ মনে,
সলিল তুষার একই ভিন্ন গঠনে,
ভিন্ন কার্য্য তরে, ভিন্ন রূপ ধরে,
কার্য্য পরে ভিন্ন রহে না ॥

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—(শিবদুর্গাকে প্রণাম করিয়া)—
জয় জগদীশ্বর ! জয় জগদীশ্বরি !

শিব।—নারদ ! কি মনে ক'রে এসেছ ?

নারদ।—প্রভো ! মহাবিপদে প'ড়েছি।
মহর্ষি কশ্যপের
সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বামনের
আগামী কল্য শুভ উপনয়ন হ'বে,
সেই উপলক্ষে
আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্রণ ক'রেছি,
কিন্তু কশ্যপের অবস্থা ভাল নয়,
কিরূপে তাঁ'র মানসম্ভ্রম রক্ষা হ'বে,
আপনি কৃপা ক'রে তা'র একটা উপায় করু

শিব।—
কশ্যপ তবে কি বুঝে এমন কার্য্য কল্লেন ?

নারদ।—তিনি এর কিছুই জানেন না।
তাঁ'র অগোচরে আমি এমন কার্য্য ক'রেছি

শিব।—(সহাস্যে)—তবে তুমিই
নিমন্ত্রিতদের ভক্ষ্যভোজ্য দিও।

নারদ।—আমি দরিদ্র, দীনহীন,
আমার কি সাধ্য, প্রভো ?

শিব।—আমারও সাধ্য নাই।
আমি নিজে যাঁ'র নিকট অন্নভিক্ষা ক'রে
জঠরজ্বালা নিবারণ করি,
তুমি সেই অন্নপূর্ণাকে এ কথা জানাও।

নারদ।—(দুর্গার প্রতি)—মা জননি !
তুই দরিদ্রের দুর্গতিহারিণী,
ক্ষুধাতৃষ্ণাতুরের অন্নজলদায়িনী।
মা গো, তুই থাক্তে
তোর ভক্তদের কি মান রক্ষা হ'বে না ?

দুর্গা।—বৎস নারদ !
তুমি বিশ্ববাসীকে নিমন্ত্রণ ক'রে
ভালই ক'রেছ।
তোমার এই কৌশলের ফলে
কল্য আমি স্বামীর সহিত একত্র হ'য়ে
বামনরূপী ভগবান্ হরির

পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌বো।
জীবের ক্ষুধানিবারণের ভার আমি নিলেম।
নারদ।—জয় জয় দেবদম্পতি !

নারদ ও নন্দী।— (গীত)

আয় গো আয়, আছিস্ যেথায় যত মা।
আমাদের মায়ের কাছে মায়ের স্নেহ শিখে যা॥
বাবার চেয়ে মায়ের দয়া,
মায়ের প্রাণ ছেলের মায়া,
মায়ের কোল শীতল ছায়া,
মায়ের মত কেহই না ;—
মা ব'লে ডাক্‌লে মাকে, রয় না ক্ষুধার যাতনা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কশ্যপের আশ্রম।

কশ্যপ ও অদিতি।

কশ্যপ।—পত্নি !
বামনকে শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়ে দাও।
অদিতি।—যাই।
এদিকের সব উয্‌যুগ যুয্‌যুগ হ'য়েচে তো ?
কশ্যপ।—কিছু বাকি নেই।

[অদিতির প্রস্থান।

(স্বগত)—হরির ইচ্ছায়
এখন নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যটা সমাধা হ'লে বাঁচি।

এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব !
কশ্যপ।—পুরোহিত মহাশয় এসেচেন কি ?
শিষ্য।—
আপনি কখন্ এত লোক নিমন্ত্রণ ক'র্‌লেন ?
কশ্যপ।—কিছু না, বাপু।
দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ মাত্র।
যাও তুমি,
শীঘ্র পুরোহিত মহাশয়কে
পাদপ্রক্ষালনের জল এনে দাও।
শিষ্য।—প্রভো !
আপনি কি ছলনা ক'চ্চেন ?
কশ্যপ।—আমার কোন পুরুষে ছলনা জানে না।
শিষ্য।—তবে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ব'ল্‌চেন কেন ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ঐ দেখুন দেখি,
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ আপনার আশ্রমে আস্‌চেন।
কশ্যপ।—(দেখিয়া)—অঁ্যা, এ কি !
কে এত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'র্‌লে ?
শিষ্য।—প্রভো !
তাই তো ব'ল্‌চি, ছলনা ক'চ্চেন।
যা' হোক্,
এ ছলনা বড় ভাল।
মুখে বাগাড়ম্বর বা আস্ফালন করার চেয়ে
কার্য্যে মনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দেখানই ভাল।
অনেকে মুখে হেন ক'র্‌ব তেন ক'র্‌ব বলে,
কিন্তু কাজের বেলা সব ফাঁক !
কথায় বজ্র আঁটুনি—কাজে ফস্‌কা গেরো !
তেমন লোকের মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়।
আপনি খুব পুণ্যাত্মা, খুব জ্ঞানী ;
কথায় কাজ করেন না,—কাজে কথা ক'ন।
কশ্যপ।—আমার সম্মুখ হ'তে দূর্ হ,
তোর আর বক্তৃতা ক'র্ত্তে হ'বে না।
ওঃ, মাথা ঘুরে গেল যে !—এ হ'ল কি !
এমন সর্ব্বনাশ কে ক'র্‌লে ?
শিষ্য।—আপনিই এ মহা-নিমন্ত্রণ ক'রেচেন,
নানা কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়েচেন ব'লে
স্মরণ হ'চ্চে না।
কশ্যপ।—(সক্রোধে)—আমার এমনি ভুল ?
বুঝেচি, তো ব্যাটারই এই কাজ।
গুরুর সঙ্গে পরিহাস ?

শিষ্য।—না, গুরুদেব!
আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি নি।
কশ্যপ।—বেল্লিক ব্যাটা!

ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ।—মহর্ষে! নমস্কার।
কশ্যপ।—এখানে কেন?
১ম ব্রাহ্মণ।—নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য।
কশ্যপ।—এ কি শ্রাদ্ধবাড়ী যে
রেওভাটের ভিড়?
১ম ব্রাহ্মণ।—মহর্ষে! অমন কথা ব'লতে নেই,
আপনার পুত্রের অকল্যাণ হ'বে।
কশ্যপ।—আমার পুত্র ফুত্র নেই।
১ম ব্রাহ্মণ।—সে কি!
আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বামনের উপনয়ন।
কশ্যপ।—তোমাদের কি?
১ম ব্রাহ্মণ।—নিমন্ত্রণ।
কশ্যপ।—না—না।
১ম ব্রাহ্মণ।—(কশ্যপের শিষ্যের প্রতি)—
ওহে বাপু! মহর্ষি এমন অগ্নিশর্ম্মা কেন?
তুমি কি বালকত্ববশতঃ
কোনরূপ অন্যায় কথা ব'লে
এঁকে বিরক্ত ক'রেচ?
শিষ্য।—আমার কোন অপরাধ নাই, মহাশয়!
উনি ব'লচেন,
তুইই এঁদের নিমন্ত্রণ ক'রেচিস্।
১ম ব্রাহ্মণ।—আরে না না, তুমি কেন?
দেবর্ষি নারদ
আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসেচেন।
কশ্যপ।—বটে!—হুঁ!—নারদ।
এতো নারদের আশ্রম নয়,
বোধ হয়, পথ ভুলে এসেচ।
(শিষ্যের প্রতি)—যা,
এঁদের নারদের আশ্রমে নিয়ে যা।
২য় ব্রাহ্মণ।—(১ম ব্রাহ্মণের প্রতি)—ভায়া!
বামনের পৈতে কি নারদের আশ্রমে হ'বে?

১ম ব্রাহ্মণ।—না হে না, এই স্থানেই উপনয়ন
মহর্ষি কশ্যপ ইন্দ্রাদির পরাজয় হেতু
ভেবে ভেবে উন্মাদগ্রস্ত হ'য়েচেন,
তাই এমন ক'চ্চেন।
কশ্যপ।—(স্বগত)—অ্যাঁ!
নারদে ক'রেচে কি!
আমাকে পাগল ব'লে
পরিচিত ক'রে এসেচে!
ওঃ!—সেটা কি ভয়ানক কুচক্রী!
(প্রকাশে)—নারদ কোথা?
১ম ব্রাহ্মণ।—তাঁর তো
এ স্থানেই আজ প্রাতে থাক্‌বার কথা।
কশ্যপ।—আচ্ছা, দেখি কোথা সে।

(বেগে কিয়দ্দূর গমন

১ম ব্রাহ্মণ।—আমাদের
বিশ্রামের স্থান কোথায় ক'রেচেন?
কশ্যপ।—(যাইতে যাইতে)—যমের বাড়ী।

[বেগে প্রস্থান

[শিষ্যের প্রস্থান

১ম ব্রাহ্মণ।—(অপর ব্রাহ্মণদের প্রতি)—
ভয়ঙ্কর উন্মাদ!
২য় ব্রাহ্মণ।—তাই তো, ভায়া!
এখন বসি কোথা?

নারদের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ।—(নারদের প্রতি)—
আপনার কথা ঠিক্,
উৎকট উন্মাদ।
নারদ।—দেখলেন তো ব্যাপারটা।
যা' হোক্,
উন্মাদরোগীর কথায় কান দেবেন না।
১ম ব্রাহ্মণ।—কান দেওয়া চুলোয় যাক্,
ধ'রে দু' ঘা মারেও স'য়ে থাক্‌বো।
তা যাক্, এখন বিশ্রাম করি কোথা?

দ।—এখানে স্থান সঙ্কীর্ণ,
আপনারা ঐ নদীতটে বৃক্ষচ্ছায়ায়
বিশ্রাম করুন গে।
ব্রাহ্মণ।—দেবর্ষে! উপনয়নের ঘটা কই?
দ।—হাঃ হাঃ হাঃ.
এক দিকে ভাটা না প'ড়্লে
আর এক দিকে জোয়ারের জোর বাড়ে কি?
পৈতেটা বাজে কাজ,
এতে দাক্ষিণ্যরূপে নিরর্থক অর্থব্যয় ক'রে
সার্থক কাজ অর্থাৎ ভোজন-ব্যাপারটা
চূড়ান্তরূপে হ'বে না যে।
ব্রাহ্মণ।—অবশ্য অবশ্য।
আমরা তবে নদীতটে গিয়ে বিশ্রাম করি।
শীঘ্র শীঘ্র চল হে সকলে,
ঐ দেখ, চারি দিক হ'তে
লক্ষ লক্ষ নিমন্ত্রিত লোক আসচে,
নদীতটে স্থান পাওয়া ভার হ'বে।
নারদ ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।
দ।—এখনি এত,
এখনো যে অনেক বাকি,
আমার ভয় হ'চ্চে,
পাছে বৃদ্ধ কশ্যপ
বাস্তবিক উন্মাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন।
না, ভয় নাই,
মা অন্নপূর্ণা আমার সহায়।

ঢ়ুলীদের সহিত ঢোলস্কন্ধে
আহ্লাদের প্রবেশ।

াদে।—পেন্নাম হই।
কচ্ছপ ঠাকুর মশয় কোথা?
দ।—তোরা খুব জোসে বাজা দেখি,
এখনি কচ্ছপ ঠাকুরকে দেখ্তে পা'বি।
াদে।—যে আজ্ঞে।
াদে।—নে, ভাই সকল,
একবার খুব জুৎ ক'রে বাজা।

(সকলের একসঙ্গে বাদ্যকরণ)

দূরে যষ্টিহস্তে বেগে কশ্যপের প্রবেশ।

নারদ।—(স্বগত)—আমি এখান থেকে পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

কশ্যপ।—আমায় পাগল ক'ল্লে রে,
সর্ব্বনাশ ক'ল্লে রে,
(যষ্টি উত্তোলন করিয়া)—কই নারদে?
আহ্লাদে।—(সভয়ে)—আমি আহ্লাদে।
কশ্যপ।—তো ব্যাটাদের
কে এখানে বাজাতে ব'লে?
আহ্লাদে।—দেবরপিসি বাবাঠাকুর।
কশ্যপ।—
তোর দেবরপিসির বাপ ঘাঁটকুড়ো হোক্!
বেরো ব্যাটারা!
নৈলে লাঠি মেরে ঢোল ঢাক ভেঙে দেবো।

(যষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রহারোদ্যোগ)

আহ্লাদে।—(সভয়ে)—
ওরে শালারা পালা—পালা;
কচ্ছপ ঠাকুর খেপেচে—বাপ্!

[ঢ়ুলীদের সহিত বেগে
আহ্লাদের প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

কশ্যপ।—চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
হায় হায়, হ'ল কি!
গঙ্গপালের মত লোক আসচে যে।
কি করি—কোথা যাই—কি বিভ্রাট!
হায় হায়, নারদের মনে এই ছিল!
একবার সেটাকে পেলে হয় যে।

বেগে অদিতির প্রবেশ।

অদিতি।—ওগো, কি হ'বে!
এত লোককে কি ক'রে খাওয়া'বে?
কশ্যপ।—(বিরক্ত হইয়া)—সর সর,
আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।

[বেগে প্রস্থান।

অদিতি।—ছুটোছুটি ক'রে কি হ'বে?
একটা উপায় কর।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—এই যে আমার প্রভু আসচেন।

বামনের প্রবেশ।

দয়াময়! প্রণাম করি।

বামন।—দেবর্ষে! আমার অকল্যাণ ক'চ্চ কেন?

নারদ।—(সহাস্যে)—বটে, প্রভো! বটে বটে!
বামন অবতারের আলোপাস্তই কি ছলনা?
আমার উপর দিয়েই কি
প্রথমে ছলনা পরীক্ষা হ'চ্চে?
মায়াময় হরি!
আমি বলি নয়—
আমি তোমার ভৃত্যানুভৃত্য নারদ।

বামন।—(রাগালাপে)—
যা'রে আমি ভালবাসি,
তা'রি প্রতি করি ছলনা, ঋষি!
ছল খেলা বই ভক্তে মোর স্নে—
স্নেহের বন্ধনে বাঁধিতে নারি।

নারদ।—(রাগালাপে)—
সেই ছল-খেলা কিরূপ, হরি?

বামন।—(রাগালাপে)—
বলির দুয়ারে হইব দ্বারী।

নারদ।—(রাগালাপে)—
একি কথা বল, হে প্রভু?
তুমি রাজার রাজা—মহারাজ,
কেন তবে তুমি দ্বারী হ'বে?

বামন।—(রাগালাপে)—
নৈলে ভক্তের আশা কে পুরা'বে?

নারদ।—(কথায়)—হরি!
এই গুণে তোমাকে সকলে দয়াময় বলে।
কিন্তু বলির দ্বারী হ'বার পূর্ব্বে
তোমাকে আজ আমার দ্বারী হ'তে হ'বে
হরি! আমিও যে তোমার ভক্ত।

বামন।—নারদ!
দ্বারী হওয়া ব্যতীত অন্য প্রার্থনা কর।

নারদ।—অন্য প্রার্থনা অন্য দিন ক'র্‌বো,
কিন্তু আজ তোমাকে
আমার দ্বারী হ'তেই হ'বে।

বামন।—কেন, নারদ?

নারদ।—নৈলে তোমার পিতার হস্ত হ'তে
আজ আমার পরিত্রাণ নাই।
আমি তোমার উপনয়ন উপলক্ষে
ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্রণ ক'রেচি;
সকলে এসে উপস্থিত।
তোমার পিতা আমাকে শাসন ক'র্‌বার জ
প্রাণপণে অনুসন্ধান ক'চ্চেন।
দয়াময়!
শীঘ্র আমার মন ও প্রাণের দ্বারে দ্বারী হ
কশ্যপের ভয় হ'তে আমায় পরিত্রাণ কর

বামন।—তথাস্তু।

নারদ।—তোমার ভক্তবৎসল নামের জয় হো
এখন যাই,
নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করি গে।

[নারদের প্রস্থান

বেগে অদিতির প্রবেশ।

অদিতি।—বাছা রে!—বাছা রে!
কি হ'বে—কি হ'বে!—
সর্ব্বনাশ ঘ'টেচে রে!

বামন।—কি, মা! কি হ'য়েচে?

অদিতি।—আজ বুঝি
ব্রাহ্মণের কোপানলে তোকে হারাই!
হা বিধাতা! একি ক'ল্লে!

বেগে কশ্যপের প্রবেশ।

কশ্যপ।—(অস্থির হইয়া)—পত্নি!—পত্নি!
আমার মানসম্ভ্রম সব গেল,
আজ আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!
বামনকে নিয়ে তুমি পলায়ন কর,
আমিও দেশত্যাগী হ'য়ে
কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাণত্যাগ করি গে।

বামন।—পিতা! কি হ'য়েচে?

কশ্যপ।—বামন রে! নারদ সর্ব্বনাশ ক'রেচে।
হাঃ, নারদ দরিদ্রের পরম শত্রু!

বামন।—পিতা! ভয় নাই।
নারদ না বুঝে কোন কর্ম্মই করেন না।
পিতামাতার আশীর্ব্বাদে
আমার উপনয়ন নির্ব্বিঘ্নেই হ'বে।
আমি একবার দুর্গামন্দিরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গামন্দির।

ধ্যানস্থ হইয়া বামন উপবিষ্ট।

বামন।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—
মা জগজ্জননী দুর্গা
আমার মুখে মা বলা না শুন্‌লে আস্‌বেন না।
আহা, ধন্য আমি।
(রাগালাপে)—
মা! দেখা দে, মা, এ সঙ্কটে,
কোথা আমার দয়াময়ী মা!
তারা! তুই থাকিতে—ও মা!—
তুই থাকিতে আমার কাঙালিনী মা
কেঁদে কেঁদে আকুল হ'ল।
মা গো দুর্গে! ছলনা ভুলে
দে মা কূল আজ এ অকূলে।
মা! মা! ও মা!
স্নেহভরা প্রাণে আয় মা ছুটে,
বামন ছেলে তোর—ও মা!—
মা ব'লে ডাক্‌বে কোলে উঠে।

বেগে কশ্যপ ও অদিতির
প্রবেশ।

কশ্যপ।—বৎস!
আমরা অবাক্ হ'য়েছি,
আচম্বিতে অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল রে।
আয় আয়, ছুটে আয়।

অদিতি।—আয়, বাবা, দেখ্‌বি আয়,
কত বড় বড় বাড়ী—কত রন্ধনশালা—
কত জিনিষ পত্র—কত অন্ন—কত ব্যঞ্জন—
কত মিষ্টান্ন—কত পিষ্টক—কত ফলমূল—
কত যে বস্ত্র—কত যে অলঙ্কার—কত যে অর্থ,
তা'র আর সংখ্যা নাই।
এমন তো কখন দেখি নি, বাবা!
এ কোন দেবতার লীলা?

বামন।—মা!
এ লীলা মা অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার।
আমাদের বিপদ দেখে তাঁ'র প্রাণ কেঁদেচে,
তিনিই এই অদ্ভুত কার্য্য ক'রেচেন।
তিনি বই আর কা'রই সাধ্য নাই।
(কশ্যপের প্রতি)—পিতা!
ঐ যে দেবর্ষি নারদ আস্‌চেন;
ওঁকে তুমি কিছু ব'ল না।

কশ্যপ।—দুর্গা দুর্গা।
নারদ আমার পরম হিতৈষী।

নারদের প্রবেশ।

দেবর্ষে! আমি বুড়ো হাবড়া লোক,
আমার উপর রাগ টাগ ক'র না।

নারদ।—(সহাস্যে)—
আপনার রাগটা প'ড়েচে তো?

কশ্যপ।—(পরিহাসে)—আমার রাগ!

নারদ ।—(সহাস্যে)—উহুঁ—বাপ !

কশ্যপ ।—হাঃ হাঃ হাঃ !—কিছু মনে ক'র না ।
তোমায় পরিবেশনের ভারটা নিতে হ'বে ।

নারদ ।—
কর্ম্মকর্ত্তা সহায় না হ'লে পার্‌বো কেন ?

কশ্যপ ।—ভাল ভাল ।
(কিয়ৎক্ষণ পরে)—এ কি !
পদ্মগন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ হ'য়ে গেলো,
ধূপধুনার সুবাসও আস্‌চে !
ও কি !
শূন্যে দেবদুন্দুভি শঙ্খ ঘণ্টা বাদিত হচ্চে !
ব্যাপার কি ?
আজ দুর্গাপ্রতিমা কি জাগ্রতা ?

সকলে ।—জয় মা দুর্গে !

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—সুবর্ণ-মন্দির ।

সুবর্ণ-আসনে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে দুর্গা উপবিষ্টা এবং দক্ষিণপার্শ্বে অন্নভিক্ষুক-মূর্ত্তিতে শিব দণ্ডায়মান ।

বামন ।—পিতা ! দেখ দেখ ?

সকলে ।—জয় মা অন্নপূর্ণে !

(সকলের প্রণাম)

বামন ।—পিতা ! সকলকে ডাক,
সকলে মিলে মা অন্নপূর্ণার মহিমা-গান করি

ঋষিগণ, ঋষিকন্যাগণ, ঋষিবালকগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতির প্রবেশ ।

সকলে ।—জয় অন্নপূর্ণার জয় !

বামন ।—এস, সকলে মিলে শক্তি-সঙ্কীর্ত্তন করি ।

সকলে ।— (শক্তিসঙ্কীর্ত্তন)

জয় অন্নদে ভুবনাশিনি !
(জয় জয় ত্রিনয়নি, তারিণি !
ভবভয়চয়মোচনি, পালিনি !)
জয় অভয়া মায়া, শীতল ছায়া, অতুলবরদায়িনি
(জয় জয় শিবমোহিনি, কালিকে !
হিম-নগবর-নন্দিনি, বালিকে !)
জয় সর্ব্বমঙ্গলা, ভক্তবৎসলা, ধন্য শক্তিরূপিণি !

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কশ্যপের আশ্রম ।

ব্রাহ্মণবেশে বামন দণ্ডায়মান ।

কশ্যপ, অদিতি, ইন্দ্র, নারদ, বৃহস্পতি
ঋষিগণ ঋষিপত্নীগণ, ঋষিবালকগণ
দুই পার্শ্বে ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া
দণ্ডায়মান ।

(পুরুষ ও নারীগণের সমবেত গীত

পুরুষগণ ।—
হের নয়ন, নয়ন-মোহন, বামন-উপনয়ন ।

নারীগণ ।—
ইন্দুবদন, কুন্দ-রদন, ইন্দীবর-নয়ন ॥

পুরুষগণ ।—
গৈরিকবাস, দণ্ডিবেশ, তুম্বী-দণ্ড-ধারী,

নারীগণ ।—
ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি, মধুর-রব-স্ফুরণ

সকলে ।—
শ্যাম-বরণ, সাম-গায়ন, ওম্-ওম্-উচ্চারণ

পুরুষগণ ।—
ইন্দ্রানুজ নীলচন্দ্র,

নারীগণ ।—
কশ্যপ-সুত যতি উপেন্দ্র,

সকলে ।—
[illegible] [illegible] দিব্য রূপ বামন ।

কশ্যপ।—শুন, সর্ব্বজন!
আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বামনের
শুভ উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন হ'ল।
এক্ষণে সকলে বামনকে আশীর্ব্বাদ কর।

বামন।—(সুরে)—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

অদিতি।—বাছা রে আমার!
স্নেহময় হরি তোর মঙ্গল করুন্,
তোর মায়ের স্নেহ-ভিক্ষা গ্রহণ কর্।
(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয়!

বামন।—(সুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

কশ্যপ।—(বামনের প্রতি)—বৎস!
সর্ব্বমঙ্গলালয় ভগবান্ হরি
তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন্।
বামন রে!
জীবের গতিমুক্তিরূপ ভিক্ষাদাতা
শ্রীহরির প্রীত্যর্থে তোর কোমল হস্তে
ভিক্ষা প্রদান ক'র্লেম।
(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয়!

বামন।—(সুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

ইন্দ্র।—ভাই বামন!
আমি
আমার এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার হ'য়ে
ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে
তোমার হস্তে এই ভিক্ষা প্রদান ক'র্লেম।
(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয়!

নারদ।—এইবার অপর সকলে
বামনকে অভীষ্ট দ্রব্য ভিক্ষা দাও।
একটা কথা ব'লে রাখি,
এই নব দণ্ডী ভিক্ষুককে
যিনি যা' কামনা ক'রে ভিক্ষা দান ক'র্বেন্,
ভগবান্ হরি তাঁকে সেই দ্রব্য
অনন্তগুণ পরিমাণে বিতরণ ক'র্বেন।
কিন্তু যিনি নিষ্কাম হ'য়ে
বামনকে ভিক্ষা দেবেন,
পরমেশ্বর হরি
তাঁ'কে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান ক'র্বেন;
তাঁকে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে না।

বামন।—(সুরে)—
ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত—
ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত—
ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত।
(নারদ ব্যতীত ক্রমে ক্রমে সকলের
বামনকে ভিক্ষাদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয়!

কশ্যপ।—নারদ!
তুমি আমার বামনকে যে
কিছু ভিক্ষা দিলে না?

নারদ।—আপনার বামনকে
আমার ন্যায় দরিদ্র কি ভিক্ষা দেবে?
বামনকে ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা
এই ভিখারী ব্রাহ্মণের নাই।
(সকলের প্রতি)—
এক্ষণে আপনারা শীঘ্র গিয়ে
নিমন্ত্রিতদের ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করুন্।

কশ্যপ।—দ্রব্যে সঙ্কুলন হ'বে তো?

নারদ।—(সহাস্যে)—
এখনো আপনার সন্দেহ যায় নি?
অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির মর্ম্ম বুঝ্তে পারেন নি?

কশ্যপ।—আমি
অস্থিরতাবশত কিছুই ঠিক্ কর্ত্তে পারি নি।

নারদ।—শুনুন্ তবে ;—
ভগবান্ মহাদেব জীবগণের আত্মাস্বরূপ,
এবং দেবী অন্নপূর্ণা
জীবগণের জীবনী শক্তিস্বরূপিণী।
অন্নপূর্ণা মহাদেবকে অন্নদান করেন,
মহাদেব
তৃপ্তির সহিত সেই অন্ন গ্রহণ করেন,
তা'তেই সমস্ত জীব জীবন ধারণে সমর্থ হয়
মহর্ষে !
আপনি সৌভাগ্যবলে
আপনার আশ্রমে
সেই অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দর্শন ক'রেছেন,
তবে আপনার ভয় কি ?
যান সকলে,
সকলকে অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দান করুন্।
আজ আপনার রন্ধনশালায়
লক্ষ্মীর সহিত নিজে জগজ্জননী অন্নপূর্ণা
রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা হ'য়েছেন।
ধন্য আপনি !

(নারদ ও বামন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বামন।—(সহাস্যে)—নারদ !
তুমি যে আমার পিতার নিকট
বড় দরিদ্র ব'লে পরিচয় দিলে,
এর নিগূঢ় অর্থ কি ?
আমাকে ভিক্ষা দেবার জন্য
তোমার কি কিছুই নাই ?
নারদ।—দয়াময় ! কেবল একটি দ্রব্য আছে।
বামন।—তাই আমাকে ভিক্ষা দাও।
নারদ।—ভিক্ষা না পেলে আমি ভিক্ষা দিই না।
বামন।—নারদ ! সেটি তোমার কি দ্রব্য ?
নারদ।—ভক্তি।
বামন।—নারদ !
আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঐটির ভিক্ষা ভালবাসি,
ভক্ত বই আমার কেহই নাই,
ভক্তিসম্পদের বলে আমার ভক্তগণ
আমা অপেক্ষা অনেক বড়।
আমি জীবগণকে তা' বোঝাবার জন্য
এই দেখ, কত ক্ষুদ্রাকার বামন হ'য়েছি।
নারদ।—(ভাবে গদ্গদ হইয়া, সাশ্রুনয়নে)—
হরি !
ভক্ত বই তোমার যেমন কেহই নাই,
তেমি ভক্তেরও যে
তুমি বই আর কেহই নাই।
তুমি ভক্তাধীন,
ভক্তও তোমার পদাধীন।
আগে বল,
ভক্তের ভক্তিভিক্ষা নিলে
ভক্তকে কি ভিক্ষা দেবে ?
বামন।—কি ভিক্ষা চাও, নারদ ?
নারদ—ভক্তির পরিবর্ত্তে মুক্তি।
বামন।—তপোধন ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্চেম,—
জীবগণ যদি
কি আমি, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা,
কি দুর্গা, কি অন্যান্য দেবতা,
সকলকে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর জ্ঞানে
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে,
এবং সমস্ত দেবতাই হরি
আর হরিই সমস্ত দেবতা,
এই জ্ঞানযোগের সহিত
ভক্তিযোগ মিশ্রিত ক'রে
অন্ততঃ একবারও 'হরি' বলে,
তা' হ'লে, তা'রা মুক্তি লাভ ক'রে
আমার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হ'বে।
নারদ।—(ভক্তিভরে)—জীবগণ !
নিজে হরিই
তোমাদের মুক্তির উপায় ব'লে দিলেন।
যদি যমদণ্ড হ'তে পরিত্রাণের আশা কর,
যদি ভবসমুদ্র পার হ'বার ইচ্ছা কর,
যদি পাপ তাপ মায়া মোহ
সংসারবন্ধন শোক দুঃখ ইত্যাদি
অনন্ত যন্ত্রণা হ'তে শান্তি পা'বার কামনা কর

তবে সকলে মিলে একবার ভক্তিভরে বল—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

নেপথ্যে।—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

ব্রহ্মা, শিব ও দুর্গার প্রবেশ।

সকলে।—জয় বামনরূপী শ্রীহরির জয়!

(বামনকে সকলের প্রণাম)

বামন।—(সুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

শিব।—প্রভো!
বহুযুগযুগান্তর ধ'রে
শ্মশানে মশানে কঠোর তপস্যা ক'রে
যতটুকু পুণ্য সঞ্চয় ক'রেচি,
তা' তোমার পাদপদ্মে আজ অর্পণ ক'ল্লেম।
হে ভক্তের ভক্তিভিক্ষুক হরি!
তোমার ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

(ভিক্ষাপ্রদান)

বামন।—হে যোগীশ্বর মহাদেব!
তুমি আমার সাক্ষাৎ যোগমূর্ত্তি,
তুমি পাপিগণকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দাও,
তা' হ'লেই তা'রা ভক্ত হ'য়ে মুক্তি পা'বে।

সকলে।—জয় মুক্তিদাতা শ্রীহরির জয়!

বামন।—(সুরে)—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি—
ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

ব্রহ্মা।—দয়াময়!
আমাকে তুমি
তোমার নাভিপদ্ম হ'তে সৃজন ক'রেচ,
লোকসৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েচ,
আজ তজ্জনিত কৃতজ্ঞতা
তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'ল্লেম।

(ভিক্ষাপ্রদান)

সকলে।—জয় শ্রীহরির জয়!

বামন।—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি—
ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

দুর্গা।—হরি!
আজ তুমি আমাকে পুত্রবৎ ভাবে
মা ব'লে আহ্বান ক'রেচ,
আমি তা'তে
যে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ ক'রেচি
তাই তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'ল্লেম।

(ভিক্ষাপ্রদান)

বামন।—(কীর্ত্তনের সুরে)—তুই বড় মা দয়াময়ী;
(কথায়)—যে লোকে
একবার মা ব'লে ডাকে,
(কীর্ত্তনের সুরে)—
ছেলে ব'লে তা'রে নিস্, মা, কোলে।
(কথায়)—শুধু তাই নয়,
তা'কে বিপদ হ'তে উদ্ধারও করিস্;
(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমি আজ, মা, প্রমাণ তা'র।
(কথায়)—মা, তুই আমার ভক্তদের মা,
ভক্তও যে, আমিও সে।
(কীর্ত্তনের সুরে)—
ও মা, তাই বলি—ও মা!—
ও মা, তাই বলি, ও তুই আমারো মা।

দুর্গা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, আজি মোরে মা ব'লে
জগতের মা দয়াল হরি
আমার মা হওয়ার সাধ পুরাইলে।
আয় রে জীব! একবার ধেয়ে আয়,
আমার সনে আমার পিতা হরিরে
মা ব'লে ডাক্ মধুর কথায়।
যদি মুক্তি পা'বি, প্রাণ জুড়া'বি,
তবে একবার—ওরে জীব!—
তবে একবার ভক্তিভরে

হরিরে মা ব'লে ডাক্ মধুর স্বরে।
(কথায়) — হরি!
দয়া ক'রে আমায় মা ব'লেছ,
কিন্তু আমি যে, তোমার আদেশ ভিন্ন
মায়ের স্নেহ দেখা'তে পাচ্ছিনি।

বামন।—মা! আদেশ কি আবার?
ছেলে তো চিরকালই মায়ের স্নেহাধীন।

দুর্গা।—তবে এই অন্ন ভক্ষণ ক'রে
আমাকে কৃতার্থ কর।
তুমি সর্ব্বাগ্রে অন্ন গ্রহণ না ক'র্লে,
আমি কা'কেও খেতে দিতে পারি নি।

বামন।—(সহাস্যে)—মা! ধন্য তোর পুত্রস্নেহ!
দে, মা অন্নদে! অন্ন দে।

(অন্নভিক্ষাপ্রদান)

(গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া)—মা!
আজ আমি পরম পরিতোষ লাভ ক'র্লেম।

নারদ।—ধন্য বামনভিক্ষা!—ধন্য হরিলীলা!

সকলে।—জয় জীবের অন্নস্বরূপ শ্রীহরির জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রমপার্শ্বস্থ কুটীর।

দুই জন শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—ভায়া!
এরই নাম ভেল্কি-ভোজন।
কোথেকে কি এল,
কোথেকে কি হ'ল,
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে এক মুহূর্ত্তে সব ঠিক্ ঠাক্!
এখানে দধিকুল্য, ওখানে ক্ষীরকুল্য,
এখানে সূপকুল্য, ওখানে ঘৃষকুল্য,
এই এখানে অন্নস্তূপ—যেন হিমালয় পর্ব্বত,
ওখানে লক্ষ লক্ষ ব্যঞ্জনপাত্র।
এমন তো কখন দেখি নি, ভায়া!

২য় শিষ্য।—যা' ব'ল্লে, ভায়া!
এরই নাম ভেল্কি-ভোজন।
ত্রিভুবনের দেবতা, মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ,
যক্ষ, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর,
সিদ্ধ, চারণ, লোক জন,
এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত
কেউই বাকি নেই।
বামনের উপনয়নে
সকলেরই নয়ন সার্থক হ'য়েচে,
সকলেরই উদর পূর্ণ হ'য়েচে।

১ম শিষ্য।—আমার আবার সর্ব্বাপেক্ষা।
(উদ্গার তোলন)—হেউ!

২য় শিষ্য।—আমিও উনিশ বিশ।
(উদ্গার তোলন)—ভেউ!

১ম শিষ্য।—ভায়া!
উদ্গার উঠ্‌লে বড় আরাম হয়—না?

২য় শিষ্য।—আরাম ব'লে আরাম,
আবার শাক অবধি পায়স পর্য্যন্ত আকণ্ঠ!

১ম শিষ্য।—তবে
আর গোটা আষ্টেক ঢেঁকুর তুলি—কেমন?

২য় শিষ্য।—দু'জনে ঐক্যতানবাদনে কেমন?

১ম শিষ্য।—আচ্ছা।

উভয়ে।—হেউ—হেউ—ভেউ—ভেঃ—

বেগে কশ্যপের প্রবেশ।

কশ্যপ।—(বিরক্ত হইয়া)—চীৎকার ক'চ্চ কেন?

১ম শিষ্য।—(স্বগত)—আজ্ঞে এ চীৎকার নয়,
জীর্ণমঞ্জরী বটিকা!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

কশ্যপ।—দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায়
নির্ব্বিঘ্নে শুভ কর্ম্ম সমাধা হ'ল;
এখন নিমন্ত্রিত লোকদের
বিদায়ের ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

অদিতি ও বামনের প্রবেশ।

অদিতি।—সে কি, বাছা!
এমন কথা ব'ল্তে নেই।
বামন।—মা!
আমরা বড় দরিদ্র;
রাজাই দরিদ্রের প্রতিপালক।
এক্ষণে দৈত্যপতি বলি আমাদের রাজা;
তাঁ'রই রাজ্যে আমরা বাস ক'চ্চি।
মহারাজ বলি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'চ্চেন।
তিনি কল্পতরু হ'য়েছেন,
দীন দুঃখী দরিদ্রগণকে
আশাতীত অর্থাদি দান ক'চ্চেন।
আমি তাঁ'র যজ্ঞসভায় গিয়ে
তোমাদের দুঃখ নিবারণজন্য
কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌বো।
তা'তে আমি আবার ব্রাহ্মণ-সন্তান,
বয়সেও শিশু;
তিনি আমার প্রতি নিশ্চয় সদয় হ'বেন,
আমাদের দুঃখ দূর ক'র্‌বেন।
[অদি]তি।—বাছা,
তুই যে অতি শিশু,
তোকে কি ক'রে ছেড়ে দেবো?
[বাম]ন।—মা!
দাতারা শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, বধির,
আতুর, রোগীকেই বেশী দয়া করে!
আমি শিশু,
সুতরাং মহারাজ বলি
কখনই আমাকে রিক্তহস্তে ফিরুবেন না।
[অদি]তি।—বাবা!
[এ]ই তোর সবে পৈতে হ'য়েছে,
[এ]খনও তিন দিন যায় নি।
[এ]খন কি কুটীর ছেড়ে
[বা]ইরে যেতে আছে?
[বামন]।—মা!
[এ]ই অবস্থায় আমি বলিযজ্ঞে গেলে
মহারাজ বলি বড় সন্তুষ্ট হ'বেন।
এইরূপ অবস্থান্বিত ব্রাহ্মণকে
ভিক্ষা দান ক'র্লে
দাতার অনন্ত কোটি ফললাভ হয়,
ভগবান্ হরি
অনন্তকাল সেই দাতার নিকট
দানরূপ ভক্তি-শৃঙ্খলে বাঁধা থাকেন।
অদিতি।—বাছা রে,
এ কথা তোকে কে ব'ল্লে?
বামন।—হরিভক্তেরাই ব'লেচেন।
তাঁ'দের মতে
এইরূপ দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
অদিতি।—বাবা আমার!
তা যাই হোক্,
আমি তোকে ছেড়ে দেবো না।
বলিরাজার নগরে যে সব স্ত্রীলোক আছে,
তা'রা ব'ল্‌বে—
এই ছেলেটির মা কি অর্থলোলুপা,
মা হ'য়ে পাষাণে বুক বেঁধে—
নির্দ্দয়তায় প্রাণ বেঁধে
এমন ছেলেকে ভিক্ষে ক'র্ত্তে পাঠিয়েচে!
বামন রে!
সে কথা শোনার চেয়ে আমার মরণ ভাল।
বামন।—না, মা! অমন কথা ব'ল্তে নেই।
তোমার ভয় কি, মা?
হরির কৃপায় আমি খুব খর্ব্বাকার।
একটা বড় ছাতা মাথায় দিয়ে
এমন ভাবে যা'ব যে
কেউ আমাকে দেখ্‌তে পা'বে না।
অদিতি।—ও কথা ব'ল্লে কি মা ভোলে?
বামন।—আচ্ছা, মা!
আর একটা কথা বলি—
তুমি না হয় দেবর্ষি নারদ
এবং দেবগুরু বৃহস্পতিকে
আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও,
আমি তাঁ'দের কোলে চ'ড়ে যা'ব।

অদিতি।—বাছা,
নিতান্তই কি ভিক্ষা ক'ত্তে যা'বি ?

বামন।—মা!
দাতার পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যই তো
ভিখারীরা জন্মগ্রহণ করে,
তবে ভিক্ষা ক'ত্তে যা'ব না কেন ?
আমা হ'তে যদি
মহারাজ বলির পুণ্যলাভ হয়,
তবে ভিক্ষা ক'ত্তে দোষ কি ?

অদিতি।—বাছা রে,
আজ এ কি যুক্তি ?

বামন।—(স্বগত)—আহা,
আমারি মায়ায়
আমার পিতা মাতা আত্মবিস্মৃত হ'য়েচেন।
সে কঠোর তপস্যার কথা আর মনে নেই।
আহা,
আমিও আজ মানবী মায়ায়
বিস্মিত হ'য়েচি।

(নেত্র নিমীলন করিয়া দণ্ডায়মান)

অদিতি।—বাছা,
চোক বুজে কি ভাব্‌চো ?

বামন।—(নেত্র মুদিয়া)—মা!
তুমিও একবার আমার মত
চোক দু'টি বোজো দেখি।

অদিতি।—(নেত্র নিমীলন করিয়া অবস্থান)

[সহসা বামনের অন্তর্ধান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—পদ্মকানন।

বৃহৎ শতোদলোপরি কৃষ্ণমূর্ত্তিতে
বিষ্ণু দণ্ডায়মান।
(আকাশে বাদ্যধ্বনি)

কই, কোথা গেল বামন আমার ?
বাছা!
ফাঁকি দিয়ে পালা'লি রে!
বাছা রে!—বাছা রে!
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)—
অ্যাঁ—এ কি!
আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি!
এ মূর্ত্তি দেখে
আমার সেই বিষ্ণুতপস্যার কথা
মনে জেগে উঠ্‌লো।
তুমিই কি সেই আরাধ্য দেবতা হরি ?

দৈববাণী।—মা অদিতি!
যখন বামনকে মনে প'ড়্‌বে,
তখন এই মূর্ত্তি দেখো,
সব দুঃখ দূর হ'বে।
যখন এই মূর্ত্তি দেক্তে পা'বে না,
তখন আবার বামনকে পা'বে।

অদিতি।—অদ্ভুত আকাশবাণী!
বামন কে ?—ইনিই বা কে ?
(ক্ষণেক ভাবিয়া)—আহা, বুঝেচি,
এই তো আমার সেই বামন,
নূতন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।
বাছা আমার
পদ্মের উপর কেমন নৃত্য ক'চ্চে।
নাচ, বাবা!
আমি আশ মিটিয়ে দেখি।
স্বামীকে একবার ডেকে আনি।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে এবং ছত্রমস্তকে
বামনের প্রবেশ ও প্রস্থান।
দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ।—(সবিস্ময়ে)—ভায়া।

এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার হে!
লোভ কেবল মানুষকে ধরে না,
জড়পদার্থকেও ধরে হে।
ঐ দেখ—ঐ দেখ—
বলিযজ্ঞে বিদেয় নেবার লোভে
একটা ছাতা সাঁ সাঁ ক'রে চলেচে হে।

য় ব্রাহ্মণ।—কালে কালে কতই দেখ্‌বো।
ছাতারও পা বেরিয়েচে—অ্যাঁ!

ম ব্রাহ্মণ।—একবার ডাকি।
(উচ্চৈঃস্বরে)—ও ছাতা—ছাতা!
বলি, ও হে ছাতা!
(২য় ব্রাহ্মণের প্রতি)—ও ভায়া!
ছাতা শোনে না যে,
কালা না কি?

য় ব্রাহ্মণ।—কালাই তো।
ভিক্ষার লোভে ভিক্ষুকের পা-ই ছোটে,
কান তো ফোটে না।

ব্রাহ্মণ।—কেন, ভায়া?

ব্রাহ্মণ।—কান ফুট্‌লে
লোকের নিন্দা ভর্ৎসনা শুন্‌তে পাওয়া যাবে,
কাজে কাজে ভিক্ষা ক'র্ত্তে লজ্জা হ'বে।

ব্রাহ্মণ।—ঠিক্ ব'লেচ, ভায়া!—ঠিক্।
আমরাও ভিক্ষা কর্‌বার সময়
কালার বাবা হই।
যা' হোক্, ভায়া!
ছাতাটাকে ধ'রে এনে
একবার আমোদ করি।

[বেগে প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ।—"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"
ও ছাতাটা কি সে ভিড়ের মধ্যে রক্ষা পাবে?
হুঁঃ—
একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ গুঁড় হ'য়ে যাবে।
(নেপথ্যে দেখিয়া)—
ঐ ভায়া ধ'রেচে ছাতা।

বামন ও প্রথম ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

২য় ব্রাহ্মণ।—(সহাস্যে)—ও ভায়া!
ছাতার ভিতর এ কি?

১ম ব্রাহ্মণ।—হাতীর গলার ঘণ্টা!

২য় ব্রাহ্মণ।—তাই তো হে,
এমন বাঁউনে ছেলে তো কখনও দেখি নি।
তোমার নাম কি, বাপু?

বামন।—উপেন্দ্র।

১ম ব্রাহ্মণ।—হাঃ হাঃ হাঃ,
খাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন!
(বামনের প্রতি)—তোমার বাপ্ মা আছে?

বামন।—আমিই সবার বাপ্ মা।

১ম ব্রাহ্মণ।—হুঁঃ!—তোমার ক'টি ছেলে?

বামন।—ক'টি নয়,
কোটি কোটি অনন্ত কোটি।

১ম ব্রাহ্মণ।—(২য় ব্রাহ্মণের প্রতি)—
কেমন, ভায়া,
যা ব'লেছিলেম ঠিক না?—কেমন আমোদ?

২য় ব্রাহ্মণ।—খুব।
তবে কি না, ছেলের মুখে বুড়োর কথা।

১ম ব্রাহ্মণ।—যা'কে বলে জ্যাঠামি!—কেমন?

২য় ব্রাহ্মণ।—হাঃ হাঃ হাঃ! তা'র পর?

১ম ব্রাহ্মণ।—(বামনের প্রতি)—ও বাপু!
তোমার বয়স কত?

বামন।—আমার বয়স বৎসরে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ।—ন বৎসর?

বামন।—না না, আমার বয়স নেই।

১ম ব্রাহ্মণ।—অ্যাঁ! একবারে নেই?
তবে কি তুমি কাল?

২য় ব্রাহ্মণ।—শুধু কাল নয়—কালো কাল—
দেখ্‌চো না, রঙ্‌টা যেন কষ্টিপাথর!

১ম ব্রাহ্মণ।—তুমি এতো কালো কেন, বাপু?

বামন।—কালো রঙটাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল;
কালো রঙ্ থেকেই অন্য রঙ্ ফোটে;
কালো রঙ্‌ই অনাদি অনন্ত;

জগৎ-স্থষ্টির পূর্ব্বে এবং জগৎ-ধ্বংসের পরে
কালো রঙ্ টাই থাকে,
অন্য রঙ্ কালো রঙে মিশে যায়,
তাই আমি কালো।

২য় ব্রাহ্মণ।—(১ম ব্রাহ্মণের প্রতি, জনান্তিকে)—
ও ভায়া!
এই বাঁউনে বাংখুরে ছেলেটা বড় বুদ্ধিমান্,
এরি মধ্যে স্থষ্টিতত্ত্ব বুঝেচে।
কি কথায় কি কথা এনে ফেল্লে দেখেচো?

১ম ব্রাহ্মণ।—(জনান্তিকে)—তাই তো, ভায়া!
উপায় কি?
এ যদি আগে যজ্ঞসভায় যায়,
তা' হ'লেই আমাদের কপালে লবডঙ্কা।
হয় তো
বলি রাজা এ ছেলেটাকে সর্ব্বস্ব দেবেন।

২য় ব্রাহ্মণ।—(জনান্তিকে)—
চল, আমরা বেগে গমন করি,
এ বাঁউনে ছোট ছোট খুরখুরে পায়ে
শীঘ্র যেতে পার্‌বে না।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

বামন।—তোমরা আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

নেপথ্যে ১ম ব্রাহ্মণ।—তুমি খেলা কর।

[বামনের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতট।

নদীজলে একখানি নৌকা।

নৌকার উপরে বামন ও এক জন নাবিক উপবিষ্ট।

নাবিক।—ও ঠাকুর! দশগণ্ডা কড়ি দাও,
নৈলে পার ক'র্ত্তে পার্‌বো না।

বামন।—নাবিক! আমি বড় দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কড়ি কোথা পা'ব?

নাবিক।—তা' কি ক'র্‌বো, ঠাকুর?
আচ্ছা, এক কাজ কর,
তুমি খুব ছেলেমানুষ—খুব হাল্‌কা—
বড় জোর দশ সের ভারী হ'বে।
এক এক সেরে এক এক কড়া হিসেবে
দশ কড়া কড়ি দাও।

বামন।—আমার কাছে
এক কড়া কড়িও নেই যে।

নাবিক।—তবে সাঁৎরে পার হও।

পূর্ব্ব-দৃশ্যোক্ত দুই জন ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ।—(সবিস্ময়ে)—আরে যা!
ঠকাতে গিয়ে ঠক্‌লেম যে হে!
বাঁউনে ছেলেটা কোন্ পথ দিয়ে এসে
আগের ভাগে নৌকোয় উঠে ব'সেচে—
অ্যাঁ!

২য় ব্রাহ্মণ।—ও ভায়া!
ওটা সোলার পুতুল না কি?

১ম ব্রাহ্মণ।—তা'ও বরং ভারী;
ওটা হাওয়ার চেহারা।

২য় ব্রাহ্মণ।—অ্যাঁ—ক'র্‌লে কি!

১ম ব্রাহ্মণ।—অবাক্ ক'রেচে!
(বামনের প্রতি)—ও বামন!—ও বাপু!
তুমি কখন্ এলে?

বামন।—যখন তোমরা আমায় ফেলে এলে

১ম ব্রাহ্মণ।—(স্বগত)—
এ ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে
নৌকো থেকে নামাই।
(প্রকাশে)—
ও বাপু! তুমি সাঁতার জান কি?

বামন।—না;
কিন্তু লোকবিশেষকে অগাধ জল থেকে
তীরে তুলে আন্‌তে পারি।

১ম ব্রাহ্মণ।—বাপু! পাকামি রাখ, পাকামি
এ আর মাটী নয়—নদী।

নৌকো-ডুবি হ'লে ডুবে ম'র্‌বে যে,
নেমে বাড়ী পালাও।
নাবিক।—(সক্রোধে)—বলি, হ্যাঁগা ঠাকুররো!
অলক্ষুণে কথা কও কেন?
দশগণ্ডা কড়ি দে লৌকো ডুবুতে এয়েচো?
১ম ব্রাহ্মণ।—তোকে কি ব'লৃচি, রে ব্যাটা?
নাবিক।—লৌকো কি তোমার?
১ম ব্রাহ্মণ।—ব্যাটা তামাসা বোঝে না।
নাবিক।—রেখে দাও তোমার তামাসা!
লৌকো ডুবিয়ে তামাসা!
আরে আমার তামাসা!
২য় ব্রাহ্মণ।—যা, মাঝি, যা,—
চুপ্ কর্—চুপ কর্।
এখন আমাদের পার ক'র্‌বি কি না, বল্?
নাবিক।—দু'জনের এক পণ কড়ি আগে দাও।
২য় ব্রাহ্মণ।—এক পণ কড়ি বড় বেশী,
দু'জনের ষোল গণ্ডা নে।
নাবিক।—ষোল গণ্ডায় এক গলা।
১ম ব্রাহ্মণ।—এক গলা কি?
নাবিক।—ও পারে গিয়ে
এক গলা জলে নামিয়ে দেবো।
১ম ব্রাহ্মণ।—এ ব্যাটা ভারী অর্থলোভী।
নাবিক।—তবুও
বলিরাজার যজ্ঞে ভিক্ষে নিতে যাই নি!
১ম ব্রাহ্মণ।—ব্যাটা! আমাদের ঠাট্টা!
নাবিক।—"তিলটি মাল্লে পাট্‌কেলটি খেতে হয়।"
২য় ব্রাহ্মণ।—নে নে আর বকিস নি;
এক পণ কড়িই নে, ব্যাটা!
(কপর্দ্দকপ্রদান)
নাবিক।—ঝট্ পট্ উঠে পড়।
(ব্রাহ্মণদ্বয়ের নৌকারোহণ)
ও ছোট ঠাকুরটি!
তুমি লৌকো থেকে নেমে যাও।
বামন।—আমায় পারে নিয়ে চল না, নাবিক!
দীনহীনকে দয়া করায় পুণ্য হয়।
১ম ব্রাহ্মণ।—যাও না, বাপু, নেমে।
আগে বাড়ী গিয়ে কড়ি আন।
(স্বগত)—আপদ্‌টা নাম্‌লে বাঁচি।
(প্রকাশে)—ও মাঝি!
একে অম্নি পার ক'ল্লে, আমরাও অম্নি।
নাবিক।—(বামনের প্রতি)—
ওগো ঠাকুর! নামো না?
বামন।—ওরে পাতকী জীবগণ!
আজ
এই নাবিকের নিকট এসে শিক্ষা কর্—
কড়ি বই নদী পার হওয়া যায় না।
সামান্য কড়িও না থাক্‌লে
যেকালে সামান্য নদী পার হওয়া দুর্ঘট,
সেকালে, ওরে পাপপঙ্কমগ্ন জীব!
সুগম্ভীর ভব-সমুদ্র কিরূপে পার হ'বি?
তোরা মোহান্ধকারে অন্ধের ন্যায়
অতি গুরুতর পাপের বোঝা মস্তকে ল'য়ে
প্রতি পলে
ভীষণ ভবসমুদ্রের তীরে ভ্রমণ ক'চ্ছিস্,
পরপারে যা'বার জন্য আকুল হ'য়েচিস্,
কিন্তু অকূল পাথারে
বিনা কড়িতে কে তোদের পার ক'র্‌বে?
চেয়ে দ্যাখ্,
ভব-সমুদ্রের পার-কাণ্ডারী হরি
অতল জলে শ্রীচরণ-তরী ভাসিয়ে
হাল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন।
তোরা কত ডাক্‌চিস্,
কিন্তু হরি
নৌকা নিয়ে তীরের কাছে আস্‌চেন না।
হরিও অম্নি পার করেন না,
একবার ভক্তিভরে হরি হরি বল্,
এখনি হরি তোদের পরপারে নিয়ে যা'বেন।
বল্, পাপিগণ!
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
নেপথ্যে—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

বেগে নারদের প্রবেশ।

বামন।—নারদ! আমার কড়ি নেই ব'লে
নাবিক আমাকে পার ক'চ্চে না।
নারদ।—(সহাস্যে)—বেস্ ক'রেচে।
(নাবিকের প্রতি)—নাবিক! পার করিস্ নি।
বামন।—নারদ! তুমিও নাবিকের পক্ষে।
নারদ।—ঠাকুর!
তোমার পক্ষে হ'লে
নাবিকের উপায় কি হ'বে?
বামন।—(স্বগত)—
নারদ যথার্থই নিঃস্বার্থ পরোপকারী;
এই জন্যই আমাকে অধীন ক'রেচে।
পরোপকারই হরিব্রত, হরিপূজা, হরিধ্যান,
যে নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে ব্রতী,
আমি তা'রই।
পরোপকারের ন্যায় আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই,
ধর্ম্ম্য গুণে পরোপকার
আমাপেক্ষাও তুলাদণ্ডে ভারী হয়,
এই জন্যই আমি পরোপকারীর অধীন।
এক্ষণে
পরোপকারী নারদের কথা রাখা উচিত।
(প্রকাশে)—নাবিক।
তুমি দশ কড়া কড়ির জন্য
কেন অস্থির হ'চ্চ?
যা'র এমন সোণার নৌকা,
এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট
দশ কড়া কড়ি নিয়ে তা'র কি হ'বে?

(সহসা কাষ্ঠ-নৌকা সুবর্ণ হওন)

(নাবিক ও ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিস্ময়প্রকাশ)

নাবিক।—(স্বগত)—অ্যাঁ—এ কি!
কাঠের নৌকো সোণা!
এ ছোট ঠাকুরটি কে?
আমার মন ব'লচে,—
"এ ঠাকুর সামান্য নয়, পা দেখে চিনে নে।"
(প্রকাশে)—তোমার পা দেখি, ঠাকুর?

(নীচে নামিয়া বামনের পদযুগল দর্শন)

(সানন্দে)—ওহো—এতক্ষণে বুঝেচি,
ঠাকুর! তুমি আমার স্বজাতি—নেয়ে!
বামন।—(কৃত্রিম রোষে)—আমি যে ব্রাহ্মণ।
নাবিক।—(ভক্তিভাবে)—প্রভু!
তবে তোমার পায়ে নৌকো আঁকা কেন?
আমাকে আর ভুলুতে পারবে না।
আজ আমি স্বজাতি পেয়েচি,
কুটুম্ব নারায়ণ।
বামন।—(কৃত্রিম রোষে)—আরে নাবিক!
তুই নীচ হ'য়ে আমাকে এ কি ব'লচিস্?
নাবিক।—ঠাকুর!
আমি যতক্ষণ তোমায় পাই নি,
ততক্ষণ নীচ ছিলুম,
এখন আমি অনেক উঁচু।
আজ থেকে
দেবতারাও আমাকে আলিঙ্গন ক'রবে,
তা' মানুষ তো কোন্ ছার!
নারদ।—ধন্য নাবিক! ধন্য তুই!
আয় ভাই!
দুই হরিভক্তে মিলে হরিবোল ব'লে
পরস্পরে একবার আলিঙ্গন করি।
উভয়ে।—হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

বামন।—নাবিক! এইবার আমায় পার কর।
নাবিক।—এখন উল্টো।
আগে আমায় পার কর,
তা'র পর তোমায়, ঠাকুর!
বামন।—নাবিক! বৃথা বেলা বেড়ে যাচ্চে।
নাবিক।—হরি!
তোমার আবার বেলা অবেলা কি?
আমারই বৃথা বেলা বেড়ে এলো।
অকূল ভবসমুদ্রে প'ড়ে দিশেহারা হ'য়েচি

আমায় চরণ-তরী দিয়ে পার কর, দয়াময়!
আমি ক্ষুদ্র নাবিক,
তুমি মহানাবিক—স্বয়ং ভগবান্ হরি।
তোমার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েও কি
আমার ভব-সমুদ্র হ'তে মুক্তিলাভ হ'বে না?
ন।—নাবিক!
আমি তোমার মুক্তির ভার নিলেম।
কিন্তু তোমাকেও একটি ভার নিতে হ'বে।
বক।—বল, দয়াময়! কি ক'র্‌বো?
ন।—যা'রা প্রত্যহ এই ঘাটে এসে
তোমার নৌকা ক'রে পরপারে যায়,
তা'দের তুমি ভব-সমুদ্র পার হ'বার উপায়
বেস্ ক'রে বুঝিয়ে ব'ল।
বক।—আহা, আমি বড় ভাগ্যবন্ত,
এমন ভার ক'জনের ভাগ্যে পড়ে?
দয়াল হরি আজ আমাকে
ভবসাগর-পার-যাত্রীদের গুরু ক'ল্লেন।
হরি!
তোমারি সম্মুখে এ কাজের প্রমাণ দি।
(নৌকাস্থ ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রতি)—
ও ঠাকুররো!
দু'জনে মিলে একবার ভক্তিভরে বল—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল—
নৈলে ও পারে কে নিয়ে যা'বে?
ণদ্বয়।—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
াহ্মণ।—নাবিক! ধন্য তুই, ভাই!
আজ শুভক্ষণে
তো হেন নাবিকের কাছে এসে
ভবসিন্ধুর মহানাবিককে দেখ্তে পেলেম।
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
ল।—হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
ব্রাহ্মণ।—হরি!
পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যা ক'রেছিলেম,
তাই আজ তোমার পাদপদ্ম দর্শন ক'ল্লেম।
াহ্মণ।—হরি!
নাবিককে যেমন কৃপা ক'ল্লে,
আমাদের প্রতিও সেইরূপ দয়া কর।
বামন।—নাবিক আমার প্রতি যেরূপ ভক্তিমান্,
সেইরূপ তোমরাও হও।
উভয়ে।—হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
১ম ব্রাহ্মণ।—এস, ভায়া,
আমরা গৃহে ফিরে গিয়ে হরিপূজা করি।

(উভয়ের গমনোদ্যোগ)

নাবিক।—ও ঠাকুররো! ঘরে ফেরো যে?
নদীপার হ'বে না?
বলিরাজার যজ্ঞে গিয়ে দান নেবে না?
১ম ব্রাহ্মণ।—নাবিক!
কোটি কোটি বলিরাজা
যে মহারাজের নিকটে দান লয়,
আজ তোমার প্রসাদে
আমরা সেই দাতার দাতা হরির নিকট
শ্রীচরণ-ধূলি দানস্বরূপ পেয়েছি,
আর আমাদের
সামান্য দানে প্রয়োজন নাই।
নারদ।—ধন্য ধন্য! ধন্য হরিভক্তি!
(বামনের প্রতি)—প্রভো!
আজ যাঁ'র শ্রীচরণ দর্শনে
এই সকল জীব ত'রে গেল,
তাঁ'র মুখে
আজ তন্নামসঙ্কীর্ত্তন শুন্‌তে ইচ্ছা ক'রেচি।
যে যা' তোমার নিকট প্রার্থনা ক'ল্লে,
সে তা'ই প্রাপ্ত হ'ল;
কিন্তু আমি এতক্ষণ কিছুই প্রার্থনা করি নি
বামন।—নারদ!
নিজের প্রশংসা নিজে কি ক'র্ত্তে আছে?
নারদ।—(সহাস্যে)—দয়াময়! কেবল ছলনা!
নিজের প্রশংসা নিজে ক'র্ত্তে নেই,—
সেটা আমাদের পক্ষে।
তোমার আবার আত্মপ্রশংসা কি?
তুমি প্রশংসার অতীত পরব্রহ্ম।

তা' ছাড়া,
তুমিই পুণ্যবানদের প্রশংসাস্বরূপ।
আর এক কথা,
জীব মোহান্ধ, জ্ঞানান্ধ,
তা'রা তা'দের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মনে
যুগযুগান্তর ধ্যানধারণা ক'রেও
তোমাকে চিন্‌তে সক্ষম হয় না,
এমন অবস্থায়, হরি হে!
তুমি স্বয়ং 'সোঽহম্'-তত্ত্ব না ব'ল্লে
পাপী জীবগণ কিরূপে হরিভক্ত হ'বে?—
কিরূপেই বা পরমা মুক্তি লাভ ক'র্‌বে?
দীনবন্ধু!
দয়াময় হ'য়ে আজ কেন নিঠুর হও?

বামন।—ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

নারদ।—নাবিক! যাও শীঘ্র যাও,
ঐ সকল মুনি ঋষিদের ডেকে আন,
তোমার আত্মীয় স্বজনদের ডেকে আন।

[না]বিক।—আমায় যেতে হ'বে না,
দেখ ঠাকুর,
এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে ডাকি।
(উচ্চৈঃস্বরে)—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!
ঐ দেখ, ঠাকুর, দলে দলে দৌড়ে আস্‌চে।

[নারদ]।—নাবিক!
[ধ]ন্য তোমার হরিভক্তিময়ী বুদ্ধি!

[ঋ]ষিগণ ও অন্যান্য নরনারীগণের প্রবেশ।

(বামনের প্রতি)—ভক্তবৎসল উপেন্দ্র!
ভক্তগণের বাসনা পূর্ণ কর,
বিলম্বে প্রাণ অস্থির হ'চ্চে।

বামনের সহিত সকলে।—(হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরি এসে কাছে, দাঁড়িয়ে আছে,
ভিজে গেছে তিলক-রেখা—
ভানু-তাপে ঘাম-ঘ'রে ভিজে গেছে তিলক-রেখা॥
হরি কি যেন কি চায়, তাই অমন চায়,
আশা-ভরা নয়ন বাঁকা।
দয়াল হরি কেঁদে বলে, হৃদয় খুলে ভক্তি দিলে,
মুক্তি দেবে, কোলে নেবে, হৃদয়-মাঝে দেবে দেখা॥
(দয়াল হরি দয়ার সাগর,
ভবের সাগর ক'র্‌বে পার;
ভয় কি, রে মন? হ'স্‌নে কাতর,
আপনি হরি কর্ণধার।)
হরি হরি বোলে, ডাক্ বাহু তুলে,
লেখ্ বুকে হরিনামের লেখা;—
(ভবের ও পার যা'বে দেখা;)—
হরির কাছে যা'বি, হরির চরণ পা'বি,
নরক নিয়ে যম থাকবে একা॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যজ্ঞসভা।

বলি, বাণ, শুক্রাচার্য্য, বিপ্রচিত্তি,
ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দৈত্যগণ।

বলি।—শুন সবে,
আজ আমার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে।
বহুবৎসর হ'তে
আমি যে শুভকার্য্যে ব্রতী হ'য়েছি,
আজ তা'র শেষ দিন।
(বিপ্রচিত্তির প্রতি)—সেনাপতে!
আমার আদেশে
অদ্য আমার শত শত ধনাগার উন্মুক্ত কর,
দীন দরিদ্র ভিক্ষার্থিগণকে
তন্মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে দাও।
যা'র যা' ইচ্ছা,
সে তা' গ্রহণ ক'রে আমার হরিভক্তির প্রতি
অচল অটল মনঃসংযমের কামনা করুক।

বিপ্র।—মহারাজ!
একবারে এত দূর মুক্তহস্ত হওয়া
আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে।
দরিদ্রের আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না,
মুহূর্তমধ্যে
আপনার সমস্ত ভাণ্ডার অর্থশূন্য হ'বে;
দরিদ্রের জন্য
আপনাকেও কল্য দরিদ্র হ'তে হ'বে।

বলি।—(সহাস্যে)—সেনাপতে!
'আমাকে দরিদ্র হ'তে হ'বে'
এ কথা বল্‌চো কেন?
আমি তো চিরকালই দরিদ্র।

বিপ্র।—সে কি, মহারাজ!
আপনি যে সর্ব্বজীবের অধিপতি,
আপনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্।

বলি।—না, বিপ্রচিত্তে!
আমি দরিদ্রের চেয়েও দরিদ্র।

বিপ্র।—তবে রাজা কে?

বলি।—একমাত্র ভগবান্ হরি।
সেনাপতে!
আমাকে তোমরা রাজা ব'ল না,
বল, বলি দীনহীন দরিদ্র।
আমাকে রাজা বলার চেয়ে দরিদ্র বল্‌লে,
আমি বড় সন্তুষ্ট হই।
তোমরা নিশ্চয় জেনো,—
ধনগর্ব্বী কখনই হরির কৃপা পায় না,
পায় দীনহীন দরিদ্র।
বীরবর!
আমি ভক্তবৎসল হরির দয়াভিক্ষুক,
এই জন্য আমি দরিদ্র।
দরিদ্রই দরিদ্রের ব্যথা বোঝে,
তাই আমি
আমার সমস্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'র্‌বো।
যাও, সেনাপতে!
দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ধনী কর।

[বিপ্রচিত্তির প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী।—জয় হোক্, মহারাজ!

বলি।—কই, মন্ত্রিন্!
এখনো তোমাকে শ্রান্ত দেখ্‌চি না কেন?
তুমি কি অবিশ্রান্ত দান-পরিশ্রমে
দেহ মন সমর্পণ কর নি?

মন্ত্রী।—মহারাজের আদেশ
পূর্ণরূপেই পালন ক'রেচি।

বলি।—না না;
তা হ'লে তুমি আমার নিকট এলে কেন?
আহা,
এতক্ষণ কত শত দরিদ্র
নিষ্ফল হ'য়ে অপেক্ষা ক'চ্চে।
মুক্তহস্ত বলির পক্ষে এ অতি লজ্জার বিষয়।
কেন তুমি
দানকার্য্য স্থগিত ক'রে এখানে এলে?
যাও, আবার যাও,
ভক্ষ্য ভোজ্য বস্ত্র ধন রত্ন
বৃষ্টিধারার ন্যায় বিতরণ কর,
যতক্ষণ প্রত্যেক ভিক্ষুক
'আর না—আর না' বলে,
ততক্ষণ তাকে অভীষ্ট বস্তু দান কর।
আজ আমি কল্পতরু হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,
শ্রীহরির কৃপায়
দানকার্য্যে সমস্ত দাতাকে পরাজিত ক'র্‌বো।

সকলে।—জয় দাতা বলিরাজের জয়!

মন্ত্রী।—মহারাজ!
আমি বৃথা আপনার নিকট আসি নি।
একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বালক
আমার নিকট দান নিলেন না।

বলি।—তুমি তাঁ'কে কোনরূপ রূঢ় কথা ব'লেচ?

মন্ত্রী।—মহারাজ! বলির ভৃত্যগণও
ভিক্ষুককে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে।

বলি।—তবে কেন তিনি
তোমার নিকট দান নিলেন না?

মন্ত্রী।—তিনি আপনার নিকট এসে

আপনার হস্তেই প্রার্থনীয় বস্তু
গ্রহণ ক'র্ত্তে চা'ন।
বলি।—শীঘ্র সেই ব্রাহ্মণ-বালককে আনয়ন কর।
মন্ত্রী।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ !
[মন্ত্রীর প্রস্থান।
বলি।—(বাণের প্রতি)—পুত্র!
দান ধর্ম্ম, দান কর্ম্ম,
দান তপ, দান জপ,
দান স্বয়ং ভগবান্ হরি।
আমার পিতামহ মহারাজ প্রহ্লাদ
পরম হরিভক্ত,
তাঁ' হ'তেই আমাদের দৈত্যবংশে
পরম পবিত্র হরিভক্তি-স্রোত
প্রবাহিত হ'য়েচে।
বৎস!
তোমার প্রপিতামহ প্রহ্লাদ,
পিতামহ বিরোচন,
এবং পিতা বলির যে হরি ইষ্টদেবতা,
তুমিও তাঁ'কে সেই জ্ঞানে পূজা কর।
হরিই সমস্ত দেবতার পূর্ণরূপ,
হরিভক্তি ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হয় না।

বামনের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ।

মন্ত্রী।—ইনিই সেই ব্রাহ্মণ-কুমার।
বলি।—প্রণিপাত করি।
বামন।—মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।
বলি।—(বাণের প্রতি)—বাও, বৎস!
শীঘ্র বারিপূর্ণ সুবর্ণ-ভৃঙ্গার আনয়ন কর।
আমি স্বহস্তে এঁ'র চরণ ধৌত ক'রে দেবো।
[বাণের প্রস্থান।
(স্বগত)—
আজ এই বামন ব্রাহ্মণশিশুকে দেখে
আমার মনোমধ্যে
কি এক অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস হ'ল।
আমি তো
কোটি কোটি ব্রাহ্মণ দর্শন ক'রেচি,
কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ তো
পূর্ব্বে কখন দেখি নি।
আহা, কি অপূর্ব্ব রূপ!
আজ যজ্ঞশেষ-দিনে শুভক্ষণে
ভগবান্ হরির কৃপায়
এমন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দর্শন ক'ল্লেম;
আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্।
এই ব্রাহ্মণ-পুত্রকে অভীষ্ট বস্তু দান ক'রে
আমার আজ অশ্বমেধ যজ্ঞ সফল হ'বে,
আমিও সবংশে কৃতকৃতার্থ হ'ব।

বারিপূর্ণ সুবর্ণ-ভৃঙ্গার লইয়া
বাণের পুনঃপ্রবেশ।

দাও, বৎস! বারিপূর্ণ ঝারি।
(ভৃঙ্গার লইয়া)—প্রভো!
আজ তোমার পাদপদ্ম প্রক্ষালন ক'রে
জীবন সার্থক করি।
বামন।—(স্বগত)—কি করি, কি বলি?
আমার পদে
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি ঊনবিংশ চিহ্ন বর্ত্তমান।
পদপ্রক্ষালনকালে বলি নিশ্চয় দর্শন ক'রবে
তা' হ'লে
হয় তো আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে না।
কি উপায় করি?
ভক্ত আমার পদ ধৌত ক'রবে,
আমি ভক্তাধীন হ'য়ে
কিরূপে নিবারণ করি?
না, নিবারণ ক'ল্লে কোন দোষ নাই,
কারণ
বলি ভক্তকে ছলনা করাই আমার উদ্দেশ
ছলনাতেই বলির অধীনতা স্বীকার ক'রবে
(প্রকাশ্যে)—মহারাজ!
আমি ভূমি বড় ভালবাসি,
কিন্তু ভূমি হ'তে
পদ উত্তোলন ক'র্ত্তে ভালবাসি না।
আপনি শূন্য হ'তে
আমার উভয় পদে বারিবারি প্রক্ষেপ করু

বলি।—তা'ই হউক,
আমি
ব্রাহ্মণের অনিচ্ছায় কোন কার্য্য করি না।
(বামনের পদযুগলে বারিপ্রক্ষেপ
ও পদধৌত বারি মস্তকে ধারণ)

বামন।—মহারাজ! ধন্য আপনার ব্রাহ্মণভক্তি!
আপনি এই ভক্তিবলে
ভগবান্ হরিকে পরিতৃপ্ত ক'ত্তে
সক্ষম হ'য়েচেন।

বলি।—বিপ্র! অনুগ্রহ ক'রে বল,—
কি মনস্থ ক'রে
এই দৈত্যের গৃহে শুভাগমন ক'রেচ?

বামন।—মহারাজ!
দাতার গৃহে ভিক্ষুক কি অভিপ্রায়ে আসে?

বলি।—বল, ব্রাহ্মণ!
কি তোমার প্রার্থনা?

বামন।—যৎসামান্য ভিক্ষা।

বলি।—সমস্ত বস্তুই দানার্থ প্রস্তুত আছে।
তুমি কোন্ দ্রব্য ভিক্ষা চাও?

বামন।—মহারাজ!
আমি ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিমাত্র ভিক্ষা চাই।
আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক
এই দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে
তন্মাত্র দান করুন্।

বলি।—(সহাস্যে)—
এমন স্বল্পপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক
পূর্ব্বে কখন দেখি নি।
ভিক্ষুকের এরূপ অল্প তৃষ্ণা
বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!
ব্রাহ্মণকুমার!
তুমি আর কোথাও কখন ভিক্ষা ক'রেচ কি?

বামন।—না, মহারাজ!
আমি আর কখন ভিক্ষা করি নি।

বলি।—(সহাস্যে)—
তাই এত অল্প আশা।
তা' যা'ক্,
ভিক্ষা ব্যতীত
ভিক্ষুকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না,
অতএব
তুমি বিনা ভিক্ষায় কিরূপে ক্ষুধা নিবারণ কর?

বামন।—আমি কখন স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে
কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করি না,
লোকে দয়া ক'রে
আপনা আপনি ভিক্ষা দেয়।

বলি।—তা' বাস্তবিক,
তোমার মত
সুকুমার সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতি
মহাকৃপণও মুক্তহস্ত হয়।
আচ্ছা, লোকে তোমায় কি ভিক্ষা দেয়?

বামন।—যে সকল পবিত্র বস্তু
তা'রা নিজে ভালবাসে।

বলি।—তবে আমিও
যে সকল পবিত্র সামগ্রী ভালবাসি,
তত্তাবৎ তোমাকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করি।

বামন।—তা' নূতন নহে,
আপনি
আজীবন তো তাহাই দিয়া আসিতেছেন।

বলি।—কই,
আমি তো তোমাকে কখন দেখি নি?
কই, কিছুই তো দান করি নি?

বামন।—মহারাজ!
ভিক্ষুকমাত্রেই সমধর্ম্মা,
দাতা এক ভিক্ষুককে দান ক'রে
জগতের সমস্ত ভিক্ষুককেই দান করা হয়।

বলি।—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

বামন।—বৃক্ষমাত্রেই পৃথিবীর নিকট জলপ্রার্থী,
কিন্তু
পৃথিবী প্রত্যেক বৃক্ষকে
স্বতন্ত্ররূপে জলদান করেন না।
তিনি
একটি বৃক্ষের তৃষ্ণা নিবারণ ক'ত্তে গিয়ে

সেই বৃক্ষস্থ উপবৃক্ষগুলিকেও
বারি দান করেন।

বলি।—ধন্য তোমার তত্ত্বজ্ঞান!
যাই হোক্, বিপ্র!
তুমি
ত্রিপাদমাত্র ভূমিভিক্ষার আশা ত্যাগ কর;
বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড লও।

বামন।—মহারাজ! অধিক ভূমি নিষ্প্রয়োজন।

বলি।—প্রার্থনা ক'ত্তে সাহস হ'চ্চে না?
আচ্ছা, আমি নিজেই দান ক'চ্চি।
তোমার ন্যায়
নির্লোভ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দান ক'র্‌লে
শতাশ্বমেধের ফল তো যৎসামান্য,
অনন্ত কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের
ফল লাভ হয়।
আমি পূর্ব্বে তোমার অনুসন্ধান পেলে
বৃথা শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'ত্তেম না।
ব্রাহ্মণ!
তোমার পাদপদ্ম সমস্ত যজ্ঞের পবিত্র ক্ষেত্র,
তোমার ভিক্ষা প্রার্থনা
দাতার পক্ষে সমস্ত যজ্ঞমন্ত্র,
এবং তোমাকে ভিক্ষাদান করা
দাতার পক্ষে অনন্ত কোটি যজ্ঞের ফল।

বামন।—মহারাজের ব্রাহ্মণ-ভক্তির তুলনা নাই।

বলি।—বিপ্রকুমার!
তোমাকে আমার সমস্ত রাজ্য দান ক'চ্চি,
দয়া করে গ্রহণ কর।

বামন।—মহারাজ!
ভিক্ষুকের রাজ্য নিয়ে কি হ'বে?
আমি খর্ব্বাকার বামন তপস্বী,
আমার পক্ষে ত্রিপাদ-ভূমিই যথেষ্ট।
আমি সেই ভূখণ্ডে উপবেশন ক'রে
তপস্যা ক'র্‌বো।

বলি।—শিশুর আশাও শিশু!
আচ্ছা, তাই দান ক'র্‌বো।
(বাণের প্রতি)—পুত্র!
স্বর্ণ-ভৃঙ্গার দাও,
ত্রিপাদ-ভূমি-দান-প্রতিজ্ঞা ক'রে
এই বামন ব্রাহ্মণের হস্তে
বারি প্রদান করি।

(ভৃঙ্গার-গ্রহ

শুক্র।—(সহসা গাত্রোত্থান করিয়া)—
মহারাজ!
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।
ত্রিপাদ ভূমিদানে কৃতপ্রতিজ্ঞ হ'য়ো না।

বলি।—গুরুদেব!
আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে
অমঙ্গলের কথা কেন বলেন?

শুক্র।—অমঙ্গলের কথা নয়,
মঙ্গলের কথাই ব'ল্‌চি।

বলি।—দান-কার্য্যে বলিকে
বাধা দেওয়াই কি মঙ্গলের কথা?

শুক্র।—দান মঙ্গলের বিষয়,
অতিদান অমঙ্গলের মূল।

বলি।—ত্রিপাদভূমিই কি অতিদান?

শুক্র।—ত্রিপাদভূমিই তোমার সর্ব্বনাশের ম

বলি।—(সহাস্যে)—আমি ভেবেছিলাম,
এই বামনই শিশু,
এখন দেখ্‌চি,
আমার পুরোহিত ধীমান্ শুক্রাচার্য্যও

শুক্র।—বড় দুঃখের বিষয় যে
আমার যজমান মহারাজ বলি এত ভ্রান্ত

বলি।—গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে
ভ্রান্তিকে অনেক দিন বিসর্জ্জন ক'রেচি।

শুক্র।—তা' হ'লে
তুমি আমার কথা তুচ্ছ ভাব্‌তে না।

বলি।—যিনি আমাকে দানকার্য্যে বাধা দেন,
তাঁর কথা তুচ্ছ বৈ কি?

শুক্র।—বলি! তোমাকে বড় স্নেহ করি ব
হিতকর বাক্য ব'ল্লেম,
কিন্তু তুমি আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'
আর আমি কিছু ব'ল্‌বো না;

তুমি আজ এই দান-দোষে
নিশ্চয়ই অধঃপাতে যা'বে।

বলি।—দান ক'র্লে যদি অধঃপাত হয়,
তবে তজ্জন্য আমি দায়ী নহি;
দায়ী পরমদাতা ভগবান হরি।

বামন।—মহারাজের কথাই যথার্থ।

বলি।—ব্রাহ্মণ! হস্ত প্রসারণ কর,
ত্রিপাদ-ভূমি দান-প্রতিজ্ঞা ক'র্লেম;
জল লও।

শুক্র।—(বাধা দিয়া)—রাজা!
কর কি!—কর কি!
শোনো শোনো—ক্ষান্ত হও—শোনো।

বলি।—কি, বলুন?

শুক্র।—এ ব্রাহ্মণ-বালক সামান্য নয়,
ছলনার অবতার।
এ শিশু ছলনা-লীলা দেখা'তে
এখানে উপস্থিত।
এখনি দূরে ভৃঙ্গার নিক্ষেপ কর,
বামনের হস্তে জল প্রদান ক'র না—ক'র না।

বলি।—এ বামন কে?

শুক্র।—স্বয়ং হরি।

বলি। (সবিস্ময়ে)—স্বয়ং হরি।
আমার আরাধ্য দেবতা ভগবান হরি!
আমার পিতামহ পূজ্যপাদ প্রহ্লাদের
বিপদবিনাশী অবিনাশী হরি!
আচার্য্য!
এ কথা পূর্ব্বে ব'ল্‌তে হয়।
ছি ছি,
আমি না জেনে হরির সম্মুখে
আপনাকে রূঢ় কথা কত ব'ল্লেম।
আমায় ক্ষমা করুন।

শুক্র।—তা' যাক্, আমি তা'তে অসন্তুষ্ট হয় নি।
তুমি এখন সাবধান হও।

বলি।—কোন ভয় নাই, আচার্য্য!
আমি সাবধান হ'য়েই
আমার যজ্ঞেশ্বর হরিকে
ত্রিপাদভূমি দান ক'চ্ছি।
(বামনের প্রতি)—দয়াময় হরি!
তুমি সাক্ষাৎ যজ্ঞস্বরূপ,
আজ তোমার জগদারাধ্য শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে
আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ
আত্মা দেহ প্রাণ মন
সমস্তই পবিত্র হ'ল।
আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই।
আজ আমি
আমার যজ্ঞদেবতা জগদীশ্বর হরিকে
যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ দর্শন ক'রে
কৃতার্থ ও পবিত্র হ'লেম।
ভগবন্! নারায়ণ! বিষ্ণু! কৃষ্ণ! হরি!
তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

বামন।—মহারাজ!
আমার হস্তে প্রতিজ্ঞাসলিল প্রদান করুন।

বলি।—প্রভো! এই গ্রহণ কর।

শুক্র।—বলি! আবার এ কি কর?

বলি।—আচার্য্য!
যজ্ঞেশ্বর হরিকে ত্রিপাদভূমিদান ক'রে
শতাশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দি।
আর আপনি বাধা দিবেন না।

শুক্র।—ভাল, তাই ক'র,
কিন্তু কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।
(স্বগত)—
বলি আমার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে
আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ক'র্ত্তে প্রস্তুত।
কথায়
আর এমন হরিভক্তকে প্রবুদ্ধ করা দুর্ঘট,
এখন শীঘ্র আমি বজ্রকীট হ'য়ে
ভৃঙ্গারের জলনিঃসরণ-নলমুখে অবস্থান ক'রে
দান-কার্য্যে বাধা প্রদান করি।

[বেগে প্রস্থান।

বলি।—বামন! এই জল গ্রহণ কর।

(জলপ্রদানচেষ্টা, কিন্তু জল অনিঃসরণ)

(বাণের প্রতি)—পুত্র !
তুমি কি ভৃঙ্গারে অল্পমাত্রায় জল এনেছিলে ?
বাণ।—না, পিতা ! পরিপূর্ণ ক'রে এনেছিলাম।
বলি।—তবে জল নিঃসরণ হয় না কেন ?
যাও, আবার জল আনয়ন কর।
বামন।—মহারাজ !
আর বালককে কষ্ট দেবেন না।
এই ভৃঙ্গারেই জল আছে।
বোধ হয়,
মৃত্তিকাখণ্ডে নলমুখ আবদ্ধ হ'য়েচে।
আপনি ঐ স্থানে গমন ক'রে
ঐ ইষিকাতে নলমুখ পরিষ্কার করুন,
তা' হ'লে জল নিঃসরণ হ'বে।

ভৃঙ্গারহস্তে বলির প্রস্থান।

(স্বগত)—শুক্রাচার্য্য
দাতাকে দানকার্য্যে বাধা দেওয়াতে
অপরাধী হ'য়েচেন।
আজ ওঁকে তা'র প্রতিফল পেতে হ'বে।
উনি বজ্রকীট হ'য়ে নলমুখ অবরোধ ক'রে
দানকার্য্যের কণ্টক হ'য়েচেন ;
আমিও ঐ কোমল ইষিকাতে
বজ্ররূপে আবির্ভূত হ'লেম।
আজ বজ্রাঘাতে বজ্রকীট
উপযুক্ত প্রতিফল পা'বে।
নেপথ্যে শুক্রাচার্য্য।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
ওহো-হো, বড় কষ্ট !
গেলেম—গেলেম—ওঃ—বড় যন্ত্রণা !

বেগে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শুক্র।—ওঃ !—বড় কষ্ট—গেলেম—গেলেম !
১ম ব্রাহ্মণ।—(শশব্যস্তে)—
কি হ'য়েচে, মহাশয় ?
শুক্র।—(কষ্টে)—গেচে—গেচে !
১ম ব্রাহ্মণ।—কি গেচে ?
শুক্র।—দুটোর একটা।
১ম ব্রাহ্মণ।—কোন্‌টা ?
শুক্র।—যেটা টিপে আছি।
১ম ব্রাহ্মণ।—আহা, আহা !
কিরূপে গেল ?
শুক্র।—গাড়ুর নলে।
১ম ব্রাহ্মণ।—আচমন ক'ত্তে না কি ?
(স্বগত)—
উনি আমাদের আহার ক'ত্তে না ডেকে,
একাকী
নিজের উদরপূর্ত্তি ক'ত্তে গিয়েছিলেন,
তা' চোক্ যা'বে না ?
(প্রকাশে)—মুখধৌত ক'ত্তে কি
চক্ষে গাড়ুর নলের আঘাত লাগ্‌লো ?
শুক্র।—গাড়ুর নলের আঘাত নয়,
কুশের আঘাত।
১ম ব্রাহ্মণ।—তাই বলুন।
আহা, দাঁত খুঁট্‌তে গিয়ে
চোক খুঁটে ফেলেচেন !
শুক্র।—আঃ, না না,
আমি গাড়ুর মধ্যে ছিলেম,
কুশ গিয়ে চক্ষে বিদ্ধ হ'য়েচে।—
ওঃ বড় যন্ত্রণা !
১ম ব্রাহ্মণ।—অ্যাঁ—বলেন কি !
গাড়ুর মধ্যে ছিলেন !—
গাড়ুটা কত বড় ?
শুক্র।—ক্ষুদ্র।
১ম ব্রাহ্মণ।—তবে আর চক্ষু যা'বে না ?
আপনি শুদ্ধ যান নি যে, এই ভাগ্যি।
শুক্র।—(বামনের প্রতি)—প্রভো !
পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েচি।
দাতাকে দান ক'ত্তে নিষেধ করা মহাপাপ
যে এরূপ পাপ করে,
তা'র এইরূপই শাস্তি ভোগ হয়।
পাপিশাস্তা হরি !
তবু তুমি আমাকে অনেক ক্ষমা ক'রেচ,
দু'টি চক্ষু অন্ধ হয় নি,
এই আমার পরম সৌভাগ্য।

মন।—ব্রাহ্মণ!
তোমার দুই চক্ষুই আজ নষ্ট হ'ত,
কেবল বলির দানমাহাত্ম্য দেখা'বার জন্য
একটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রেখে দিলেম।
ক্র।—সকলে দর্শন কর,
আমার ন্যায় যা'রা দাতার দানকণ্টক,
তা'দের চক্ষু এইরূপে কুশকণ্টকে নষ্ট হয়।
আমার অন্ধচক্ষু দর্শন ক'রে
সকলে সাবধান হও।
[প্রস্থান।

ভৃঙ্গারহস্তে বলির পুনঃপ্রবেশ।

লি।—হে ভক্তের ভক্তিভিক্ষুক বামন!
প্রতিজ্ঞা-সলিল গ্রহণ কর।
মন।—(হস্তপ্রসারণ করিয়া)—দিন, মহারাজ!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজ বলির জয় হোক্!
ল।—(বামনের হস্তে জলপ্রদান করিতে ২)—
বামন!
তোমাকে তোমার প্রার্থিত
ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা দান ক'ল্লেম।
মন।—মহারাজ!
আমি পূর্ণ স্নেহের সহিত
ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা নিলেম।
কলে।—জয় ভক্তিদাতা বলিরাজের জয়!
জয় ভক্তিভিক্ষুক বামনের জয়!
[বামনের সহসা অন্তর্ধান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—যজ্ঞসভার অপর পার্শ্ব।

বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বিরাট-মূর্ত্তি ধারণ।

(সভাস্থ সকলের বিস্ময়প্রকাশ ও কোলাহল)

কাশবাণী।—মহারাজ বলি!
তুমদত্ত ত্রিপাদ-ভূমির
দ্বিপাদমাত্র প্রাপ্ত হ'লেম।
এই দেখ, ঊর্দ্ধপদে
আকাশ ও সপ্তস্বর্গ অধিকার ক'ল্লেম,
অধঃপদে পৃথিবী ও সপ্তপাতাল নিলেম।
মহারাজ!
এখনও একপাদ-ভূমি বাকি আছে।
শীঘ্র তৃতীয় পদ রক্ষার ভূমি ভিক্ষা দাও।
বলি।—(স্বগত)—
ও হো, কি বিশাল বিরাট আকার!
অদ্ভুত—অদ্ভুত হরিলীলা!
দ্বিপদে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিকার ক'ল্লেন,
আর ভূমি কই?
কিরূপে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি!
আকাশবাণী।—
রাজা, আর বিলম্ব ক'ত্তে পারি না,
অবশিষ্ট এক-পাদ-ভূমি শীঘ্র দান কর।
বলি।—(স্বগত)—ওহো, বুঝেচি,
হরি আমাকে পরিহাস কচ্চেন,
নৈলে ওঁর তৃতীয় পদ নাই,
অথচ তৃতীয়-পাদ-ভূমি প্রার্থনা ক'চ্চেন কেন?
(প্রকাশে)—প্রভো!
আপনার তো তৃতীয় চরণ দেক্তে পাই না,
তবে তৃতীয়-পাদ-ভূমি নিয়ে কি ক'র্‌বেন?
আকাশবাণী।—তুমি ভূমি দেখিয়ে দিলেই
আমি তদুপরি তৃতীয় চরণ রক্ষা ক'র্‌বো।
বলি।—আপনার তৃতীয় চরণ না দেখ্‌লে
আমি ভূমি কোথায় পা'ব?
আকাশবাণী।—ভাল, মহারাজ!
এই দেখ আমার তৃতীয় পদ।

(বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তির নাভিস্থল হইতে তৃতীয় পদ বহির্গত হওন)

সকলে।—কি আশ্চর্য্য!—কি আশ্চর্য্য!
আকাশবাণী।—
দাও, মহারাজ! তৃতীয় পদের ভূমি দাও।
বলি।—(সভয়ে)—প্রভো!

আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েচে,
ভক্তের প্রতি সদয় হও।
আর আমার তিলমাত্রও ভূমি নাই,
তোমার পুরাতন চরণদ্বয়ে
সমস্ত আক্রান্ত হ'য়েচে।
হরি!
নব পাদপদ্মের জন্য কোথা ভূমি পা'ব?

আকাশবাণী।—মহারাজ!
প্রতিজ্ঞা পূরণ না ক'ল্লে,
আমি বড় দুঃখিত হ'ব।
বল, মহারাজ! শীঘ্র বল,
কোথায় তৃতীয় পদ রক্ষা করি?

বলি।—হে অগতির গতি!
আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়েচি।
দয়া ক'রে ছলনা লীলা পরিহার কর।

আকাশবাণী।—মহারাজ! আমি কি ক'র্‌বো?
যে ব্যক্তি
অঙ্গীকার ক'রে প্রতিপালন করে না,
ধর্ম্ম তা'কে যথোচিত শাস্তি দেন।
ঐ দেখ, মহারাজ!
ধর্ম্ম তোমাকে নাগপাশে বন্ধন ক'ত্তে যাচ্চেন।

বলি।—আমি অধার্ম্মিক! ধিক্ আমাকে!
হরি! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

বেগে নাগপাশহস্তে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—বলি! প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ফল ভোগ কর।
(নাগপাশে বলির হস্তদ্বয়বন্ধন)

বলি।—হা ভাগ্য!

বাণ।—(সরোদনে)—হা পিতা!
এই কি তোমার হরিভক্তির পরিণাম?
এই কি দয়াময় হরির দয়া?

বলি।—পুত্র!
আমি যে পণ-ভঙ্গ-পাপে মহাপাপী!

বেগে বিন্ধ্যাবলীর প্রবেশ।

বাণ।—(সরোদনে, কীর্ত্তনের সুরে)—
মা গো! পিতার দশা দেখ, মা!
যে হাতে পিতা সব দিলেন দান,
হরি সেই হাত—ও মা!—
হরি সেই হাত বেঁধেচে, মা!
আহা, কি হ'বে, কি হ'বে,—মা গো!—
কি হ'বে—কি হ'বে,
উপায় ব'লে দে, মা!
পিতার এ বন্ধন আর দেক্তে পারি না।

বিন্ধ্যা।—(বাণের প্রতি)—বাছা, স্থির হও;
যিনি তোমার পিতাকে বন্ধন ক'রেচেন,
তিনিই আবার মোচন ক'র্‌বেন।
(বলির প্রতি)—স্বামিন্!
কোন্ অপরাধে তোমার এরূপ দুর্গতি?

বলি।—রাণি!
আমি পণ ভঙ্গ ক'রেচি,
সেই পাপে
এই দৃঢ় নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়েচি।

বিন্ধ্যা।—কি পণ, মহারাজ?

বলি।—আজ ছলনাময় হরিকে
ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা দিয়ে
দ্বিপাদমাত্র কাঁ'তে দিয়েচি,
কিন্তু, ঐ দেখ,
হরির ঐ নাভিপদ্মজাত নব পাদপদ্মের
স্থান দিতে অক্ষম হ'য়েচি।
হরি আমার,
দ্বিপদে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রহণ ক'রেচেন,
তৃতীয় পদের জন্য ভূমি দিতে পাল্লেম না,
এই পাপে আমার এই দুর্দ্দশা!

বিন্ধ্যা।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
না না এমন ব'ল না হে,
এ তো তোমার বন্ধন নয়।
ভববন্ধন মোচন তরে
নববন্ধন তোমার করে;
এ বন্ধনে সে বন্ধন—স্বামিন্!—
এ বন্ধনে সে বন্ধন আজ
শিথিল হ'য়ে গেল হে খুলে।

বলি।—মহিষি!

এক্ষণে বিষ্ণুর তৃতীয় চরণের জন্য
স্থান কোথা পাই ?
জীবব্যথাহারী হরি
শূন্যে পদোত্তোলন ক'রে বড় ব্যথা পাচ্ছেন।

বিন্ধ্যা।— (গীত)

নিজে না ব্যথা পেলে, পরের ব্যথা কেউ বোঝে না।
ব্যথা যে কি, বুঝ্‌নু হরি, পায়ে পেলে ঘোর যাতনা॥
ছলনা ক'ত্তে এসে, আপনি শেষে,
আগে হেসে কাঁদুন্ শেষে,
স্বামী তুমি থাক বোসে, কোন কথা কোয়ো না ;—
দেখ্‌নু হরি ভক্ত ও তাঁ'র জানে কেমন ছলনা।
বলুন্ হরি, জীবের ব্যথা কিসে যায়,
নৈলে দেবো ব্যথার উপর আরো ব্যথা পায়,
কোনো কথা শুন্‌বো না ;—
জীবের না ঘুচ্‌লে ব্যথা, হরির ব্যথা ঘুচ্‌বে না।

আকাশবাণী।—বৎস ! ধন্য তুমি !
তোমার প্রতি আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হ'লেম।
যে জীব তোমাদের ন্যায় আমার ভক্ত হ'বে,
ভক্তিভরে আমার উদ্দেশে ভিক্ষুককে
যথাশক্তি অন্ন বস্ত্র বা অর্থ ভিক্ষা দেবে,
আমি
তাদের ভববন্ধনের ব্যথা মোচন ক'র্‌বো।

সকলে।—জয় ভববন্ধন-মোচনকারী হরির জয় !

বিন্ধ্যা।—স্বামিন্ !
তবে আর হরিকে কষ্ট দিও না।

বলি।—মহিষি ! স্থান কই ?

বিন্ধ্যা।—কেন, মহারাজ ! স্থানের অভাব কি ?
এতক্ষণ তো তুমি
হরিকে অতি সামান্য স্থান দান ক'রেচ,
কিন্তু অনন্তকোটি জগতের মূল্যাপেক্ষা
তোমার একটি অমূল্য স্থান আছে,
হরিকে তাই দান ক'রে
প্রতিজ্ঞা পালন কর।

বলি।—কই আর আমার স্থান, রাণি ?

বিন্ধ্যা।—কেন ?
তোমার রাজমুকুটমণ্ডিত মস্তক ?

সকলে।—ধন্য ধন্য !

বলি।—মহিষি ! ধন্য তুমি !
ধন্য তোমার মন্ত্রণা !
তুমি আমাপেক্ষাও হরিভক্ত।
বহু তপস্যায়
আমি তোমা হেন সহধর্ম্মিণী লাভ ক'রেচি।
জয় শ্রীহরির জয় !
(বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির প্রতি)—
হে ভক্তবৎসল হরি !
আমার মস্তকে
তোমার পবিত্রতম পাদপদ্ম স্থাপন কর।

(বিষ্ণুর তৃতীয় পদতলে মস্তকরক্ষা)

সকলে।—জয় দাতা বলিরাজের জয় !

(ঊর্দ্ধ হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি)

আকাশবাণী।—বলি ! ধন্য তুমি !
তোমার ন্যায় দাতা
আর নাই—হ'বেও না।
আমাকে তুমি
ভক্তিমূল্যে চিরকালের জন্য ক্রয় ক'ল্লে।
ভক্ত ! বর প্রার্থনা কর।

বলি।—দয়াময় ! আমি যাবজ্জীবন যেন
তোমাকে দর্শন ক'ত্তে পারি।
এক নিমেষের জন্যেও যেন
তুমি এ ভৃত্যকে ত্যাগ ক'র না।

আকাশবাণী।—তথাস্তু।
মহারাজ !
তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দিয়েচ,
অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আকাশে
তোমার আর অধিকার নাই।
এক্ষণে তুমি
চিরকালের জন্য পাতালপুরীতে অবস্থান কর।
আমি সেই স্থলে তোমার দ্বারী হ'য়ে
যাবজ্জীবন তোমাকে দর্শন দিব।
আর এক কথা—
তুমি অদ্য হ'তে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত
আর বাদ বিসম্বাদ ক'ত্তে পা'বে না।

তোমার ভিক্ষাদত্ত স্বর্গরাজ্য
আমি ইন্দ্রকে প্রদান ক'রেম।
বলি।—হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।
আকাশবাণী।—মহারাজ!
এক্ষণে পাতালপুরীতে
স্ত্রী পুত্র এবং দৈত্যগণের সহিত প্রবেশ কর।
[ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সকলের পাতাল-প্রবেশ।
[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

কাঁদলে পরে দয়া করে দয়াল হরি।
কেঁদেছিস্ তাই পেয়েছিস্ চরণ-তরী॥
হরির কাছে যে জন কাঁদে, হরিকে সেই তো বাঁধে,
হরি আপ্নি এসে পড়েন ফাঁদে, দেখ্লে পরে নয়ন-বারি॥
পা'স্ যদি তাঁ'র চরণ দু'টি, ভুলিস্ নে মন কান্নাকাটি,
একটি দিনো রে ;—
হৃদয়-মাঝে রাজে হরি, অশ্রু ঢাল্ হৃদয়'পরি,
ভিজ্লে হৃদয়, হরির হৃদয় ভিজ্বে, হরি হ'বে তো'রি॥

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ! এইবার তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।
ইন্দ্র।—তপোধন!
এত দিন আমাদের পিতা মাতা এবং আমরা
কিছুই বুঝ্তে পারি নি।
ভগবান্ হরির মায়াতে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম।
আজ সে মায়া বিমুক্ত হ'য়েচে।
আহা! স্বয়ং ভগবান্ হরি—বামন!
নারদ।—আজ সেই বামন
তোমাকে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রদান ক'ল্লেন,
দৈত্যপতি বলিকে পাতালবাসী ক'ল্লেন,
আর তোমাদের ভয় নাই।
এক্ষণে সকলে মিলে
স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আনন্দ ভোগ কর।
দেখো, হরিভক্তি যেন
এক নিমেষের জন্যও ভুলো না।
ইন্দ্র।—হরিভক্তিই দেবগণের দেবত্ব।
এক্ষণে সকলে মিলে হরিপূজা করি গিয়ে।
সকলে।—জয় ভক্তবৎসল হরির জয়!
জয় বামনরূপী হরির জয়!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাতালপুরী।—রাজসভা।

সুবর্ণসিংহাসনোপরি বলি ও
বিন্ধ্যাবলী উপবিষ্ট।

বিন্ধ্যাবলীর ক্রোড়ে বাণ উপবিষ্ট।
দূরে গদাস্কন্ধে দ্বারী হইয়া চতুর্ভুজ
মূর্ত্তি বিষ্ণু দণ্ডায়মান।

কিঞ্চিৎ কাল পরে নারদ, বাসুকি ও
নাগকন্যাগণের প্রবেশ।

(বহুকণ্ঠী গীত)

নারদ —
জয় ভকত-প্রাণ-বিহারী!
নাগকন্যাগণ।—
মুরারি! মুরারি! মুরারি!
বাসুকি।—
জয় মধুসূদন, সাধু-সাধ-সাধন,
নারদ।—
দেব—দানব—বাদহারী ;—
সকলে।—
জয় হরি বলির দুয়ারী!॥
নারদ ও বাসুকি।—
দাতার দাতা ধন্য তুমি হে বলি!
নাগকন্যাগণ।—
হরিপদে বাঁধা হ'লে যারে ;—
নারদ।—
হরিও তব দ্বারে,
বাসুকি।—
বাঁধা আছি সেই দ্বারে,
সকলে।—
জয় হরি বলির দুয়ারী!॥
নাগকন্যাগণ।—
এস সবে মিলে,
নারদ।—
যুগল বাহু তুলে,
নাগকন্যাগণ।—
হরি হরি ব'লে,
বাসুকি।—
হরি-পদতলে লুটি ;—
সকলে।—
জয় হরি বলির দুয়ারী!॥

যবনিকাপতন।

রামচরিত নাটকাবলী।

উপক্রমণিকা—দশরথের মৃগয়া।

প্রথম খণ্ড—হরধনুর্ভঙ্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড—রামের বনবাস।

বিজ্ঞাপন।

আমি মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত মূল সংস্কৃত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাঙ্গালা পদে অনুবাদ করিয়াছি। উক্ত রামায়ণের কএকখানি বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ আছে কিন্তু অবিকল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ একখানিও নাই। সেই জন্যই আ পদ্যানুবাদ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়াছি। আমার বিবেচনায় দেবোপ বাল্মীকির অমৃত-সমুদ্র-স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিয়া প্রাণান ও জ্ঞানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না ; দর্শনানন্দও ভো করা চাই। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত দর্শনানন্দ লাভ হইতে পারে না। এ জন্য আমি বাল্মীকীয় রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে শেস উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত সপ্ত কাণ্ডের অন্তর্গত নির্ব্বাচিত ও সুন্দর সুন্দর অংশগুলি ক্রমান্বয়ে নাটকাকা লিখিতে ইচ্ছা করি। কার্য্যেও তাহা পরিণত করিয়া আসিতেছি। এ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাবলীতে "রামচরিত নাটকাবলী" নাম দিয়া আপাততঃ তিন খানি নাটক প্রকাশিত হইল। গ্রন্থাবলীর ভবিষ্যৎ খণ্ডে রামচরিত নাটক বলীর অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠ মহোদয়গণ আমার পদ্যানুবাদিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ন্যায় আমার রামচরি নাটকাবলীকেও স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন।

দর্শনানন্দ এবং তৎসহ প্রাণানন্দ ও জ্ঞানানন্দ লাভের আশায় এই সক নাটক সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-রঙ্গভূমি (Bengal Theatre), জাতীয় রঙ্গভূমি (Nation Theatre) এবং অন্যান্য অনেকগুলি সখের থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে এক্ষণেও হইয়া থাকে। আমার অন্যান্য নাটকও বঙ্গ-রঙ্গভূমি প্রভৃতি নাট মন্দিরে অভিনীত হয়। আমি তজ্জন্য ঐ সকল রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষ এ অভিনেতৃসম্প্রদায়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

মহাষ্টমী।
১লা কার্ত্তিক—১২৯১

দশরথের মৃগয়া

বা

বালক সিন্ধুবধ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দশরথ। অন্ধমুনি। সিন্ধু। বিদূষক।
প্রহরী। সারথি। ভৃত্যগণ।

স্ত্রী।

কৌশল্যা। অন্ধমুনিপত্নী। সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজোদ্যান।

বিদূষক।

বিদূ।—চলাচলমিদং সর্ব্বং জঠরং যস্য স জীবতি।

অর্থাৎ—

সব চ'লে যায়,
কিন্তু পেট ভোরে যে খায়,
সেই বেঁচে যায়।
ম'লেও জীবন তা'র,
পেটটি ভরা যা'র।
সবি যায়, থাকে কি?
এই পেটের ভিতর দুধ ঘি।

দশরথের প্রবেশ।

বিদূ।—মহারাজ।—

দশ।—কি, বয়স্য?

বিদূ।—এখন ফল পাই কোথা?

দশ।—কি ফল?—কর্ম্মফল?

বিদূ।—পেট না ভোর্‌লে তাই বটে,
কিন্তু এ কলকে ফল দিতে
কোন্ ফল দি পেটে?

দশ।—এ উদ্যানে নানা জাতি গাছে
নানা ফল আছে,
ক্ষুধা শান্তি কর, ভাই!

বিদূ।—কিছু নাই—কিছু নাই,
সব ছাই—সব ছাই জঠর-অনলে,
গেল জ্ব'লে—গেল জ্ব'লে পেট,
হ'ন্তে নারি হেঁট—দাও, রাজা, ভেট
গরিব ব্রাহ্মণে আজ!

দশ।—যা'ব আজ সন্ধ্যার সময়
মৃগয়া করিতে।

বিদূ।—কোথা, মহারাজ?

দশ।—সরযূর তটে নিবিড় কাননে।
যাই নাই বহু দিন,
যা'ব আজ মৃগয়ার সাজ করিয়া ধারণ,
করিব নিধন হিংস্র পশুগণ।
হরিণ যদ্যপি পাই,
দিব, ভাই, আনিয়া তোমারে;
খেও পেট পূরে আশা মিটাইয়ে।

বিদূ।—জয়োস্তু—জয়োস্তু!

সাধের বস্তু লাভ হোক্,
ঘুচ্‌বে আমার পেটের শোক,
ব্রাহ্মণীকে দেবো খালি
হরিণের দুটো চোক।

দশ।—সে কি, বয়স্য?

বিদূ।—হরিণাক্ষী ব্রাহ্মণী আমার,
চোকে চোক বসাইব তাঁ'র,
মাংসপ্রিয় পেটটি আমার,
মাসে আশ মিটাইব তা'র।
শাস্ত্রে বলে—'যে যা'র প্রিয়,
তা'কে তা'ই দিও।'

দশ।—(সহাস্যে)—বেস্ ভাই!

বিদূ।—তবে এখন ঐ দিকে যাই,
যদি দু' একটাও ফল পাই।

[প্রস্থান।

দশ।—বেলাও অধিক নাই আর,
যাই এবে অস্ত্রাগারে,
মৃগয়ার উপযুক্ত খর শররাজি,
অসি, তূণ, তোমর, ধনুক
বাছি' বাছি' লই গিয়া।
ভাল কথা,
অন্ধকারে করিব মৃগয়া,
শ্বাপদের ছায়া না পা'ব দেখিতে,
কাজে কাজে নারিব বধিতে হিংস্র পশু।
সে কারণ, করিব ধারণ মহা অস্ত্র শব্দবেধী,
লক্ষ্য করি' শ্বাপদের স্বর,
এড়িব সে শর অন্ধকারে,
বিনাশিব অলক্ষিত পশু;
শব্দবেধী শ্রেষ্ঠ শর মোর।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

বিদূ।—দাঁড়ান্—দাঁড়ান্, মহারাজ!
একটা আছে মস্ত কাজ।

দশ।—আমায় কি?

বিদূ।—এই ব'লছি,—
আপ্‌নি যা'বেন শিকারে,
আমি থাক্‌বো কি কোরে?
আপ্‌না ছাড়া স্বর্গবাস
আমার পক্ষে সর্ব্বনাশ,
মহাত্রাস—হাঁস্‌ফাঁস!

দশ।—বড় ভালবাস মোরে।

বিদূ।—সে কথা আবার দু'বার কোরে?
(স্বগত)—
তোমায় যত ভালবাসি, পেট আমার সাক্ষী
পেটের তরেই খাঁচায় ঘোরে বনে ওড়া পক্ষী
সাধ কোরে কি তোমার সনে
যা'ব আমি নিবিড় বনে?
আমায় আশার মাচায় তুলে,
এসো যদি হরিণ ভুলে,
তা' হ'লেই যে খিদের চোটে
ম'র্‌বো আমি দম্ ফেটে!
"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ!"
(প্রকাশে)—
মহারাজ!
বর্ষাকালের বেলা
শীতের চেয়ে দ্বিগুণ;
সন্ধ্যে এসেও স'রে যায়,
পরিবকে সবাই বিগুণ।

দশ।—না না, ভাই, দেরি নাই,
অবিলম্বে অবলম্বি' বিশাল আকাশ
ভূতলে আসিবে সন্ধ্যা।

বিদূ।—হরিণ! এই বেলা খেয়ে নে ঘাস!

দশ।—এবে অস্ত্রাগারে যাই,
সারথির পাশে যাও তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজপথ।

কঞ্চুকী।

কঞ্চু।—বুড়ো হ'য়ে বেঁচে থাকা
আর বেঁচে ম'রে থাকা
দুই-ই সমান!

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদ।—কোথায় যান?
কঞ্চু।—অ্যাঁ?
বিদ।—বলি, কোথায় যান?
কঞ্চু।—আমার কালা কান?
তোমার ঠাকুরদাদাকে আমি ছেলেবেলা
ব'লতেম কালা;
তা'রি বুঝি শোধ নিচ্ছ এই বেলা!
বুড়ো ম'রে গিয়ে
তোমায় বরাৎ দিয়ে,
আমার বরাতে মাক্‌ছে ঢেলা।
এ কি তামাসা, বাপু?
এখনো দুধের ছেলে,
থাকবে কোলে;
তা' না হোয়ে
বুড়োর মত ঠাটা-ঢিলে
প্রাণের বুকে দিচ্ছ জ্বালা!—
খালি কালা—কালা—কালা!
।—আমি তো বলি নি কালা।
।—(সহাস্তে)—তুমি আমার শালা!
তা বেশ বেশ!—তুমি যে আমার নাতি!
ও ভাই!
নাত্‌বৌ দেখতে কেমন?
।—অগ্নি।
।—অ্যাঁ?—কি?—পেত্নী?
অমন কথা বোলতে নেই, নাতি!
নাত্‌বৌ শুনলে মারবে নাথি!

বিদূ।—আপনার নাত্‌বৌ কেমন বলুন।
কঞ্চু।—অ্যাঁ, নাতবৌর মুখখানি চাঁদের মতন?
তা' এতক্ষণ বোলতে হয়,
ঠাকুরদাদাকে এত ভয়?
ঠিক্ বোয়ে কি কেড়ে নিতেম?
আরো কত সাবাস্ দিতেম।
বিদূ।—তা' যাক্ এখন।
বোল্‌তে পারেন সারথি কোথা?
কঞ্চু।—ও!
আমার হাতে এ প্রসাদী তুলসীপাতা।
রাজার আজও ছেলে হোলো না,
তাই রোজ রোজ করি আনাগোনা
নারায়ণের মন্দিরে;
এক হাজার আট তুলসী দিয়ে শিরে,
ঠাকুরের কাছে বর চাই,
যেন শীগ্‌গির দেখ্‌তে পাই
রাজার চাঁদপারা ছেলে।
সন্ধ্যে হ'য়ে এলো,
এ তুলসী রাজাকে দিই গে যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ।—ভাল এক কালার পাল্লায় প'ড়ে,
চেঁচিয়ে গলা গেল ছিঁড়ে।
কথায় বলে—
"ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই।"
এও সেই;
রাজার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই,
পুষেছেন একটা কালা।
তাঁ'র কি বল?
আমারি যত জ্বালা।
বুড়োটা আমায় কোরে গেল জব্দ,
ভাঙা গলায় বেরোয় না আর শব্দ।
ওই যে সারথি যায়,
ওকে এখন কি কোরে ডাকি?
যা' হোক্, একবার হাঁকি।
(বিকৃত স্বরে)—

ও সারথি!—সারথি!—ও—থি!
আমর্,—কি জ্বালা,
কপালগুণে ওটাও কি কালা?
না, ওর দোষ কি, বাবা?
আমার গলাটাই বোবা।
ভাঙা গলায় চেঁচাই মিছে,
দূর হোক্ গে ছাই, যাই কাছে।
কি গেরো,
যতই কেন চেষ্টা কর,
কপালগুণে
ঘাসগাছটি দাঁড়ায় তালগাছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজান্তঃপুর।

কৌশল্যা ও সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।— (গীত)

গৌরী—দাদ্রা।

প্রেম যদি, সই, শিখ্‌তে হয়,
মানুষের কাছে নয়;
সাঁঝের রবি, প্রেমের ছবি,
প্রেমের আলো আকাশময়।
ঐ রবি, সই, প্রেমের খেলা,
খেল্‌চে কেমন সাঁঝের বেলা,
আধেক আঁধার, আধেক আলা,
কমল-বালা চেয়ে রয়;—
দূরে দু'জন, তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥

কৌশল্যা।— (গীত)

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

না না, সখি, এমন বোলো না,
এমন বোলো না,—আর এমন বোলো না।
প্রেমের মানুষ পেলে, পরে,
প্রেম আপ্‌নি এসে সোহাগ করে;
রবির প্রেমের প্রেমিক আছে,
আমি তো যাঁ'র ললনা—
তাঁ'র সনে, সই, আকাশ-রবির,
হয় কি প্রেমের তুলনা?
কমল-বালা রবির প্রেমে সুখী বটে, সই!
সাঁঝের রবি ডুবলে যখন্, তখন্ সুখী কই?
আমার প্রাণের প্রেমের রবি,
জানে না সে ছলনা॥

সখীগণ।— (গীত)

মিশ্র কালাংড়া—তেওট।

তোমার মনের কথা শুন্‌বো বোলে,
প্রেমের কথা শুন্‌বো বোলে,
আমাদের এই কথা তোলা।
আমরাও, সই, প্রেমের দাসী,
প্রাণ দিয়ে প্রেম ভালবাসি,
তাই তো তোমার কাছে আসি
শিখ্‌তে সাধের প্রেমের খেলা।
রাণী তুমি প্রেম-জগতে,
প্রেমের প্রজায় প্রেম্ শিখা'তে,
প্রেমিক রাজায় প্রেম্ বিলা'তে,
প্রাণ-ভোলা এই প্রেমের লীলা॥

১ম সখী।—সখি! ঐ তোমার প্রেমিক আস(
আমরা এখন যাই,
ফুলের মালা গেথে আনি,
আজ মনের সাধে
প্রেমিক প্রেমিকাকে ফুলমালায় সাজা'ব

[সখীগণের প্রস্থা(

দশরথের প্রবেশ।

কৌশল্যা।—প্রাণেশ্বর, ধনুঃশর ধর কেন আ(
ধরিয়াছ মৃগয়ার বেশ কি হেতু, প্রাণেশ?
অস্তাচলে চলে চল-রবি,
আরক্তিম ছবি শোভা পায়,
কুলায় পাখীরা ফিরে যায়;
আধ আলো, আধেক আঁধার

ঢালিয়া নামিছে সন্ধ্যা সতী ;
কোথা, পতি, যা'বে এ সময় ?
শ।—নৈশ মৃগয়ায় যা'ব আজ,
মৃগয়ার সাজ সে কারণ ;
না করিও ব্যাজ, প্রাণেশ্বরি !
ত্বরা করি' দাও হে বিদায়,
ফিরিব ত্বরায় পুনরায়।
ৌশল্যা।—সে কি, নাথ! এ কি কথা!
বরিষার নিবিড় নিশায়
শিকার-আশায় কেন মন ?
হিংস্র-জন্তু-সমাকুল বন
করিবে আকুল তোমা' প্রতিকূল ভাবে ;
কেন যা'বে এ হেন সময় ?
অসময়ে শ্বাপদ-শিকারে
আপদ বিপদ পাছে ঘটে।
কহি তাই, কাজ নাই অকাল-মৃগয়া।
।—কেন, ভীরু, ভাব ভয় ?
ক্ষত্রিয়ের কোন্ কালে অকাল সকাল ?
বিশেষতঃ রাজা আমি,
লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন
আমার জীবনে জীয়ে ;
কি করিয়ে বল তবে নির্জ্জীব সমান
ধরিব এ প্রাণ, প্রাণপ্রিয়ে ?
নানাবিধ বন্য পশু আসিয়া নগরে
গ্রাম্য পশু, নর নারী, বালক বালিকা
বিনাশে করাল গ্রাসে ;
ত্রাসে আর্ত্তনাদ করে জনে জনে ;
বাজে প্রাণে দারুণ আমার,
তেই প্রতীকার করিব, হৃদয়েশ্বরি !
শল্যা।—রাজার উচিত কাজ প্রজার রক্ষণ,
কন্তু, তা' বলিয়া
নয়ম লঙ্ঘন করা উচিত কি তব ?
আঁধার নিশায়
ক বা কবে যায় মৃগয়ায় ?
অন্ধকারে করিয়া সন্ধান, খরতর বাণ
ড়িয়া শ্বাপদ-প্রাণ কেমনে নাশিবে ?
ভয় আশে ফিরিয়া আসিবে ;
তেঁই বলি, কাজ নাই নিশায় শিকারে,
কালি দিবালোকে যেও, মহারাজ !
দশ।—হোক্ নিশা, তবু আশা পূরিবে আমার,
হের এই শব্দবেধী বাণ,
পশু-প্রাণ নাহি পা'বে ত্রাণ ;
শ্বাপদের শব্দ লক্ষ্য করি'
হানিব এ মহাশর,
মরিবে নিশ্চয় হিংস্র পশু ;
আশু শর ফিরিবে আবার মোর তূণে।
নাহি দিও বাধা
মন-সাধ সাধিতে আমার ;
পরীক্ষা করিব আমি আজ
কিবা কাজ করে শব্দবেধী।
কৌশল্যা।—কি বলিব আমি আর,
পুরুষের ইচ্ছা কোন্ কালে
নারীর বচনে ফিরে ?
কিন্তু, নাথ, মনে বড় ভয়,
আজ কি হ'তে কি হয় ;
অন্ধকারে অসাধ্য সাধন
বড় ভাল নয়।
দশ।—কেন, প্রিয়ে, পুন ভাব ভয় ?
নির্ব্বিঘ্নে আসিব ফিরি'।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

এই যে কঞ্চুকী উপস্থিত ;
বিষ্ণুপদপূজিত তুলসী
ধরি' শিরে যা'ব মৃগয়ায় ;
হরির কৃপায়
বাসনা পূরিবে অচিরায়।
কঞ্চুকী।—এ কি!—এ কি দেখি!—
ও মহারাজ! এ কিসের সাজ ?
মাথায় তাজ—হাতে ধনুক—
পাট্টাবাঁধা বুক—ভারী ভারী মুখ—
তূণপোরা বাণ—উঃ, বড় ধার—না ?
এটা কি হাতে ?

দশ।—তুমি আমি দুই জন।

বিদূ।—বড় অন্ধকার,
অন্ধকারে যাইব কেমনে?
আলোকধারীরা নাহি যা'বে?

দশ।—তামস-মৃগয়া ইচ্ছা মোর,
আলোকে নাহি কো প্রয়োজন।

বিদূ।—আলোক না হ'লে—

দশ।—(বাধা দিয়া)—আরে আলোক দেখিলে
পালাইবে নিশাচর পশু।
হের এই শব্দবেধী শর,
পরীক্ষা করিব এর আজি।

সারথির পুনঃপ্রবেশ।

সারথি।—আনিয়াছি সুসজ্জিত রথ,
মহারথ, কর আরোহণ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরযূতটস্থ অরণ্য—অন্ধমুনির কুটীর সম্মুখ।

(ঝড়, বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ)

সিন্ধু।

সিন্ধু।— (গীত)

মেঘ-মল্লার—জলদ-একতালা।

থর, হে বারিদ, মিনতি মোর,
ডেকো না গভীরে গরজি' ঘোর,
শিহরে প্রাণ, কাঁপে থর থর, ক্ষীণ শরীর হে—
বড় যে হ'য়েছি অধীর হে।
ভুলে যা চপলা, চমক চাহনি,
চোখে চেপে রাখ ভীষণ বাজ,—
তুই ঘুমাইলে, বাজো ঘুমা'বে,
তবু ও ঘুমা'বে আমা'না গো,—
ঝড়-পবন হে—
ভেঙো না দীনের কুটীর হে।

হা বিধাত! এ কি তব লীলা?
অন্ধ পিতা মাতা মোর,
আমিও বালক আজিও গো,
দীনগণে কেন এ যন্ত্রণা?
ঘোরতর বর্ষাকাল,
ডুবিল আরণ্য পথচয়,
মুষলধারায় ঢালে জল
মেঘদল দিবানিশি;
বজ্রের দারুণ ডাকে
থেকে থেকে চমকে পরাণ,
পূর্ব্ব-বায়ু বহে হুহু রবে,
কাঁপে অঙ্গ থরথরি';
তাহে পুন ঘোর অন্ধকার,
না পাই দেখিতে পথ ঘাট,
হায় হায়, এ কি ঘোর দুর্ঘট ঘটনা!
নাহি পেনু ফল মূল কিছু,
বর্ষা ঋতু মো'সবারে বাম।
না ডরি ক্ষুধারে আমি,
কিন্তু মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা
উপবাসে বড়ই আকুল;
কেন হেন প্রতিকূল হ'য়ে
অকূল পাথারে ডুবাইলে, বিধি?
সারা দিন ঘুরি' ঘুরি'
বৃথায় আইনু ফিরি';
আশায় ঘরিনু পুনরায়,
কিন্তু, হায়, আইল রজনী
মেঘের আঁধারে বাড়াইয়া নিজের আঁধার।
ফল-আশা হইল বিফল,
ভাগ্য-কমলকর্ণ এই কি রে!
এই তো কুটীর দেখা যায়
বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকে;
চমকে আমার প্রাণ এ কুটীর হেরি'!
হা পিত!—হা মাত!
কি বলিব তোমা দুই জনে!

(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপতন)

নেপথ্যে।—কোথা বাপ! কোথা সিন্ধু!
ডাকে মেঘ, হাঁকে বাজ,
কখন গিয়াছ বনে,
না ফিরিলে এখনো কি হেতু?

সিন্ধু।—হায় হায়, পিতা মাতা মোর
পুত্রস্নেহে কাঁদে ভীতচিতে!
দুর্যোগে বা বিষম বিপদে
স্নেহের বা মায়ার মূরতি
জীবন্ত হইয়া উঠে।
তাই কি বিধাতা!
আজি তব এ দারুণ খেলা?
হ'বে।
কিন্তু আমি শূন্য-করে
কি ক'রে বুঝা'ব ক্ষুধাতুর দোঁহাকারে?
(পুনর্ব্বার মেঘগর্জ্জন ইত্যাদি)

নেপথ্যে।—হায় হায়, এ কি আজ!
আয় আয় বাপ্ রে আমার!

সিন্ধু।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
কেন মা কাঁদি'ছ?
কেন পিতা কর হাহাকার?
আসিয়াছি—যাই যাই।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে।—সিন্ধু! সিন্ধু!
কেন বাপ্ বিলম্ব রে এত?

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—কুটীর।

অন্ধমুনি ও অন্ধমুনিপত্নী।

সিন্ধুর প্রবেশ।

অ-মু।—চির অন্ধ পিতা মাতা তোর,
চিরকাল চির অন্ধকারে কাটে কাল;
আঁখি-তারা-হারা হ'য়ে আছি,
কিন্তু বাপ, অন্তর-নয়নে
আমা দোঁহাকার তারা তুমি,
তোমাধনে হারা হ'য়ে
অন্তরেও দারুণ আঁধার
আকুল করিতেছিল দোঁহে।
আয় রে আলোক! আয় রে নয়নতারা!
আয় কোলে—আয় কোলে।

(হস্ত প্রসারণ)

সিন্ধু।—ক্ষুধায় আকুল তুমি, পিতা!
তপস্যায় জীর্ণ শীর্ণ অতি,
কাতর হইবে মোর ভারে,
কাজ নাই কোলে ল'য়ে,
তোমাদের সুত-স্নেহ-কোলে
দুলি আমি পলে পলে।

অ-মু-প।—বাবা!
ভিজেছে কোমল কায়,
ভিজেছে গৈরিক-বাস,
কেশপাশ জলভারে ভারী।
আয় আয় আঁচলে মুছাই বৃষ্টিবারি;
দৃষ্টি নাই—দেখিতে না পাই,
ব'লে দে, মুছাই আমি।

সিন্ধু।—না মা, থাক।
নিজে আমি মুছি নিজ দেহ।

অ-মু-প।—অন্ধের নয়ন!
জীবনের জীবন্ত জীবন!
এ কি কথা বল, বাপধন?
নিজে তুই মুছিবি শরীর তোর,
মা হ'য়ে সহিব আমি প্রাণে?

অ-মু।—সিন্ধু রে, বড়ই ক্ষুধিতা তোর মাতা,
বড়ই ক্ষুধিত আমি;
কি ফল এনেছ, বাবা,
দাও দাও আমা দোঁহে।

(হস্ত প্রসারণ)

সিন্ধু।—(স্বগত)—হা বিধাতা! এ কি হ'ল,
কি বলিয়া উত্তর দিব গো!
ক্ষুধায় কাতর পিতা মাতা;
অভাগা তনয় আমি,
নারিনু করিতে শান্তি দোঁহার ক্ষুধার!
কুক্ষণে পোহা'ল রাত,
পিতা যে পাতিল হাত,

কি দিব এ হাতে?
হা নিঠুর—হা নিঠুর বিধি,
এ কি হে তোমার বিধি?
ঘোর অবিচার—ঘোর অত্যাচার,
এই গুণে বড় তুমি!—ছি ছি!
কোন্ দোষে দোষী আমি?
কোন্ দোষে আমা হ'তে জনক জননী
পুত্র থাকিতেও পুত্রহীন?
আর মোর ভাই নাই,
কে বা আসি' এ দোঁহার ক্ষুধা নিবারিবে?
এক পুত্র হওয়া ভাল নয়,
বহুপুত্র বহুগুণে ভাল,
পিতা মাতা কষ্ট নাহি পায়।
এক পুত্র হওয়া চেয়ে অপুত্রক ভাল,
তা' হ'লে আজি রে
মা বাপের দারুণ যন্ত্রণা
দেখিতে না হ'ত চক্ষে,
বাজিত না মোরো বক্ষে বজ্রের ঝঞ্ঝনা!

অ-মু।—কই, বাপ্, ফল দাও?

সিন্ধু।—পিতা গো!

অ-মু।—কি বাবা?

সিন্ধু।— বেহাগ—(আলাপ)

পিতা, শরমে মরম ফাটে,
হৃদয়ে যাতনা ফোটে,
কি বোলে আজ—পিতা গো!—
কি বোলে আজ বুঝা'ব তোমায়?
বড় অপরাধী আমি আজ,
কেন না শিরে পড়িল বাজ!
এ ছার জীবনে কি বা কাজ?
কেন মা আমার মরণ হোলো?
কেন না বাতাসে মিশিয়ে গেলো
আমার এ ছার প্রাণ!
ছি ছি, আমি মহাপাপী,
আমার মতন—পিতা গো!—
কেহ নাহি পাপী আর,
ধিক্ ধিক্ মোরে শত বার।

অ-মু।—কেন হেন আত্মনিন্দা?
কেন, পুত্র! এত যে বিষাদ?

সিন্ধু।—সিন্ধুমুখী-টোড়ী-ভৈরবী—(আলাপ)

বিধি মোরে বড়ই বাম,
পূরিল না মোর মনস্কাম।
প্রাণপণে কত বনে বনে
ভ্রমিনু ফল অন্বেষণে;
একটিও ফল পেনু না, পিতা!
বিফল হোয়ে আইনু ফিরে,
হায় হায়, পিতা, কি হ'বে গো!
ছি ছি, আমি কি করিনু আজ,
ক্ষুধিত পিতায়—ক্ষুধিতা মাতায়
উপবাসী আজ থাকিতে হোলো!
আহা, এতও আমার কপালে ছিলো!
পিতা! পুত্র নহি আমি—শত্রু তোমাদের,
আমা হ'তে পেলে ক্ষুধার জ্বালা!
পূর্ব্বজন্মে আমি কৈনু কত পাপ,
তেঁই তোমা দোঁহে দিনু পরিতাপ!
অহো, এই পাপে পুন—পিতা গো!—
না জানি কি ঘোর নরকে যা'ব।

অ-মু-প।—বাবা!
পাও নাই ফল,
কেন রে চঞ্চল সে কারণ?
অঞ্চলের ধন!
তুমি যে এসেছ ফিরে ফের,
এই আমাদের ঢের।

সিন্ধু।—মা গো!
স্নেহময়ী মাতা তুমি,
স্নেহময় পিতা মোর,
স্নেহের বন্ধনে আছ বাঁধা,
এই সে কারণ, এ হেন বচন বল,
কিন্তু, মা!
উপবাসী রাখি' তোমা দোঁহে
নারি যে তিষ্ঠিতে আমি;
প্রাণ মোর বড়ই আকুল,
অকূল বিষাদ-সিন্ধু
পলে পলে ডুবায় আমা'।

মা আমার!—কি ক'বে, মা!
এখনো অনেক রাত আছে।

অ-মু-প।—থাকুক অনেক রাত, কিছু ক্ষতি নাই,
ঘুমাইলে প্রভাত হইবে।
প্রভাতে আনিয়ে দিও ফল।

সিন্ধু।— মিশ্র-খট্—(কীর্ত্তনাঙ্গ)

না, মা, আমায় কোরো না বারণ,
আবার আমি যা'ব মা, বনে;
আঁধারে আঁধারে, এ ধারে ও পারে
খুঁজিয়ে দেখি—
আর একবার খুঁজিয়ে দেখি,
হয় তো এ বার—ও মা!—
ফল দেবে বনের দয়াল শাখী।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অ-মু-প।—না না, বাছা, গিয়ে কাজ নাই,
চল যাই কুটীর ভিতরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরযূ তটস্থ অরণ্য।

দশরথ ও বিদূষক।

বিদূ।—মহারাজ!—ও মহারাজ!
বড় অন্ধকার!
চোখে দেখ্‌তে পাই নে কিছু,
কি আগু—কি পিছু
সমান চারি ধার।
আমার বড় ভয় হ'চ্চে,
কে যেন ছুটে আস্‌চে;
কে জানে
কে কা'কে আজ করে শিকার।
ও মহারাজ!—কি হ'বে?

দশ।—কি হেতু চীৎকার কর, ভাই?
পালাইবে সব পশু।

বিদূ।—সাধে কি চেঁচাই,
চেঁচানি যে আপনি আসে,
অঙ্গ আমার কাঁপে ত্রাসে,
ভঙ্গ দিয়ে যাই।

(পলায়নোদ্যোগ)

দশ।—(হস্তধারণ করিয়া, সহাস্যে)—
কেন এত ভয়ে ভীত?
শান্ত কর চিত;
সশস্ত্র নিকটে আছি; কোন ভয় নাই।

বিদূ।—না, আমি যাই।

দশ।—তবু ওই কথা।

বিদূ।—তা'র সেখানে হাত
যা'র যেখানে ব্যথা।

দশ।—কই, পেটে তো হাত নাই!

বিদূ।—পেট কি আর আছে?
আঁৎকে উঠে শুকিয়ে গেছে।
ব্যথা এখন প্রাণে,
প্রাণ বাঁচ্‌লে তো পেট?
ও সারথি!

দশ।—আবার চীৎকার?

বিদূ।—তা' কি ক'র্‌বো বলুন?
আপনিও সঙ্গে চলুন,
মৈলে ব্রহ্মহত্যা হ'বে।
ব্রাহ্মণীর আর যে কেউ নাই!
কি হ'বে—অ্যাঁ!—তাই তো—কি করি—
মহারাজ! আমি যাই।

দশ।—কোথা যা'বে, ভাই?

বিদূ।—পালাই।

দশ।—কাছে আছি, তবু এত ভয়,
একাকী কিরূপে যা'বে?

বিদূ।—অ্যাঁ!—তাই তো,
তবে কি হ'বে?
থাক্‌তেও নারি—যেতেও নারি,
কেন এলেম ছাই, এমন যমের ঠাঁই।

দশ।—কেন তবে এসেছিলে, ভাই?

বিদূ ।—পোড়া পেটের দায়,

পোড়া জিবের দায় ।

এ যাত্রা যদি বাঁচি,

তবে বাড়ী গিয়ে; আগুন দিয়ে

পেট ব্যাটাকে

পোড়াবো—পোড়াবো—পোড়াবো ।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ও বাবা ! ওই বুঝি আসে,

এই বুঝি গিলে খেলে !

যা' ভেবেছিলেম, তাই,

আর কাজ নাই ;

আপনি থাকুন—আমি যাই ।

দশ ।—যাই যাই কর শুধু, কিন্তু কোথা পথ ?

বিদূ ।—আপনার রথ ।

রথে চোড়ে লুকিয়ে থাকি,

চোক বুজে আপনার শিকার দেখি ।

দশ ।—যাও তবে ।

বিদূ ।—একলার কর্ম্ম নয়,

বড় ভয়, কি জানি কি হয় ।

আপনিও আসুন,

আপনার হাত ধোরে পালাই কস্ কোরে ।

(হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

[উভয়ের প্রস্থান ।

কুম্ভহস্তে সিন্ধুর প্রবেশ ।

সিন্ধু ।— (গীত)

মিশ্র-পাহাড়ী – জলদ্ একতালা ।

ফল-আশী, আমি বনবাসী,

একটিও ফল পেলেম্ না রে !

বনবাসী তরুলতা, বনবাসীর প্রাণের ব্যথা,

আপন প্রাণে বুঝ্ লে না রে !

কেন কেন ওরে তরুলতা, দিলি নি ফল ?

সাধ কি তোদের দেখ্ তে আমার নয়নে জল ?

আহা, থাকৃতে তোরা ক্ষুধায় মারা বাপ মা আমার,

অন্ধ আঁখি লোরে ঝরে ঝর ঝর অনিবার,

এ দেখেও দয়া হোলো না রে ;

দাতা হোয়ে কৃপণ হ'লি, এ দুখ আর বুঝ্ বো কা'রে ?

ফলাভাবে জলপান,

আমা হ'তে মোর পিতা মাতা

এত ব্যথা পাইলেন প্রাণে ।

ধিক্ মোরে !

কি করি ; উপায় নাই আর,

সরযূর বারি ভরি' অবিলম্বে যাই ।

(অগ্রসর হওন)

সলিলে কি ক্ষুধা যায় ?

হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা !

বিধাতা হে, ভাল দয়া দেখাইলে আজ !

(পুনরগ্রসর হওন)

ললিত—(আলাপ)

আহা, বিধি, এ কি লীলা তোমার,

ক্ষুধানলে জ্বলে পিতা মাতা আমার ।

দয়াল নামের এ কি খেলা হে ?

নামে দয়াল, কাজে অবহেলা হে !

শুনি, তুমি নাকি সবার পিতা,

জীবের ব্যথায় পাও হে ব্যথা,

জীবের তুমি অন্নদাতা—দয়াল বিধি হে ?

জীবের তুমি জীবনদাতা,

এই কি, প্রভু, প্রমাণ তা'র ?

ক্ষুধায় মরে পিতা মাতা আমার !

আহা, দয়াল হ'য়ে কেন হোলে নিদয়,

কি কঠিন, বিধি, তব হৃদয় !

না না, বিধি ! কি দোষ তোমার ?

আমিই অভাগা ভুবন মাঝার ।

কাজ নাই আর এ ছার প্রাণে,

পিতা মাতার প্রাণ যা'বার আগেই

সরযূর নীরে ডুবিয়ে মরি ।

(পুনরগ্রসর হওন)

না না, আমি কেমনে মরি ?

আমি মরিলে—ওহে দয়াল বিধি !—

অন্ধ পিতা মাতা মরিবে আমার ;

না না, আমি মরিব না,

আত্মঘাতী হ'য়ে মরিব না,

প্রাণ থাকিতে মা বাপের প্রাণ

কাল-সাগরে কেমনে ডুবাই ?

দেখি, আর যদি কেউ দয়াল থাকে,
ফল ভিক্ষা তরে ডাকি তাকে।

রজনি গো! জেগে ওঠ্,
দে মা ডেকে প্রভাত-রবিরে,
জনক জননী মোর ক্ষুধায় আকুল,
দে মা কূল বিপদ-পাথারে।
বিধি-বিধি নারিবি নাড়িতে,
শাজা দিবে সে নির্ম্মম রাজা,
সেই ভয়ে অসময়ে না চাস্ জাগিতে?
কেন ভয় কর, মা আমার?
সে বিধি নিজের বিধি যে কালে লঙ্ঘিল,
সে কালে কিসের ভয় তোর?
ক্ষুধার জ্বালায় জীব-হত্যা হয়,
তা'ও সয় যে বিধির প্রাণে,
তা'র বিধি কে চায় পালিতে?
জাগ মা যামিনীদেবি!
জাগ মা!—জাগ মা!
আমার মায়ের মত স্নেহ
তোর প্রাণে নাহি কি, মা?
আছে—আছে,
নহিলে অসংখ্য পুত্র তোর স্নিগ্ধ কোলে
বিভোরে ঘুমায় কেন?
অনন্তের স্নেহ ঢালি' মা ঢলি', জননি!
দিনমণি উঠুক গগনে,
উঠুক আলোক-রেখা,
যা'ক্ দেখা অরণ্য-ভাণ্ডার,
চাহি যাহা খুঁজি' বনে বনে,
আনি আমি ফলভার,
কই কই, রজনি মা, জাগিলি না?
এ সংসারে সবাই নির্ম্মম,
দরিদ্রের বন্ধু কেহ নাই?
জানিতাম আমি—
লোকালয়ে স্বার্থপরতার স্রোত বয়,
অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরের কাজ,
অধর্ম্ম, অন্যায়-নীতি লোকালয়ে চলে,
নির্জ্জন অরণ্যদেশে সে সকল নাই,
কিন্তু আজ সে ভ্রম ঘুচিল মোর,
বুঝিলাম—
লোকালয় আর অরণ্য সমান;
নির্ম্মম ধাতার রাজ্য কি না!
এ কি!—এ কি হ'ল!—
বাম চক্ষু নাচে কেন?
হা অদৃষ্ট! জলও কি পা'ব না?

[প্রস্থান।

দশরথের পুনঃপ্রবেশ।

দশ।—ক্রমেই রজনী বাড়ে,
তবু কই কোন ঠাঁই নাহি দেখি কিছু,
আরণ্য বরাহ, করী, মহিষ, শার্দ্দূল,
মৃগ বা অপর জন্তু না আসে এ ধারে।
বৃথা এনু শ্রম করি'
বৃথা কষ্ট পেয়ে অপেক্ষায় আছি শুধু।
আরো কিছু ক্ষণ দেখি
গোপনে নীরবে থাকি' বৃক্ষের আড়ালে।

(নেপথ্যে কুম্ভে জলপূরণের শব্দ)

ও কি শব্দ?
হস্তী বুঝি নামিয়াছে সরযূর জলে।
তটের চৌদিক স্তব্ধ,
দূর হ'তে আসে শব্দ।
ঠিক ঠিক্—করীই করিছে জলপান।
অন্ধকারে নাহি দেখা যায়
কৃষ্ণকায় করীর শরীর,
নীরবে শুনি শুধু।
ওই শব্দ লক্ষ্য করি'
শব্দবেধী এড়ি এই বেলা।

(শব্দবেধী শর ত্যাগ)

নেপথ্যে।—হা!
কে হানিল হেন শর বুকে মোর!
কে বধিল মোরে!
হা পিতা!—হা মাতা!

দশ।—(চমকিয়া)—এ কি!—এ কি সর্ব্বনাশ!
কি করিনু আমি!
পশুভ্রমে বিঁধিনু কাহারে!
যাই যাই—দেখি দেখি।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সরযূ-তট।

জলসন্নিকটে শরবিদ্ধবক্ষে সিন্ধু পতিত।

দশরথের প্রবেশ।

দশ।—হায় হায়, কি করিনু!
করিভ্রমে বধিলাম ব্রাহ্মণ-বালক!
সিন্ধু।—কে তুমি গো অস্ত্রধারী?
দশ।—ব্রহ্মঘাতী ক্ষত্রকুলাঙ্গার,
মহাপাপী ঘোর নরাধম।
সিন্ধু।—আত্মনিন্দা কেন আর?
কহ সত্য আত্মপরিচয়,
কে তুমি মৃগয়া-বেশধারী?
দশ।—নির্ম্মম পাতকী দশরথ।
সিন্ধু।—অযোধ্যার রাজা দশরথ?
দশ।—ব্রাহ্মণকুমার! আর রাজা নই,
নীচ নীচ—অতি নীচ ব্যাধ আমি,
অস্পৃশ্য নিরয়গামী আমি।
সিন্ধু।—মহারাজ!
দরিদ্র তাপস-পুত্র আমি,
পিতা মাতা মোর পিয়াসে কাতর অতিশয়,
এ কাল রজনীকালে
কোলশূন্য করি' দোঁহাকার
আইনু সরযূ-তটে
ঘট ল'য়ে করে জল লইবারে;
হের এই পড়ি' পূর্ণ ঘট।
চিরবনবাসী আমি, বন্য ফল খাই,
করি নাই কা'রো অপকার,
প্রতিকূল নহি কা'রো প্রতি;
চিরকাল জটাজাল শিরে ধরি,
গাছের বল্কল পরি,
কেন তবে হানিলে এ শর
হৃদয়ে আমার, মহারাজ?
মরি আমি, ক্ষতি নাই তায়,
জন্মিলে মরণ সুনিশ্চয়,
কিন্তু, হায়, অন্ধ পিতা মাতা
মোর শোকে না জানি কি হ'বে!
দেখিতেছি এবে
দারুণ দুর্দ্দশাজালে জড়িত হইয়া
কাঁদিবে লুটিয়া দোঁহে হাহাকার করি'।
মরুভূমে জলাশয় সম,
অন্ধকারে আলোক সমান,
অকূল সাগরে দ্বীপ সম
ছিনু আমি সে দোঁহার;
একমাত্র পুত্র আমি,
কেহ আর তাঁহাদের নাই,
ভাবি তাই, হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে
মহারাজ! শুধু আমি নই,
এক বাণে তিন জনে করিলে সংহার!
দশ।—ধিক্ রে—ধিক্ রে দশরথ,
কি কুকাজ কৈলি আজ সরযূর তীরে!
ব্রাহ্মণবালকে শাণিত শায়কে
দেখাইলি আলোকে আঁধার!
হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে!
সিন্ধু।—হা পিতা! হা মাতা!
নারিনু অন্তিমকালে হেরিতে চরণ দু'টি,
এই দুঃখ র'য়ে গেল মনে!
ওহো, না পারিনু দিতে তোমা দোঁহে
এক বিন্দু পিপাসার বারি,
মরিনু অকালে শর-ঘায়!
হায় হায়, মা গো!
উহু, বড় যে যন্ত্রণা!
দশ।—মুনিপুত্র! করিবে কি জলপান?
সিন্ধু।—পিপাসায় পিতা মাতা বড়ই আকুল,
তাহে সারাদিন উপবাসী,

কি সাধে পিয়িব বারি ?
না পিয়িব জল আর,
শুষ্ককণ্ঠে যাক্ প্রাণ।
পিতা গো! মাতা গো!
আমার আশায় আছ দু'জনায়
চাপিয়া তৃষায়,
কিন্তু বিফল—বিফল,
কে আর যাইয়া দিবে জল!
ওহো—বড়ই যন্ত্রণা বাড়ে,
নিশার আঁধার আরো যে আঁধার হেরি,
কি করি—কি করি,
মরি মরি!—বুক যে গেল রে!

দশ।—হায় হায়, ক্রমে ক্রমে অবসন্ন কায়,
ক্রমে বাক্য হ'ল ভাঙা ভাঙা,
ক্রমে শ্বাস ক্ষীণ ক্ষীণতর,
বড়ই কাতর বিপ্রসুত,
ওতপ্রোত দারুণ জ্বালায়!
হা বিধাত!
এ সময়ে কি উপায় করি ?
দাও হেন জ্ঞান মোরে
যাহে প্রাণ পায় অচিরায়
ব্রাহ্মণকুমার এই যাতনা হইতে।

সিন্ধু।—মহারাজ! প্রাণ যায়,
মর্ম্মস্থান গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
বাড়িয়া বাড়িয়া উঠে জ্বালা;
বড়ই অসহ্য—উহু!

দশ।—কে আছ—কে আছ হেথা,
এস ছুটি' ত্বরা করি';
যে জন বাঁচা'বে এই ব্রাহ্মণবালকে,
অযোধ্যা করিব তাঁ'রে দান,
দশরথ হ'বে তাঁ'র দাস।

সিন্ধু।—মহারাজ!
খোল খোল শল্য অচিরায়,
যাতনায় প্রাণ যায়।

দশ।—ভয় হয়, কি জানি কি হয়,
কেমনে খুলিব শল্য!
অমূল্য জীবন যায় পাছে,
ব্রহ্মহত্যা করিব কেমনে!

সিন্ধু।—মহারাজ, না ভাবিও মনে
ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলি'।
ব্রাহ্মণ নহি গো আমি,
বৈশ্যের ঔরসে আর শূদ্রার উদরে
জনম আমার।
কর প্রতীকার, তোলো খরধার মহাশর,
আমি বড়ই কাতর।

দশ।—ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে আমায়,
এ কোমল কায়ে বিঁধিনু এ খর বাণ,
নিরীহের লইলাম প্রাণ!
ছি ছি, কি করিনু—কি করিনু,
বিনাশিনু বালক তাপসে,
ভাসাইনু শোকের পাথারে
ইহার সুপূজ্য বাপ মায়ে।
আর না ধরিব ধনুর্ব্বাণ,
কোন অস্ত্র এই পাপ করে
না ছুঁইব কভু আর।
দূর হোক্ পাপ অস্ত্র।
(ভূতলে ধনুর্ব্বাণ ইত্যাদি নিক্ষেপ)
ধিক্ ব্রহ্মঘাতী দশরথ!

সিন্ধু।—দৈবের ঘটন না হয় লঙ্ঘন, মহারাজ!
যা' হ'বার হইয়াছে, কেন অনুতাপ ?
তব অস্ত্রে মৃত্যু মোর লিখিলা বিধাতা,
পূরিল সে ইচ্ছা তাঁ'র।
না কর বিলাপ আর, রাজা!
না জানিয়া হানিয়াছ শর,
কেন গো কাতর তবে ?
যা' হ'বার তাই হয় এ বিশ্বমণ্ডলে;
কর্ম্মফল ফলে সুনিশ্চয়,
তেঁই মোর অকাল মরণ।
এবে এক কাজ কর,
খর শল্য বক্ষ হ'তে তুলি'
ল'য়ে চল মোরে মোর মা বাপের পাশে,
মোর আশে আছে দোঁহে কুটীর-মাঝারে।

এই সরু পথ ধরি' চল ত্বরা করি',
পা'বে মোর পিতার আশ্রম।
সাবধান, সাবধান,
প্রসন্ন করিতে তাঁ'রে না করিও ত্রুটী।
বিভ্রাট না ঘটে যা'য়,
এ হেন উপায় করি' চল তাঁ'র পাশে।
রাজা তুমি, রাজবুদ্ধি ধর,
বুঝিয়া পিতার কাছে তুলিও এ কথা।
বিলম্বে বিপদ পাছে ঘটে,
তোলো শল্য ধীরে ধীরে।

দশ।—বিধাতা,
রক্ষা কর—রক্ষা কর তাপস-জীবন।

(সিন্ধুর বক্ষঃ হইতে শব্দবেধী অস্ত্র উত্তোলন)

সিন্ধু।—উহুহু! বাজিল বড় বুকে,
যাই, রাজা! উহু—প্রাণ যায়,
মা গো!—হা পিতা!—নারায়ণ!

(মৃত্যু)

দশ।—হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,
স্পন্দহীন হইল শরীর;
না বহে নিশ্বাস নাসিকায়;
ক্ষতমুখ হ'তে
বহে স্রোতে
শোণিতের ধারা;
আঁখি-তারা পড়িল উলটি';
লুটায় নবীন জটা পঙ্কিল মাটীতে;
হায় হায়, প্রাণশূন্য কায়
মুনিসুত মম খর শরে!
অফুটন্ত ফুল হইল নির্ম্মূল
দশরথরূপী বিষ-কীটের দংশনে!
হা বিধাতা, এ কি হ'ল,
কেন পাপী দশরথে করিলে সৃজন?
ঋষি-হত্যা-পাপে
না জানি যাইব কোন্ ভীষণ নরকে!
যাই যা'ব, ক্ষতি নাহি তা'য়,
পাতকের শাস্তি ভোগ অবশ্যই হয়,
কিন্তু এই বড় দুঃখ মনে—
তাপসদম্পতি দুই জনে
পুত্রহারা হ'য়ে শোকতাপ স'য়ে
বাঁচিবে কেমনে।
তৃষ্ণার সলিল লইয়া ফিরিবে পুত্র,
এই আশা করি' আছেন উভয়ে;
স্নেহের হৃদয়ে পা'বে ব্যথা
মোর মুখে শুনিলে এ কথা,
মহাবজ্র বুকে পড়িবে সে দোঁহাকার,
দারুণ চীৎকার হাহাকার
অরণ্য-মাঝারে উঠিবে রে!
তাঁহাদের জীবনের ধন
দিনু বিসর্জ্জন কালের সাগরে;
কি কাল রজনী এল আজ!
হায় হায়,
কেন না শুনিনু আমি কৌশল্যার কথা?
কেন এনু কাল মৃগয়ায়!
আশায় অঙ্কিল দুর্ঘটনা!
আমৃত্যু যাতনা ভুঞ্জিব রে!
কোন্ মুখে ফিরে যা'ব অযোধ্যা নগরে!
অযোধ্যাবাসীরে
কিরূপে বলিব কৈনু তাপস-সংহার!
ধিক্ ধিক্ দশরথ!
না রাখিব পাপ দেহ আর,
সরযূ-সলিলে ত্যজি প্রাণ,
পাপ-কর্ম্ম-পরিণাম এই।

(কিয়দ্দূর অগ্রসর হওন

অহো, কোথা যাই?
ঋষিকুমারের মৃত কায়
কেমনে রাখিয়া এই ঠাঁই
ডুবিব সরযূ-জলে?
পালি ঋষিকুমারের বাণী,—
অগ্রে ল'য়ে এ পবিত্র দেহ
তাপস তাপসী পাশে যাই,

বুঝাই ধরিয়া পদ দু'টি ;
তা'র পর
মম এই পাপ কলেবর ত্যজিব সরযূ-জলে।

[সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া
দশরথের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে অন্ধমুনির কুটীর।

অন্ধমুনি ও অন্ধমুনিপত্নী।

অ-মু।—তাপসি! বড় যে বিলম্ব হয়,
কত দূর গেল সিন্ধু ?
জল সম জলও কি ভাগ্যে নাই আজ ?

অ-মু-প।—সরযূ তো বহু দূর নয়,
পথ-ভ্রম হ'ল কি আঁধারে ?
কিছুই না বুঝি।
নিষেধিনু তোমা—
কাজ নাই পাঠা'য়ে সিন্ধুরে,
পিপাসা চাপিয়া কষ্টে যাপহ যামিনী।

অ-মু।—আমি তো বারণ কৈনু,
না শুনিল বচন আমার,
'এখনি আসিব' বলি' গেল,
না এলো এখনো কি কারণ ?

অ-মু-প।—চুপ কর,
ওই বুঝি আসে যাদুধন,
পদশব্দে মর্ম্মরি'ছে পাতা ;
ক্রমে শব্দ সন্নিকট—আরো কাছে শুনি,
আয় আয়, যাদুমণি!

(সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দশরথের
প্রবেশ ও স্বীয় উত্তরীয় ভূতলে
বিছাইয়া তদুপরি মৃত-
দেহরক্ষা।)

অ-মু।—কেন, বৎস, বিলম্ব রে এত ?
বড় তৃষ্ণা—দাও জল,
আমাদের জীবন-সম্বল তুই একা ;
উচিত কি থাকা এতক্ষণ ?
কোথায় খেলিতেছিলে ?
কেন ভুলেছিলে বাপ্ মায়ে ?
তোমা বিনে মোরা দুই জনে বড়ই কাতর,
কত কি ভাবিতেছিনু মনে ;
মা তোর কাঁদিয়া কত বার
ফুকারিল সিন্ধু সিন্ধু বলি'।

অ-মু-প।—বাপ্ রে আমার,
কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি,
তেঁই তুই বিলম্বিলি এত ?
আয় কোলে, প্রাণের কুমার!

অ-মু।—কই, বাছা, এখনো যে আমার বচনে
উত্তর না দেহ তুমি ?
ধিক্ মোরে,
কেন তোরে পাঠাইনু জল আনিবারে।
বড় কষ্ট পেয়েছ রে
অন্ধ পিতা অন্ধ মাতা তরে।
আর তোরে পাঠা'ব না,
কোলে করি' রাখিব নিয়ত ;
মৌনব্রতে থেক' না রে আর।
আয় কাছে—আয় সিন্ধু,—আয় ত্বরা।

(হস্ত প্রসারণ)

দশ।—হায় হায়, কি দিব উত্তর!
কাতর দম্পতি করে আকুলি বিকুলি,
বুঝা'ব কি বলি' দোঁহে!
না জানি, আমার কণ্ঠস্বর
কি বিভ্রাট ঘটা'বে এখনি!
কি কাল রজনী আজ!
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
কাঁপি'ছে হৃদয় মোর,
ঘোর অন্ধকার আরো ঘোর হইল রে!

অ-মু।—এখনো এলি না কোলে,
জল পাও নাই বলি'

লজ্জায় না কহ কথা বুঝি ?
কাজ নাই জল,
তৃষ্ণা মোর গিয়াছে মিলিয়া।
আয় রে ধাইয়া কোলে, বাছা !

দশ।—তপোধন !
তব পুত্র নহি আমি,

অ-মু।—এ কি রে ছলনা, সিন্ধু ?
কণ্ঠস্বর অন্যরূপ করি'
এ কি রে চাতুরী-খেলা ?
কেন, বাপ্ ! হেন ভাবে ভাবাস্ আমারে ?

দশ।—সত্য কহি, মুনিবর !
তোমার কুমার নহি,
ক্ষত্রিয়বংশীয় আমি—নাম দশরথ।

অ-মু।—কে দশরথ ?

দশ।—অযোধ্যানিবাসী।

অ-মু।—অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ ?

দশ।—আপনার দাস আমি।

অ-মু।—মহারাজ !
দেখেছ কি আমার কুমারে ?

দশ।—(স্বগত)—পাপ জিহ্বা !
কি বলি' উত্তর দিবি এবে ?
ভেবে যে উড়িল প্রাণ !

অ-মু।—চেন না সিন্ধুরে বুঝি,
তেঁই নিরুত্তরে আছ, রাজা, দাঁড়াইয়া ?
একটি বালকে তুমি
দেখেছ কি এই কতক্ষণ ?
নব জটাজাল শিরে, বল্কল পরণে,
শূন্য বা সলিলপূর্ণ মৃণ্ময় কলস
আছে তা'র করে।

দশ।—তপোধন !
ভস্ম কর মোরে,
না চাই ধরিতে পাপ প্রাণ ;
মৃগয়া করিতে এনু সরযূর তীরে
নিবিড় আঁধারে আজ ;
শব্দ শুনি' শব্দবেধী শর এড়িনু আঁধারে ;
পরক্ষণে উঠিল কাতর রব,
চমকিনু প্রাণে,
চলিনু সন্ধানে তাড়াতাড়ি,
দেখিলাম,
যায় গড়াগড়ি একটি বালক।
জিজ্ঞাসিনু নাম ধাম,
জানিলাম, তোমাদের—
আর না বলিতে পারি,
জিহ্বায় বাধি'ছে কথা,
বড় ব্যথা হৃদয়ে আমার !
ভস্ম কর মোরে, মুনি !

অ-মু।—কি কহ, ভূপতি !
বুঝিতে না পারি কিছু !

দশ।—তোমাদের হৃদয়ের ধন
দি'ছি বিসর্জ্জন কালের সাগরে !

অ-মু-প।—সিন্ধু বেঁচে নাই !
বাপ্ রে আমার—বাপ্ রে আমার !
কোথা তুই !
ওগো কি হ'ল আমার !
সিন্ধু রে !

(মূর্চ্ছা।

দশ।—(স্বগত)—হায় হায়, এ কি হইল রে !
সিন্ধু যা বলিল, তাই বুঝি বটে—
এক বাণে তিনের মরণ !
কি করিলি— কি করিলি, দস্যু দশরথ !

অ-মু।—কি কাজ করিলে, রাজা !
অন্ধের নয়ন কেড়ে নিলে !
প্রাণ-ঢাকা রত্ন মোর
ডুবাইলে অতল সাগরে।
সিন্ধু রে !—সিন্ধু রে।
কি হ'ল রে—কি হ'ল রে !
কোথা গেলি !—কোথা গেলি !
হায় হায়,
আয় আয় ফিরে আয়,
একবার পিতা ব'লে ডাক !
মহারাজ !
কোথা মোর সিন্ধু ?

দশ।—মুনিবর!
বড় ভয় মনে,
শ্রীচরণে করি নিবেদন,—
আনিয়াছি স্কন্ধে করি' তনয় তোমার,
প্রাণহীন মৃতকায়।

অ-মু।—হায় হায়, এ কি, হে বিধাতা!
অন্ধভাগ্যে এত বিড়ম্বনা,
অন্ধভাগ্যে দারুণ যন্ত্রণা লিখেছিলে!
সিন্ধু রে!—

(ভূতলে পতন)

অ-মু-প।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কে কোথায় আছ,
বল বল কোথা বাছা মোর!
একবার কোলে ল'ব,
দাও আনি' সিন্ধুরে আমার,
দাও কোলে একবার।

দশ।—মা গো!
মহাপাপী দশরথ
আনিয়াছে সিন্ধুরে তোমার।

অ-মু-প।—কই কই, বাছা কই?
দাও কোলে—দাও কোলে।

(সিন্ধুর দেহ স্পর্শ করিয়া)—

ওগো, এ কি গো,
নিশ্চল শরীর,
নাসিকায় নিশ্বাস না বয়,
চাঁদমুখে নাহি সাড়া,
মা ব'লে ডাকে না মোরে!
সিন্ধু রে, এ কি হ'ল তোর,
এ কি হ'ল মোর,
কি হ'ল পিতার তোর আজ,
বিনা মেঘে নিদারুণ বাজ পড়িল রে!
কোথা গেলি অঞ্চলের ধন!
কোথা গেলি নয়নের মণি!
কোথা গেলি অন্ধের ভরসা!
কোথা গেলি ফেলি' বাপ মায়ে
পুত্রশোক-অপার-সাগরে

বাছা রে, চক্ষু নাই,
দেখিতে না পাই মুখখানি
কেমন হ'য়েছে বিষবাণে,
এই দুঃখ বড় বাজে প্রাণে!
বাছা রে, বাছা রে,
বাপ্ রে আমার!
অভাগীর গর্ভে তুই কেন জন্মেছিলি!

অ-মু।—হা হা সিন্ধু!
ইন্দুমুখে পিতা বলি' ডাক একবার;
কেন রে ভূতলে পড়ি'?
ক্রোধে কি রে গড়াগড়ি দাও?
তোর কাছে আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি,
তবে তোর মা'র সনে কথা ক'রে।
একবার চা' রে মুখ পানে,
প্রাণে ব্যথা দিস্ না রে আর!
বাপ্ রে আমার,
কে আর রজনীশেষে সুমধুর স্বরে
শুনাইবে মোরে শাস্ত্রপাঠ!
সন্ধ্যাবন্দনাবসানে
অনলে আহুতি করি' দান,
কে আর করা'বে মোরে স্নান!
হা রে হা রে অন্ধের সম্বল!
ফল জল কে দিবে রে এবে
অন্ধ বাপ মায়ে তোর ক্ষুধার সময়?
সিন্ধু রে,
যাস্ নি—যাস্ নি ছেড়ে,
বাঁচিব না তোরে হারা হ'য়ে,
হৃদয়ে না স'বে তোর শোক!
অনাথ অনাথা হ'য়ে
কেমনে রহিব দোঁহে নিবিড় কাননে!
আয় আয় ফিরে আয়, বাপ্,
শোকতাপ ঘুচা রে অচিরে!
হা, সাড়া নাহি পাই,
বেঁচে নাই অন্ধের জীবন।
এ জীবনে কি বা কাজ তবে?
মহারাজ!

হান সেই খর শর আমাদের বুকে,
যে শরে বধিলে মোর প্রাণের কুমারে;
তিন জনে র'ব এক ঠাঁই,
কাজ নাই পুত্রহারা প্রাণে।

দশ।—শান্ত হও, তপোধন!
পড়িয়া দুর্ঘটে
পুত্রহারা হইয়াছ বটে,
কিন্তু মোরে পুত্র সম ভাবি'
পরিহর শোক তাপ।
জনক জননী সম তোমা দোঁহে
সেবিব পূজিব আমি সভক্তি হৃদয়ে;
অযোধ্যায় না ফিরিব আর,
অনিবার থাকিব নিকটে,
উদ্ধারিব পড়িলে সঙ্কটে,
ক্ষুধাকালে এনে দিব ফল,
তৃষ্ণায় আনিব জল,
স্নান করাইব,
নিজ করে পত্রময়ী শয্যা বিরচিব।
তুমি পিতা—ইনি মাতা মোর,
পুত্র আমি তোমা দোঁহাকার,
এবে সিন্ধু বলি' ভাব' মোরে।

অ-মু।—মহারাজ!
ভাঙা প্রাণ নাহি লাগে যোড়া,
সিন্ধু বই না চাই বাঁচিতে।
সিন্ধু যথা, যা'ব তথা আমরা উভয়ে,
না রহিব পাপ ধরাতলে ক্ষণকাল,
জ্বাল চিতা অচিরায়,
পুত্র সনে হ'ব ভস্মীভূত দুই জনে।
পুত্রশোক সম শোক নাই,
এ শোক অসহ্য অতিশয়,
এ শোকের তুমিই নিদান, রাজা!
কি যে আমি হইয়াছি এবে,
কি বুঝিবে তুমি?
কিন্তু, দশরথ!
বাক্য মোর না হ'বে লঙ্ঘন,
মোর মত পুত্রশোক পা'বে,
পুত্রশোকে যেই দশা মোর,
তোমারো হইবে সেই দশা,
বুঝিবে তখন তুমি কি যে পুত্রশোক!
বুঝিবে বিশ্বের লোক কি যে পুত্রশোক!
তা' হ'লে কখনো কেহ আর
পুত্রশোক নাহি দিবে কা'রে।

দশ।—মুনিবর!
পুত্রহীনে কেন দিলে পুত্রশোক-শাপ?
বরঞ্চ এখনি
ভস্মীভূত কর মোরে পুত্রশোকানলে,
ঘুচুক্ তোমার ক্রোধ,
হউক্ আমারো পাতকের
প্রায়শ্চিত্ত বিধিমতে।

অ-মু।—ভস্মীভূত করিতাম আমি,
কিন্তু সে বাসনা নাই;
পুত্রশোক বুঝা'ব তোমারে, রাজা!
অপুত্রক বটে তুমি,
অপুত্রক থাকিতেও পরে জানি আমি,
কিন্তু মোর বাক্য মিথ্যা নয়,
কি যে পুত্রশোক বুঝা'বার তরে
অপুত্রকে দিনু হেন শাপ।
পুত্র হ'বে—মোর সম পুত্রশোক পা'বে;
কি যে পুত্রশোক বুঝিবে তখন, দশরথ!

দশ।—বিধাতার এ কি লীলা,
কি সূত্রে কি ঘটিয়া পড়িল;
শাপে বর, বিচিত্র ঘটনা।

অ-মু।—বিলম্বে নাহি কো প্রয়োজন,
পলে পলে পুত্রশোক বাড়ে,
না পারি তিষ্ঠিতে আর।
চল রাজা, সরযূর তীরে,
যথা তীরে বধিলে সিন্ধুরে মোর,
জ্বাল তথা মহাচিতা,
পুত্র সনে পিতা মাতা ত্যজিবে ধরণী।
মহারাজ!
সিন্ধুরে আমার কাঁধে তুলে দাও,
আমা দু'জনার কর ধরি'

চল চল ত্বরা করি'।
আইস তাপসি!
শোক-নিশি করি অবসান।

দশরথ।—অহো,
পুত্রশোক এতই দারুণ!

[সিন্ধুর মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বিদূষক ও সারথির প্রবেশ।

বিদূ।—কথা মিথ্যে নয়,—
"কাঁচা চুলে পাকা চুলে
আকাশ পাতাল তফাৎ।"
আমি বেশ বুঝেছি,
কাঁচা চুলের বুদ্ধি কাঁচা,
পাকা চুলের বুদ্ধি পাকা।
নৈলে মহারাজ আজ
এমন্ কাঁচা কাজটা ক'র্‌বেন কেন?
অন্ধকারে হরিণ-শিকার!
দিনের বেলাই ফস্কে যায়;
হাতের ধনুক হাতে থাকে,
তীর ছুটে গিয়ে পড়ে ফাঁকে,
হরিণ এক লাফেই পগার পার!
কিন্তু আমার রাজার কি বিচার—
অন্ধকারে হরিণ-শিকার!
বুঝ্‌লে, সারথি! তাই ব'ল্‌চি—
কাঁচা চুলের বুদ্ধিও কাঁচা!
জোয়ান রাজারাজড়ার রক্ত গরম,
চুল পাকুক,
তবে তো হ'বে নরম,
তবে তো হ'বে বুদ্ধি পাকা।

সারথি।—মহাশয়,
আর একটু অপেক্ষা করুন্।

বিদূ।—আর অপেক্ষা,
এদিকে যে হ'লেম অক্কা!
সারারাত্রিটে ভিজে ভিজে
হ'য়ে গেছি চপ্‌চপে চক্কা!

সারথি।—আপনি আবার না হয়
রথের ভিতরে বসুন গিয়ে।

বিদূ।—রথেও যা', পথেও তা',
এখন্ ঘরমুখো না হ'লে বাঁচি নি,
হাত পা নাক মুখ কালিয়ে গেলো।

সারথি।—কই, পেট তো বেশ্ গরম দেখ্‌চি।

বিদূ।—ও গরম "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ";
সাত সমুদ্রে সাত জন্ম ডুবে থাকলেও
পেটের গরম আমার যা'বার নয়।
সারথি হে!
তোমার ঘোড়ার পেট বা কি গরম,
এই দেখেছো,
আমার পেট যেন শুক্‌নো কাটের চুলী।
এ পোড়া চুলী পুড়ে ছাই হ'লেই বাঁচি,
এই চুলীর দায়ে আমার চুল ভিজেচে,
টুপীর ফুল ভিজেচে,
গা ভিজেচে, পা ভিজেচে,
কাপড় চোপড় সব ভিজেচে,
কিন্ত, তবু ব্যাটার চুলী ভেজে না।
বড় সাধ হ'য়েছিল,
পেট-চুলীটেকে মৃগমাংসে তুষ্ট ক'র্‌বো,
কিন্তু উল্টে পাল্টে কষ্ট পেলেম,
ভিজে ম'লেম,
অন্ধকারে আঁৎকে মাৎকে সারা হ'লেম।
আগে ভগবানের ইচ্ছেয় ঘরে যাই,
তাঁ'র যা' মনে আছে—
ব্যাটার পেট্‌কে রোজ একাদশী করা'ব।

(নেপথ্যে 'হা পুত্র! হা পুত্র!' ইত্যাদি রোদনধ্বনি)

(চমকিত হইয়া)—ও সারথি! ও সারথি!
কা'কে বুঝি বাঘে ধ'রলে!
ঐ শোন, বাপ্ রে বাপ্ রে ক'রে কাঁদ্‌চে!
আমার বড় ভয় হচ্চে,
সারথি! রাজা কোথা?
রাজার গলা না?

সারথি।—না, মহাশয়!
রাজার কণ্ঠশব্দ এমন নয়।

বিদূ।—তোমার কান খারাপ্ হ'য়েচে;
ও রাজারই কান্না।
রাজাকে কি বাঘে টাঘে—

সারথি।—ও বাঘে ধরার কান্না নয়।

বিদূ।—তবে কি বাঘ-মারার কান্না?

সারথি।—না না,
শুন্‌চেন না 'হা পুত্র হা পুত্র' ব'লে
কা'রা কাঁদ্‌চে।

বিদূ।—তবে বুঝি
কা'দের ছেলেকে বাঘে খেয়েচে।
ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ!
এ বনে এত বাঘ!
যদি এ দিকে আসে, তবেই তো মুস্কিল!

সারথি।—ভয় নেই।

বিদূ।—ভরসাও নেই।
আমি দৌড়ে গিয়ে রথে ঢুকি,
তুমি রাজাকে দেখ।

সারথি।—চলুন, দু'জনে যাই।

বিদূ।—ও বাবা!

[বেগে পলায়ন।

সারথি।—তবে আপনি রথে গিয়ে বসুন,
কা'রা কাঁদচে, আমি দেখি গিয়ে।

বিদূ।—(নেপথ্যে)—শীগ্‌গির যাও।

[সারথির প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরযূনদীর তটপার্শ্বে অরণ্য।

সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া অগ্রে দশরথ দশরথের হস্তধারণ করিয়া অন্ধমুনি এবং অন্ধমুনির হস্তধারণ করিয়া অন্ধমুনিপত্নীর প্রবেশ।

অ-মু-প।—হায় হায়, সিন্ধু রে আমার!
কোথা গেলি—কোথা গেলি, অন্ধের নিধি
বিধি! এই কি হে ছিল মনে,
একমাত্র পুত্রধনে করিলে বঞ্চিত!
কোথা সিন্ধু, আয় আয়,
ডাক্ মা ব'লে আমায়,
স্বামিন্!
কি হ'বে—কি হ'বে,
কোথা পা'ব স্নেহের সন্তানে,
পুত্রশোক-জ্বালা আর যে সহে না প্রাণে!

অ-মু।—পত্নি!
যতক্ষণ ছার প্রাণ,
ততক্ষণ পুত্র-শোক-বাণ
স্নেহপূর্ণ মরমে বিঁধিবে;
কা'র সাধ্য সে ব্যথা ভুলিবে?
সিন্ধু যেই পথে,
যা'ব সেই পথে,
এস এস, পুত্রপ্রাণা!
জ্বলন্ত অগ্নির তীব্র তাপে
মহাতীব্র পুত্র-শোক-তাপ
করিব নির্ব্বাণ,
তা' বই না দেখি ত্রাণ!

অ-মু-প।—কই অগ্নি?—কই অগ্নি?
পুত্র-শোক-মহা-অগ্নি করিব নির্ব্বাণ।
সিন্ধু রে!—বাপ্ রে আমার,
কোথা গেলি ফেলি' অভাগীরে!
অশ্রু-নীরে হাহাকারে ভাসি;
বাছা!
কেন এত হ'লি রে উদাসী!

মোর মত স্নেহ মোর কাঁদে
নানা ছাঁদে ;—হা সিন্ধু ! হা সিন্ধু !
বাপ্ রে আমার কোথা গেলি।

(মূর্চ্ছা)

অ-মু।—পত্নি !
আর কাঁদিতে হ'বে না,
প্রাণের যন্ত্রণা প্রাণ সনে যা'বে ;
পৃথিবীর প্রাণ সাক্ষাৎ যন্ত্রণা ;
পৃথিবীর প্রাণ শোকদুঃখে নিরমিত ;
যতক্ষণ র'বে পৃথিবীর প্রাণ
পাপ পৃথিবীতে,
পুত্রশোক র'বে ততক্ষণ।
এস, পত্নি !
ছাড়ি দোঁহে পাপের পৃথিবী।
পৃথিবীতে পৃথিবীর জীব
পুত্র-শোকে শান্তি নাহি পায় ;
পৃথিবীতে পার্থিবের প্রাণ
নাহি পায় শান্তি-স্থান।
পাষাণে পাষাণে
দারুণ আঘাতে অগ্নি ছুটে,
পৃথিবীতে পৃথিবীর জীব
নিষ্পেষিত হয় শোকতাপে ;
তেঁই আজ দোঁহে
ভুঞ্জিতেছি নিদারুণ পুত্রশোক !
পত্নি ! ধর কথা, যা'বে ব্যথা,
যা'বে পুত্র-শোক ;
অনন্ত যন্ত্রণা, অনন্ত বেদনা
পৃথিবীর অণুতে মিশা'বে,
পৃথিবীর শোক পৃথিবীতে র'বে,
অথচ
চিরশান্তি অনা'সে পাইব,
শান্তিরাজ্যে যা'ব,
সিন্ধুর সে শান্তিমাখা মুখ
চুম্বিব আবার দোঁহে
নব প্রাণে—নব স্নেহে—নব সুখে।

(দশরথের প্রতি)—
মহারাজ !
পুত্রশোকানলে পলে পলে জলে প্রাণ ;
পূর্ণসীমা অতিক্রম করি'
হৃদি মন প্রাণে
পুত্রশোক হ'য়েছে উচ্ছ্বাস,
সে দারুণ বেগ সহিতে না পারি আর,
কর উপকার—কর প্রতীকার রাজা !
জ্বালহ বৃহৎ চিতা ;
চিতানলে
পুত্রশোকানল করিব নির্ব্বাণ।
কই, পত্নি ! ধর কর,
এস পশি জ্বলন্ত চিতায়।
কই, নিরুত্তরে কেন ?
কেন নাহি ধর হাত ?
অগ্নি দেখি' হ'য়েচে কি ভয় ?
কই, কোথা গেলে ? কোথায় পালা'লে ?
ছার প্রাণ রাখিতে বাসনা ?
এই কি হে পুত্রশোক ?

দশরথ।—তপোধন !
পুত্রহারা পত্নী তব মূর্চ্ছিত ভূতলে।
জ্ঞানহারা পুত্রহারা প্রাণ,
নীরব স্নেহের মুখ।

অ-মু।—কই কই,
উঠ উঠ, পুত্রপ্রাণা !
অগ্নিকুণ্ডে দিব ঝাঁপ।
উঠ উঠ—

দশরথ।—মুনিবর !
কাজ নাই ডাকি' আর পুত্রহীনা মা'রে,
আহা, শোকময়ী মাতা
ক্ষণতরে ভুলিয়াছে পুত্রশোক।

অমু।—মহারাজ ! বাস্তবিক কথা ;—
বিদ্যুতের আলো অন্ধকার বাড়ায় দ্বিগুণ,
এই মূর্চ্ছা যেমন ভাঙিবে,
অমনি বাড়িবে
শতগুণ নিদারুণ পুত্রশোক।

রুদ্ধগতি নদী-স্রোত
অবরোধ ভাঙে যবে,
ভীষণ প্রবাহ তা'র শতগুণে ধায়।
এ মূর্চ্ছা ভাঙিলে
অবরুদ্ধ পুত্রশোক
অসহ্য হ'তেও অসহ্য হইবে আরো।
ডাকিব না আর,
শান্তিময়ী মূর্চ্ছা ভাঙিব না।
দাও, রাজা! মৃতপুত্রে মোর,
কোলে ল'য়ে তা'রে
জ্বলন্ত চিতায় দিব ঝাঁপ;
পুত্র-শোক-তাপ
অগ্নিতাপে মিশে যা'বে।

দশরথ।—মুনি!
রাখ এ দাসের অনুরোধ,
আত্মনাশ-আশা কর পরিহার,
পত্নীসনে চল ফিরি' কুটীরে আবার,
কিংবা মোর অযোধ্যায়।

অ-মু।—রাজা!
পুত্র যথা পিতা তথা,
পুত্রহারা পিতৃপ্রাণ—
কি বা সে অযোধ্যা তব?—
স্বর্গেও না পারিবে তিষ্ঠিতে।
পুত্রসনে ছিনু যবে,
এ অরণ্য হ'য়েছিল কোটি স্বর্গ মোর।
বল, মহারাজ!
কোন্ সুখে—কোন্ প্রাণে ধরিব জীবন?
অবিলম্বে জ্বাল চিতা,
পোড়াইব পোড়া প্রাণ।
পত্নী মোর থাকুক মূর্চ্ছায়,
অগ্রে আমি ত্যজি প্রাণ।
এক ভিক্ষা এবে, রাজা!
পুত্রহারা দারারে আমার
মূর্চ্ছাভঙ্গে নিয়ে যেও সাথে—
যেতে যদি চায় তব অযোধ্যায়;
এক মুষ্টি অন্ন দিও ক্ষুধার সময়।
রাজা!
কোথা জালিয়াছ চিতা?
ধর হাত, ল'য়ে চল মোরে।

দশরথ।—প্রভু!
দৈব বিড়ম্বনে
শিশু পুত্র তব ত্যজিল জীবন,
কিন্তু, দেব!
শিশু-প্রাণ হ'তে বহুমূল্য তব প্রাণ,
হেন প্রাণ কেন গো ত্যজিবে?
জ্ঞানি-প্রাণ জগতের-জ্ঞান, জগতের প্রাণ।

অমু।—মহারাজ!
পুত্রহারা বৃদ্ধ-প্রাণে কি বা কাজ আর?
সিন্ধু যবে গেছে মোর,
জ্ঞান-প্রাণ গেছে তা'র সনে;
শোক-প্রাণ না চাই রাখিতে।
রাজা! রাখ মোর প্রাণ
জ্বালি' প্রাণদায়ী চিতানল।
কোন কথা না কহিও আর,
আন কাষ্ঠভার,
কর উপকার—জ্বাল চিতা।

[কাষ্ঠ আনিতে দশরথের প্রস্থান।

(ইত্যবসরে অন্ধমুনিপত্নীর মূর্চ্ছা-ভঙ্গ)

অ-মু-প।—স্বামিন্!—স্বামিন্!
কই কই—কোথা গেলে?
জীবন রতন-সিন্ধু শুধু কি তোমারি?
আমার কি কেহ নয়?
হায় হায়,
তা'রে ল'য়ে আপনি পশিলে চিতানলে!
কি দোষে আমারে গেলে ফেলে?
হায় হায়, চক্ষু নাই,
দেখিতে না পাই কোথা চিতা!
মহারাজ দশরথ!
তুমিও কি হেথা নাই?
হায় হায়,
পুত্র সনে পতি গেল,

দশরথ গেল অযোধ্যায়,
আমি শুধু অভাগিনী হেথা।
কে আছ গো কোথা,
এস ত্বরা,
দেখাও সে নির্ব্বাপিত চিতা।
পুত্রহারা জীবনের ব্যথা ঘুচাও আমার,
নির্ব্বাপিত চিতা জ্বাল গো আবার।

অ-মু।—পত্নি!
মূর্চ্ছাও তোমারে বাম।
হৌক্ বাম,
ভয় নাই আর,
পতিপত্নী পাইব নিস্তার।
তিন-দেহ-ভস্ম এবে একত্রে মিশিবে।
অচিরে প্রস্তুত হও।
কোথা, রাজা দশরথ?

কাষ্ঠভার লইয়া দশরথের
পুনঃপ্রবেশ।

মহারাজ!—মহারাজ!

দশ।—কহ, দেব!

অ-মু।—কই, এখনো যে চিতানল-আভা
মোর অন্ধ-চক্ষু-আচ্ছাদনী ভেদি'
না পায় বিকাশ?
জ্বাল নি কি চিতা?
জ্বাল ত্বরা—জ্বাল ত্বরা।

(দশরথ কর্ত্তৃক চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বালন)

এই যে জ্ব'লেছে চিতা,
চক্ষু-চর্ম্ম-আবরণী ভেদি'
আলোক-বিকাশ হয়;
দারু-বিস্ফোটন-শব্দ
এই যে শ্রবণে পশে।
মহারাজ!
দাও দাও সিন্ধুরে আমার।
কোলে ল'য়ে তা'রে
প্রজ্বলিত হুতাশনে পশি ত্বরা;
পাপ ধরা করি পরিহার,
পার্থিব সম্বন্ধ ছাড়ি চিরকাল তরে।

দশ।—তপোধন! তপোধন!—

অ-মু।—অন্ধ ছিনু, এখন বধির,
কোন কথা না পশে শ্রবণে;
রাজা! মৃত্যু-বাধা নাহি দিও আর।
দাও দাও সিন্ধুরে আমার।
(হস্ত প্রসারণ)

দশ।—(অন্ধমুনির ক্রোড়ে সিন্ধুর মৃতদেহ
অর্পণ করিয়া)—
হা নিষ্ঠুর দশরথ! হা পিশাচ!
কি করিলি—কি করিলি আজ,
তিনটি অমূল্য প্রাণ
এক বাণে করিলি সংহার!
কোটি কল্পে না পা'ব নিস্তার,
অনন্ত কালের তরে
অনন্ত নরকে বদ্ধ হ'ব!

অ-মু।—মহারাজ! নাহি ভয়;
পৃথিবীতে সুখী না হইবে তুমি বটে,
কিন্তু না যা'বে নরকে।
নিজে ভগবান্ হরি
রামরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে
পিতা বলি' ডাকিবে তোমায়;
তাঁহার কৃপায়
হ'বে তব বৈকুণ্ঠে নিবাস।
এবে তুমি, রাজা,
আমাদের অন্তিম সময়ে
হরি নাম—রাম নাম কর উচ্চারণ।

দশ।—হরে রাম—হরে রাম—হরে রাম!

অ-মু।—হরে রাম—হরে রাম—হরে রাম!
পত্নি! ধর মোর হাত,
শোক-নিশি হইল প্রভাত।

অ-মু-প।—হা সিন্ধু!—সিন্ধু রে!

(সিন্ধুর মৃতদেহ লইয়া অন্ধমুনি ও তদীয়
পত্নীর জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ)

দশ।—অহো, কি কাজ করিনু আজ!

মোর পাপে এ কি সর্ব্বনাশ!
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল!

চিতামধ্য হইতে অন্ধমুনি।—বল, রাজা!
রাম—রাম!

(উভয়ের মৃত্যু)

দশ।—রাম! রাম!

(মূর্চ্ছা)

বেগে দূরে সারথির প্রবেশ।

সারথি।—এ কি!
কিসের এ অগ্নি জ্বলে!
এ কি দাবানল!
মহারাজ গেলেন কোথায়?
মহারাজ!—মহারাজ!
এই যে আমার প্রভু;
অ্যাঁ, এ কি!
কি হেতু লুণ্ঠেন ভূমে?
কিছু যে বুঝিতে নারি।
এ যে মূর্চ্ছা!
মহারাজ!—মহারাজ!

দশ।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কে? তপোধন?
পত্নীসনে এলে কি ফিরিয়া?
ভাল হ'ল—ভাল হ'ল।
কই—তপোধন কই?—
কে এ?
হা মুনি!—হা মুনিপত্নি!—হা মুনিকুমার!
পলকে প্রলয় হ'ল,
তিনটি পবিত্র দেহ ভস্মে অবশেষ!
হা! ধিক্ তোরে, দশরথ!
কি করিলি—কি করিলি!

(ভূতলে পতন)

সারথি।—(স্বগত)—এ কি কথা কহেন ভূপতি
কিছুই না বুঝি।
(প্রকাশে)—মহারাজ!
কি ঘটনা ঘটিল হেথায়?

দশ।—কে?—সারথি?
সারথি রে!
ব্রহ্মহত্যা ক'রেছি রে—
ঋষিহত্যা ক'রেছি রে—
নরহত্যা—নারীহত্যা—শিশুহত্যা
করিয়াছে পাপ হস্তে পাপী দশরথ।
ছি ছি!
কাজ নাই হেন পাপ প্রাণে;
ওই প্রজ্বলিত চিতা-হুতাশনে
এ প্রাণ আহুতি দিব।
সারথি!
যাও ফিরি' অযোধ্যায়,
কহ জনে জনে—কহ প্রজাগণে,—
ব্রহ্মঘাতী পাপী দশরথ
মরিল অগ্নিতে পুড়ি'
ব্রহ্মহত্যা-পাপ-শাস্তি ভুঞ্জিবার তরে
অনন্ত জ্বলন্ত ঘোর নরক ভিতরে।
আমারে দৃষ্টান্ত করি'
যেন জীবহত্যা নাহি করে কেহ।
অহো—ভীষণ যন্ত্রণা—নিদারুণ পুত্রশোক!

(পুনর্মূর্চ্ছা)

সারথি।—হায় হায়, আবার মূর্চ্ছিত মহারাজ।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

হরধনুর্ভঙ্গ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

ভূমিকা।

দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই "হরধনুর্ভঙ্গ" নাটক খানি লিখিত হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটক খানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ম আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারীদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কাণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট চূড়ামণি ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐ রূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, "এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।" শরৎ বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়াছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বাঙ্গালায়

হইত কি না সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে "জলবৎ তরল" এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই "জলবৎ তরল" ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী। সুতরাং এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ-স্থলে ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে দিন হইতে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রঙ্গ-ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই বঙ্গের যেখানে সেখানে এইরূপ ছন্দঃকর্ত্তা বা ছন্দোবক্তার দল দেখা দিয়াছে। তবে ছন্দঃকর্ত্তার অপেক্ষা ছন্দোবক্তার সংখ্যা গণিয়া উঠা যায় না। ঘাটে বাটে, হাটে মাঠে ছোট ছোট ছেলেরাও মেঘনাদিক ছন্দে অভিনয় করিতে গিয়া মুখে মুখে এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়া বসে। কিন্তু তা' বলিয়া তাহাদিগকে কেহ কবি বা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ গঠয়িতা বলিবে না।

কবিবর ৺কৃত্তিবাস ও ৺কাশীরাম মিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে এইরূপ ছন্দের কতকটা নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাযুদ্রাঙ্কিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলেই ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এমন কি ২১ অক্ষরেরও পাঁক্তি দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে কতক কতক অমিলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা সেই ছন্দকে ঠিক্ এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরের পরিপোষক না বলিয়া সূক্ষ্মবীজ মাত্র বলিতে পারি। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহাদের সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনয় থাকিলে এই ছন্দ কোন্ কালে দেখা দিত।

ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃসম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন্ জন্সন্, অট্‌ওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ আভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরি-বর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্ত্তমান রাজভাষা।

আমি নিম্নে এইরূপ ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। কভেণ্ট গার্ডেন এবং ড্রুরি লেনস্থ রয়াল থিয়েটরের অধ্যক্ষগণ অনেকগুলি পদ্য নাটকের এইরূপ মূলছন্দের মূলোচ্ছেদ করিয়া আভি-নয়িক ছন্দে ভাঙিয়াছেন। ইঙ্গিত-পুস্তক (Prompt-books) সকল হইতে সেইগুলি পুস্তকা-কারে মুদ্রিত হইয়াছে। মিসেস্ ইঞ্চবল্ড নাম্নী জনৈকা সুনিপুণা অভিনেত্রী, সেই সকল গ্রন্থের প্রত্যেক খানিতে এক একটি সমালোচনী ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমি এস্থলে কবিবর অট্‌ওয়ের "THE ORPHAN" নামক পদ্য নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

"CHAM. My Monimia! to my soul thou'rt dear
As honour to my name:
Why wilt thou not repose within my breast
The anguish that torments thee?
MON. Oh! I dare not.
CHAM. I have no friend, but thee.
Two unhappy orphans,

Alas, we are ! and when I see thee grieve,
Methinks, it is a part of me that suffers."

এডওয়ার্ড ইয়ং-এর "THE REVENGE" নামক পদ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য হইতেও একটি স্থল উদ্ধার করিলাম।

"ALON. O, agony !
Must I not only lose her, but be made
Myself the instrument ? Not only die,
But plunge the dagger in my heart myself ?
LEON. What, do you tremble
Lest you should be mine ?
For what else can you tremble ? Not for that
My father places in your power to alter.
ALON. What's in my pow'r ?
O, yes, to stab my friend !
LEON. To stab your friend were barbarous indeed :
Spare him—and murder me.
ALON. First perish all !
No Leonora, I am thine for ever ;
The groans of friendship shall be heard no more.
For whatsoever crime I can commit,
I've felt the pains already."

এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতেও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু স্থানাভাব ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিরস্ত হইলাম। যে দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে ছন্দের নিয়মবন্ধনী নাই, অথচ গড়ান গড়ান কথায় এক রকম ছন্দ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, এই ছন্দ অভিনেতৃদের পক্ষেই উপযোগী,— সাধারণের পক্ষে নহে। কেন নহে, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই, অন্য সময়ে অন্য প্রস্তাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

মহাকবি সেক্ষপীর তদীয় জগদ্বিখ্যাত নাটকাবলীর মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পদ্যভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থলে সে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন প্রভৃতির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় নিয়ম-বদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে গ্রথিত। সুতরাং উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পদ্যাকার গদ্যও বলা যাইতে পারে। আমরা কলিকাতাস্থ রয়্যাল থিয়েটর ও করিন্থিয়ান্ থিয়েটরে ইংরাজ অভি-

নেতৃগণ কর্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবির 'হাম্‌লেট', 'ম্যাকৃবেথ', 'কিঙ্‌ লিয়ার', 'মাচ্‌ এবে
এবাউট নাথিং', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বে
করিয়াছিলাম, যেন স্বাভাবিক গদ্যে কথা কহা হইতেছে। দেশীয় রঙ্গভূমিতেও সেইরূপ হও
উচিত।

আমি ১২৮৫ সালে "নিভৃতনিবাস" নামক একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি
তাহার ঃতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু খণ্ড-কা
প্রভৃতিতে ইহা যেন "একঘেয়ে" হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, অধিক লিখি নাই। যাহা হউ
এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (মৃতপত্নীর পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তভাবে) বিজয় বলিতেছেন ;-

"প্রিয়তমে !—মনোরমে !
উঠ উঠ, বেলা হ'ল ;
উঠ না হে,
উঠ না হে,
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।
আমি কি নির্দ্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় তাই,
থাক শুয়ে, উঠিও না,
খুল না—খুল না আঁখি ;
থাক শুয়ে, বিধুমুখি !—বিজয়-হৃদয়-পাখী !
সারা নিশি কষ্টভোগ,
আহা, কি রোগের জ্বালা !
জাগা'ব না—থাক শুয়ে—
জাগাইলে হ'বে পাপ !
আমিও জেগেছি নিশি তব সনে, প্রিয়তমে !
আমিও ঘুমাই পাশে,—বিজয়-বিনোদ-মালা !

(পার্শ্বে শয়ন ও পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া)—

উহুঁ উহুঁ—ঘুমা'ব না,
ঘুমা'বার কাল কি এ ?
কেন নয় ?
যাঁর সনে চিরকাল এক ভাব—
এক প্রাণ—আত্মা এক—সবি এক—দু'য়ে এক—
যে হাসিলে আমি হাসি,
যে কাঁদিলে কাঁদি আমি,
যে বসিলে আমি বসি,
যে উঠিলে উঠি আমি,

সে যা করে, সে যা বলে, কে যা দেখে,
আমিও তা।
তবে কেন বুঝা'ব না?
অবশ্যই বুঝাইব।—
(উচ্চহাস্য করিয়া)—
হাঃ হাঃ, কি সুখের দিন!—
স্বর্গে কি এ দিন আছে?
ছাই আছে! কিছু নাই!
স্বর্গ সে আবার কি?
ভণ্ডের কল্পনা!—হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—স্বর্গ রে!
স্বর্গ যদি থাকে,—থাক্;—
তা'তে কি এ সুখ আছে?
আছে বৈ কি!
দূর দূর! মিথ্যা কথা, সুখ নাই।
কে বলিল?—আমি বলি।
তুমি কে?—তুমিও যে।
স্বর্গ তবে কি রে?
তবে শুনিতে কি ইচ্ছা কর?
করি বৈ কি।
শুন তবে—স্বর্গ সে নরক!
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, মদ, অহঙ্কার,
এই সব স্বর্গে আছে।
সত্য কি না, শাস্ত্র দেখ।
স্বর্গে কি রে প্রেম নাই?
আছে বৈ কি, অবিশুদ্ধ।
শুদ্ধ প্রেম তবে কোথা?—
দূর অন্ধ! এই দ্যাখ,—

আর এই ছন্দ লইয়া অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, হরধনুর্ভঙ্গ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের সন্তোষবর্দ্ধন করিতে পারিলে আমার আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সঙ্গীতপ্রিয় সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই নাটকান্তর্গত গানগুলিতে সুর ও তাল সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে সজ্জিত)

[*এইরূপ (*) নক্ষত্রচিহ্নিত শব্দগুলি স্ত্রীবাচক]

অকৃতব্রণ।
*অহল্যা।
*ইচ্ছা।
ইন্দ্র।
* ঊর্ম্মিলা।
ঋষি ও ঋষিশিষ্যগণ।
কুশধ্বজ জনক।
*গঙ্গা।
গৌতম।
*তাড়কা।
দশরথ।
দূত।
দৈববাণী।
নাগকন্যাগণ।
পরশুরাম।
বশিষ্ঠ।
বালী।
বিশ্বকর্ম্মা।
বিশ্বামিত্র।
ভরত।
ভৃত্য।
মধু।
মন্ত্রিগণ।
*মাণ্ডবী।
মারীচ।
রক্ষক।
রাজগণ।
রাম।
রাবণ।
লক্ষ্মণ।
শতানন্দ।
শত্রুঘ্ন।
*শ্রুতকীর্ত্তি।
ষড়ঋতু (প্রাতিমূর্ত্তিক)
১ম গ্রীষ্ম।
২য় বর্ষা।
৩য় শরৎ।
৪র্থ হেমন্ত।
৫ম শীত।
৬ষ্ঠ বসন্ত।
সভাসদ্গণ।
* সরযূ।
* সীতা।
* সীতার সখীগণ।
সীরধ্বজ জনক।
*সীরধ্বজ-মহিষী।
সুবাহু।
সুমতি।
সুমন্ত্র।
সৈন্যগণ।

হরধনুর্ভঙ্গ।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা নগরী—রাজসভা।

দশরথ, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ও সভাসদ্গণ।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

দশ।—বহু দিন হ'তে, দেব! মস্তক আমার
স্পর্শ করে নাই তব চরণযুগল।
পাদ্য অর্ঘ্য ধন্য মোর; ধন্য আমি আজ;
তব পদে প্রণিপাত, ঋষিকুলরাজ!

বিশ্বা।—কহ, রাজা! কুশল তোমার;
কহ, বন্ধুদের তব কুশল বারতা;
সমস্ত ভূপতি যত আছে ত সন্নত?
পরাজিত আছে ত হে শত্রুগণ যত?
দৈব ও মানুষ কর্ম্ম
অবিরত অনুষ্ঠান কর ত, সুমতি?

দশ।—তপোধন!
আজি তব পেয়ে দরশন,
কি যে আনন্দিত হৈনু, না হয় বর্ণন।
অমৃতলাভের মত তব দরশন,
কিংবা যেন জলশূন্যদেশে জলবরিষণ।
সেবার সুযোগ্য পাত্র তুমি;
সৌভাগ্য আমার আজি, আসিলে আলয়ে।
জনম জীবন অদ্য হইল সফল,
সুক্ষণে হেরিনু তব চরণ-কমল।

বিশ্বা।—মহারাজ! ব্রাহ্মণে তোমার
ভক্তি, নিষ্ঠা আছে অনুক্ষণ।
কেন না থাকিবে?
যাঁ'র কুলপুরোহিত
মহর্ষি বশিষ্ঠ এই দ্বিজকুলোত্তম।
হে মহর্ষি বশিষ্ঠ তাপস!
বড়ই লজ্জিত আমি,
মনে হ'লে পূর্ব্বের সে কথা।
লোভমদে মাতি'
তব ধেনু—কামধেনু, সম্বল তোমার—
সবলে কাড়িয়া ল'তে
ইচ্ছা ক'রেছিনু চিত্তে;
সেই লাজে বড়ই লজ্জিত।
কিন্তু আমি এবে যে ব্রাহ্মণ,
সেই সূত্রপাতে;
ইহা প্রসাদ তোমার।

বশিষ্ঠ।—যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—
বিধির ঘটনা—
এস, হে ব্রহ্মর্ষে!
আজ মিলি' পরস্পরে,
মৈত্রী-চিহ্ন প্রকাশিব আলিঙ্গন করি'।

(উভয়ের আলিঙ্গন)।

বিশ্বা।—রাজরাজেশ্বর দশরথ!

ধন্য তব রাজসভা ;
এই সভামাঝে বসি' সিংহাসনে
রামেরে শিখাও রাজনীতি।

দশ।—যে কার্য্যের-আশে তব হেথা আগমন,
বল, অনুগ্রহ বোধে করিব পালন।

বিশ্বা।—
মহারাজ! মহাবংশে জন্ম তব পুণ্য অংশে,
বশিষ্ঠ তোমার পুরোহিত ;
এরূপ বচন যাহা, তোমাতেই সাজে তাহা,
অন্য জনে না সাজে কিঞ্চিত।
অহে সত্যপরাক্রম, শুন তবে কথা মম,
যে কার্য্যে আইনু তব পাশ ;
সেই কার্য্য করিবারে বদ্ধ হও অঙ্গীকারে
সত্যসন্ধ তুমি, মহেষ্বাস!
সম্প্রতি হে ধরাস্বামী! দীক্ষিত হ'য়েছি আমি
কোন এক পুণ্যকর যাগে ;
কিন্তু সেই যজ্ঞে মম ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম
যজ্ঞপূর্ণ হইবার আগে।
বিঘ্নকারী মায়াধর দুই দুষ্ট নিশাচর
মারীচ, সুবাহু বলশালী,
যজ্ঞ-নষ্ট-বাসনায়, মম যজ্ঞ-বেদিকায়
দিয়া গেছে রক্ত মাংস ঢালি'।
সেই দুষ্ট দুই জনে দিতাম ক্রোধিত-মনে
অভিশাপ কর্ম্মের মতন,
কিন্তু, ওহে মহীপতি, এ যাগে নিষিদ্ধ অতি
অভিশাপ করিতে অর্পণ।
কাজেই আশ্রম ছাড়ি' আইলাম তাড়াতাড়ি',
মহারাজ! তোমার গোচরে ;
এক্ষণে ক'রেছি স্থির, কাকপক্ষধর বীর
রামে দান কর মোর করে।
আমার রক্ষিত হ'য়ে, শ্রীরাম অকুতোভয়ে
নিজ দিব্য তেজ প্রকাশিয়া,
যজ্ঞ-বিঘ্নকর যত রাক্ষসে করিবে' হত ;
তাই আমি আইনু আসিয়া।
শুধু দশ রাত্রি তরে মম সনে শ্রীরামেরে
যজ্ঞে মম করহ প্রেরণ ;
পূর্ণ হ'বে মনস্কাম, যাইয়া তথায় রাম
সে উত্তরে করিলে নিধন।

(দশরথের মূর্চ্ছা ও কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ)

দশ।—দেব তপোধন! আমি নিবেদি তোমায়,
রামের বয়স এবে ষোলবর্ষ প্রায়।
এই সে কারণে রাম রাজীবলোচন
রক্ষ সহ রণে যোগ্য নহে কদাচন।
অক্ষৌহিণী সেনা মোর,—আমি যা'র পতি,
আমিই যুঝিব ইথে রাক্ষস-সংহতি।
ষাইট হাজার বর্ষ, শুন কুশিক-নন্দন!
কালগর্ভে ক্রমে আমি করিয়া ক্ষেপণ,
এ বয়সে বহু ক্লেশে পাইনু রামেরে ;
লইয়া যেও না রাম রাজীবলোচনে।
একে ত বালক রাম,
তাহাতে আবার নাহি জানে সমর-কৌশল।

বিশ্বা।—এ কি কহ, মহারাজ!
প্রথমে প্রতিজ্ঞা করি', নষ্ট কর শেষ,
রঘুবংশজের ইহা গুণ কভু নহে।
এই দোষে, রাজা! তব কুল হ'বে ক্ষয়,
বাস্তবিক বলিতেছি ;—মিথ্যা কথা নয়।
এই যদি ইচ্ছা হয় তোমার, রাজন্!
যেথা হ'তে আসিলাম, সেথা যাই চলি'।
অলীকপ্রতিজ্ঞ রাজা! বঞ্চনা করিয়া,
সুখে থাক বন্ধুগণে আবৃত হই...।

দশ।—কর, ঋষি! রোষ পরিহার,
আমি চির-অধীন তোমার।
(স্বগত)—
কি কুক্ষণে হইল প্রভাত,
কেমনে ছাড়িব রামধনে?
না ছাড়িলে,
ভস্মীভূত হ'য়ে যা'বে অযোধ্যানগরী—
ভস্মীভূত হ'বে প্রজাগণ—
নিজেও হইব ভস্ম দারাপুত্র সনে।
অন্ধক-মুনির শাপ
বিশ্বামিত্র-শাপে বুঝি ফলে!

কি করি,—কি বলি,—আকুল পরাণ!
বুকে বাঁধা স্নেহ-ডুরী,
প্রাণ বাঁধা শ্রীরামের প্রাণে,
কেমনে চক্ষের আড় করি!
ঋষি বলে' দশ দিন,
অহো, এ যে বর্ষ দশ শত!

বশিষ্ঠ।—মহারাজ!
জন্ম তব ইক্ষাকুর কুলে,
ধর্ম্ম-অবতার তুমি,
পুণ্যাত্মা বলিয়া তুমি ত্রিলোক-বিদিত,
এ হেতু, প্রতিজ্ঞা তব পালনি উচিত।
তাই বলি, মহারাজ! বিশ্বামিত্র-করে
রামেরে অর্পণ কর হরিষ অন্তরে।
শ্রীরামের অস্ত্রশিক্ষা কিংবা অশিক্ষায়
কিছু চিন্তা নাহি তব, দশরথ রায়!
রামের রক্ষক যদি বিশ্বামিত্র হন,
কি করিতে পারে তবে নিশাচরগণ?
আপনিই বিশ্বামিত্র আপনার বলে
পারেন করিতে নাশ সে রাক্ষস-দলে।
কেবল রামের হিত করিবার তরে,
চাহেন তাঁহারে ইনি তোমার গোচরে।

দশ।—যাও, হে সুমন্ত্র! তবে,
আন ত্বরা প্রাণের কুমার রামে হেথা!

সুমন্ত্র।—যে আজ্ঞা, ভূপতি!

বিশ্বা।—বড় তুষ্ট হেতু আমি আজ,
সুখে থাক, মহারাজ!

রামের সহিত সুমন্ত্রের পুনঃপ্রবেশ।

রাম।—নমি আমি তব পদাম্বুজে,
মুনিকুলচূড়ামণি!
নাম শুনিয়াছে দাস,
কিন্তু এত দিন দেখি নি ও পাদপদ্ম,
সার্থক নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ আজি।

বিশ্বা।—বটে বটে, মায়াময়!—

রাম।—(বাধা দিয়া)—
কি আজ্ঞা পালিব পিতা?

দশ।—যাও, বাছা! ইঁহার সহিত
সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ রাখিবারে।
হে মহর্ষে! কি আর বলিব,
রাম মোর চিরবহিঃপ্রাণ।

বিশ্বা।—কি হেতু আশঙ্কা তব, রাজা?
বীরপুত্র মহাবীর বলি'
বিদিত ভুবনে তব রাম।

দ্রুতপদে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—দাদা! আমি শুনিনু এখনি,
যা'বে নাকি ঋষি-যজ্ঞে?
ইনি বুঝি বিশ্বামিত্র মুনি?
প্রণমি তোমারে, প্রভো!
কিন্তু,
যাই বল—অভিশাপ দাও—
গালি দাও, যাহা আসে মুখে,
তথাপি অগ্রজ রামে
কভু না যাইতে দিব তোমার সহিত।
চিরসঙ্গী আমি, দেব! অগ্রজের মোর;
আমারেও সঙ্গে লও।
রাম রঘুনাথ!
অনাথ করিয়ে মোরে—

রাম।—সে কি, ভাই! ও কি বল?
চল মোর সাথে।
কিন্তু, ভাই! পিতার আদেশ—

বিশ্বা।—মহারাজ অযোধ্যা-ঈশ্বর!
লক্ষ্মণেরে রাম সনে দাও মোর করে,
দুই ভাই এক ঠাঁই না থাকিলে,
চঞ্চল হ'বেন দোঁহে।

দশ।—যাও, রে লক্ষ্মণ! তবে দুই ভাই মিলি'
ধীরে ধীরে কৌশিকের সনে।
হে মহর্ষে!
দেহ মোর রহিল হেথায়,
এক প্রাণ দুই হ'য়ে,
দুই পুত্রসনে চলিল গো,
ব্যথা যেন না লাগে এ প্রাণে।

বিশ্বা।—পিতৃপ্রাণ বুঝি আমি, রাজা!

দশ।—অতীব সুন্দর!
চল ত্বরা অস্ত্রাগারে,
বাছিয়া বাছিয়া,
অস্ত্র শস্ত্র ধনু দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
হে বশিষ্ঠ কুলপুরোহিত!
নারায়ণ-গৃহে গিয়া কর স্বস্ত্যয়ন,
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যেন পুন শুভক্ষণে
নিরখি এ সভা-গৃহে, দশ দিন পরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরযূ নদীর দক্ষিণ তট।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা।—অর্দ্ধ যোজনের বেশী পথ অতিক্রমি'
আইলাম তিন জনে।
কঠিন মাটীতে হাঁটিতে হাঁটিতে
তোমা' দোঁহাকার কোমল চরণে
হ'য়েছে কতই ব্যথা;
ঘাম ঝরে দরদরে।

রাম।—না, দেব!
কিছুই ব্যথা হাঁটি' হয় নাই চরণে আমার।
লক্ষ্মণ!
তোমার পায়ে ব্যথা হয়েছে কি, ভাই?

লক্ষ্মণ।—দাদা! তুমি ক্ষণতরে
ব'স এই শিলা'পরে, বৃক্ষের ছায়ায়।
তোমার চরণ দু'টি
কঠিন মাটীতে হাঁটি', ব্যথিত ব্যথায়।
নবীন পল্লব ভেঙে আমি
তোমারে গো করিব বাতাস।
তোমার চরণ-পদ্ম দু'টি
বুকে তুলে, বুলাইব হাত।

বিশ্বা।—লক্ষ্মণ!
তোমার এ ভ্রাতৃভক্তি জগতে অতুল।
সরযূ গো,
কুলুকুলু রবে
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি—ভ্রাতৃস্নেহ-কথা
বহি' তুমি, কাননে প্রান্তরে, নগরে নগরে
শুনাইয়া যাও যত ভ্রাতৃবৈরিগণে।

রাম।—ভাই রে লক্ষ্মণ!
ননীর পুতুলি তুই আমার নয়নে।
আয় আয়,
তোরে কোলে ক'রে বসি শিলাতলে
এই বৃক্ষের ছায়ায়।

(লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করিয়া
রামের উপবেশন)

পিপাসা পেয়েছে, ভাই?

বিশ্বা।—ক্ষণকাল পরে
দুই জনে সরযূর শীতল সলিল
পান ক'র আশা মিটাইয়া।
যাও, রাম!
যাও তুমি, কুমার লক্ষ্মণ!
সরযূর পবিত্র সলিল
স্পর্শ করি' এস ত্বরা নিজ নিজ শিরে।

(উভয়ের সরযূতে গিয়া জলস্পর্শ)

এস চলি' মোর পাশে, নমি' দিবাকরে।

(উভয়ের বিশ্বামিত্রের নিকট পুনরাগমন)

বলা অতিবলা মন্ত্র কর রে গ্রহণ।
এ দুই মন্ত্রের তেজে
বহু পর্য্যটনে নাহি হ'বে শ্রম-বোধ,
নাহি হ'বে রূপবিপর্য্যয়,
নাহি হ'বে জ্বর বা যন্ত্রণা,
নাহি হ'বে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ;
নিদ্রিত অথবা কোন কার্য্যের সময়
অসতর্ক থাকিলেও,
নিশাচরগণ না পারিবে অনিষ্ট সাধিতে।
সর্ব্বজ্ঞানের জননী,
পিতামহ বিধাতার যুগল-নন্দিনী

বলা অতিবলা বিদ্যা ;
এই বিদ্যাবলে হও বলীয়ান্।
(রাম ও লক্ষ্মণের কর্ণে মন্ত্রপ্রদান)
সিদ্ধাশ্রমে চল যাই এবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সরযূ-তটস্থিত অরণ্যমধ্যে একটি দেবালয়।

মূর্ত্তিমতী সরযূ ও মূর্ত্তিমতী গঙ্গা।

গঙ্গা।—ভগিনী সরযূ !
ধন্য তুমি এ মহীমণ্ডলে ;
রামচন্দ্র নিজে তব জলে
ভবতরি' পরশিলা শিরে বারি।
আমি ধন্য মিশি' তব নীরে।
সরযূ গো ! আমিও কি তাঁ'রে
পাইব না স্পর্শ করিবারে ?
বহু দিন গত হ'য়ে গেল,
এ অভাগী ভূমণ্ডলে এল
পাদপদ্ম ছাড়ি' তাঁ'র,
পুনর্ব্বার কবে আর
পা'ব সে চরণ ?
রামরূপী বিষ্ণুর কৃপায়
মোর জলে পাপ ধু'য়ে যায়
কোটি কোটি পাতকীর,
পাপি-পাপে পাপ-নীর
হ'য়েছে আমার।
যাঁ'র পদে জনম আমার,
তাঁ'র পদ পেলে পুনর্ব্বার
স্বর্গহারা গঙ্গা পুণ্যবতী হ'বে।

সরযূ।—

দুঃখ সম্বরিয়া,　　আশ্বস্ত হইয়া,
থাক, সুরধুনি !
যা'তে মোক্ষপদ,　　সেই পদ্মপদ
রাম রঘুমণি
দিবেন, সজনি ! তব পুণ্যজলে।
ভক্তি-শতদলে দিবস রজনী
মানসে পূজ গো তাঁ'র চরণ দু'খানি।

গঙ্গা।—ভাল, সখি, তবে আমি যাই,
শ্রীরামের পায়ে লুটে পড়ি ;
নিদ্রিত আছেন এবে রাম,
স্বর্গচ্ছলে পদসেবা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আরণ্য পথ।

বৃক্ষমূলে রাম ও লক্ষ্মণ নিদ্রিত।

পার্শ্বে বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট।

বিশ্বা।—কি ছার মারীচ আর সুবাহু রাক্ষস ?
ইচ্ছা কৈলে পারি ধ্বংসিবারে
অসংখ্য রাক্ষস-বংশ একটি নিশ্বাসে।
কিন্তু,
বাসনা আমার সদা জাগে মনে,—
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি শ্রীমধুসূদনে
মম যজ্ঞে ল'য়ে যেতে।
ইঁহার সমক্ষে
পূর্ণাহুতি দিব আমি যজ্ঞকুণ্ডে মম ;
পূর্ণ হ'বে সাধের কামনা।

(নেপথ্যে গীত)

ভৈরব—চৌতাল।

প্রভাত হইল,　　ভুবন গাইল,
জয় জয় জয় রাম ! !
আকাশ-ছায়ার,　　ঊষা সতী গায়,
শ্রীরাম মধুর নাম ॥
শতদল জলে,　　ফোটে পরিমলে,
রাম রাম বলে অলি।
রাম-নাম শুনি',　　উন্মেষে নলিনী,
রাম-পায়ে পড়ে ঢলি'॥

কোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখী বলে রাম বুলি।
জাগ রে সকলে, রাম রাম ব'লে,
ভকতি-কপাট খুলি' ॥

বিশ্বা।—গা তোল,— গা তোল, দু'টি ভাই!
ওঠ বাছা! রাতি আর নাই।
দুগ্ধফেননিভ শয্যাতলে
শু'তে দুই জনে।
মোর তরে আজি বৃক্ষমূলে
ধূলার শয়নে।
গুরু বলি' বাড়াইলে মোর গৌরব অপার।
ওঠ শিষ্য রাম, ওঠ লক্ষ্মণ আমার।
শাখিশাখে পাখী করে গান,
তাই কি রে ঘুমে অচেতন?
চল, বাছা! করিব প্রস্থান;
ছাড় ধূলার শয়ন।
প্রাতঃসন্ধ্যাকালে নিদ্রা উচিত না হয়,
জাগ, বাছাধন!

(রাম ও লক্ষ্মণের গাত্রোত্থান)

রাম।—গুরুদেব!
গত কল্য মোরা তিন জনে
এসেছিনু এই স্থানে সন্ধ্যাগত হ'লে।
সে কারণ
চিনিতে পারি নি কিছু কি আছে হেথায়;
অন্ধকারে অচিহ্নিত সব।
এক্ষণে নয়নে মোর
নব নব কত কি গো পড়ি'ছে চৌদিকে
প্রভাত-আলোকে।
গুরুদেব!
ঐ দু'টি কোন্ কল্লোলিনী
সঙ্গমি'ছে কল-নাদে?
তপোরত মুনিগণ ওই না ওখানে—
বল্মীক-আবৃত দেহ?
উঁহাদিগে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।
বল, গুরু!
বল এই আশ্রম কাহার?
কেই বা বসেন হেথা?
কি নাম তাঁহার?

বিশ্বা।—শুন, রাম রঘুমণি!
কন্দর্পের এ আশ্রম আছিল পূর্ব্বেতে;
অন্য নাম কাম তাঁ'র;
পূর্ব্বে তিনি ছিলা দেহধর।
এক দিন
মহাদেব দেব ত্রিলোচন
সমাধি করিয়া শেষ,
ল'য়ে দেবগণে
যাইতেছিলেন সুখে বিলাসের স্থলে।
হেন কালে
সে অনঙ্গ তাঁ'র চিত্তমাঝে
উৎপন্ন করিলা ভ্রমে দারুণ বিকার।
ক্রোধনেত্রে মহাদেব অমনি তখন
হুঙ্কারে করিলা ভস্ম তাঁ'রে।
এখানে অনঙ্গ-অঙ্গ হৈল ভস্মীভূত,
তেঁই এ দেশের নাম
'অঙ্গ' বলি' খ্যাত ভূমণ্ডলে।

রাম।—পর-অপকার করে যেই,
তা'র ভাগ্যে প্রতিফল এই।

লক্ষ্মণ।—তবু, দাদা!
দুষ্ট লোক নাহি শিখে নীতি।

বিশ্বা।—চল পুন যাই তিন জনে
অরণ্যের পথ ধরি' সিদ্ধাশ্রমে মম।
ভাল কথা মনে হ'ল,—
এই পথ দিয়া যদি যাই, রঘুবর!
তিন দিবসের পথে সিদ্ধাশ্রম মম,
ওই পথ দিয়া যদি যাই,
কালি প্রাতে পাইব আশ্রম।
কিন্তু বড় ভয় ভাবি ও পথে যাইতে।

রাম।—কেন, গুরুদেব?

বিশ্বা।—তাড়কা নামেতে এক দুষ্টা নিশাচরী
কণ্টক ও পথিমাঝে!
যদি তা'র চক্ষে পড়ি তিন জনে,

তা' হ'লে সে দুষ্টা মরিবে জীবনে।
তাই বলি, রাম।—

রাম।—তাড়কা রাক্ষসী?—কে সে প্রভো?

বিশ্বা।—সুকেতু যক্ষের কন্যা,
জম্ভাসুর-পুত্র সুন্দ পতি তা'র,
মম যজ্ঞ-বিঘ্নকারী
মারীচ রাক্ষস দুরাচার
পুত্র তা'র।
তাড়কার ভয়ে ভীত সর্ব্বজন।
কত শত তপস্বীরে মাতাপুত্রে মিলি'
বধিয়া রুধির পান করে মুহুর্মুহু।
তাড়কার উৎপীড়নে কেহ নহে স্থির,
বৃক্ষের পত্রও কাঁপে দেখিলে তাহারে।
তাই বলি, বাছা,
চল যাই তিন জনে এই পথ ধরি',
মহারাজ দশরথে মনে পড়ে মোর;
যা'ব না ও পথে, রাম!

রাম।—গুরুদেব!
লক্ষ্মণেরে ল'য়ে
তুমি যাও এই পথে।
আমি ওই পথে যাই, প্রভো!
তোমার চরণ-রেণু-প্রসাদে আমার
কিসের কি ভয়?
নাশি' আমি তাড়কারে,
নিষ্কণ্টক করিব ও পথ।
সিদ্ধাশ্রমে দেখা হ'বে পুন তিন জনে।

লক্ষ্মণ।—গুরুদেব! একা তুমি যাও;
অগ্রজের সনে আমি যাইব ও পথে।

রাম।—লক্ষ্মণ! বালক তুমি;
তাই বল এ হেন বচন।
যাও তুমি
গুরুসনে সিদ্ধাশ্রমে এই পথ ধরি'।

বিশ্বা।—বুঝিলাম, বীর তুমি, রাম!
ধন্য তব ধনুর্ব্বাণশিক্ষা!
এ বাক্য-প্রয়োগ মোর পরীক্ষার তরে।
তোমা হ'তে হ'বে মোর কার্য্যের উদ্ধার;
অগ্রজের হ'বে সুযশ।
দেখিব বিক্রম তব,
দেখিব শকতি;
চল যাই ওই পথে মিলি' তিন জনে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তাড়কারণ্য।

তাড়কা ও মারীচ।

তাড়কা।—বেস বেস বেস্, বেস্ রণবেশ,
আনন্দে ছিঁড়ে ঋষির মাথা;
এখন, মারীচ। যা'বি কোথা?

মারীচ।—বিশ্বামিত্তির ব্যাটা আবার
কোচ্চে গো মা! যগ্‌গিব্যাপার;
যগ্‌গিপণ্ড কোর্‌বো গো তা'র।
কি খা'বি তুই,—কি খা'বি তুই?

তাড়কা।—ঘি, ঘি, ঘি।

মারীচ।—হি হি হি।

বেগে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু।—ছি ছি ছি!

মারীচ।—কি কি কি?

সুবাহু।—ছি ছি ছি!

মারীচ।—কেন্ রে সুবাউ এমন্ বলিস্?

সুবাহু।—তোর মাকে তুই ঘি খেতে দিস্?
ঋষিগুলো ঘি দুধ খায়,
রক্ত তা'দের মিষ্টি তায়।

তাড়কা।—বেস্ বোলেচিস্, বেস্ বোলেচিস্।
আমায় তবে তাই এনে দিস্।
রক্ত খা'ব—রক্ত খা'ব,—
কাঁচা খা'ব? না পাকা খা'ব?

সুবাহু।—কাঁচায় পাকায় মিশিয়ে খা'বি—
মজার চুলোয় ফুটিয়ে নিবি।

মারীচ।—তা' হ'লেই মা সোয়াদ পা'বি।

তাড়কা।—কখন্ তোরা আন্‌তে যাবি ?

উভয়ে।—এই চলুম—এই চলুম।

[সকলের প্রস্থান।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা।—এই, রাম ! তাড়কার বন।
সাবধানে ধর ধনু করে,
যুড়ি' শর দুই জনে।

রাম।—কই, গুরু ! সেই নিশাচরী ?
কিরূপ আকার তা'র ?

বিশ্বা।—এখনি দেখিবে চক্ষে, বাছাধন !
আমাদের দেহ-ঘ্রাণ
বিদ্যুতের বেগে পশিয়াছে নাকে তা'র।
এল এল, সাবধান !
এখনি উঠিবে ঝড় ;
বৃক্ষ মড়মড়ি' ভাঙিয়া পড়িবে ভূমে।

লক্ষ্মণ।—উঃ,
ঐ দেখ, দাদা !
ভীম ঝঞ্ঝাবায়ু পড়ি'ছে আছাড়ি' বৃক্ষে।
ঐ আসে কদাকারা ঘোরা নিশাচরী !
গলে ওর অস্থিমালা দলমল করে ;
কূপসম চক্ষু দু'টা অগ্নিরাশি ঢালে ;
বিকট মুখের রন্ধ্র—অতল সাগর !
দুই হস্তে শালতরু।
ছুটি'ছে বিদ্যুদ্বেগে আঁখি পালটিতে।

রাম।—সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ !
স্মর ভাই ! নারায়ণে ;
সুমিত্রা মায়ের পদধূলি,
পড়ুক আসিয়া তোর শিরে।

বিশ্বা।—হান বাণ, রঘুমণি !
চক্ষুর নিমেষে কাটি' পাড় রাক্ষসীরে।

রাম।—গুরুদেব !
দেহ পদধূলি শিরে,
বধিব না তাড়কারে,—স্ত্রীহত্যার ভয়।
নাগপাশে বাঁধি' ওরে দিব তব পদে।

বিশ্বা।—সে কি, রাম !
বধ বধ, নিষ্ঠুরা রাক্ষসী ;
ওর বধে নাহি হ'বে পাপ।
শত শত ঋষিনারী পা'বে প্রাণ
একটা রাক্ষসী-বধে।

রাম।—কি করি,—উপায় নাই ;
শিরোধার্য্য গুরুর বচন !
আসিবার কালে,
অযোধ্যানগরে বলিলেন পিতা ;—
'দেখ, বাছাধন !
বিশ্বামিত্র-মুনি-বাক্য করিও পালন।'
সে হেতু,
গো-ব্রাহ্মণ-হিতে আর দেশের সুহিতে,
তব বাক্য, প্রভো ! আমি প্রস্তুত পালিতে

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা যদি পাই, দাদা !
তা' হ'লে এখনি কাটি' পাড়ি রাক্ষসীরে।
তোমার প্রসাদে,
মোর এক মাত্র শর
তাড়কার সাক্ষাৎ শমন।

রাম।—প্রাণের লক্ষ্মণ ! জানি তোর বল ;
কিন্তু, ভাই ! গুরুর আদেশ মোর প্রতি।
সাবধানে রহ তুমি।

নেপথ্যে তাড়কা।—
বিধি মোরে বাম নহে ;
গৃহে বসি' পাইনু সুভক্ষ্য তিন গ্রাস।
কে তোরা রে মাংসপিণ্ড ?

বেগে তাড়কার প্রবেশ।

রাম।—সাক্ষাৎ শমন তোর,
এই দেখ, নিশাচরি !

তাড়কা।—কি বলিলি ?—কি বলিলি ?
দেখ, তবে কে কা'র শমন !

(রাম ও তাড়কার যুদ্ধ ;
তাড়কার পতন ও মৃত্যু)

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিবাদ্য)

রাম।—দেহ পদধূলি, গুরুদেব।

আজ্ঞা তব করিনু পালন।
অবহেলা নহে গুরুবাণী,
তেঁই সে করিনু হেন কাজ।
অর্শি' থাকে যদি ইথে পাপ,
তবে যেন
তব পদ-রেণু-স্পর্শে পবিত্রতা লভি।

বিশ্বা।—আশীর্ব্বাদ করি, রে বাছনি।
এইরূপে আজীবন শত্রু বধ কর ;
চণ্ডিকা সহায় তোর সদা।
আশীর্ব্বাদ করি, রে লক্ষ্মণ!
রাম সম হও বীর।
চল এবে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধাশ্রমে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা।—বাছা রাম! বড় তুষ্ট আমি তব প্রতি।
তোমার মঙ্গল হউক,—এই মম মতি।
হ'য়েছি পরম প্রীত, এই হেতু তোমায়
কত গুলি দিব্য অস্ত্র দিতে মন চায়।
সে সব অস্ত্রের শক্তি অতি চমৎকার,
রোধিতে সে সবে শক্তি নাহিক কাহার।
গন্ধর্ব্ব, দানব, রক্ষ, সুরাসুরগণ
যদি তব শত্রু হ'য়ে ইচ্ছা করে রণ,
অনায়াসে সেই সব অস্ত্রের প্রভাবে
তা'সবারে তুমি, বাছা, রণে পরাজিবে।
সেই সব দিব্য অস্ত্র এ হেতু এখন,
ধ্যানে আনি' তব করে করিব অর্পণ।

(ধ্যানে উপবেশন ও অবিলম্বে ঊর্দ্ধ হইতে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে বাণ-পূর্ণ তূণের আবির্ভাব)

ধর, রাম! পবিত্র অন্তরে
দিব্য-অস্ত্র-পরিপূর্ণ অক্ষয় তূণীর।
এই সব মহা-অস্ত্র যমদণ্ড সম;
প্রজাপতি কৃশাশ্বের আত্মজ এ সব।

রাম।—গুরুদেব! বড় ভাগ্যবান্ আমি;
অনুগ্রহ তব অতুল জগতে।
এক এক বাণ তব
এক এক প্রাণ এ দাসের, দয়াময়!

লক্ষ্মণ।—ভো আরাধ্য গুরুদেব!
জীবন, ভরসা, শক্তি তুমি এ দোঁহার।

রাম।—তপোধন!
ঐ নদীবরের সকাশ
শোভা পায় বৃক্ষাবলি মেঘের সঙ্কাশ।
দেখিবার যোগ্য উহা, অতি মনোরম,
মৃগগণ ধায়, ডাকে নানা বিহঙ্গম।
কৌতূহল হ'তেছে আমার,
বল, গুরু!
ঐ বনে আশ্রম কাহার?
কহ, দেব! ব্রহ্মঘাতী নিশাচরগণ,
যাগ-বিঘ্ন করে যারা তোমার আশ্রমে,
যাদিগে বধিব আমি, যজ্ঞরক্ষা তরে,
সেই সে আশ্রম তব কত দূর আর?

বিশ্বা।—ঐ যে দেখিছ, রাম, অদূরে আশ্রম,
আমারি আশ্রম ওই।
পূর্ব্বে ঐ স্থানে যজ্ঞ কৈলা বলিরাজ।
সেই যজ্ঞে আদিদেব বিষ্ণু ভগবান্
জন্মিয়া অদিতি-গর্ভে বামন-রূপেতে
ছলিলেন বলিরাজে।

রাম ও লক্ষ্মণ।—নমস্কার করি।

রাম।—চল, গুরু!
তব পূত আশ্রমের ধূলিকণা মাখি'
পবিত্র করি এ দেহ।

(নেপথ্যে গীত)

রামকেলী—চৌতাল।

দেখ, রে জগৎ! মেলিয়ে নয়ন,
যথা হরি হয়েছিলেন বামন,
আজ তথা পুন করেন গমন,
কৌশিকের যাগ-পূরণ করে।
ধন্য ধন্য তুমি মনি বিশ্বামিত্র!
ব্রহ্মাণ্ডের মিত্র হ'য়ে তব মিত্র,
পুরাইতে তব মনের বাসনা,
আসিলেন আজি ধনুক করে।
সিদ্ধাশ্রমে আজ সিদ্ধি বিরাজিল,
অমর-দুন্দুভি গগনে বাজিল,
ফুল বিলাইয়ে প্রকৃতি সাজিল,
প্রাণ-মন-ভোলা আনন্দ-ভরে।
সিদ্ধাশ্রমবাসী ওগো ঋষিগণ!
বেদ-মন্ত্র-গান কর জনে জন,
যজ্ঞেশ্বর হরি রাম রঘুমণি,
হের হের হের নয়ন ভ'রে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রম।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা।—এই, রাম! আশ্রম আমার।
রাম।—করি কোটি কোটি নমস্কার।
লক্ষ্মণ।—কোথা তব যজ্ঞস্থল, প্রভো?
বিশ্বা।—আশ্রমের পূর্ব্ব দিকে।
প্রতিদিন
যজ্ঞ-বেদিকায় পড়ে অংশুমালিকর,
ঊষা হ'লে পশ্চিমগামিনী।
এবে দোঁহে এস স্নান করি'
গিয়া ঐ সিদ্ধিকুণ্ডে।
পর পুনঃ বীরবেশ দোঁহে।
যজ্ঞস্থলে গিয়া আমি যজ্ঞ আয়োজনি।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সুবাহু, মারীচ নিশাচর
মৃত্যুমুখ নিরখিবে আজ।
কিন্তু মারীচেরে নিপাত করিলে,
কার্য্যসিদ্ধি নাহি হ'বে—
নাহি হ'বে রাবণ-সংহার—
নাহি হ'বে দেবের নিস্তার—
না ঘুচিবে পৃথিবীর ভার।
কেমনে নিষেধি নিজ মুখে
রাঘবেরে মারীচ-নিপাতে?
ইচ্ছারে ডাকিতে হ'ল কাছে
ধ্যানযোগে।

(ধ্যান

মূর্ত্তিমতী ইচ্ছার প্রবেশ।

ইচ্ছা।—কুশিকনন্দন!
সহসা আসন মোর কি হেতু টলালে?
ছিনু আমি দেবলোকে দেবতার মনে,
কেন আবাহন?
বিশ্বা।—দেবি!
বিষম সমস্যা আজি;
ফিরাও রামের চিত্ত অমি [illegible]তে,
বাঁচাও মারীচে তুমি!
মরিলে সে পাপী,
ইচ্ছা গো, দেবের ইচ্ছা পুরাইবে কিসে?
স্বর্ণময় মায়ামৃগ কে সাজিবে?
কে খুলিবে রাবণের মৃত্যুর দুয়ার?
ইচ্ছা।—যা' বলিলে, সত্য কথা;
কিন্তু,
নিজেই ত তুমি, মুনি!
পার নিষেধিতে রঘুকুল-ইন্দীবরে।
বিশ্বা।—বাস্তবিক;
কিন্তু আমি কেমনে নিষেধি

আনিনু যেকালে রামে বধিতে মারীচে ?
পাইলেন কত কষ্ট রাম রঘুমণি,
হইলেন কষ্টভাগী তাঁ'সহ লক্ষ্মণ
পথে পথে, বনে বনে, পর্ব্বত-প্রস্তরে
আসিবার কালে।
ভগ্নোৎসাহ করা নহে উচিত, অমরি!
তুমি বই গতি নাই আর।
অয়ি ইচ্ছা!
তোমারি প্রসাদে
সৃষ্টি ক'রেছিনু আমি দ্বিতীয় জগৎ,
ত্রিশঙ্কুরে সশরীরে তুলিনু ত্রিদিবে।
চমকিলা দেববৃন্দ;
বিস্মিত হইলা
পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে।
পুষ্করে আপনি ব্রহ্মা আসিয়া আমারে
ব্রহ্মর্ষি করিলা বরে তোমারি প্রসাদে।
হিতৈষিণী তুমি মোর;
আমি তব পদে চিরঋণী।
আজি, ইচ্ছা! ইচ্ছা মোর কর গো পূরণ
ফিরা'য়ে রামের মতি।

ইচ্ছা।—তাই হ'বে;
সরামলক্ষ্মণ তুমি যজ্ঞপূর্ণ কর।

[ইচ্ছার প্রস্থান।

বিশ্বা।—নিশ্চিন্ত হইনু এবে ইচ্ছার ইচ্ছায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞভূমি।

ঋষিগণ বেদমন্ত্রপাঠসহ যজ্ঞ-
কার্য্যে নিযুক্ত।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা।—বৎস রাম!
আজি মম সার্থক জীবন,
সার্থক এ যজ্ঞভূমি,
সার্থক এ যজ্ঞ যাগ।
তপস্যার ফল হইল সকল,
মানব-জনম, গর্ভের যন্ত্রণা,
সংসারের ঘোর পাপ-কোলাহল
ঘুচিল আমার।
চরণ তোমার, নারায়ণ!
রাখ এই যজ্ঞ-বেদিকার,
আঁখি ভরি' হেরি' ও চরণ,
যজ্ঞকুণ্ডে দি হে পূর্ণাহুতি।
দাঁড়াও সমক্ষে তুমি, পরমেশ!
দাঁড়াও, লক্ষ্মণ! রাম-বামে,
সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি।
দেখ, ব্রহ্মা! দেখ, রুদ্র!
দেখ, পুরন্দর!
দেখ, অষ্ট দিক্‌পাল!
দেখ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী!
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত, অরণ্য, জলনিধি!
দেখ চেয়ে,
পরমাণুপুঞ্জ! মানব-অদৃশ্য চক্ষু মেলি'—
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি-শ্রীপদ-কমলে
এই দিনু পূর্ণাহুতি।

সকলে।—জয় জয় রাম!
নেপথ্যে।—জয় জয় রাম!

বিশ্বা।— (স্তব)

তুমি তপোরাশি, তুমি তপোময়;
তুমি তপোমূর্ত্তি, জ্ঞানের নিলয়।
তপোবল-ফলে, পুরুষ-উত্তম!
নয়ন-সম্মুখে তুমি আজি মম।
তোমার শরীরে, প্রভু নারায়ণ,
নিখিল জগত করি দরশন।
অনাদি অনন্ত একমাত্র তুমি,
শরণ তোমার লইলাম আমি।

(রামলক্ষ্মণকে সকলের প্রণাম)

(নেপথ্যে সহসা ঝড় ও মেঘগর্জ্জন ;
ঊর্দ্ধ হইতে অস্থি, ধূলি, জল,
মাংস, রক্ত, বৃক্ষ ও
প্রস্তরবৃষ্টি)

মুনিগণ।—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
বিভ্রাট আবার আচম্বিতে!

বিশ্বা।—সাবধান, রঘুমণি!
সাবধান, কুমার লক্ষ্মণ!
ওই আসে দুরাচার সুবাহু, মারীচ।
বাঁচাও আশ্রিত ঋষিগণে
এ বিপদে, বিপদবিনাশী!

রাম।—সাবধান, ভাই রে লক্ষ্মণ!
সুমিত্রার স্তন্যের পরীক্ষা দাও ত্বরা।

বেগে সুবাহুর প্রবেশ।

কে তুই, রাক্ষস?

সুবাহু।—সুবাহু;
জগতে বিদিত নাম মোর।
যজ্ঞপণ্ডকারী আমি,
মুণ্ড চিবাইব ধরি',
আর আগুবাড়ি'।

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা দেহ, রঘুনাথ!
কাটি' পাড়ি বাহু এর।

রাম।—নির্ল্লাহু করিয়া দুষ্টে মার, রে লক্ষ্মণ!
ঘুচুক কণ্টক।

(লক্ষ্মণ ও সুবাহুর যুদ্ধ ;
সুবাহুর পতন ও মৃত্যু)

বেগে মারীচের প্রবেশ।

মারীচ।—দৈবাৎ
নিহত সুবাহু বীরবর ;
অসার বড়াই তোর ঘুচাই নিমেষে।
ক্ষুদ্র শিশু!
কত বল ধরিস্ শরীরে,
দেখিব এ বার ;
নখে ছিঁড়ি' মুণ্ড দু'টা গুঁড়াইব দাঁতে।

লক্ষ্মণ।—সুবাহুর পাপ আত্মা তোরে
ডাকিল আমার শরমুখে।
মরিলি, পামর!

রাম।—ভাই রে লক্ষ্মণ!
নাহি এড় শর ওর প্রতি ;
তাড়কার পিণ্ড দিতে বাঁচাইব ওরে।
কিন্তু ঘুচাইব অহঙ্কার,
এই দেখ,
বায়ুবাণে উড়াইয়া সাগর-সলিলে
ফেলি দুষ্ট দুরাত্মা রাক্ষসে।

মারীচ।—মোর ভয়ে ঝড় জড়সড়,
তুই উড়াইবি মোরে!
পোড়া'ব জঠরানলে গিলি' তোরে।

(রাম ও মারীচের যুদ্ধ ; রামের বায়ব্য
শরাঘাতে মারীচের ঊর্দ্ধে অন্তর্ধান)

বিশ্বা।—আশীর্ব্বাদ করি, রাম!
শত্রুজয়ী তুমি মহাবীর।
আশাপূর্ণ আজি মোর
তোমার কল্যাণে।
এ দরিদ্র গুরুর বাসনা,—
অরণ্যের ফল, নির্ঝরের জল
করহ গ্রহণ ভাই সনে ;
আশ্রমে প্রস্তুত আছে সব ;
চল দোঁহে।

রাম।—বড় ভাগ্য আমা' দোঁহাকার,
ভক্ষণ করিব আজ গুরুর প্রসাদ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্রগর্ভ।

শরাহত মারীচ জলে ভাসমান।

মারীচ।—অহো, ভাগ্য! এ কি বিড়ম্বনা!
পরাজিত বালকের শরে!

দশেক যোজন পথ উড়ি'
পড়িলাম সমুদ্রের জলে!
ধিক্ মোরে,
ধিক্ মোর রাক্ষসী শক্তিরে!
(কষ্টেসৃষ্টে সমুদ্র হইতে তীরে উত্থান)
এ কি, এ কি! এ কি দেখি,—
রামময় সমুদ্রের জল!
রামময় পাদপের ফল!
বালুকার কোটি কোটি কণা
কোটি কোটি রাম!
অহো, ও কি পশে শ্রুতিমূলে!
রাম-নাম বহি' বায়ু পশে কর্ণপথে!
বীরবেশ!
তীক্ষ্ণ শর যেন রে ছুটি'ছে চারি ভিতে!
মরিনু মরিনু বুঝি!
রক্ষা কর, দয়াময়!
তুমি, রাম! দীনের দয়াল;
বিপন্নের সহায় সম্পদ।
কভু আর না করিব পাপকাজ,
আজ হ'তে হইলাম বৈষ্ণব তপস্বী।
রক্ষা কর ভক্তে, রঘুমণি!
বুঝিতে পারিনু, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
আর না যাইব দেশে,
এই সিন্ধুতটে কুটীর রচিয়া,
আজন্ম জপিব রাম-নাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সিদ্ধাশ্রম।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট।

এক জন ঋষিশিষ্যের প্রবেশ।

বিশ্বা।—কি সংবাদ?
শিষ্য।—নমি, গুরো! চরণে তোমার।
মিথিলার পতি
মহামতি রাজর্ষি জনক সীরধ্বজ
দূতহস্তে প্রেরিলা এ লিপি।

(লিপিপ্রদান)

বিশ্বা।—(পত্রপাঠান্তে)—
বুঝিলাম লিপিমর্ম্ম।
শুন, বৎস রঘুমণি!
ধনুর্যজ্ঞ হ'বে মিথিলাতে মহাসমারোহে;
নিমন্ত্রিত হৈনু আমি শিষ্যগণ সনে।
কালি প্রাতে শুভযাত্রা করিব সকলে।
নিতান্ত বাসনা মোর,—
দুই ভাই মিলি'
আমার সহিত চল যজ্ঞ-দরশনে।
তথা হ'তে ফিরি'
যা'বে বরাবরি অযোধ্যা নগরী।
রাম।—যথা আজ্ঞা, গুরুদেব!
কি দেখিব তথা, মহামুনি?
বিশ্বা।—
সেখানে যাইলে পর, অদ্ভুত কলেবর
নিরখিবে এক শরাসন;
পূর্ব্বে সে যজ্ঞের কালে, দেবরাত নরপালে
সেই ধনু দিলা পঞ্চানন।
অপ্রমেয় বল তা'র, দেখিতে সে ঘোরাকার;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রক্ষোগণে
সে ধনুতে দিতে গুণ সকলেই অনিপুণ;
নরে তবে পারিবে কেমনে?
সে ধনুর কত বল জানিবারে রাজদল,
আর যত রাজার কুমার
এসেছিল তুষ্টচিতে, কিন্তু গুণ আরোপিতে
হয় নাই ক্ষমতা কাহার।
যজ্ঞ-ফল-লাভ-মতি জনক মিথিলাপতি,
শঙ্করের পাশে যাচ্ঞা করি',
লভিয়া সে ধনুরত্ন, করিয়া বিশেষ যত্ন,
রেখেছেন গৃহের ভিতরি।
আরাধ্য-দেবতা-জ্ঞানে, অগুরু-ধূপাদি-দানে
জনক পূজেন সদা তা'রে;

অতএব চল, বাপ ! যে অদ্ভুত মহাচাপ,
আর সেই যজ্ঞ দেখিবারে।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

গঙ্গানদীর দক্ষিণ তট ।

বিশ্বামিত্র ।

বিশ্বা ।—প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন ;
সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী ।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে ।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া ।
বহিছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি,
নির্জ্জন প্রদেশে ।
তরী নাহি একখানি ;
কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষ্মণের সনে ?
অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি !
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে,
দয়াময়ি !

(স্তব)

জয় জয় গঙ্গে ! ধবল-তরঙ্গে,
হর-শির-বিহারিণি !
জয় ভাগীরথি, দেবি দয়াবতি,
পাপি-জন-নিস্তারিণি !
মকর-বাহিনি, কমল-ধারিণি,
ভোগবতি, ত্রিলোচনি !
পূত-নীর-ধারা, শ্বেত-মুক্তা-হারা,
ভব-ভয়-বিমোচনি ।

(প্রণাম)

দেখা দে মা ! বিপদ সময়ে,
অভয়ে ভবেশ-জায়া !

(জল হইতে সহসা গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা ।—তপস্বি-ঈশ্বর !
কই রাম জগতের পতি ?
তাঁ'রে পার করিবারে
এই পার-ঘাটে আছি আমি প্রভাত হইতে ।
কত শত ঘাটে আজ পদ্ম কত শত
ভাসি'ছে ভক্তের কর হইতে সলিলে ;
একটিও লই নাই কর পাতি' ;
যাই নাই কোন ঠাঁই, মুনিবর !
বহুযুগ পরে আজ
স্বহস্তে ধরিব ভক্তি-ভরে
শ্রীহরির পাদপদ্ম ।
আজি মম বক্ষে ভাসিবে হরির তরী ;
বড় ভাগ্যবতী আমি ।
ধুইব মনের মলা,
ধুইব পরের পাপ,
স্বকরে ধুইয়া তাঁ'র পূত পা দু'খানি ।

বিশ্বা ।—কেমনে করিবে পার,
মা জননি ?
কই তরী ?—কই তরীবাহী ?

গঙ্গা ।—নাগকন্যাগণে আমি ক'রেছি আদেশ,
এখনি আসিবে তা'রা
সুবর্ণের নৌকা বাহি' এ তটে ঝটিতি ।
আপনি ধরিয়া হাল,
ভব-সিন্ধু-পার-কারী শ্রীমধুসূদনে
ল'য়ে যা'ব পর-পারে ।
বিলম্ব ক্ষণেক,
দেখি কত দূরে আসে পারের তরণী ।

(জলমধ্যে অন্তর্ধান)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—ভানুতাপে ঘেমেছে শ্রীমুখ,
নবীন-পল্লব-বায়ু বহাইব গায়।
না জানি,
কতই কষ্ট হ'তেছে তোমার, রঘুরাজ!

(পল্লববীজন)

রাম।—গুরু গো!
না পারি সহিতে আর সূর্য্যের কিরণ!
কই তরী?
কেমনে হইব পার পর-পারে?

বিশ্বা।—রঘুনাথ!
সামান্য সূর্য্যের তাপে এতই যন্ত্রণা?
পারে যেতে এতই আকুল?
ভাল, দেব!
বল দেখি,—
এ ভব-সাগরে কত কষ্ট তা'র,
নাহি যা'র কোন পথ—পারের তরণী।
আজীবন নিঃসহায় হ'য়ে,
কতই হতাশ সেই জন
পারে যেতে।
তা'র কষ্ট পড়ে কি হে মনে, কর্ণধার?
বল মোরে,
করহ প্রতিজ্ঞা আজি, রাম!
তব পদ-তরীর সহায়ে
ল'বে ভব বাসিগণে ভব-সিন্ধু-পারে?
তা' হ'লে এখনি,
তোমারে করিব পার আনাইয়া তরী;
নহে কে করিবে পার,
ভব-সিন্ধু-কর্ণধার?
পার নাহি পেলে, পার কে করে কাহারে?

রাম।—গুরুদেব!
লজ্জাময় কষ্ট বড় বাজে;
আর লজ্জা দিও না আমারে;
গুরুর সমক্ষে এই পণ,—
দিনান্তেও এক বার
যে ভাবিবে 'রাম' বলি' ভক্তিভরা চিতে,
আমি তা'র কর্ণধার ভবের সাগরে।

বিশ্বা।—জয় জয় রাম!

(নেপথ্যে গীত)

সিন্ধু—দাদরা।

"ভক্তিভরে, মধুর স্বরে,
'রাম' বল রে নরনারী।।
চরণ-তরী, দিয়ে হরি,
হ'লো ভবের পারকারী॥
ভবের সিন্ধু, জলের বিন্দু-
সমান হ'ল রামের নামে;—
বাজিয়ে ডঙ্কা, ঘুচিয়ে শঙ্কা,
চল সবাই যাই গোলোকধামে।"

বিশ্বা।—হের, বাছাধন!
ওই আসে সোণার তরণী।
তালে তালে নাগকন্যাগণ
ক্ষেপণী নিক্ষেপে জলে।
ভগবতী ভাগীরথী নিজে
তরীকর্ণ ধরি' তরী আনে' লক্ষ্য-পথে।
যেথা দিয়া আসে তরী,
সেথা যেন ধীরি ধীরি
তালে তালে নাচে বারি।
ফুলকুল ঘেরি' তরীর চৌধার,
তালে তালে নাচি' জলে আসিছে ভাসিয়া।
যেন,
ফুলরূপ জলে তরীখানি;
সুবর্ণের বক্ষে যেন উজ্জ্বল রতন।

নাগকন্যাগণের সহিত নৌকা বাহিয়া গঙ্গার পুনঃপ্রবেশ।

(নৌকা হইতে গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের তটে অবতরণ ও রামকে প্রণাম)

গঙ্গা।—দয়াময়!
মাতৃহীনা কন্যা আমি তব;
তুমি মোর মাতা-পিতা।
নাহি মোর মাতা কোন কালে;

তব পাদপদ্মোদ্ভবা আমি, দীননাথ!
তোমার প্রসাদে,
ভোলানাথ স্বামী মোর;
কে এমন রমণী জগতে,
আমার পতির মত পতি যা'র?
কত যে বাসেন ভাল ভোলানাথ,
না জানি বর্ণনা তা'র।
শিরজটে রাখেন তুষিয়া দিবানিশি;
শিরে ধরি' মোরে,
বাড়া'তে পত্নীর মান,
ধরিলেন নাম "গঙ্গাধর"।
পতিগৃহে দুঃখ নাহি মোর,
কেবল সপত্নী-দুঃখ-শেল
বিঁধে মর্ম্মে থাকি' থাকি';
এই দুঃখ জানা'তে তোমারে,
দুঃখহারী! কত যুগ মর্ত্ত্যে গোঙাইনু;
কিন্তু না পাইনু তব দেখা।
সুসময়ে দেখা আজি,
এক ভিক্ষা মাগি আমি ও রাজীব-পদে,
সপত্নী-যন্ত্রণা
নাহি যেন ঘটে আর অবলা-কপালে
ভারতে উত্তর কালে।
দেহ পদধূলি মাথে,
দেহ পদ বাড়াইয়া দুহিতার করে,
ধুইয়া রাখিব ধূলি সীমন্ত-সিন্দূরে।
উঠ এ নৌকায়,
বৈকুণ্ঠের পতি হরি!
পিতারে করিবে পার আদরের মেয়ে।

বিশ্বা।—গঙ্গা-জলে পা ধুইয়া,
উঠ, রাম! নৌকার উপরি।

(সকলের নৌকারোহণ)

গঙ্গা ও নাগকন্যাগণ।—(গীত)

মুলতানী-সারঙ্গ—কাওয়ালী।

(জগৎ!) দেখ রে চেয়ে, যাচ্ছি বেয়ে,
সোণার তরণী;
তরীর উপর, শ্যাম কলেবর,
রাম রঘুমণি।
(যিনি) ভবের জলে, অবহেলে,
করেন জীবে পার,
আজকে তাঁ'রে, নিচ্ছি পারে,
হ'য়ে কর্ণধার;—
পারের কড়ি, ধ'রে নেবো,
চরণ দু'খানি।

[নৌকা বাহিতে বাহিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিশালারাজ্য—গঙ্গার উত্তর তট।

সুমতি ও তাঁহার মন্ত্রিগণ।

সুমতি।—মন্ত্রিগণ!
শুভক্ষণে গঙ্গাস্নানে আসিলাম আজি;
হের ওই, হেম-নৌকা আসে এক।
যে মূর্ত্তির পূজা করি ঘাটের দেউলে,
সে মূর্ত্তির মত মূর্ত্তি কোন্ দেবী উনি
ফিরান নৌকার হাল?
কোন্ দেববালাগণ ক্ষেপয়ে ক্ষেপণী?
কোন্ ঋষি বসি' ওই?
রবিশশিসম
কে ওই বালক দুটি বসি' ঋষিপাশে?

মন্ত্রিগণ।—বুঝিতে নারিনু, রাজা!
যেন মায়াজাল।

সুমতি।—আসিল নিকটে তরী;
বুঝিলাম এতক্ষণে,
বিশ্বামিত্র মুনিবর নৌকার উপরি।
বুঝিলাম,
আপনিই ভাগীরথী বাহেন তরণী;
প্রণিপাত করি।
কিন্তু, মন্ত্রিগণ!
নারিনু বুঝিতে ওই বালক দু'টিরে।

নেপথ্যে পূর্ব্বগীত "[জগৎ ! দেখ্ রে চেয়ে"] ইত্যাদি)

নৌকাযোগে রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের প্রবেশ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের তটে অবতরণ)

[নৌকা লইয়া গঙ্গা ও নাগকন্যাগণের প্রস্থান।

সুমতি।—প্রণিপাত, মুনীশ্বর !
আজি শুভক্ষণে, হেরিলাম শ্রীপদ তোমার।

বিশ্বা।—লহ, ভূপ ! আশীর্ব্বাদ ;
আছ ত কুশলে, মহারাজ ?

সুমতি।—তব পদার্পণে
বিশালারাজ্যের সহ মঙ্গল আমার।
কৃপা করি' কহ, তপোধন !
কোন্ ভাগ্যবান্,
কোন্ ভাগ্যবতী
এ দোঁহার পিতা মাতা ?
অথবা মর্ত্ত্যের নহে এ যুগল চাঁদ।

বিশ্বা।—দশরথ অযোধ্যার পতি
এই দু'টি বালকের পিতা ;
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম,
তপ্তস্বর্ণ কুমার লক্ষ্মণ।
কৌশল্যা রামের মাতা,
লক্ষ্মণের সুমিত্রা জননী।
যাইতেছি মিথিলা নগরী
ল'য়ে এই রাজপুত্র দু'টি,
রাখিবারে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ।

সুমতি।—সুখী হৈনু আমি আজ,
এই দু'টি রাজপুত্র থাকুন্ কুশলে ;
অটুট থাকুক্ ধনুর্ব্বাণ।

রাম।—করি নমস্কার,
মহারাজ বিশালাধিপতি !
প্রাণের লক্ষ্মণ !
নমস্কার কর মহারাজে ?

লক্ষ্মণ।—নমস্কার, মহারাজ !

সুমতি।—আশীর্ব্বাদ করি,
প্রিয়পত্নী লভ দুই ভাই।

বিশ্বা।—তোমার সুবাক্য, রাজা ! হউক সফল।

সুমতি।—হে কৌশিক-কুল চূড়ামণি !
নিতান্ত বাসনা,
দয়া করি' এ দাসের গৃহে
সামান্য আতিথ্য আজ কর গো গ্রহণ
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে।
কালি সুপ্রভাতে
যাইও মিথিলাপুরী মিলি' তিন জনে।

বিশ্বা।—বড় ভাগ্যবান্ তুমি, রাজা !
রাম তব দুয়ারে অতিথি ;
পূর্ণ কর মনোরথ।
চল, রাম !
চল, কুমার লক্ষ্মণ !
চল তবে, ভূপতি সুমতি !
লইব আতিথ্য তব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাস পর্ব্বত।

শিলাখণ্ডোপরি মহর্ষি গৌতম উপবিষ্ট।

গৌতম।—কেন এ দক্ষিণ চক্ষু নাচে ?
কেন এ দক্ষিণ বাহু কাঁপি'ছে আকুল ?
কেন আজ সুপ্রসন্ন দিগঙ্গনাগণ ?
কেন আজ,
মনের বিকার, হতাশ, বিষাদ, ক্রোধ, ঘৃণা
গলিয়া গড়া'য়ে গেল তুষারের সনে ?
কেন আজ,
অহল্যারে পড়ে মনে পূর্ব্বের মতন ?
কিছুই বুঝিতে নারি।
অনন্ত চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত কি হ'ল মন ?
অথবা এ শৈল-মরীচিকা ?

পবিত্র কৈলাস!
গূঢ়-মর্ম্ম কহ মোরে।
কহ, রে নির্ঝর!
কেন হেন ভাবান্তর?
অনন্ত তুষার!
এ কি মোর মনের বিকার?
কৈলাস-বেষ্টনী মেঘমালা!
বুঝাও,
কেন মন করে হেন খেলা?
লোকসাক্ষী বিশ্ব-অক্ষি ভানু!
দৈবজ্ঞ হও গো আজি,
খোল খোল ভবিষ্যের দ্বার।
গ্রহাসন-দীপ্ত-নীলাম্বর!
খোল খোল নীলাম্বর তব,
মম ভাব-বিপর্য্যয়-বীজ
বক্ষে তব ঢাকা থাকে যদি।

(সহসা পর্ব্বতচূড়ায় মূর্ত্তিমতী দৈববাণীর আবির্ভাব ও শৃঙ্গবাদন)

ও কি ও!
আচম্বিতে দেবশৃঙ্গ পর্ব্বতের চূড়ে
নিনাদিল কি কারণ?
ভৈরবী প্রকৃতি উঠে জাগি';
নিস্তব্ধতা পলাইল দূরে।
নির্ঝরের কল-কল নাদ
যোগ দিল শৃঙ্গনাদ সনে।
কে উনি বিশদ-বাসা?
বায়ুময়ী মূর্ত্তিখানি দোলে বায়ু-দোলে;
দু'খানি সুবর্ণ-পাখা,
যেন দু'টি পূর্ণশশী পৃষ্ঠে সুজড়িত।
প্রণমামি,
কে মা তুমি, অচলবাসিনি?

দৈব।—গৌতম!
দৈববাণী আমি ত্রিজগতে।
অম্বর মন্দির মোর,
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী
আমার সীমন্ত-মণি;
ভগবান্ বায়ু মোর পিতা।
তপস্যা করিয়া আত্মভাব ভুলিয়াছ তুমি।
যোগের নিদ্রায় অচেতন,
তুমি, মুনি!
তেঁই সে আইনু জাগাইতে।
যাও ত্বরা মানস-গমনে
প্রাচীন আশ্রমে তব;
পা'বে আজ নারায়ণ রামে,
পা'বে আজ অহল্যা তোমার—
শাপমুক্তা পতিব্রতা।

[শৃঙ্গবাদন করিতে করিতে দৈববাণীর প্রস্থান।

গৌতম।—জয় জয় রাম!
আত্মভোলা ছিনু আমি,
তপোরত তপোগত প্রাণ,
তেঁই সে নারিনু বুঝিবারে নিজ কথা।
অহল্যারে অভিশাপ কালে,
বিনতি মিনতি দেখি' তা'র,
ব'লেছিনু,
ত্রেতাযুগে অখিলের পতি নারায়ণ
পদ-রজে উদ্ধারিবে' তোরে।
থাক্ তুই শিলাময়ী হ'য়ে;
তপিতে কৈলাসে যাই আমি
পুনঃ দেখা হ'বে সেই মঙ্গলের দিনে।
সত্যযুগ অবসান,
ত্রেতা নামে বহে কাল-স্রোত।
আসিলেন ভগবান্ শ্রীমধুসূদন
অভাগীরে তারিবারে।
চলিলাম মনোগতি;
জয় জয় রাম!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌতমাশ্রম।

মধ্যস্থলে শিলাময়ী অহল্যা।

রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র।

রাম।—গুরুদেব! কহ মোরে, করি নিবেদন,—
আশ্রমসদৃশ এই কোন্ তপোবন
তাপস-সংশ্রব-শূন্য এবে?
পূর্ব্বে ছিল এ আশ্রম কা'র?
শুনিবারে মনে মম হ'তেছে বাসনা;
তুমি ত সকলি জান,—বল কৃপা করি'।

বিশ্বা।—শুন, রাম!
মহর্ষি গৌতম মহাতেজা
তপিতেন মহাতপ পূর্ব্বে এ আশ্রমে
পত্নী অহল্যার সনে।
নিখিল ভূতলে
না দেখি এমন নারী,
অহল্যা রূপসী যথা।
গৌতমের তপে তপ্ত হইলা বাসব,
যায় বুঝি স্বর্গ-সিংহাসন,
ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, নন্দন-কানন;
তেঁই ইন্দ্র হইলা শঙ্কিত।
মহাতপা গৌতমের মনে
উৎপাদিতে রোষ,
করিলা কৌশল দেবরাজ,
দেব-নাম-অযোগ্য কৌশল।
গৌতমের অসাক্ষাতে গৌতম সাজিয়া
অমরের পতি
সতীত্ব হরিলা অহল্যার।
বিধির নির্ব্বন্ধ কে পারে লঙ্ঘিতে?
গৌতমের তপোদীপ্ত নয়নের পথে
পড়িলা সুরেশ আচম্বিতে।
ধ্যানে মুনি বুঝিলা ছলনা;
রোষানলে জ্বলিল অন্তর,
সিন্ধুগর্ভে বড়বাগ্নি যথা
দিলা অভিশাপ;—
'দেবাধম কামুক বাসব!
অসৎ কর্ম্মের ফল,—
পাপ-দেহে তোর
হউক সহস্র ক্ষত।'
অমনি তখনি
হইল ঘৃণার দৃশ্য ইন্দ্রের শরীরে!
অপরাধী অভিশপ্ত অমরার পতি
দুষ্কৃতির দুর্গতির লাজে
পড়িলা মুনির পায়।
ঋষি-রোষ কত ক্ষণ রয়?
বিলীন হইল রোষ,
বৃষ্টিপাতে যেন দাবানল।
অনন্তর ইন্দ্রের সহস্র ক্ষত
হইল সহস্র চক্ষু গৌতম-প্রসাদে;
তেঁই ইন্দ্র দ্বি-অধিক-সহস্র-লোচন।

লক্ষ্মণ।—ভাল না করিলা ঋষি ইন্দ্রে চক্ষু দিয়া,
ঘুচাইয়া নরক-যন্ত্রণা।

রাম।—তুই, ভাই! শিশু,
তেঁই সে কহ রে হেন বাণী;
ঋষিচিত্ত দেবচিত্ত চেয়ে সারবান্।
ভাল, গুরুদেব!
গৌতম-দয়িতা দেবী অহল্যা কোথায়?

বিশ্বা।—পতিশাপে শিলাময়ী;
এই যে পাষাণস্তূপ,
এই সে অহল্যা।
ধূম মাঝে দীপ্তানল যথা,
শিলা মাঝে অহল্যা তেমতি দীপ্তিময়ী।

রাম।—ঋষি-রোষ কেন এঁর প্রতি?
পর-দোষে কেন দণ্ড এঁর?

বিশ্বা।—ভুবন-ললাম রূপ নিরখি' ইঁহার,
তাপস গৌতম
দিয়াছিলা মন্ত্রময়ী এক অঙ্গুরী
ডরিয়া কামুক জনে।
সে অঙ্গুরী থাকিলে অঙ্গুলে,
কামুকের চক্ষে

সাক্ষাৎ অনলসমা অহল্যা সুন্দরী।
দৈব-দুর্ব্বিপাকে,
ভুলিলা অহল্যা সেই অঙ্গুরী পরিতে ;
তেঁই ইন্দ্র পূর্ণমনস্কাম,
তেঁই শিলা অহল্যা সুন্দরী পতিরোষে।

লক্ষ্মণ।—ভ্রমবশে এ হেন দুর্গতি,
উৎসন্ন হউক ভ্রম।

রাম।—গুরুদেব !
মহাশক্র বাসবের প্রতি
হইলেন প্রসন্ন গৌতম ;
ভ্রম-জাল-জড়িতা অহল্যা
পত্নী তাঁ'র,
কেন তিনি বাম এঁ'র প্রতি ?
মুক্তিদাতা মুনি মুক্তি কেন নাহি দিলা ?

বিশ্বা।—বাছাধন !
বাসবের মুক্তিদাতা মুনি,
অহল্যার মুক্তিদাতা তুমি।
পাষাণরূপিণী
অহল্যার শিরে দাও পদধূলি তব।

রাম।—সে কি, প্রভো !
নমস্কার করি আমি অহল্যার পদে,
তোমার চরণ-পদ্মে ;
ঋষিপত্নী অহল্যা তাপসী।

বিশ্বা।—কেন, রাম ! এ ছলনা ?
দয়াময় ! তোমারি প্রসাদে
বুঝি আমি ছলনা তোমার।
অবুঝে ভুলাও তুমি,
মোরে না পারিবে, জগন্নাথ !
এত ডর চরণের ভর দিতে অহল্যার শিরে !
ভাল মায়াময় ! বল দেখি,
কা'র পায়ে এ ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা ?
কা'র পায়ে ঊষা নতি করে
পূর্ব্বের দুয়ার খুলি' ?
কা'র পায়ে তরুণ অরুণ
দেয় রক্তচন্দনের ফোঁটা ?
কা'র পায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী
নখর হইতে চাহে ?
কা'র পায়ে বিশ্বপ্রাণ বায়ু
ফুলের সৌরভ তুলি' মাখায় যতনে ?
কা'র পায়ে পতিতপাবনী গঙ্গা জনম লভি
উদ্ধারি'ছে অসংখ্য পতিতে,
ওহে পতিতপাবন ?
কা'র পায়ে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি
ঢালে যোগিগণ, হে যোগীন্দ্র ?
শেষ কথা—
কা'র পায়ে অহল্যা তাপসী
লুটি'ছে পাষাণ মাঝে ?
দীননাথ ! বিলম্ব' কি হেতু ?
তব পদ-রজ-ভিখারিণী
অহল্যার পানে চাও।
নহে ভক্তাধীন নামে কলঙ্ক অর্শিবে।
গুরুবাক্য পাল, রঘুনাথ !

রাম।—গুরুর আদেশ ;
নমি আমি গুরুর চরণে,
নমি ঋষি গৌতমের পদে,
অহল্যার পদে প্রণিপাত।
লক্ষ্মণ !
ভস্মীভূত হই যদি
অহল্যা-শিলায় পদ দিয়া,
তবে সেই ভস্ম ছয় ভাগ করি',
এক মুষ্টি মাখাইও গুরুর চরণে,
এক মুষ্টি গৌতমের পদে,
এক মুষ্টি পিতার চরণে,
এক মুষ্টি কৌশল্যা মায়ের পদে,
এক মুষ্টি মাতা কৈকেয়ীর পায়,
শেষ মুষ্টি মাখাইও, ভাই,
সুমিত্রা মায়ের পায়ে।
মা মা ব'লে, আমার মতন,
আমার মায়েরে ডেকো তুমি ;
কাঁদিলে মুছা'য়ে দিও মুখ।

লক্ষ্মণ।—মা চণ্ডিকে !
লক্ষ্মণ-ভরসা স্থল গুরু-ভক্ত রামে রক্ষা কর

রাম।—গুরুদেব!
ভরসা তোমার পা দু'খানি।

বিশ্বা।—মায়াময়!
অপূর্ব্ব মানবী মায়া তব,
বিস্মিত হইনু আমি আজ।

(অগ্রসর হইয়া রামের চরণে শিলাস্পর্শ ও তন্মধ্য হইতে অহল্যার আবির্ভাব)

অহল্যা।—(কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব—গীত)

বরাড়ী—ঠুংরি (কীর্ত্তনাঙ্গ)

জয় জগদীশ্বর, জয় পরাৎপর,
জয় হরি ভবভয়হারী।
জয় কমলাপতি, জয় পতিতগতি,
জয় শরকার্ম্মুকধারী॥
জয় দশরথসুত, জয় প্রভু অচ্যুত,
জয় বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয় নারায়ণ, জয় মধুসূদন,
জয় মম পাতকহারী॥

(প্রণাম)

(গীত)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পতিতপাবন অনুতাপে এ তাপিত প্রাণ।
জুড়াইলে পদরজে, করুণা-নিদান;॥
তুমি গো জগত-স্বামী,
অধীনা তাপসী আমি,
কি আছে ও পদে আজি
করিব প্রদান?
রবি শশী নীর করে
ও পদ পূজা করে,
ফল ফুল জলে দলে
পূজে বসুমতী;—
আমি ভিখারিণী দীনা,
কি আছে এ দেহ বিনা,
উপহার দিনু পদে
দেহ মন প্রাণ॥

শুভদিন আজি মোর,
যেই সে তোমার পদধূলি লভিনু মস্তকে।
ভাগ্যদোষে কলঙ্কিনী আমি,
কিন্তু তব কৃপা, কৃপাকর!
নিষ্কলঙ্ক কৈলে আজি এই অভাগীরে।
আজ হ'তে গা'ব 'রাম' নাম;
আশ্রমের পক্ষিগণ
আমার সহিত গাবে 'জয় জয় রাম'!
গাবে তরু 'জয় জয় রাম'!
কুসুম-ভূষণা লতা তরু শাখা ধরি'
গাবে 'জয় জয় রাম'!
ওই নদী ওই প্রস্রবণ, ওই মহীধর,
একতানে মোর সনে গাবে 'রাম' নাম।
রঘুমণি!
নারী আমি দুর্ব্বলা, অবলা;
ব্রহ্মার নন্দিনী দাসী, গৌতম-ঘরণী,
শতানন্দ পুত্র মোর,
তবু আমি দুর্ব্বলা অবলা;
অতএব বুদ্ধিহীনা;
কি জানি,
আবার কি হ'তে ভাগ্যে কি ঘটে কখন!
তাই ভিক্ষা করি,
দাও দয়া করি' দুটি পদধূলি মোরে;
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখি;
পুন পতিরোষে পড়ি' শিলা হই যদি,
অমনি মানবী হ'ব ও ধূলি-প্রসাদে।

রাম।—প্রণিপাত করি পদে,
ধর মোর বাণী;—
পতিপদ ভাবি' যাপ' কাল;
আর নাহি পড়িবে সঙ্কটে।
আজ হ'তে জগত গাইবে,—
'অহল্যা গৌতমপত্নী মহাপতিব্রতা।'

গৌতমের প্রবেশ।

গৌতম।—(স্তব)

'ভবভয়হরমেকং, ভানুকোটিপ্রকাশং,
করধৃতশরচাপং, কালমেঘাবভাসম্।

কনকরুচিরবস্ত্রং, রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং,
কমলবিশদনেত্রং, সানুজং রামমীড়ে ॥"
(প্রণাম)

আজি মোর সফল জীবন,
আজি মোর তপস্যা সফলা,
পবিত্র এ তপোবন আজি,
পাপমুক্তা শাপমুক্তা আজি
পত্নী অহল্যা আমার।
বিশ্বামিত্র তপোধন!
তাপস-প্রণয়ে কৈলে ঋণী
আনি' আজ ভবের কাণ্ডারী।
এস, সখে!
তব আলিঙ্গন লভি' হৃদয় জুড়াই।
(উভয়ের আলিঙ্গন)

বিশ্বা।—আপনি আসিলা হরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
পত্নী সহ ভাগ্যবান্ তুমি, মুনিবর!

রাম।—তপোধন!
বড় আশা জাগে মোর মনে,—
দেবী অহল্যারে ল'য়ে
পুন তপস্যায় হও রত
ধ্যান-ধ্যেয় নারায়ণে ধরিয়া অন্তরে।
ভগবন্! কত দূর মিথিলা নগরী?

গৌতম।—কত দূর মিথিলানগরী?
কত দূর বৈকুণ্ঠ তোমার, জগদীশ?
ব'লে দাও গোলোকের পথ,
দেখাইয়া দিব তবে মিথিলার পথ।

রাম।—ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি,
গুরু জনে আদর সম্মান,
দীনে দয়া, পর-উপকার, অহিংসা, অলোভ,
অনিন্দা, অগর্ব আদি বৈকুণ্ঠের পথ বহুবিধ।
মুনিবর! জান ত সকলি তুমি;
কিন্তু আমি অনভিজ্ঞ মিথিলার পথে।

গৌতম।—অনভিজ্ঞ ভব-পথ-প্রদর্শক হরি!
ভাল এ মানবী মায়া।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে দেখাইব মিথিলার পথ।
হেথা হ'তে পূর্ব্বোত্তর কোণে
কিছু দূরে মিথিলানগরী।
বিশ্বামিত্র বিশ্ব-পর্য্যটক
জানেন সে পথ, রাম!
জানেন মিথিলা।

রাম।—আসি তবে, ঋষিবর!
(প্রণাম)
চল, গুরুদেব!
চল রে লক্ষ্মণ ভাই!

গৌতম।—রঘুমণি!
নাহি চাহে মন মোর ছাড়িতে তোমারে;
চল, আগুবাড়াইয়া রাখি' আসি তোমা,
মিলি' পত্নীসনে।
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মিথিলানগরী—ধনুর্যজ্ঞসভা।

সীরধ্বজ জনক, কুশধ্বজ জনক, রাম,
লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, রাবণ,
মধু, বালী ও অন্যান্য রাজগণ।

সীর।—ভো ভো মহীপতিগণ!
জান' সবে ধনুষ্পণ মোর?
জ্যারোপণে এই শৈবধনু ভাঙ্গিবেন যিনি,
আমার দুহিতা সীতা দয়িতা তাঁহার।
একে একে দেখাও শকতি;
দেখি আজ,
কা'র ভাগ্যে লিখিলা বিধাতা—
'জনক-জামাতা' এই কথা।

১ম রাজা।—হের এই, মহারাজ!
জিনিলাম সীতা।
(ধনুরুত্তোলনে অসমর্থতা)

কি লজ্জা! কি লজ্জা!—ছি ছি ছি ছি!
গর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো একবারে!

২য় রাজা।—ঠিক দাও মনে, রাজা!
ভাঙ্গিয়াছে ধনুখান,
হইয়াছে উদ্‌যাপন তব পণ।

(অকৃতকার্য্যতা)

৩য় রাজা।—নিজ নিজ শক্তি নাহি বুঝি'
কেন কর দুরাকাঙ্ক্ষা?
কেন কর রাজকুল-অপমান?
কেন দাও রাজকুলে কালি?
এই দেখ শক্তি মোর।

(অকৃতকার্য্যতা)

২য় রাজা।—না ছুঁতে না ছুঁতে ধনু,
দেখাইলে ভাল বীরপণা।
হো হো, শুধু বাক্য-বীর!

৪র্থ রাজা।—কাজ নাই সীতা-লাভে;
মানে মানে যজ্ঞসভা ছাড়ি'
যাইতে পারিলে, আছে লাভ,
প্রাণ বাঁচে ছাঁক ছাড়ি'।

ম রাজা।—হের, রাজা সীরধ্বজ!
এক খণ্ড ধনু তব কত খণ্ড হয়;
আন' সীতা সভাতলে,
পতির শকতি সীতা দেখুন নয়নে।

তানন্দ।—ভাল ভাল, অগ্রে ভাঙ্গ' ধনু,
বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা লাভ?

। রাজা।—কেন ক্রোধ, দ্বিজবর?
জনকবংশের তুমি কুলপুরোহিত,
এই দেখ,
বিবাহের মন্ত্র আজ পড়া'ব তোমারে।

[ধনুরুত্তোলনে অসমর্থ হইয়া পতন ও উঠিয়া পলায়ন।

(সকলের হো হো শব্দে পরিহাস)

।—কাল ব'য়ে যায়,
উঠ অবশিষ্ট রাজগণ!

(রাবণ, মধু, বালী ব্যতীত অন্যান্য রাজগণের ধনুর্ভঙ্গের চেষ্টা, কিন্তু অকৃতকার্য্যতা)

কুশ।—মহারাজ! অগ্রজ আমার তুমি,
কি আর কহিব;—
বোধ হয়, ধনুর্ভঙ্গ-পণ নহিল পূরণ;
তোমার নিষ্ঠুর পণে
সীতার কপালে বুঝি না মিলিল বর।

সীর।—কুশধ্বজ!
কেন, ভাই, ভাব ভয়?
ভয়হারী হরি মোর পণের সহায়!
মনে মনে ডাক' তাঁরে,
তিনি আমা' দোঁহাকারে
করিবেন এ বিপদে পার।
আমার ভরসা আশা শ্রীপদ তাঁহার।
সেই সর্ব্ব-অন্তর্যামী জানেন অন্তর মোর,
বুঝেন সঙ্কট ঘোর,
তিনিই কাণ্ডারী এ দারুণ পণ-পারাপারে।
শান্ত হও, কুশধ্বজ!
এখনো ত বহু রাজা আছেন সভায়।
হের ওই, লঙ্কার ঈশ্বর দশানন,
শক্তি যার ভুবন-বিদিত।
হের ওই, কিষ্কিন্ধার অধিপতি বালী,
সমকক্ষ কেহ নাহি ওঁর।
হের ওই, মথুরার অধীশ্বর মধু,
বাহুবলে সুবিখ্যাত।
আরো হের ওই,
কত কত রাজা আজি মোর সভাতলে।
অবশ্য পূরিবে আশা।

কুশ।—মহারাজ! মন নাহি মানে;
কি যেন কি মনে হয়।

রাবণ।—রাজা কুশধ্বজ!
নিতান্ত সন্দিগ্ধ তুমি,
তেঁই কহ অসার বচন।
শৈবধনু বলি' ভাঙ্গিতে না ইচ্ছা করি মনে।

শিব মোর পূজনীয় গুরু,
ডরি শুধু গুরু-নামে,
ধনুরে না ডরি।
কি কাজ সীতায় মোর?
শত শত সীতা শোভে সুবর্ণ-লঙ্কায়।
তবে যদি বল,—
আসিলে কি হেতু তুমি এই সভাতলে?
উত্তর তাহার,—
এক পক্ষে নিমন্ত্রণ,
আর পক্ষে রাজাদের শক্তি পরীক্ষিতে।
কিন্তু তব মর্ম্মের বেদনা
দেখিতে না পারি আর।
ভাঙিব এ হরধনু অক্ষি পালটিতে।
হের এই——

(ধনুরুত্তোলন কিন্তু ধনুর্ভঙ্গে অকৃত-কার্য্যতা)

কি আশ্চর্য্য!
এ কি চমৎকার! বিচিত্র ব্যাপার!
তুলিনু কৈলাস গিরি এই বাহুবলে,
ঝড় যথা উপাড়য়ে বৃক্ষ কোটি কোটি,
কিন্তু আজ,
অপমান হৈল মোর জনক-সভায়।
তুলিনু ধনুক, কিন্তু নারিনু ভাঙিতে।
নাহি স্থান লজ্জা রাখিবারে।

মধু।—লঙ্কেশের পরাজয়,
কিন্তু আমি আছি বিদ্যমান।

৫ম রাজা।—
"হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বলেন কত জল!"

মধু।—হের, সভ্যগণ!
চক্ষুর নিমেষে জিনি পণ।

৪র্থ রাজা।—জাঁতী এনে ধর ধনু,
দাঁতী লাগে পাছে।

মধু।—(ধনুর্ভঙ্গে অসমর্থ হইয়া)—
চল, লঙ্কেশ্বর!
ফিরি' যাই নিজ নিজ গৃহে।
এ বড় দুর্জ্জয় ধনু।

৪র্থ রাজা।—নহিলে কি আমি হেন বীর,
চুপ ক'রে ব'সে আছি জুজুটির মত
এক কোণে!
দেখা গেছে ঢের ঢের বীর,
কিন্তু এই ধনুটোর মত বীর দেখি নি কখনো।

বালী।—এই বার পালা মোর,
শুন, রাজগণ।

৪র্থ রাজা।—আরে মর,
এ আবার কেন ওঠে?
শুন্‌ছো, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা কি না।

বালী।—(ধনুর্ভঙ্গে অক্ষম হইয়া)—
বুঝিলাম এত দিনে,—
গর্ব্ব কারো স্থায়ী কভু নয়।
প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যাকালে
সপ্তসিন্ধুতীরে জপ করি;
পিয়াইনু সাগরের বারি
সুবিখ্যাত বীর দশাননে;
গর্জ্জি কাঁপাইনু ত্রিভুবন;
কিন্তু আজি হতদর্প!
তাই বলি, গর্ব্ব কারো চিরস্থায়ী নয়।

নীর।—বুঝিলাম এতক্ষণে,—নির্বীরা পৃথিবী!

লক্ষ্মণ।—(সরোষে)—কি!—মিথ্যা কথা।
হেন বাক্য না কহিও আর,
মহারাজ!
আপনি অবীর বলি' অন্যে ভাব তাই?
রঘুপতি! আজ্ঞা দেহ মোরে,
কোটি খণ্ডে হরধনু গুঁড়াইয়া
উড়াই আকাশে।
হে আর্য্য!
থাকিতে তুমি, থাকিতে লক্ষ্মণ,
নির্ব্বীরা পৃথিবী?
হের এই মিথিলার পতি!
ভাঙি' তব পণ্য ধনু
শ্রীরামের করে দিব তোমার সীতারে।

৪র্থ রাজা।—কেন, শিশু, গর্জ্জ' এত ?
দশানন, মধু, বালী পরাজিত,
দেখেও না ফোটে চক্ষু।
যা রে তোর পিতার নিকটে,
কিনে দেবে খেলা'বার ধনু।
হেলে দেখে হেলে পড়,
কেউটের আশা কেন, বাপু ?
ব'সে পড়—ব'সে পড়।

লক্ষ্মণ।—ধিক্ তোমা', রাজকুলগ্লানি!
তোমাদের মত বীরে দেখি'
বলিলা জনক তাই 'নির্ব্বীরা পৃথিবী'।
উত্তর না চাহি আর,
নিরুত্তরে রহ বসি' লজ্জানতমুখে।
কহ, রঘুবর! ভাঙি' পাড়ি আজগব ধনু।

রাম।—বাজিবে কোমল করে তোর,
ভাই রে লক্ষ্মণ! বড়ই কঠিন ধনুখান,
সাক্ষী তা'র দশানন, মধু, বালী
বলি-কুল-শিরোমণি।
দাঁড়াও এখানে তুমি,
ডাক' মহাদেবে ভক্তিভরে।
(বিশ্বামিত্রের প্রতি)—গুরুদেব!

বিশ্বা।—হরধনুর্ভঙ্গ, রাম! কর অবহেলে;
আশীর্ব্বাদ করি,—
শক্তিপতি শক্তি সহ বসুন তোমার বাহুমূলে।
নির্ব্বীরা কি সবীরা পৃথিবী,
দেখাও দেখাও আজ মহারাজ সীরধ্বজে,—
রাজা মহারাজ আর যে যত এখানে।

রাম।—নমস্কার করি আমি
আদিদেব মহাদেব-পদে, গুরুর চরণে।
রাখ লজ্জা, গঙ্গাধর!
হে চণ্ডিকে শক্তিস্বরূপিণি!

(রাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ, মেঘগর্জ্জনের
ন্যায় ধনুর্ভঙ্গ-শব্দ; সেই শব্দে রাম,
লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র ব্যতীত
সকলের মূর্চ্ছা।)

লক্ষ্মণ।—জয় জয় রাম!

বিশ্বা।—জয় জয় রাম!

(কিয়ৎক্ষণ পরে সকলের চৈতন্যলাভ)

সীর।—দশরথাত্মজ রাম!
কে যে তুমি, বুঝিনু এবার;
বুঝিলাম,
যজ্ঞোদ্ভবা সীতা কেন তনয়া আমার।
আজি আমি পূর্ণকাম;
সানন্দে করিব সম্প্রদান
শুভক্ষণে তব করে সীতারে আমার।

রাম।—মহারাজ!
পিতার আদেশ বিনা
বিবাহ-সম্বন্ধে আমি আবদ্ধ না হ'ব।

বিশ্বা।—সুখে থাক', বাছাধন!
ধন্য তব পিতৃভক্তি, ধন্য তব মন।
মহারাজ সীরধ্বজ!
অচিরে পাঠাও দূত অযোধ্যানগরে
আনিবারে রাজা দশরথে।

সীর।—যে আজ্ঞা, মহর্ষি!
আজিই পাঠাই দূত।
ভাই কুশধ্বজ!
দ্রুতগামী বচন-নিপুণ দূতগণে ডাক' ত্বরা।

রাবণ।—(স্বগত)—কে এই বালক রাম!
কেন আজ,
হৃদয়ে আমার ছুটে চিন্তার তরঙ্গ!
কেন কাঁপে বাম অক্ষি!
কেন আজ উদাস পরাণ!
কেন আজ,
আয়ু-পথে হেরি যেন কালিমার রেখা!
জাগিয়া যেন কি স্বপ্ন দেখি!
হৃৎপিণ্ড কেন ধক্‌ধকে!
কিছু না বুঝিতে পারি,
অথচ অন্তরে বুঝি বুঝি যেন সব।
আর না তিষ্ঠিতে পারি হেথা।
(প্রকাশে)—কোথায়, সারথি?

নেপথ্যে সারথি।—মহারাজ!

রাবণ।—সাজাও অচিরে রথ মোর,
যুজহ অযুত ঘোড়া।

[প্রস্থান।

সীর।—রাজগণ!
সভাসঙ্গ করি আজ;
বিশ্রাম-ভবনে এবে চলুন সকলে।
চলুন, কৌশিক!
চল, রাম!
চল, বীর কুমার লক্ষ্মণ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—পরশুরামের কুটীরসম্মুখ।

পরশুরাম।

পরশু।—এ কি শব্দ আচম্বিতে!
ফাটিল আকাশ কি রে!
গ্রহে গ্রহে লাগিল কি নিগ্রহ-ঘর্ষণ!
সহসা ভূকম্প, উল্লম্ফে সাগর সংক্ষোভিয়া!
নিস্তব্ধ পবন ভয়ে!
বিনা বাতে বৃক্ষ মড়মড়ে!
আকাশে অজ্ঞান পক্ষী,
অরণ্যে শ্বাপদ,
নদীগর্ভে মীন অচেতন!
নিসর্গ উন্মত্ত কেন আজ?
জগতের আজ কি রে প্রলয়ের দিন?
না না—দেখি দেখি।

(ধ্যান)

অহো, বুঝিলাম,—
জনকের গৃহে আজগব ধনু
ভাঙিয়া ফেলিল কে রে!
শাঙ্কর কার্ম্মুক দ্বিখণ্ড হইল,
বৈষ্ণব কার্ম্মুক দে রে!
রে অকৃতব্রণ!

নেপথ্যে অকৃতব্রণ।—গুরুদেব!

পরশু।—বিষ্ণু-শরাসন দে রে!
আন্ ত্বরা ক্ষত্রিয়-অন্তক শাণিত কুঠার;
দেখি, কোন্ মূঢ় সর্পে জাগাইল।
ত্বরা বৈষ্ণব ধনুক দে রে!

কুঠার লইয়া অকৃতব্রণের প্রবেশ।

অকৃত।—এ কি, গুরুদেব! রুদ্রমূর্ত্তি কেন?

পরশু।—শুনাইব পরে।
কুটীর আগলি' থাক, বৎস, তুমি;
চলিনু এখন।
কই রে কুঠার?

অকৃত।—এই, গুরুদেব!

পরশু।—বৈষ্ণব কার্ম্মুক কই?

অকৃত।—নারিনু তুলিতে।

পরশু।—বটে বটে বটে, ভ্রম ঘটিয়াছে,
যাই যাই, নিজে তুলি ধনু।

[বেগে প্রস্থান।

অকৃত।—হায় হায়,
কা'র ভাগ্যে বিধাতা বিমুখ আজি রে!
আজ গুরু সহস্র শমন!
নারায়ণ! নিবাও এ রোষানল।

বৈষ্ণব-ধনুঃ লইয়া পরশুরামের
পুনঃপ্রবেশ।

পরশু।—কই রে অকৃতব্রণ?

অকৃত।—কহ, গুরুদেব!

পরশু।—কই রে কুঠার?

অকৃত।—স্কন্ধোপরি রাখিলে যে, প্রভু!

পরশু।—হাঁ হাঁ, বটে বটে; চলিনু এখন।
জয়, শিব শঙ্কর!

[বেগে প্রস্থান।

[ভাবিতে ভাবিতে অকৃতব্রণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজকক্ষ।

দশরথ ও সুমন্ত্র।

দশ।—সুমন্ত্র রে!
দেখিতে দেখিতে গেল দিন,
দশ দিন করে চ'লে গেছে;
কই মোর রাম, রঘুমণি?
কই কই কুমার লক্ষ্মণ?
সুমন্ত্র রে!
রাক্ষস-সমরে কি হ'ল—কি হ'ল!
কোথা রাম!
কোথা রে লক্ষ্মণ!
আন্ চান্ করে প্রাণ,
কি যেন—কি যেন হয় মনে।

সুমন্ত্র।—স্থির হও, মহারাজ!
বশিষ্ঠের বাণী কেন, নৃপমণি, না কর স্মরণ?
বিশ্বামিত্র-করে রাম লক্ষ্মণের না হ'বে বিপদ।

দশ।—বোঝে না অবোধ মন,
ফাঁক ফাঁক শূন্যময় সব;
তিষ্ঠিতে না পারি আর; আন' রথ;
বন-পথ ধরি' সিদ্ধাশ্রমে যাইব এখনি।
শ্রীরামের চাঁদমুখখানি
মনে প'ড়ে প্রাণ পোড়ে;
অন্ধকার দশ দিক; হু হু করে মন;
কোথা রাম!—কোথা রে লক্ষ্মণ!
সুমন্ত্র রে, ল'য়ে চল্ মোরে;
কৌশল্যা সুমিত্রা পুত্রশোকে
কাঁদিছে ধূলায় পড়ি'।
চল্ চল্, দেখি;
চল্ চল্, সবে মিলে যাই তপোবনে।

পত্র লইয়া জনৈক দ্বাররক্ষকের প্রবেশ।

দশ।—সুমন্ত্র! জিজ্ঞাস' ইহারে,—
অশ্ব রথ এলো কি দুয়ারে?

রক্ষক।—মহারাজ!
মিথিলাধিপতি পাঠাইলা দূত,
আসিল এ পত্র দূত-করে।

দশ।—পড়, মন্ত্রী,
যা' হয় উত্তর তুমিই দাও;
অন্তঃপুরে যাই আমি।

সুমন্ত্র।—ভিক্ষা মাগে দাস,
ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে, মহারাজ!

দশ।—আঃ, পড় পড়, শীঘ্র পড়।
হা রাম!

সুমন্ত্র।—মিথিলার ধনুর্যজ্ঞে—

দশ।—আঃ, আবার যজ্ঞের কথা?
দূর কর চাই না শুনিতে 'যজ্ঞ' নাম।
যাই আমি, পড় তুমি লিপি।

(রক্ষকের স্কন্ধ ধারণ করিয়া প্রস্থান।

সুমন্ত্র।—আহা,
তনয়-বিচ্ছেদ-স্রোতে সকলি ভাসিল!
যাই যাই, পাছে রাজা পড়েন ভূতলে।

(বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মিথিলানগরী—রাজোদ্যান।

সীতা।

সীতা।—
এ কি আচম্বিতে মনে ভাবান্তর,
জাগি' কুস্বপন দেখি।
এত ফোটা ফুল, এত তরু লতা
মিলা'য়ে গিয়েছে কোথা।
জেগে আছি কি না, না পারি বুঝিতে,
ঘুমা'য়ে আছি কি, তা'ও ত বুঝি না;
এমন প্রভাত, এমন আলোক
আঁধারে মিশিছে কেন?
পৃথিবীর যেন কেউ নাই আমি,
কোথায় দাঁড়া'য়ে আছি?

কভু যেন ভ্রমি নিবিড় কাননে,
কভু যেন গিরিচুড়ে ;
কে যেন আমারে ভুলা'য়ে কৌশলে,
রথে তুলে চলে উড়ে।
রাক্ষসের পুরে কানন-ভিতরে
রাক্ষসী দেখায় ভয় ;
একটা রাক্ষস দশমুখে যেন
কি জানি কি যেন কয়।
যিনি স্বামী মোর তিনি যেন রণে
যুঝেন রাক্ষস সনে,
অনলের কুণ্ডে পড়িনু যেন গো,
আবার গভীর বনে।
আবার এ কি গো, শিহরে পরাণ,
কে যেন পাতাল থেকে
করে কর ধ'রে, ডুবিল পাতালে,
"আয় বাছা" ব'লে ডেকে।

(স্তব)

জয় মা চণ্ডিকে, বিপদ-খণ্ডিকে,
শমন-দণ্ডিকে তারিণি।
চণ্ড-দাণ্ডিকে, মুণ্ড-পাতিকে,
ভক্ত-মঙ্গল-কারিণি।
বরাভয়-করা, খর-খড়্গ-ধরা,
শঙ্কর-হৃদি-বাসিনি।
এ দীনা তনয়া, ডাকে মা অভয়া,
দয়া কর, ভয়-নাশিনি।

গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।

(গীত)

বেহাগ—দাদরা।

ফুটিলো কলি, জুটিলো অলি,
ছুটিলো নতুন প্রেমের ধারা।
রবির করে, চাঁদের করে,
কোচ্ছে খেলা, দিচ্ছে ধরা॥
কমল-ডালে, দোলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোণার পারা।
নীল আকাশে, চাঁদ্‌লো ভেসে,
কিরণভরা উজল তারা॥

১ম সখী।—
এ কি দেখি, সখি ! আনন্দের দিনে
বদনে বিষাদ কেন ?
২য় সখী।—
বিবাহের কালে হাসির বদলে,
কেন জলে আঁখি ভাসে ?
৩য় সখী।—
বাপ মায়ে ছেড়ে, আমাদিগে ছেড়ে
যা'বে ব'লে বুঝি এমন হ'লে ?
৪র্থ সখী।—
প্রাণেশে তোমার রাখিব ধরিয়ে,
ভয় কি, স্বজনি, বিষাদ ভোলো।
১ম সখী।—
হলুদ বাঁটিয়ে, রেখেছি ছানিয়ে,
ননী মিশাইয়ে,
সোণার শরীরে মাখাইব ধীরে,
যতন করিয়ে।

(সখীগণের গীত)

কলিঙ্গড়া-রামকেলী—জলদ-একতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিবে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চিরপ্যারা ছেলে লইয়ে কোলে॥
জন[illegible]নারী, যায় [illegible] নীরি,
যায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে।
আয় গো সকলে, দেখ গো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—ইন্দ্রের কক্ষ।

ইন্দ্র ও বিশ্বকর্ম্মা।

ইন্দ্র।—বিষম বিভ্রাট উপস্থিত ;
মিথিলানগরে আজ

রামরূপী বিষ্ণুসহ
জানকীরূপিণী লক্ষ্মীর বিবাহ।
হে বিশ্বকর্ম্মন্ !
শুভলগ্নে এ বিবাহ হ'লে,
বিধাতার লিপি,
পতিপত্নী না ঘটিবে বিচ্ছেদ কখন।
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ;
নাহি হ'বে রাবণ সংহার;
নাহি র'বে ইন্দ্রত্ব আমার।
যাও ত্বরা, বিবাহের লগ্নভ্রষ্ট কর সুকৌশলে।
কি আর বলিব আমি,
শিল্পকার্য্যে তুমি সুনিপুণ;
বাঁচাও বাসবে আজ।

শ্ব ।—দেবরাজ !
দুশ্চিন্তারে নাহি দিও স্থান হৃদয়ে তোমার;
লগ্নভ্রষ্ট করিব নিশ্চয়;
চলিনু মিথিলাপুরী।

দ্র ।—আমিও চলিনু নন্দনকাননে,
নিজ করে পারিজাত-মালা
গাঁথিবারে তব তরে।
ফুলশয্যা হ'তে এস, পরা'ব যতনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিথিলানগরী—রাজসভা।

দশরথ, সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ।

।— মহারাজ অযোধ্যার পতি।
শতানন্দ, বশিষ্ঠ উভয়ে
আয়োজিলা বিবাহ-ব্যাপার।
উপস্থিত বিবাহের কাল;
চলুন, রাজেন্দ্র! তব নয়ন-গোচরে
রাম-করে সীতা,
আর লক্ষ্মণের করে ঊর্ম্মিলা করিব সম্প্রদান।
চল, ভাই কুশধ্বজ!

ভরতের মাণ্ডবী করিতে সম্প্রদান,
শত্রুঘ্নেরে শ্রুতকীর্ত্তি।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

ভৃত্য ।—মহারাজ!
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারে উপস্থিত।

সীর ।—কই কই?

[ভৃত্যের সহিত সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের
বেগে প্রস্থান।

দশ ।—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা?
এ নাম শুনেছি কত বার,
কত বার দেখেছি তাঁহারে,
আজ কেন যেন চমকিল মন!
না বুঝি কারণ।

বিশ্বকর্ম্মার সহিত সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের
পুনঃপ্রবেশ।

দশ ।— দেবশিল্পী!
গ্রহণ করহ নমস্কার।

বিশ্ব ।—মহারাজ দশরথ!
রাজর্ষি সীরধ্বজ!
রাজানুজ কুশধ্বজ বীর!
বড় অদ্ভুত প্রতিমূর্তি দেখাইব আজ;
তেঁই হেথা করিনু আগমন।
নরলোকে কেহই কখন
এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে নাই।

সীর ।—হে অমর!
বিলম্ব ক্ষণেক ক্ষমা করি';
কন্যা-সম্প্রদান করি' শেষে—

বিশ্ব ।—ঐ দেখ, মহারাজ!

(সভাতলে সহসা মরুদ্যান-মধ্যে
গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব)

ঋতুকুলে আমি ঋতু ইনি,
গ্রীষ্ম নাম, জগত-বিখ্যাত।

(সকলের বিস্ময় প্রকাশ)

(গীত)

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

প্রখর তপন, ইহাঁর আসন,
জ্বলন্ত অনল বসন।
তপ্ত সমীরণ, চামর-বীজন,
রণভূ মরভূ ভীষণ॥
ধরা তাপে ভয়ে ইহাঁরে দেখিয়ে,
নির্ঝর, তটিনী যায় শুকাইয়ে,
তরু ছাড়ি' পড়ে লতিকা লুটিয়ে,
জীবের আকুল জীবন॥

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

সীর।—সুন্দর দেখিনু—
কুশ।—মহারাজ! অন্তঃপুরে শঙ্খহুলুধ্বনি।
সীর।—বিলম্ব ক্ষণেক;
তা'র পর, হে অমর!
বিশ্ব।—ঐ দেখ, মহারাজ!

(সভাতলে সহসা সমুদ্রগর্ভে হস্ত্যারোহণে বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব)

ইনিই দ্বিতীয় ঋতু,
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বর্ষার;
প্রাবৃট্ নামেতে সুবিখ্যাত।

(গীত)

মেঘ—সুরফাক্তা।

চমকে চপলা, অনলের ঝলা,
ঝলকি' ঝলকি' উঠি'ছে।
হড়্ হড়্ হড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গরজি' জলদ ছুটি'ছে;—
ঝর ঝর ঝরে, মেঘ-বারি ঝরে,
কড়কড়ে বাজ পড়ি'ছে॥

দশ।—অতীব অপূর্ব্ব দৃশ্য!
কুশ।—বিমোহিত অন্তর আমার।
বিশ্ব।—এই বার হের, রাজা!
শরৎ ঋতুর আবির্ভাব।

(সভাতলে সহসা ধান্যক্ষেত্র মধ্যে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব)

ঐ দেখ,
ইনিই তৃতীয় ঋতু ঋতুকুল-মাঝে।

(গীত)

তিলক কামোদ—ধামার।

চাঁদের মুকুট শিরে, নব-ধান্য শীষ ধ'রে
হরিত-বসন পরি' শরত ঋতু সাজে।
সরসে কমল ফোটে, মধুলোভে অলি ছোটে,
মধুমক্ষি রত হ'ল মধুচক্র-কাজে॥

বিশ্ব।—কহ, রাজা সীরধ্বজ!
কহ, দশরথ মহারাজ!
কহ, কুশধ্বজ বীরবর!
বৃথা পরিশ্রম মোর,
অথবা আনন্দ কিছু লভি'ছ অন্তরে?
সকলে।—অপূর্ব্ব—অদ্ভুত অতি!
সীর।—দেখি নি কখন হেন ছবি।
দশ।—তা'র পর?
বিশ্ব।—হের, ঐ মহারাজ!

(সভাতলে সহসা অরণ্যমধ্যে হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব)

ইনিই হেমন্ত ঋতু, চতুর্থ গণনে।

(গীত)

শুক্ল-বেলাবলী—চৌতাল।

নিবিড় অরণ্য-মাঝে হিমকুম্ভ ল'য়ে সাজে,
চতুর্থ হেমন্ত ঋতু হরিত বসনে।
ঝরি'ছে শিশির-ধার, গাঁথিয়ে মুকুতা-হার,
তৃণ-গলে দোলাই'ছে প্রকৃতি যতনে॥

সকলে।—সুন্দর এ প্রতিমূর্ত্তি!
বিশ্ব।—নিরখ—নিরখ পুনঃ—

(সভাতলে সহসা হিমালয় পর্ব্বতোপরি শীত ঋতুর আবির্ভাব)

ঋতুকুলে ইনিই পঞ্চম,
শীত ঋতু নাম এঁর।

(গীত)

ছায়ানট—তেওরা।

হিমাদ্রি-শিখরে, হিমানি-উপরে
ধাওয়ে শীত ঋতু, ভীত হুতাশ।
ক্ষীণ দিনমণি, কন কন কনি,
শন্ শন্ ধ্বনি' বহে বাতাস॥
থর থর থর, কাঁপে চরাচর,
কুহেলিকা-ঢাকা নীল আকাশ।

সীর।—অদ্ভুত এ প্রতিমূর্ত্তি, দেব!
শরীর শিহরে যেন শীতে।

বিশ্ব।—হের, রাজা!
শেষ ঋতু—ঋতু-শিরোমণি বসন্ত।
বামে প্রিয়া, সম্মুখে মদন।

(সভাতলে সহসা কুসুমোদ্যান-মধ্যে
মদনের সহিত সস্ত্রীক বসন্ত
ঋতুর আবির্ভাব)

(গীত)

বসন্ত—চৌতাল।

পীত-বসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন।
কোকিল ভ্রমর, মধুর মধুর
করয়ে কূজন গুঞ্জন॥
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
পীত বসন উড়ি'ছে তায়,
ফুল-ফুল-কলি ফুটিয়ে চায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন;—
প্রাণের প্রতিমা মধুর হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁড়া'য়ে পাশে,
অপরূপ রূপ-ছটা বিকাশে;
দূরে ফুলধনু মদন॥

বিশ্ব।—শেষ হৈল ষড়-ঋতু-মূর্ত্তি-প্রদর্শন।

সীর।—হে অমর!
মোহিত করিলে আমা' সবে।
যেন দেখিনু স্বপন জাগি',
বিস্মিত হইনু ষড়-ঋতুর ছবিতে।
কৃতজ্ঞতা লহ উপহার।

বিশ্ব।—আসি এবে, মহারাজ!
কর গিয়া কন্যা-সম্প্রদান।

সীর।—বটে বটে!
চল, কুশধ্বজ!
লগ্ন বুঝি নাহি আর।
আসি তবে, দেবশিল্পী!

[বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিশ্ব।—হইয়াছে লগ্ন বহির্ভূত;
পূর্ণ হ'ল দেব-মনোরথ;
পৃথিবীর ভার ঘুচিবে এ বার,
সবংশে হইবে রাবণ-সংহার;
কিন্তু, বড় দুঃখ হয় মনে,
মনে হ'লে জানকীর বিপদ-পাথার!
হে বিধাত!
দয়া ক'র রামপত্নী অবলা সীতারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মিথিলানগরী—রাজান্তঃপুর।

সীরধ্বজ, কুশধ্বজ, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ,
ভরত, শত্রুঘ্ন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ
ও সুমন্ত্র।

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তিকে
লইয়া শতানন্দের প্রবেশ।

শতা।—মহারাজ!
শীঘ্র সম্প্রদান-কার্য্য কর সমাধান।

সীর।—বৎস রাম!
জ্যেষ্ঠা কন্যা সীতা মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে করেতে তোমার;
প্রজাপতি করুন মঙ্গল, সুখে থাক দুই জনে।

কুশ।—কুমার ভরত!
জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবী আমার,

সম্প্রদান কৈনু এঁরে তোমায় করেছে ;
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক দোঁহে।

সীর।— কুমার লক্ষ্মণ !
ঊর্ম্মিলা কনিষ্ঠা কন্যা মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে করেছে তোমার।
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক দুই জনে।

কুশ।— কুমার শত্রুঘ্ন !
শ্রুতকীর্ত্তি কনিষ্ঠা তনয়া মোর,
সম্প্রদান কৈনু এঁরে তোমার করেছে ;
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক দোঁহে।

(পুষ্পবৃষ্টি)

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি)

সীর।— মহারাজ দশরথ !
স্নেহের নয়নে দেখ' পুত্রবধূগণে ;
কি আর কহিব আমি,
স্নেহশীল তুমি, মহীপতি !

দশ।— মহারাজ সীরধ্বজ !
কনিষ্ঠের সনে
বৈবাহিক সূত্রে মোরে করিলে বন্ধন।
এই কুটুম্বিতা জাগিয়া রহিল মোর মনে।

বিশ্বা।—মহারাজ দশরথ !
বাসনা পুরিল মোর,
এই লও শ্রীরাম তোমার,
এই লও লক্ষ্মণ কুমার।
আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন
নববধূ ল'য়ে থাকুন কুশলে।
মহারাজ সীরধ্বজ মিথিলার পতি !
মহারাজ কুশধ্বজ সাঙ্কাশ্যা-ঈশ্বর !
হে রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথ !
সবারে আশীষ করি,
চিরানন্দে রহ চিরকাল।
চলিলাম হিমাদ্রি-শিখরে,
তপস্যা করিতে এবে।
জয় সীতারাম !—জয় সীতারাম !

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ।—আশীর্ব্বাদ করি, রাম।
রাজা হও তুমি, পাটরাণী হউন জানকী।
ভরতাদি ভ্রাতৃগণ
তোমা দোঁহাকার নিয়ত করুন সেবা।
মাণ্ডবী প্রভৃতি রাজকন্যাগণ
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হৌন স্নেহের পুতলী ;
চারি কন্যা হৌন পতিব্রতা।

সীতা।— চলুন সকলে এবে
সম্পাদিতে অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মিথিলানগরী— সীতার কক্ষ।

সীতার সখীগণ।

১ম সখী।—ঐ দেখ, সই !
কনক-নলিনী সরসী ছাড়িয়া আসিছে যেন।

সীতার প্রবেশ।

২য় সখী।—এস এস, সখি ! ভ্রমর কোথায় ?
কেন বিধুমুখ মলিন হেন ?

সীতা—

(গীত)

সুরট— খাম্বাজ।

কাঁদে গো পরাণ আজি তোমা' সবে ছাড়িতে,
বিধি জানে, কবে পা'ব তোমা' সবে হেরিতে॥
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়ে, ছেলিতাম ধূলা ল'য়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে॥
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা' পায় লয়,
বলি বলি করি, কই পারি না যে বলিতে॥
করে ধ'রে কই, ভুল না আমারে, সই !
এবে গো বিদায় হই, পতিগৃহে যাইতে॥

সীরধ্বজ-মহিষীর প্রবেশ।

মা গো !

(রোদন)

সীতা।—প্রাণের বন্ধন ছিঁড়ে,
ছেড়ে যা'বি দুখিনীরে,

বাছা রে! কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিব তোরে!
চাঁদপারা বাছা মুখখানি
মা বলিবে কা'রে আর।
কা'রে কোলে ক'রে, কা'রে বুকে ধ'রে;
ভুলিব মা, মনের বেদনা!

তা।—মা গো!
মনের ভিতরে কি যেন কি করে,
কি যেন কি করে প্রাণ!
কোলে নে, মা! খেতে দে, মা!
বাবা কই? চল্, মা!—চল্, মা!

ম।—মা গো! কি ব'লে বুঝা'ব তোরে;
হ'য়েছি অবুঝ নিজে,
জল-ভরা আঁখি তোর হেরে।
'মা মা' ব'লে ডাক মা আমায়,
হ'য়েছি অধীর বড়;
কি ব'লে বিদায় দিব—না দিলেও নয়,
সমাজের কঠিন বন্ধনী, হায় হায়!

ধো।—বর ক'নে বিদায়ের কাল উপস্থিত,
ত্বরা সার' অবশিষ্ট মঙ্গলের কাজ।

ম।—চল, মা!
কি করি, উপায় আর না পাই দেখিতে।

তা।—এস এস তোমরাও, সখি!
শেষ দেখা দেখি আঁখি ভরি'।

[সকলের প্রস্থান।

সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের প্রবেশ।

র।—আনন্দে বিষাদ মোর আজ;—
বিবাহ—আনন্দ, বিদায়—বিষাদ।
কে জানে, রে ভাই!
পরাণে এত যে লাগে স্নেহের আঘাত!

।—মহারাজ! কাঁদে মোর প্রাণ
শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবীর তরে।
কোথা এ মিথিলাপুরী,—কোথা সে অযোধ্যা!

র।—আর, ভাই! সংসারের মরীচিকা এই।
চল এবে বিদায়ের কার্য্য শেষ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ,
সুমন্ত্র, সীতা, মাণ্ডবী, ঊর্ম্মিলা,
শ্রুতকীর্ত্তি ও সৈন্যগণ।

দশ।—কহ, কুলাচার্য্য!
কেন হেন অমঙ্গল হেরি গতিপথে?
ঐ দেখ,
আকাশের গায় পক্ষিগণ ভীষণ চীৎকারে;
মৃগেরা শাবক ল'য়ে,
দক্ষিণ দিকেতে দ্রুত ধায়।
এ ঘটনা সহসা কি হেতু?
এ ব্যাপার নিরখিয়া, কম্পিত হ'তেছে হিয়া,
স্তব্ধপ্রায় হইতেছে মন।
কহ, তপোধন!
সহসা প্রচণ্ড ঝড় কি হেতু উঠিল?
এ কি গো,
ঘন ঘন মেদিনী-কম্পন,
অন্ধকারে প্রখর তপন একেবারে হইল মগন!
আগপিছু কিছু নাহি দেখি, বিষম দুর্যোগ।
ঝঞ্ঝাবায়ে ভস্মরাশি উড়ি' রোধিল চক্ষুর দৃষ্টি;
এ কি দেখি অশুভ লক্ষণ!

বশিষ্ঠ।—স্মর, রাজা! শ্রীমধুসূদনে,
এ বিপদে তিনিই সহায়।

দশ।—রক্ষা কর, দয়াময় শ্রীমধুসূদন!
পুত্র, পুত্রবধূগণে মোর,
মন্ত্রী, পুরোহিতে, অনুগত সৈন্যগণে
তার' এ সঙ্কটে, প্রভো সঙ্কটবারণ!

রাম।—পূজ্যপাদ পিতা মহাশয়! কিছু নাহি ভয়;
ভক্তাধীন শ্রীমধুসূদন
ভক্তির আহ্বানে সদা বাঁধা;
এ অকূল বিপদ-পাথারে তিনিই তরণী।

লক্ষ্মণ।—হের হের,
কে আসে, কে আসে ঐ অনলসমান!
শাণিত-কুঠার-স্কন্ধে,

মুষ্টি-মাঝে নভস্পর্শী বিশাল কার্ম্মুক!
হে রাঘব!
তব কর-ভগ্ন ধনু লাগিল কি যোড়া?
না পারি বুঝিতে মর্ম্ম এর;
উগ্রমূর্ত্তি রুদ্র কি আসি'ছে?

দশ।—কই কই?—সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ!
বিপদ ঘটিল, রাম!
আসি'ছে পরশুরাম ক্ষত্রবধকারী।
রক্ষা নাহি আর, এ কুঠারে মস্তক সবার
ধড় ছাড়ি' লুটা'বে ভূতলে।
ভার্গবের রোষানলে
শুষ্ক তৃণ আজি রে আমরা,
কোথা যাই;—নাহি স্থান,—পড়িনু সঙ্কটে;
মরিনু নিশ্চয়—মরিনু নিশ্চয়;
এল এল জলন্ত বিদ্যুৎ!

বেগে পরশুরামের প্রবেশ।

প্রণমামি, দীননাথ!
বৃদ্ধ আমি; শিশু মোর চারিটি কুমার;
অতি শিশু পুত্রবধূ চারি।
রোষ পরিহর, দেব!
শ্রীপদে অভয়-ভিক্ষা করি;
বিপ্রপদ ভরসা আমার।
আজ্ঞা কর দাসে কি দিয়া করিবে পূজা!

পরশু।—তিষ্ঠ নিরুত্তরে,
মম শত্রুকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান!

বশিষ্ঠ।—শাস্ত্রব্যবসায়ী তুমি, ভৃগুকুলমণি!
নহ অবিদিত শাস্ত্রবিধি;
শাস্ত্রবাণী—'ব্রাহ্মণের ক্ষমাই ভূষণ'।

পরশু।—ব্রাহ্মণের মুখে আজ এ কথা শুনিলে,
করিতাম ক্ষমা সর্ব্বজনে।
তোমার বচন অশ্রাব্য শ্রবণে মোর।
ভার্গবের চিরবৈরীকুলে তোমার যজন-কাজ,
ব্রাহ্মণ হ'য়েও তুমি মূঢ়, নীচমতি।
অস্পর্শীয় অব্রাহ্মণ!
তিষ্ঠ নিরুত্তরে।

সুমন্ত্র।—হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
ত্রাণ কর এ সঙ্কটে, সঙ্কট-মোচন নারায়ণ

দশ।—হে কুঠারিন্!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা তুমি সমস্ত ভুবনে;
কশ্যপে করিলে দান সসিন্ধু ধরণী;
হেন দাতা কে কোথায়?
ভিক্ষা আজি ও পদ-রাজীবে,
আশ্রিত জনের প্রাণ কর দান।
কৃপার ভিখারী আমি,
হে মহেন্দ্র-ভূধর-নিবাসী!
হে ধূর্জ্জটি-প্রিয়-শিষ্য!

পরশু।—পুনঃ কহি, তিষ্ঠ নিরুত্তরে, দশরথ!
কে ভাঙিল শৈব ধনু?

দশ।—হায় হায়, হারাইনু রামে এই বার!

পরশু।—ভাঙিয়াছে শৈব ধনু জ্যেষ্ঠ পুত্র তব?
(রামের প্রতি) কহ, রাম!
আমার গুরুর ধনু তুমিই ভাঙিলে?

রাম।—তপস্বী ভার্গব! ক্ষম রোষ,—
বিপ্র তুমি, সন্তোষ ভূষণ ব্রাহ্মণের।

পরশু।—কেন বাক্য-আড়ম্বর?
কে ভাঙিল শৈব ধনু?

রাম।—এ দাস তোমার, প্রভো!
তব বাহুবল হরধনু-বল,
না বুঝিয়া কৈনু হেন কাজ।
দোষী আমি, ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমাকর!
গুরুজন না করে গ্রহণ বালকের অপরাধ।

লক্ষ্মণ।—কি আশ্চর্য্য! এ কি কহ, রঘুমণি?
কাপুরুষ মহাবীর রাম!
এ কথা বাজিল বক্ষে মোর বজ্র সম।
শুন সবে,
অগ্রজ নহেন রাম আজি হ'তে মোর;
স্বয়ং স্বতন্ত্র আমি
আজি হ'তে মানব-সংসারে;
পণ্ডিত বা মূর্খ মোরে বলুক সকলে,
কিম্বা ভ্রাতৃমানহারী,
নাহি ডরি আমি তা'য়।

রামের কনিষ্ঠ কি না আমি,
দেখাইব প্রমাণ তাহার সমক্ষে সবার
শাস্তি দিয়া নির্মম ভার্গবে।
ভার্গব! তুমি না কি একবিংশ বার
করিয়াছ ক্ষত্রিয়-সংহার এ কুঠারে?
ভাল ভাল; প্রতিশোধ তা'র হের এই বার।
চূর্ণিব কুঠার একবারে,
আজি শরে পাঠা'ব তোমারে
যমের দুয়ারে।
ক্ষত্রিয়-তর্পণ আজি
ব্রাহ্মণের উষ্ণ-রক্ত-ধারে।

দশ।—রে লক্ষ্মণ!—চুপ চুপ,—ফেল্ ধনুর্ব্বাণ।

(হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া
ভূমিতলে নিক্ষেপ)

পুত্রশোকে ভাসা'স্ নে এ বৃদ্ধ পিতারে;
ভার্গবের পায়ে ধ'রে,
ক্ষমা ভিক্ষা মেগে নে রে, পায়ে লুটে পড়।
হে ভার্গব! লক্ষ্মণ আমার অবোধ কুমার;
দোহাই তোমার!

পরশু।—লক্ষ্মণে নাহিক প্রয়োজন;
প্রয়োজন রামে শুধু।
শুন, দাশরথি রাম!
তুমি মোর যশোলোপকারী;
আশা তব মনে
পরশুরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবারে?
ভাল ভাল, বুঝা যা'বে আজ,
দাশরথি রাম কি পরশুরাম বড়।
ভাঙিয়া সে জীর্ণ ধনু,
কাপুরুষ-দুর্ব্বল-সমাজে বীর বলি' গণ্য তুই;
ভার্গবের কাছে, অনলে পতঙ্গ দাশরথি।

রাম।—তপোধন! এ দাস ত তা'ই তব পদে।

লক্ষ্মণ।—আর না—আর না,
উচিত এ স্থান হ'তে প্রস্থান আমার।

(প্রস্থানোদ্যত)

না না, কেমনে যাইব ফেলি' বিপদ-সাগরে
পিতারে গো, অগ্রজ দু'টিরে, রাজপুত্র-বধূগণে,
বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সেনাগণে, কনিষ্ঠ সোদরে!
উভয় সঙ্কট মোর।

পরশু।—দাশরথি রাম! দেখাও বীরত্ব আজি!
একমাত্র বীর র'বে এ মহীমণ্ডলে,
হয় তুমি, নয় আমি;
দুই রাম না চাহে ধরণী।

দশ।—ক্ষমা দেহ, দয়াময়!

পরশু।—উন্মত্ত বৃদ্ধের বাক্য না চাহি শুনিতে।

রাম।—হে ব্রাহ্মণ!
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা নাহি করে কদাচন
রঘুবংশে কোন জন।
এই হেতু ভিক্ষা মাগি,
তব ঐ শাণিত কুঠার তোমার স্কন্ধেই থাক্;
না ধরিও করে,
বৃদ্ধ পিতা মোর হ'বেন কাতর, ঋষিবর!

পরশু।—ক্ষত্রিয়ের কাতরতা
কভু নহে মমতার মোর।
দেখাও অচিরে বীরপণা,
নহিলে তোমার নাহিক নিস্তার।
স্বাধ্যায় পরশু আর শিবের শপথ,
হয় আজ ইক্ষ্বাকুবংশের,
নয় এই ভার্গবকুলের
পিণ্ডলোপ করিবে নিশ্চয়।

দশ।—হায় হায়, হারাইনু প্রাণপুত্র রামে;
বিধি বাম মোর প্রতি।
হে বিপদ-সিন্ধু-পার-কারী
গোলোকবিহারী হরি!
রক্ষা কর দয়াদৃষ্টি দানে।

পরশু।—কই, দাশরথি রাম! কই বীরপণা?

রাম।—হে তপস্বী!
থাকুক্ আমাদের কণ্ঠে রত্নহার
কিম্বা তব শাণিত কুঠার;
থাকুক্ আমাদের কুলস্ত্রীগণের অক্ষিযুগে
কজ্জল অথবা অশ্রুবিন্দু;
হয় হোক্ দেখিতে নয়নে

আত্মীয়গণের সুখ কিংবা স্বজনের সুখ;
তাও ভাল;
তথাপি
বিপ্রের প্রতি না প্রকাশি কভু বীরদর্প।
পরশু। —বুঝিলাম এতক্ষণে,
দাশরথি রাম কাপুরুষ।
রাম —বিপ্র তুমি পার তা' বলিতে,
অসন্তুষ্ট নহি আমি;
কিন্তু নহি কাপুরুষ।
পরশু। —কাপুরুষ নহ, দাশরথি?
জীর্ণ ধনু ভাঙি' হৈলে বীর-চূড়ামণি?
ভাল ভাল, বাহুবল দেখাও, বীরেন্দ্র!
ভাঙ এই মহাধনু।
ভাঙা থাক্ দূরে, গুণ দিয়া যুড় দেখি শর;
তা' হ'লেও বীর বট তুমি,
নহে কাপুরুষ দাশরথি।
রাম। —প্রণিপাত চরণে তোমার,
দাও ধনুর্ব্বাণ, তপোধন!
পরশু। —রাখিনু ভূতলে,
বাহুবলে উঠাও অচিরে।
রাম। —এই ত তুলিনু ধনু, এই আরোপিনু গুণ।
হের হের, বিপ্রবর।
এই ত যোজিনু শর।
কহ ত্বরা, কোথা এড়ি এ শর তোমার?
ব্যর্থ নহে লক্ষ্য মোর, ব্যর্থ নহে শরধনু ধরা।
শর নিক্ষেপিয়া,
পশ্চাতে ভাঙিব এই কার্ম্মুক তোমার।
সকলে। —জয় জয় রাম! জয় জয় রাম!
পরশু। —বুঝিলাম এতক্ষণে,
কে যে তুমি, দাশরথি!
গুরুবাক্য হইল স্মরণ,
তুমি দেব বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
দপিকুলদর্পহারী, ভার্গবের দর্পচূর্ণকারী।
হরিতে ভূভার,
সপ্তমাবতার দাশরথি রাম নামে
এ মহীমণ্ডলে, জগদীশ!

(স্তব)

ত্বং হি ব্রহ্ম, ত্বং হি বিষ্ণু,
ত্বং হি পদ্ম-আসন।
ত্বং হি কূর্ম্ম, ত্বং হি মীন,
ত্বং বরাহ, বামন॥
মুক্তকেশরী, পরশুধারী,
ত্বং হি দাশরথি রাম।
বিশ্বনাথ বিশ্বতাত,
ত্বং হি দেব কৃপাধাম॥

"রাম! রাম! মহাবাহো! জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্ ত্বাং নমামি

"নমোঽস্তু জগতাং নাথ!
নমস্তে ভক্তিভাবন!।
নমঃ কারুণিকানন্ত!
রামচন্দ্র! নমোঽস্তু তে॥"

পূর্ণ হ'ল মনস্কাম মোর,
বিষ্ণুশক্তি মম কর হে হরণ, দেব নারায়ণ।
জানি, দয়াময়! ব্যর্থ নাহি হয়,
তোমার শরের বিচিত্র সন্ধান;
এই হেতু করি নিবেদন শ্রীপদে তোমার,—
যেন প্রদত্ত ধরায় নাহি থাকি,
যাব পুনঃ মহেন্দ্র অচলে,
না রোধিও গতি মোর জ্যারোপিত বাণে;
কিন্তু, সীতানাথ!
সঞ্চিয়াছি পুণ্য লোকচয় তপ-অনুষ্ঠানে,
এই দণ্ডে শরদণ্ডে নাশ সে সকল।
পুণ্য-লোকে কি বা কাজ আর,
যে কালে পাইনু তোমা' ধনে।
এড় শর, চক্রধর, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন!
রাম। —তুমি মম পূর্ব্ব-অবতার,
না লইও দোষ মোর,
অব্যর্থ সন্ধান, এড়িলাম বাণ,
বেড়িলাম গতিপথ স্বর্গের তোমার;
হরিলাম বিষ্ণুতেজ তোমারি আদেশে।

(ঊর্দ্ধে শরত্যাগ)

(পরশুরামের পতন ও মূর্চ্ছা;
কিয়ৎকাল পরে উত্থান)

পরশু। —প্রণিপাত, ত্রিলোকের পতি!
চলিলাম মহেন্দ্র অচলে!
জয় জয় রাম! জয় সীতারাম!
সকলে। —জয় সীতারাম! জয় জয় রাম!

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

রামের বনবাস।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দশরথ। রাম। লক্ষ্মণ। বশিষ্ঠ। বামদেব।
ন্ত্র। ইন্দ্রাদি দেবগণ। ঋষিগণ। সভাসদ্গণ।
গণ। ভৃত্যগণ। চিত্রপটবিক্রেতা। বাদ্যকার-
বালকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কৌশল্যা। কৈকেয়ী। সুমিত্রা। সীতা।
রা। মন্থরা। সরস্বতী। গন্ধর্ব্বকন্যাগণ।
যাধ্যাবাসিনীগণ। দাসী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজসভা।

রথ; বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ;
সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ ও প্রধান
প্রধান প্রকৃতিবৃন্দ।

।—গুরুদেব।
হ'য়েছে শরীরে মোর জরার সঞ্চার,
নাহি আশা বেশী দিন বাঁচিবার আর;
অন্তরীক্ষে গ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডলী
এবে মোর প্রতিকূল;
রাজ্য-ভোগ-তৃষা হেরিয়াছে পূর্ণ সীমা।
এক্ষণে বাসনা এই—
মম সিংহাসন করিতে অর্পণ
লোক-অভিরাম রামে।
রাম মোর অগ্রজ কুমার,
যৌবরাজ্য তাঁ'রেই সুযায়।
জ্ঞানিগণে অগ্রগণ্য তুমি,
উপযুক্ত যুক্তি কর দান।

বশিষ্ঠ।—মহারাজ!
দীপে দীপ জ্বালিয়া লইলে,
না দেখি প্রভেদ যথা,
তথা তুমি, তথা তব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম।
তব এই রাজ-সিংহাসন, রাজদণ্ড আদি
রামে যোগ্য পূর্ণরূপে।
তব ইচ্ছা—মম ইচ্ছা এক,
রামচন্দ্রে যৌবরাজ্যে কর অভিষেক।

দশ।—সচিব সুমন্ত্র!
মন্ত্রণা-বৈভবে তুমি ধনী,
তোমার কি মত, কহ?

সুমন্ত্র।—মন্ত্রী বলি' স্নেহ কর দাসে,
কিন্তু কিবা জানি আমি?
রাজনীতি, মন্ত্রনীতি
তুমিই শিখা'লে মোরে, রাজা!
এবে এই ইচ্ছা মোর,
তব দত্ত নীতিশাস্ত্র শিখাই রামেরে।
তুমি, মহীপাল!
বিশ্রামে কাটাও এবে কাল।

দশ।—গুরুপুত্র বামদেব!
মানব-চরিত্র-জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি;

কহ কৃপা করি'
অযোধ্যার প্রজাগণ
মোর ইচ্ছা ধরে কি না চিতে ?
রাম।—সে কথা কি ক'ব, মহারাজ !
তব ইচ্ছা
চতুর্গুণ ভাবে বিরাজে প্রজার মনে।
সত্য কি না, বুঝিবে এখনি,
জিজ্ঞাসিলে এই প্রজা সবে।
১ম প্রজা।—ধন্য তুমি, তপোধন !
সর্ব্বজ্ঞ তুমি গো যোগবলে।
মহারাজ অযোধ্যাধিপতি !
যা' কহিলা ঋষি বামদেব,
সত্য তাহা, সত্যসন্ধ রাজা !
২য় প্রজা।—অযোধ্যার প্রজার বাসনা,—
রাজপুত্রে দেখিবারে রাজা।
দশ।—তোমাদের বাসনার সনে
আমার বাসনা এবে করিব পূরণ।
হে পূজ্য বশিষ্ঠ ! বামদেব !
এই সুপবিত্র চৈত্রমাসে
শ্রীরামে করিব অভিষেক
ইক্ষ্বাকু-কুলের সিংহাসনে ;
অভিষেক-আয়োজন করহ সকলে।
হে সুমন্ত্র ! রাজগণে কর নিমন্ত্রণ ;
প্রজাগণ ! শুভকার্য্যে রত হও সবে।
কৌশল্যাদি রাজ্ঞীগণে এ সংবাদ দিতে
অন্তঃপুরে যাই আমি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজপথ।

রাজভৃত্যগণ।

১ম ভৃত্য।—রাজসভায় আজ কিসের ঘটা ?
২য় ভৃত্য।—বোল্‌বো কেমন কোরে ?
৩য় ভৃত্য।—ওরে ভাই !
ভাঙ্‌লো সভা, ডাক্‌লো যেন বান,
লোক চোলেছে পিল্ পিল্,
এক—দুই—তিন—বিশ—তিরিশ।

[ক্রমে ক্রমে প্রজাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

৪র্থ ভৃত্য।—শহর যেন খালি ছিলো,
দেক্তে দেক্তে ভোরে গেলো।
১ম ভৃত্য।—পুরুৎ ঠাকুর এ দিক্ পানে
আসচে না, ভাই ?
৩য় ভৃত্য।—কই কই ?
১ম ভৃত্য।—ঐ ঐ।
২য় ভৃত্য।—বটে বটে ;—চুপ্ চুপ্।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ।—শুন সবে,—
রামে রাজা যৌবরাজ্য করিবেন দান ;
এই হেতু
আর আর ভৃত্যগণ সনে
মিলি' সবে করহ সংগ্রহ
পূজা-দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, লাজ,
হেম, রত্ন, শুক্লমাল্যরাজি,
পাণ্ডুবর্ণ ছত্র মনোহর ;
ভিন্নাধারে ঘৃত, মধু পরিপূর্ণ কর ;
আন' ত্বরা
দশাযুক্ত চারু বস্ত্র, শরাদি সমস্ত অস্ত্র,
ধ্বজদণ্ড, চামর যুগল,
শতসংখ্য হেমময় কুম্ভ সমুজ্জ্বল,
সুলক্ষণযুক্ত করী, হেমশৃঙ্গধারী বলিষ্ঠ বৃষভ,
অখণ্ড-শার্দ্দূল-চর্ম্ম ;
এ সকল অভিষেকে আবশ্যক হ'বে।
১ম ভৃত্য।—যে আজ্ঞে।
বশিষ্ঠ।—আরো বলি, শুন,—
মালিকা, চন্দন, চুয়া, সুগন্ধি ধূপের ধূঁয়া
এ সকলে রাজ-নিকেতন,
সমস্ত নগর-দ্বার কর সুরভিত ;
বিবিধ পতাকারাজি সর্ব্বদিকে উড়াইয়া দাও ;
নিয়োগিয়া লোক যত,

অযোধ্যার রাজপথ ভিজাও শীতল জলসেকে;
ডাক' গায়কগায়িকাগণে,
নৃত্যগীত হ'বে কালি;
আন' ডাকি' বাদ্যকারগণে,
বাদ্যযন্ত্র বাজাক্ সকলে;
কহ গিয়া বীরগণে
অচিরে সাজিতে বীর-সাজে।
চলিনু এখন আমি রাজার গোচরে।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

১ম ভৃত্য।—মহারাজের বড় ব্যাটা
রাজা হ'বেন;—মস্ত ঘটা।
জিনিষগুলো যোগাড় করি,
সোণা পা'ব একশ' ভরি।
তুই কি নিবি?

২য় ভৃত্য।—টাকার তোড়া।

১ম ভৃত্য।—হুঁ!—আচ্ছা, তুই কি নিবি?

৩য় ভৃত্য।—শালের জোড়া।

১ম ভৃত্য।—বা রে আরে এয়ার ছোঁড়া!
ভাল, ভাই, তুই কি নিবি?

৪র্থ ভৃত্য।—মোটা মোটা টাট্টু ঘোড়া।

১ম ভৃত্য।—তুই মেড়ার চেয়েও মস্ত মেড়া!
কোথায় পা'বি ঘাসের ঝোড়া?

২য় ভৃত্য।—
যেনো জল ঢুকুলে, খ'য়ো জল বেরুবে!

৪র্থ ভৃত্য।—বেচে মেরে দেবো।

১ম ভৃত্য।—নাদি শুদ্ধ? অঁ্যা—অঁ্যা!

৪র্থ ভৃত্য।—দূর শালা! ছ্যা—ছ্যা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজোদ্যান।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—এই ত গাঁথিনু ফুলহার,
রঘুমণি-রাম-গলে দোলা'ব যতনে;
এই ফুলভার অর্পিব শ্রীপদে তাঁ'র,
পূরিবে মনের আশা।
ধন্য তুই রাজোদ্যান।
ধন্য তোরা অফুটন্ত ফুটন্ত কুসুম!
যোগি-জন-ধ্যেয় রামে পরশিবি আজ।
তুইও ধন্য রে লক্ষ্মণ!
তোর কর-গাঁথা মালা
বনমালি-গলে দুলিবে আজি রে।

রামের প্রবেশ।

হের, আর্য্য! তব দাস অধীন লক্ষ্মণ
গেঁথেছে ফুলের হার, তুলেছে ফুলের ভার,
আজ্ঞা যদি পাই, তবে পূজি ও চরণ।

রাম।—ভাই রে লক্ষ্মণ!
আমার হৃদয়-স্নেহ লইয়া বিধাতা
গড়িলা তোমারে।
তব ভ্রাতৃ-ভক্তি-ঋণে বাঁধা আছি আমি।
দোঁহে দুই ভিন্ন দেহ বটে,
কিন্তু, ভাই!
অন্তরে অভিন্ন—একপ্রাণ।
যাহা ভালবাস তুমি,
নাহি দিব বাধা কভু তায়;
দাও গলে ফুলমালা।

(রামের গলদেশে লক্ষ্মণের মাল্যপ্রদান)

প্রাণের লক্ষ্মণ!
সেজেছি সুন্দর বড় তোমার এ হারে।

লক্ষ্মণ।—রঘুনাথ!
সেজেছ সুন্দর বড় লক্ষ্মণের হারে!
এ তুষ্টি তোমার
মহাপুরস্কার লক্ষ্মণের হার গাঁথিবার।
প্রতিদিন ফুলময়ী ধরা
ফুটা'য়ে অনন্ত কোটি ফুল
পূজে যাঁ'র বিশ্বারাধ্য চরণ-কমল,
আজ তিনি পরিতুষ্ট লক্ষ্মণের হারে।
প্রণিপাত করি পদে,

এই আশা করি,—
এইরূপ কৃপা যেন ভুঞ্জি যুগে যুগে।

রাম।—চলিনু এখন আমি পূজিতে জননী;
মায়েরে দেখা'ব তব এ অমূল্য মালা।

[রামের প্রস্থান।

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—প্রিয়তমে! বাড়ন্ত রৌদ্রের তাপ,
কেন তুমি এলে হেথা এ হেন সময়ে?
চন্দ্রমুখে স্বেদবিন্দু ঝ'রে
মুখরাগ হ'য়েছে রক্তিম।

উর্ম্মিলা।—প্রাণেশ্বর!
নিজ কষ্ট ভুলি' মোর কষ্টে হ'তেছ কাতর।
এই গুণে
এ দাসী ও রাঙা-পদে বাঁধা চিরদিন।
অঞ্চল-বাতাস দিব গায়,
চল, বসি ওই তরুছায়।

(উভয়ের গমন ও তরুমূলে উপবেশন)

এ কি, নাথ! কেন এত ফোটা ফুল পড়ি'?

লক্ষ্মণ।—আর্য্য রামে পূজিনু এ ফুলে আজি।

উর্ম্মিলা।—পূজিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডপতিরে?
বড় ভাগ্য আমা' দোঁহাকার;
এস, এ প্রসাদী ফুলে সাজি দুই জনে।

(উভয়ের কুসুমসজ্জা)

চল, ওই সরসীর তীরে,
তুলিয়া জলজ ফুল, গাঁথিয়া মালিকা,
আমিও সাজা'ব আজ আর্য্যা জানকীরে,
অগ্রজে তোমার তুমি পূজিলে যেমতি।

লক্ষ্মণ।—এই গুণে, প্রিয়তমে!
লক্ষ্মণ তোমারে এত ভালবাসে;
চল তবে যাই এবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রামের কক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি রাম শয়ান ও তদীয়
পদসেবায় সীতা নিযুক্তা।

সীতা।—প্রাণনাথ!
বড় ভাগ্যবতী দাসী ভুবনমণ্ডলে,
তেঁই সে তোমার পূজ্য চরণ-কমল
সেবা করি অহরহ।
এ চরণ-কমল সেবিয়া,
পাইনু 'কমলা' নাম গুণধাম!
আশীর্ব্বাদ কর, নাথ!
এ চরণ-পদ্ম যেন হৃৎপদ্মে ধরি
অনন্ত অনন্ত কাল।
এ ব্রহ্মাণ্ড লয় হ'বে তোমার ইচ্ছায়,
আবার হইবে সৃষ্ট,
আবার ভাঙিবে যুগে যুগে কত বার,
কে বলিতে পারে তাহা?
কিন্তু যেন এ অধীনী
না ছাড়ে নিমেষ-তরে এই শ্রীচরণ,
অন্তরের নিতান্ত বাসনা—
যুগে যুগে এই পদ সেবিব সাদরে।

রাম।—প্রিয়তমে!
আত্মভোলা হও কিবা লাগি'?
মহামায়া যোগমায়া তুমি,
তুমি বিশ্বপ্রসবিনী—
বিশ্বের জননী মহতী প্রকৃতি।
কায়া ছায়া ভিন্ন কভু নহে,
তুমি—আমি এক সূত্রে গাঁথা।
তুমিও যে—আমিও সে—
তুমি বই—আমি নই—আমি বই তুমি নও।
কহ, লীলাময়ি! কেন তবে হেন অনুরোধ?
মায়াময়ি! মায়া-খেলা সদাই খেলিবে?

জনৈক দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—বড় মন্ত্রী দাঁড়া'য়ে দুয়ারে।

রাম।—অবিলম্বে ডাকি' আন' তাঁরে।
(গাত্রোত্থান করিয়া উপবেশন)
[দাসীর প্রস্থান।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র।—বন্দি পাদপদ্ম, রঘুনাথ!
রাম।—কি সংবাদ-মন্ত্রিবর?
কহ মোর পিতার কুশল;
ত্রিমাতার মঙ্গল-বারতা;
অগ্রগণ্য রাজপুরোহিত
তাপস বশিষ্ঠ, বামদেব,
কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, জাবালি,
কাশ্যপ, সুযজ্ঞ ঋষিগণ
ভাল ত আছেন সবে?
জয়ন্ত, বিজয়, ধৃষ্টি, সুরাষ্ট্র, অকোপ,
ধর্ম্মপাল, রাষ্ট্রবর্দ্ধনাদি মন্ত্রিগণ
কে কেমন, কহ মন্ত্রি?
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই,
বধূমাতা উর্ম্মিলা সরলা
আছে ত কুশলে দোঁহে?
কহ, বর্ষীয়ান্! তব নিজের মঙ্গল?
সুমন্ত্র।—রাজপুত্র!
তোমার কল্যাণে চিরমঙ্গল সবার।
এবে এই নিবেদন,—
রাজাজ্ঞায় আসিলাম তোমার গোচরে;
তোমারে দেখিতে রাজা ইচ্ছা কৈলা চিতে;
চল ঝটিতি ভেটিতে।
রাম।—আমারে ডাকিলা পিতা?
চল, মন্ত্রিবর! চল চল ত্বরা।
জানকি! চলিনু এবে আমি,
অবস্থান কর হেথা তুমি।

[রাম ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

সীতা।—আঁধার হ'ল যে ঘরখানি;
জানকীর হৃদয়-মন্দির হ'ল দ্বিগুণ আঁধার।
ডাকিলেন শ্বশুর ঠাকুর,
নারিনু রোধিতে নাথে।
ও কি শুনি?—নূপুরের রুণু রুণু ধ্বনি;
কে আসে এ বাসে?

পুষ্প-পূর্ণ পাত্রহস্তে উর্ম্মিলার প্রবেশ।

এস, বোন্!
চাঁদমুখ নিরখিয়ে জুড়াই নয়ন।
পিত্রালয় ছাড়ি' চারি বোনে
শ্বশুরের গৃহে যাপি কাল।
বিবাহের দিন হ'তে দ্বাদশ বৎসর
গোঙাইনু এক ঠাঁই।
প্রাণের ভগিনি!
গোপন না রাখ তুমি কোন কথা মোরে
ভুলেও একটি দিন;
কহ আজি, আনন্দরূপিনি!
আছ ত আনন্দে তুমি এ অযোধ্যাপুরে
শ্বশুর-প্রাসাদ-মাঝে পতির গোচরে?
কত দিন বলি বলি করি'
বলিতে পারি নি মুখ ফুটে,
পাছে কিছু মনে কর, সীতা-মনোময়ি!
উর্ম্মিলা।—দিদি!
ছাড়িয়াছি পিতা মাতা, মিথিলানগরী,
পাইয়াছি পিতৃস্থানে রাজা দশরথে,
মাতৃস্থানে সুমিত্রাদেবীরে।
পতি মোর তোমার কিঙ্কর শ্রীলক্ষ্মণ,
বহুতপস্যার ফলে পেনু হেন পতি।
তব স্বামী ইষ্টদেব মোর,
তুমি মোর আর্য্যা পূজনীয়া অগ্রজা ভগিনী
মাতৃজ্ঞানে পূজি আমি তোমা';
সর্ব্বসুখে সুখী আমি তব আশীর্ব্বাদে।
মা'র মুখ মনে পড়ি' যবে প্রাণ কাঁদে,
অমনি তখনি ছুটি' আসি'
তব মুখ হেরি' বারংবার;
হেরিতে হেরিতে ঘুচে প্রাণের যাতনা।

(গীত)

শশী যথা চকোরীর, মেঘ যথা চাতকীর,
ধন যথা দুখিনীর, তুমি তথা উর্ম্মিলার।
থাকি' এবে তব পাশে, আছি যেন মা'র পাশে,
তোমার অতুল স্নেহ জননীর স্নেহধার ॥
মায়ের অঞ্চল পেতে, শু'য়ে থাকিতেম রেতে,
তোমার অঞ্চলে এবে সুখে শুই কত বার ;—
ক্ষুধা পেলে মা মা বোলে, বসিতেম মা'র কোলে,
এবে ক্ষুধা পেলে বসি শীতল কোলে তোমার ॥

সীতা।— আয় রে উর্ম্মিলে, প্রাণের পুতলি !
আয় আয় কোলে মোর,
চুমি' চুমি' চাঁদমুখ তোর, পরাণ জুড়াই।
মা বাপেরে মনে প'ড়ে,
যবে পোড়ে প্রাণ তোর তরে,—মোর তরে,
তখন কেবল তোর চাঁদমুখ হেরি'
ভুলে যাই যন্ত্রণার জ্বালা ;
জুড়াই এ তপ্ত হৃদি, বুকে ধ'রে তোরে।
আয়, রে স্নেহের উর্ম্মি, স্নেহভরা বুকে।

(উর্ম্মিলাকে ক্রোড়ে গ্রহণ ও মুখচুম্বন)

উর্ম্মিলে !
কে গেঁথেছে এ সুন্দর ফুল্ল ফুলহার ?
এ'টি কা'র ?— এ'টিই বা কা'র ?

উর্ম্মিলা।—এ'টি, দিদি ! দাসীর তোমার,
এ'টি তব কিঙ্করের গাঁথা হার।

সীতা।—কোথায় দেবর মোর ?

উর্ম্মিলা।— আসিতেছিলেন মোর সনে,
হেন কালে মন্ত্রিসহ রঘুবীরে হেরি'
পাছু পাছু তাঁ'র সভার মাঝার
গেলা চলি' ছাড়ি মোরে,
আদেশিয়া সাজা'তে তোমারে ফুল-হারে।

সীতা।—নিতুই নূতন সাজে সাজাও আমারে
সমাদরে দুই জনে ;
আজ আমি সাজা'ব তোমারে,
সাজা'ব দেবরে।
রাখ হোথা কুসুমের সাজী,
চল মোর সনে,
পশি' উপবনে
তুলি ফুলরাজি তোমা' দু'টি তরে ;
দেখিব নয়ন ভরি' ফুলের সাজনি !—
ফুলের লক্ষ্মণ !— ফুলের উর্ম্মিলা !

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজসভা।

দশরথ ও সভাসদ্‌গণ।

দশ।—কি হেতু বিলম্বে এত, সচিব সুমন্ত্র ?
নাহি কি মিলিল শ্রীরামের দেখা ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ রাম প্রাণের নন্দন,
কুমার লক্ষ্মণ আসি'ছে উভয়ে ;
বৃদ্ধ মন্ত্রী পাছু পাছু।

রাম, লক্ষ্মণ, ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

(দশরথকে সকলের প্রণাম)

আশীর্ব্বাদ করি, বৎস রাম !
ওরে বৎস কুমার লক্ষ্মণ !
সুখে থাক' দু'টি ভাই,
হোক্ তোমা' দোঁহাকার
দুই আত্মা একাকার,
ভ্রাতৃস্নেহে বাঁধা থাক দোঁহে চিরকাল।

রাম।—কি আজ্ঞা পালিব, পিতা ?
কোন্ কার্য্য হেতু দাসে কৈলে আবাহন ?

দশ।—বৎস রাম !
দেব-ঋষি-পিতৃ বিপ্র-আত্ম-ঋণ হ'তে
করিয়াছি মুক্তিলাভ ;
একটি কর্ত্তব্য কার্য্য বাকী আছে মোর ;
এবে সে কর্ত্তব্য আমি ইচ্ছি করিবারে
মম রাজ্যে অভিষেক করিয়া তোমারে।

এ ভূলোকে নাই কাহ্র তুলনা যাহার,
সেই তুমি, বাছা রাম! আত্মজ আমার।
কহি'ছে দৈবজ্ঞগণ,—
তপন, মঙ্গল, রাহু এই তিন গ্রহ
জনম-নক্ষত্র মোর কৈল আক্রমণ;
এ হেতু ব্যাকুল আমি ভয়ে,
কি জানি, কি হ'তে ভাগ্যে কি ঘটে কখন;
তেঁই সে বাসনা মনে জাগে,—
রাজ্যভার নিজ করে করহ গ্রহণ,
দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই—জুড়াই অন্তর।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেতে চন্দ্রের সঞ্চার
হইয়াছে আজি,
কালি হ'বে চন্দ্রে পুষ্যা-ভোগ;
কালি আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক
করিব তোমারে শাস্ত্রমতে।
বধূমাতা সীতা সহ আজি
পবিত্র হইয়া থাক' উপবাস করি'।
না হ'বে অন্যথা,
আজি অধিবাস,—কল্য রাজ্যে অভিষেক।

রাম।—পূজনীয় পিতা তুমি,
রাম তব আজ্ঞাবহ দাস;
যে আজ্ঞা করিবে মোরে, পালিব যতনে।

লক্ষ্মণ।—প্রণিপাত করি পদে, পূজ্যপাদ পিতা!
বড়ই সুযুক্তি তব;
পূর্ণ মোর মনের বাসনা।
বড় সাধ জাগে মনে,—
রাজচ্ছত্র স্বকরে রচিয়া
ধরিব রামের শিরে অভিষেক-কালে;
আজি তব আশীর্ব্বাদে
পূর্ণকাম তোমার লক্ষ্মণ।

দশ।—লক্ষ্মণ!
ভ্রাতৃভক্তি তোর
খুলিয়াছে মোর সুখের দুয়ার;
এবে গিয়া দুই ভাই পূজ নারায়ণে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজান্তঃপুরস্থ দেবালয়।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা।

কৌশল্যা।—সুমিত্রে!

সুমিত্রা।—কহ, আর্য্যে! কি সাধিব?

কৌশল্যা।—ভুলিনু, আনিতে আমি সরযূর বারি,
আছে ভরা স্বর্ণঘটে মোর গৃহমাঝে।
যাও ত্বরা, আন' হৈম-ঘট,
ঢালিব শীতল জল নারায়ণ-শিরে।

সুমিত্রা।—যথা আজ্ঞা, রাজরাণি!

[প্রস্থান।

ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।

ঊর্ম্মিলা।—এই ত আনিনু, মা গো!
অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি কুঙ্কুম, চুয়া
স্বর্ণবাটী ভরি';
আজ্ঞা দেহ, কোথায় ধরিব?

কৌশল্যা।—রাখ' হেথা, মা আমার!

সীতার প্রবেশ।

সীতা।—মা জননি!
বাছি' বাছি' আনিলাম ফুল্ল ফুলদল,
পবিত্র তুলসীপত্র স্বর্ণসাজী ভরি';
কোথা ধরি, আজ্ঞা কর, মাতা?

কৌশল্যা।—রাখ, বাছা, এই ঠাঁই।
দুই বোনে মিলি'
ডুবাও তুলসীপত্র অগুরুচন্দনে;
দেব নারায়ণে পূজিব যতনে।

সুমিত্রার পুনঃপ্রবেশ।

সুমিত্রা।—এই লও, আর্য্যে! বারিপূর্ণ ঘট,
ভক্তিভরে বারি-ধারা ঢাল' হরি-শিরে।

(কৌশল্যার নারায়ণ-পূজা)

কৌশল্যা।—পূজা সাঙ্গ হৈল মোর;
এইবার করিব আরতি ঘুচা'তে অরাতি-ভয়।

(কৌশল্যার নারায়ণকে আরতি ও তৎ-
কালে সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা এবং সীতার
কাংস্যযন্ত্রাদি বাদন ও সকলের
নারায়ণকে প্রণাম)

ও সুমিত্রে ! ফুরাইল তুলসীর দল,
অষ্টোত্তর দশ-শত নারায়ণ-নাম
জপিব তুলসীদলে এবে ;
মিলি' তিন জনে আন' ত্বরা চয়নিয়া !

[সুমিত্রা, সীতা ও ঊর্ম্মিলার প্রস্থান।

জয়, ভক্তবৎসল, সত্য নিশ্চল,
হিরণ্যাক্ষপাতন।
দীননাথ, বিশ্বতাত,
কূর্ম্ম মীন বামন ॥
দর্পহারী, চক্রধারী,
সাধুচিত্তরঞ্জন।
ত্রাহি ত্রাহি, পাহি পাহি,
শংক ভয়-ভঞ্জন ॥

(প্রণাম)

দয়াময় !
তোমার প্রসাদে যেন এ রাজসংসার
সুমঙ্গলে থাকে সদা ;
অযোধ্যার প্রজাগণ যেন রহে সুখে ;
প্রাণাধিক পুত্র মোর রাম,
প্রাণাধিকা সীতা পুত্রবধূ,
কুশলের কোলে দুলুক নিয়ত।
নিজ নিজ পত্নী সনে
ভরত, লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন কুমার
মঙ্গলে কাটুক্ কাল।

রামের প্রবেশ।

এস, বৎস ! প্রণম বিষ্ণুরে ;
ধর রে প্রসাদী ফুল।

রাম।—মা !
আজি মোর সুপ্রভাত ;
নারায়ণ আজি অনুকূল ;
হ'বে তুমি রাজমাতা।
পিতার আদেশ,
আজি মোর অভিষেক—কালি আমি রাজা
আইনু এ শুভবার্ত্তা দিতে মা তোমারে।

কৌশল্যা।—রাজা হ'বি, রাম !
বাছা রে সফল হ'ল বিষ্ণুপূজা মোর ;
তোরে ধরিনু উদরে শুভক্ষণে।
রাজমাতা হ'ব আমি,
রাজরাণী পুত্রবধূ সীতা,
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে ;
হে দেব কেশব ! পুরাইলে ভক্তের বাসনা,
ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া তোমার,
বসাইব কালি রামে রাজসিংহাসনে।
বাছা রাম ! পূজ তুমি নারায়ণে ;
যাই আমি রাজার গোচরে।

[প্রস্থান।

সীতার পুনঃপ্রবেশ।

রাম।—এস, প্রিয়ে !

সীতা।—কোথা গেলা ঠাকুরাণী ?

রাম।—পিতার গোচরে।
প্রিয়তমে !
শুভ সমাচার এক শুনা'ব তোমারে।

সীতা।—কি সে শুভ সমাচার, নাথ ?

রাম।—রজনী প্রভাতে তুমি রাজরাণী হ'বে।
আদেশিলা পূজ্যপাদ পিতা,
আজি মোর হ'বে অধিবাস,
কালি আমি পা'ব রাজসিংহাসন।

সীতা।—এত দিনে হরি করুণা বিতরি'
পুরাইলা বাসনা আমার ;—
রাজা হ'বে তুমি।
বড়ই প্রসন্ন মোরে গোলোকের পতি।

রাম।—সুমিত্রা মাতারে দিতে এ শুভ সংবাদ
চলিনু এখন আমি ;
পূজ তুমি নারায়ণে।

[প্রস্থান।

সীতা।—নারায়ণ,

ভক্তিভরে দিনু দিয়ে তুলসীর দল,

দাও সীতানাথে রাজসিংহাসন ;

পুরাও বাসনা।

(গীত)

ভবশরণ! তব চরণ যে জন করে ধ্যান।
সে জন পূর্ণ-আশ তূর্ণ, না রয় ক্ষুণ্ণ-প্রাণ॥
যেই যে ভাবে, ও পদ ভাবে, সেই সে ভাবে সুখী ;
অভাব তা'র, না রহে আর, ধরাগার সুখধাম॥
তব কৃপায়, ইহ ধরায়, সুদীন সুদিন পায় ;
হে দীনবন্ধু, দয়ার সিন্ধু, দয়া-বিন্দু কর দান ;—
তুলসীদলে, পূজন-ফলে, সুফল ফলে যেন ;
হেন নয়নে, সিংহাসনে, হেরি যুবরাজ রাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজপথ।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকারগণ ও আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।

সুমন্ত্র।—নানা রাজ্য হ'তে নিমন্ত্রিত রাজগণ

আসিলা অযোধ্যাপুরী।

ভূপতি-প্রাসাদে যথাযোগ্য বাসে

স্থান দিনু সবাকারে।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

ঐ বুঝি আসিলেন কাশী-অধিপতি,

যাই তাড়াতাড়ি,

আগুবাড়ি' আনি, তপোধন।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

বামদেবের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ।—কহ, পুত্র!

অভিষেক-আয়োজন কৈলে কত দূর?

প্রস্তুত হ'য়েছে সব?

বাম।—কিছু বাকী আছে, পিতঃ!

বশিষ্ঠ।—চল, দেখি কি কি বাকী।

বাম।—বিশ্রাম-ভবনে গিয়া করুন বিশ্রাম,

এ বৃদ্ধ বয়সে বহু পরিশ্রমে কষ্ট হ'বে অতি

অন্য বিপ্রগণে ল'য়ে কার্য্য সারি আমি।

বশিষ্ঠ।—বৎস!

রাম হইবেন রাজা ;

ব্রহ্মাণ্ডের রাজা মানবী লীলায়

হইবেন অযোধ্যার রাজা।

মন্ত্রপূত জলধার মস্তকে ঢালিব তাঁ'র,

কত ভাগ্য মোর ;

রাম-অভিষেক-কার্য্যে কি কষ্ট আমার?

কৃপায় তাঁহার

সহস্র যুবার বল আজি মোর দেহে ;

চল ত্বরা।

[উভয়ের প্রস্থান।

নানাবিধ অভিষেক-দ্রব্য স্কন্ধে ও মস্তকে লইয়া রাজভৃত্যগণের প্রবেশ ও ভূতলে তৎসমস্ত রক্ষা।

১ম ভৃত্য।—বুড়ো গেলো, হাড় জুড়ুলো।

২য় ভৃত্য।—বামদেবটিও কম ন'ন।

৩য় ভৃত্য।—যেমন বাবা, তেম্নি ছেলে,

নোকগুনোকে খাটিয়ে মেলে।

১ম ভৃত্য।—বাপ্ রে বাপ্, ধোল্লো হাঁফ্।

৩য় ভৃত্য।—আমার খিঁক্ ধোরেচে, কোসে চাপ্।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার বাদ্যধ্বনি)

১ম ভৃত্য।—মেজো রাণীর কুঁজী মাগী

আস্‌চে যে রে এ দিক্ পানে।

২য় ভৃত্য।—তাই তো রে ভাই!

ঐ মাগী মাগী বড় রাগী ;

কোর্‌বে বিবাদ, ঘোট্‌বে ফেঁসাদ।

১ম ভৃত্য।—কাজ নি, বাবা, পালিয়ে চ' রে!

(অভিষেক-দ্রব্য সমস্ত লইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ)

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা।—ও রে ও মিন্সেগুনো, এগুনো কি?

১ম ভৃত্য।—কিছু না—কিছু না।

মন্থরা।—আমি কি কাণা?
বল্ বোল্‌চি, দেখা বস্তা খুলে,
নৈলে, গাল দেবো বাপ তুলে।

২য় ভৃত্য।—কুঁজ ভাঙ্‌বো এক কিলে।

মন্থরা।—কি বল্‌লি রে ড্যাক্‌রা ছোঁড়া,
উনুপাঁজুরে ঘাটের মড়া?
এত বড় তোর বুকের ছাতি?
মুখ ভাঙ্‌বো মেরে নাতি।

২য় ভৃত্য।—বেটী যেন মেজো রাণীর কচি খুঁকী,
পেঁচামুখী, মটরচুখী!

মন্থরা।—ম'রে যা'—ম'রে যা'—ম'রে যা'।
মাথা খাক্ তোর মা—মাথা খাক্ তোর মা।

১ম ভৃত্য।—কাজ নি, রে ভাই, ঝগড়া কোরে;
এখান থেকে যাই চ' সোরে।

[রাজভৃত্যগণের প্রস্থান।

নেপথ্যে চিত্রপটবিক্রেতা।—
চাই পট—চাই নতুন পট।

মন্থরা।—পট? ভাল কথা মনে হোলো,
মেজোরাণী চেয়েছিলো মহারাজের ছবি।

জনৈক চিত্রপটবিক্রেতার প্রবেশ।

চি-প-বি।—চাই পট—ভাল পট—নতুন পট।

মন্থরা।—ও পট্‌ওলা, কি পট দেখি।

চি-প-বি।—(স্বগত)—
আ-মর কুঁজী পোড়ারমুখী।
(প্রকাশে)—
তোমার ধারে কেনা, দামে ফাঁকী।

মন্থরা।—কোন্ কালে কি নিলুম লুটে?
এই দ্যাখ্, পয়সা বাঁধা কাপড়-খুঁটে।

চি-প-বি।—আগে বোলে রাখি,
রাখ্‌বো নাকো বাকী;
ইচ্ছে হয়, কেন' পট,
এই দেখ, বিশ্বামিত্রির ঋষির মঠ।

মন্থরা।—মঠে ফটে কাজ্ নি আমার;
এখানা কা'র?

চি-প-বি।—মন্থরার।

মন্থরা।—আমার?

চি-প-বি।—ভাল বল তো তোমার,
নৈলে, বাছা, আমার।

মন্থরা।—হাঁসিটুকু তো হয় নি, বাবা!

চি-প-বি।—
আচ্ছা, নাকের তেলোক—গালের ছাবা?

মন্থরা।—হোয়েচে বটে, কিন্তু ফিঁকে;
আচ্ছা, আজকে এখান যা'বি রেখে?

চি-প-বি।—আগেই বোলেচি, হ'বে না তা'।

মন্থরা।—তবে তুই যা'—নিয়ে যা'।
দাঁড়া—দাঁড়া, এখানা কি?

চি-প-বি।—আর কেন দেখাদেখি?
এখানি রামরাজা।

মন্থরা।—আঁ! কি বোল্‌লি, রামরাজা!
আর তুই বুঝি তা'র পোষ্টো পেরজা!
এই তোর যেমন কর্ম, তেমি সাজা।

(পট কাড়িয়া লইয়া ছিন্ন ভিন্ন করণ)

চি-প-বি।—পট ছিঁড়্‌লি, কেন মাগী?

মন্থরা।—তোর পেট ছিঁড়ি নি এই ভাগ্যি!
ভরতরাজা নয়,—রামরাজা!

চি-প-বি।—মেজোরাণীর চাক্‌রাণী,
তাই পেয়ে গেলি পার,
নৈলে একটি চড়ে লুটিয়ে দিতুম,
দেতিস্ যমের দ্বার।

[চিত্রপটবিক্রেতার প্রস্থান।

মন্থরা।—দূর্ হ—দূর্ হ—দূর্ হ।

নেপথ্যে।—জয় যুবরাজ রামচন্দ্রের জয়!

মন্থরা।—অ্যা-অ্যা-অ্যা! ও কি শুনি!
সত্যি হোলো কি পট-আঁকুনি?

নেপথ্যে।—জয় যুবরাজ রামচন্দ্রের জয়!

মন্থরা।—উঃ, কানে যেন কাঁটা ফোটে,
একবার দেকে হোলো গিয়ে ছুটে।
[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—সরযূ-তট।

গান গায়িতে গায়িতে কলসীকক্ষে
কতকগুলি রমণীর প্রবেশ।

রমণীগণ।—

(গীত)

কি আনন্দ আজ, হ'বেন যুবরাজ
রাজার কুমার রাম রঘুমণি।
অযোধ্যানগরী আজ স্বর্গপুরী,
মন্দাকিনী আজ সরযূ তটিনী।
মঙ্গল-বাজনা ঘরে ঘরে বাজে,
রাজপুরী সাজে ফুল-ফুল-সাজে,
পথের দু'ধারে পতাকা বিরাজে,
উথলি' উথলি' উঠে জয়ধ্বনি।
গাগরী গাগরী সরযূর বারি
ভরি' নারী নারী, তরু সারি সারি,
চন্দন কুসুম শত ডালি ডালি,
অভিষেক হ'বে পোহাইলে রজনী।—
চেয়ে দেখে চল অভিষেক স্নান,
গগনে তুলিয়ে সুমধুর তান,
মাতায়ে মাতায়ে দিয়ে নিজ প্রাণ,
চল চল চল চল লো সজনি।

বেগে মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা।—ওলো সব উট্‌কপালি চিরণ-দাঁতি!
বুক উঁচিয়ে মারবো নাতি।
এ গান যদি আবার গা'বি,
ঝাঁটার মুখে টের্‌টা পা'বি।

১ম রমণী।—মহারাজের বড় ছেলে
হ'বেন যুবরাজ,
সয় না কি তোর পোড়া প্রাণে?
মাথায় পড়ুক বাজ!

২য় রমণী।—এই সুখের দিনে সবাই সুখী—

মন্থরা।—চুপ্ কোরে থাক্ পোড়ার-মুখি!

৩য় রমণী।—কেউ কি তোকে ডাক্‌লে হেথা?

মন্থরা।—আবার ছোট মুখে বড় কথা!
রাজা হ'বে রামা ব্যাটা!
ফের গা'বি তো মার্‌বো ঝাঁটা।

১ম রমণী।—হ্যা দ্যাখ্, মাগী—

মন্থরা।—আমি মাগী? ও আবাগী!
ইঁট মেরে মুখ কোর্‌বো দাগী।

(ইষ্টকনিক্ষেপণে সকলের কুম্ভ চূর্ণীকরণ)

২য় রমণী।—চোল্লুম্ বড় রাণীর কাছে;
তোর কুঁজ ঘোচ্‌বো বিলক্ষণ আছে।

মন্থরা।—তবে লো হতচ্ছাড়ীরে!

(যষ্টি লইয়া রমণীগণকে প্রহার করিবার উদ্যোগ, কিন্তু পদস্খলন হইয়া ভূতলে পতন, তদ্দর্শনে রমণীগণের হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান)

কৌশল্যার জনৈক দাসীর প্রবেশ।

কৌ-দা।—কি হোয়েছে, ও মন্থরা?

মন্থরা।—সয় না লো তোর ঠাটা করা!
কেউ কি তোকে ডাক্‌লে হেথা?—
তোর কেন এত মাথা-ব্যাথা?

কৌ-দা।—ভাল বোল্লে মন্দ হয়?
স্বভাব কভু যা'বার নয়।

মন্থরা।—স্বভাব স্বভাব কোল্লে ফের,
মুড়ো ঝাঁটায় পার্বি টের।
নতুন নতুন গয়না পোরে,
নতুন কাপড় বাহার মেরে,
কোরে এলেন ঢং!

কৌ-দা।—আমি তোর মত কি সং?
আ-মরি, কি রূপের ছটা,
বুকুটো চাপা, পেটটা মোটা,
হাত নলী নলী, পা সরু,
চোক মিটি মিটি, নাই ভুরু,

পিঠের উপর কঁুজের বোঝা,
সাত জন্মেও হয় না সোজা।

মন্থরা।—তোর কি তা'তে পোড়ার মুখি!
কৌশুল্যের এঁটো-খাকি!

কৌ-দা।—কৌশুল্যের এঁটো পেলে
বোত্তে যেতিস্ আজ,
আমার মতন গা-ভরা
পেতিস্ নতুন সাজ।
আজকে রামের অধিবাস,
আজ পেয়েচি সোণা,
কাল হ'বেন্ রাম যুবরাজ,
পা'বো হীরের দানা।
তুই যেমন আচিস্, থাক্‌বি তেমন,
আজন্মের ভাগ্যি যেমন।

মন্থরা।—ভাগ্যিমানীর দাসী বোলে,
তুই ভাগ্যি ফলাস্ তাই;
ও আবাগী, হতভাগী!
তোর ভাগ্যে দেবো ছাই।
কৌশুল্যের দাসী হোয়ে কথা চড়া চড়া;
তোর দোষ নয়, বুঝেনু আমি,
সেই মাগী এর গোড়া।
কেমন তর কৌশুল্যে সে,
দেখ্‌বো আমি কাল;
তো' বেটীরো ঝাঁটার চোটে
কোর্‌বো হাড়ীর হাল।
তা' যদি না পারি, তবে আমায় থুড়ি থাক্,
তোরি কাছে দশ হাত জমী
মেপে খোব্‌বো নাক।

[বেগে প্রস্থান।

[অন্য দিক্ দিয়া কৌশল্যার দাসীর
প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৌশল্যার কক্ষ।

দশরথ ও কৌশল্যা।

কৌশল্যা।—মহারাজ!
অন্তরের অন্তর প্রদেশে
কি যে এক নব হর্ষ খেলি'ছে হরিষে,
কি ক'ব তা' এক মুখে?
এ দাসীরে কতরূপে ভালবাস তুমি,
শত শত নিদর্শন সাক্ষী আছে তা'র;
আজ পুন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—
রাজমাতা করিবে আমারে।
এ ঋণ শুধিব কিসে আমি? কি আছে আমার?
পুত্র সনে তব পদে আছি হে বিক্রীত,
বিক্রীত রহিনু চিরকাল।

দশ।—রাজমাতা হ'বে তুমি, আমি রাজপিতা,
উভয়েই সম সুখী;
উভয়েই প্রিয় রামে হেরিব অযোধ্যাধামে,
আনন্দ মাখিয়া প্রাণে, রাজসিংহাসনে।

কৌশল্যা।—মহারাজ!
বধূমাতা জানকীরে এ সংবাদ দিতে
চলিনু এখন আমি।

[প্রস্থান।

দশ।—মধ্যমা মহিষী মোর কৈকেয়ী সুন্দরী,
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা তিনি;
কৌশল্যা সুমিত্রা হ'তে
হৃদয়ের টান তাঁ'র প্রতি সমধিক।
সে কারণে,
এ শুভ সংবাদ তাঁ'রে না করিলে দান,
প্রিয়তার হ'বে অপমান।
আসিলে রজনী,
নিজে গিয়া এ সংবাদ দিব তাঁ'রে আজি;
যাই এবে নিমন্ত্রিত রাজগণ-পাশে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

পর্য্যঙ্কোপরি কৈকেয়ী নিদ্রিতা।

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা।—হুঁ, এখনো যে ঘুম ভাঙে নি,
কি সর্ব্বনাশ, তা' জানে নি।
জান্‌লে কি আর শুয়ে থাকে?
যা' হোক্, জাগাই ডেকে ডেকে।
চাদ্দিকেতে এত ধুম,
কে জানে মা কেমন ঘুম।
উঠে একবার চেয়ে দ্যাখো,
তা'র পর না হয় শুয়ে থেকো।

কৈকেয়ী।—(জাগরিত হইয়া)—
কেন, রে মন্থরে,
সুখনিদ্রা ভাঙিলি আমার?
সুখস্বপ্ন তাড়াইয়ে দিলি?
হিতৈষিণী বলি' তোরে করিলাম ক্ষমা,
অন্য হ'লে নাহি আর হেরিতাম মুখ।

মন্থরা।—কি এমন সুখের স্বপন?
শুনিয়ে দিলে মিষ্টি বচন।

কৈকেয়ী।—নিতান্ত অবুঝ তুই;
সে সুন্দর স্বপ্নানন্দ নারিব বুঝা'তে।

মন্থরা।—আমার পিঠে কুঁজ,
তাই আমি অবুঝ?—না?
মেয়ের মতন ভালবাসি,
সঙ্গি করি তাই,
এক্‌শোবারি অবুঝ অবুঝ,
দূর্ হোক্ গে ছাই,
দেশে চোলে যাই।

কৈকেয়ী।—শোন্ তবে স্বপ্ন-বিবরণ,—
আমি যেন ব'সে আছি আসন-উপরে,
রাম মোরে মা মা বলি' ডাকি'
খাইতে চাহিল ননী;
সদ্যো[illegible] [illegible] দিনু বদনে তাহার;
হাত পাতি[illegible] [illegible]আর,
দিলাম শ্রীকরে পুন;
হেন কালে আইল ভরত মা মা বলি'।
নিজ ভক্ষ্য ননী দুই ভাগ করি'
এক ভাগ দিল রাম ভরতের মুখে।
সে অপূর্ব্ব ছবি হেরি'
ছিনু যেন স্বর্গপুরে আমি।
হেন কালে তুই, মূঢ়ে! ডাকিলি আমারে।

মন্থরা।—স্বপ্নের তোর কপালখানা,
রামকে আবার ননী খাওয়ানা!
এই রাম হোতে তোর সর্ব্বনাশ,
এই রাম হোতে তোর বনবাস
হোলো হোলো হোলো বোলে;
কাঙাল হোলো তোর নিজের ছেলে।

কৈকেয়ী।—সাধে কি অবুঝ তোরে বলি?
রাম নামে সদা জ্ব'লে ম'লি।

মন্থরা।—অবুঝ অবুঝ আমায় বলো,
কে অবুঝ তা' বোঝা গেলো।
আপন মনে বোঝো তুমি বড় সুবুঝ মেয়ে,
মহারাজা ভালবাসে তোমায় সবার চেয়ে,
তাই রামকে কোর্‌বে রাজা
তোমার মাথা খেয়ে।

কৈকেয়ী।—(উপবেশন করিয়া)—
অ্যাঁ—কি বল্‌লি—বল্ রে আবার?

মন্থরা।—রামকে রাজা কোর্‌বে রাজা,
শুন্‌লে তো এ বার?

কৈকেয়ী।—কবে, দাসি?

মন্থরা।—পুইয়ে গেলে আজের নিশি।

কৈকেয়ী।—মন্থরা রে!
মায়ের মতন স্নেহ দেখাইয়ে মোরে,
অমৃত ঢালিলি মোর কানে;
যত অপরাধ তোর, ক্ষমিলাম আমি;
কৃতজ্ঞ রহিনু তোর পাশে।
যে শুভ সংবাদ দিলি আজি,
চারি বেদ পঠনের ফল ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ নয়।
কি আজ শুনা'লি মোরে,
হেন আহ্লাদের কথা শুনি নি কখন;—

পা'বে রাম রাজ্যভার,
এ হ'তে সুসমাচার কিছু নাই ;
শ্রীরাম, ভরত দোঁহে মম চক্ষে ভিন্ন নহে,
উভয়েই প্রিয় পুত্র মোর।
রামে রাজ্য দিবেন ভূপতি,
এ সংবাদে আমি তোরে কি দিব, মন্থরে ?
ধর এবে, সুভাষিণি ! এই মুক্তাহার ;
পর গলে একবার।
কালি তোরে রত্নময়ী করিব যতনে।

(গলে মুক্তামালা-প্রদান)

মন্থরা।—জ্বালার উপর আবার জ্বালা,
রেখে দে তোর মুক্তোর মালা !
(গলদেশ হইতে খুলিয়া নিক্ষেপ)
ও মা ! এ কথাও কি প্রাণে সয়,
রাম-ভরতে ভিন্নি নয় !
ভূতে পেলেই এম্নি হয়।

কৈকেয়ী।—(সহাস্যে)—
তোরেই পেয়েছে ভূতে, নহিলে কি হেতু
কহিবি এমন তুই, আহ্লাদের দিনে ?

মন্থরা।—আহ্লাদ কাল বেরিয়ে যা'বে,
দু' দিন পরে টেরটা পা'বে।
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে কোরে,
ফিরতে হ'বে দোরে দোরে।
ঘুচবে সোণার খাট তোমার,
গাছের তলা হ'বে সার।
ছানা মাখন ঘুচে যা'বে,
উপোস কোরে রাত্ পোয়াবে।
রাম বোস্‌বে সিংহাসনে,
কাঁদ্‌বে ভরত বনে বনে।
মা হোয়ে তুই ছেলের দিকে
তাকাস্ নে কো, ধিক্ ছি তোকে !

কৈকেয়ী।—মন্থরা রে !
যত ইচ্ছা গালি দে আমায়,
কিন্তু মন্দ না কহিস্ রামে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ; রাজ্য তা'রেই জুয়ায় ;
যে ভরত, সেই রাম ;—যে রাম, ভরত সেই
পুনর্ব্বার বলি তোরে,
শ্রীরাম ভরত এক—কভু ভিন্ন নয়।

মন্থরা।—ওমা, আমি যাবো কোথা,
এক্‌খোবারি ঐ কথা,
নিতান্ত তোর কপাল পোড়া,
তোকে গুণ কোরেচে রামা ছোঁড়া।

কৈকেয়ী।—বার বার রাম-নিন্দা না চাহি শুনিতে
থাক্ তুই, নিন্দামুখি ! ধিক্ থাক্ তোকে !

[সক্রোধে বেগে প্রস্থান

মন্থরা।—আমার মাথা খা—আমার মাথা খা,
একটা কথা শুনে যা—
একটা কথা শুনে যা ;
আমার লক্ষ্মী মা—আমার লক্ষ্মী মা !

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মানস-সরোবর।

পদ্মকাননে সরস্বতী দেবী উপবিষ্টা ;
চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণ নৃত্য
গীতবাদ্যে নিযুক্তা।

গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণ।—(গীত)

ফুল্ল কমলে ফুল্ল কমলে
ফুল্ল-বদন-কমলে হাসি
কমল-ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমর
ফুল্ল-বদন-কমল-পাশে ॥
মানস-সরসী ফুল্ল সরসী
ফুল্ল-চরণ-কমল ভাসে।
ঢুলুল ঢুলুল, ঝুলুল ঝুলুল
অঞ্চল দোলে চল বাতাসে ॥
বীণার তানে, পুলক প্রাণে,
উড়িয়ে উড়িয়ে কোকিল গায় ;
মানসের বারি চাহে ধীরি ধীরি
কমল-রেণু কমলা পায় ;
মৃণাল হেরি' মরাল, মরালী
চরণ-পাশে চাহিছে আশে ॥

ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, তপন, কুবের
প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র প্রভৃতি।— (স্তব)

"দেবি বাণি সর্ব্বদেব-পূজ্যপাদ-পঙ্কজে।
বেদমাতরাশু চন্দ্রভাসিনি নিসর্গজে॥
ত্বং হি সর্ব্ব-জীব-কণ্ঠ-বাসিনী সুভাষিণী।
অজ্ঞতান্ধকাররাশিনাশিনী সুকাশিনী।
মূলতত্ত্বরূপিণী মুরারি-চিত্ত-তোষিণী।
ত্বৎ-পদাব্জ-সেবি-ভক্ত-ভৃঙ্গ-পংক্তি-পোষিণী॥
শং বিধেহি সংপ্রসীদ শান্তিরূপধারিণী।
ত্বৎকৃপৈব কেবলেহ চিত্তদৈন্যহারিণী॥"

ইন্দ্র।—মা। রক্ষা কর এ সঙ্কটে, সঙ্কটবারিণি!
রাবণ-নিপাত পন্থা নাহি হেরি আর
তোমা বিনা, দয়াময়ি!

সর।—কেন দেবরাজ? কেন দেবগণ?

ইন্দ্র।—কালি রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামে
করিবেন রাজ্য সম্প্রদান;
আজি তা'র অধিবাস।
কি হ'বে, মা বিপত্তারিণি?

সর।—এ কি কহ, দেবরাজ!
জগতের পতি রাম হইবেন রাজা
পিতৃমাতৃসুখ-হেতু অযোধ্যানগরে;
জগতের আনন্দের দিন।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেবগণ!
এ হেন সুখের দিনে তোমরা দুঃখিত,
সম্পদে বিপদ ভাব'!

ইন্দ্র।—জননি গো! ভুলিলে কি সব?
সদজ্ঞান মাতা তুমি,
তোমাতেও আছে কি বিস্মৃতি?
নাহি মা সময় আর;
না কর ছলনা পুত্রগণে;
ঝটিতি কৈকেয়ী-কণ্ঠে লহ মা আসন,
যাহে রাম যান বনবাসে চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে,
তোমারে তা' করিতেই হ'বে।

সর।—দেবরাজ!
তোমার এ প্রার্থ-ভাষা
বজ্রসম বাজিল যে বুকে।
আহা, হরিষে বিষাদ কেমনে করিব আমি!
রমণী হইয়া, আহা,
রমণীর প্রতি কেমনে কঠিন হ'ব!
বিনা অপরাধে, দেবদোষে
বিশ্বমাঝে কলঙ্কিনী হইবে কৈকেয়ী।

ইন্দ্র।—অপরাধ বিনা, অনুরোধ নাহি করি
সাধিতে এ হেন কাজ।
শৈশবে কৈকেয়ী রাণী পিতার ভবনে
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ জনৈক ব্রাহ্মণে,
সেই সে আছয়ে ব্রহ্মশাপ,—
ত্রিভুবনে কৈকেয়ীর গাহিবে অযশ।
ব্রহ্মবাক্য সিদ্ধ কর, মাতা!
দেবগণে রক্ষ, রক্ষময়ি!

সর।—অসাধ্যে সাধিতে হেন কাজ
চলিনু, অমরগণ!
বিষাদের অশ্রুধারা
কখন নয়নে বহে নাই মোর,
প্রবাহিল আজি;
না জানি কতই অশ্রু কালি এতক্ষণে
কত চক্ষে প্রবাহিবে দর দর ধারে!
বাড়িবে সরযূ-বারি,
ভাসিবে অযোধ্যাপুরী নয়নের নীরে!

[ঊর্দ্ধে সরস্বতীর অন্তর্ধান।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজপ্রাসাদের ছাদ।

সীতা ও ঊর্ম্মিলা।

ঊর্ম্মিলা।—দেখ, দিদি!
আজি এ অযোধ্যাপুরী
কি সুন্দর সাজে সাজিয়াছে;
আজিকার সন্ধ্যা যেন নবরূপ ধরি'

ধীরি ধীরি নামিতেছে অযোধ্যা-হৃদয়ে;
সারি সারি জলে দীপমালা,
হীরকের হার যেন প্রকৃতির গলে;
দীপালোক-আভা মাখি'
উড়ি'ছে পতাকারাজি প্রতি গৃহ-চূড়ে;
বিবিধ কুসুম-মালা দুলি'ছে দুয়ারে
আলোক-বিভায় নবরূপে।
বাজি'ছে মঙ্গল-বাদ্য নানা জাতি তালে,
তা' সহ নাচি'ছে চিত্ত মোর
কালিকার শুভ দিন ভাবি'।
কি সুখের দিন কালি,—
রঘুপতি যুবরাজ তুমি যুবরাণী।

সীতা।—প্রাণের ঊর্ম্মিলে!
'রঘুপতি যুবরাজ'
কি মধুর বাণী কহিলি, ভগিনি!
কানে ঢালিলি রে সুধা-ধারা।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে বাজিয়া উঠিল
তোর মধুমাখা ভাষা—'রঘুপতি যুবরাজ'।

ঊর্ম্মিলা।—'তুমি যুবরাণী',
এই ষড়ক্ষর বাণী
যত ভাবি, তত যেন আনন্দে উথলি।

সীতা।—আমি যুবরাণী? আমি শ্রীরামের দাসী।

ঊর্ম্মিলা।—এই গুণে
পতিসনে বাঁধা আমি চরণে তোমার।

নেপথ্যে।—জয় যুবরাজ রামচন্দ্রের জয়!

ঊর্ম্মিলা।—আর্য্যে! ঐ শোন—
সরযূর তটে পুরবাসিগণ
কাঁপাইয়া সুনাল আকাশ,
তুলিতেছে 'জয়'-নাদ;
উন্মত্ত পবন সে শব্দ বহিয়া ধায়;
ঐ ঐ সরযূর পারে নিবিড় অরণ্য-মাঝে হাসি'
প্রতিধ্বনি কহে,—'জয় যুবরাজ'!

সীতা।—ঐ বনে—না, ভগিনি?
সুনিবিড় বন—
ও ঊর্ম্মিলে! এ কি হ'ল?
ঐ বন পানে চাহি'
সহসা কাঁপিল কেন হৃদয় আমার?
চমকিল কেন মন?

ঊর্ম্মিলা।—নিবিড় অরণ্য,তাহে প্রতিধ্বনি ডাকে
তেঁই সে এ হেন তব মন;
ভয়ের সঞ্চারে হেন ভাব।

সীতা।—এ কি পুন? ডান চক্ষু কেন নাচে?
কেন কাঁপে এ দক্ষিণ বাহু?
অন্তর-ভিতরে ঘন ঘন ভাবান্তর কেন?
ব্যাকুলতা করি'ছে কাতর বড় মোরে।

ঊর্ম্মিলা।—চল তবে বিশ্রাম-ভবনে এবে,
সুস্থির হইবে চিত্ত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষদ্বার।

মন্থরা।

মন্থরা।—আমি যদি মনে করি,
হাত বাড়িয়ে আকাশ ধরি;
মিনি তেলে জ্বালি বাতি,
রূপোর ভেতোর পুরি হাতী।
আমি বলি যা'—করি তা';—
এই বার আমার পুরবে মনের আশ,
ভরত পা'বে রাজসিংহাসন, রামার বনবাস।

দশরথের প্রবেশ।

দশ।—কহ, গো মন্থরে!
কোথায় কৈকেয়ী দেবী?

মন্থরা।—তাই তো, মহারাজ!
আমিও তাঁ'কে পাই নি খুঁজে।

দশ।—এ কি কহ?
এ কক্ষ কখন আমি শূন্য দেখি নাই;
বিশেষতঃ নিশাকাল;

কোথায় কৈকেয়ী দেবী ?

দেখ দেখ অন্বেষিয়া,

আমিও সন্ধান করি তাঁর।

[বেগে দশরথের প্রস্থান।

মন্থরা।—এই বার কাজসিদ্ধির গোড়া হোলো,

কৌশল্যে মোলো মোলো।

আর একবার গোসাঘরে

দৌড়ে গিয়ে কৈকেয়ীরে

বরের কথা ভাল কোরে

বুঝিয়ে দি গে ফের ;

একটি বরে ভরত রাজা,

আর এক বরে রামার সাজা,

চোদ্দ বচ্ছর বনে বনে,

বাছা এই বার পা'বেন টের।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজান্তঃপুরস্থ ক্রোধাগার।

(একপার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্বলিত)

কৈকেয়ী ধূলিশয্যায় পতিতা।

কৈকেয়ী।—বড়ই সৌভাগ্য মোর,

মন্থরার মত দাসী লভিলাম তাই ;

মন্থরার মন্ত্রণার বলে

রাজমাতা হ'ব আমি এবে।

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা।—খুব্ সাবধান—খুব সাবধান,

আসচে তোমার মহারাজ।

রাগের ভরে, অজঝোর ঝোরে

কেঁদে কেঁদে ভাসাও মাটী,

যেন ফোসকে যায় না আসল্ কাজ।

থাকবো না আর আমি হেথা,

তুমি ভুলো না দুই বরের কথা।

[বেগে প্রস্থান।

কৈকেয়ী।—সমস্ত জগৎ আজ ভুলিতেও পারি,

তথাপি বরের কথা ভুলিব না কভু।

দশরথের প্রবেশ।

দশ।—অন্বেষিনু সর্ব্বস্থান,

না পাইনু দেখিতে প্রিয়ারে।

এ কি, কে হেথা ধূলায় পড়ি' ?

কে তুমি ? উত্তর দাও ;

দেখেছ কি মধ্যমা রাণীরে ?

দিতে যদি পার তুমি সন্ধান তাঁহার,

পুরস্কার দিব এই মুকুতার হার।

কৈকেয়ী।—হা বিধাতা!

কেন তুমি সৃজিলে আমায় ?

কেন কৈলে রাজার ঘরণী ?

কৈকেয়ীর মত আর

ত্রিজগতে কে গো অভাগিনী।

(রোদন)

দশ।—প্রিয়তমে ! তুমিই এ ক্রোধাগারে !

উঠ, দেবি ! উঠ ত্বরা,

এ দশা তোমার আকুল করিল বড় মোরে।

ক্রোধাগার-কারাগার সাজে কি তোমারে ?

চল হৈম-কক্ষ-মাঝে।

(হস্তধারণ করিয়া উঠাইবার উদ্যোগ)

কৈকেয়ী।—ছুঁয়ো না আমারে, মহারাজ !

এই গৃহ শেষ গৃহ মোর ;

এ ছার মাটীর দেহ আজ

এ গৃহের মাটীতে মিশা'ব।

এই শোয়া শেষ শোয়া,

না উঠিব আর

যতক্ষণ আছে প্রাণ এ পোড়া শরীরে।

দশ।—বল বল, প্রাণপ্রিয়ে।

এ দারুণ ক্রোধ তব কিসের কারণ ?

কে তোমার কৈল অপমান,

কিংবা কেবা কৈল তিরস্কার ?

বল মোরে অকপট মনে,

এখনি করিব প্রতীকার।
আমি তব চিরবশীভূত,
বল মোরে,
কা'র অপকার তরে বাসনা তোমার ?
কিংবা কা'র উপকার-ইচ্ছা কর মনে ?
কোন্ দোষশূন্য জনে
অকারণে করিব নিপাত ?
কিংবা কোন্ দোষযুক্ত মানব হইবে মুক্ত ?
কোন্ দীন জনে
ধনরত্ন দানে ধনবান্ করিবারে চাও ?
কিংবা কোন্ ধনবানে
দরিদ্র করিতে ইচ্ছা কর ?
এ হেন সাহস নাহি ধরি
প্রতিরোধ করিবারে ইচ্ছার তোমার।
জীবন দিলেও যদি তব আশা মিটে,
তা'তেও প্রস্তুত আমি।
কৌশল্যা, সুমিত্রা হ'তে
তুমি মোর প্রাণের পুত্তলি ;
সর্ব্বস্ব আমার চরণে তোমার সঁপিয়াছি,
তবে, প্রিয়ে !
আমা' হ'তে আশা তব কেন না পূরিবে ?
যাহা যাহা আশা তব, সফল করিব সব,
নিজের সুকৃতি সহ করি হে শপথ,
লঙ্ঘন করিব নাহি, সত্যই তোমারে কহি,
দশরথ পূরাইবে তব মনোরথ।
এই ধরাতলে একমাত্র একচ্ছত্র রাজা আমি,
পৃথিবীর সর্ব্বৈশ্বর্য্য আয়ত্ত আমার ;
তা' সবার মাঝে যাহা তব মনে সাজে,
তাই দিয়া তব আশা করিব পূরণ।
রবি যথা বিনাশে নীহার,
তোমার মনের ক্ষোভ নাশিব তেমতি ;
সত্যবাদী বলি' দশরথ ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত ;
সত্য কহি, না হ'বে অন্যথা,
ইচ্ছা তব করিব পূরণ।
কৈকেয়ী।—মহারাজ ! তোমার মহিষী আমি,
কা'র সাধ্য করে অপমান ?
কা'র সাধ্য করে তিরস্কার ?
একটি সঙ্কল্প আমি করিয়াছি চিতে,
তোমারে হইবে তাহা আজি পূরাইতে।
মম মনোরথ সিদ্ধি করিবার তরে
যদি তব থাকে হে বাসনা,
তবে মম প্রত্যয়-কারণ
অগ্রে প্রতিজ্ঞার পাশে বাঁধ নিজ মন ;
তা' না হ'লে কিছুতেই বাসনা আমার
প্রকাশ করিব নাহি গোচরে তোমার।
দশ।—আদরিণি ! সোহাগিনি !
জান না কি মনে,
রাম ভিন্ন তোমা হ'তে নিখিল ভুবনে
কেহই আমার প্রিয় নহে ?
সবার অজেয় আর সবার প্রধান
আমার প্রাণের রাম ;
তাঁহার শপথ করি' কহি হে নিশ্চয়,
বল, কি মানসে তব হ'য়েছে উদয় ?
ক্ষণেকের তরে যেই আঁখি-ছাড়া হ'লে,
অস্থিরতা চিত্তে মোর দারুণ উথলে,
এ হেন রামের আমি দিব্য করি' বলি,
যা' তুমি বলিবে মোরে, করিব তাহাই।
আত্মপ্রাণ হ'তে আমি যা'রে ভালবাসি,
অন্য অন্য পুত্র চেয়ে যা'রে দিবানিশি
প্রিয় জ্ঞান ক'রে থাকি,
সেই শ্রীরামের শপথ করিয়া বলি পুনঃ—
যা' তুমি বলিবে মোরে, তাহাই করিব।
প্রিয়ে ! বাক্যের মতন মনও যে আমার
উন্মুখ র'য়েছে তব কার্য্য সাধিবারে ;
কি চাহ ?—আদেশ কর দাসে ;
না হ'বে অন্যথা,—সত্যভাষী দশরথ।
কৈকেয়ী।—সত্যভাষী মহারাজ ! শপথ করি
অঙ্গীকৃত বরদানে হইলে আবদ্ধ।
সাক্ষী হও,
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি অমরমণ্ডলী ;
সাক্ষী হও,
চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, অসীম অম্বর ;

সাক্ষী হও,
পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ দেব যে যেখানে যত;
সাক্ষী হও,
ভুবন-দেবতা আর গৃহদেবগণ;
সাক্ষী হও,
দশ দিক্‌, যত দিগঙ্গনা;
সাক্ষী হও,
সত্য, ধর্ম্ম অলক্ষ্যে থাকিয়া,
সত্যচেতা, সত্যসন্ধ, সত্যপরায়ণ,
সত্যবাদী অযোধ্যার রাজা
কৈকেয়ীর স্বামী আর ভরতের পিতা
কৈকেয়ীরে বরদান করিছেন আজ।

দশ।—কি হেতু এতেক সাক্ষী, প্রিয়ে?
মিথ্যাবাদী নহি আমি কভু।

কৈকেয়ী।—
এ সব সাক্ষীতে তব আছে ত বিশ্বাস,
সত্যসন্ধ মহারাজ?

দশ।—দেবে অবিশ্বাসী নহি কভু;
কি প্রার্থনা কর, প্রিয়ে?
সাক্ষী দেবগণ,
অবশ্য পূরা'ব তাহা, নহিবে অন্যথা।

কৈকেয়ী।—শুন তবে, মহারাজ!
সুরাসুর-যুদ্ধ-কথা আছে ত হে মনে?

দশ।—যে যুদ্ধে পাইনু প্রাণ তোমার প্রসাদে
ক্ষতজ্বালা হ'তে,
যে যুদ্ধে শম্বরাসুর
পারে নি বধিতে শুধু তোমার কৌশলে,
সেই দেবাসুর-যুদ্ধ পারি কি ভুলিতে
জীবন থাকিতে, প্রিয়ে?

কৈকেয়ী।—মহারাজ!
সেই কালে শুশ্রূষায় মোর সন্তুষ্ট হইয়া তুমি
দু'টি বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার;
পড়ে কি হে মনে এবে?

দশ।—এবে কেন, বিধুমুখি!
সেই দিন হ'তে
সেই দু'টি বর জাগে অন্তরে আমার।
যত বার পড় তুমি আমার নয়নে,
তত বার বর-কথা জাগি' জাগি' উঠে।

কৈকেয়ী।—সত্যভাষী মহারাজ!
এত দিন লই নাই সেই দু'টি বর,
সময় আগত এবে,
অঙ্গীকৃত দুই বর কর মোরে দান।
নাহি কর দান যদি,
তা' হ'লে আজিই আমি এই অপমানে
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ তোমারি সম্মুখে।

দশ।—ছি ছি, প্রিয়ে!
কেন হেন অকল্যাণ কথা,
লহ দুই বর,
দুই গুরু ভার শিথিল হউক আজ।

কৈকেয়ী।—ধর্ম্ম সাক্ষী, রঘুবর!
দেহ তবে দুই বর মোরে আজ,—
এক বরে—ভরতেরে যৌবরাজ্য দাও,
অন্য বরে—রামে তব দাও বনবাসে
তপস্বীর বেশে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে দণ্ডক-অরণ্যে;
আজি রাম বনে যাক জটাচীর ধরি'।

দশ।—হা রাম!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

বেগে মন্থরার প্রবেশ।

কৈকেয়ী।—ও মন্থরা! এ কি হ'ল!
মহারাজ মূর্চ্ছিত সহসা।

মন্থরা।—মূর্চ্ছা দেখে ডরিও নাকো,
আপনার কোট বজায় রাখো।
চল, এখন্ এঁকে ধোরে
নে যাই তোমার শোবার ঘরে।

[মূর্চ্ছিত দশরথকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজোদ্যান।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—শশাঙ্ক!
কি হাসি আজ হাসি'ছ অম্বরে
বিলা'য়ে কৌমুদীচ্ছটা!
তব হাসি মাখি' হাসে অন্তর আমার;
কেন এ হাসির ঘটা?
কালি রাম যুবরাজ রাজসিংহাসনে,
তেঁই সে হাসি'ছ তুমি,
তেঁই আমি হাসি,
তেঁই হাসে ফুলকুল ফুটন্ত সুহাসে।
হাসিয়া হাসিয়া তুমি যাও হে ভাসিয়া
পশ্চিম গগনে;
হাসিয়া হাসিয়া আমি
তুলি হাসিমাখা ফুল রঘুরাজ তরে;
গাঁথিয়া দুলা'ব মালা রাঘবের গলে
কালি সুপ্রভাতে।
কতক্ষণে পোহা'বে রজনী?
কতক্ষণে পূর্ব্বনভে উদিবে তপন?

রামের প্রবেশ।

রাম।—কি আনন্দে মাতাইয়া চিত,
এখনো ভ্রমি'ছ, ভাই, উপবন-মাঝে?
লক্ষ্মণ।—হে আনন্দময়!
কালি প্রাতে রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে
ধরিব বলিয়া মোর আনন্দ অপার।
রাম।—শুধু রাজচ্ছত্র ধরা নয়,
অতঃপর মোর সনে এই রাজ্যভার
তোমারেও হইবে বহিতে;
তোমা' ছাড়ি' কোন কার্য্য নাহি করে রাম;
অন্ত অন্তরাত্মা তুমি মোর;
তোমাতেও করিয়াছে রাজশ্রী সঞ্চার।
বাহিরে আমরা ভিন্ন, অন্তরে তা' নয়;
আমার জীবন আর রাজত্ব কেবল
তোমারি কারণে, ভাই!

লক্ষ্মণ।—রঘুমণি! তোমার এ দাস
পবিত্র করিবে চিত্ত রাজসেবা করি'।

(নেপথ্যে ঘটিকাযন্ত্রে দ্বাদশটি আঘাত)

রাম।—দ্বিপ্রহর রজনী বিগত,
যাও এবে শয়ন-মন্দিরে;
অধিবাস-উপবাসে পরিশ্রান্ত আমি,
যাই, যাপি বিভাবরী কুশের শয়নে।

(নেপথ্যে গীত)

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
ধীরি ধীরি ফুল ফুটি'ছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।

লক্ষ্মণ।—আহা, কি মধুর কণ্ঠ!—মধুর সঙ্গীত!
কে গাহি'ছ রাজপথে?
কোন শঙ্কা নাই; আইস উদ্যান-মাঝে।

বীণাযন্ত্রকরে দুইটি বালকের প্রবেশ।

বালকদ্বয়।—প্রণিপাত করি পদে।
রাম।—আশীর্ব্বাদ করি,
মধুমাখা কণ্ঠ হোক আরো সুমধুর।
লক্ষ্মণ।—বীণারবে কণ্ঠ মিলাইয়া,
গাও রে আবার সেই মধুমাখা গান।

বালকদ্বয়।— (গীত)

ধীরি ধীরি বহে মলয়-বায়,
ধীরি ধীরি ফুল ফুটি'ছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।
ঝুরু ঝুরু ঝরে চাঁদের হাস,
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
চাঁদের কিরণে কোকিলার মনে
রাম-গুণ-গান কোকিল গায়॥
ছোট ছোট ফুল ফোটে ফোটে মুখে,
গলে গলে রাখি' খেলা করে সুখে,
রাম লক্ষ্মণ ভাই দুই জন
গলা ধরাধরি করিয়ে যায়;—

আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,
যেন দুই চাঁদ দু' দিকে হাসে,
রাম লছমন ভাই দুই জন,
দুই চাঁদ চাঁদ-হাসি বিলায়॥

রাম।—কি গান ইহার নাম?
১ম বা।—ভাই-ভালবাসা।
রাম।—ভাই-ভালবাসা?
তোমরাও দু'টি, দু'টি ভাই বুঝি?
১ম বা।—যুবরাজ!
মোরা দুই জনে দুই ভাই,
দুই দাস তোমা' দোঁহাকার।
লক্ষ্মণ।—ভাই ভাই না হইলে,
ভাই-ভালবাসা-গানে কে পারে ভুলা'তে?
রাম।—লক্ষ্মণ!
যাও, ভাই, এই দু'টি শিশু সঙ্গে ল'য়ে,
মিষ্টান্ন অঞ্চল ভরি' দাও,
মহামূল্য মুক্তাহার দাও পুরস্কার;
অন্তঃপুরে যাই এবে আমি।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—চল রে জীবন্ত বীণা দু'টি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

দশরথ ও কৈকেয়ী।

দশ।—দেখিলাম দিবাভাগে আমি কি স্বপন?
না—আমার চিত্তের বিভ্রম?
এ কি কোন গ্রহের আবেশ?
না—কোন অন্তর-বিপ্লব?
এই না আছিনু আমি ক্রোধাগারে?
এ আবার কোথা—কৈকেয়ীর গৃহ!
কৈকেয়ী—কৈকেয়ী!—কি ভীষণ!
প্রাণ কেঁপে ওঠে!
হা রাম! হা রাম!
এ কে?—এ কে?
সেই দুশ্চারিণী—সেই নিশাচরী কৈ—কে—
ছাড়্—ছাড়্—

(পলায়নোদ্যোগ)

কৈকেয়ী।—(দশরথকে অবরোধ করিয়া)—
কোথা যাও, মহারাজ?
এই না বলিলে তুমি বড় সত্যবাদী?
বর দিয়া মোরে, যেথা ইচ্ছা করহ প্রস্থান।
দশ।—রে নৃশংসে! রে রাক্ষসি!
ছুঁস্ নে আমারে পাপ-ভুজে;
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—
কৈকেয়ী।—বিনা বরে না ছাড়িব কভু।
দশ।—তোর পাপবাক্য আর না চাই শুনিতে,
রে পাপিনি!
কৈকেয়ী।—কৈকেয়ী পাপিনী?
কেন কহ মিথ্যা কথা, রাজা?
পাপী তুমি, যদি নাহি পাল' অঙ্গীকার।
দশ।—হা রাম!—হা রাম!

(ভূতলে পতন)

কৈকেয়ী।—কি হেতু বিলম্ব কর?
কেন নিরুত্তরে ভূমিতলে আছ পড়ি',
কপটের চূড়ামণি?
তব কপটতা বুঝি আমি ভালমতে।
দশ।—দূর্ হ—দূর্ হ, নিশাচরি!
কৈকেয়ী।—এ কি কহ, সত্যসন্ধ রাজা!
অঙ্গীকারে এত অবহেলা!
ছি ছি, ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত!
রাজনামে কলঙ্ক স্থাপন!
ভাল, রাজা! নাহি দাও বর;
এখনি চলিনু আমি তব গৃহ ছাড়ি';
অযোধ্যার দ্বারে দ্বারে
উচ্চৈঃস্বরে শুনাই সবারে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলমণি!"
প্রতি রাজপথে করি গে ঘোষণা,—
"ঘোরতর মিথ্যাবাদী রঘুকুলমণি!"
যাইয়া পিতার রাজ্যে, কহি গে পিতারে,—

"এক মুখে দুই কহে রঘুকুলমণি।"
তথা হ'তে ভরতে লইয়া,
বনে বনে, শৈলে শৈলে, প্রান্তরে প্রান্তরে,
নদীতটে, মরুভূমে করিব ঘোষণা,—
"অঙ্গীকার ভঙ্গকারী রঘুকুলমণি!"

দশ।—পাপিনি কৈকেয়ি!
রাম তোর কি হেন করিল অপকার?
আমিই বা কি এমন করিনু অহিত?
জননীর চেয়ে রাম সেবা করে তোর,
তবে কেন ইচ্ছা তোর তা'র সর্ব্বনাশে?
আত্মনাশ তরে তোরে আনিনু আলয়ে;
ধিক্ তোরে, তীক্ষ্ণবিষ বিষধরি!
রে দুর্ম্মুখে!
কৌশল্যা, সুমিত্রা, রাজশ্রী যা' কিছু
এখনি ত্যজিতে পারি,
অনায়াসে আত্মপ্রাণ পারি বিসর্জ্জিতে,
কিন্তু প্রাণধন রামে পরিহার করা থাক্ দূরে,
আঁখি-আড়ে ক্ষণতরে না পারি রাখিতে।
থাকিবারে পারে লোক সূর্য্যের বিরহে,
জল ব্যতিরেকে শস্য জীবিতও রহে,
কিন্তু, হায়, রাম বিনা এ দেহে আমার
নাহি র'বে প্রাণ!
সামান্যা রমণী তুই; না জানিস্ রাজনীতি;
কোন্ শাস্ত্রে আছে লেখা
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে রাজ্য অর্শে কনিষ্ঠেরে?
রাজকুলে কেন জন্ম তোর?
কেন হ'লি রাজকুলবধূ?

কৈকেয়ী।—এ কি কহ, মহারাজ!
রাজা হ'বে সপত্নীর পুত্র!
মোর পুত্র পথের ভিখারী!
এই বুঝি ইচ্ছা তব?
এই বুঝি মোরে ভালবাসা?
বুঝিয়াছি,—মুখে মধু, অন্তরে জলন্ত বিষ!

দশ।—রে ভুজঙ্গি!
কা'র মুখে মধু, অন্তরে জলন্ত বিষ,
সাক্ষী দেবগণ।

কৈকেয়ী।—সাক্ষী দেবগণ,
পাল' ত্বরা অঙ্গীকার, রাজা!
না খুলিও নরকের দ্বার,
না পা'বে নিস্তার ভীষণ রৌরবে।

দশ।—হা রাম!—হা রাম!

(পুনঃপতন)

কৈকেয়ী।—বৃদ্ধকালে বুদ্ধিলোপ তব,
নহে কেন এত কষ্ট ভুঞ্জ নিজ দেহে?
কেন বা জ্বালাও মোরে এত?
দাও বর, ঘুচে যাক্ দোঁহার যন্ত্রণা।

দশ।—রে নিষ্ঠুরে!
কেন না পড়ি'ছে খসি' পাপজিহ্বা তোর?
কেন না গ্রাসি'ছে মৃত্যু তোরে?

কৈকেয়ী।—মিথ্যাবাদী রাজা!
নিতান্ত কুবুদ্ধি ঘটেছে তোমার;
তেঁই চাহ ধর্ম্ম তেয়াগিতে।
ইচ্ছা তব, রামে দিয়া যৌবরাজ্য-ভার,
কৌশল্যার সনে সুখে করিবে বিহার;
সে আশায় দাও জলাঞ্জলি;
কর মোর প্রার্থনা পূরণ, সত্যবাদী!
ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ইথে যদ্যপিও হয়,
কৈকেয়ী কখন তবু ছাড়িবার নয়।
প্রাণাধিক ভরতের দিব্য লাগে মোরে,
যদি ছাড়ি পণ মোর।

দশ।—নির্দ্দয়ে, নিষ্ঠুরে!
তোর এ সঙ্কল্প সিদ্ধি নহিবে নহিবে।
রামাপেক্ষা ভরতেরে ধর্ম্মশীল বলি'
জানি আমি ভালমতে;
রামে বঞ্চি' রাজ্য কভু না ল'বে ভরত;
অপদস্থা হ'বি তুই শেষে।

কৈকেয়ী।—হই হ'ব; কি ক্ষতি তোমার তায়?
তুমি কেন অপদস্থ হইতেছ আজি
না পালিয়া অঙ্গীকার?

দশ।—রে পিশাচি!
কোন্ মুখে ক'ব, 'রাম! যা' রে বনবাস!'

পিতা হ'য়ে শত্রু হ'ব!
কি বলিবে জগত আমায়?

কৈকেয়ী।—কি বলিবে জগত তোমায়,
যদি নাহি পাল' অঙ্গীকার?

দশ।—নিশাচরি!
স্ত্রৈণের বনিতা তুই,
শ্রীরামের পাপিনী বিমাতা,
অযোধ্যার অলক্ষ্মী, চণ্ডালী,
কুকার্য্য তোরেই সাজে।
তুই যে সাক্ষাৎ মৃত্যু মোর
বুঝিতে পারি নি আগে;
কে জানে সুধার ভাণ্ড গরলের স্থান?
কৈকেয়ি রে! ক্ষমা দে রে,
পিতৃহীন করিস্ নে রামে।

কৈকেয়ী।—কেন পুন ছলনার জাল?
আজিই পাঠাও দূত ভরতে আনিতে;
আজিই পাঠাও রামে দণ্ডকের বনে;
কোন কথা না শুনিব আর।

দশ।—মহারাণি!
পায়ে ধরি, ক্ষমা দেহ মোরে,
জীবনের শেষ দশা মোর,
হ'য়ো না নিষ্ঠুর আর, প্রিয়ে!
প্রেয়সি! রাজা যে আমি,
রাজা বলিয়াও তুমি
করিবে না দয়া কি আমায়?
বড়ই মনের দুঃখে কটু কহিয়াছি;
পাইয়া হৃদয়ে ব্যথা
তব হৃদে দিয়াছি আঘাত;
মনে কিছু ক'র না, সরলে!
পতি আমি, চাহ মোর পানে।

কৈকেয়ী।—দেহ বর, মহারাজ!
কি হেতু বিলম্ব কর আর?
যামিনী অধিক নাই;
মনে মনে ভাবিয়াছ বুঝি,
এইরূপ ছলা পাতি' ছলিবে আমারে
প্রাতে রামে রাজ্য করি' দান?
বিলম্বিতে নারি আর, পাল' পাল' অঙ্গীকার,
নহে, রাজা, পড়িবে বিপদে।

দশ।—অহো, রজনী প্রভাত প্রায়!
না না, নিশি! প্রভাত হ'য়ো না;
করযোড়ে এ মিনতি মোর,—
অক্ষয় হইয়া রহ দুঃখের ধরায়।
না না, নিশি! ত্বরা তুমি কর গো গমন,
প্রাতে রাম করিবেন অরণ্যে প্রয়াণ,
আমিও কষ্টের দেহ পরিত্যাগ করি'
পরলোকে যা'ব চলি';
এত দুঃখ সহি যা'র তরে,
দেখিতে হ'বে না আর সেই কৈকেয়ীরে।

(নেপথ্যে বৈতালিকগণের প্রভাতসূচক গীত)

জাগিল উষা পূরব দুয়ারে,
জাগিল পূষা সুহাসে আকাশে,
জাগিল পাখী শাখীর শাখে
ডাকি' ডাকি' মধুমাখা তানে।
জাগিল নলিনী সর-জল-কোলে,
জাগিল উপবন ফুল-আঁখি খুলে,
জাগিল সূর্য্যমুখী হাসিমাখা মুখে
চাহি' চাহি' সূর্য্য পানে॥
জাগিল অযোধ্যা রাম রাম বোলে,
জাগিল সরযূ মৃদু কলকলে,
জাগিল উৎসব হর্ষ-কোলাহলে,
জাগিল নিদ্রা পুলক প্রাণে;—
জাগহ, নরবর দশরথ রাজ!
সাজহ রবিসম পরি' রাজ-সাজ,
সুলগনে রামে কর যুবরাজ,
তব হেমমণিময় রাজ-আসনে॥

হা, যামিনি!
অন্ধাগারে না ধরিলে কোলে,
স্ত্রৈণ বলি'—পাপী বলি'
ত্যজিলে আমায়।
সুপ্রভাতে কুপ্রভাত আজি,
হরিষে বিষাদ ঘটিল রে।
পূর্ব্বাকাশে উঠ না, ভাস্কর! উঠ না, ভাস্কর!
তব কুলে কুলাঙ্গার স্ত্রৈণ দশরথ;

এ পাপীরে না হেরিও আর,
মিনতি আমার, ডুবি' রহ সিন্ধুজলে।

কৈকেয়ী।—ছাড়' ছলা, মহারাজ!
অপেক্ষিতে নাহি পারি আর;
হয়, মোরে কর বরদান,
নয়, কহ,
এখনি যাইয়া রাজপথে,
উচ্চস্বরে কহি সবে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলমণি!"

দশ।—রে রাক্ষসি! রে পতিঘাতিনি!
কি পাষাণে গড়িল বিধাতা
তোর এ নির্ম্মম প্রাণ, কঠিন হৃদয়!
শত ধিক্ শত ধিক্ তোরে!
কৈলি আজ পিশাচীর কাজ,
স্থান তোর অক্ষয় নরকে!
অনন্ত কালের তরে এ বিশ্বমণ্ডলে
হবে তোর কলঙ্ক-রটনা।
কহি আজ অকপট মনে,—
আমার ঔরসজাত ভরতের সনে
পরিত্যাগ কৈনু তোরে।

কৈকেয়ী।—তা'তেও প্রস্তুত আমি,
কিন্তু মহারাজ! প্রতিজ্ঞা আমার,—
কৌশল্যা কখন নাহি হবে রাজমাতা,
যুবরাজ নাহি হ'বে রাম।
ধর্ম্মের বন্ধন কর হে স্মরণ,
সত্য রক্ষা কর, সত্যবাদী!
নহে আমি বাদী বিধিমতে।

দশ।—পাপীয়সি!
না রাখিলি স্বামীর মিনতি,
না চাহিলি শ্রীরামের পানে;
স্বার্থে ইষ্টদেব ভাবি' অনিষ্ট অনর্থ ঘটাইলি!
ধর্ম্মের বন্ধনে আমি বাঁধা,
নহে তোরে শতখণ্ড করি'
রাখিতাম কুক্কুর-উদরে।
ধর্ম্মভয়ে ভীত আমি, ধর্ম্মে হতজ্ঞান,
যাহা ইচ্ছা এবে তোর কর সমাধান;
এক্ষণে কেবল মোর এই আশা মনে,
একবার রামচন্দ্রে হেরিব নয়নে।

কৈকেয়ী।—এক্ষণে জানিনু আমি, নাথ!
সত্য সত্য সত্যবাদী তুমি!

দশ।—হা রাম!—হা রাম!

(ভূতলে পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে
নাগরিকগণের প্রবেশ।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

বেগে বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ।—নিবার' নিবার' বাদ্য,
ক্ষান্ত হও, প্রজাগণ!
বিনা মেঘে বজ্রপাত আজি
অযোধ্যাপুরীর শিরে,
কৈকেয়ীর গৃহে রাজা লুটেন ধূলায়,
ঘন ঘন অচেতন, যন্ত্রণা অপার;
বাদ্য বা কণ্ঠের রবে কর্ণে তালি লাগে!
আদেশ তাঁহার, ক্ষান্ত হও সবে।

১ম নাগ।—বিপ্রদেব! এ কি কহ,
হেন শুভ কালে, কি ঘটিল ভূপতির ভালে।

বশিষ্ঠ।—ভূপ-পাশে দুই বর লইল কৈকেয়ী;
কহিতে বিদরে হিয়া, শোকে প্রাণ কাঁদে।

২য় নাগ।—কি সে বর, দ্বিজবর?

বশিষ্ঠ।—এক বরে ভরত হইবে রাজা আজ,
অন্য বরে শ্রীরামের চতুর্দ্দশ বর্ষ
দণ্ডক-অরণ্যে বাস;
তেঁই রাজা মুমূর্ষুর প্রায়।

সকলে।—হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!

শ্রীরামের বনবাস!

১ম নাগ।—

ধিক্ ধিক্ নিশাচরী কৈকেয়ি তোমারে!

সকলে।—হায় হায়, এ কি হ'ল!

সুখের অযোধ্যা আজ শোকের শ্মশান!

বশিষ্ঠ।—চল চল হেথা হ'তে যাই,

এ রোদন-ধ্বনি শুনি' কাঁদিবে দ্বিগুণ

নিরানন্দ মহীপতি।

সকলে।—হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল রে!

[সকলের প্রস্থান।

বশিষ্ঠের পুনঃপ্রবেশ।

বশিষ্ঠ।—হায় হায়,

কোটি বজ্রগুণ জিনি' শোক সমাচার

কেমনে কহিবে রামে রাজা!

ফুটন্ত কুসুমে

কেমনে ডুবাবে আজ অনন্ত গরলে!

হা ধিক্ কৈকেয়ি তোরে!

জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি।—সচিব-সুমন্ত্র গেলা

আনিবারে রামে রাজাজ্ঞায়;

আপনারে ডাকেন ভূপাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

ভূতলে দশরথ পতিত ও পার্শ্বে

কৈকেয়ী উপবিষ্টা।

রামের প্রবেশ।

রাম।—এ কি, মা!

কেন পিতা লুটেন ভূতলে?

কেন না কহেন কথা মোর সনে?

ভ্রম-প্রমাদেতে আমি কৈনু কোন দোষ?

মোর প্রতি জনকের কেন এত রোষ?

কিসের কারণ

চিরতুষ্ট পিতা মোর এত রুষ্ট-মন?

মোর দোষ পরিহার তরে

পিতারে প্রসন্ন কর তুমি।

জননি গো! শারীরিক মানসিক পীড়া

কিছু ত হয় নি ভূপতির?

ভরত শত্রুঘ্ন ভাই মোর

পড়ে নি ত কোন অমঙ্গলে?

অভিমানে কিংবা ক্রোধে তুমি

কোন সুকঠোর বাক্য ব'লেছ পিতারে?

তাই কি বিরূপ মহারাজ?

অস্থির হইনু বড় আমি,

চিত্ত মোর হইল চঞ্চল,

অবিলম্বে বল, দেবি! কি হেতু রাজার

এ হেন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব চিত্তের বিকার?

কৈকেয়ী।—শুন, রাম, বলি তবে,—

কোপাবিষ্ট নহে রাজা কাহারো উপর,

বিপদও ইঁহার কিছু হয় নি ঘটন।

রাম।—তবে কেন হেন ভাব?

কেন এত সহেন যন্ত্রণা?

কৈকেয়ী।—কোন রূপ সঙ্কল্প করিলা ইনি,

তব ভয়ে ব্যক্ত নাহি পারেন করিতে;

সেই সে এমন ভাব।

অতিশয় প্রিয় তুমি পিতার তোমার,

কাজেই তোমায় কোন অপ্রিয় কহিতে

বাক্য না সরিছে এঁর মুখে,

সেই রাজা পড়িয়া ভূতলে।

রাম।—অতি নীচমতি আমি,

পুত্র হ'য়ে জনকের এ হেন দুর্দ্দশা!

পূজ্যপাদ পিতৃদেব!

ধরি পদে—কহ কথা—ক্ষম অপরাধ।

দশ।—(উত্থিত হইয়া)—রাম রে!

(ভূতলে পতন)

রাম।—এ কি, পিতা!—এ কি হ'ল!

কৈকেয়ী।—শুন, রাম! আমার নিকটে
অঙ্গীকার কৈলা রাজা সরল অন্তরে
দুই বর প্রদানিতে মোরে;
তোমার অনিষ্টকর বলি'
সেই বরোল্লেখ রাজা না করে তোমারে
সরমে মরম-কষ্টে;
তেঁই এবে এ হেন দশায় পড়ি'।
রাম।—আমার অনিষ্ট হ'বে বলি'
এত কষ্ট সহেন ভূপতি!
কহ, পিতা, খুলি' মোরে কিবা বর-ফল?
এখনি পালিব শিরে ধরি'।
পাইলে আদেশ তব,
অনা'সে করিতে পারি পাবকে প্রবেশ,
পান করিবারে পারি তীক্ষ্ণ হলাহলে,
নিমগ্ন হইতে পারি সমুদ্রের জলে;
পিতা তুমি—মহাগুরু—রাজা,
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।
দশ।—(অধোমুখে নিরুত্তর)
কৈকেয়ী।—নিজমুখে নাহি ক'বে রাজা।
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি কর, রাম!
তোমার পিতার হ'য়ে আমি
তোমারে খুলিয়া কহি রাজ-অঙ্গীকার।
রাম।—অনায়াসে কহ, মাতা!
পিতার যন্ত্রণা আর না পারি সহিতে;
পিতৃকষ্ট দূরিব এখনি।
দশ।—রে কৈকেয়ি! রে কৈকেয়ি!
ক্ষান্ত হ—ক্ষান্ত হ;
সর্ব্বনাশ করিস্ নে আর;
পাপ-জিহ্বা খসিয়া পড়ুক তোর;
যেন নাহি হয় উচ্চারিত সে কুকথা।
কৈকেয়ী।—শুন, রাম!—
দশ।—যা' রে রাম! ছাড়িয়া এ পাপ গৃহ,
যা' রে ছাড়ি' এ পাপী পিতারে,
কৈকেয়ীর কোন কথা শুন না—শুন না,
কৈকেয়ী রাক্ষসী—সর্পী—কালস্বরূপিণী!
রাম।—কেন শঙ্কা, পিতৃদেব?
তোমার যন্ত্রণা চেয়ে কৈকেয়ী মাতার বা
না পারিবে পীড়িতে আমায়।
কহ, মাতা! পিতা কি করিলা অঙ্গীকার
দশ।—হা রাম!—হা রাম!
কৈকেয়ী।—পূর্ব্বে, রাম! সুরাসুর-সমরে নৃ
অরি-শরে হ'য়েছিলা জর্জ্জরিত অতি;
সেবা শুশ্রূষায় বাঁচা'নু ইঁহায়
সেই কালে আমি;
এই সে কারণে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া
দিলা মোরে দুই বর।
সেই দুই বর আমি লই নি তখন,
প্রয়োজন হেতু তাহা ল'য়েছি এখন।
রাম।—ধন্য তুমি পতি-হিতৈষিণি!
তোমার যতনে প্রাণ পাইলা মোর পিতা;
প্রতি-উপকার আজি রাজা তা'র
দেখাইলা তোমারে, জননি!
রাম।—কহ, মা! সে বর-কথা?
দশ।—হায় হায়, হে বিধাতঃ!
এ কি হ'ল!—এ কি হ'ল!
হা রাম!—হা রাম!
পায়ে ধরি,—ক্ষমা দাও, রাণি!
কৈকেয়ী।—এক বরে ভরতের যৌবরাজ্য প
অন্য বরে দণ্ডক-অরণ্যে তব বাস;
এই দুই বর রাজা দিয়াছেন মোরে।
শুন এবে, রাম! সত্যবাদী তুমি,
এক্ষণে উচিত তব,
তোমার পিতার অঙ্গীকার,
আর তব নিজের প্রতিজ্ঞা
অটল রাখিতে বিধিমতে।
রাজ্য-অভিষেক-লোভ আজিই ত্যজিয়া
শিরে জটাভার ধরি' বল্কল পরিয়া,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে হও বনচারী;
তব অভিষেক-দ্রব্যে ভরত হইবে রাজা
অযোধ্যার রাজসিংহাসনে;
এই তব পিতার আদেশ।
এবে কি বাসনা তব—কহ!

দশ।—এখনো কি হেতু মৃত্যু না স্মরিল তোরে,
ওরে ও দুর্ম্মতি দুশ্চারিণি!
কোটি বজ্র নিক্ষেপিলি শিরে!
রে পাষণ্ডি! রে চণ্ডালি! রে পতিঘাতিনি!
রামহারা হইলাম আজ!—হা রাম! হা রাম!

(ভূতলে পতন)

রাম।—কেন, পিত! এত ক্ষুণ্ণমতি!
করিয়াছ প্রতি-উপকার,
পালিয়াছ নিজ অঙ্গীকার,
রাখিয়াছ ধর্ম্মের গৌরব,
কেন তবে এতেক বিষাদ?
পুত্রের পরম ধর্ম্ম পিতৃশুশ্রূষাই;
পিতৃসেবা সম ধর্ম্ম ত্রিজগতে নাই।

কৈকেয়ী।—পুত্রের উচিত বাক্য এই;
পাল', রাম, পিতৃ-অঙ্গীকার।
দেখিতেছি তোমারে এক্ষণে
অতিশয় সমুৎসুক অরণ্যগমনে;
এ হেতু আমার মতে কিছুতেই আর
উচিত না হয় তব বিলম্ব করিতে।
এখনি এ স্থান হ'তে ত্বরিত-গমনে
যাও, রাম!—যাও যাও দণ্ডক-কাননে।
মহারাজ হ'য়েছেন অতীব লজ্জিত,
তেঁই নাহি আদেশেন তোমা';
লজ্জাই রোধিল রাজমুখ।
এই সে কারণে কহি আমি,
বিলম্ব না করি' যাও পরিহরি' পুরী।
এই দণ্ডে দণ্ডকে যাইয়া,
ভূপতির দীনদশা কর রে মোচন;
যতক্ষণ তুমি না যাইবে বনে,
ততক্ষণ তব পিতা ভুগিবেন ক্লেশ।

রাম।—সামান্য ত বনযাত্রা, মাতা!
পিতার আদেশ পেলে,
জীবন পর্য্যন্ত পারি বিসর্জ্জন দিতে।
জানি আমি, পিতা না দিবেন আজ্ঞা,
তোমারি আদেশে আমি চলিনু কাননে;
পূর্ণ হৌক্ মনোরথ তব,
রাজা হৌক্ প্রাণের ভরত;
মাতৃপদে আদেশ লইয়া
এখনি যাইব আমি চৌদ্দ বর্ষ তরে
নিবিড় দণ্ডক-বনে।
প্রণিপাত পিতৃপদে,
প্রণিপাত তোমার চরণে।
না লইও দোষ মোর,
তব পদানত পুত্র আমি চিরকাল।

কৈকেয়ী।—বিলম্বে ব্যাঘাত হ'বে,
অবিলম্বে যাও রে দণ্ডকে।

রাম।—আসি তবে, জননি গো!
পিতারে প্রবোধ দিয়ে রেখো।

(গমনোদ্যোগ)

দশ।—(দণ্ডায়মান হইয়া)—
বৎস রে!—বৎস রে!
যেও না—যেও না, শোন—শোন।
রাম! রাম রে! রাম!

(ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

রাম।—জননি! ভাঙো মা পিতার মূর্চ্ছা,
কোলে তুলি' রাখ শির,
অধীর না হ'ন যেন আর!

[প্রস্থান।

দশ।—কই রাম! কই রাম!
অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার!
সর্, নিশাচরি! সর্ সর্;
রাম! রাম! বৎস রাম!
আমিও যাইব বনে—দাঁড়া দাঁড়া।

[বেগে প্রস্থান।

কৈকেয়ী।—কোথা যাও, মহারাজ?
এখনো যে তব রাম যায় নি কাননে;
দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অযোধ্যানগরী—রাজান্তঃপুরস্থ দেবালয় ।

কৌশল্যা বিষ্ণুপূজায় উপবিষ্টা ।

কৌশল্যা ।—হায় হায়, এ কি হ'ল,
বিষ্ণু-অর্ঘ্য কেন গো পড়িল ভূমিতলে ।
নারায়ণ ! হর হর অমঙ্গল মোর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, দেব !

সীতার প্রবেশ ।

সীতা ।—ঠাকুরাণি !
তুলিনু তুলসীদল স্বর্ণসাজী ভরি'
তোমার আদেশে বিষ্ণু পূজিবারে ;
দুর্ভাগ্যে আমার,
করভ্রষ্ট হ'য়ে সাজী পড়িল ভূতলে,
ধূলিমাখা হৈল যত তুলসীর দল ।
কেন হেন হৈল, মাতা ?
শঙ্কা হয় মনে, চঞ্চল হইল প্রাণ ।

কৌশল্যা ।—যাও, মা ! আবার যাও,
তুল পত্র খুব সাবধানে ।

সীতা ।—যে আজ্ঞা, জননি !

[সীতার প্রস্থান ।

রামের প্রবেশ ।

কৌশল্যা ।—এস, বৎস !
বিষ্ণুপদে কর রে প্রণাম ।
আশীর্ব্বাদ করি, পূর্ণ হৌক্ মনোরথ ।
সত্যসন্ধ পিতা তব আজি শুভক্ষণে
অভিষেক করিবেন রাজসিংহাসনে ;
আয়ুঃকীর্ত্তিধর্ম্ম লাভ করি'
সত্যশীল হ'য়ে রাজ্য কর রে পালন ।
ব'স, বৎস ! এ আসনে ।

রাম ।—জননি গো !

কৌশল্যা ।—বল, বৎস !

রাম ।—আর না বসিব এ আসনে,
এ পুরীর কোন দ্রব্যে
আর মম নাহি অধিকার ।

কৌশল্যা ।—এ কি কথা, যাদুমণি !

রাম ।—কি বিপদ আজি তব ভালে ঘটিল গো,
তুমি তা' জান না, মাতা !

কৌশল্যা ।—শুভদিনে অশুভ ঘটনা
কি ঘটিল, বাছাধন ?

রাম ।—মধ্যমা জননী কৈকেয়ীরে
দুই বর দিলা আজ পিতা মহাশয় ;
এক বরে ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে
অন্য বরে চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে
তপস্বীর বেশ ধরি'
আজি আমি যা'ব ঘোর দণ্ডক-অরণ্যে ।

কৌশল্যা ।—রাম রে !

(পতন ও মূর্চ্ছা)

রাম ।—হায় হায়, এ কি হ'ল !

(জননেকে মূর্চ্ছাভঙ্গকরণ)

শান্ত হও, মা জননি !

কৌশল্যা ।—কোথা রাম ! কই বাপ্ !
ঘোর অন্ধকার !—কই রাম !

রাম ।—এই যে মা, তোমার রাম ।

কৌশল্যা ।—রাম রে ! আজ তোর বনবাস !
কোথা রাজসিংহাসন !—কোথা বনবাস !
বনবাসে দিতে তোরে উৎসবে মাতিল রাজা !
কৈকেয়ীর অদ্ভুত মন্ত্রণা
মোহিল রাজার মন ।
বিধাতা রে !
কি সাধে সাধিলি বাদ !—হরিষে বিষাদ !
উঃ, কি পাষাণী আমি !
উঃ, কি কঠিন বক্ষ মোর !
এ নির্ঘাত বজ্রাঘাতে এখনো জীবিত !
বাছা রে !—বাছা রে !

(পতন)

রাম ।—(উপবেশন করাইয়া)—
শান্ত হও—শান্ত হও, মা জননি !

কৌশল্যা ।—কেন না হইনু বন্ধ্যা,
তা' হ'লে এ বজ্রাঘাত হইত না শিরে ।

পাপগর্ভে মোর কেন জনমিলি, রাম!
তেঁই তোর বনবাস!
মা মা ব'লে মায়ায় বাঁধিলি মোরে,
মা হ'য়ে কেমনে তোরে ছাড়ি'
রহিব এ পাপপুরে!
কৈকেয়ী বাঘিনী;
প্রধানা মহিষী আমি, তবু তা'রে ডরি;
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল তা'র,
মনোভঙ্গ হ'ল রে আমার,
উথলিল শোকের পাথার;
নিবিল আশার দীপ
কৈকেয়ীরূপিণী কাল-ঝড়ে!
ফুটন্ত আনন্দ মোর
বদ্ধ হ'ল শোকের নিগড়ে!
কোন্ প্রাণে দিব তোরে বনে!
নিমেষে প্রলয় জ্ঞান হয়,
চতুর্দ্দিশ বর্ষ বনবাস!
কা'র অভিশাপে আজ হ'লেম হতাশ?
কোথা, রে শমন!
গ্রাস্ গ্রাস্ এ অভাগীরে;
যন্ত্রণা সহিতে নারি আর,
বুক ফেটে যায়—প্রাণ ফেটে যায়,
হায় হায়, গেল গেল সব!

(পুনঃপতন)

রাম।—মা!
বিষাদে বিষাদ বাড়ে;
স্থির হও—রাখ' কথা মোর;
কি হেতু এতেক ব্যথা সহ?
পিতৃআজ্ঞা পালিতে আমারে কর মা আদেশ।

কৌশল্যা।—হউক ভরত রাজা,
হোক্ হোক্ কৈকেয়ী সুখিনী,
থাক্ থাক্ মহারাজ কৈকেয়ীর বশে।
কাজ নাই রাজসিংহাসনে,
কাজ নাই রাজ-সুখ-ভোগে,
কাজ নাই অযোধ্যার প্রজা,
কাজ নাই রাজশ্রী, সম্পদ;
চল, বাপ্!
মাতাপুত্রে যাই চলি' দণ্ডকের বনে;
একাকী না দিব তোরে যেতে,
বড় কষ্ট পথে;
চাঁদ-মুখ কে মুছা'য়ে দেবে,
ক্ষুধা পেলে কে খাওয়া'বে তোরে?
আমারেও সঙ্গে নে রে,
ছাড়িস্ নে অভাগীরে;
তোরে ছেড়ে না বাঁচিব প্রাণে।

রাম।—আবার আসিব, মাতা!
প্রতিজ্ঞাপালনে বাধা নাহি দিও আর;
অধার্ম্মিক হইবেন পিতা,
অধার্ম্মিক হ'বে পুত্র তব।
আশীর্ব্বাদ কর,
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আবার আসিব,
আবার ডাকিব মা মা ব'লে,
আবার হেরিব পাদ-পদ্ম।
বিলম্বিতে নারি আর,
সন্দেহ সঞ্চার হ'বে মধ্যমা মাতার।

[প্রস্থান।

কৌশল্যা।—দাঁড়া, বাপ্!—দাঁড়া, বাপ্!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—কে দিলি রে হেন কুমন্ত্রণা?
কা'রে মৃত্যু করিল স্মরণ?
কোন্ পতঙ্গের প্রাণ
ইচ্ছা কৈল পুড়িবারে মোর শরানলে?
কই রাম রঘুমণি?
কেবল আদেশ বাকী তাঁ'র,
এ অযোধ্যা করিব সংহার,—

করিব রে ছারখার,
দেখি আজ কে নিবারে মোরে ?

(গমনোদ্যোগ)

রামের প্রবেশ।

রাম।—ক্ষান্ত হও, প্রাণের লক্ষ্মণ !
লক্ষ্মণ।—কহ, রঘুমণি !
কে হেন সাহস ধরে প্রাণে ;—
কে হেন অধর্ম্মী স্বার্থপর ?
কে ইচ্ছিল তব বনবাস ?
কে ইচ্ছিল সিংহাসন ভরতেরে দিতে ?
রাম।—ভাই রে, এক্ষণে শোক ক্রোধ অপমান
তোমার হৃদয়ে যেন নাহি পায় স্থান।
ভুলে যাও মম অভিষেক ;
স্থির হও, প্রাণের লক্ষ্মণ !
অরণ্যগমনরূপ মহাব্রত আজি
পালিতে না বাধা দিও মোরে।
লক্ষ্মণ।—কেহ নাহি বলে মোরে খুলি'
কে পাড়িল এ অনর্থ আজ, অথচ—
রাম।—সকলেই ডরে তোরে, ভাই !
তাই কেহ না কহিল খুলি' ;
থাক্ থাক্, কাজ নাই শুনি'
সে কথা তোমার আর।
লক্ষ্মণ।—করপুটে ধরি পদ দু'টি,
কহ দাসে, দাশরথি !
মোর সাধে কে সাধিল বাদ ?
কা'র কি করিনু অপকার,
তেঁই সে হতাশ কৈল মোরে ?
নেপথ্যে কৌশল্যা।—দাঁড়া রাম ! দাঁড়া, বাপ !
চাঁদমুখ দেখি রে আবার।
রাম।—সর্ব্বনাশ ঘটিল এ বার,
হায় হায়, আসেন জননী ;
মূর্ত্তিমান্ শোকের সাগর
বেলা লঙ্ঘি' আসে যেন ছুটি'।
সুপ্ত সিংহ লক্ষ্মণ এখনি
জাগিবে—জানিবে সব কথা ;
কিরূপে নিবারি এরে—কিরূপে বুঝাই ;
চল চল, ভাই রে লক্ষ্মণ !
কাজ নাই হেথা থাকি'।

বেগে কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা।—লক্ষ্মণ রে ! ধর্ ধর্,
স্নেহের শৃঙ্খল ছিঁড়ি'
রাম মোর পালায় কাননে ;
পারি নি ধরিতে আমি,
ধর্ তুই, ধর্, রে লক্ষ্মণ !
মহারাজ, কৈকেয়ী দু'জনে
ছলচক্রে—ষড়যন্ত্রে আজি
রামহারা করিল আমারে !
লক্ষ্মণ রে ! ধর্ ধর্।

(মূর্চ্ছা)

রাম।—হায় হায়,—হা বিধাতঃ !
এ কি বিড়ম্বনা !
কেমনে প্রবোধি মায়ে !

(মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া কৌশল্যাকে উত্তোলন)

লক্ষ্মণ।—কি ! পিতাই করিল হেন কাজ
ভরতের মাতৃসনে ষড়যন্ত্র করি' ?
ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে ?
বনবাসী জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ?
জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী কৌশল্যা জননী
পুত্রশোকে কাঁদিবে আছাড়ি' ?
লক্ষ্মণের চির-আশা মিশিবে বাতাসে ?
কখনই না—কখনই না—
প্রতিজ্ঞা আমার—
আমিই করিব রামে রাজা।
দেখি, কে নিবারে মোরে আজি।
শান্ত হও, মা জননি !
নিবার নয়ন-বারি,
এই তরবারি হরিবে বেদনা তব।
পুনঃ কহি, প্রতিজ্ঞা আমার—
যদি আজ ইন্দ্র আসি' শক্র হ'ন মোর,

শতখণ্ড করিব তাঁহারে।
দাঁড়াক্ জগৎ এক দিকে,
এক দিকে দাঁড়াক্ লক্ষ্মণ,
তবু না পারিবে কেহ আজি
শ্রীরামের সিংহাসন নিতে,
ভরতেরে রাজটীকা দিতে।
কি ছার ভরত!
আজ বধিয়া তাহারে এই অসিধারে,
ভাসাইয়া দিব সরযুর নীরে;
বধিব মায়েরে তা'র
পাপ-জিহ্বা ছিন্ন ভিন্ন করি'।

রাম।—রোষবশে এ কি কহ, ভাই?
ভরতের কিবা দোষ?
কিবা দোষ মধ্যমা মাতার?
ভ্রাতৃবধে মাতৃবধে মহাপাপ ঘটে,
হেন ইচ্ছা না করিও মনে।

লক্ষ্মণ।—পাপীরে বধিতে কিবা পাপ?

রাম।—কেহ পাপী নহে, ভাই!
দৈবের ঘটনা-বলে আমি বনবাসী;
দৈবে শিরে ধরি' স্থির কর মন।

লক্ষ্মণ।—না মানি দৈবেরে আমি;
তোমার চরণ ধূলি-বলে
বাহুমূলে শক্তি মোর সতত বিরাজে
দুষ্ট জনে দণ্ডিবারে;
দণ্ডিব এখনি,
খণ্ডিব তোমার বাধা, রঘুমণি!
মুক্তকণ্ঠে কহি আমি স্পর্শি' তব পদ,
যতক্ষণ প্রাণ মোর, ততক্ষণ তরে
কেহই ভরতে আজ রাজ্য সম্প্রদান
করিতে নারিবে।
পিতাও যদ্যপি হ'ন অরি,
তাঁহারেও করিব সংহার,
না মানিব পিতা বলি' আর।

রাম।—ছি ছি, ভাই! এ কি কহ?
কি কহিবে লোকে তোরে?—
কি কহিবে মোরে?

লক্ষ্মণ।--কি কহিবে লোকে আজ রাজা দশরথে?
কি কহিবে দুষ্টা কৈকেয়ীরে?

রাম।—লক্ষ্মণ! আমার প্রতি বহুভক্তি তব,
শক্তি তব তুলনাবিহীন;
জানি আমি,
সকলি করিতে পার তুমি মোর তরে;
কিন্তু এবে রাখ মোর কথা,—
অভিপ্রায় নাহি বুঝি' মোর,
কি হেতু উতলা হও এত?
কেন রোষে জ্বলন্ত অনল?
তুমি ত নির্বোধ নহ, ভাই।
ক্ষান্ত হও, কহি কর ধরি'।
অগ্রজ বলিয়া মোরে মান তুমি,
অগ্রজের আজ্ঞা ধর শিরে,
ধৈর্য্য-জলে ডুবাও ডুবাও মহারোষ।

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা তব অলঙ্ঘ্য আমার,
নিক্ষেপ করিনু ভূমে অসিধনুর্ব্বাণ,
ভুলিনু মনের ক্রোধ;
কিন্তু, দাদা!
ভুলিতে মনের জ্বালা পারি না—পারি না।
যাই—যাই—পিতারে কহিয়া
ঘুচাই তোমার বনবাস।

কৌশল্যা।—লক্ষ্মণ রে! চল্ চল্।
দাঁতে কুটা ধরি,
কণ্ঠে বাঁধি অশ্রুমাখা এ অঞ্চল,
ধরি গে রাজার পায়ে;
লক্ষ্মণ রে ধর্ মোরে,
উঠিতে পারি না, বাপ!

লক্ষ্মণ।—চল মা!

রাম।—জননি গো!
এ দাস তোমার সত্যে বাঁধা,
সত্যের করিয়া অপমান
কেন ইচ্ছা কর মোর রাজসিংহাসনে?
না বলিও নিষ্ঠুর আমায়,
ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চাহি পদে,
নিশ্চয় জানিও, মাতা!

তব পুত্র রাম, সত্যের কারণে
সকলি ত্যজিতে পারে ;
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী কিছু নাহি চাহে।

কৌশল্যা।—হা রাম !

(মূর্চ্ছা)

রাম।—ধর ধর জননীরে ;
লক্ষ্মণ !
মাতারে সান্ত্বনা করি' গৃহে ল'য়ে যাও,
আবার করিব দেখা।

[প্রস্থান।

কৌশল্যা।—কই রাম !—কই রাম !
লক্ষ্মণ রে ! ধরিতে নারিলি তা'রে।

লক্ষ্মণ।—এবে গৃহে চল, গো জননি !
রঘুনাথ আসিবেন পুন তব পাশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—রাজান্তঃপুরস্থ উপবন।

সীতা।

সীতা।—সমুদ্র উথলি' যথা বহে মহাস্রোতে,
তেমতি রোদন-নাদ ঘোর-কোলাহল
আচম্বিতে কি হেতু বহিল বেগে ?
শুভ দিনে সুপ্রভাতে
অন্তঃপুরে কি ঘটনা ঘটিল সহসা ?
দেখি—দেখি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা।—হায়,আর্য্যে ! সহসা ঘটিল সর্ব্বনাশ !

সীতা।—কি ঘটিল, কহ খুলি' ?

উর্ম্মিলা।—
কৈকেয়ী লইল বর শ্বশুরের পাশে,—
রাঘবের আজি বনবাস !

সীতা।—হা নাথ !

(পতন ও মূর্চ্ছা)

উর্ম্মিলা।—হায় হায়, এ কি হ'ল !
ভাঙ্গিল গো সুবর্ণ-লতিকা !
কেন দিনু এ শোক-বারতা !

(মূর্চ্ছাভঙ্গকরণ)

সীতা।—ধর ধর বক্ষ চাপি',
ফেটে গেলো—ফেটে গেলো—
উহু—কি যন্ত্রণা !
কোমল জিহ্বায় তুই
সুকঠিন বজ্র আনি' নিক্ষেপিলি শিরে !
উর্ম্মিলে রে !—ধর্ মোরে—যাই যাই !
হা নাথ !—হা নাথ !

(পুনঃপতন)

উর্ম্মিলা।—ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্যময়ি !
কি হইবে অধীর হইলে ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ যে আসেন রঘুমণি ;
না পারি থাকিতে আর ;
শান্ত হও—যাই আমি এবে ;
বিপদকাণ্ডারী হরি !
এ বিপদে কর পার অভাগী সীতারে।

[প্রস্থান।

রামের প্রবেশ।

রাম।—এ কি, প্রিয়ে !
উদ্যানের ধূলি'পরে
[illegible] নি কি হেতু লুটি'ছে ?
[illegible] ড় কেন ভাসে জলে ?

সীতা [illegible] শুনিনু উর্ম্মিলার মুখে ?
অ[illegible] বনবাস ?
মধ্য[illegible] কি আজি ভুজঙ্গিনী ?
সত্য[illegible] !
কেন। [illegible] ন্ত ?

রাম।—ধ[illegible] া বাধা,

আমি বাঁধা পিতৃভক্তি-ডোরে;
তেঁই সে অরণ্যে যা'ব আমি
কৈকেয়ী মাতার ইচ্ছা করিতে পূরণ;
ভরত হইবে রাজা রাজসিংহাসনে।
না নিন্দিও মধ্যমা মাতারে,
না নিন্দিও পিতারে আমার;
না নিন্দিও নিজেরেও তুমি।
শুন এবে, প্রিয়তমে!
মোর তরে না হ'য়ো চিন্তিত;
ভুলিব না কখন তোমারে;
যেখানেই থাকি আমি,
স্মরিব তোমারে অনিবার;
শুশ্রূষায় তুষিও পিতারে সযতনে;
মোর দুখিনী জননী
দিবারাতি পুড়িবেন নিদারুণ শোকে,
অবিরত সেবা ক'রো তাঁ'র।
আর এক অনুরোধ, প্রিয়ে!—
মধ্যমা মাতারে মোর না বলিও কিছু;
ভরত হইবে রাজা,
রাজা বলি' মানিও তাঁহারে,
পুত্রসম করিও যতন,
না হইও রুষ্ট ক্ষণতরে।
বলিনু যে সব কথা, পালিও যতনে,
দেখ' যেন একটিও বিফল না হয়;
পতি আমি—সতী তুমি—মনে যেন রয়।
বিলম্বিতে নারি আর, চলিনু এখন।

সীতা।—কোথা যা'বে, প্রাণেশ্বর!
তোমা' ছাড়ি' এ দুখিনী র'বে কা'র কাছে?
কোন্ দোষে ছাড়িয়ে আমারে,
একা যা'বে অরণ্য-মাঝারে?
স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ পত্নী,
কি বিচারে তবে তা'রে ঠেলিছ চরণে?
পিতা মাতা দিলা উপদেশ,—
'কি সম্পদে, কি বিপদে,
মতি রেখো পতি-পদে,
পতিপাশে থেকো অনিমেষ।'
সে অমূল্য বাণী কেমনে ভুলিব, রঘুমণি?
না হইও বাম মোরে,
বামা বলি' চাহ মোর পানে।

রাম।—প্রিয়তমে! তব প্রতি রাম নহে বাম,
সীতারামে অভেদাত্মা।

সীতা।—তবে কেন ভেদ ভাব' আজি?
ত্রিলোকের বিভব না চাই,
শুধু তব সহবাস-আশা;
তোমারে ছাড়িয়া,
স্বর্গের সুখেও ইচ্ছা নাই।
তুমি যথা—আমি তথা,
কায়া তুমি—ছায়া তব সীতা;
কেমনে ভাসা'বে আজ তা'রে
শোকের পাথারে, নাথ!

রাম।—কোমলাঙ্গি!
অরণ্য যে ভয়ঙ্কর অতি।

সীতা।—কেন এ ছলনা, প্রাণনাথ?
তুমি যে ভয়ের ভয়,
তব সঙ্গে থাকি যদি, কি ভয় কাহারে?
কিন্তু, নাথ, রামশূন্য স্থানে
সহস্র অভয় যদি রয়,
তবু ভয়ে মরিবে জানকী।
অরণ্য অযোধ্যা এবে মোর,—
অযোধ্যা অরণ্য ভয়ঙ্কর।
ফেলো না—ফেলো না পায়ে ঠেলি',
দুখিনী মৈথিলী তব দাসী।

রাম।—বুদ্ধিমতী তুমি, সীতে!
অবুঝ হইলে কেন আজ?
বিধুমুখি! ছাড় ছাড় হেন অভিলাষ।

সীতা।—নাহি দিও বাধা মোরে, নাথ!
এই মোর অভিলাষ,
মৃগব্যাঘ্র রহে যেই স্থলে,
যেখানে কুসুমচয় সতত ফুটিয়ে রয়,
চারি ধার পূর্ণ পরিমলে,
সে নিবিড় বনে তব সনে র'ব আমি,
তাপসী হইয়া,

তব রাঙা পা দু'খানি সেবিব যতনে ;
বনফুলকুল তুলি' পূজিব শ্রীপদ তব ;
নাহি দিও বাধা, দয়াময় !

রাম।—হায় হায়, কেমনে লইব তোমা' বনে !
কেমনে নিষ্ঠুর হ'বে রাম
অরণ্য-যন্ত্রণা দিয়ে তোমারে, প্রেয়সি !
না করিও অনুরোধ আর,
নারিব করিতে তোমা' অরণ্যবাসিনী।
থাক তুমি—যাই আমি—
(প্রস্থানোদ্যোগ)

সীতা।—শত দিব্য মোর,
ছেড় না—ছেড় না অভাগীরে।
নিতান্তই সঙ্গিনী না কর মোরে যদি,
যাও বধি', গুণনিধি ! ঘুচুক যন্ত্রণা।
(পদমূলে পতন)

রাম।—ওঠ ওঠ, বিধুমুখি !
অক্ষম রাঘব আজ
এ ইচ্ছার—এ শোকের স্রোতে বাধা দিতে।
চল তবে, বরাননে !
কিন্তু না ভৎ'সিও মোরে শেষে
বনবাস মহাক্লেশে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—দাদা !
কাতরা কুররী সম লুণ্ঠেন ভূতলে
কৌশল্যা জননী তব শোকে !
'হা রাম ! হা রাম !' ধ্বনি
উঠি'ছে কাতর কণ্ঠে প্রত্যেক নিশ্বাসে।

রাম।—কোথা, ভাই, সুমিত্রা জননী ?

লক্ষ্মণ।—বড় মা'র পদতলে পড়ি'
কাঁদে মাতা হাহা-রবে ;
নারিনু তিষ্ঠিতে তথা,
বড় কষ্ট বিঁধি'ছে মরমে !

রাম।—হায়, কি বিভ্রাট আজি, ভাই !
কি প্রমাদ পাড়িল বিধাতা !
চল, রে লক্ষ্মণ
সুমিত্রা, কৌশল্যা মাতা দোঁহে
দেখি গিয়া,—করি গে সান্ত্বনা।
[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

ঊর্ম্মিলার পুনঃপ্রবেশ।

সীতা।—ঊর্ম্মিলা রে !
নাহি কেহ অভাগিনী আর
এ বিশ্বমাঝারে মোর সম ;
বিষম যন্ত্রণা মর্ম্মে বিঁধে !
কি কুক্ষণে রাতি পোহাইল,
ভেসে গেল প্রাণের আনন্দ
সুপ্রবল নিরানন্দ-স্রোতে !

ঊর্ম্মিলা।—হা বিধাতা ! এ কি হ'ল ! হায় হা

সীতা।— (গীত)

কোথা আজি রঘুমণি বসিবেন সিংহাসনে।
কোথা আজি নির্ব্বাসন নিবিড় দণ্ডক-বনে ॥
কে জানে সহসা আজ, পড়িবে কঠিন বাজ,
বনবাসী যুবরাজ বিধাতার বিড়ম্বনে ॥
কৈকেয়ী সাধিল বাদ, না মিটিল মন-সাধ,
হায়, এ কি পরমাদ, ঘটিল বিষাদ ;—
প্রাণ যে কেমন করে, শোক যেন বক্ষ চিরে,
উথলি' উথলি' পড়ে, আঁধার হেরি নয়নে ॥

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠে 'হা রাম ! হা রাম'
ইত্যাদি রোদনধ্বনি)
হায় হায়, এ কি হ'ল ! চল চল !
[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—লক্ষ্মণের কক্ষ।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—বড় স্নেহ করেন আমারে রঘুমণি,
তেঁই সে রাখিলা উপরোধ ;
যা'ব আমি তাঁ'র সনে দণ্ডক-অরণ্যে ;
কি কাজ এ ছার অযোধ্যায় ?

দেখিতে হইবে চক্ষে কৈকেয়ীর মুখ!
দেখিতে হইবে চক্ষে পাপী ভরতেরে
থাকিলে এ পাপ-রাজ্যে!
যথা রাম, তথায় লক্ষ্মণ;
রামে ছাড়ি' না চাই থাকিতে স্বর্গপুরে,
কি ছার অযোধ্যাপুরী—নরক—শ্মশান!

ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।

প্রিয়তমে!
চলিনু দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামের সনে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে।
এতেক সময় তুমি থাক এই স্থানে,
পূজ নারায়ণে রামের মঙ্গল তরে।

র্ম্মিলা।—প্রাণেশ্বর!
বড় বাজে বুকে ছাড়িতে তোমারে;
অভাগিনী কা'র কাছে র'বে,
কা'র মুখ নিরখিয়ে জুড়া'বে হৃদয়?
কিন্তু, হায়, কি আর বলিব,
জ্যেষ্ঠের তোমার, ভগ্নীর আমার
অপার বিপদ-সিন্ধু হেরি'
হ'য়েছি আকুল অতি।
তেঁই সে বারিতে নারি তোমা';
কিন্তু নিবেদন রাঙাপদে,
দাসীরেও সঙ্গে লহ, নাথ!
সীতারামে বনবাসে তুমি ত সেবিবে,
কে সেবিবে তোমারে, প্রাণেশ,
দাসী যদি নাহি রহে পাশে?

ণ।—প্রিয়তমে!
জানি আমি পতিপ্রাণা তুমি,
জানি আমি মোর কষ্টে কষ্ট পাও অতি,
কিন্তু, সতি! কেমনে লইব তোমা' সাথে?
পুত্রশোকে—পুত্রবধূশোকে
আলুথালু কৌশল্যা জননী,
মাতা মোর কাতরা আমার শোকে,
অসহ যন্ত্রণা সহি' দোঁহে
রহিলা এ পাপপুরে;
কেহ মিত্র নাহি সে দোঁহার
তুমি বই এবে, বিধুমুখি!
তাই বলি,
কেমনে লইব তোমা' ধ্বজে ঘোর বনে?
কৌশল্যা জননী আর মাতারে আমার
সান্ত্বিবারে রহ তুমি হেথা।

ঊর্ম্মিলা।—আজ্ঞাধীনা দাসী আমি তব,
না পারি এড়া'তে তব বাণী;
উভয় সঙ্কট মোর আজ,—
এক দিকে পতি বনবাসী,
অন্য দিকে শ্বশ্রূ দোঁহে ভাসে অশ্রুনীরে,
এ অভাগী মধ্যে পড়ি' আকুল পরাণ!
কেন বিধি সাধিল এ বাদ, নাথ!

লক্ষ্মণ।—থাক্, প্রিয়ে! থাক্ থাক্,
ও কথায় কাজ নাই আর।
স্থিরচিত্তে রহ তুমি,
চলিনু এখন আমি রাঘবের পাশে।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে সুমিত্রার প্রবেশ।

[ঊর্ম্মিলার প্রস্থান।

সুমিত্রা।—বাপ্ রে আমার!
তুইও নাকি বনে যা'বি আজ?

লক্ষ্মণ।—না, মা! না, মা!

সুমিত্রা।—কেন রে ভুলা'স্ আর,
দুখিনীর ধন?
বিধাতার এ কি কালখেলা!
ধিক্ রে কৈকেয়ী তোরে!
তো' হ'তে মজিল আজ সোণার সংসার!
বাছা রে! বাপ রে! লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ।—মা! কি হেতু বিষাদে কাঁদ তুমি?
দু'টি তনয়ের তুমি মাতা;
মা কৌশল্যা একপুত্রবতী,
তাঁ'র অঞ্চলের নিধি আজ বনবাসী;
কে শুশ্রূষা করিবে তাঁহার তথা
আমি বই, মা জননি?

ভয় কি তোমার, মাতা?
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ পুত্র তব,
তাঁ'র মুখ হেরি' তুমি থাক রাজপুরে;
শ্রীরামের দাস'তব এ পুত্র লক্ষ্মণ,
তব গর্ভে জন্ম এর তাঁ'র সেবা তরে;
তাঁ'রে ছাড়ি' কোন ঠাই না পারি তিষ্ঠিতে;
তুমি যথা মাতা মোর, সীতা তথা মাতা,
কে সেবিবে বনে তাঁ'রে এ পুত্র বিহনে?
জল ছাড়ি' মীন নাহি বাঁচে,
সীতারামে ছাড়ি'
না বাঁচিবে তোমার লক্ষ্মণ ক্ষণকাল।
তুষ্টচিতে দাও মা বিদায়,
কর আশীর্ব্বাদ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আবার নয়নে
হেরি যেন পাদপদ্ম তব।

সুমিত্রা।—লক্ষ্মণ রে! কি আর কহিব,
মা হ'য়ে কেমনে ক'ব,—যা রে বনে!
কিন্তু তুই রামগতপ্রাণ,
নারিব বারিতে তোরে, বাছা!
ভ্রাতৃভক্তি তোর অস্থিমর্ম্মে গাঁথা,
কা'র সাধ্য ছিন্ন করে তা'রে?
আশীর্ব্বাদ করি,—
এস ফিরি' নিরাপদে পুনঃ তিন জনে।
চল, বাছা!
শ্রীরামের করে তোরে করি রে অর্পণ।

[সুমিত্রা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ঊর্ম্মিলার পুনঃপ্রবেশ।

ঊর্ম্মিলা।— (গীত)

এ কি বিড়ম্বনা, মরম-যাতনা,
হৃদয়-বেদনা বাড়িল গো!।
ঊর্ম্মিলার প্রাণ, জননী সমান,
ভগিনী কাননে চলিল গো!॥
প্রাণে ব্যথা পেলে, যা'ব কা'র কোলে,
হায়, বিধি এ কি করিল গো!।
হৃদে এ কি হ'ল, সব গেল গেল,
আঁধারে আলোক ডুবিল গো!॥
আশায় হতাশ, বিষাদ-হুতাশ,
শোকের বাতাসে জ্বলিল গো!।
কোন্ সর্ব্বনাশী, এ বিপদ-রাশি,
সুখের প্রভাতে আনিল গো!॥
রঘুবীর চেয়ে, ভগিনীর চেয়ে,
মোরে বিধি বাম হইল গো!।
হ'য়ে স্বামিহারা, হ'য়ে ভগ্নীহারা,
কেন না ঊর্ম্মিলা মরিল গো!॥

(রোদন)

সীতার প্রবেশ।

সীতা।—কেন, বোন! কেন কাঁদ!

ঊর্ম্মিলা।—মোরে ছেড়ে কোথা যা'বে, দিদি?

(পদমূলে পতন)

কা'র কাছে র'ব আমি!

(রোদন)

সীতা।—ঊর্ম্মিলে রে!
কেঁদ' না—কেঁদ' না, বোন্, আর,
বড় বাজে বুকে তোর এ শোকের কষ্ট,
বড় বাজে প্রাণে মোর নয়নের অশ্রু তোর!
এস যাই সুমিত্রা মাতার পাশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

দশরথ, সুমন্ত্র ও কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী।—মহারাজ!
এখনো বিলম্ব রাম করে কি কারণ?
অবিলম্বে প্রের' তা'রে দণ্ডকের বনে।

দশ।—হায় হায়, কি কঠিন পিতা আমি,
কি কঠিন হৃদয় আমার!
কোথা, মৃত্যু,
দাও রে আশ্রয় হতভাগা দশরথে।

সুমন্ত্র।—অয়ি নিরদয়ে কেকয়-কুমারি!

পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা দশরথ
পূজনীয় পতি তব;
তাঁ'র প্রতি এ কি ব্যবহার,
এ কি অত্যাচার, এ কি অবিচার!
বুঝিলাম এতক্ষণে—
লৌহময় বক্ষ তব, জিহ্বা ক্ষুরধার;
দয়িতঘাতিনী তুমি, রাজবংশবিনাশিনী,
দয়া মায়া নাহি তব চিতে।
স্বামীরে শোকের নীরে ডুবাও কেমনে?
এ কার্য্য দেখিয়া তব কি ক'বে জগৎ?
কেন তুল' নিজ শিরে কলঙ্কের ডালি?
স্বামী তব মহারাজ,
তাঁ'র প্রতি এই কাজ, ছি ছি, রাণি!
পৈশাচিক বুদ্ধিবশে
কি হেতু মজাও আজ এ রাজসংসার?
কি সাহসে ইচ্ছ তুমি
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠে করিতে রাজা?
বিনা দোষে রামচন্দ্রে পাঠাইতে বনে?
ধিক্ ধিক্ তোমার এ পাপ-লোভে!
অযোধ্যা—শ্মশানে
পুত্রসনে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ, কলঙ্কিনি!
চলিনু রামের সঙ্গে মোরা;
হা ধিক্! হা ধিক্!
তোমার এ পাপ-ব্যবহারে
এখনো কি হেতু ধরা বিদীর্ণ না হয়?
কি হেতু উঠে না সিন্ধু বেগে উথলিয়া?
ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড ধিক্কারে তোমারে
ব্রহ্মাণ্ডিয়া কেন দগ্ধ না করে এখনো?
কি আর কহিব আমি, প্রভুপত্নী তুমি,
নহিলে সরযূ-জলে
ডুবাইয়া মারিতাম কণ্ঠে বাঁধি' শিলা।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।

শ।—(উত্থিত হইয়া)—
আয়, রাম!—আয়, রাম!
আয় কোলে আয়,
বক্ষঃস্থল জুড়া রে আমার,
পুড়ে গেল—পুড়ে গেল!

(রামকে ধারণ করিবার উদ্যোগ, কিন্তু ভূতলে পতন)

রাম।—হায় হায়, এ কি হ'ল!
(দশরথকে ভূতল হইতে উত্থাপন)
শান্ত হও, পিতৃদেব!
মানব-সংসারে সুখ দুঃখ এক সূত্রে বাঁধা;
চিরদিন সমান না যায়;
জনে জনে সাম্য নাহি থাকে;
কেহ রাজা—কেহ প্রজা,
কেহ দাতা—কেহ বা ভিখারী;
কেহ আজ ভুঞ্জে স্বর্গসুখ,
ডুবে কালি দুঃখের পাথারে;
কেহ আজ কাঁদিয়া আকুল,
হাসিয়া উন্মত্ত হয় কালি;
বিধাতার সৃষ্টি এই—ইহাই নিয়ম।
কা'র সাধ্য লঙ্ঘে ইহা ক্ষণকাল তরে?
শান্ত হও, পিতা!
কেন মায়াজালে জড়িত হইয়া,
সত্যের গুরুত্ব কর লোপ?
হৃষ্টচিত্তে দাও গো বিদায়
তব এ অধীন দাসে বনবাসে।
তব আশীর্ব্বাদে,
কোন কষ্ট নাহি হ'বে মোর ঘোর বনে।
গাহিয়া সত্যের জয়,
করিব সময় ক্ষয়
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে, শৈলে, নদী-তটে।
অরণ্যের যোগী ঋষিগণ
শুনিবেন আমার সে সত্য-জয়-গান;
পর্ব্বতকন্দরে সিংহ,
তৃণময় বনমাঝে আরণ্য মহিষ,
তরুচ্ছায়ে মৃগসারি,
তরুশাখে সুধাকণ্ঠ পাখী
শুনিবে নিয়ত মোর সত্য-জয়-গান;

তরুলতা ফুল-কর্ণ পাতি'
সে গান শুনিবে দিবারাতি ;
চঞ্চল আরণ্য বায়ু নিশ্চল হইয়া
মাতিবে সে গীতি শুনি' ;
সে আবার বারংবার ঢালিবে সে গীত
প্রতিধ্বনি কুমারীর গভীর শ্রবণে ;
প্রতিধ্বনি পুনঃ গাইবে নাচিয়া সেই গান
দূর—দূরতর বনে গম্ভীরে গম্ভীরে ;
আহা, সেই কালে,
প্রতিধ্বনি-মুখ হ'তে আমারি সে গীতি
আসিবে আমারি কর্ণে ফিরি' ফিরি' ফের ;
পিত গো!
বড় ইচ্ছা শুনিতে সে গীত বনে বনে।

দশ।—রাম রে! বৎস রে!
অধর্ম্মী জনক আমি তোর,
দস্যু আমি—পাপী আমি—অধম নারকী।
নিশাচরী স্ত্রীর বশে স্ত্রৈণ দশরথ
রাখিল রে অক্ষয় কলঙ্ক ত্রিজগতে ;
নরকেও নাহি স্থান মোর।
কাজ নাই অরণ্যগমনে,
বাঁধি' মোরে লোহার শৃঙ্খলে,
বক্ষঃস্থলে চাপা'য়ে পাষাণ,
হও রাজা রাজসিংহাসনে।

কৈকেয়ী।—এ কি কহ, মহারাজ!
পলকে পলকে প্রতিজ্ঞার অবহেলা!

রাম।—কেন, মা, ডরাও তুমি?
মোর শোকে বড়ই অধীর পিতা,
তেঁই হেন কহেন বচন।
কোন ভয় নাহি তব, মাতা!
সত্যবাদি-পুত্র রামে সত্যবাদী বলি'
জানে এ বিশাল বিশ্ব ;
সত্য-অপমান নাহি করে রাম ;
পুরাও মনের বাঞ্ছা, মাতা!
ধরিয়াছি যোগিবেশ,—
বৃক্ষের বল্কল জটা হের, মা জননি!

লক্ষ্মণ।—ভরতেরে কর রাজা রাজসিংহাসনে
নিরাপদে নির্ব্বিবাদে ;
মাতাপুত্রে মিলি',
মিটাও মনের সাধ রাজ্যসুখভোগে।

রাম।—লক্ষ্মণ!
কেন কলঙ্কি'ছ জিহ্বা তীব্র বাক্যবাণে?

কৈকেয়ী।—রাম!
লক্ষ্মণ, সীতাও কি রে যা'বে তোর সনে?

রাম।—নারিনু বারিতে এ দোঁহারে।

কৈকেয়ী।—বেস্ বেস্, যাও তিন জনে।
হাঁ রে রাম!
জানকী কি হেতু নাহি পরিল বল্কল?
দুই ভাই সাজিলি সন্ন্যাসী,
সন্ন্যাসিনী কেন নহে সীতা?
যা' কিছু অযোধ্যাপুরে,
ভরতেরি অধিকারে সব ;
জানকীর পট্টবাস, রত্নময় ভূষা
মাণ্ডবী পরিবে দেহে।
খুল, সীতে! রাণী-সাজ, রত্ন-আভরণ,
কৌশেয় বসন ; ধর এ বল্কল।
(সীতার হস্তে বল্কল প্রদান)

লক্ষ্মণ।—হা অদৃষ্ট! হা বিধাতা!
এ অন্যায় নাহি সহে প্রাণে ;
না পারি দেখিতে চক্ষে আর ;
অগ্রসর হই আমি ;
না চাই দাঁড়া'তে এই অধর্ম্মের স্থলে।
হে পুত্রবৎসল পিতা!
তনয়বাৎসল্য ভাল রাখিলে জগতে!
সুখে থাক, ভরতজননি!
সাজাও সীতারে ভিখারিণী।
এত অত্যাচার ধর্ম্মে নাহি সবে কভু।

রাম।—আবার, লক্ষ্মণ!—
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

কৈকেয়ী।—বিলম্ব না সহে আর,
পর সীতে! এ চীরবল্কল!

সীতা।—গুণমণি! কেমনে বল্কল পরি?
নাহি জানি বল্কলধারণ।

বশিষ্ঠ।—সহ্য নাহি হয় আর
কৈকেয়ীর এত অত্যাচার।
কহ, দুষ্টে কেকয়কুমারি!
কি বিচারে হেন আচরণ?
জানকীর বস্ত্র অঙ্গে পরা'বে কি হেতু
বৃক্ষের বল্কল?
কোন্ বরে পুর হেন আশা?
কভু না যইতে দিব নিবিড় কাননে;
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সরলা সীতারে
কভু না পরিতে দিব গাছের বাকল;
কোন্ মুখে, কহ বিষমুখি!
সুবর্ণপ্রতিমা আজ ডুবা'বে কর্দ্দমে?
এতেকেও লজ্জা নাহি হয়?
ধিক্ থাক্ জীবনে তোমার!
তব পাপকর্ম্মে শত ধিক্!
দেখি, কত দূর সাধ্য তব;
আজই করিব রাণী রাজসিংহাসনে
জানকীরে শাস্ত্রমতে;
করিতেছি মনের বাসনা তব মনেই বিলীন,
রহ রহ, স্বার্থের কিঙ্করি!

রাম।—ক্ষান্ত হও, রাজগুরু!
ভাগ্যদোষে এ ঘটনা ঘটিল আজি গো,
নাহি দোষ মধ্যমা মাতার।
সর্ব্বদর্শী তুমি, তপোধন!
জান মোর মনোভাব বিধিমতে,
জান ত বিধির লীলা।
এ মম মিনতি তব পদে,
ক্ষান্ত হও—পরিহর রোষ।

বেগে কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা।—হা রাম!—রাম রে!
এ কি বেশ! এ কি বেশ!
মা থাকিতে যোগী তুই আজ,
কেন বাজ না পড়ে এখনো শিরে মোর?
কে আমার সুবর্ণের চাঁদে
ঢাকিল বল্কল-মেঘে?
আর না—আর না,
চল্, বাছা! চল্, বাপ্!
মায়ে পোয়ে ছাড়ি' এ পাপের পুরী,
ধার্ম্মিক রাজার দেশে যাই।
ভিক্ষা ক'রে দুয়ারে দুয়ারে
খাওয়া'ব তোমারে, বাপ্‌ধন!
ফেলে দে যোগীর বেশ,
নয়নে বিঁধিছে শূল—অন্তর আকুল!

রাম।—শান্ত হও, মা জননি!
পুত্র বলি' কথা ধর মোর;
কেঁদ' না—কেঁদ' না, মাতা!
আরো ব্যথা পাইবেন পিতা।

কৌশল্যা।—এ কি!—এ কি! হায় হায়!
সীতাও চলিল বনে!
হা রে বিধি! এ কি বিধি তোর,
না রাখিলি সম্বল আমার!
জীবনের দু'টি ফুল, দু'টিই ছিঁড়িলি,
এ জীবন-বৃক্ষ কেন না ভাঙিলি তবে?
নাহি কি রে তোর পুত্র পুত্রবধূ,
থাকিলে এ মর্ম্ম-ব্যথা কেন দিবি?
দেবতারো এই কাজ!

সীতা।—কেন, ঠাকুরাণি!
নিন্দ' বিধাতারে;
অদৃষ্টের ফলাফল অবশ্যই ফলে।
ঊর্ম্মিলা রহিল হেথা,
করিবে সে তোমার শুশ্রূষা মোর মত;
আশীর্ব্বাদ কর মোরে,
স্বামিসনে বন হ'তে ফিরিয়া আবার
সেবিব তোমার পা দু'খানি।

কৌশল্যা।—আহা, মা!
না জানি কতই কষ্ট পাইবে কাননে;
বরবপু ভানুতাপে হইবে মলিন;
কঙ্কর কণ্টকে বিদ্ধ হ'বে পা দু'খানি।
কেমনে বিদায় দিব তো—

রাম।—বিলম্ব হ'তেছে, পিতা!
আজ্ঞা দেহ, যাই বনবাসে।

দশ।—অহো, বড় যন্ত্রণা রে!
কেমনে বিদায় দিব তোরে!
রাম।—মোরে না বিদায় দিলে,
সত্যেরে বিদায় দিতে হ'বে।
সত্যসন্ধ পিতা তুমি,
অসত্যেরে না ধরিও মনে;
সত্যবাদী তুমি, পিতা,
সত্যবাদী তোমার এ রাম।
দশ।—এস তবে, বাছাধন!
লক্ষ্মণ সীতারে রাখিও যতনে।
আশীর্ব্বাদ করি,
বনবাস হ'তে ফিরি',
রাজা হও অযোধ্যার রাজসিংহাসনে।
সুমন্ত্র! আইস রামে রাখি' রথে করি'।
রাম।—প্রণিপাত করি পদে, পিতা,
প্রণিপাত, রাজগুরু,
প্রণিপাত, মধ্যমা জননি!
প্রণিপাত তব পদে, মাতা!
আমার শপথ,
শোকদুঃখে না হ'য়ো ব্যাকুল;
চলিলাম দণ্ডক-অরণ্যে;
এস, সীতা!
কোথা রে লক্ষ্মণ!
হউক্ সত্যের জয়।

[রাম, সীতা ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

কৌশল্যা।—রাম রে! কোথা যাস্, বাপ্!
আমি কাঙালিনী মা যে তোর;
দাঁড়া—দাঁড়া, চাঁদ-মুখ দেখিব আবার।

[বেগে প্রস্থান।

দশ।—হা রাম!—হা রাম!
সূর্য্যশূন্য হ'লো আজ অযোধ্যা-আকাশ;
অন্ধকার নরকে ডুবিনু!
রাক্ষসী কৈকেয়ি!
ধিক্ তোরে—ধিক্ তোরে!
দূর হ' পাপীয়সি!
প্রতিজ্ঞা আমার,
না দেখিব আর পাপমুখ তোর।
চল, গুরুদেব!
দেখি দেখি রাম কত দূর।
হা রাম!—হা রাম!—হা রাম!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শৃঙ্গবেরপুর—গঙ্গাতট ও পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমন্ত্র।

রাম।—মন্ত্রিবর!
শৃঙ্গবেরপুর এই শোভে গঙ্গাতটে,
তটশোভি' নিবিড় অরণ্য মেঘাকার;
ওই দেখ গুহরাজ-রাজধানী;
নিষাদের পতি গুহ বসেন ওখানে।
পরম বান্ধব তিনি মোর,
তাঁ'র প্রীতি-ডোরে বাঁধা আছি আমি;
দেখিতে বাসনা করি তাঁ'রে।
এবে তুমি যাও অযোধ্যায়
অবিলম্বে ফিরাইয়া রথ।
নির্ব্বিঘ্নে আইনু মোরা বনে,
জনকেরে ক'হ এ বারতা।
আর যে সকল কথা ব'লেছি তোমারে,
একে একে ক'র নিবেদন
পূজ্যপাদ পিতারে আমার,
মাতা কৈকেয়ীরে, মাতা সুমিত্রারে,
মাতা কৌশল্যারে মোর।
সান্ত্বনা করিও তাঁ' সবারে
সচিব-উচিত সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিধানে।
মধ্যমা মাতার তুষ্টি তরে
অবিলম্বে আনাইয়া ভ্রাতা ভরতেরে

দিবে রাজটীকা।
যাও এবে, মন্ত্রিবর! ত্বরিতগমনে।

সুমন্ত্র।—রঘুনাথ!
আর না যাইব ফিরি' অযোধ্যানগরী,
কেমনে পশিব সে শ্মশানে,
তোমা' ছাড়ি' না চাই ধরিতে
এ ধরায় এ ছার জীবন।
তব সনে বনে বনে র'ব,
সেবিব তোমারে অনুক্ষণ।
প্রভুপুত্র তুমি, রঘুমণি!
অনুগত ভৃত্য আমি তব;
আমি না থাকিলে পাশে,
কেবা সেবা করিবে ও পদ?
এ মোর মিনতি, দাশরথি!
যাইতে অযোধ্যাপুরী না কর আদেশ।

রাম।—রাজমন্ত্রী!
জানি আমি হৃদয় তোমার;
ইক্ষ্বাকুর কুলে
তব সম বান্ধব না দেখি কোন জনে;
কিন্তু কি করিব আর এবে,
অনিচ্ছায় পাঠাই তোমারে অযোধ্যানগরে;
গেলে তুমি তথা,
নাহি র'বে মধ্যমা মাতার মনোব্যথা,
কিন্তু না যাইলে,
সন্দেহ ঘটিবে তাঁ'র অন্তর মাঝারে
শতগুণে জ্বলন্ত আগুন সম;
ভাবিবেন,
আছি আমি লুক্কায়িত বনবাসচ্ছলে,
তব সনে নগরীর কোন ঠাঁই;
তা' হ'লে বিপদ হ'বে বড়,
আরো পীড়িবেন তিনি পীড়িত পিতারে মোর
অসহ অসহ্য তীব্র বাক্যতুষানলে।

সুমন্ত্র।—কি আর বলিব আমি, রাম!
লঙ্ঘিতে না পারি তব বাণী;
অনিচ্ছায় যাই অযোধ্যায়,
ফিরাইয়া শূন্য রথখানি।
যাও তবে তব মিত্র গুহের গোচরে
জানকী লক্ষ্মণ সনে;
আমিও চলিনু অযোধ্যানগরে
হতাশ বিষণ্ণমনে।

(গমনোদ্যত)

লক্ষ্মণ।—তিষ্ঠ, মন্ত্রী! ক্ষণকাল,
মনের আবেগ আর না পারি বারিতে
কহিও ভূপতি দশরথে—
ভাল কীর্ত্তি রাখিলেন ভুবন জুড়িয়া
নির্দ্দোষী রামেরে বনে দিয়া;
পিতৃস্নেহ দেখাইলা বেস্;
দিলা ভাল বাৎসল্যের পরিচয়।
কৈকেয়ীরে ব'লো তিন বার,—
ধন্য তুমি স্নেহময়ী রামের বিমাতা!

রাম।—(হস্তে লক্ষ্মণের মুখাবরোধ করিয়া)—
ছি ছি, ভাই! না কহিও হেন শ্লেষ-বাণী,
বড় বাজে বুকে।

লক্ষ্মণ।—রঘুনাথ।
আগ্নেয় ভূধর গর্জ্জে অন্তরে আমার।
থাকিতে না পারি আর;
শুধু তব তরে,
রাখিনু চাপিয়া মনে দারুণ যন্ত্রণা;
কভু যদি দিন দেন বিধি,
শুধিব শুধিব—

রাম।—আবার, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—মন্ত্রিবর!
ব'লো ব'লো মাতারে আমার,
যেন তিনি বড় মা'রে সেবেন নিয়ত,
সেবিতেন সীতা যথা;
নহিলে 'মা' বলি' আর না ডাকিব তাঁ'রে।

সুমন্ত্র।—মা জানকি! কেন তুমি অধোমুখে?
তব মনোগত কথা কহ গো আমায়,
কাহারে কি ক'ব তব হ'য়ে?

সীতা।—রাজমন্ত্রী!
সিন্ধুর নাহিক যথা কূল,
মনের অনন্ত কথা তেমতি আমার;

এক্ষণেকে কহিব কত আর!
কহিতে যন্ত্রণা বাড়ে বড়,
বলিবার দিন পেলে বলিব তখন।
এক্ষণে একটি কথা বলি,—
ব'লো তুমি ভগ্নী উর্ম্মিলারে,—
কৌশল্যা, সুমিত্রা ঠাকুরাণী,
আর বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর
সেবনীয় পূজনীয় সদা;
ত্রুটি যেন না ঘটে সেবায়।

সুমন্ত্র।—রঘুমণি! চলিনু এক্ষণে;
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
চন্দ্র, সূর্য্য, সমীরণ, নক্ষত্রমণ্ডলী,
ইন্দ্র আদি অষ্টদিক্‌পাল,
বনদেবী আদি দেবীগণ
তোমা' তিনে রক্ষুন নিয়ত
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান।

রাম।—চল, সীতে! চল, রে লক্ষ্মণ!
গুহক মিত্রের পাশে যাই;
বান্ধবের মুখ হেরি' সুখ পা'ব মনে,
ভুলিব অরণ্যবাস-জ্বালা।
হা! না জানি সে অযোধ্যানগরে
কি ভীষণ শোকসিন্ধু পড়ি'ছে উথলি'!
বৃদ্ধ পিতা জী'বেন কেমনে,
তাই ভাবি মনে;
স্নেহময়ী সুমিত্রা-কৌশল্যা মাতা দোঁহে
না জানি কাঁদি'ছে কত শোকে!
বধূমাতা উর্ম্মিলা সরলা
প্রিয়তম-পতি ভগ্নীশোকে
বিরলে ঢালি'ছে অশ্রুধারা;
হা বিধাতঃ!
কে বুঝে তোমার লীলা, লীলাময়?
তব ইচ্ছা কে পারে রোধিতে?

লক্ষ্মণ।—রঘুবর!
ওই বুঝি নিষাদের পতি
আসি'ছেন স্বজনগণের সনে
ভেট ল'য়ে ভেটিতে তোমায়।

রাম।—বটে বটে, চল চল, ভাই!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৈকেয়ীর কক্ষ।

কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী।—এ কি! এ কি!
আঁ্যা—এ কি!
কে ও—কে ও?
ভীষণ মুদ্গর-হস্তে ধায় মোর পানে?
মারিল মস্তকে বুঝি!—
মেরো না—মেরো না।
ও কি!—ও কি পুনঃ!—
কে ও আসে ভীম বেশে
বিদ্যুদ্‌গমনে ছুটি'?—
খরখড়্গা লক্‌লকে বিদ্যুত-চমকে,
কাটিল কাটিল জিহ্বা মোর!
হায় হায়, কেটো না—কেটো না!
এ কি রে আবার!
গ্রাসিতে আসি'ছে মোরে কে রে কে রে!
পর্ব্বত সমান পদ কে ওই তুলিল
মারিতে আমার বক্ষে! অহো—অহো!
ইস্—ইস্! কি ভীম নরক!
কি ভীষণ হুতাশ-হুঙ্কার!
পুড়াইয়ে মারে বুঝি, হায় হায়!
কেন? কেন? কি করিনু? কি করিনু?
কি করিলি?—কি করিলি?
কেন দিলি রামে বনবাস?
হা কৈকেয়ি!
রামে তুই দিলি বনবাস!

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

বেগে মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা।– হায় হায়, এ কি হোলো!

(মূর্চ্ছা ভঙ্গকরণ)

কৈকেয়ী।—রাম! রাম রে!
অপরাধ নিস্ নে আমার;
বড়ই কুবাক্য তোরে ব'লেছি, রে বাছা!
কুকর্ম্ম ক'রেছি আমি,
ক্ষমা কর মোরে; মা যে আমি।
কই বাপ্!
কেন নাহি কথা কও?
কেন মধুমাখা বোলে
নাহি ডাক মা বলি' আমারে?
ক্ষমা-ধনে তুই বড় ধনী,
ক্ষমা-ভিক্ষা দে রে—দে রে!

মন্থরা।—ও মা! আমি যা'ব কোথা!
এ আবার কি ঢঙের কথা!

কৈকেয়ী।—আঁ্যা—কে এ? রাম নয়?
উঃ! সেই চণ্ডালিনী—
সেই পাপীয়সী মন্থরা রাক্ষসী!
রে নির্দ্দয়ে! রে নির্ম্মমে!
ছলচক্রে মজাইলি মোরে!
মজাইলি এ রাজসংসার!
অযোধ্যারে করিলি শ্মশান!
অক্ষয় কলঙ্ক-ডালি শিরে তুলে দিলি!
রে পিশাচি!
তোরি দোষে কৈকেয়ী পিশাচী এবে;
কুযশ ভরিল ভবমাঝে;
বিনা দোষে রামে দিনু বনে!
এখনো কি সাধ তোর,
বল্ বল্, মিটাই এখনি?
ওরে ও চণ্ডালি কুঁজি!
আইলি সাজা'তে বুঝি কুঁজ
মণিময় আভরণে?
আয় আয়!
সাজা তোর কুঁজ কৈকেয়ীর শত পদাঘাতে।

(মন্থরাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন পদাঘাত করণ)

মন্থরা।—ও গো! ঘাট হোয়েচে, ছেড়ে দে মা!
এমন কর্ম্ম আর কোরবো না।

কৈকেয়ী।—দূর্ হ'—দূর্ হ', নিশাচরি!
জন্মশোধ, মুখ তোর না দেখিব আর।

[বেগে প্রস্থান।

মন্থরা।—আমি মরেচি কি বেঁচে আছি?
যাই যাই এখন পালিয়ে বাঁচি।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যানগরী—কৌশল্যার কক্ষ।

কৌশল্যা।

কৌশল্যা।—মহারাজ!
হ'য়ে তুমি পৃথিবীর নাথ
কেমনে অনাথ কৈলে রামে!
কোন্ প্রাণে দিলে বনবাসে
অনায়াসে তিনটি স্নেহের ধনে!
নাহি কি স্নেহের টান হৃদয়ে তোমার?
নাহি কি একটুও তব মর্ম্মের বেদনা?
বুঝিনু,
নির্ম্মম ধার্ম্মিক তুমি, জীবন্ত পাষাণ!
রাম তরে কাঁদি আমি কাতর অন্তরে,
সুমিত্রা লক্ষ্মণ তরে কাঁদে নানা ছাঁদে;
দুই মোর শোকসিন্ধু এ দুই হৃদয়ে
উথলি'ছে পলে পলে
অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়ে!
বল, নাথ! বল বল, এ বারি নিবারি কিসে?
কি করিলে, কি করিলে, রাজা!
হায় হায়, মজা'লে সকলি!
কৌশল্যা সুমিত্রা শুধু নয়,
মিথিলারো কৈলে সর্ব্বনাশ
বনে দিয়ে সরলা সীতারে!

জনক, জনকপত্নী এ বজ্র-বারতা
শুনিলে মরিবে কন্যা-শোকে!
তব দোষে মজিল সকলি!

দশ।—মহিষি!—মহিষি!
এ রাক্ষসে ছাড়ি' তুমি যাও পিতৃবাসে,
না দেখিও, এ পাপীর পাপমুখ আর।

কৌশল্যা।—হায় হায়!
ফেটেও ফাটে না বক্ষ মোর!
না জানি গড়িল কিসে বিধি
এ কঠিন পাষাণ হৃদয়!
স্তরে স্তরে নিবিড় আঁধার
ঢাকিল অন্তর, প্রাণ;
অন্ধকারে ডুবিল সকলি;
তবু কেন
মৃত্যুরূপ ঘোর অন্ধকারে নাহি ডুবি!
না জানি রে, পূর্ব্বজন্মে এ হতভাগিনী
কত শত রমণীরে দিল পুত্রশোক,
সেই পাপে হেন মনস্তাপ!
সেই পাপে হেন পুত্রশোক!

দশ।—দেবি!
সুমন্ত্র কি রামে ফিরা'বে না?
কবে আসিবে সুমন্ত্র?
চার দিন যায় যায়,
তবু কেন না এল সুমন্ত্র ফিরি'?
সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, কই সুমন্ত্র কোথায়?
এসেছে কি ফিরি'?
এসেছে কি রাম তার সনে?
কই রাম! কই রাম! রাম রে!

(পতন)

কৌশল্যা।—উঠ, নাথ!
একে ত পুত্রের শোকে আকুল পরাণ,
তাহে পুন এ দশা তোমার
না পারি দেখিতে চক্ষে;
বক্ষে যেন বজ্র পড়ে বজ্রের উপর।

দশ।—রাজ্ঞি! অসহ্য অসহ্য কষ্ট!
ঘোর শোক-তুষাগ্নির মুর্ম্মুর দাহনে
হৃদয়ের মর্ম্মস্থল দগ্ধ হ'ল—দগ্ধ হ'ল!
ওঃ!—ও—ও ও—ওঃ! রাম রে!

বেগে কৈকেয়ীর প্রবেশ।

কৈকেয়ী।—(দশরথের পাদমূলে পড়িয়া)—
ক্ষম, নাথ! এ দাসীরে;
না বুঝি' করিনু সর্ব্বনাশ,
দিনু রামে বনবাস!
দৈব বিড়ম্বনে হৈনু কলঙ্কিনী!
শরমে মরম ফাটে এবে,
পোড়ে প্রাণ যন্ত্রণা-হুতাশে!
কে যেন দেখায় মোরে ত্রাস,
চারি ধারে জলন্ত নরক
গ্রাসিতে আসি'ছে মোরে;
শিহরে শরীর;
নাহি পারি স্থির হ'তে আর!
দুর্নিবার কলঙ্ক-পাথার
ওই ওই ডুবায় আমায়!
উহু উহু!
সহস্র ভুজঙ্গ দংশে হৃৎপিণ্ডে মোর!
কণ্ঠাগত প্রাণ,
কর ত্রাণ এ যাতনে এই পাপিনীরে!
কোন্ পথে গেল রাম?
যাইয়া এখনি আনিব তোমার পাশে,
নতুবা এ কলঙ্ক অপার,
মর্ম্মঘাতী দারুণ যন্ত্রণা,
প্রাণগ্রাসী ত্রাস ঘুচিবে না।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই,
অঞ্চল বাঁধিয়া গলে, দাঁতে কুটা করি'
আনি সে ধার্ম্মিক রামে।
হে ধার্ম্মিক! কর আজ্ঞা দান,
কর ক্ষমা দান,
নতুবা উপায় নাহি আর;
ঘোর অন্ধকার—ঘোর হাহাকার
অন্তরে আমার।
ধর ধর এ দাসীরে,

নতুবা, বধিল—বধিল—বধিল
ভরত আমারে—ভরত আমারে।

দশ।—দূর হ, দূর হ, মায়াবিনি !
এখনো কি মেটে নি বাসনা ?
বনে যা'নি রামে আনিবারে ?
বুঝি না কি ছলচক্র তোর ?
বধিবি রামেরে বুঝি বিষ-দানে,
বিষময়ী কালসর্পি ?
পাপ-আশা না পূরিবে তোর ;
পদাঘাতে বধি' তোরে পাঠাই নরকে।

(সক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত)

কৌশল্যা।—কি কর,কি কর, নাথ ! ক্ষান্ত হও।
(নিবারণ করিয়া)—
কিবা লাভ এ রোষ প্রকাশে ?
দৈবেই ঘটিল সব,
দৈববশে এ দশা তোমার,
দৈববশে আমি অভাগিনী,
সুমিত্রা অভাগাবতী ;
দৈববশে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা এবে বনবাসে !
নয়নের জলে আর সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
অদৃষ্টের ফলভোগ হইবে ভুঞ্জিতে ;
কেন বৃথা রুষ্ট হও কৈকেয়ীর প্রতি ?
রাজকন্যা, রাজবধূ ইনি,
অবজ্ঞা ঘৃণার পাত্রী না ভাবিও এঁরে।
ওঠ, বোন্ ! ওঠ ওঠ,
সম্বর নয়ন-বারি, শান্ত কর চিত ;
না ভাবিও মনে কিছু,
নিতান্ত দুঃখেই রাজা হৈলা হেন বাম ;
স্বামী বলি' না লইও দোষ।

দশ।—দেবি ! ছুঁয়ো না ও রাক্ষসীরে,
কলঙ্কিত হ'বে পূত কর ;
পদাঘাতে দূর কর দূর কর।
পাপমুখ ওর না চাহি দেখিতে আর।

কৈকেয়ী।—উঃ !
কেন বজ্র নাহি পড়ে শিরে মোর !
পৃথিবী বিদীর্ণ হও, স্থান দাও,
জুড়াই মনের জ্বালা,
প্রায়শ্চিত্ত করি এ পাপের !
মোর দোষে পতি মোরে বাম ;
কেন রাম দিনু তোরে বনে !
হা বিধি ! হা বিধি ! এ কি বিধি হে তোমার,
রাজরাণী হ'ল কলঙ্কিনী !
নিশাচরী বিমাতার আদর্শ হইয়া,
দৃষ্টান্ত হইনু বিশ্বে চিরকাল তরে !

[সরোদনে প্রস্থান।

(নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠে গীত)

এ কি হ'ল, হায় হায়, সুখময়ী অযোধ্যায়,
শোকময়ী অমা-নিশি কে আনিল কে আনিল ! ।
হইয়ে হেন পাষাণী, আশার প্রতিমাখানি,
কুমন্ত্রণা-বিবরাগে কে ভাসিল কে ভাসিল ! ॥
কে পাতিল পরমাদ, কে সাধিল হেন বাদ,
কাঁদাইতে আমা'সবে কে আসিল কে আসিল ! ।
পাতিয়ে ছলন-ফাঁদ, অযোধ্যার পূর্ণচাঁদ,
বনবাস-মহাগ্রাসে কে গ্রাসিল কে গ্রাসিল ! ॥

সুমন্ত্র এবং সুমিত্রা, উর্ম্মিলা ও অন্যান্য পুরনারীগণের প্রবেশ।

দশ।—সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র ! রাম কই ?
কই সীতা ? কই রে লক্ষ্মণ ?
চারি জনে যাত্রা কৈলে ; আসিলে একাকী !
উৎকণ্ঠায়—যন্ত্রণায়—নিদারুণ শোকে
অস্থির হ'য়েছি, মন্ত্রী !
রামের কমল-মুখ দেখাও দেখাও !
পাতকী নিষ্ঠুর পিতা আমি,
তাই কি রে প্রাণের কুমার রাম
না দেখিবে মুখ মোর ?
না আসিবে মোর পাশে হাসিমুখে ?
ওই গৃহে আছে কি লুকা'য়ে
আঁধার করিয়া মোর হৃদয় মন্দির

আনন্দ-বর্দ্ধন রাম জীবন-আলোক?
ডাক' ডাক' ডাক' একবার;
চল চল, আমিও নিজে যাই
ধরিতে হৃদয়-ধনে এ দগ্ধ-হৃদয়ে।

সুমন্ত্র।—হায় হায়, কি উত্তর দিব!
কি বলি' বুঝা'ব মহারাজে!
কি এমন কথা আছে রসনা-ভাণ্ডারে মোর,
যাহে সান্ত্বি এ শোকমূর্ত্তিরে?
কৌশল্যা, সুমিত্রা দুই রাণী
পাগলিনী প্রিয়পুত্রশোকে,
নির্ব্বাকে অপেক্ষে দোঁহে;
কিন্তু অক্ষিযুগ প্রশ্নপূর্ণ অভিধান;
কি বলি' বা এ দোঁহে বুঝাই!
দাঁড়া'য়ে একটি ধারে
অশ্রুধারে ভাসি'ছে ঊর্ম্মিলা,
শোক-ঊর্ম্মি মর্ম্মে মর্ম্মে করি'ছে আঘাত;
নীরব নীরব প্রশ্ন কতই উথলে!
কি বলি' বা বুঝাই উঁহারে!
এই সব পুরনারী অক্ষিবারি মুছি'
চাহিয়া আমার পানে;
আবার উত্তপ্ত অশ্রু বহা'ব কেমনে!
কোন্ প্রাণে এ শোকের গৃহে
আবার শোকের সিন্ধু করিব সৃজন!
হায় হায়!—কি করি!—কি বলি!
এখনো না মরি কেন?
এ শোকের মহামেঘ হ'তে
মৃত্যুবজ্র কেন নাহি পড়ে মোর শিরে!

দশ।—কেন, মন্ত্রী, নিরুত্তরে?
কৈকেয়ী রাক্ষসী হেথা নাই,
ভয় নাই;—ডাক' ডাক' প্রাণারাম রামে।

সুমন্ত্র।—মহারাজ!
সত্যবাদী পুত্র তব না ফিরিলা গৃহে,
সীতা লক্ষ্মণের সনে পশিলা কাননে।

দশ।—পশিল কাননে রাম?—
হা রাম!

(পতন)

কৌশল্যা।—সুমন্ত্র রে!
কি কহিলি—কি কহিলি?
স্বপ্নে যা' দেখিনু, সত্য তাই!
রাম রে! রাম রে!
এ অভাগী মাতা তোর কি করিল, বাপ্!
কেন রে নিষ্ঠুর হ'লি মোরে!
মা বলি' কি পড়িল না মনে!
সুমিত্রা রে! চল্ চল্ বনে যাই,
কাজ নাই এ পাপ শ্মশানে।
না, ভগিনি! বনেও যা'ব না,
পা'ব না প্রাণের রামে আর,
রাক্ষসে বধেছে বাছাধনে!
এক্ষণে যথায় রাম,
আমিও সেখানে যা'ব,
ঝাঁপ্ দিয়ে ডুবি' মরি সরযূর নীরে।

(বেগে গমনোদ্যোগ)

সুমন্ত্র।—ক্ষান্ত হও, মহাদেবি!
ধর গো কনিষ্ঠা রাজ্ঞি! ধর ধর।

(কৌশল্যাকে সুমিত্রার ধারণ)

কৌশল্যা।—রাম রে!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

সুমিত্রা।—হায় হায়, এ কি হ'ল?

দশ।—ঘুচিল যন্ত্রণা তব, রাজ্ঞি;
না উঠিও আর;
আমিও যাইব তব সনে;
যথা রাম, তথা তা'র পিতা মাতা;
সুমন্ত্র রে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
এখনি আসিব আমি।
(বহির্গমনের উপক্রম করিতে করিতে)—
ও সুমন্ত্র!
অস্ত্রাগার-রক্ষক কোথায়?

সুমন্ত্র।—এ কি সর্ব্বনাশ!
এ কি কহ, মহারাজ!
শান্ত হও—শান্ত হও—ধরি পদে।

দশ।—ওহো, এ কি হ'ল, ও সুমন্ত্র!
হৃৎপিণ্ডে দারুণ আঘাত!
(ভূতলে পতন)
ফেটে গেল!—ফেটে গেল!
(ইত্যবসরে কৌশল্যার মূর্চ্ছাভঙ্গ)

কৌশল্যা।—এ কি, এ কি!
ও সুমিত্রা! কি হ'ল রাজার?
কৈকেয়ী কি এসেছিল?
মহারাজ! মহারাজ!

দশ।—দেবি!
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! অহো!
বাক্য নাহি সরে আর,
অন্ধকার—অন্ধকার! যাই যাই!
অন্ধক মুনির শাপ
সহস্র ভুজঙ্গ-দেহ ধরি'
দংশি'ছে হৃদয়!
অদোষে বধিনু পুত্র তাঁ'র,
তেঁই পুত্রশোকে অন্ধ তপোধন
মরিবার কালে দিলা মর্ম্মান্তিক অভিশাপ,—
'মোর মত পুত্রশোকে
তুমিও মরিবে, দশরথ!'
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ-বাণী,
মরিনু মরিনু পুত্রশোকে,
ওঃ! অসহ্য শোকের ব্যথা!
গেল—গেল! ওঃ! প্রাণ গেল রে!
রাম নাম শুনা রে আমায়,
হা রাম! হা রাম! হা—রা—ম!
(মৃত্যু)

সকলে।—হায় হায়, কি হ'ল, কি হ'ল!

কৌশল্যা।—কোথা গেলে, মহারাজ!
অভাগীরে তুমিও ছাড়িলে!
ওঠ নাথ! ওঠ নাথ!
তুমিও নির্দ্দয় হোলে মোরে!
হা কৈকেয়ি!
পতিপুত্রহারা কৈলি মোরে!
রাম রে!
একবার দেখে যা রে,
তোর শোকে কি ঘটিল আজ,
পড়িল অশুভ বাজ শিরে,
ডুবিল অযোধ্যাপুরী বিষাদ-পাথারে!
অকালে মরিল তোর পিতা!
বিধবা হইল তোর দুঃখিনী জননী!
হায়, রাম! হায়, রাম!
(রোদন)

সুমিত্রা।—মহারাণি!
সহেছি অনেক শোক প্রাণে,
সহ্য নাহি হয় আর;
তব সম আমিও অনাথা,
আমিও হইনু পুত্রহারা!
তোমারে সান্ত্বিতে,
ছিনু আমি নিজ শোক সহিয়ে অন্তরে,
পারি না—পারি না আর;
স্বামিভয়ে ভীত ছিনু,
তেঁই সে পারি নি নিভাইতে শোক-জ্বালা;
নিভা'ব নিভা'ব আজ,
স্বামিহন্ত্রী কৈকেয়ীরে শতখণ্ডে বধি';
করিব নিশ্চয় আজ
কৈকেয়ীর পাপরক্তে শোকের তর্পণ।
(গমনোদ্‌যোগ)

কৌশল্যা।—(বাধা দিয়া)—
না, ভগিনি! নাহি কর হেন কাজ,
যবে রাম ফিরিবে গো, কি ক'বে আমায়?
না দেখিবে মুখ মোর!
ক্ষান্ত হও, লক্ষ্মণ-জননি!
আমা' দোঁহাকার জন্ম শোক ভুঞ্জিবারে!
হা নাথ! কোথায় গেলে!
কোথা বাপ, রাম রে আমার!
শোকে শোকে আকুল পরাণ!
দেখে যা রে অভাগী মায়েরে তোর!

সুমিত্রা।—হা বিধাতা!

কেন রে নির্দ্দয় এত হ'লি!
কেনইকলি হেন সর্ব্বনাশ!
প্রাণের কুমার লক্ষ্মণ আমার,
প্রাণপুত্র শ্রীরামের সনে
আঁখি ছাড়া হ'ল!
পতিহীনা হইনু আবার!
শোকের উপরে শোক দিলি!

কৌশল্যা।—সুমন্ত্র রে!
এ কি হ'ল—একি হ'ল মোর!
কেবল যন্ত্রণা বাড়ে,
মৃত্যু কেন হয় না রে! হায় হায়!
চল, মন্ত্রী! ভূপতির মৃত দেহ ল'য়ে,
যাই যাই রামের গোচরে;
এ পাপ শ্মশানে না থাকিব আর!

সুমন্ত্র।—জননি গো! প্রভুশোকে কাতর পরাণ!
হায় হায়,
কেন দিনু এ শোক-বারতা
মহারাজে আজি!
আমা' হ'তে এ দারুণ মহা-সর্ব্বনাশ!
কিন্তু কি করিব, হায়,
রামের আজ্ঞাও নাহি হেলিবারে পারি।
অদৃষ্টে যা' ছিল হ'ল সংঘটিত;
কিন্তু এবে ভূপতির এ মৃত শরীর
অনাবৃত রাখা ভাল নয়,
তৈল-দ্রোণী মাঝে রাখাই উচিত
সুরভিত তৈলে ডুবাইয়া।
আজিই পাঠাই দূত কেকয়নগরে
আনিতে ভরতে ত্বরা;
তিনিই আসিয়া
করিবেন এ দেহ সংকার
এ অযোধ্যা-শ্মশান-শ্মশানে!

[দশরথের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

অবসর-সরোজিনী।

তৃতীয় ভাগ।

ভক্তি-পরীক্ষা।*

১

কৈলাস গিরিবর, রাজত কলেবর,
দূর—দূরন্তর আকাশ-ভেদী;
পূত পবিত্র স্থল, হিম-জল ঝলমল,
যোগিবর শঙ্কর-বেদী।
আঁখি চলে যত দূর, গিরিদেহ তত দূর,
ঘনগণ খেলে গিরি-কোলে;
ঊর্দ্ধে প্রভাত-রবি, রক্তবরণ ছবি,
নিম্নে জলদ-দল দোলে।
ভৌধর তরুকুল, অগণিত ফল ফুল,
নধর অধরে লতা হাসে;
মৃদু পরিমল-আণী, গুঞ্জন স্বরভাষী,
অলিদল উড়ে ফুলপাশে।

২

নির্ঝরি ঝরঝরি, ঝরে ভূধর'পরি,
লুটিপুটি তটিনী গড়ায়;
বাতজাত ফেনরাশি, ভাসি'ছে হাসি' হাসি',
বুদ্বুদ জনমি' মিলায়।
নটন-নিপুণ বায়, তরু-পাশে ভিখ চায়,
দাতা তরু ঢালে ফুলরাশি;
পবন সে ফুল-ডালি, নির্ঝরে দেয় ঢালি',
চলে জলে ফুলদল ভাসি'।
কীচক-বিঁধ-মাঝে, বায়ব বেণু বাজে, †
শাখি-শাখে পাখী করে গান;
সে তুমুল শবদ সনে, শঙ্কর শোনে কানে,
আর এক সুধামাখা তান।—
"প্রভু হে!—প্রভু হে!"
এই সেই সুধামাখা তান।

৩

ধ্যান-মগন হর, শার্দ্দূল-ছাল'পর,
সারা নিশি মুদিত নয়ান;
অচল উপরি যেন, দ্বিতীয় অচল হেন,
শঙ্কর অচল মহান্।
এলায়িত জটজূট, শিলাতলে লট পট,
জটে জটে জড়িত ভুজঙ্গ;
লম্বিত হাড়মালা, লুণ্ঠিত বাঘ-ছালা,
সম্মুখে ডমরু করঙ্গ।
ধবল অচল তনু, অযুত নিযুত ভানু,
ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ;
জটমূলে কল কল, উছলি'ছে ছল ছল,
গঙ্গা-সলিল-বিভঙ্গ।

* এই কবিতাটির ছন্দ বিদ্যাপতির অনুকরণে লঘু গুরু ধরণে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচিত পদাবলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা পড়িতে অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যাঁহারা নব পাঠক, তাঁহারা একটু সুর করিয়া লঘু-গুরু ধরণে পড়িবেন। ছন্দের সকল স্থলে আক্ষরিক লঘু-গুরু-ধরন বজায় করা হয় নাই; তাল, লয় ও যতির উপর নির্ভর করিয়া পড়িলেই ঠিক্ হইবে। প্রথম বারে না হয়, দ্বিতীয় বারে ঠিক্ হইবে।

† কীচক (ফেউড় বাঁশ) বিঁধ (ছিদ্র) মধ্যে বায়ু সঞ্চারিত বা বায়ুজনিত বাঁশী বাজে।

৪

মুদিত-নয়ন হর হৃদি-শতদল-মাঝে
মূল-শকতি প্রকৃতিরে
ভাব-বিভোরে ভাবে, বাহ্য চেতন নাহি,
ত্রিলোচন ভাসে প্রেম-নীরে।
"প্রভু হে!—প্রভু হে!"
পুন সেই মধুমাখা তান
শোনে কানে শিব ধ্যানবান।
অন্তর-মাঝে পুন, "প্রভু হে!—প্রভু হে!"
বাহ্যান্তরে এক রব;
ধ্যান-ভগন হ'য়ে, মেলে হর ত্রিনয়ন,
মুখে বলে জয় জয় রব।

৫

সম্মুখে জ্যোতিময়ী মূল প্রকৃতি সতী
ভগবতী পার্ব্বতী দেবী
অচল উজলি' করে, দাঁড়াইয়া যোড় করে,
গিরি'পরি জ্যোতির ছবি।
"প্রভু হে!—প্রভু হে!" ডাকিল শঙ্করী,
শঙ্কর বলে,—"কেন, তারে!
প্রাণ-আসন ছাড়ি', বাহিরিলে তাড়াতাড়ি,
বল, সতি! বল, দেবি! মোরে?
যোগময়ি! তব যোগে, অন্তর মাঝে জেগে,
বাহিরে ছিনু ঘুম-ঘোরে;
মূল-প্রকৃতি তুমি, মূল-শকতি তুমি,
বাঁধা আমি তব প্রেম-ডোরে।
বাহিরে তোমারে আমি, পত্নী আমার হেরি,
অন্তরে হেরি এক আর,
বিষ্ণু-শরীর হোতে, ভাসি' জ্যোতির স্রোতে,
হও ব্রহ্ম-ধাতু-মণাধার।

৬

"কত সে ভুবন নব, গড় তুমি পলে পলে,
কত জীব, গণা নাহি যায়;
স্থাবর জঙ্গম, জড়াজড় চরাচর
শূন্য-আকাশ-কোলে ধায়।
ব্রহ্মা কত শত, ইন্দ্র কত শত,
কত শত শিব-আমি জন্মি,
অদ্ভুত কৌশল, যন্ত্র-পুতলি সম
উঠি বসি, সবে সমধর্ম্মী।
কারণ-বারি-তলে ভাসি সকলে মিলে
নাহি মিলে কূল কিনারা;
আঁধারে আঁধারে ভাসি শুধু চৌধারে
সে আঁধারে তুমি ধ্রুব তারা।
আশ্রয়ি' তব পদ, করম-ভূমিতে উঠি,
তোমারি মহিমা করি গান;
বসি' মহাযোগাসনে, আমি-শিব একমনে,
তব পদ হৃদে করি ধ্যান।
জ্যোতিময়ী সে মূরতি, হৃদয়ে জাগিতেছিনু,
সে মূরতি বড় ভালবাসি;
কেন,দেবি! হৃদি ছাড়ি', বাহিরিলে তাড়াতাড়ি
লীলাময়ি! কহ তা' প্রকাশি'?

৭

শঙ্কর-বাণী শুনি' পুন যুড়ি' যুগপাণি,
শঙ্করী কহে ধীরভাষে:—
"প্রভু হে!—প্রভু হে! যা'ব জনক-গেহে,
মাগি বিদায় তব পাশে।
ষষ্ঠী-রজনী গত, সপ্তমী-পরভাত,
সমুদিত লোহিত সূর্য্য;
বাসনা জাগে মনে, নিরখিব লোচনে—
জনক-জননী-পদ পূজ্য।
আদেশ বিনা তব, হে ভব! হে ধব!
দাসী তব যাইবারে নারে;
জনক-জননী স্নেহ তিন দিন ভুঞ্জিব,
দশমীতে হেরিব তোমারে।"

৮

ব্যোম দিগম্বর, রাজত বপুধর,
তাপসবর হর হাসে;
গম্ভীর আস্য, গম্ভীর হাস্য
লোচনে লাস্য বিকাশে।
গম্ভীর রাবে, ডাকিল শঙ্কর—
"ধনপতি!— ধনপতি!"
কুবের করপুটে, এই পড়ে এই উঠে,
আসিল ঝটপতি।

ধূর্জ্জটী কহে তবে,—"গৌরী আজি হে যা'বে
হিমবাসে জনক-নিবাসে ;
যোগিনী হ'বে রাণী, এইমত করি' তুমি,
সজ্জিত কর ভূষাবাসে।"

৯

পশুপতি-অনুমতি শিরে ধরি' ধনপতি
ধাইল আপন বাসে ;
ভাণ্ডার চুনি' চুনি' দীপ্ত রতন মণি
আনিল শঙ্করী-পাশে।
অঙ্গ-সুশোভন আনিল ভূষণ,
হেম-ফুল-কৌশিক-বাস ;
চারু রতন-চুর, রুণু ঝুনু নূপুর,
কেয়ূর নয়ন-বিলাস।
মণিকমণ্ডিত কুণ্ডল আনিল,
হীরকমণ্ডিত বালা ;
মরকত-বিখচিত সীঁথি সুশোভন,
গজমতি-শতনরী-মালা।
দিগন্ত-ভাসিত, অনন্ত-স্ফুরিত,
উজ্জ্বল মুকুট সুছাঁদ ;
মুকুট উপরি কিবা ঝলমল চল বিভা,
চকমক শত শত চাঁদ।

১০

সাজ ভবন-মাঝ, কুবের রাখে সাজ,
রাখিল দর্পণ চারু ;
জগত-জননী তথি পশিয়া ত্বরিতগতি,
ভূষিল অঙ্গ সুচারু।
যদি যেই ভূষণ কৈল সুশোভন,
নাহি মিলে নূপুর ভূষা ;
সাজ-ভবন ছাড়ি' বাহিরিল তাড়াতাড়ি,
পূব নভ ছাড়ি' যেন ঊষা।
সাজ-ভবন-দ্বারে নন্দী কেশরী ধ'রে
দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে ;
কুবের নূপুর ল'য়ে, নন্দীর পাশে গিয়ে,
মনে মনে কিবা যেন ভাবে।
পার্ব্বতী তথি আসি' কুবেরে কহে হাসি',—
"রে কুবের ! নূপুর কই ?"
কুবের নূপুর-করে, কহিল ভকতি-ভরে,—
"এই যে নূপুর, দয়াময়ি !
সিংহ-উপরি তুমি বৈস উঠিয়া, মাতা !
বড় সাধ জাগি'ছে মোর ;
সভকতি নিজ করে সাজাইব ধীরে ধীরে
নূপুরে শ্রীচরণ তোর।"
শঙ্করী হাসি' ধীরি, আরোহে হরি'পরি,
আহা, কিবা শোভা পরকাশ!
সিংহবাহিনী তারা, ত্রিভুবন মূলাধারা,
জ্যোতির জ্যোতি-সারা সূর্য্যপ্রভাস।
কুবের সেইখন রাতুল শ্রীচরণ
আপন মস্তকে রাখি',
পরাইল নূপুর, জ্যোতি ছুটে বহু দূর,
নন্দী নিরখে দূরে থাকি'।

১১

কুবের মৃদুভাষী নন্দীরে কহে হাসি',—
"হের, ভাই ! পদযুগ-শোভা ;
বল মোরে, নন্দী হে ! দেখেছ কখন কি হে,
হেন শোভা আঁখি মন-লোভা ?
নূপুর দেবী-পায়, উজ্জ্বল ঝল তায়,
আমি বই কে হেন সাজায় ?
নন্দী হে ! দেখ দেখ, চরণ-সাজানো শেখ,
মোর মত সাজাইবে যায়।"
নন্দী হাসিয়া কয়,— "কুবের মহাশয় !
অয়ি কতক বটে শোভা ;
যেরূপ ভাব তুমি, সেরূপ না হেরি আমি,
এ শোভা কি আঁখি-মন-লোভা ?"

১২

দুঃখে সরোষে তবে, কুবের কহে ভেবে,—
"নন্দী হে ! এ কি কহ আজ ?
মম সম তুমি কি হে, হেন চারু বর দেহে
সাজা'তে পার চারু সাজ ?"
নন্দী হাসিয়া কয়,— "তা' নয়—তা' নয়,
অন্য ভূষণ নাহি জানি ;
চরণ-ভূষণ আমি, বোধ হয় ভাল জানি,
তেঁই এই নূপুর না মানি।"

কুবের কহে তবে,—"এ হ'তেও শোভা হ'বে,
হেন পদ-ভূষা তুমি জান ?
ভাল ভাল, তাই দেখি, সাজাইয়া কর সুখী,
কথায় না ভুলি, ভূষা আন।"

১৩

নন্দী ধাইল বনে, ঢুঁড়ি' ঢুঁড়ি' সযতনে,
আনিল ভূষণ সুভাতি ;
ফুল্ল রকত-জবা, ভকত-নয়ন-লোভা,
শ্রীফলদল তিনপাতী।
দূর্ব্বাদল তুলি', রকতচন্দন ঢালি'
রঞ্জিত করিল সুধীরে ;
শ্রীফলদল পরি দূর্ব্বা জবা ধরি'
নব ভূষা গড়িল অচিরে।
দেবীর পদ'পরে, নন্দী ভকতিভরে,
রাখিল ভূষণ মহৎ ;
কোটি গুণ শোভা আসি', চরণে উঠিল ভাসি',
মোহিত হইল জগৎ।

১৪

স্বর্গে অমরগণ ফুল করে বরিষণ,
সমীরণ বংশী বাজায় ;
অপ্সরা মণ্ডলী নাচে কুতূহলী,
কিন্নর তাল দেয় তায়।
নারদ আদি মুনি, মুখে হরিধ্বনি,
শঙ্কর শঙ্করী বাজিল বীণে ;
নটন ঘটন কত, কৈলাস পর্ব্বত
উৎসব-মোহিত সপ্তমী-দিনে।
যন্ত্র-শবদ সনে গায় বিহগগণে,
কাকলি-কলরব ছোটে ;
ভ্রমর-ভ্রমরী-দল ভুলি' ফুল-পরিমল,
শঙ্করী-পদ পাশে লোটে।

১৫

দুর্গ-বিনাশিনী, দুর্গতিহারিণী,
ত্রিলোকতারিণী তারা—
কেশরি-পিঠ'পরি নূতন রূপ ধরি'
হইল অতুল শোভাধারা।
নন্দি-ভূষণ কিবা চরণে বিলায় বিভা,
কুবের অবাক্ হ'য়ে যায় ;
যন্ত্র-পুতলি সম নাহি চলে লোচন,
শরমে মরম ভেঙে যায়।
শ্রীফল দল জবা চরণে বিলায় শোভা
নূপুর শোভাহীন তনু ;
লাল চরণ-তলে লাল কিরণ খেলে
লাল ঘনে যেন লাল ভানু।

১৬

কৈলাস গিরি'পরি "জয় জয় শঙ্করি !"
পুন এই শবদ-তরঙ্গ ;
দূর যোগাসনে শঙ্কর কানে শোনে
নব যোগ পুন হ'ল ভঙ্গ।
ধায় শিব ছুটি' ছুটি', জটজূট লুটি পুটি
আলু থালু শার্দ্দূল-ছালা ;
ধুস্তূর ফুল খসে, ভাল শশী বিমলসে
হড় মড় গল-হাড়মালা।
করধৃত শূল দুলে, আটকে বাঘ ছালে
শূল প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
শঙ্করী পাশে হর ধাইল সত্বর
মুখে "জয় শঙ্করি !" গাহি'।

১৭

গৌরী-সমীপে গিয়ে, হেরে হর আঁখি চেয়ে
ত্রিলোচন অচল উল্লাসে ;
"জয় জয় শঙ্করি ! জয় শিবসহচরি !"
বলে শিব গদগদ-ভাষে।
প্রেম-বিভল হর ডগমগ প্রেমভর,
মুখে পূরে ভীম বিষাণ,
গাইল ঘোর রবে, জাগল জীব সবে,
উদ্দেশে করিল প্রণাম।
শৃঙ্গ হাঁকিল জোরে, দূর-দূরন্তরে
ধাইল নভভেদী নাদ ;
"জয় জয় শঙ্করি ! জয় শিব-সহচরি !"
নির্জীব জীব-বিষাদ।

১৮

ধূর্জ্জটী বলে পুন,— "কে রে সেই সুনিপুণ,
কে রে সেই ভকত-প্রধান?
পার্ব্বতী-পদ'পরে হেন ভূষা কে দিল রে,
আয়, তা'রে করি কোল দান।"
এই বলি' ধূর্জ্জটী, মেলি' মহাবাহু দু'টি,
কোল দিতে ছুটি' ছুটি' ধায়;
নন্দী ভকতি-ভরে, ভূমি-লুটিত শিরে
শঙ্কর-চরণে লুটায়।
"নন্দী রে!—নন্দী রে। আয় কোলে, আয় আয়,
ধন্য তোর ভূষা-শিক্ষা;
কুবের চেয়ে তোরে বাড়াইনু আমি রে,
করি তোর ভক্তি-পরীক্ষা।"

নলিনী।

নৌকা মগ্ন!—আশা ভগ্ন।

(গীতিকা)

১

"হাস রে তরু! হাস রে লতা!
আমিও হাসি তোদের সনে।
অনেক কেঁদে, আজকে হাসি
জাগ্‌ছে আমার নতুন প্রাণে।
ওরে ও তরুলতা!
শোন্‌ রে কথা,
বলি তোদের কানে কানে;—
যে আমায় ব্যথা দেছে,
সে যে আজ্ আস্‌বে কাছে,
সকাল বেলা ব'লে গেছে
সখী তা'র,—
'কেঁদ' না—কেঁদ' না তুমি আর।'

২

"আমি ব'ল্লেম তা'কে,—
কেন, সখি, কাঁদ্‌বো না?
সবাই যদি হাস্‌বে, তবে
কাঁদ্‌বে কে আর বল না?
আমি জানি, সখি, তোমার সখী
বড়ই সুখী হয়
দেখ্‌লে আমার চোখের্ জল্,
তা' বই সুখী নয়।
তাই তো আমার্ কাঁদায় এত
মর্ম্মে দিয়ে বেদনা!
ঐ দেখ ঐ দেখ, সখি, সরসী থেকে
কোমল কমল পাতা তুলে,
হতাশ হ'য়ে চোখের জলে
পূর্ণ কোরে ঐ রেখেছি, সই!
কমলপাতা শুকিয়ে গেছে,
নয়ন-বারি শুকালো না।
না ভুল্‌লে, সই, তোমার সই সে ছলনা,
পরেও এ জল শুকা'বে না শুকা'বে না!

৩

"ওরে ও তরু লতা, এ বার ব্যথা
ব্যথা পেয়ে যা'বে;
যে মোরে দেছে ব্যথা, আস্‌বে হেথা,
কইবে কথা, অশ্রু মুছে দেবে।
সখী তা'র বলে গেছে;—
'চাঁদের আলো খেল্‌বে যখন্
নীল্ আকাশে;
ফুলের্ সুবাস উড়্‌বে যখন
ধীর্ বাতাসে;
কালো অলি ফুলের কলি
কিম্বা ফোটা ফুল
চিন্‌বে নাকো, পালিয়ে যা'বে,
লাগ্‌বে ধোঁকার্ ভুল;
আকাশ হ'বে জোছনা-মাখা,
নীলের গায়ে ধবল রেখা;
সে তখন দিয়ে দেখা,
কান্না ফিরে নেবে।'

৪

"কান্না ফিরে নেবে?—
কান্না ফিরে নেবে।

তবে কি এসে সে রে, নয়ন-নীরে
ভেসে যা'বে ?
আমি না হয় কাঁদ্‌ছি দুখে,
আমি না হয় মলিন মুখে
জ্বালার শিখা সচ্চি বুকে,
সে কেন কোমল প্রাণে অশ্রু-বাণে
দুঃখ পা'বে।
বল্ রে বল, তরু লতা!
কেন রে এমন্ কথা
বোল্লে সখী তা'র ?
নয়ন-ধারে নয়ন-ধারে
ধারের প্রতিকার ?
না না, আমি আমার তা'রে
আমার মত নয়ন-ধারে
এমন ক'রে ভাস্‌তে দেবো না।
আমার সে সরলপ্রাণা
তাই তো তা'র নাইকো জানা
সুখ দুঃখ কা'রে বলে,
তবে তা'য় নয়ন-জলে
ভাসা'ব না—ভাসা'ব না।

৫

"তাই বলি, রে তরু লতা!
যা'রা যত আছিস্ হেথা,
সবাই মিলে ঘুচাস ব্যথা
আমার তা'র।
এখন্ থেকে হাসতে সুরু
কর্ রে সব্ লতা তরু!
হাসির রেখা থা'ক্ রে দেখা চারি ধার।
কাঁদ্‌লে পরে কান্না আসে,
হাস্‌লে ঝরে হাসির ধার।
এই জগতে অনেক্ জগৎ আছে,
হাসির জগৎ কেবল্ তোদের কাছে।
হাস্‌বি যখন্ তোরা,
আপ্‌নি সুধার ধারা
তোদের হৃদয় হ'তে
বোয়ে যা'বে স্রোতে
কোমল হৃদে তা'র;
হাস্‌বে সে আমার—
কত হাস্‌বে সে আমার!

[ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা আসিল-তখন রূপেন্দ্র নদীতটস্থ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন

৬

"নদীর্ পারে পাহাড়্ আড়ে
নাম্‌লো রাঙা রবি।
পূর্ব্ব ধারে সুধাধরে
জাগ্‌লো চাঁদের ছবি।
আলো ঠেলে আঁধার আসে,
ঠেলাঠেলি কিসের আশে ?
ও———বুঝেছি,
তপন্-ভয়ে গোপন্ হোয়ে
আঁধার ছিলো দূরে,
(এখন্) সময় পেয়ে চোল্লো ধেয়ে
আলো মুখে পুরে।
কিন্তু হেথা চাঁদ পেতে রূপের ফাঁদ
হীরের দীপে জ্বাল্‌লে আলো;
আবার পালায় আঁধার্ কালো।
আমারো প্রাণের আঁধার যা'বে ঘুচে,
যা'বে ঘুচে আঁধার-মাখা
বিষাদ-রেখা।
এই চাঁদকে হারিয়ে রূপে—হারিয়ে আলোয়
সেই চাঁদ মোর এই এখনি
দেবে দেখা—দেবে দেখা।
থাম্ রে নদীর জল!
থাম্ রে কল কল!
থাম্ রে বায়ু, একটুখানি;
খানিক দাঁড়া চুপ্‌টি কোরে;
একবারটি শুন্‌তে দে রে,
ঐ বুঝি আসছে—দাঁড়া—শুনি।

৭

দাঁড় বুঝি পোড়্‌ছে জলে ওই,
দাঁড়্ ফেলার শব্দ আসে; না না—কই কই?

জোছনা জলে ভাসে, তবু সে নাহি আসে,
জোছনা গিরিশিরে গড়া'য়ে পড়ে ধীরে,
জোছনা তরুদলে কত যে ঝলমলে,
জোছনা ফুলে ফুলে ঘুমা'য়ে পড়ে ঢুলে,
জোছনা দূরে কাছে, জোছনা আগে পাছে
গড়া-লুটি খায়,
জোছনা ঘুম-ঘোরে চায়।
তবু সে আমার পাশে নাহি আসে
কিসের তরে?
জোছনা দেখেও কি রে, চায় না ফিরে,
রৈলো দূরে?
না না, সে তেমন নয়,
হয় ত সে বোঝে নি রে সঙ্কো কা'রে কয়,
তাইতে তা'র এত দেরি হয়।"

[রূপেন্দ্র নদীতীরস্থ শৈলশিখরে দাঁড়াইয়া এইরূপ বলিতেছেন, এবং নলিনীর আগমন অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এ দিকে]—

৮

নদীর বারি বই'ছে খর টান,
আপন মনে যাচ্চে চোলে,
জোছ্না-মাখা প্রাণ।
আকাশেও আপন মনে জলদ চলে,
নামটি জলদ, জলদগতি গেছে ভুলে।
জোছ্না-নেশায় বুঝি মেঘ
ঘুমের ঘোরে যাচ্চে চোলে,
তাই নাইকো বেগ।
এমন সময় নদীর তীরে
কে ওই এলো ধীরে ধীরে,
বনের দেবীর ছবি—কেমন না?
বনদেবী নয় নলিনী যে,
বনের ফুলের সাজে সেজে,
ঐ দাঁড়ালো, থাম্‌লো ছোট পা।
তখন্ মেঘ সরিয়ে, ব্যস্ত হোয়ে,
চেয়ে দেখে চাঁদ,
চাঁদের চেয়েও 'এ চাঁদ ভাল,
চাঁদ ধর্‌বার ফাঁদ।
চাঁদ ছাড়িয়ে অনেক্ দূরে
অবাক্ হোয়ে চুপ্‌টি কোরে
ছোটো বড় হাজার হাজার
তারা চেয়ে রয়,
তারায় তারায় হ'চ্চে কথা—
'ঐ চাঁদটি চাঁদই বটে,
এ চাঁদ চাঁদই নয়।
নদীর তীরের চাঁদের ছায়া
এ চাঁদ সুনিশ্চয়।'

৯

রূপ-সোহাগী নলিনী তখন
ধীরে ধীরে নৌকা'পরে
ক'র্লে আরোহণ।
ঝুল্‌ছে পিঠে খোলা চুল,
দুল্‌ছে কানে ফুলের দুল,
ফুল-সোহাগী, ফুলে ফুল,
ফুলের নলিনী!
গলায় দোলে ফুলের মালা,
ফুলের মুকুট, ফুলের বালা,
ফুল-প্রতিমার ফুলের খেলা,
ফুলের দোলনী।
ফুল-সাজনির ফুলের কুঁড়ি
উঠ্‌ছে ফুটে তাড়াতাড়ি,
ও—নয়ত ফোটা, দেখার ঘটা,
চক্ষু মিলে চায়;
নলিনীর রূপটি দেখে
ফুলেরা চোখে চোখে
রূপের মধু খায়।
নলিনী ভাব্‌ছে মনে ফুলের পানে
চেয়ে চেয়ে—
'ফুলেরা আমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।'
ফুলেরা ভাব্‌ছে মনে—
'আমাদের গরব মিছে,
নলিনীই রূপ-জগতে আলোর আলো।'

১০

নলিনী—
কোমল করে থুয়ে দড়ি,

স্রোতের দিকে তরীর পাড়ি ;
হেলে দুলে নৌকো চলে,
নলিনী হাওয়ায় দোলে ;
অজড় কূলে জড় কূলেতে জড়াজড়ি।
দু'ধারে শৈল-শ্রেণী,
মাঝারে জলের বেণী,
কুলুকুল্ জলের ধ্বনি
ধীর সমীরে ছড়াছড়ি।
নলিনীর প্রাণের প্রাণ,
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে,
নলিনী আস্‌বে কখন্
কেবলি ভাব্‌ছে মনে।
এখানে তরীর'পরে
নলিনী ভাব্‌ছে মনে—
'আমার সে ভাব্‌ছে কত
যাব গো কত ক্ষণে।'

১১

নলিনী ধোরে গান,
হাওয়ায় ভেসে উঠ্‌লো তান।
সে গান এই—
"হীরের বরণ চাঁদের কিরণ ভাস্‌ছে জলে,
কিরণমাখা জলে ভেসে চল্ রে তরী স্বরার কোলে।
ও মেঘ! চাঁদকে ঢাকিস্ নে, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে,
তরী যেমন ভেসে যায়,
তেম্নি তুই ও গগন-গায়
চল্ রে ভেসে ভেসে ভেসে হাওয়ায় চলে ;
আমি যাই জলে জলে, চল্ তুই মেঘ কলে কুলে।"

[ক্ষুদ্র নৌকা নলিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কতদূর চলিয়া গেল। নলিনী এই কতক্ষণ যে মেঘখণ্ডকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছিল, সেই মেঘখানা সহসা [illegible] উঠিল। অন্যান্য মেঘ আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল, চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইল। এমন সময় নদীতে নৌকার প্রতিকূল বায়ু তুফান তুলিল।]

১২

ক্ষুদ্র তরী অধীর হোলো
ঘোর তুফানের ঘায়।
নলিনী আকাশ পানে চায়।
মেঘের গায়ে ছুট্‌ছে মেঘ,
ওলট পালট বায়ুর বেগ,
ক্ষুদ্র তরী - যায়—যায়—যায়।
ফুলের মুকুট উড়ে গেল,
ফুলের মালা ছিঁড়ে গেল,
চিকণ চিকুর এলোমেলো,
আঁচলখানি ওড়ে।

জলের ঢেউ পাগল হোয়ে
ধাক্কা মারে তরীর গায়ে—
ক্ষুদ্র তরী তোড়ের ঘায়ে
ওলট খেয়ে পড়ে।

১৩

ডুব্‌লো জলে নৌকোখানি,
ডুব্‌লো জলে কোমল প্রাণী,
ডুব্‌লো জলে রূপের আশা,
ডুব্‌লো জলে ভালবাসা।
কোমল জলে কোমল দেহ ডুব্‌লো রে!
চাঁদ ডুবেছে মেঘের কোলে,
ডুব্‌লো এ চাঁদ নদীর জলে,
ডুব্‌লো দু'চাঁদ, আঁধার হ'লো,
এক পলকে সকল গেলো,
রূপেন্দ্রের ভরাট আশা ভাঙ্‌লো রে!
জলের স্রোতে, আকুল চিতে
নলিনী ভেসে যায়,
অবশ হ'লো কোমল দেহ,
জানে না সাঁতার তায়,
উঠতে যত যত্ন করে,
ডুবছে তত দেহের ভরে,
ভাসছে জলে এলো-চুল,
ভেসে গেলো গায়ের ফুল।
উপর পানে এক্ এক্ বার
হাত দু'খানি ওঠে,
মৃদু মুখে ভাঙা কথা ফোটে—
"নাথ! যাই—যাই!"
আর কথা নাই।

১৪

নদীর তীরে শৈল-চূড়ে
রূপেন্দ্র দাঁড়িয়েছিলো,
ঝড়ের জোরে বৃক্ষ ধোরে
জলের পানে চেয়েছিলো।
এমন্ সময় চম্‌কে হৃদয়
শুন্‌তে পেলে কানে—
"নাথ! যাই—যাই!"
অমি রূপেন্দ্র চেঁচিয়ে বলে
আকুল হ'য়ে প্রাণে—
"প্রিয়ে! ভয় নাই!"
রূপেন্দ্র এই-না বোলে, পূর্ণ-বলে
শৈল-চূড়া হ'তে,
নলিনীর রক্ষা হেতু ঝাঁপিয়ে পড়ে
তুফান-পাগল্-স্রোতে।
ডুব্‌লো জলে দেহের ভরে,
উঠ্‌লো ভেসে খানিক পরে,
দেখ্‌লে চেয়ে চারি ধারে
কোথাও কিছুই নাই—
অনেক দূরে ক্ষীণ স্বরে
শুন্‌লে শুধু—"যাই!"
এমন সময় পাল্‌টা দিয়ে
তুফান-বায়ু গর্জ্জে ধেয়ে,
দ্বিগুণ আকুল ক্ষুদ্র তটিনী।
হা! রূপেন্দ্র, কোথা!—হা! কোথা নলিনী!

জন্মাষ্টমী।

১

গভীর গভীর, অতীব গভীর বিভাবরী; আঁধার আঁধার চারি ধার নিবিড় তমসে;
আকাশের কোলে স্তরে স্তরে ছুটে মেঘ; দিগন্ত ঝলিয়া ঘন ঘন বিজলী ঝলসে।*

* যে ছন্দে এই কবিতাটি লিখিত হইল, এটা পড়িতে অনেকের ভাল লাগিবে না, কিন্তু একটু বুঝিয়া পড়িলে আটকিবে না। নিতান্ত কথায় পড়ার মত না পড়িয়া একটু সুরের মাত্রা দিয়া পড়িলে ছন্দের ছাঁদ পাওয়া যাইবে।

ভাদ্র মাস, অষ্টমীর নিশি, কৃষ্ণপক্ষ তায়,
নীরব নীরব দশ দিশি, জগৎ ঘুমায় ;
কোলাহল দিবসের বেলা, নিশাকালে স্বপনের খেলা,
অনন্ত প্রাণীর প্রাণ মাঝে জাগিল স্বপন,
মানুষ ঘুমা'লে স্বপ্ন জাগে, জাগিলে মরণ।
যমুনা তটিনী উলটি পালটি ব'য়ে যায় ; ভাদ্রের প্রবল স্রোত ধায়, ভীষণ গর্জ্জন ;
যমুনার তটে ঘুমাই'ছে মথুরানগরী ; যমুনার এ হেন গর্জ্জনে নাহি জাগরণ।

২

কংসের কঠিন কারাগারে, নয়নের ধারে, বসুদেব দেবকী ভাসি'ছে হা হুতাশে,
মুখে নাহি কথা, হৃদয়ের নিদারুণ ব্যথা, ঘন ঘন উথলি'ছে দীঘল নিশ্বাসে।
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা নারায়ণ দেবকী-উদরে
পুত্ররূপে জনমিয়া কাঁদে ভূমির উপরে ;
বদনে অনন্ত জ্যোতি ছোটে, কারার আঁধারে আলো ফোটে,
কারাবাসী পিতা মাতা অবাক্ হইয়ে চেয়ে রয়,
পুত্র পেয়ে আনন্দ অপার, পুন মনে জাগে কংস-ভয়।
দেবকীরে বলে বসুদেব,—"দেবি ! দেবি ! বিষম বিভ্রাট অবিলম্বে হইবে ঘটন ;
দরিদ্রের এ অমূল্য নিধি কংস কেড়ে নিয়ে, আছাড়িয়ে শিলাপটে করিবে নিধন !।

৩

"বড়ই নির্ম্মম কংস, দুরাচার দস্যু ভ্রাতা তব, প্রাণে তা'র দয়া-বিন্দু নাই ;
আমাদের চক্ষের উপরে বধিবে প্রাণের শিশু ; হায় হায়, কোথায় লুকাই !
রহ তুমি কিছুকাল হেথা, প্রাণ-ব্যথা চেপে,
গোকুলে নন্দের গৃহে যাই, খুব চুপে চুপে।"
এতো কহি' কোলে ল'য়ে ছেলে, চুপি চুপি বসুদেব চলে,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে, আগু পাছু চায়,
অর্গলিত কারার দুয়ার দেখে ভয় পায়।
কারা-দ্বার খুলিল আপনি, দেখে পিতা পুত্রে ল'য়ে কোলে, ঘুমায় রক্ষকদল ;
শ্রীহরি স্মরিয়া পথে চলে, কোলেই মুদিত আঁখি হরি ; ডাকে মেঘ, ঝরে বৃষ্টিজল।

রাধাষ্টমী।

১

শরতের সপ্তমী-রজনী প্রভাত হইল ধীরে ধীরে ;
সপ্তমীর সপ্ত-কলা-শশী নাহি প্রাতে আকাশ-শরীরে।
অষ্টমীর অধিকার, মঙ্গল-প্রভাত, উষার ধূসর আভা পূরবে বিভাত ;

সুদূর আকাশে নব রবি,　　নীলিমায় লোহিতের ছবি,
ভাঙা মেঘ ভেসে যায় নীল-লাল-নীরে।
আগে আগে ঊষাদেবী যায়, ফিরে চায় ডাকিয়া রবিরে ;
পাছে পাছে চলে দিবাকর মাণিক-মুকুটখানি শিরে।

২

নিশির শিশির-মাখা পাখী, শাখি-শাখে থাকি' পাখা ঝাড়ে ;
গুঁড়া গুঁড়া শিশিরের কণা ঝুরু ঝুরু ছিটাইয়া পড়ে।
ফোটা ফুলে টলমলে শিশিরের ফোঁটা, শিশিরের ভারে ফুল অবনত-বোঁটা ;
সুধায় মিশেছে হিমজল,　　আকুল তৃষিত অলিদল,
আশায় হতাশ হ'য়ে ফুল-পাশে ওড়ে।
মনোহরা ব্রজপুরী মাঝে বড় বড় প্রাসাদের চূড়ে
প্রভাত-ভানুর নব কর নভ হ'তে গড়াইয়া পড়ে।

৩

ব্রজমাঝে সাজে চারু সাজে বৃষভানু রাজার উদ্যান ;
মনোহর সরোবর কিবা, জল-বিভা স্ফটিক সমান।
প্রফুল্ল কমল-দল—শোভার আধার—　সরসী-উরসে ভাসে, অচল সাঁতার ;
ছোট বড় পদ্ম-পাতা সারি　　ছেয়ে দেছে সরোবর-বারি,
মরকত-চক্র যেন জলে ভাসমান।
সেই সরসীর শীত-জলে করিবারে প্রাভাতিক স্নান
উপনীত হইলেন আসি' রাজা বৃষভানু পুণ্যবান্।

৪

সোপান বাহিয়া মহারাজ নামিলেন সরোবর-জলে,
শরীরার্দ্ধ উপরে জাগিল, শরীরার্দ্ধ সরোজল-তলে।
ডুব দিলা মহারাজ "হরি হরি" বলি',　ডুবি' জলতলে হেরে জলন্ত বিজলী ;
মধুর মঙ্গল বাদ্য বাজে,　　হুলুধ্বনি রমণী-সমাজে,
জলদেবীগণ কত নাচে তালে তালে।
উজ্জ্বল জলের মাঝে রাজা হেরিলেন নয়ন-কমলে—
জ্যোতির্ম্ময়ী শতদল কোলে জ্যোতির্ম্ময়ী শিশু-বালা দোলে।

৫

বিস্ময়ে চমকি' বৃষভানু জলতল ছাড়ি' অচিরায়
মগ্ন মুখ তুলিয়া উপরে, কি ভাবিয়া চারি ধারে চায়।
জ্যোতির্ম্ময় শতদলে জলের ভিতরি　হেরেছিলা যে বালারে, সেই অলোক
বিশাল প্রফুল্ল শতদলে　　ঘুমাইয়া ধীরে টলমলে,
প্রফুল্ল কমলে ফুল্ল কমল লুটায়।
স্নেহমাখা বদন-কমলে জ্যোতিশ্ছটা ঝকমকি' যায়,
শূন্যে মেঘ আরোহণে, সুর ঋষি ফুল বরিষায়।

৬

প্রাণভরা কন্যা স্নেহ-ধারা জাগি' উঠে বৃষভানু-প্রাণে,
"এই কন্যা হরিপ্রিয়া রাধা" দৈববাণী শোনে রাজা কানে।
"মা আমার! মা আমার! আয় কোলে আয়!" এই বলি' কন্যা তোলে বৃষভানু রায়;
অযোনিজা আদ্যাশক্তি রমা শ্রীহরির প্রেমের মহিমা
শিখাইতে ভক্তগণে আইলা ভুবনে।
আনন্দ-বিভোর বৃষভানু পূর্ণ-স্নেহে চেয়ে মুখ পানে
কোলে ল'য়ে প্রাণের কুমারী চলে ত্বরা রাণী সন্নিধানে।

ভক্তের রোদন।

(রূপক)

১

মা গো!
আশা ছিল, আশাময়ি!
আশ মিটা'য়ে পূজ্‌বো তোরে;
মনের আশা মনেই ভাসে
ঘোর নিরাশার স্রোতে ঘুরে।
ক'চ্চি আমি চেষ্টা কত,
তবুও যে হই মর্ম্মাহত,
মর্ম্মময়ি! মর্ম্ম-ব্যথা
কর্ম্মফলে কেবল বাড়ে।
আশা কি আর হাসবে না, মা,
আন্‌বে না আর আঁধার ছেড়ে?
কই আর হাসে? কই বা আসে?
কেঁদে কেঁদেই চল্লো ভেসে,
আধ পলকে ঘট্‌লো প্রলয়
পূজোর বেলা উঠ্‌লো বেড়ে।

২

তারা! তোরে বসাই কোথা?
হৃদয়-আসন কাঁপ্‌ছে বড়,
ব'স্‌লে হেথা পা'বি ব্যথা,
ভাঙা আসন পড়-পড়।
পশ্চিমেতে কম্প সুরু,
কম্প ক্রমে হ'চ্চে গুরু,
পূর্ব্বদিকে দুরু দুরু,
ক্ষীণ হৃদাসন উঠ্‌লো ফেটে।
আবার আমার প্রাণের মাঝে
পাপ-বজ্র ঘোর গরজে,
বজ্রে-বারি নয়ন ব'য়ে বয়,
মা গো! ভেসে গেল সব যে আমার,
রক্ষে নাই আর এ সঙ্কটে।

৩

বাণের জলে ডুব্‌লো চেতন ঘট,
ডুব্‌লো আমার ব্রহ্ম-তালু-তট,
ভেসে গেলো সাধ-জবা ফুল,
চেষ্টা-বাঁধের ভাঙ্‌লো দুকূল,
অকূল পাথার, কোথায় দাঁড়াই, তারা
শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধানের চাষ,
পাপ-বন্যেয় ক'রে গ্রাস,
নৈবেদ্য কোথায় পাবো,
কি দিয়ে তোর প্রসাদ খা'বো?
তুইও ক্ষুধিত, আমিও ক্ষুধায় সারা।

৪

তাপ-ঝড় ঘোর শত্রু হ'য়ে,
প্রীতির কানন ভেঙে দিয়ে
ফল ফুলাদির আশায় দেছে ছাই!
কি নিবেদন ক'র্‌বো তোরে।
কেন এলি ভাঙা-ঘরে?

তুই-শক্তি থাকেও, মা!
শক্তি আমার নাই!
দুঃখ-মড়ক শক্তি নেছে, আমিও ম'রে যাই।

৫

ছেলের মায়া থাক্‌লে কি তোর,
এরা এত দাপট করে?
তুই যত; মা, দয়াময়ী
বেস্ বুঝেছি বিশেষ কোরে!
পাষাণ-মেয়ে—পাষাণ-বেটি!
পাষাণ বেঁধে পাষাণ চিতে,
মা হ'য়ে, ছি! কাঙাল ছেলের
খুব কাঁদা'লি দুঃখু দিতে।
ঢের মা আমি দেখেছি, মা!
তোর মত, মা, কেউ তো নয়;
মা ব'লে তোয় যে জন ডাকে,
যমেও যে তা'র শত্রু হয়।*

৩০এ আশ্বিন, ১২৯২।

কাঠুরিয়া ও যম।

১

"আরে রে জঠরানল!
আর যে আমি সইতে নারি জ্বালা তোর,
আলোয় দেখা'স্ আঁধার ঘোর!
গরিব আমি, নাইকো আমার কেউ,
শূন্য আমার ত্রিসংসার,
শূন্য আমার প্রাণ,
শূন্য আমার আশার বাসা,
শূন্য আমার জ্ঞান।
শূন্য সবি, তুই রে কেবল পূর্ণ হ'য়ে দেখাস্ বল।

২

"একে একে সবাই গেছে,
কেই বা থাকে দীনের কাছে?
দীনের কাছে কেবল আছে অমর জঠর-জ্বালা!
জঠর-জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে,
ঈশ্বরকেও গেলেম ভুলে,
ক্ষুধার জ্বালা এম্নি জ্বালা, হ'লেম ঝালাপালা!
ধিক্ রে জঠর! ধিক্ রে ক্ষুধা!
সয় না যে আর পরাণ-বেঁধা
দারুণ যাতনা!
আর যে আমি হাঁট্‌তে নারি,
ওহো—ক্ষুধার তাড়না!"
এই-না বোলে এক কাঠুরে
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে,
ধীরে ধীরে লাঠির ভরে
যাচ্ছে মাঠের পথে;
বড় বুড়ো, তার ক্ষুধানল

[illegible] পড়ে
ভাস্‌ছে শরীর তা'তে!

৪

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা,
মাথার উপর রবির গোলা;
রোদের চোটে মাটী ফাটে,
কা'র সাধ্য পথে হাঁটে?
তপ্ত হাওয়া লোট্‌কে ধায়
আগুন্-ঝলা ঢেলে গায়;
হাঁফায় পাখী গাছের ডালে,
মহিষ পড়ে ঝাঁপিয়ে জলে;
কুকুরগুলো পুকুর খুঁজে
দিচ্চে পাঁকে পেট্‌টা গুঁজে;
চাতক হাঁকে ফটিক জল,
কোচ্চে ঝাঁ ঝাঁ আকাশতল;
ক্ষেতের মাটী ফুটী-ফাটা,
গরিব বুড়োর কঠিন হাঁটা।
থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌চে বুড়ো, হোতে নারে সোজা,
ধপাস্ কোরে ফেল্লে ভুঁয়ে ভারী কাঠের বোঝা।

* বর্ত্তমান বৎসরের গত বৈশাখ মাস হইতে ৩০এ আশ্বিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কিঞ্চিৎ ছায়া এই কবিতায় রূপকাকারে প্রদর্শিত হইল।

৫

কষ্টে কেঁদে, চোখের জলে
নিশেস ফেলে বুড়ো বলে,—
"আর কষ্ট-সইতে নারি,
পেট্‌টাই মোর শত্রু ভারি।
পেটের তরে আজো খাটি,
বোঝা মাথায় রোদে হাঁটি।
চাই না এমন পোড়া পেট, চাই না এমন প্রাণ,
ও যম! ও যম! ত্বরায় এসে আমায় কর ত্রাণ।

৬

কাতর বুড়োর কাৎরাণিতে
যমের আসন নড়ে,
আচম্বিতে যম উপনীত,
বুক ভাঙে ঝড়ে।

ভীষণ আকার, গভীর হাঁকার,
চক্ষু দুটো ঘোরে,
কালির মতন গায়ের বরণ,
যমদণ্ড করে।
মোটা ঠোঁঠের উপর নীচে
মস্ত দাড়ী গোঁফ,
কালো মাথায় কালো কালো
কোঁকড়া চুলের ঝোপ্।
যম দাঁড়িয়ে বুড়োর কাছে
বজ্র নাদে বলে —
"ডাক্‌লে কেন? ত্বরায় বল,
ত্বরায় যাবো চোলে।"
যমকে দেখে চোমকে বুড়ো
বলে ব্যাকুল চিতে,—
"ডাকনু তোমায় কাঠের বোঝা
মাথায় তুলে দিতে।
আর কিছু নয়, যম মহাশয়!
হাটে আমি যাই,
একলা আমি তুল্‌তে নারি,
ডাকনু তোমায় তাই।"
বুড়োর কথা শুনে যমের
মুখে এলো হাসি,

না ক'রে যম তোমার খেলা
উড়িয়ে ধুলোর রাশি।

৮

কবি বলে—
এই-না বুড়ো এই এখনি
মোত্তে চেয়েছিলো ?
তাই-না বুড়ো 'ও যম' বোলে
যমকে ডেকেছিলো ?
তবে কেন উল্টো বোলে
পাল্টে নিলে কথা ?
ও বুঝেছি—যমকে ডাকা
কেবল মুখের কথা।
লোক মাত্রেই একেক রকম
মুদ্রাদোষে দোষী,
তা'র মধ্যে কষ্ট পেলেই
যমকে ডাকা বেশী।

আমার প্রাণ।

১

আমি তো ম'রে আছি,
প্রাণ কেবলি বেঁচে আছে,
ধড়ের ভিতর ধড়ফড়ানি,
ধড় ছেড়ে প্রাণ গেলেই বাঁচে।
খাঁচার পাখী জ্যান্তে মরা,
প্রাণটি আমার তেম্নি ধারা,
শরীর-খাঁচায় কেবল চেঁচায়,
জ্বালায় কাঁদে আমার খোঁচায়,
বিষাদ ছাঁদে কেঁদে কেঁদে,
আধখানি প্রাণ হ'য়ে গেছে।

২

আমি প্রাণ পুষ্‌তে জানি না,
আমি প্রাণ তুষ্‌তে জানি না,
প্রাণের আদর, প্রাণের কদর
কিছুই জানি না।
আমার দরদ প্রাণ বোঝে মোর,
প্রাণের দরদ বুঝি না।

৩

কোমল কঠিন এক ঠাঁয়ে কি
থাকৃতে পারে গো ?
আমি কঠিন—বড়ই কঠিন,
প্রাণটি আমার বড়ই কোমল,
পাষাণ আমি—লোহা আমি,
প্রাণটি আমার নরম ননী ;
আমি কাঁটা—শক্ত কাঁটা,
প্রাণটি আমার ফুলটি ফোটা,
আমার জ্বালায় দিন্ দু'বেলায়,
আকুল বিকুল হ'য়ে ভাসে
নয়ন ধারে গো।

৪

ছি ছি, কি ঘৃণার কথা,
কেবল দি প্রাণকে ব্যথা ;
নিজের টা কেবল বুঝি,
প্রাণের ব্যথা বুঝি না ;
নিজের সুখ কেবল খুঁজি,
প্রাণের সুখটি খুঁজি না।
বড়ই আমি অবিশ্বাসী,
আমার প্রাণের সুখ-বিনাশী,
প্রাণের দুখ্ ভালবাসি,
প্রাণের প্রাণ কাঁদলে পরে,
আমি তো তা'র চোখের নীরে
একটিবারও ভিজি না ;
প্রাণ মজেছে আমার তরে,
তা'র তরে কই মজি না।

৫

আমার সুখে সুখী আমার প্রাণ,
আমার দুখে দুখী আমার প্রাণ,
আমার পানে প্রাণের প্রাণের টান,
প্রাণের আমি জ্ঞান,
প্রাণের আমি ধ্যান,

প্রাণের আমি মন,
প্রাণের আমি প্রাণ।
কিন্তু আমার প্রাণের প্রতি
আমার বিষনয়ান।

৬

বড় দুখ রৈল মনে,
কিসের তরে এমনতর ?
প্রাণকে কেন ভাবি পর ?
প্রাণ আছে, তাই বেঁচে আছি,
(কিন্তু) তা'রেই করি হতাদর !
প্রাণ যদি আজ ছেড়ে পালায় ?
তা' হ'লে আজ থাক্‌বো কোথায় ?
কাঁকের মুখে যা'বো ঢুকে,
ভেঙে যা'বে সাধের ঘর ;
পঞ্চ ভূতে লুট্‌বে মোরে,
সাধের শরীর ফেল্‌বে ছিঁড়ে,
চিবিয়ে খা'বে বখ্‌রা কোরে,
অন্ধকারে দেখিয়ে ডর।

৭

তোমরা বল যমের দূত,
আমি বলি পঞ্চভূত* ;
তোমরা বল যম,
আমি বলি তম ; †
প্রাণ-প্রহরী আছে যাই,
এরা আমার কাছে তাই
ঘেঁস্‌তে পারে না ;
তাগ ক'রে আছে ব'সে,
বাগ্ পেলেই ধর্‌বে ফোসে,
কিন্তু আমার প্রাণের ডরে,
এদের প্রাণ পালায় সোরে,
আস্‌তে পারে না।

৮

আমার এমন দয়াল প্রাণ,
তা'র পানে মোর নাইকো টান ;
প্রাণকে আমি ভুলে আছি,
এমন করে ক'দিন বাঁচি ?
কাল-সাগরে এলো প্রলয়-বান !
ডুব্‌লো বুঝি আমার তরীখান !
ও প্রাণ ! ও প্রাণ ! বাঁচাও মোরে,
ভুল্‌বো না আর এমন কোরে
তোমায়, আমার প্রাণ !
ভজ্‌বো তোমায়, পূজ্‌বো তোমায়,
মজ্‌বো তোমার গেয়ে গান।
আমার যেমন কর্ম্ম—তেমি প্রতিফল,
এখন তোমার পায়ে ঢাল্‌চি চোকের জল ;
তুমি আমার প্রাণ !
তুমি জগৎ-প্রাণ !
তুমি প্রাণের প্রাণ !
তুমি মহাপ্রাণ !
অধম বোলে যদিও ছাড়,
পরলোকে দিও স্থান।

প্রাণের মিলন।

"Thy life and mine, a double life made one."
BRENON

১

এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর,
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—একত্রে মিলন।

২

জলে জল মিলে গেলে প্রভেদ কি রয় ?
কিছু নয়—কিছু নয়,
মিলে একাকার হয়,
বিশ্বের জীবন সহ আমার জীবন
সেইরূপ একাকার—অপূর্ব্ব মিলন।

* "ক্ষিত্যপতেজো মরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চ ভূত।
† জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রলয়-অন্ধকার।

৩

বৈজ্ঞানিক! কেন তুমি, স্থাবর জঙ্গম—
জড় বা অজড় নামে প্রভেদ দেখাও?
এক বই দুই নাই,
তবে কেন বল, ভাই,
যে নড়ে—অজড় সেই,
যে না নড়ে—জড় সেই?
'নির্জ্জীবে' স্থাবর বল, 'সজীবে' জঙ্গম?
কেন বৃথা বহ মনে হেন মহাভ্রম?

৪

হয়, বল সমস্তই জড়ের মিশ্রণ,
নয়, বল সমস্তই—অজড়—সজীব;
জান না কি, তুমি আমি
এক প্রাণে এক-প্রাণী?
জান না কি, তুমিও যে,
তাপও সে, আমিও সে?
জান না কি, মাটী যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা?
জান না কি, জল যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা?
জান না কি, বায়ু যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা?
জান না কি, শূন্য যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা?
নিজে বল এই পঞ্চে এ বিশ্ব সংসার,
তবে কেন ভেদাভেদ দেখাও আবার?

৫

পঞ্চভূতে গড়া তুমি,
পঞ্চভূতে গড়া আমি,
পঞ্চভূতে গড়া এই নিখিল সংসারখানি।
এই যে বিশ্বের প্রাণ
তোমার আমার প্রাণ;
আবার—
তোমার আমার প্রাণ
এই যে বিশ্বের প্রাণ;
এক প্রাণ ভাগ হ'য়ে রেখেছে সকল প্রাণী।
তুমি বল, তুমি আমি
(মানুষ!) জীবন্ত প্রাণী!
চন্দ্র সূর্য্য জীব নয়,
শুধু জড়পিণ্ডময়!
পৃথিবী জড়ের অংশ,
জীবই অজড় বংশ।
কেন তুমি, বৈজ্ঞানিক! বল এ অসার বাণী?

৬

জান না কি, সূর্য্য যদি আজ লয় পায়,
গ্রহ, তারা, এই ধরা গুঁড়া হ'য়ে যায়,
শুকাইয়া যায় জল,
শূন্য হ'য়ে যায় স্থল,
অনল নিবিয়া যায়,
মিলাইয়া যায় বায়,
শূন্যতাও যায় ম'রে,
তা' হ'লে কেমন ক'রে
তুমি আমি প্রাণ ধ'রে থাকিব কোথায়?
তবু বিশ্বাসিবে তুমি নিজের কথায়?

৭

এই বিশ্ব না থাকিলে তুমি আমি কে?
আবার—
তুমি আমি না থাকিলে এই বিশ্ব কে?
আবার—
তুমি না থাকিলে পরে
আমি বা কে, বল মোরে?
আবার—
আমি না থাকিলে, ভাই,
তোমারো যে সত্তা নাই;
জান না কি পরস্পরে বাঁধা আছি যে?

৮

তাই বলি—
এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর;
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল;

আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—প্রাণের মিলন।

প্রাণের হাসি।

১

হাস্ রে আমার প্রাণ।
সবাই হাসে, তুমিই শুধু
কেন রে ম্রিয়মাণ ?
ওরে হাস্ রে আমার প্রাণ!

২

পূরব-দুয়ার খুলিয়া উষা,
পরিয়া রবির হাসির ভূষা,
হাসির লহরী ছড়া'য়ে দিয়ে
প্রভাত স্বজন করে।
হাসির প্রভাত হাসিয়া উঠে,
হাসির লহরী হাসিয়া ছুটে,
প্রভাতের ফুল হাসিয়া ফুটে,
অধরে সুহাস ঝরে।

৩

হাসির প্রভাত হাসিয়া চায়,
ঘুমানো বিহগ জাগিয়া তায়,
হাসিয়া আকাশে উড়িয়া যায়
গাহিয়া হাসির গান ;
বিহগের সেই হাসির গানে
প্রাণ রে, তোমার উদাস প্রাণে
(বুঝি না আমি ; কেবা কে জানে)
উঠে না হাসির তান।

৪

হাসিয়া তপন আকাশে ধায়,
হাসিয়া কিরণ পড়া'য়ে যায়,
কিরণের হাসি তরুর ছায়
আলোকের হাসি ঢালে ;
হাসিয়া অমনি তরুর সারি
লতা-মুখে দেয় সুহাস ভরি',
আদরের লতা হাসে ধীরি ধীরি
জড়া'য়ে তরুর ডালে।

৫

প্রভাতের হাসি মাখি' মহাধরে
মহীধর হাসে নিঝরে নিঝরে,
নিঝর হাসিয়া ঝরু ঝরু করে
ছড়া'য়ে হাসির কণা ;
প্রভাতের হাসি মাখি' মহাধরে
মহাসিন্ধু হাসে লহরে লহরে,
পাগলের পারা লহর হাসিয়া
ফুটায় হাসির ফেণা।

৬

কে বলে প্রভাতে তারকা ম্লান ?
তুলিয়া হাসির মহাতুফান
হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গিয়া
মিলায় গগন-গায় ;
কে বলে প্রভাতে মলিন শশী ?
হাসির গোলোক-ধাঁধায় পশি'
হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গিয়া
হাসিতে মিশা'য়ে যায়।

৭

হাসির প্রভাতে কুণটি হাসে,
শিশিরের কণা অধরে ভাসে ;
ছোট তৃণ-মুখে অসীম হাসি,
পাছে হেসে [illegible] ঝরে,
তাই সে তপন হাসিয়া তা'র
শুষিয়া কমায় হাসির ধার,
শুকায় শিশির-হাসির রাশি,
পুন নব হাসি ঝরে।

৮

সুখের প্রভাতে সবাই হাসে,
তুই কেন, প্রাণ, একটি পাশে
চুপটি করিয়া মুখটি বুজিয়া
নীরবে বসিয়া আজ ?
সবার হাসিতে মিশা রে হাসি,
তোমার হাসিতে আমিও হাসি,

হাসিয়া হাসিয়া চল রে ভাসি
হাসির সাগর মাঝ।

৯

কও রে কথা, কিসের ব্যথা
পাও রে, ও প্রাণ, আমার হেথা?
এমন কোরে বিষাদভরে
আর থেকো না, প্রাণ?
বারেক তরে হাস্ রে হাসি,
উদাস-ঘোরে আর উদাসী
থাকিস্ না কো—কাঁদিস্ না কো,
তোল্ রে হাসির তান।

১০

হাসিয়া হাসিয়া সময় যাক্,
কাছের বিষাদ সুদূরে থাক্,
হাসিয়া পূরা রে হৃদয়-ফাঁক,
কাঁদিয়া কি হ'বে ওরে?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জনম গেল,
একটি দিনেও হাসি না এল,
কাঁদিয়া আইলি, কাঁদিয়া থাকিলি,
কাঁদিয়া যাইবি পরে।

১১

হাসির তুফানে সবাই ভাসে,
হাসিতে সবাই এথানে আসে,
হাসিই কেবল মরত-জীয়ন্,
কে না হাসে কোথা বল্?
হাসি না হইলে কেহই বাঁচে না,
হাসি না হইলে হৃদয় নাচে না,
হাসি না হইলে বিশাল জগৎ
কবে যেতো রসাতল!

১২

তাই বলি, প্রাণ! হাস্ রে হাসি,
হাসিই এথন্ ভালবাসি,
হাসির দিবা, হাসির নিশি,
হাসির ভোরে ভোর।
চিরকাল তো কাঁদ্‌লি বোসে,
কেঁদে কি সুথ পেলি শেষে?
এবার কি হয় দেখ্‌তো হেসে,
কাছে বোসে মোর?

১৩

বলিস্ যদি, 'হাস্‌বো কিসে?
হাসি আমার গেছে ভেসে।'
আয় রে তবে আমার সাথে,
বেড়াই ঘুরে ঘুরে।
হাসির পুতুল দেখ্‌বো যেথা,
ব'ল্‌বো তা'রে তোমার কথা,
ধার নিয়ে তা'র হাসি, দিব
তোমার অধর পুরে।
ধারের হাসির নামটা শুনে,
প্রাণ আমার কি ভেবে মনে,
উঠ্‌লো হেসে মুচ্‌কি হাসি,
পড়্‌লো হাসি ঝুরে।

হাসির বিষাদ।

১

মরমের মাঝে মরমে মরিয়ে
কাঁদিস্ কেন রে প্রাণ?
কি হেন বেদনা সহিয়ে হৃদয়ে
গাহিস্ কাঁদুনি-গান?
'বলি বলি কোরে তবু না বলিস্,
কোটো-ফোটো কথা ফোটে না?
মরমের কথা মরমে মিশায়,
মুখ ফুটে কেন ওঠে না?

২

নধর অধরে বিষাদের বাস,
হাসি এসে ফিরে যায়;
হাসিরে কাঁদিতে দেখি নি কখনো,
আজ কেঁদে কেঁদে চায়।

৩

সুখের সাগরে প্রেমের সুধায়
হাসি যে জাগিয়েছিল,

অধর দেখিয়ে বুঝেছিনু আমি,
(আজ) সে হাসি কাঁদিয়ে গেল!

৪

হাসি!
কেন রে কাঁদিয়ে গেলি?
(আমার) প্রাণকে কাঁদা'য়ে, আপনি কাঁদিয়ে,
বুকে কেন ব্যথা দিলি!
যদিই দিলি রে ব্যথা,
(তবে) ভাল ক'রে দে, নে রে ছিঁড়ে নে
চেতনা মরম-গাঁথা।

৫

চেতনে চেতনে সহিতে পারি নে
মরমের ব্যথা আর,
অচেতনে রেখে, যা রে তুই দেখে
আমার বেদনা-ভার।
জড়-প্রকৃতির জড়তার ছায়া—
আমার এ কায়া ক্ষীণ;
জড়-প্রকৃতির জড়তার ব্যথা
স'তে পারে নিশিদিন।

৬

(কিন্তু) চেতনা তা' নয়, চেতনা আমার
জড়-প্রকৃতির পর;
দূর-দেশ হ'তে পথ ভুলে এসে
এ দেহে বেঁধেছে ঘর।
(আহা!) জানে না চেতনা, কত যে যাতনা
এ ঘরে পাইতে হয়;
পথ ভুলে এসে, এই হ'ল শেষে—
কেবল যাতনা সয়!

৭

(আহা!) প্রাণের কাঁদুনি তাই,
(আহা!) হাসির কাঁদুনি তাই,
সহিতে না পারি' চেতনা আমার
চেতনায় যেন নাই।
সহে না যাতনা আর!
দুখিনী চেতনা এ ঘর ছাড়িয়ে
যা রে দেশে আপনার।

প্রাণটিরে মোর সাথে নিয়ে যা,
যাস্ নি এ ঘরে রেখে;
প্রাণের আমার মুখ-ভরা হাসি
কোথা গেছে নিগে দেখে।

৮

(আহা!) হয় তো প্রাণের হাসি
জড়-প্রকৃতির দারুণ পীড়নে,
কোথায় গিয়েছে ভাসি'!
প্রাণের সে হাসি—সরলা বালিকা—
জানে না সাঁতার দিতে;
অকূল পাথারে ডুবে গেল বুঝি
আকুলি-বিকুলি চিতে!
অথবা সে হাসি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ভ্রমে পথহারা হ'য়ে;
জড় প্রকৃতির কেউ তো তাহারে
রাখে না ভরসা দিয়ে!

৯

(আহা!) হয় তো সে কচি হাসি
ফুলের নিকটে গিয়েছিল ছুটে
নয়ন-সলিলে ভাসি'।
ফোটা-ফুল-মুখ কোমল ভাবিয়ে
প্রাণের হাসিটি মোর
ব'সেছিল তায়; কীটের জ্বালায়
পেয়েছে বেদনা ঘোর;
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, আবার লুটিয়ে,
উলটি-পালটি খেয়ে,
চাঁদের নিকটে গিয়েছিল ছুটে,
বিষাদের গান গেয়ে।
পূরণিমা নিশি, ঝকে দশ দিশি
চাঁদের কিরণ ছাঁদে;
হাসি যেই গেল, অমনি গ্রাসিল
নিরমম রাহু চাঁদে!
(ছি ছি!) ধিক্ জড় প্রকৃতিরে!
প্রাণের হাসিটি করে লুটিপুটি;
তবু না চাহিল ফিরে!

১০

চেতনা গো! তাই বলি—
হাসিহারা প্রাণ এই বেলা নিয়ে
হেথা হ'তে যা' গো চলি'।
আমার মাথার কিরে,
ছেড়ে যা, ছেড়ে যা এ দুখের ঘর,
চাস্ নি চাস্ নি ফিরে।
প্রাণটিকে নিয়ে চ'লে গেলে তুই,
জড়-প্রকৃতি সে আর
কি মোর করিবে? কি বা বাধা দিবে?
কে ধারিবে তা'র ধার?

১১

পঞ্চভূতময় এ দুখের ঘর
জড় প্রকৃতিরি থাক্;
প্রাণটিকে মোর নিয়ে গেলে তুই,
এ ঘর হইবে ফাঁক।
তো' দু'টির তরে, এ জড়ের ঘরে,
জড়সড় হ'য়ে আছি;
তোরা চ'লে গেলে, আমিও পালিয়ে
যাতনার দায়ে বাঁচি।
প্রাণের মায়ায়,— তোমার মায়ায়—
প্রকৃতির জ্বালা সই।
হাসি-হারা প্রাণে প্রকৃতি কাঁদায়;
(এবে) প্রকৃতির আর নই।
চল্ গো চেতনা চল্,
প্রাণটিকে ধর, আমাকেও ধর্,
ফেলে যাই আঁখি-জল!

বর্ষার মেঘ।

(পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য)

১

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক্‌শোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি হ'তে
ধীরে ধীরে বায়ু-স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—
মহান্ কে?
তা' কি জান না?—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

২

এ কি হ'ল?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ'ল!
বামনমূর্ত্তি বিরাটমূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল!
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়!
বুঝিয়াছি—জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয়।
ক্ষুদ্র কেন হইবে?
যিনি জগতের স্রষ্টা,
তিনি ক্ষুদ্র হইলে
জগৎ—জগদ্বাসী প্রাণী ও অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,
সুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয়।
যাহাকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরমাণু বলে,
তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে
অণুবীক্ষণ যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে
দেখা যায় না—বোঝা যায় না,
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে।

তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে
পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।
কিন্তু আমার বিবেচনায়
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত ;
নহিলে এমন কথাও কি বলে ?
কি আশ্চর্য্য !
সকলের চেয়ে পরমাণু ক্ষুদ্র !
পরমাণু সর্ব্বক্ষুদ্র হ'লে
সর্ব্ববৃহৎ কে ?

৩

ভাই বৈজ্ঞানিক !
একবার বেস ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজী পাটা কি লইয়া ?
পরমাণু লইয়া নয় ?
তোমার সূর্য্য কি ?
চন্দ্র কি ?
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আদি গ্রহ কি ?
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনস্ কি ?
বিশ্বসংসার কি ?
ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তা'র পর ব্রহ্মাণ্ড—
এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন্ মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে
এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি ভ্রমের অঙ্ক কসিতে খুব মজবুৎ।
ভাই ! তুমি কি জান না,
যা'দের সংযোগ বা একতা
অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,
তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা,—যে ঈশ্বর—সেই পরমাণু।*

৩রা শ্রাবণ, ১২৯১

বর্ষার গোলাপ।

(পদ্য-পঙ্‌ক্তি গদ্য)

১
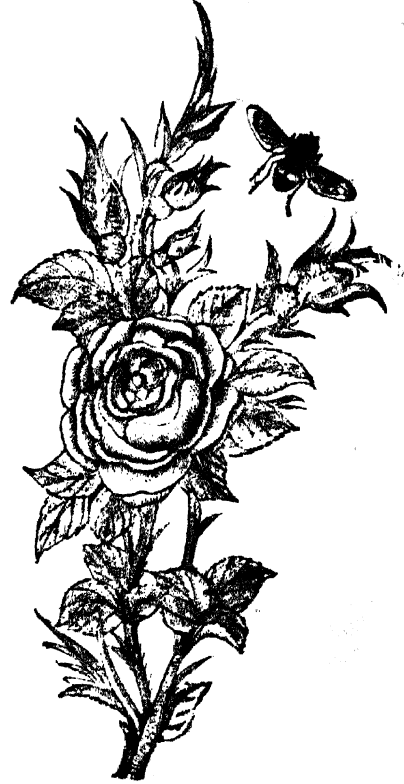
সাধের ফুল ! ভিজে গেছিস্ ?
তোর নধর অধরে ও কি টল্ টল্ কোচ্চে ?—
সুধা ?—মধু ?
না, ও যে মেঘের জলবিন্দু !

* যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-পঙ্‌ক্তি প্রণালীতে সাজাইয়া দেওয়া আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। দেখা গেল হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।

মেঘ কি নিষ্ঠুর, ছি ছি,
সে কা'রই আদর জানে না,
আদরের বদলে কষ্ট দেয়—পীড়ন করে;
গোলাপ!
তুই তা'র সাক্ষী।
আহা,
বসন্ত সময়ে তোকে দেখেছি,
এখনো দেখ্‌ছি,
কিন্তু, সে-তুই আর এ-তুই যেন এক-তুই নয়।

২

ভোঁ ভোঁ ভোঁ।
এ কি?—
কিসের বাঁশী বাজে?
ও—ভ্রমর যে!
এস হে কালো-মাণিক এস,
এই গোলাপের সঙ্গে আলাপ কর।
ঐ যা, ভ্রমর ফিরে গেলো যে;
ফিরবে বই কি, গোলাপের মধু কই?
কাজে কাজে রসিক ভ্রমর
ভোঁ ভোঁ কোরে ভোঁ-দৌড় দিলে।
গোলাপ! মেঘ তোর অতি বড় শত্রু।

৩

গোলাপ উত্তর দিলে—
"না না, তা' না,
মেঘ আমার অতি বড় বন্ধু।
ভ্রমর পতঙ্গ বটে,
কিন্তু তোমাদের মত স্বার্থপর মানুষ,
সে উপকার কোত্তে চায় না,
অপকার কোত্তে খুব মজবুৎ,
প্রবঞ্চনা তা'র ব্যবসা,
ভন্‌ভনানি তা'র খোষামুদি—মোসাহেবি;
আমি মরি বা উচ্ছন্ন যাই,
তা'তে ভ্রমরের এক ক্রান্তি কষ্টও হয় না,
সে কেবল আমার মধু লুটতে আসে,
লুটে পুটে আমার ফতুর কোরে পালায়;
ছি, এমন ভ্রমরেরো তুমি আবার প্রশংসা কর!
তা কোর্‌বেই তো—
মানুষ আর ভোম্‌রায় তফাৎ কি?—
এ পিঠ ও পিঠ!
মানুষ ম'রে ভ্রমর হয়,
ভ্রমর ম'রে মানুষ হয়।
কিন্তু, মানুষ!
মন দিয়ে শোনো —
মেঘ তোমাদের মত শঠ স্বার্থপর নয়,
মেঘ দয়ার অবতার—
মেঘ দেবতা;
মেঘের যে জল-বিন্দু
আমার শুষ্কমুখে টল্ টল্ কোচ্চে,
যে বিন্দুর তুমি নিন্দা কোচ্চো,
সেই বিন্দু—সেই অমৃত-বিন্দু মেঘের দয়া;
এই সুধারূপী জল-বিন্দু আমার জীবন—
আমার রূপ—আমার গুণ—আমার সর্বস্ব;
দয়াল মেঘের এই দয়া-বিন্দু জল-বিন্দু না পেলে,
জগতে কোন্ দিন গোলাপ নাম উঠে যেতো,
এই বিন্দু-বলেই আমি বেঁচে আছি,
তাই তা'রই কৃতজ্ঞতা দেখা'বার জন্যে
আমার মধু-বিন্দু
মেঘের জল-বিন্দুতে মিশিয়ে দিয়েছি;
মেঘের জয় হোক্ —
মেঘের বৃষ্টি-বিন্দু অক্ষয় হোক্।
আর—
তোমাদের মানুষের মত
স্বার্থপর চোর ভ্রমরের ডানা ছিঁড়ে যাক্—
পা ভেঙে যাক্ —
ভোঁ ভোঁ ডাকুনি গোঁ গোঁ হোক্ —
ভ্রমর মরুক্;
ভ্রমরকে যে ভাল বলে,
সে চোকের মাথা খাক্— বোবা হোক্।"

প্রিন্স্-পঞ্চক

অর্থাৎ

(প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের ভারতবর্ষে শুভাগমনোপলক্ষে পঞ্চগীতোপহার)

প্রথম গীত।

পরজ-কলিঙ্গড়া—একতালা।

অপরূপ রূপ আজি হেরি।
খতলে তপন, ভূতলে বিরাজে,
নব শশী মরি মরি।
রবি শশী বটে নিরখি নয়নে,
ক উঠিতে গগনে ;
এক কালে দু'টির উদয়
ভারত উজল করি'।
কলঙ্ক যাহাতে, এ চাঁদ সে নয়,
প্রতীচীর শশী প্রাচীতে উদয়,
কলঙ্কবিহীন, পূর্ণশোভাময়,
আঁধার লইল হরি'।

দ্বিতীয় গীত।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আজি কিবা শুভদিন ভারতে উদয় রে।
দুখের ভারত-ভূমি সুখের আলয় রে।
ভারত-ভবিষ্য-রাজ
হেরিতে ভারতে আজ,
বসিলা ভারত-কোল
করি' শোভাময় রে।

তৃতীয় গীত।

সিন্ধুড়া—কাওয়ালি।

আয় রে ভারতবাসী, সকলে হরিষ চিতে,
যুবরাজে করি দরশন ;
ভারতের দুখনাশী, বিপদে অভয় দিতে
আজি এঁর শুভ-আগমন।

চতুর্থ গীত।

মালকোষ—কাওয়ালি।

এস এস, রাজকুলধন !
ভারতবাসীর আজি সফল নয়ন।
এনেছি যতনে সবে ভক্তি-উপহার,
এনেছি তোমায় দিতে প্রীতি-ফুল-হার,
বারেক করুণা ক'রে, লহ হে কমল-করে,
যদি আজি আমাদেরে দিলে দরশন।
তোমারে দেখিব ব'লে আশা ছিল মনে,
পূরিল সে আশা, আজ হেরিনু নয়নে ;
ঘুচিল যতেক দুখ, উথলে হৃদয়ে সুখ,
ভারত-মলিন-মুখ আনন্দে মগন।

পঞ্চম গীত।

কাফি—ঠুংরি।

কুমার ! হেরি তোমারে ভারতবাসী,
জীবন-যাতনা যত ঢালিয়া ভক্তি-জলে,
সুখভাগী তব পাশে আসি'।
পীড়ন-পীড়িত চিত্ত আনন্দিত
তব শুভ দরশন লাভে ;—
অমর-নগর সম ভারত-আলয়,
আমরা অমরপুরবাসী।
তরঙ্গ-ভাসিত কুসুম নিকর মত
ভারত-দীন-সুত আজি ;—
তব মুখ দরশন লভি' সুখসাগরে
হাসি' হাসি' যায় ভাসি'।

২৩এ কার্ত্তিক, ১২৮২

বিলাতী সভ্যতার নূতন কল্পনা।

পতির পত্নী-সংস্কার।

পতি।

ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো!
রাত বাড়্ছে, হিম্ প'ড়্ছে, চাঁদ্ চোড়্ছে মেঘে।
বাগান-ভরা গাছ নড়্ছে হাওয়ার ধাওয়া লেগে॥
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, প্রিয়ে!
আজই আমি বিলেৎ গিয়ে
তোমার তরে আন্বো খাসা বিবিয়ানী মেগে
কোট্ পেণ্ট্ লন্-পকেট্ ভোরে,
না ধোল্লে ফের ব্যাগে।
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো!

পত্নী।

ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি!
বক্ছো কেন মিছি মিছি?
ইংরেজিতে দু'পাত প'ড়ে
তালগাছে যে উঠ্লে চোড়ে?

পতি।

What d'you say Palm-tree?—No!
কুক্ সাহেবের জাহাজ গো!
সেই জাহাজে চড়্বো আমি,
ছাড়্বো এ ছাই বাঙলা ভূমি;
মহামেলা হ'বে সেথা,
আর কি আমি থাকি হেথা?
সেই মেলাতে অনেক বিবি
আসবে যেন পরীর ছবি!

পত্নী।

তা'তে আমার লাভটা কি?

পতি।

আরে ছি ছি ছি!
লাভ যদি না হ'বে,
যাই কি আমি তবে?

তব্ বেতজরা ধরণ ধারণ
এটিকেটের বেষ্ট্ ফেসিয়ন্
সেই বিবিদের আছে যেমন্,
তোমাদের কি আছে তেমন্ ?
আ-মরি-মরি ! কিবে টুপী !
তা'তে আবার ফুলের থুপী !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
ওহো হো ! কিবে গাউন !
বাঙালির মেয়ের গালে কালি চুণ !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
ও হো ! কি ঢং !—কি রং !
কি বেশ !—কি কেশ !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
ও হো ! কি মূর্ত্তি ! কি স্ফূর্ত্তি !
বুক-আঁটা সাটিন্ কুর্ত্তি !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
ও হো ! পোমেটমের কি গন্ধ !
মিহি কথার কি ছন্দ !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
ও হো ! সব চেয়ে কি চেহারা !
রূপের যেন সাফ্ ফোয়ারা !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !
গিয়েই সেথা, যত লাগে,
কিনবো ফটো, পুরবো ব্যাগে ;
আনবো হেথা তোমার তরে
তা'দের ছবি !
মিলিয়ে তুমি একেক্ ক'রে
দেখ্‌বে সবি।
পছন্দ কোরে, যেটি মনে ধরে,
সেটির মত সেজো, প্রিয়ে !

তা'র পর—
দিন দু'বেলা, ক'রো খেলা
এই বাগানে বাহার দিয়ে !
লম্বা গাউন এঁটে প'রে,
বেড়িও, প্রিয়ে ! চরকি ঘুরে
ধ'রে আমি তোমার টেল,
ডুং ডাং ডুং ডাং পিট্‌বো বেল্ ;
তখন্
কেয়ার কি আর ক'রবো কা'রে ?
একেবারেই গো টু হেল্ !
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো !

পত্নী।

ধিক্ তোমাকে !—ছি তোমাকে !
ধিক্ তোমার এই ছেঁচ্‌ড়া সাধে !
অধঃপাতে নিজে গেছো,
আমায় কেন জড়াও ফাঁদে ?
কাজ কি আমার বিবিয়ানী ?
কাজ কি আমার ঢং ?
স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে বল
সাজ্‌তে পেঁচী সং ?
ও মা ! কি লজ্জার কথা !
যাবো আমি কোথা !
ইংরেজি পড়ার মুখে ছাই !
ছেড়ে দাও হাত—ঘরে যাই।
ঘরে পাছে কেউ শোনে কাণে,
তাই বাগানে আন্‌লে টেনে ?—না ?
ধিক্ তোমাকে !—ছ্যা ছ্যা ছ্যা !
ছেড়ে দাও হাত—যাই আমি,
গোল্লায় যাও নিজেই তুমি।

পতি।

পায়ে পড়ি—পায়ে পড়ি—যেয়ো না,
ও কথা আর বল্‌বো না।
দু'দিক্ যা'তে বজায় হয়,
এবার বলি তাই ;
চুপ্‌টি কোরে কাণটি পেতে
শোনো—বোলে যাই।—
দিনের বেলায় নাই বা হোলো,
রেতের বেলায় বিবি সেজে,

লেপ্ গায়ে দে শুয়ে থেকো,
না হয় ঘামে যা'বে ভিজে!
সাজ্‌বে তুমি বিবি,
নিউ ফ্যাসনের ছবি!
দেখ্‌বো আমি চেয়ে
চস্‌মা চোখে দিয়ে।
দিনের বেলায় রান্না বাড়া,
বাসন মাজা, চাল কাঁড়া;
ঘর-নিকনো, বাট্‌না বাটা,
শাক সব্‌জি কুট্‌নো কোটা।
ন্যাষ্টি দেশের যা' কিছু—
কি আগু—কি পিছু
সবই কোরো তুমি;
কিন্তু রেতের বেলায় তা' হ'বে না,
এ সব ক'ত্তে আর পা'বে না।
সন্ধে যেমন হ'বে,
সাবান খানা নেবে,
খুব কোসে গা ধোবে,
রূপ ফুটে বেরুবে।
সাবান অমনি নয়—রূপের তুলি,
ঘোস্‌লে গায়ে ফোটে কলি।
তা'র পরে—রোসো—
গাউন্ এঁটে কোসো,
তা' হলেই—বস্—
ডুং ডাং ডুং ডাং হো লো লো!

[এমন্ সময় দূর থেকে কে
দেখ্‌লে উঁকি পেড়ে।
ডুং-ডাং-ওলা পতি পত্নীর
হাতটা দিলে ছেড়ে॥]

ভক্তের হরিনাম-গান।

(কীর্ত্তনাঙ্গ)

১

আহা, কৃষ্ণনাম—হরিনাম—
কি মধুর নাম!
আহা, এই নামে পাতকী তরে—
মধুর নাম—হরিনাম!
আহা, ব্রহ্মা শিব আদি করি'
দেবগণ দিবা বিভাবরী
মুখে বলে হরি হরি।
আহা, হরিনামের কি মহিমা,
পাপীর তরে এ নাম-সুধা
প্রাণের মাঝে বহে আমার।
পাপী! কে আছিস্ কোথা আয় আয়—
আয়, পাপী! আয় ছুটে আয়,
সাধ মিটা'য়ে, প্রাণ ভরিয়ে
হরিনাম-সুধা করি পান;
জুড়া'বে পাপের তাপিত প্রাণ।

২

কই আমার সে প্রাণের প্রাণ?
ওহে প্রাণরূপী হরি হে—
ব্রজভূমি করি' আঁধার
কোথা র'য়েছ হরি আমার?
সাধের তোমার বৃন্দাবন
তোমার বিরহে ম্লান,
তমাল-ডালে কৃষ্ণনাম
কোকিল করে না গান।
কোথা, কৃষ্ণ, তব রাধিকা—
যা'রে না হেরিলে নয়ন-সলিলে ভাসিতে হে,
কোথা তব সেই রাধিকা?
আহা, যা'র প্রেম-ভিখারী তুমি—
কোথা তব সেই রাধিকা?
আহা, যা'র দুয়ারে দ্বারী তুমি—

কোথা তব সেই রাধিকা ?
আহা, শ্যামলী ধবলী ধেনু,
আহা, রাধানাম-সাধা বেণু,
হরি ! কোথা হে তোমার এবে ?
কোথা হে তোমার—
হরি ! কোথা হে তোমার রাখালগণ ?
যশোমতী মাতা—নন্দ পিতা কোথা হে ?
আহা, সকলি গিয়েছে—কিছুই নাই,
আছে শুধু হরিনাম—
মধুর মধুর অতি মধুর
আছে শুধু কৃষ্ণনাম।
হরি ! দ্বাপর গিয়েছে, কলি এসেছে,
পাপ-পাথারে জীব ভেসেছে ;
আহা, কি হ'বে এদের গতি !
আমি ভাবি তাই দিবারাতি।
দয়াময় হরি !
পাপ-ঘোরে বধির জীব,
হরি ! কি হ'বে তা'দের গতি হে,
একবার ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভাবে
নধর অধরে মধুর মুরলী বাজাও হে—
পাপিকুলে জাগাও হে ;—
আবার নবজীবন লভিে বলুক পাপী—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

৩

আরে পামর রসনা,
পার্থিব মধুর রস-বশে,
বশীভূত কেন রে এত ?
মধুর হইতে মধুর যেই—
সুধা হইতে সুধা যেই—
হেন হরিনামে অরুচি কেন ?
ছি ছি, এ কি রে ব্যভার তোর,
ছি ছি, এ কি রে মোহের ঘোর !
রাখ্ রাখ্ কথা—ঘুচে যা'বে ব্যথা,
একবার বল্ হরিবোল।
রসনার মত তুইও, রে মন,
মায়ার ছায়ায় ঘুমা'স্ কেন ?
দারা সুত ভাই ধন পরিজন
মায়াবাজী—ছায়াবাজী,
এই আছে—এই নাই ;
তুইও নিজে মন কতটুকু রে ?
বায়ুর মূরতি, খেলিস্ বায়,
পলকে মিশিবি কালের ছায় ;
তখন কোথা র'বে তোর মায়ার আশা ?
তাই বলি—
ও মন, তাই বলি—
যদি ভব-সাগরে পার পা'বি,
যমের নরকে নাহি যা'বি,
হরির চরণে মিশিতে পা'বি,
তবে বল্—ওরে মূঢ় মন রে—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

৪

জাগ জাগ, জীব, জাগ রে,
মোহনিদ্রা ছাড় রে।
জীবে জীবে আপন ভাই,
তবে কেন, জীব !
অপর জীবে কর নিপাত ?
ধরারে ভাসাও শোণিত-ধারে ?
ছাড় হিংসা—ছাড় লোভ,
হরি বল, ঘুচিবে ক্ষোভ ;
প্রেম না শিখিলে নাহি মিলে
প্রেমময় হরির প্রেম।
তাই বলি—ও জীব ! তাই বলি—
বল্ একবার ভক্তিভরে
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিহর-মূর্ত্তি।

(স্তবগীতি)

অদ্ভুত দেব আধ আধ মধুর মধুর মিলন।
আধ শ্যামল, আধ ধবল, যুগল অচল তুলন ॥
আধ মদনমোহন,
আধ মদনদাহন,
আধ মধুর, আধ গভীর, সৃজন-লয়-কারণ ॥
আধ চন্দন, আধ ভস্ম,
আধ বসন্ত, আধ গ্রীষ্ম,
আধ কম-বন-কুসুম-হার, আধ হাড়-হার-ধারণ ॥
আধ ললাটে তিলক ছাঁদ,
আধ ললাটে ঝলক চাঁদ,
আধ ধৌত পীতবাস, আধ বাঘ-ছাল ভীষণ ॥
আধ নবীন, আধ প্রবীণ,
আধ কোমল, আধ কঠিন,
আধ অধরে মধুর হাস্য, আধ অধরে গর্জ্জন ॥
আধ কুণ্ডল, আধ ধুস্তুর,
আধ প্রেমিক, আধ বিধুর,
আধ নয়ন বঙ্কিম ঠাম, আধ ঢুলু ঢুলু লোচন ॥
আধ কেয়ূর, আধ ভুজঙ্গ,
আধ কমল, আধ করঙ্ক,
আধ অধরে মধুর মুরলী, আধ অধরে বিষাণ ॥

আধ চক্র, আধ শূল,
আধ বক্র, আধ স্থূল,
আধ অমৃত, আধ গরল, অমৃতে গরল মিশ্রণ ॥
আধ ঝঙ্কার, আধ হুঙ্কার,
আধ প্রেম, আধ বিকার,
আধ ভোগী, আধ যোগী, আধ হাসি, আধ রোদন ॥
আধ গোপিনী-হৃদি-রঞ্জন,
আধ যোগিনী-যোগ-জীবন,
আধ অঙ্গ গরুড়ারূঢ়, আধ বৃষভ-বাহন ॥
আধ শিরে শিখি-চূড়ার ছটা,
আধ শিরে কটা জটার ঘটা,
আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জীব-জীবন ॥

বিদায়-সঙ্গীত।*

(কীর্ত্তনাঙ্গ)

প্রজা-জীবন রীপন হে !
দয়ামায়াময় রীপন হে !
পিতার দয়ায়—মায়ের স্নেহে
কোলে তুলে নিয়েছিলে হে !
এবে আমা সবে আর শীতল কোলে
কেবা তুলে ল'বে মধুর বোলে !
বিধির বিপাকে আজ আবার
আলোক নিভিল, হ'ল আঁধার !
আহা ! কঠিন পীড়নে কাঁদিব যবে,
মাভৈ মাভৈ কে বলিবে !
প্রাণের যাতনা—মরম-বেদনা—
নয়নের জল কে মুছা'বে !
আহা ! এমন পিতা—এমন মাতা—
এমন বন্ধু—এমন দাতা—
ছেড়ে যায়—ভারতবাসী রে !
ছেড়ে যায় আজ চিরতরে
আহা, এমন দয়াল পা'ব না রে !
আহা, সাগর-পারে যা'বে তুমি,
বিষাদ-সাগরে ভারত-ভূমি—
সাধের তোমার ভারত-ভূমি—
আমাদের এই মাতৃভূমি
বিষাদ-সাগরে ডুবিবে হে !
ধরম-শাসনে, অটল মনে
কে আর তা'রে তুলিবে হে !
কে আর দুরজন জনে দূর করি' দূরে
আপনি পড়িবে সঙ্কট ঘোরে !
হে রীপন ! ধর্ম্মের পণ
কে আর পূরণ করিবে হে !
আহা, মনের বাসনা রহিল মনে,
ভরসা গেল হে তোমার সনে ;
আকুল হ'লে কা'র মুখপানে চা'ব হে !
অনুকূল প্রভু হেন আর কা'রে পা'ব হে !
কি আর করিব, উপায় নাই,
কালচক্র ঘুরিল হে !
আহা, কত উপকার করিলে তুমি,
হৃদয়-প্রাণ-কায়-মন-বাচে—
কত উপকার করিলে তুমি,
কিন্তু প্রতি-উপকার করিব কিসে ?
নূতন জীবন দিয়েছ তুমি,
সেই নূতন জীবনে, প্রভো হে—
রেখেছি সাধের ভকতি-ধন,
তাই দিলাম তোমার পবিত করে।
প্রভো ! ভারতবাসীর ভকতি-প্রাণ,
রাজভকত ভারতবাসী,
ভকতি ব্যতীত, ওহে ভকত-প্রাণ !—
ভকতি ব্যতীত কিছুই নাই,
সেই ভকতি তোমায় দিলাম তাই !
যাঁ'র ভক্তিবলে রাজভক্তি আজ
দিলাম তোমারে, রাজা !
সেই রাজার রাজা দয়াল হরি—
আমাদের সেই প্রাণের দেবতা—
আমাদের সেই দয়াল হরি
মঙ্গল করুন্ তব।

* ভারতবর্ষের পরমহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের বিদায় কালে গত ১২৯১ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রিতে বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানি মৎপ্রণীত প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটক অভিনয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে তাঁহারা উক্ত মহাত্মার স্মরণ-ভাণ্ডারে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই গীতটি সেই রজনীতে উক্ত থিয়েটর অভিনয়ান্তে গীত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

ষড়ঋতু।

গ্রীষ্ম—বর্ষা—শরৎ—হেমন্ত—শীত—বসন্ত।

প্রথম ঋতু।

গ্রীষ্ম।

১

* ঝল্ ঝল্ শিরে অনল-ছটা,
ভীম অনল মুকুট-ঘটা,
বাম করে ধরি' অনল-মুঠা
ছিটাইয়া কে ও যায় রে!
ঘোর কৃষ্ণ পুষ্ট কায়,
তীব্র নয়নে বিকট চায়,
উত্তাপ ঢালি' বায়ুর গায়,
পলকে যোজন ধায় রে!

২

মায়া-সিংহ পক্ষ-সাটে
হুঙ্কারি' ছোটে গগন-বাটে,
কেশরদল উলটি' লোটে,
ঝাঁঝা নিকলে তায় রে!
সিংহ-পৃষ্ঠে বক্রভাবে
ভীম গ্রীষ্ম বসিয়া ধাবে,
ডানি হাতে দীপ্ত সূর্য্যে
হুঙ্কারি' ঘুরায় রে!

* মিশ্র-তূণকচ্ছন্দে এই কবিতাটি লিখিত হইল। একটু সুর করিয়া, সুরে লঘু গুরু বজায় রাখিয়া পড়িতে হইবে।

৩

ভীষ্ম-মূর্ত্তি গ্রীষ্মে হেরে,
ফাটিল ধরা লক্ষ চিরে,
অনল মিশিল শীতল নীরে,
নীর শুকাইয়া যায় রে!
তাতিল যত শৈল-শৃঙ্গ,
গলদঘর্ম্ম জীবসঙ্ঘ,
অবশ অলস হইল অঙ্গ,
কাতর পিপাসায় রে!

৪

গ্রীষ্ম করি'ছে অগ্নিবৃষ্টি,
দগ্ধ তায় নিখিল সৃষ্টি,
মেঘ মরিল, নাহি বৃষ্টি,
ঘোর অনাসৃষ্টি, হায় রে!
নীরস হ'ল পাদপগণ,
বিহগবৃন্দ আকুল-মন,
ধূ ধূ মরুভূ, তপ্ত পবন,
ভীষ্ম গ্রীষ্ম ধায় রে!

দ্বিতীয় ঋতু।

বর্ষা।

১

* জীবগণ-রোদন করিয়া শ্রবণ,
আঁধারি' আকাশ বর্ষা আওয়ে;
চাতক পাখী সুমধুর ডাকি',
'ফটিক জল' বলি' চৌদিক্ ধাওয়ে।
'ফটিক জল' রব শুনিয়া জীব সব,
ঘনগণ-আবৃত অম্বরে চাওয়ে;
গ্রীষ্ম-তাপিত চিত হ'ল অতি পুলকিত,
বরষা-সঙ্গীত সম্প্রীতে গাওয়ে।

২

করিবর-পিঠ'পরি সিংহাসন ধরি',
তদুপরি রাজিল বর্ষারাজ;
মেঘবরণ কায়, গম্ভীর রব তায়
হাঁকি'ছে গম্ভীরতর মুখমাঝ।
চাহি'ছে পুন পুন, বিদ্যুত-আগুন
দশগুণ শতগুণ চমকে চক্ষে;
করিবর-শুণ্ডে জল ঝরি' মুণ্ডে
পড়ি'ছে ঝর ঝর, প্লাবি'ছে বক্ষে।

* মিশ্র-মাত্রাবৃত্তিচ্ছন্দে এই কবিতাটি লিখিত হইল। একটু সুর করিয়া, সুরে লঘু গুরু বজায় রাখিয়া পড়িতে হইবে

৩

প্রাবৃট-অনুমতি পেয়ে দ্রুতগতি
আইল ঘনগণ অম্বর মাঝ;
গম্ভীর হাঁকে গুড়ু গুড়ু ডাকে,
বিদ্যুত চমকে, কড় কড় বাজ।
জল থল অন্ধ, রবি-কর বন্ধ,
পূর্ব্ব-পবন বেগে পশ্চিমে ধায়;
ঘনগণ ঘন ঘন তড় তড় বরিষণ
করয়ে জলরাশি তপ্ত ধরায়।

৪

সিন্ধু-সলিল মাঝ সন্তরি' করিরাজ,
শুণ্ডে জল তুলি' মেঘে ছিটায়;
মেঘগণ পুন পুন সেই জল ঢুন ঢুন
ঢালিয়া পৃথ্বীর তৃষ্ণা মিটায়।
শুষ্ক তরুদল পিয়ি' বরিষা-জল
ধরিল মনোহর নূতন কান্তি;
বাঁচিল জীবকুল, বাঁচিল ফল ফুল,
জয় জয় প্রাবৃট তাপিত-শান্তি!।

তৃতীয় ঋতু।

শরৎ।

১

ধোয়া চাঁদ আকাশের গায়
পৃথিবীর বন পানে চায়।
বরিষার মেঘের আড়ালে
বহু দিন ছিল ঢাকা;
জলভরা মেঘ গেছে চ'লে
নীলাকাশ আজ ফাঁকা।
তাই চাঁদ চোখ চেয়ে চায়,
হেসে হেসে ভেসে ভেসে যায়।

২

নিদারুণ বিষাদের পরে
আনন্দের মূরতি-স্ফূরতি;
নিদারুণ বরিষার পরে
চাঁদ-মুখে ঝকঝকে জ্যোতি।
ভরা চাঁদ ষোল-কলা-ফোটা,
ছিটায় দ্বিগুণ ছটা-ঘটা।
নিবিড় অরণ্য মাঝে চাঁদ
ওই পাতে হীরকের ফাঁদ।

৩

চাঁদের হীরক-জ্যোতি ছুটে
দু'টি মুখে ধপ্ কোরে ফোটে।
কোন্ দু'টি মুখে?
শরৎ ঋতুর আর শরৎ-প্রিয়ার।
কায়া-চাঁদ—ছায়া-চাঁদ;—রূপের আধার।
মনোহর রূপধর যুবা,
হরিত বসন শোভে গায়;
ফুলের মুকুটে চাঁদ-বিভা,
দোলে চুল মুকুটের ছায়।
দাঁড়াইয়ে তমালের তলে,
ডান হাতে ধরি' তরু-শাখা,
পায়ের উপরে দিয়ে পা,
বাম দিকে দেহখানি বাঁকা।

৪

শরতের অবিদূরে কিবা
শরৎ-প্রকৃতি ঢালে বিভা।
সুগন্ধ ফুলের বেদি'পরি
বোসে ওই জীবন্ত মাধুরী।
ফুলময়ী সীঁথি হাসে শিরে,
ফুলের কুণ্ডল দোলে ধীরে;
ফুল-কলি নোলোকের ছটা,
ফুল-পাটা আধা আধা কোটা;
ফুল-বালা, ফুলের কেয়ুর,
ফুল-মালা, ফুলের [illegible]র;
বাছা বাছা ফুলের সা[illegible]নি,
ফুলময়ী শরৎ-সজনী।
ফুল-বেদি-ফুল-তলে বসি'
মহামালা গাঁথে ফুল-শশী।
অবিদূরে সম্মুখ বিভাগে
শরৎ দাঁড়া'য়ে অনুরাগে।
প্রেমভরা নয়ন-যুগল
প্রিয়া-মুখে র'য়েছে অচল।
কা'রো মুখে নাই কোন কথা,
হেথা তরুবর, হোথা লতা।

আবার—
হেলিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে
প্রিয়ার বদনে চায়,
ও দিকে—
নীল-নভ-কোলে হাসিয়ে হাসিয়ে
চাঁদ গড়াগড়ি খায়।

৫

উভয়ে নীরব, মুখে নাই কথা,
তরুতলে তরু, বেদি'পরি লতা,
ধীরে ধীরে নড়ে তরু-লতা-পাতা,
ধীরে ধীরে ওড়ে ফুলের বাস;
ধীরে ধীরে চাঁদ উঁকি মেরে দেখে,
ধীরে সুধা ঢালে সুধাভরা মুখে,
এক-চোখো চাঁদ চায় চারি চোখে,
পাঁচ চোখে খেলে জ্যোতির হাস।

৬

মধুর বদনে মধুর হাসি,
কহি'ছে শরৎ মধুরভাষী;—
"প্রিয়তমে!—প্রিয়তমে!
দু'মাসের তরে এসেছি দু'জনে,
দু'মাস ফুরা'লে যাইতে হ'বে;
আসিবে হেমন্ত পালা বিবর্ত্তনে,
সে কথা তো মনে রে[illegible]ছো ভেবে?"

৭

"প্রিয়! রেখেছি ভেবে।"
কহিল শরৎ-প্রকৃতি রাণী,
বন-বীণা সম বাজিল বাণী,
ঘুমঘোরা পাখী সে রব শুনি'
উঠিল জাগি'।
মধুর কাকলি পাখীর গলে
বন-সমীরণে ভাসিয়ে চলে,
ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে মিশিয়ে গেল রে
আকাশে লাগি'।

৮

"প্রিয়! রেখেছি ভেবে।"
বন-প্রতিধ্বনি এ মধুর ধ্বনি
সাধ কোরে ধোরে আপন মুখে,
জড়িত বচনে ভাঙা ঘুম-ঘোরে
লুটিয়ে পড়িল হাওয়ার বুকে।
"প্রিয়! রেখেছি ভেবে।"
এ মধুর ভাষা জাগাইয়ে আশা,
শরতের প্রাণে মিলা'ল প্রাণ;
প্রাণের ভিতরে গানের লহরী,
গানের ধমনী ছাড়িল তান।

৯

হাসিয়ে শরৎ আবার কহিল,—
"ভাল, প্রিয়ে! ভেবে রেখেছ যদি।
তবে কেন বৃথা সাধের সময়
হেলায় হারাও, সাধ না সাধি'?
আমার আমলে পূর্ণিমা যামিনী
সব ঋতু চেয়ে মাধুরী-ভরা;
আমার আমলে পূর্ণিমার চাঁদ
ভাবুকের মন-নয়ন-ধরা;
আমার আমলে তরু-লতা-কুল
মরকতময় রূপের ডালি,
আমার আমলে ফুল ফুল-কলি
শোভার গরবে পড়ি'ছে ঢলি'।
হের হের, প্রিয়ে! সুধা-ধোয়া শশী
নধর অধরে ধরিয়ে সুধা
আমাদের পানে ওই চেয়ে আছে,
কভু মেঘে ঢেকে চাহি'ছে আধা।
ভাঙা ভাঙা মেঘ চাঁদের কিরণে
নীলাকাশতলে উড়িয়ে যায়;
চকোর চকোরী চাঁদ-প্রেম-পানে
উড়ে উড়ে চলে মেঘের ছায়।
আমার আমলে ভরা সরোবর
কতই প্রসবে কমলদল;
কমলে কমলে হেলাহেলি খেলা,
বদন-সুধায় শিশির-জল।

১০

"প্রিয়ে! হের হের ওই—
তোমারি রূপের কণিকা লইয়ে
জড় জগতের রূপের ঘটা;
আকাশ—ভূতল—সলিলের তলে
প্রেমের লহরী—জ্যোতির ছটা।
ওই সরোবরে মুদিত নয়নে
কমলিনী করে তোমার ধ্যান;
ফুট্‌ফুটে চোখে চেয়ে কুমুদিনী
তোমারে দিতেছে নিজের প্রাণ।
মেঘ সরাইয়ে পূর্ণিমার চাঁদ
তব রূপ-ছটা মাখি'ছে মুখে;
ভাঙা ভাঙা মেঘ হ'য়ে ধীরবেগ
তব রূপ নিতে আসি'ছে ঝুঁকে।
দূর—দূরন্তরে সুনীল অম্বরে
উঁকি ঝুঁকি মারে অযুত তারা,
তব আঁখি-তারা-শোভা নিবে ক'লে
ভেবে ভেবে নিভে আপনহারা।
ঘোমটা খুলিয়ে, মুখ্‌টি তুলিয়ে
বনফুলগুলি ফুটিয়ে চায়,
তা'সবার কানে তব রূপ-কথা
শুনাইতে বায়ু মৃদুল ধায়।
প্রিয়ে!
তোমার পরশে জগত বেঁচেছে,
তব মহাপ্রেমে সকলি নব;
তুমি কেন তবে, প্রেমিকা প্রকৃতি!
হেন ভাবে?— কি লালা হে তব?
দু'মাসের তরে ..সছি দু'জনে,
দু'মাসের পরে ফিরিতে হ'বে;
জেনে শুনে, হেন মনভোলা হ'য়ে
তবুও কি বৃথা বসিয়ে র'বে?

১১

"উঠ, শরতের হৃদয়বাসিনি!
উঠ, জগতের জীবনদায়িনি!
সাধের রাজত্ব—সাধের সময়—
সাধের সঙ্গিনী পূর্ণিমা যামিনী
বৃথায় যায়;

এস উভে মিলি' নব খেলা খেলি,
গেল যে সময়, হেমন্ত আসিবে,
মনের বাসনা মনেই রহিবে ;
জেনে শুনে, প্রিয়ে! সময় হারা'তে
মন কি চায়?"

১২

শরতের কথা শুনিয়ে কানে
শরৎ-প্রকৃতি সুধার তানে
মধুর হাসনি হাসিয়ে বলে ;—
"দু'মাসের তরে এসেছি, পতি!
দু'মাস সময় অলপ অতি,
দেখিতে দেখিতে যা'বে হে চ'লে।

তাই আমি, নাথ! যতন ক'রে
ফোটা ফুল তুলি' আপন করে
মনমত করি' গাঁথি এ মালা ;
তব অধিকারে, তোমার কালে
যতরূপ ফুল ফোটে হে ডালে,
এই হারে তত ফুলের মেলা।
সাধের সময় এখনি যা'বে,
সাধ যে আমার সাধ না পা'বে,
হেমন্ত আসিয়ে সাধিবে বাদ ;
তাই আমি তব পরা'তে গলে
মহামালা গাঁথি ফুলের দলে,
গলে দুলাইয়ে পূরা'ব সাধ।"

চতুর্থ ঋতু।

হেমন্ত।

১

সুন্দর শরৎ ঋতু প্রিয়া সনে ছাড়িল ধরণী,
শারদ ঐশ্বর্য্যরাজি শোভাশূন্য হইল অমনি।
প্রভু, প্রভুপত্নী নাই ; কাজে কাজে বিশাল সংসার
"কোথা রাজা! কোথা রাণি!" এই বলি' করে হাহাকার।
গভীর বিষাদভরে সরোবরে কমলিনীকুল
রাজশোকে প্রাণে মরে কেঁদে কেঁদে হইয়ে আকুল।

পঞ্চম ঋতু।

সেই

শীত।

১

বুড়া হরিণ-চড়া,
চামড়া গায়ে মোড়া,
পাগ্‌ড়ী মাথায় যোড়া,
দেখ্‌ছে চেয়ে মিট্‌ মিট্‌ মিট্‌।
...টা পাকা দাড়ি—
... রাশি শোণের নুড়ি,
...য়ে গেছে মস্ত ভুঁড়ি,
...য়ের মলা চিট্‌ চিট্‌ চিট্‌॥

২

...পড়া তোব্‌ড়া মুখে
...ই ঢুলছে ঝুঁকে ঝুঁকে,
...ই-হাওয়াটা প'ড়্‌ছে বুকে,
কাঁপ্‌ছে বুড়ো থর্‌ থর্‌ থর্‌।
...কা মেরে বুড়োর বুকে
...ত্তর থেকে দখিন দিকে
...ওয়াটা ছুট্‌ছে রুকে,
... সর সর সর্‌॥

৩

হাই-হাওয়াটা লাগ্‌ছে জলে,
জল জোম্‌ছে তালে তালে,
ঢলঢলে জল জমাট বরফ্‌,
বড্ড শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ ধপ্‌।
সেই বরফের শক্ত পিঠে
বল্‌গা-হরিণ যাচ্ছে হেঁটে,
...

৪

হাই-হাওয়াটা পাহাড়-চুড়ে
পোড়্‌ছে লুটে মাথা খুঁড়ে,
জোম্‌ছে বরফ পাহাড় যুড়ে,
রবির করে ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌।
হাই-হাওয়াটা উধাও মুখে
অগ্নি ছোটে রবির দিকে,
দখিন দিকে পালায় রবি,
ভয়ে রাগে লাল টক্‌ টক্‌॥

বসন্ত।

১

এস বসন্ত, কর জীবন্ত,
শীত-দুরন্ত-পীড়িত প্রাণ ;
ভীত প্রকৃতি কাঁপে সঘনে,
কর তাহারে ভরসা দান।
তরু কাতর, ঝরি'ছে ফুল,
অতি আকুল ভ্রমর-কুল ;
দোঁহে বাঁচাও, সদয়ে চাও,
ফুল্ল কুসুমে পাদপ ছাও,
তোল অলির পাখায় তান।*
লতা লুটায় শীতের ভয়ে,
তুমি, প্রেমিক ! তাহারে ল'য়ে
দেহ জড়া'য়ে তরুর গায়ে,
ধীরি দোলাও মলয়-বায়ে ;
প্রেম-বিকাশে উভয়ে পুন
কর সরস—কর নতুন ;
ফুল-অধরে হাসিটি দাও,
সেই হাসির চুমোটি খাও ;
কালো কোকিলে পাঠাও হেথা
সুখে গাহিতে তোমার গান।
কানে শুনি নি অনেক দিন
তব মলয়-অনিল-বীণ্ ;
চো

গোছা

প্রাণে পাই নি প্রাণের সুখ,
ভয়ে দিই নি খুলিয়ে বুক।
এস, বসন্ত, মুখটি তুলে,

*ভ্রমরের দুখে নষ্ট, উা

তব মাধুরি বুকেতে রাখি'
বিনা নিমেষে চাহিয়ে দেখি,
দুখ-বাদরে আমারি প্রাণ।

২

এল বসন্ত হরি' জীবন্ত
শীত-দুরন্ত-পীড়িত প্রাণ;
এবে প্রকৃতি [illegible] পেয়ে
গাহে বসন্ত-বিজয়-গান।
এল বসন্ত প্রিয়ার সনে,
প্রেম-বিকাশ হইল বনে;
দূরে মদন দাঁড়ায়ে চায়,
ফুল-ধনুক কোমল কায়;
ফুল-ধনুকে ফুলের বাণ
হানে মদন মারিয়া টান;
বাজে সে বাণ প্রাণের বুকে,
জাগে জীবন জীবিত সুখে,
বেঁচে উঠিল মৃতের প্রাণ।
তরু বাঁচিল, ফুটিল ফুল,
উড়ি' ছুটিল ভ্রমরকুল;
কুল্ল কুসুমে পাদপ ছায়,
মধু লুটিয়া ভ্রমর ধায়
তুলি' পাগল পাখায় তান।
লতা উঠিল তরুর বুকে,
মুখ রাখিল তরুর মুখে;
[illegible]র তরুর গায়ে
ধীর দোলয়ে মলয়-বায়ে;
প্রেম-বিকাশে উভয়ে পুন
হ'ল সরস—হ'ল নতুন;
কচি হাসিটি ফুল-অধরে
নাচি' কেমন ধীরে শিহরে;
প্রাণ-প্রিয়ার সহিত খুঁজে
খায় চুমোটি ফুলের মুখে
সুখে বসন্ত মোহিত-প্রাণ।
কালো কোকিল পঞ্চম প্রায়ে
হেঁকে গাহিল প্রেমের গান।
শুনি' কোকিল-কুহুর রব
তুলি' পেখম ময়ূর সব
কেকা শবদে ভরি'ছে দিক্,—
রূঢ় শীতেরে বলি'ছে ধিক্।
মৃদু-মলয়-অনিল-বীণে
বাজে মধুর মধুর দিনে;
চূত-মুকুলে সাজিল ডাল;
গোছা অশোক-মুখের হাসি
ফুটে উঠিল মধুর লাল।
প্রাণে পাইনু প্রাণের সুখ,
দিনু বসন্তে খুলিয়ে বুক।
এল বসন্ত মুখটি তুলে,
শোভা সাজানো বুকটি খুলে।
শীত-পীড়িত আমার বুক,
দিল সে বুকে একটু সুখ।
বুকে বসন্ত মাধুরি নিয়ে
বিনা নিমেষে রহিনু চেয়ে
সুখ-সাগরে ভাসা'য়ে প্রাণ

'অনন্ত' কি ?

১

'অনন্ত' কি ? ভেবে ভেবে আকুল হইল মোর প্রাণ,
ভাবনার ভাবে ডুবে ক্রমে প্রাণ ছায়ার সমান।
প্রাণের ভাবনা-স্রোতে আমিও ভাসিয়া গেনু কোথা,
আত্মহারা দিশাহারা, হারাইল 'আমি' এই কথা।
ভাবনার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম দৃশ্যহীন তা'র
প্রাণের সহিত মোরে বাঁধিয়া করিল একাকার।
প্রাণ=আমি, আমি=প্রাণ, এক বই দুই না রহিল ;
এক হ'য়ে 'আমি-প্রাণ' ভাবনায় ঘুমা'য়ে পড়িল।
লুটিয়া পড়িল তনু পৃথিবীর ধূলির উপরে,
ধূলির সুসূক্ষ্ম কণা লিপ্ত হ'ল লুণ্ঠিত শরীরে।
তরঙ্গে তরঙ্গে বায়ু উড়াইল ধূলিকণারাশি,
ভারি কণা প'ড়ে গেল, লঘু কণা শূন্যে গেল ভাসি'।
ধূলির ধূষর বর্ণ র'য়ে গেল কেবল শরীরে,
লোমকূপ-মুখগুলি ঢেকে গেল বাহিরে বাহিরে।
দেহ-বর্ণে ধূলি-বর্ণ দেখিতে হইল অন্যরূপ,
অদৃশ্যে অসংখ্য কণা ঢাকিল অসংখ্য লোমকূপ।
বাহিরে ধূলির রাজ্যে হেন ভাবে লুটে কলেবর,
ভিতরে শরীর-কক্ষে আমি-প্রাণ নিদ্রায় বিভোর।
'অনন্ত' কি ?—আমি-প্রাণ জাগরণে আছিল ভাবিতে,
'অনন্ত' কি ?—ঘুমাইয়া স্বপনেও লাগিল দেখিতে।
জাগ্রতের চিন্তা হ'তে স্বপ্ন-চিন্তা বাড়ে বহুগুণ,
চমকিল আমি-প্রাণ, ভেঙে গেল ভাবনার ঘুম।
আবার আবার সেই 'অনন্ত' কি ? জটিল ভাবনা
জেগে উঠে আমি-প্রাণে খুলে দিয়ে জ্ঞানের চেতনা।
তৎক্ষণাৎ আমি-প্রাণ 'অনন্ত' কি ? জানিবার তরে
লোমকূপ-দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করে।

২

দেহরূপ কক্ষ হ'তে আমি প্রাণ বাহিরিতে চায়,
এক লোম-কূপ-পাশে পথ-আশে আমি-প্রাণ ধায়।
গিয়া দেখে, সেই পথে বাহির হ'বার নাই ফাঁকা;
অতি সূক্ষ্ম ধূলি-কণে সূক্ষ্মতম লোম-কূপ ঢাকা।
সেথা হ'তে আমি-প্রাণ ধেয়ে গেল অন্য লোম-কূপে,
তা'রো দ্বার আঁটা হেরি' থতমতি দাঁড়াইল চুপে।
সেথা হ'তে পুনরায় অন্য লোম-কূপ-পাশে যায়,
সেখানেও সেইরূপ, আমি-প্রাণ অন্য দিকে চায়।
এইরূপে যেথা যায়, কোথাও নাহিকো পায় দ্বার,
সূক্ষ্মতম লোম-কূপ ধূলি-কণে সকলি আঁধার।
ক্রমে ক্রমে আমি-প্রাণ এক দুই তিন চারি করি',
পরে শত লক্ষ কোটি বদ্ধ লোম-কূপে ভ্রমে ঘুরি'।
কোটি কোটি কত কোটি, কে পারে করিতে সংখ্যা তা'র।
সমস্তই লোম-কূপ ধূলি-কণে লেপা একাকার।
এত লোম-কূপ-পথে আমি-প্রাণ ঘুরিতে ঘুরিতে,
ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ে গেল, নাহি আর পারিল উঠিতে।
'অনন্ত' কি? মনে মনে আমি-প্রাণ ভাবিল তখন,
অনন্ত লোমের কূপে 'অনন্তের' ছায়া-পরশন।

৩

অনন্তের ছায়া ছুঁয়ে আমি-প্রাণ ভাবিল অন্তরে,*—
[illegible] হেন, অনন্ত কি? দেখিব অন্তরে ‡।'
[illegible] তাপে তনু-ত্বকে ঘর্ম্ম উঠে ফুটে,
ক্রমে বিন্দু—ক্রমে ধারা দরদরে গড়াইয়া ছুটে।
লোম-কূপ-ধূলি-কণা ঘামে গ'লে গেল গড়াইয়া,
খুলিল আবদ্ধ দ্বার, আমি-প্রাণ পড়ে বাহিরিয়া।
গভীর আঁধারময় একটুকু শরীর হইতে
আমি-প্রাণ বাহিরিল, 'অনন্ত' কি? নয়নে দেখিতে।

* মনে।
† মধ্যে; এ স্থলে দেহমধ্যে।
‡ দূরে, বাহিরে; এ স্থলে দেহের বাহিরে।

পৃথিবীর কোলে পড়ি' আমি-প্রাণ মেলিল নয়ন,
নিরখিল ধূলিরাশি দূর—দূরন্তরে আচ্ছাদন।
অবাক্ স্তম্ভিত হ'য়ে আমি প্রাণ দশ দিকে চায়,
কত ধূলি তলে পড়ি', কত ধূলি শূন্যে উড়ি' যায়।
যে ধূলির সূক্ষ্ম-কণা ঢেকেছিল তনু-লোম-কূপ,
পৃথিবীতে সে ধূলির দূর-বিস্তারিত মহাস্তূপ।
হেন ধূলিস্তূপ হেরি' আমি-প্রাণ ভাবিল তখন,—
'অনন্তের ছায়া-পরে অনন্তের কায়ার ঘটন।
এই সব ধূলিস্তূপ পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে বিস্তার,
যত দূর চেয়ে দেখি, তত দূর ধূলির পাথার।
এ ধূলির যৎসামান্য কণিকার অসংখ্য কণায়
আঁটা ছিল কোটি কোটি তনু-লোম-কূপ আঁধিয়ায়।
বাহিরে এ কি রে হেরি! কত ধূলি! অন্ত নাহি পাই!
'অনন্ত' কি ? আর মোর বুঝিবার কিছু বাকি নাই।'

৪

হেন ভাবি' আমি-প্রাণ স্তব্ধ হ'য়ে শূন্য পানে চায়,
রাশি রাশি ধূলি-কণা অবিরাম গতি কোথা ধায়।
নিম্ন হ'তে উর্দ্ধে উঠি' কোথা যে চলিয়া যায় তা'রা,
ভেবে ভেবে আমি-প্রাণ একেবারে হ'ল দিশাহারা।
আগে মনে ভেবেছিল,—ধূলিস্তূপ 'অনন্ত'ই বুঝি·
সে ভ্রম ঘুচিল এবে, অনন্তের ভাবনায় মজি
তৎক্ষণাৎ আমি-প্রাণ ধরিয়া একটি ধূলি-কণা,
শূন্য পানে চ'লে গেল ; মনে জাগে অনন্ত-ভাবনা।
ধূলি-কণে ভর করি' আমি-প্রাণ কোথা চ'লে যায়,
কিছুই কিনারা নাই, অকূল আকাশে শুধু ধায়।
যতই উপরে উঠে, ততই স্তম্ভিত আমি-প্রাণ,
যতই স্তম্ভিত হয়, তত বাড়ে 'অনন্তের' ধ্যান।
যেতে যেতে আমি-প্রাণ আচম্বিতে দেখিল নয়নে,—
ধূলি-কণা কোটি খণ্ডে চূর্ণ হ'ল বায়ুর ঘর্ষণে।

উর্দ্ধবাহী বায়ুস্তর সেই সব গুঁড়াগুলা চাপে,
উঠিতে না পারে গুঁড়া—পড়্‌-পড়—থর-থর কাঁপে ।
উপরে বায়ুর চাপ, নিম্নে ধরা-মধ্য-আকর্ষণ,
পড়িতে লাগিল গুঁড়া কাজে কাজে আবার তখন ।
হেন হেরি' আমি-প্রাণ তাড়াতাড়ি উর্দ্ধ-বায়ু ধরে,
উর্দ্ধ বায়ু আরো উর্দ্ধে মহাবেগে ছুটিল সত্বরে ।
প্রাণপণে আমি-প্রাণ উর্দ্ধ বায়ু ধরি' নীচে চায়,
কোথা ধরা ?—কোথা ধূলি ?—কিছু আর দেখিতে না পায় ।

৫

এইরূপে আমি-প্রাণ উধাও হইয়া ধায় কোথা,
তবু না বুঝিতে পারে 'অনন্তের' গূঢ়তম কথা ।
সাগর-ভূধর-ধরা কত নীচে রহিল পড়িয়া,
কিছুই ঠিকানা নাই, আমি-প্রাণ চলিল উড়িয়া ।
উর্দ্ধবাহী বায়ুস্তরে আমি-প্রাণ দিতেছে সাঁতার,
কোথা যায়—কোথা চায়, কিছুই কিনারা নাই তা'র ।
দিগ্বিদিক্ লুপ্ত হ'ল, অধঃ উর্দ্ধ এবে একাকার,
শূন্য—শূন্য—শূন্য শুধু, কি এক মূরতি শূন্যতার !
শূন্যতার তম ভেদি' হেন কালে আলোকের রেখা
দেখা দিল ; আমি-প্রাণে তৎক্ষণাৎ লাগিল চমকা ।
চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ,—অসংখ্য অসংখ্য মহাগ্রহ
ধাওয়াধাই করিতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভয়াবহ ।
পলে কোটি কোটি ক্রোশ কোন্ গ্রহ কোথায় যে ধায়,
যেই গেল—সেই গেল, ফিরে নাহি আসে পুনরায় ।
কোটি কোটি কত কোটি এইরূপ গ্রহের ধাবন,
আমি-প্রাণ মনে ভাবে,—'কোথা এরা করি'ছে গমন ?
অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ কোথা হ'তে আসি'ছে ছুটিয়া ?
কোথায় ছুটিয়া যায় ? ছুটে যায় কোন্ স্থান দিয়া ?
আমি এ কোথায় এনু ?—কোথা যাই ?—কোন্ দিকে চাই ?
শূন্য শূন্য শূন্য হেরি—শূন্য বই কিছুই যে নাই ।
অতি ক্ষুদ্র আমি, কিন্তু এত বড় গ্রহ রাশি রাশি
শূন্যতার শূন্য কোলে ডুবি' উঠি' কোথা যায় ভাসি' ?

অহো ! সেই ক্ষুদ্র দেহে চিরদিন নিবাস আমার,
ক'টাই বা আছে তায় ক্ষুদ্রতম লোম-কূপ-দ্বার ?
সে দেহের শূন্যতায় এ অদ্ভুত শূন্যতার তুল
কভু না হইতে পারে, সে যে বিন্দু, এ যে রে অকূল।
সে দেহের সেই ক'টা ক্ষুদ্রতম লোম-কূপ সার
এ সব গ্রহের সনে গণনায় দাঁড়ায় কি আর ?
অহো, কি প্রকাণ্ড কাণ্ড ! চিন্তার অতীত একেবারে,
'অনন্ত' কি ?—'অনন্ত' কি ? এ কি ঘোর গোলোক ধাঁধা রে !

৬

এইরূপে আমি-প্রাণ 'অনন্ত' কি ? ভাবিতে ভাবিতে
আরো উর্দ্ধে চ'লে গেল উর্দ্ধ-বায়ুভরে আচম্বিতে।
উপস্থিত হ'য়ে সেথা আমি-প্রাণ নীচুপানে চায়,
সংখ্যাতীত মহাগ্রহ হু হু ক'রে জ্ব'লে জ্ব'লে ধায়।
জ্বালা-আলো ছুটে যায় বিদ্যুতেরে করি' পরাজয়,
তমোময় শূন্যতার মহাবক্ষ হ'ল আলোময়।
সে আলোয় পথ পেয়ে আমি-প্রাণ পুন ধায় কোথা,
দেখিল জ্যোতির জ্যোতি অদ্ভুত ঝলায় ঝলে সেথা।
সে জ্যোতির বিন্দুমাত্র উথলিয়া বিশাল অম্বরে
গ্রহগণে জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে পলক ভিতরে।
চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ সে জ্যোতির আভাস পাইয়া
সংখ্যাতীত মহাগ্রহ দপ্ দপ্ উঠিছে, জ্বলিয়া।
অগ্রে ভেবেছিল মনে, গ্রহদের আলোক বুঝি বা
দেখাইয়াছিল তা'রে উর্দ্ধ-পথ ছড়াইয়া বিভা।
কিন্তু এবে আমি-প্রাণ বুঝিতে পারিল সবিশেষ,—
গ্রহদের জ্যোতি নয়, সে অপূর্ব্ব জ্যোতির সে লেশ।
অহো, কি বিচিত্র কাণ্ড ! সে জ্যোতির লেশমাত্র পেয়ে
অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ উজলিয়া শূন্যে যায় ধেয়ে।
যে জ্যোতির কণা মাত্রে কোটি কোটি গ্রহ আলোময়,
না জানি সে মূল জ্যোতি কি যে ! বুঝে সাধ্য কা'রো নয়।
স্তব্ধ হ'য়ে আমি-প্রাণ সেই মূল-জ্যোতি পানে চায়,
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি এক আমি-প্রাণ দেখিবারে পায়।

জ্যোতির বিরাট মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির আদি অন্ত নাই,
জ্যোতি—জ্যোতি—শুদ্ধ জ্যোতি। সে জ্যোতির নাহি কোন থাই
'অনন্ত' কি? আমি-প্রাণ এতক্ষণে পারিল বুঝিতে,
স্তম্ভিত হইয়া চায়, যত যায় সে জ্যোতির ভিতে।

৭

চেয়ে দেখে আমি-প্রাণ, সে অনন্ত জ্যোতিগর্ভ হ'তে
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কত হু হু করি' বাহিরায় স্রোতে।
সমুদ্রের বালিরাশি বরঞ্চ গণিতে পারা যায়,
কিন্তু সে ব্রহ্মাণ্ড রাশি কা'র সাধ্য গণিয়া বুঝায়?
সে সব ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে একেক ব্রহ্মাণ্ডে পুনর্ব্বার,
কত ব্রহ্মা—কত শিব—কত দেব সংখ্যা নাহি তা'র।
একটি ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষে কোটি কোটি ব্রহ্মার উদ্ভব,
একেক ব্রহ্মার মুখে 'ওম্' শব্দ গম্ভীর ভৈরব।
এক এক 'ওম্' শব্দে একেক জগৎ সৃষ্ট হয়,
এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কত সৃজে, কে করে নির্ণয়?
একটি ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষে কোটি কোটি শিবের উদ্ভব,
একেক শিবের মুখে 'যম' 'শম' হুঙ্কার ভৈরব।
এক এক 'যম' 'শম' সুগভীর শব্দের হুঙ্কারে
একেক জগৎ ধ্বংস হইতেছে রেণুর আকারে।
সেই সব রেণু হ'তে স্রোতে স্রোতে পুন বাহিরায়
কোটি কোটি নব নব ব্রহ্মা শিব বুদ্বুদের প্রায়।
বুদ্বুদ সমান ব্রহ্মা একে একে মিলিয়া আবার
বুদ্বুদ সমান বিশ্ব সৃষ্টি করে অসংখ্য অপার।
তাহারই দুই একটা সূর্য্য আদি নামে পরিচিত,
তা'রি ক্ষুদ্রতম কণে এ প্রকাণ্ড পৃথিবী সৃজিত।
সেই পৃথিবীর বক্ষে আমি তুমি সৃষ্ট হইয়াছি,
মূল সৃষ্টি তুলনায় কত দূর নীচে প'ড়ে আছি।
তবু এত অহঙ্কার! ছি ছি!—ছি ছি! কি লজ্জার কথা!
ছায়ার ছায়াও নই!—মানুষের গর্ব্ব করা বৃথা!!

দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।

গ্রন্থাবলী।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫

উৎসর্গ।

পরমমাননীয় আদর্শচরিত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর—

মহোদয় ধার্ম্মিকবরেষু।

রাজোচিতসম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন

রাজন্!

আপনার নিকট স্বপ্নেরও অতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। সে অনুগ্রহ কি? না আপনি বঙ্গভূমির অন্যতম বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজা হইয়াও কলিকাতায় অবস্থানকালে কত বার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া, আমাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও অকপট উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমি চিরদরিদ্র সাহিত্যজীবী, আপনি চিরৈশ্বর্য্যের অধিকারী—আমি সাহায্য-প্রার্থী, আপনি সাহায্যদাতা—আমি দীন গ্রন্থকার, আপনি ধনী গ্রন্থকার। কোথায় আমি আপনার নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার দর্শন লাভ করিব, না কোথায় আপনি এই দরিদ্রের কুটীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষ-রূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। এ আমার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দারিদ্র্যের চিরসহচর কবিগণের প্রতি নিধির চিরসহচর ধনিগণের এরূপ অকপট সহানুভূতি না থাকিলে দরিদ্র কবি উৎসাহ পায় কৈ? আপনি এ বিষয়ে আদর্শ। এই জন্য আমি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমার এই তৃতীয় ভাগ গ্রন্থাবলী আপনার সুপ্রসিদ্ধ নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

আপনার চিরানুগৃহীত ও বিনয়াবনত

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

৩২এ শ্রাবণ, ১২৯৫ সাল।

সূচিপত্র।

দুর্ব্বাসার পারণ

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। হরিহর-মূর্ত্তি। দুর্ব্বাসা। ধৌম্য। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। কর্ণ। শকুনি। চিত্রসেন। গন্ধর্ব্বগণ। বিদূষক। দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ। গোপগণ। ভারবাহকগণ। একটি বালক, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রুক্মিণী। দ্রৌপদী। ভানুমতী। বিদূষক-পত্নী। একটি ঋষিকন্যা। জনৈকা চিত্রকরী। পরিচারিকাগণ। গোপীগণ, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—রাজোদ্যান।

দুর্য্যোধন ও বিদূষক।

দুর্য্যো।—বয়স্য!

কি একমনে গণনা কোচ্চো?

বিদূ।—আপনার সৌভাগ্য-রেখা।

দুর্য্যো।—(সহাস্যে)—

আমার সৌভাগ্য-রেখা কি

আমার গল-লম্বিত মুক্তামালায় অঙ্কিত?

বিদূ।—অবশ্য।

এ তো যেমন তেমন মুক্তোমালা নয়,

এর এক একটা মুক্তো এক একটা যুধিষ্ঠির।

দুর্য্যো।—কি? কি?

বিদূ।—তা' নয় তো কি?

দুর্য্যো।—যুধিষ্ঠির?

বিদূ।—উঁহুঃ—বোলতে ভুলেচি,

এইবার ঠিক্ বোল্‌বো—

এর এক একটা মুক্তো

পাঁচ পাঁচটা পাণ্ডব যায় দ্রৌপদী!

সেই ছটাকে বেচ্‌লে যত দাম হয়,

এ মালার এক একটা মুক্তোর দামও তাই।

ওঃ—কত মুক্তো!—কত দাম!

দুর্য্যো।—হাঃ হাঃ হাঃ!

বয়স্য!

তোমাকে এই মালা পুরস্কার দিলেম।

(মুক্তামালা প্রদান)

বিদূ।—(সহাস্যে)—এবার কর্ণও গেলেন!

দুর্য্যো।—সে আবার কি?

বিদূ।—কর্ণ না বড় দাতা?

দুর্য্যো।—অবশ্য।

সখা কর্ণের অপেক্ষা জগতে কে দাতা?

বিদূ।—এবার সে গুড়ে বালি!

এমন গজমুক্তোর মালা—হুঁ হুঁ—

যা'র তা'র কর্ম্ম কি দান করা?

কর্ণ তো কর্ণ—

চক্ষুরও কর্ম্ম নয়!

দুর্য্যো।—আচ্ছা, তোমার রসনার?

বিদূ।—আমার রসনার কর্ম্ম অসংখ্য ;—
তিনি গ্রহণ করেন রাশি রাশি মিষ্টান্ন,
দান করেন যুবরাজ দুর্য্যোধনের প্রশংসা,
বর্ষণ করেন পঞ্চপাণ্ডবের গণ্ডা গণ্ডা পিণ্ডাণ্ড !

দুর্য্যো।—হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদূ।—(স্বগত)—পঞ্চপাণ্ডবের নিন্দে কোল্লে
দুর্য্যোধন আহ্লাদে ফুটিফাটা !
শর্ম্মার লাভে হ'তে ল্যাজ মোটা !
জিব্‌টে আরো কিছু লম্বা হ'লে
হাম্বা হাম্বা কোরে দুর্য্যোধনকে
পাকা রম্ভা বেশ কোরে দেখাতেম।

শকুনির প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কি সংবাদ, মাতুল ?

শকুনি।—কাছে এস, বাপু ! কাণে কাণে বল্‌বো।

(উভয়ের জনান্তিকে কথোপকথন)

বিদূ।—(স্বগত)—মামা শকুনি কি না !
কেবল কাণে কাণে কথা !
মেদিমারা মিন্সে ! কেবল ফুস্ ফুস্, ঘুস্ ঘুস্ !
আমার মতন নাকে কাণে কথা কও—
তবে তো বুঝি পুরুষ !
তা' নয়,
আমাকে দেখ্‌লেই ফুস্ ফুস্ !
আ-মোলো !—
আমি যেন ওঁর পাকা ধানে মই দি !
মই তো দিই নি—এইবার দি,
কাছে ঘেঁসে ফুস্ ফুঁসে মা দি।

(শকুনির পশ্চাদ্‌ভাগে অগ্রসরণ)

শকুনি।—(দেখিতে পাইয়া)—আঃ, কি গ্রহ !
ও দিকে একটু স'রে দাঁড়াও না ?

বিদূ।—(অত্যল্প সরিয়া)—এই নিন্।

শকুনি।—আঃ, কি আপদ !
তুমি কথা শোনো না কেন ?

বিদূ।—আঃ, কি জ্বালা !
যমের বাড়ী পর্য্যন্ত স'ক্তে বলো না কি ?
(স্বগত)—মোলো যা !
এমন্ খিট্‌খিটে লোক তো কোথাও দেখি'
চেহারাখানা দেখেচো—যেন বিছুতীগাছ
দেখ্‌লেই গা কুট্‌কুট্ করে।
আমাকে যেন পঞ্চ পাণ্ডব পেয়েচেন,
কপট পাশা পেড়ে বনে পাঠা'বেন !
পাঁশ পেড়েও আমার কিছু হয় না—
তা পাশা পেড়ে !
মামার যেমন চেহারা, তেম্নি নাম—শকুনি
ভাগাড়ে যাও না—ভাগাড়ে যাও না—
এখানে কেন ?

শকুনি।—ব্রাহ্মণ !
তোমার হাতে ও কি ?—মুক্তাহার ?

বিদূ।—(স্বগত)—এই পাশা পেড়েচে রে !
তাড়ালে—তাড়ালে।
এটাকে কেউ আঁটতে পারে না গা !

শকুনি।—এ মুক্তামালা কোথা পেলে ?

বিদূ।—মুক্তো কোথা ?
(গোপন করিতে করিতে)—
শাদা রেসমের গাঁট।

[বেগে প্রস্থান।

শকুনি।—বৎস ! শুন্‌লে তো ;
এই তো তোমার পিতার স্নেহ !

দুর্য্যো।—মাতুল !
আমার আর মঙ্গল নাই
পিতাও আমাকে পর ভাব্‌লেন,
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবই তাঁ'র আপনার।
তা'রা এখন বনবাসী ভিখারী,
তবু পিতা তা'দের ঐশ্বর্য্যশালী ব'ল্লেন।
হা, দুর্য্যোধন দরিদ্র !
যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্য্যশালী রাজা !
এ কথা শোনা অপেক্ষা
আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

কর্ণের প্রবেশ।

(কর্ণের প্রতি)—সখা ! সখা !

শত ধিক্ থাকুক আমারে!
পূজ্যপাদ পিতা মোরে
ত্যাজ্য-পুত্র সম ভাবে মনে।
ছি ছি!
এ লজ্জা রাখিতে স্থান নাই।
কহ গিয়া পিতারে আমার—
দীনহীন দুর্য্যোধন পিতৃগৃহ ছাড়ি'
গেল চলি' নিবিড় কাননে।
সখা!
এই লও রাজপরিচ্ছদ,
এই লও রাজোষ্ণীষ,
এই লও রাজভূষা;
দীন দুঃখী দুর্য্যোধন।

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ করিয়া)—
সখা! সখা!
কেন হেন অভিমান?
কেন হেন আত্মগ্লানি?
বৃদ্ধ পিতা তব
বুদ্ধিহীন এবে
ভেবে ভেবে বিবিধ ভাবনা।
কি হেতু তাঁহার ভাষে
রাজ্য ত্যজি' যা'বে বনবাসে?
বুদ্ধিমান্ শকুনি গান্ধারপতি মাতুল তোমার,
অনুগত কর্ণ তব হিতকারী সখা,
তবে কেন এ হেন বিষাদ?
কেন বা প্রমাদ ভাব মনে?
কে না জানে—
মহারাজ দুর্য্যোধন পৃথিবী-ঈশ্বর?

শকুনি।—বাস্তবিক কথা।
বৎস দুর্য্যোধন!
তুমি বলীর অপেক্ষাও বলী,
নতুবা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ
রাজ্যচ্যুত হ'য়ে কি বনবাসে গমন করে?
তুমি ধনীর অপেক্ষাও ধনী,
নতুবা পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী কি
তোমার বশীভূতা হন্?
তুমি এক্ষণে রাজার রাজা,
সমস্ত করদ রাজারা তোমাকেই কর দিচ্ছেন।
আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ক'রে
রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ঐশ্বর্য্য দেখেছিলেম,
এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন ক'চ্চি।
গ্রাম, নগর ও আকর-পরিপূর্ণ
এবং শৈলকাননশোভিত এই সসাগরা ধরা
সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধিকৃত।
বৎস! বল্‌তে কি,
তুমি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্র;
তুমি তেজে প্রচণ্ড ভাস্কর,
পাণ্ডবেরা বনবাসী খদ্যোতমাত্র।
বৃদ্ধ মহারাজের কথায় কি আসে যায়?
কে রাজা—কে ভিক্ষুক,
এক্ষণে তা'র পরীক্ষা হ'লেই তো হ'লো।

দুর্য্যো।—মাতুল!
আর না—আর না,
পিতা যা'রে বাম,
নাম তা'র লোপ হওয়াই ভাল।

শকুনি।—কেবল উতলা হও কেন?
আমার কথাটাই আগে শোনো না?

দুর্য্যো।—কি, বলুন?

শকুনি।—ঘোষযাত্রার ছল কোরে দ্বৈতবনে চল;
আমি জানি,
দ্বৈতবনের অন্তর্গত একটি সরোবরতটে
এক্ষণে দ্রৌপদীর সহিত
পাণ্ডবগণ অবস্থান কোচ্চে।
দুর্দ্দশার একশেষ,
গাছের ফলমূল মাত্র ভরসা!
তা'দের সে শ্রী নাই—সে তেজ নাই—
সে কিছুই নাই।
সামান্য ভিক্ষুকের দলে মিশে থাক্‌লে
পাণ্ডবদের আর চেনা যায় না,
এত দূর দুর্দ্দশা।
তুমি এখন অন্তঃপুর-মহিলাদের সঙ্গে,
দাসদাসী সঙ্গে, অশ্বহস্তিরথ সঙ্গে,

সৈন্যসামন্ত সঙ্গে, সেই বনে চল;
তা' হ'লেই সব চুকে যা'বে,
শ্রীহীন পাণ্ডবেরা তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে
অধোমুখ হ'য়ে ঝোপে ঝাপে
লজ্জায় লুকিয়ে থাকবে;
তখন তোমার বাবার কথা কোথায় থাকবে।

কর্ণ।—উপযুক্ত যুক্তি বটে।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখা!
অবিলম্বে তা'ই কর,
এর চেয়ে যুক্তি আর নাই।
দেখিয়া তোমারে
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন মরিবে মরমে;
তব প্রিয়া ভানুমতী যবে
দ্রৌপদীর নিকটে দাঁড়া'বে,
দ্রৌপদী হইবে ম্লানমুখী,
চন্দ্রে হেরি' খদ্যোত যেমতি।

দুর্য্যো।—তা' যেন হইল, সখে!
কিন্তু পিতার আদেশ বই যাইব কেমনে?

শকুনি।—আমি থাকতে আদেশের চিন্তা কি?
আমি কৌশল ক'রে
বৃদ্ধ মহারাজকে সম্মত কোরবো।

দুর্য্যো।—কিরূপ কৌশল?

শকুনি।—পূর্ব্বে যে ঘোষযাত্রার কথা বোলেচি,
তাই আমার নির্ঘাত কৌশল।
যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমদিকে ওঠে,
যদি পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষে পদ্ম ফোটে,
যদি পঙ্গু ব্যক্তি অশ্বের মত ছোটে,
যদি অগ্নি-শিখায় মধুমক্ষিকা মধু লোটে,
তবু আমার কৌশল কভু না টোটে।
আমি মহারাজকে বোলবো—
মহারাজ!
আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন
ভ্রাতৃগণের সহিত ঘোষপল্লী যা'বেন।
যা'বার উদ্দেশ্য দু'টি—
একটি তত্রত্য গোবৎসদের
বয়ঃক্রম,বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্কপ্রদান,
অপরটি মৃগয়া।

দুর্য্যো।—তিনি সম্মত হ'বেন কি?

শকুনি।—তবে আবার বলি—
যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য——

কর্ণ।—আর বোলতে হ'বে না,
গান্ধাররাজের কথাও যা', কাজও তা'।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখা!
আর চিন্তা কি?—নিশ্চিন্ত হও।

দুর্য্যো।—মাতুল!
তবে পিতার নিকট চলুন।

শকুনি।—বাপু! তোমার গিয়ে কাজ নি,
কি বোলতে কি বোলবে,
আমিই সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে আস্‌চি।
কর্ণ!
তুমি দুর্য্যোধনের কাছে থাক।

[শকুনির প্রস্থান

দুর্য্যো।—অঙ্গরাজ!
সুবুদ্ধি মাতুল মহাশয় যা' বল্লেন,
কার্য্যেও যদি সেইরূপ ক'ত্তে পারেন,
তা' হ'লে
আমার মনের দুঃখ কতকটা দূর হয়।

কর্ণ।—কেন, সখে! ভাব বারংবার?
যে মাতুল নিদ্রাজাগরণে
শুভ তব করেন কামনা,
তাঁ' হ'তে শুভের পরে শুভই ঘটিবে।
সৌবলের প্রাণপণ—মঙ্গল তোমার।

দুর্য্যো।—তুমিও সহায় যা'র,
শুভই সম্ভব তা'র।
সখে!—সখে!
কবে পা'ব দেখিতে নয়নে
জ্ঞাতিশত্রু সে পাণ্ডবগণে
দ্বৈতবনে বল্কল-অম্বরী?
কবে পা'ব দেখিতে হে
শিরে জটা—ক্ষীণদেহ—ভিক্ষাপাত্র করে
হেন দীনবেশে

নরখিলে পঞ্চপাণ্ডবেরে
যে আহ্লাদ পাইব হৃদয়ে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পেলেও
সে আনন্দ না পাইব চিতে।
নিবিড় অরণ্যমাঝে
মলিনবসনা দ্রৌপদী-বদন
হেরিব নয়নে আমি,
প্রিয় সখা!
কিবা সুখ এ হ'তে আমার?
তোমাদের যুক্তিমতে
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন মোরে
যদি অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হেরে,
তা' হ'লে যে দুঃখ আজ পাই,
প্রায়শ্চিত্ত হ'বে তা'র,
আনন্দ-পাথার উথলিবে;
যে বিষাদ-মেঘে আজ আচ্ছন্ন হইনু,
সে মেঘ উড়িয়া যা'বে,
সুখচন্দ্র দেখা দিবে অন্তর-আকাশে।

কর্ণ।—পাণ্ডবের দর্পচূর্ণ পূর্ব্বেই হ'য়েচে,
ছায়ামাত্র ছিল বাকি,
এই বার তা'ও ঘুচে যা'বে।

বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।

(বিদূষকের প্রতি)—ওহে,
তুমি কি রাজসভা থেকে আস্‌চো?

বিদূ।—কেন, বলুন দেখি?

কর্ণ।—সেখানে গান্ধাররাজ গিয়েচেন।

বিদূ।—গণ্ডার ফণ্ডারের খবর রাখি নি।
গণ্ডার তো খানা ডোবায় পোড়ে থাকে,
রাজসভায় গণ্ডার!

দুর্য্যো।—দূর মূর্খ!
মাতুল মহাশয়কে কি সভায় দেখেচো?

বিদূ।—ও—গান্ধাররাজ!
ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার!
না, আমি রাজসভায় যাই নি।

কর্ণ।—এখন কোথা থেকে আস্‌চো?

বিদূ।—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার—

কর্ণ।—কি বোক্‌চো?

বিদূ।—মামা মহাশয় রাজসভায় কেন?

দুর্য্যো।—বিশেষ প্রয়োজনে।

বিদূ।—(স্বগত)—বিশেষ প্রয়োজনে?
না, কাণা রাজাটার মুণ্ডভোজনে?
উহুঁ—সেটি হ'বার যো নেই, বাবা!
কথায় বলে—
"কাণা খোঁড়া, এক গুণ বাড়া।"
শকুনি তো শকুনি—
শকুনির বাবা হাড়গিলেও এলে
কাণার কাছে হাড়গোড় ভাঙা 'দ'!
বাবা,
সে দুর্য্যোধনের বাবা ধৃতরাষ্ট্র।
লোকে নখে খিম্‌চি কাটে,
সে বুড়ো কাণা-চোকে খিম্‌চোয়।
যে দিন শকুনিটে কপট পাশায়
পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করে,
সে দিন আমি বুড়োটাকে খুব চিনেচি।
এখনো আমার কাণে
সেই "কিং জিতং কিং জিতং" বিঁধে উঠ্‌চে,
এরি নাম কাণা-চোকের খিম্‌চুনি।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সামান্য মাতুল নহি আমি।

বিদূ।—(স্বগত) তা' আমি খুব জানি।

দুর্য্যো।—মনোবাঞ্ছা পূরিয়াছে?

শকুনি।—বাধাশূন্য একেবারে।
আগামী কল্য প্রাতে—
(বিদূষকের প্রতি)—আবার এখানে?

বিদূ।—আগামী কল্য প্রাতে কি, মহাশয়?

শকুনি।—তোমার তা'তে প্রয়োজন কি?

বিদূ।—(স্বগত)—
আমি যেন শকুনির সতীন গৃধিনী!
হাড় জ্বালালে, বাবা!

শকুনি।—তুমি একবার এখান থেকে যাও।

বিদূ।—কোথা ?—ভাগাড়ে ?

শকুনি।—কি, আমায় পরিহাস !

বিদূ।—আজ্ঞে না, পরিহাস নয়,

নাম-রহস্য !

শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—বৎস !

এমন মূর্খ দুর্ম্মুখকেও স্থান দাও ?

দুর্য্যো।—ওর কথা গ্রাহ্য কোর্‌বেন না,

ওটা পাগল।

শকুনি।—ওটা গর্দ্দভ !

বিদূ।—তা হোলো ভাল,

একজন খেচর—একজন ভূচর,

এখন একটা চরাচর চাই,

নৈলে এ খেচর ভূচর চরে কোথা !

শকুনি।—বৎস দুর্য্যোধন !

চল আমরা অন্তরালে যাই ;

এখানে আমি কোন কথা বল্‌তে চাই না।

বিদূ।—আমিও শুন্‌তে চাই না।

(স্বকর্ণে হস্তপ্রদান)

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—ওহে, এ কি মূর্ত্তি ?

বিদূ।—অ্যাঁ !

দুঃশা।—কালা নাকি ?

শুন্‌তে পাচ্চো না ?

বিদূ।—আমি যে কাণে হাত দিয়ে আছি।

দুঃশা।—কেন ?—হ'য়েচে কি ?

বিদূ।—মামার হুকুম।

দুঃশা।—মাতুল মহাশয় আমায় ডেকে এসে

আবার গেলেন কোথা ?

বিদূ।—(স্বগত)—যমের বাড়ী !

দুঃশা।—কোথায় গেলেন ?

বিদূ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ওই—ওই—মামা !

(দুঃশাসনের গমনোদ্যোগ)

বলি, মহাশয়,

ব্যাপার কি ?—কথাটা কি ?

দুঃশা।—আগামী প্রাতে

দাদা মহাশয় আর আমরা ঘোষপল্লী যা'ব

বিদূ।—ঘোষপল্লী ?—সেখানে কেন ?

দুঃশা।—তুমি কি কিছু শোন নি ?

বিদূ।—শুনেছি বৈ কি,

সেখানে

মামা মহাশয়ের একলাই যাওয়া উচিত।

দুঃশা।—কেন ?

বিদূ।—ঘোষপল্লীতে গরু ঢের,

সুতরাং ভাগাড়েরও ভাবনা নেই।

দুঃশা।—তাতে হ'লো কি ?

বিদূ।—আপনার মামা যে শকুনি !

দুঃশা।—দূর মূর্খ !

বিদূ।—তবে কি বলুন দেখি ?

দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নাম বটে শকুনি।

বিদূ।—তবে আমি কি বল্লেম ধুচুনি !

দুঃশা।—মাতুলের নামে পরিহাস ? গো-ভাগাড়

বিদূ।—যেমন নাম, তেম্নি ধাম।

দুঃশা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

ঐ মাতুল আস্‌চেন।

বিদূ।—আমিও ভাগাড়ে শুই।

(ভূতলে শয়

দুঃশা।—না হে,

মাতুল এলেন না—চ'লে গেলেন।

বিদূ।—আপদ গেলো,

আমিও উঠে পড়ি—হেঁইয়োঁ !

(দণ্ডায়মা

দুর্য্যোধন ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—বয়স্য !

কাল তোমার পোয়া-বারো হ'বে।

বিদূ।—আপনার মামা থাকৃতে

কা'র বাবার সাধ্যি পাশায় পোয়া পায়,

তা' পোয়া বারো !

আমার মত চাষাড়ে বামুনের
মামার মত পাশাড়ে হওয়া বড় শক্ত।
মামার পাশা ভেঙ্কী-পোকার হাড়,
পড়নের তোড় কি, বাপ্।—
পড়্ পঞ্চুড়ি—অমি পঞ্চুড়ি,
পড়্ তিন ঝুড়ী—অমি তিন ঝুড়ী,
পড়্ কচ্—অমি কচাকচ্।
মামা খেলওয়াড় বোলে খেলোয়াড়,
ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব—বনে!
অন্তঃপুরের দ্রৌপদী—গাছতলায়!
মহারাজ!
মামার পোয়া-বারো তো আপনারই।

র্য্যো।—যাক্, পরিহাস রাখো;
কথা শোনো—
তুমি রাজভৃত্যগণকে
যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ ক'ত্তে বল।

র্ণ।—সারথিদের অশ্ব হস্তী রথ।

র্য্যো।—পটমণ্ডপ।

র্ণ।—নর্ত্তক, গায়ক, বাদকদের
প্রস্তুত হ'তে বল।

র্য্যো।—খনক, বর্দ্ধকদের সংবাদ দাও।

দূ।—(ঈষৎ বিরক্ত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি)—
আপ্নি ফাঁক যান কেন?
দু' দশ বিশটে হুকুম করুন্।
দশচক্রে ভগবান্ভূত হ'লেম যে!
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—মহারাজ!
আমি কাহিল—হাওয়ায় টলি,
আমার উপর এত ভার!

র্ণ।—তুমি কত ভার সহ্য ক'ত্তে পার?

দূ।—মিষ্টান্নের ভার যত দিতে পারেন।

(সকলের হাস্য)

র্য্যো।—আচ্ছা, তাই দেওয়া যা'বে।
রন্ধনশালায় চল।
(কর্ণের প্রতি)—সখে!
মাতুল মহাশয়ের সঙ্গে তুমি
ভাল কোরে পরামর্শ কর।
(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই!
সমস্ত গোপকে তুমি আজই
ঘোষপল্লীতে যেতে বল;
সে লোকজন সঙ্গে কোরে
অগ্রে তথায় আমাদের জন্য
বাসগৃহ নির্ম্মাণ করুক,
আভীরগণকে প্রস্তুত হোয়ে থাকতে বলুক।
আমি একবার অন্তঃপুরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—রাজান্তঃপুর।

সিংহাসনোপরি ভানুমতী উপবিষ্টা।

ছত্রচামরাদি ধারণ করিয়া পরিচারিকাগণ দণ্ডায়মানা।

পরিচারিকাগণ।—

(গীত)

হেরি' এ চাঁদ-বদনখানি আকাশের চাঁদ মেঘে ডোবে।
হেরি' দু'টি নীল নয়ন নীল-কমল কাঁদে ক্ষোভে॥
গায়ের বরণ হেরে চাঁপা,
লাজের ভরে পাতা চাপা,
নধর অধর রাঙা পানা, কোকিল-বধূ চাচ্চে লোভে॥

জনৈকা চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকরী।—(সুরে)—জয় জয়, রাজমহিষি!

ভানু।—(সুরে)—এস এস, চিত্রকারিণি!

চিত্রকরী।—(সুরে)—
তোমার আদেশে আনিনু আঁকিয়ে
দ্রৌপদী বনবাসিনী।
ক্ষীণ কলেবরা, বলকলধরা,
ভিখারিণী—ভিখারিণী॥

ভানু।—(চিত্র লইয়া সানন্দে, সুরে)—
ওলো চিত্রকরি! সাবাসি তোরে,

বড় সুখী আজ করিলি মোরে।
দ্রৌপদীর এই কাঙালিনী-বেশ
দেখিতে ভালবাসি।
প্রাণনাথ এলে দেখা'ব তাঁ'য়,
এ ছবি লুটা'ব তাঁহার পায় ;
ওই আসে পতি, নেলো পুরস্কার,
(রত্নালঙ্কারপ্রদান)

চিত্রকরী।—(গ্রহণ করিয়া, সুরে)—
তবে, রাণি, আমি আসি।
[চিত্রকরীর প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

ভানু।—(নিকটে যাইয়া)—মহারাজ!
দেখ দেখ, দ্রৌপদীর দশা দেখ!
বনবাসিনী, ভিখারিণী, কাঙালিনী।
আমি এ চিত্র দেখে বড় সুখী হ'য়েছি।

দুর্য্যো।—প্রিয়ে!
তুমি ছায়া দেখেই এত সুখী হ'য়েছ,
কায়া দেখলে আরও সন্তুষ্ট হ'বে।

ভানু।—ভিখারিণী দ্রৌপদী কি
আমার কাছে ভিক্ষা ক'ত্তে আসবে?

দুর্য্যো।—কাল তুমি তা'কে ভিক্ষা দেবে।

ভানু।—সে কোন্ মুখে আর
আমাকে মুখ দেখা'বে?

দুর্য্যো।—তা'র উপায় ক'রেছি।

ভানু।—বল কি, স্বামিন্!

দুর্য্যো।—কাল আমি তোমাকে নিয়ে
দ্বৈতবনে গমন ক'র্‌বো;
ভিখারিণী দ্রৌপদীকে তোমায় দেখাবো।
কাল রাজরাণী ভানুমতীর কাছে
বনবাসিনী ভিখারিণী দ্রৌপদী
যা'তে ভিক্ষা গ্রহণ করে,
তা'র উপায় করেছি।
প্রিয়তমে!
তুমি আজ ভিক্ষাদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে রাখ।
কাল প্রত্যুষেই শুভযাত্রা ক'র্‌বো।

ভানু।—আমার স্বামী যে আমার মনের কথা
বুঝে কাজ ক'ত্তে যত্ন করেন,
এ আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা।
কাল নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে যা'বে?

দুর্য্যো।—কোনমতে তা'র অন্যথা হ'বে না।

ভানু।—আমি এই চিত্রখানাই
দ্রৌপদীকে ভিক্ষা দান ক'র্‌বো।
এই তা'র পক্ষে উপযুক্ত ভিক্ষা।

নেপথ্যে বিদূষক।—মহারাজ কোন্‌দিকে গেলে
মহারাজ!—মহারাজ!

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—এই যে এখানেই মহারাজ।
আমি যা' ভেবেছি, ঠিক তাই।

দুর্য্যো।—কি ভেবেছো, বয়স্য?

বিদূ।—এ ঘরে এলেই মহারাজ কালা হন্।
আমি জানি,
কুম্ভকর্ণ নেই, কিন্তু তা'র ঘুম আছে;
সে ঘুম কোথা?—না এই ঘরে।

দুর্য্যো।—আমার ঘুম কোথায় দেখ্‌লে?
আমি যে জেগে আছি।

বিদূ।—ঘুম যে দুই প্রকার—
ঘুম-ঘুম, আর জেগে-ঘুম।
ঘুম-ঘুম ফুঁয়ে ভাঙে,
কিন্তু জেগে-ঘুম মোচ্‌ড়ালেও ভাঙে না।
সেটা আপনার দোষ নয়,
এ ঘরটির গুণ।

ভানু।—(সহাস্যে)—ঘরের দোষ কি?

বিদূ।—আমি তো ঘরের দোষ বলি নি,
ব'লেছি গুণ!
(সহাস্যে)—যা চ'লে—যা চ'লে,
মহারাণীও কালা!
সাধ কোরে কি বলি,
আমার কপাল-গুণে রাজা কালা—
রাজার রাণী কালা।
(সকলের হাস্য)
মহারাজ্ঞি! আপনার হাতে এ কি?

ভানু।—ছবি।
বিদূ।—ছবি?—কোন জলজন্তু না কি?
ভানু।—জলজন্তু নয়, বনজন্তু।
বিদূ।—বনজন্তু?—কই দেখি?
(চিত্র লইয়া)—কি জ্বালা!
এই কি বনজন্তু?
এ যে কোন জন্তু নয়।
দুর্য্যো।—তবে কি?
বিদূ।—কলা-বৌ।
(সকলের হাস্য)
হাস্‌চেন যে?—আমার কি চক্ষু নেই?
এত লম্বাকার কেন?
এত রুগ্না কেন? ভগ্না কেন? মগ্না কেন?
অবশ্য এটা কদলী-বধূ।
ভানু।—না না, দ্রৌপদী।
বিদূ।—(বিস্ময়ে)—অঁ্যা অঁ্যা!—দ্রৌপদী!
না না, এ একটা ক্ষুধাতুরা ভৈরবী।
ভৈরবী দেবীবিশেষ,
সুতরাং নমস্কার করি।
ভানু।—দূর হও, অন্ধ!
বিদূ।—দেবনিন্দায় মহাপাপ।
আঁকা অনেকটা ঠিক্ হ'য়েচে,
হাতে একটা ত্রিশূল হ'লেই বস্।
ভানু।—তোমার বুকশূল হ'লেই—
বিদূ।—দুর্গা দুর্গা দুর্গা।
আমি চল্লেম।
দুর্য্যো।—এলে আর গেলে?
বিদূ।—শুধু শুধুই বুকশূল,
এখনো অম্লশূল, পিত্তিশূল, দিক্‌শূল,
আবার হয় তো শেষটা
ইস্পাতের শূল পর্য্যন্তও বা!
দুর্য্যো।—(সহাস্যে)—ভয় কি?
বিদূ।—সেটা আপনার পক্ষে।
আমি চল্লেম—চল্লেম।
দুর্য্যো।—কি প্রয়োজনে এসেছিলে, ব'ল্লে না?
বিদূ।—যে ভারটা আমাকে দিয়াছিলেন,
আপনার মাতুল মহাশয় তা নামঞ্জুর কল্লেন।
তাই ব'ল্‌তে এসেছিলেম।
দুর্য্যো।—কিসের ভার?
বিদূ।—বেশ্!
(বিরক্ত হইয়া অবস্থিতি)
দুর্য্যো।—বিরক্ত হও কেন?
বিদূ।—গায়ের রক্ত শুকিয়ে দিয়ে
বল্‌চেন—বিরক্ত হও কেন?
রক্ত না থাক্‌লেই বিরক্ত।
দুর্য্যো।—বয়স্য!
অল্প সময়ের মধ্যে
অনেক বিষয় ভাব্‌তে হ'চ্চে,
সব কথা মনে রাখ্‌তে পাচ্চি নি।
জান তো,
কল্য প্রাতেই শুভযাত্রা ক'ত্তে হ'বে।
বিদূ।—সেই জন্যই তো
আমার প্রতি মিষ্টান্নের ভার দিয়েছিলেন।
কেন দিয়েছিলেন?
আর আমিই বা কেন নিয়েছিলেম?—
ও বিষয়ে খুব পোক্ত ব'লেই তো?
দুর্য্যো।—তা মাতুল মহাশয়
অসম্মত হ'লেন কেন?
বিদূ।—তিনি ব'ল্লেন কি, শুনুন্—
ব্রাহ্মণ! তুমি মিষ্ট-ভার নিতে পারবে না,
কাষ্ঠ-ভার নেও।
আমি তা' হামঞ্জুর ক'ত্তে পাল্লেম না,
কাজে কাজে তিনি নামঞ্জুর ক'ল্লেন।
দুর্য্যো।—তুমি সহজে ছাড়্‌লে কেন?
বিদূ।—তেমন পৃষ্ঠভারকে সরিয়ে ফেলে
মিষ্টভার নেওয়া আমার সাধ্য নয়।
দুর্য্যো।—চল,
আবার আমি গিয়ে ঠিক্ কোরে দিচ্চি!
(ভানুমতীর প্রতি)—
রাণি!
তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষার আয়োজন কর।
আমার ভ্রাতৃবধূগণকে

এবং অন্যান্য নারীগণকে
স্বস্ব উৎকৃষ্ট বেশভূষায়
সজ্জিত হ'য়ে থাক্‌তে বল।

বিদূ।—তবে
আমার ব্রাহ্মণীকে আর বলা হ'ল না।

দুর্য্যো।—কেন? কেন?

বিদূ।—তিনি বড় অভিমানিনী,
তা'তে
তাঁ'র আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষা নেই;
এমন চাঁদের হাটে প'ড়ে
তেমন জলধরীর অভিমান-বৃষ্টি
ঝর্‌ঝর্‌ প'ড়্‌বে।
সে বৃষ্টির তোড়ে
আমায় সামাল সামাল ডাক্‌তে হ'বে।
তাই ব'ল্‌চি,
ব্রাহ্মণীকে বলা হ'লো না।

ভানু।—আচ্ছা,
আমি তোমার ব্রাহ্মণীকে
ভাল বেশভূষা দেবো।

বিদূ।—জয় হোক্‌—জয় হোক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

বেগে ভারবাহকগণের প্রবেশ।

নেপথ্যে বিদূষক।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
দাঁড়া ব্যাটারা!—দাঁড়া—দাঁড়া।

বেগে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(সরোষে)—হ্যাঁ রে ছুঁচো ব্যাটারা!
আমাকে কি ঘোড়া পেয়েচিস্‌ যে
তোদের সঙ্গে ভোঁ ভোঁ কোরে ছুট্‌বো?

১ম ভা-বা।—আপনি ছোটো কেন?
আপনকার তো দু'চাকার রথ আছে;
রথে না চোড়ে দৌড়ও কেন, ঠাকুর?

বিদূ।—আমার খুসি,
তোর বাবার কি?

১ম ভা-বা।—খুসি তো দৌড়ও।
ওরে ভাই, চল্‌ তো পাখীর মত উড়ে।

(ভারবাহকগণের বেগে গমনোদ্‌যোগ)

বিদূ।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—
তবে রে বেল্লিক!
আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

(গণ্ডদেশে চপেটাঘাত)

১ম ভা-বা।—(রুষ্ট হইয়া)—কি ঠাকুর!
কথায় কথায় হাত তোলো—চড় মারো?

বিদূ।—এখনো যে লাথি মারি নি,
এই তোর বাবার ভাগ্যি!

১ম ভা-বা।—বামুণ তুমি,
লাথ মাত্তে পারো দু'শো বার,
চড় চাপড়ের কে?
মাগ আর বামুণ সমান,
এদের লাথ খেতে পারি,
চড় খাবো কেন?

বিদূ।—(সরোষে)—কি?—কি?
যত বড় মুখ, তত বড় কথা—
আমি তোর মাগ?

১ম ভা-বা।—তা আমি কি তোমার বাপ?

বিদূ।—পাজী ব্যাটা! দুর্ম্মুখ ব্যাটা!
আগে ঘোষপাড়ায় চল্‌,
তা'র পর টেরটা পাওয়াবো,
রোগের মতন ওষুধ দেবো।

১ম ভা-বা।—ঘোষপাড়ায়
আর তোমার বামুণ নেই,
সব আমাদের গয়লা,
হ্যাঁক্‌ কোল্লে কঁ্যাক্‌ কোরে ধোর্‌বে।
বেশী বাড়াবাড়ি কোল্লে
ফুঁকো দিয়ে ছাড়্‌বে।

বিদূ।—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা!

ব্যাটা অস্তুজ!—ব্যাটা বেল্লিক!

আসুন মহারাজ,

শূলে দেবো।

(ভারবাহকগণের ভয়প্রকাশ)

২য় ভা-বা।—(১ম ভারবাহকের প্রতি)—

তুই শালা বড্ড বদ্ নোক,

ঠাকুরকে চিনিস্ নি?

১ম ভা-বা।—না।

এ ঠাকুর কে হে?

বিদূ।—(সরোষে)—তোর বাবা!

১ম ভা-বা।—বড় রুক্ষি মেজাজ।

২য় ভা-বা।—চুপ্ কর্—চুপ্ কর্।

১ম ভা-বা।—কিসের চুপ্ কর্?

হাতে হ'লো না, শেষে মুখে,

এ ভারি অন্যায়।

২য় ভা-বা।—ওরে ভাই,

এ ঠাকুরের হাত পা মুখ সবই সমান,

ইনি যে আমাদের রাজার মিতে।

১ম ভা-বা।—(সভয়ে)—

অ্যাঁ!—বলিস্ কি!

(বিদূষকের পদ ধারণ করিয়া)—

ঠাকুর মশয়! মাপ কর মোকে,

আমি ঠিকে-নোক,

তোমাদের শহরে থাকি নি,

আমি আপনকাকে চিন্‌তে পারি নি।

দণ্ডবৎ করি, মশয়!

এ কথা রাজার কাছে অপ্রকাশ করো না।

তিনি শুনলে

ওপরে কাঁটা হেঁটোয় কাঁটা দিয়ে গাড়্‌বে।

বিদূ।—ব্যাটা! ফুঁকো দেবে!

এত বড় কথা—আমাকে ফুঁকো!

এত জিনিষ থাক্‌তে ফুঁকো!

কখনই ছাড়্‌বো না—শূল—শূল—শূল!

২য় ভা-বা—(১ম ভারবাহকের কাণে কাণে কি বলিল)

১ম ভা-বা।—(স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে অর্থ বাহির করিয়া)—ঠাকুর মশয়!

এই নেও—পান খেয়ো।

আমি মুরুক্ষু সুরুক্ষু মানুষ,

আমার কথাও কি কাণে করে?

মাপ কর, ঠাকুর মশয়!—মাপ কর।

বিদূ।—(অর্থ গ্রহণ করিয়া)—সাবধান, সাবধান।

এমন কথা আর বলিস্ নি।

কাণ মল্—নাকে খৎ দে।

(প্রথম ভারবাহকের তদ্রূপ করণ)

যা তোরা এগিয়ে যা,

আমি এখানে একটু বিশ্রাম কোরে যাচ্চি।

(উপবেশন)

[ভারবাহকগণের প্রস্থান।

একজন বালকের প্রবেশ।

বালক।—তুমি কে গা?

বিদূ।—আমি কাগা।

বালক।—কাগা?—দূর, বনমানুষ।

বিদূ।—তুই আমাকে চিনিস্?

বালক।—হুঁ।

সেই যে তুমি পিঁজ্‌রের ভিতর ছিলে।

বিদূ।—কোথা রে?

বালক।—সেই যে কে জানে কোথা।

বিদূ।—আয়, আমি তোর কাণে কাণে বলি,

এখনি মনে হ'বে।

বালক।—ও বাবা!

হাঁক্ কোরে নাকে কামড়ে দেবে।

যে মুখের ছিরি, যেন রামশিঙে।

একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।

ওরে বাবা! এ আবার কে?

এ যে কাগার ভাই বগা।

বাবা রে বাবা!

[পলায়ন।

বিদূ।—যমের বাড়ী!
দুর্য্যো।—পরিহাস রাখ।
বিদূ।—যম ছেড়েও ছাড়্‌চে না।
দুর্য্যো।—ব্যাপার কি, বল?
বিদূ।—আমায় বল্‌তে হ'বে না,
এখনি শুন্‌বেন।
দুর্য্যো।—কে বল্‌বে?
বিদূ।—যমের দূত আস্‌চে।
আমায় পাগল ব'লে ছেড়ে দিয়েছে,
কিন্তু আপনাদের ছাড়্‌বে না।
যদি প্রাণের ভয় থাকে,
তবে আর কথাটি ক'বেন না,
সটান হস্তিনাপুরে পিট্‌টান দিন।
আমি আগে পালাই,
হাত ছাড়ুন্।
দুর্য্যো।—বায়ুগ্রস্তের কথাই স্বতন্ত্র!
বিদূ।—আমি এখন ভূতগ্রস্ত!

[বেগে প্রস্থান।

একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কে তুমি?
গন্ধর্ব্ব।—গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের দূত।
দুর্য্যো।—এখানে কি প্রয়োজনে?
গন্ধর্ব্ব।—আপনাকে আমার প্রভুর
আদেশ বিজ্ঞাপন ক'র্ত্তে।
দুর্য্যো।—কি আদেশ?
গন্ধর্ব্ব।—আপনি অবিলম্বে বিনা বাক্যব্যয়ে
এই দ্বৈতবন হ'তে প্রস্থান করুন্।
এখানে আপনার অবস্থান কর্‌বার
বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই।
আমার প্রভু, পুত্রগণ ও ভৃত্যগণের সহিত
অলকাপুরী পরিত্যাগ ক'রে
এই দ্বৈতবনে অবস্থান কচ্চেন।
আপনি কা'র আদেশে
তাঁ'র বাসস্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেচেন!
মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার সমস্ত গৃহ—
সমস্ত পটমণ্ডপ—সমস্ত দ্রব্যসম্ভার
স্থানান্তরিত করুন,
এই মুহূর্ত্তেই দ্বৈতবন হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'ন্।
এই আমার প্রভুর আদেশ।
দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি! এত বড় স্পর্দ্ধা!
ধিক্ তোর পাপিষ্ঠ প্রভুকে!
তুই দূত—সুতরাং অবধ্য,
নতুবা উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'র্ত্তেম;
আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'।

বেগে কর্ণের প্রবেশ।

(কর্ণের প্রতি)—সখে! সখে!
জগতে এতও বাতুল ও মূর্খ থাকে,
তা' আমি জান্তেম না।
(দূতের প্রতি)—যা,তুই তোর প্রভুকে বল্—
পৃথিবীপতি মহারাজ দুর্য্যোধন
এই দণ্ডেই কাপুরুষ গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনকে
এ স্থান হ'তে দূরীভূত ক'রে
উপযুক্ত প্রতিফল দেবেন।
দূর হ পাপিষ্ঠ!
গন্ধর্ব্ব।—ধর্ম্ম সাক্ষী,
আমার প্রভুর আর কোন দোষ নাই।
রাজা দুর্য্যোধন!
আমার প্রভুর হস্তে
আর তোমার নিস্তার নাই।
কর্ণ।—তোমার প্রভু কোথায়?
শীঘ্র তা'কে
আমার নিকট আগমন ক'র্ত্তে বল।
আমরা ক্রীড়াগৃহে চ'ল্লেম।

[গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

মহারাজ!
ও কা'র প্রেরিত দূত?
দুর্য্যো।—চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের;
সে পাপিষ্ঠ আমাদের এই দ্বৈতবন হ'তে
দূরীভূত ক'র্ত্তে চায়।
কর্ণ।—(তাচ্ছিল্যসহকারে)—হাঃ হাঃ হাঃ!

মূর্খের অশেষ দোষ।
চলুন আমরা ক্রীড়া করি গিয়ে।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবনস্থ কৌরব-স্কন্ধাবার।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—আমি
গন্ধর্ব্বটাকে পশ্চিমমুখে যেতে দেখেছি,
সে যেরূপ রেগে বোঁ বোঁ করে গেছে,
তা'তে বড় সন্দেহ হ'চ্চে।
যা'বার সময়
আমার দিকে আবার কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে
সটান চ'লে গেছে।
ঐটেই আমার চোক বেঁধেছিলো,
এবারও হয় তো বাঁধ্‌তো,
কিন্তু আমার রাগটা
এখন মহারাজের উপর দেখ্‌চি।
আমি দূর থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি,
মহারাজের কাজটা ভাল হয় নি।
লোকে কথায় বলে 'মেরে গন্ধর্ব্ব ছোটাব',
এ যে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব্ব!
(নেপথ্যে তূরীধ্বনি ও যুদ্ধ-কোলাহল)
(চমকিয়া)—অঁ্যা—ও কি!—কিসের গোল!
কি সর্ব্বনাশ!
গন্ধর্ব্বের পঙ্গপাল যে!
সাগ্নে রে!—বা—এখন উপায়!
ও দিকে আবার কি!
কৌরব গন্ধর্ব্বে যুদ্ধ বেঁধে গেলো যে!
ইস্!—ভয়ানক যুদ্ধ যে!
ও আবার কি!—অঁ্যা—অঁ্যা,—
মেয়ের পালে
গন্ধর্ব্বের পাল প'ড়্‌লো যে!
হায় হায়!—হ'লো কি!
মেয়ে মদ্দের দফা রফা যে রে!
ঐ যা,
দেক্ত দেকে গন্ধর্ব্বে আট ঘাট ঘিরলে যে!
আমি এখন্ কোন্ দিক্‌-দে পালাই!
কেন ম'ত্তে—ছাই—
পোড়া গয়লাপাড়ায় এয়েছিলেম রে?
(নেপথ্যে পদশব্দ)
ও বাবা! পায়ের শব্দ দেখো,
কে আসে?—কে ও?
গন্ধর্ব্ব যে!
আমি না—আমি না!

বেগে আলুথালু-বেশে বিদূষকপত্নীর প্রবেশ।

আমায় মেরো না, বাবা!—আমি না—
দোহাই বাবা!
বিদূ-পত্নী।—(শশব্যস্তে)—তুমি এখানে?
বিদূ।—দোহাই তোমার,
আমার কোন অপরাধ নেই,
আমায় ছেড়ে দাও।
বিদূ-পত্নী।—এই যা সুযোগ,
এখন ছাড়্‌লে চলে কই?
বিদূ।—দোহাই গন্ধর্ব্বরাজ!
আমি তোমার ছেলের তুল্য,
পুত্রহত্যে ক'রো না,
তোমার পায়ে পড়ি,
আমি তোমার—
বিদূ-পত্নী!—ছি ছি, ছি ছি,
তুমি এ কি ব'ল্‌চো?
আমায় চিন্তে পাচ্চো না?
বিদূ।—তোমায় কে না চেনে?
যমও চেনে,
তা আমি তো আমি।
বিদূ-পত্নী।—দূর্ পোড়ারমুখো মিন্সে!
বিদূ।—(স্বগত)—কি, পোড়ারমুখো মিন্সে!

গন্ধর্ব্বের মুখে এ কেমনতর কথা।
কে এ ?
(ভাল করিয়া দেখিয়া)—আরে ছ্যা—তুমি!

বিদূ-পত্নী।—চোকের মাথা খেয়েচো?

বিদূ।—গোলে প'ড়ে ঘোল হ'য়ে গেচি।
তা, ব্রাহ্মণি! এসেচো ভালই হ'য়েচে,
চল দৌড়ে পালাই।
দেখ্‌চো তো কাণ্ডখানা ?
(হস্ত ধরিয়া)—এসো এসো, ছুটে এসো।

বিদূ-পত্নী।—যা'বার কি আর পথ আছে,
ক্রমে ক্রমে শক্ররা তেড়ে এলো যে!
তোমায় ধর্‌বার জন্য
চাদ্দিকে গন্ধর্ব্ব ছুটেচে।

বিদূ।—(সভয়ে)—অ্যাঁ—আমায়!
তবে কি হ'বে—গেলেম যে!

বিদূ-পত্নী।—তুমি শীগ্‌গির এক কাজ কর,
এই তাঁবুর পর্দ্দাখানা গায়ে জড়াও,
জড়িয়ে এই খেনে প'ড়ে থাক,
ভয়ে কেঁপো না—ন'ড়ো না।

বিদূ।—তোমার উপায় কি হ'বে, ব্রাহ্মণি!
এস, দু'জনেই পর্দ্দাখানায় জড়িসুটি হই,
নৈলে বেখোড়ে মারা যা'বে!

(নেপথ্যে পুনঃকোলাহল)

বিদূ-পত্নী।—ঐ শোনো, ভয়ানক চীৎকার,
সব গেলো—সব গেলো,
তুমি আর দেরি ক'র না,
এক্ষুণি পর্দ্দাখানায় ঢুকে পড়;
আমার জন্যে ভয় নেই,
আমি দৌড়ে গিয়ে ঐ ঝোপটায় ঢুকুবো।

বিদূ।—অ্যাঁ—ঝোপে!
দুগ্ধফেননিভ শয্যার ব্রাহ্মণী ঝোপে!

বিদূ-পত্নী।—এলো যে!

বিদূ।—এই ঢুকি।

(ভূপতিত একখানি পর্দ্দামধ্যে প্রবেশ)

বিদূ-পত্নী।—মুখটো ঢাকো।

বিদূ।—দম্ আট্‌কা'বে যে!

বিদূ-পত্নী।—তা আট্‌কায় আট্‌কা'বে,
নৈলে মাথাটা কচ্ ক'রে কেটে ফেল্‌বে যে!

বিদূ।—(সভয়ে)—ও বাবা!
আচ্ছা, এই কচ্ছপাবতার হ'লেম।

(পর্দ্দামধ্যে মুখ প্রবেশ করণ)

বিদূ-পত্নী।—আমি ঝোপে ঢুকি গে।

বিদূ।—(পর্দ্দামধ্য হইতে)—হুঁ।

বিদূ-পত্নী।—(স্বগত)—ও মা! এ কি!
গন্ধর্ব্বগুলো কি গো,
মেয়েগুলোকে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচ্চে!
আমাকেও দেখ্‌লে লুটে নেবে,
পালাই—পালাই—ঝোপে ঢুকি।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(সভয়ে)—
কেন ম'তে এমন কাজ ক'রেছিলেম,
এখন গন্ধর্ব্বের হাতে প'ড়ে যাই যে!
এখানে কে আছ?

বিদূ।—(পর্দ্দামধ্য হইতে)—ওই রে! ধ'ল্লে রে!

(কম্পন)

শকুনি।—ওই এল, ওই এল, ধ'ল্লে ধ'ল্লে!
এটা কি ?
এইটের ভিতর ঢুকুই।

(পর্দ্দা-উত্তোলন-চেষ্টা)

বিদূ।—(সভয়ে)—ওঁ—ওঁ—ওঁ!

শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ!—এর ভিতর কি!
গন্ধর্ব্ব না কি!

বিদূ।—ওঁ—ওঁ—ওঁ!

শকুনি।—বাবা রে! বাবা রে!

(পলায়নোদ্যোগ)

বেগে সশস্ত্র গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

১ম গন্ধর্ব্ব।—ধর ধর এ ব্যাটাকে।

শকুনি।—(সভয়ে)—আমি না—আমি না,
ঐ ওর ভিতর।
(অঙ্গুলি দ্বারা পর্দ্দা-নির্দ্দেশ)

বিদূ।—(সভয়ে)—বাবা রে! গেলেম রে!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(সবিস্ময়ে)—
ও কি! দেখ দেখ।
(ইত্যবসরে শকুনির পলায়নোদ্যোগ)
তুমি কোথায় পালাও?
তোমরা একে ধর,
আমি ওটা কি দেখি।
(গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক শকুনিধারণ)
(পর্দ্দা তুলিয়া সহাস্যে)—আরে মর,
সেইটে যে হে!

২য় গন্ধর্ব্ব।—কোন্‌টা হে?

১ম গন্ধর্ব্ব।—সেই বিটলেটা!

২য় গন্ধর্ব্ব।—(দেখিয়া সহাস্যে)—আ-মর!
খোকড়ার ভিতর বোকড়া চাল!—
হাঃ হাঃ হাঃ!
(সকলের হাস্য)

১ম গন্ধর্ব্ব।—দু'জনে মিলে পরামর্শ হ'চ্ছিল?
লুকিয়ে পার পা'বে—না?
(শকুনির প্রতি)—একে টেনে বা'র কর।

শকুনি।—আমায় ছেড়ে দেবে তা' হ'লে?

১ম গন্ধর্ব্ব।—দেবো।

শকুনি।—বুঝেচ গন্ধর্ব্ববীরগণ!
এই ব্যাটাই যত নষ্টের জড়;
এটাই দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিয়ে
তোমাদের দ্বৈতবনে ঘর বাঁধিয়েচে।
আমি কত নিষেধ ক'রেছিলেম,
ভ্রূক্ষেপও করে নি।
আয় ব্যাটা, বেরিয়ে আয়।
(আকর্ষণ)

বিদূ।—মামা!
এই কি তোমার মনে ছিলো!

শকুনি।—কে তোর মামা রে ছুঁচো?

বিদূ।—হা ভগবান্‌!
মামা! তুমি নিজে এই কাজ ক'রে
আমার ঘাড়ে চাপা'লে!
তা চাপা'বে বই কি;
তুমি যে দুর্য্যোধনের মামা শকুনি!

১ম গন্ধর্ব্ব।—কি কি, এই সেই শকুনি!
এরি কপটপাশায় পাণ্ডবগণ বনবাসী!

বিদূ।—আমি পৈতে ছুঁয়ে বল্‌চি,
এই সেই শকুনি মামা।

১ম গন্ধর্ব্ব।—(শকুনির প্রতি)—
ধিক্ তোমাকে!
তুমি কাপুরুষ!—নরাধম!
গন্ধর্ব্বরাজ আজ তোমায় পেয়ে
যা'র-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'বেন।
কিন্তু অগ্রে আমরা সন্তুষ্ট হই।
তুমি নরাকার গর্দ্দভ!

বিদূ।—(বহির্গত হইয়া)—ঠিক্ ঠিক্!
ঐ আজ আমাদের সর্ব্বনাশের মূল!
(শকুনির প্রতি)—মামা!
তুমি আমাকে না গর্দ্দভ ব'লেছিলে?
এখন্ কে গর্দ্দভ শুন্‌লে তো!

শকুনি।—(১ম গন্ধর্ব্বের প্রতি)—বীরবর!
আমি কেন পাণ্ডবদের বনে পাঠা'ব?
তা'রা দুর্য্যোধনের দোষে বনে এসেছে,
আমি বরং তা'দের আজ কৌশলে
উদ্ধার কর্‌বো ব'লে এসেছি।

১ম গন্ধর্ব্ব।—বটে!
গন্ধর্ব্বের নিকট মনুষ্যের চাতুরী!
তুমি গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থান কর।

শকুনি।—এবার ক্ষমা কর।

১ম গন্ধর্ব্ব।—তোমার মত পাপাত্মাকে ক্ষমা ক'রে
আমি ঈশ্বরের নিকট পাপী হ'ব।
যদি আমার আদেশ না পালন কর,
তবে এখনই মস্তক দ্বিখণ্ড ক'র্‌বো।

শকুনি।—(স্বগত)—পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!
কি করি, প্রাণটার মায়া ছাড়্‌তে পারি নি।

(প্রকাশে)—এই নেও।

(গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থিতি)

বিদূ।—মামা গো! কেমন!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(বিদূষকের প্রতি)—
তুমি এই গর্দ্দভে আরোহণ কর।

বিদূ।—আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হয়?
হাজার হোক্, উনি মামা—
আমি ভাগ্‌নে।
মাপ করুন্, এটি পার্‌বো না।

১ম গন্ধর্ব্ব।—তোমারও তবে মস্তক—

বিদূ।—(সভয়ে।—ও বাবা!
আচ্ছা আচ্ছা, চ'ড়্‌চি।

(শকুনির পৃষ্ঠে আরোহণ)

(স্বগত)—এ চড়ায় সুখ হ'ল না,
যদি এ যাত্রা মামা বাঁচে,
আর আমিও বাঁচি,
তা' হ'লেই বিভ্রাট!
হস্তিনায় গিয়ে মামা কি
আর আমায় আস্তো রাখ্‌বে!
তা কি করি,
এখন তো বাঁচি,
তা'র পর যা' হয় হ'বে,
হস্তিনায় আর কোন্ ব্যাটা যা'বে।
(প্রকাশে)—মামা মহাশয়!
কিছু মনে ক'র্‌বেন না!

১ম গন্ধর্ব্ব।—(শকুনির প্রতি)—
কি পাশাপটু শকুনি মহাশয়!
আজ যে আপনার পোয়া-বারো!

শকুনি।—(স্বগত)—থাক্ ব্যাটারা!
একবার তোদের হাত এড়াতে পাল্লে হয়,
তার পর টের্‌টা পাওয়াবো,
তোদেরও গাধা ক'রে পিঠে চ'ড়্‌বো।

১ম গন্ধর্ব্ব।—(অপর গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—
চল, প্রভুর নিকট
এই অদ্ভুত জন্তুটো নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুদ্ধভূমি।

চিত্রসেন ও গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

চিত্র।—বীরগণ!
এই গুল্ম সাবধানে রক্ষা কর সবে।
আমি দেখি কোথা দুর্য্যোধন;
পাণ্ডবারি দুরাচারে
যথোচিত দিব প্রতিফল।
দেবরাজ ইন্দ্র মোর সখা,
কৈলা মোরে অনুরোধ—
"সখে চিত্রসেন!
বনবাসী সস্ত্রীক পাণ্ডবে
মহাদর্পী পাপী দুর্য্যোধন
দেখাইতে ধনগর্ব্ব,
করিবারে মান খর্ব্ব
উপনীত সদলে এ দ্বৈতবনে।
মিত্র চিত্রসেন!
অবিলম্বে তুমি
উপযুক্ত দণ্ড দাও দর্পী দুর্য্যোধনে;
সস্ত্রীক বাঁধিয়া
আন তা'রে আমার গোচরে।"
বীরগণ!
করহ শ্রবণ—
ইন্দ্রবাণী সুনিশ্চয় করিব পালন।
এবে দেখি কোথা সে পাতকী।

[চিত্রসেনের প্রস্থান।

এক রজ্জুতে শকুনি ও বিদূষককে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া অপর গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

এক জন পূর্ব্ব-গন্ধর্ব্ব।—(সহাস্যে)—
এ দুটো কি?

বন্ধনরজ্জুধারী গন্ধর্ব্ব।—(সহাস্যে)—
যোড়া ঘোড়ার ডিম্!
বিদূ।—না না, চোরা ষাঁড়ের সঙ্গে
কপিলে ষাঁড়ও বাঁধা পড়েচে!
শকুনি।—(সকাতরে)—বাপু গন্ধর্ব্বচূড়ামণি!
আর কেন!—দড়ানিতে প্রাণ যায় যে!
বিদূ।—(সদুঃখে স্বগত)—
"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"
সে কথা হাড়ে হাড়ে সত্যি,
এই এক্ষুণি এই গন্ধব্বে ব্যাটারা
আমাকে যা'র পিঠে চড়া'লে,
আবার তা'র সঙ্গেই
পিঠমোড়া ক'রে বাঁধ্‌লে!
বড়র সঙ্গে, যে পিরীত করে,
বড়র কথায়, যে প্রত্যয় করে,
সে বোকা গুটিপোকা,
আপ্‌নার ফাঁদে আপ্‌নিই আট্‌কে মরে।
দুর্য্যোধন মস্ত বড় রাজা,
তা'র সঙ্গে পিরীত ক'রে
শেষে গন্ধর্ব্বের খর্পরে প'ড়্‌লেম;
আবার,
গন্ধর্ব্বেরা মস্ত বড় বলবান্‌,
আগে গাধার পিঠে চড়িয়ে
শেষে পিঠমোড়ায় দফা রফা ক'ল্লে।
বাপ্‌ রে!—গেলেম রে!—
হাড় মড় মড় ক'চ্চে!
বড়র পিরীতের ভিটেয় ঘুঘু চরুক্‌!
(নেপথ্যে কোলাহল)
শকুনি।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
বাপু দুঃশাসন!
তোমরা থাকুতে আমার এই দশা!

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—
আরে আরে গন্ধর্ব্ব নারকী!
মাতুলের হেন অপমান!
দেখি,
কে করে নিস্তার তো'সবায়,
আয় আয়!
(গন্ধর্ব্বগণের সহিত দুঃশাসনের অসিযুদ্ধ)
(ইত্যবসরে শকুনি ও বিদূষকের পলায়ন-চেষ্টা
কিন্তু ভূতলে পতন)
শকুনি।—বাপু! বন্ধন মোচন কর,
নৈলে ঘোড়া টানে হোঁচোট খেয়ে পড়ি।
দুঃশা।—কি ভয় মাতুল?
অসিতে কাটিব রজ্জু।
(তৎকরণ-চেষ্টা)
গন্ধর্ব্বগণ।—(সরোষে)—কাট কাট,
এক ঘায় ত্রিমস্তক উড়াও আকাশে।
(দুঃশাসনকে আক্রমণ)
দুঃশা।—(বন্ধনরজ্জু মোচনের
অবকাশ না পাইয়া)—
আরে আরে, কাপুরুষগণ!
পুন আক্রমণ?
এই বার মরিলি নিশ্চয়।
(শকুনি ও বিদূষককে ত্যাগ করিয়া
গন্ধর্ব্বগণের সহিত পুনর্যুদ্ধ)

ইত্যবসরে শকুনি ও বিদূষকের
বন্ধনাবস্থায় পলায়ন।
যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও
গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুদ্ধ-ভূমির অপর পার্শ্ব।

(সহসা গন্ধর্ব্বমায়ায় অন্ধকার, মেঘ, বৃষ্টি
বিদ্যুৎ, ঝটিকা ও বজ্রপাতের সৃষ্টি)
(নেপথ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(শশব্যস্তে)—
এ কি! এ কি! বিচিত্র ঘটনা!

চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব মায়াবী
মায়ায় সৃজিল অন্ধকার!
মায়ামেঘ—মায়া-বৃষ্টি—মায়ার তড়িৎ—
মায়া-বজ্র পড়ে' ঘোর রবে—
মায়া-ঝড় গর্জ্জি'ছে ভীষণ!
হুলুস্থুলু চারি ধার,
মম সৈন্যে দারুণ চীৎকার!
কি হ'বে!—কি হ'বে!
কি করি উপায়!
কে কোথায়,
অন্ধকারে দেখিতে না পাই!
কোথা কর্ণ?—কোথা দুঃশাসন?
কোথা মোর নিরীহ মাতুল?
কোথা বিদূষক?
কাহারই না পাই সন্ধান,
গন্ধর্ব্বাস্ত্রে ত্যজিল কি প্রাণ!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(শুনিয়া)—কে আসে?—কে আসে?
দুরাচার চিত্রসেন?
ভাল হ'ল,
আয় আয়, কৌরবারি!

(অসি উত্তোলন)

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।

আরে আরে চিত্রসেন!

(অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

দুঃশা।—মহারাজ!—ক্ষান্ত হও,
চিত্রসেন নহি আমি,
অনুগত দুঃশাসন।

দুর্য্যো।—(দেখিয়া)—ভাই রে!
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত,
মুহূর্ত্তে ঘটিল সর্ব্বনাশ!
কোথা নারীগণ?
কোথা মোর ভ্রাতৃ-বধূগণ?

দুঃশা।—মহারাজ!
সে দুঃখকাহিনী নিবেদিতে হৃদয় বিদরে!
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-পাতকী
মায়া-জাল পাতি'
হরিয়াছে নারীগণ।

দুর্য্যো।—সে কি, ভাই! এ কি কহ!
কোথা ভানুমতী?

দুঃশা।—না পাই সন্ধান তাঁ'র।

দুর্য্যো।—(সক্রোধে)—কি, এত স্পর্দ্ধা!
মায়াজীবী চিত্রসেন
কৌরব-কামিনীগণে হরে!
নাহি ভয় ক্ষীণ প্রাণে তা'র?
দুঃশাসন! তিষ্ঠ তুমি এই ঠাঁই;
দেখ,
শত্রু যেন না পালায় এই পথে।
আঁধারে সন্ধান করি'
বাঁধিয়া আনি রে চিত্রসেনে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

দুঃশা।—(শশব্যস্তে) ভয় নাই, কুরুসৈন্যগণ!
বধিয়া গন্ধর্ব্বগণে
উদ্ধার করিব তোমা'সবে।
দাঁড়া, রে গন্ধর্ব্বগণ!

[বেগে প্রস্থান।

বিপর্য্যস্ত বেশে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক)
বাপ্! কি ভয়ানক অন্ধকার!
এখন্ কোন্ দিক্ দিয়ে পালাই?
দুঃশাসনের কৃপায় তো বন্ধন মোচন হ'লো,
কিন্তু অন্ধকার মোচন করে কে?
কিছুই যে দেক্তে পাই নি চোকে,
আবার দ্বিগুণ অন্ধকার বুকে!
এ আমি কোন্ দিকে এলেম!

বেগে বিদূষকের প্রবেশ ও শকুনির উদরোপরি পতন।

বাপ্ !—পেট গেলো রে!
কে রে!—কে রে!

(উভয়ের ভূতলে পতন)

বিদূ।—(সভয়ে)—ও বাবা!
আবার ঘুরে ফিরে গন্ধর্ব্বের হাড়কাঠে!
দোহাই বাবা!—দোহাই বাবা!

[গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ের উভয় দিক্ দিয়া পলায়ন।

চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ।

দুঃশা।—(সক্রোধে)—হয়, মান পরাজয়,
নয়, দ্বিখণ্ড করিব পাপ শির।

চিত্র।—একাই কি সে কার্য্য সাধিবে!
ডাক তব শত ভ্রাতৃবীরে!

দুঃশা।—কি! পরিহাস!
আয় আয়, দুরাচার!

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

[পরাজিত হইয়া দুঃশাসনের পলায়ন।

বেগে জনৈক গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্ব-সৈন্য।—প্রভো!—প্রভো!
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত,
মহাবীর কর্ণের শায়কে
শায়িত সমর-ক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বনিকর,
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে
অনেকে পালায় চারি ধারে।
কি ক'ব কর্ণের বীরপণা,
হেন ভাষা শিখি নাই আজো;
একা কর্ণ কোটি বীর যেন,
রণভূমে প্রলয়াবতার!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(দেখিয়া সভয়ে)—হের হের, প্রভো!
ঐ সেই গন্ধর্ব্ব-অশনি!—
ঐ সেই কর্ণ বীর!
বাঁচাও গন্ধর্ব্বগণে এ কাল সমরে।

চিত্র।—কেন হেন ভয় ভাব মনে?
চিত্রসেন সনে
সামান্য মানুষ কর্ণ করিবে সংগ্রাম?
হের এই—ঘুচাইব কর্ণ নাম।

বেগে কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—গুরুর প্রসাদে
মম শরে লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আহত,
কত লক্ষ পালাইল ভয়ে;
দেখি আরো কত কোথা আছে।
এই যে গন্ধর্ব্ব হেথা।

[গন্ধর্ব্ব-সৈনিকের পলায়ন।

চিত্র।—সাবধান!
ফেল ভূমে ধনুর্ব্বাণ।

কর্ণ।—(সহাস্যে)—জানি আমি,
নির্ব্বাণের কালে দীপ তেজে জ্বলি' উঠে।

চিত্র।—(সপরিহাসে)—
মোরো জানা আছে—
জ্বলন্ত অনলে কীট নিজে আসি' পড়ে।

কর্ণ।—কিবা নাম তোর, ওরে জ্বলন্ত অনল?

চিত্র।—চিত্রসেন।

কর্ণ।—ধন্য আমি,
এতক্ষণে আশা-যজ্ঞে মোর
পূর্ণাহুতি হ'বে।
রে পাপিষ্ঠ!
তোরি সৃষ্ট মায়া-অন্ধকারে
দ্বিখণ্ড করিব তোরে,
আলোকের রেখা না পা'বি দেখিতে আর।
আয় আয় দুরাচার!

চিত্র।—কর্ণ!

নিজ ইষ্টদেবে স্মর একবার।

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

কর্ণ।—(শূন্যতূণ হইয়া, স্বগত)—কি বিভ্রাট!

নাহি তূণে একটিও শর!

অহো,

গন্ধর্ব্বের শরে হইনু কাতর অতি।

যা'ই হৌক্,

তথাপি বধিব চিত্রসেনে।

(ধনুঃ উত্তোলন করিয়া)—

আরে আরে চিত্রসেন!

তূণে মোর নাহি বাণ,

ধনুর্ঘায় ল'ব তোর পাপ প্রাণ।

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ)

[পরাজিত হইয়া কর্ণের পলায়ন।

চিত্র।—কি হে কর্ণ!

তব পাপ আশা-যজ্ঞে

এই কি হে পূর্ণাহুতি!

পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলাইলে ঊর্দ্ধশ্বাসে!

ভীতবক্ষে নাহি এড়ি শর,

দাও রড়, বাঁচাও অসার প্রাণ।

এই বার দুর্য্যোধন বাকি,

নিশ্চয় বাঁধিব তা'রে।

দেখি কোথা সে পাতকী।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—দুর্য্যোধনের পটগৃহ-সম্মুখ।

(অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

দুর্য্যোধন ও ভানুমতী।

দুর্য্যো।—ভয় নাই,

কি হেতু উতলা এত, প্রিয়ে!

সাহসে বাঁধিয়া বুক তিষ্ঠ মোর পাছে।

গন্ধর্ব্বের কিবা সাধ্য আসিবে হেথায়?

কাপুরুষ দুর্য্যোধন?

(নেপথ্যে কোলাহল)

গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের সহিত বেগে

চিত্রসেনের প্রবেশ।

(ভানুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া

চিত্রসেনের প্রতি)—

আরে আরে পাপী চিত্রসেন!

দূর হ' সম্মুখ হ'তে,

নতুবা মরণ সুনিশ্চয়।

চিত্র।—দুর্য্যোধন!

ধিক্ তোরে শত বার,

পাপিষ্ঠ!

দূতে মোর কৈলি অপমান,—

এই বার প্রতিশোধ তা'র,

হতমান করিব নিশ্চয়।

শুনিয়াছি লোকমুখে—

'মহামানী দুর্য্যোধন';

এই বার ঘুচা'ব সে কথা,

তবে সে ঘুচিবে মোর ব্যথা।

কাপুরুষ!

চিত্রসেন থাকিতে জীবিত,

পাণ্ডবাপমান না স'বে ধরণী।

দুর্য্যো।—অহো,

এতক্ষণে বুঝিয়াছি—

পাণ্ডবের ভৃত্য চিত্রসেন!

পাণ্ডবের অসার অন্নেতে

কাপুরুষ চিত্রসেন ধরে ছার প্রাণ।

পাঠা তোর প্রভু যুধিষ্ঠিরে,

প্রভুভ্রাতা ভীমার্জ্জুনে;

দুর্য্যোধন ভৃত্য সনে নাহি যুঝে,

সেটা মোর পক্ষে অপমান।

চিত্র।—(সহাস্যে)—
আত্ম-অভিমানী দুর্য্যোধন,
বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন ?
জান না কি—
ভৃত্য আগে—প্রভু সে পশ্চাতে ?
(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—শুন, বীরগণ !
দুর্য্যোধন পত্নীভয়ে না করিবে রণ,
মহামানী মানে মানে
বিনা রণে মানিয়াছে পরাজয়,
ভাল হ'লো,
রজ্জু দিয়া বাঁধ দুর্য্যোধনে।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি, পাপিষ্ঠ !
দুর্য্যোধন মানিয়াছে পরাজয় ?
রজ্জু দিয়া করিবি বন্ধন ?
(ভানুমতীর প্রতি)—প্রিয়ে !
অন্তরালে যাও তুমি,
হের, পতিহস্তে চিত্রসেন-পরাজয়।

[ভানুমতীর প্রস্থান।

চিত্র।—(গন্ধর্ব্বগণের প্রতি)—বীরগণ !
ভানুমতী না পালায় যেন,
এক কারাগারে পতিপত্নী র'বে আজ।
যাও, ত্বরা ধর ভানুমতী,
কিন্তু, না করিও উৎপীড়ন।

[দুই জন গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—কি নারকী !
পতিপত্নী এক কারাগারে ?
যমাগারে পাঠাইব তোরে !

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

চিত্র।—ক্লান্ত কি হ'য়েছ, বীর।
ফেল তবে ভূমে অসি,
মাগ ক্ষমা—মান পরাজয়।

দুর্য্যো।—এ জীবনে নয়।

(ঘোরতর যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের মূর্চ্ছা।)

চিত্র।—বাঁধ পাপী দুর্য্যোধনে;
ল'য়ে চল লৌহ-কারাগারে।
(উচ্চৈঃস্বরে)—কোথা ভানুমতী ?

(নেপথ্যে জনৈক গন্ধর্ব্ব) —হেথা, প্রভু !

চিত্র।—উঁহারেও ল'য়ে চল।

[মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—(সরোদনে)—
হায় হায়, কি হ'লো গো !
ঝোপেও গন্ধর্ব্বের কোপ !
হা ব্রাহ্মণি ! তুমি কোথায় গেলে !
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল —হায় হায় !
এখন কেঁদেই বা কি করি !
শাস্ত্রে লেখে—"বিপত্তি ধৈর্য্যম্।"
আঁকপাঁক ক'র্লে সব ফাঁক্ হ'বে,
তা'র চেয়ে এক কাজ করি,
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে যাই,
তিনি দুর্য্যোধনের মত কড়া লোক ন'ন,
দয়ার অবতার ব'ল্লেই হয়।
তাঁ'কে মনের দুঃখু জানাই।
(ভাবিয়া)—না,
পতির মুখে পত্নীহরণটা—ছ্যা !
বরং সপত্নী দুর্য্যোধন-হরণের কথাটা বলি,
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানই কাজের কথা।
দোহাই মা কালি !
আমার হারানিধি ব্রাহ্মণীকে যেন ফের পাই
তোমায় জোড়া মেষ দেবো, মা !
ব্রাহ্মণি !—ব্রাহ্মণি !—ব্রাহ্মণি !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বৈতবনের অপর পার্শ্ব—যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকুটীর।

যজ্ঞসামগ্রী-হস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—আহা, কাতর ব্রাহ্মণ
যে ভাবে কহিল কথা,
হৃদয়ে বাজিল ব্যথা অতি!
ভাই সুযোধন গন্ধর্ব্বের কারাগারে!
অন্তঃপুরনিবাসিনী রমণীনিচয়
আকুল-হৃদয় উৎপীড়নে!
মৃগয়ায় আসি'
বিপন্ন হইল শত ভ্রাতা!
বিপ্রমুখে শুনি' এ বারতা
আকুল হইল মোর প্রাণ।
যা'ই হোক্,
এখনি ইহার প্রতীকার করা চাই,
নহে আমি অধার্ম্মিক হ'ব,
কিরূপে দেখা'ব মুখ ধার্ম্মিক-সমাজে?
ভাই হ'য়ে ভেয়ের দুর্দ্দশা
যুধিষ্ঠির কেমনে দেখিবে?
কেমনে সহিবে হেন ভ্রাতৃ-অপমান?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—মহারাজ!
এ কি চিন্তা? এ কি ভাব?
সহসা প্রসন্ন মুখ বিষণ্ণ কি হেতু?
পূজা যাগে বিঘ্ন কি ঘটিল?

যুধি।—দেবি!
তা'র চেয়ে বিপদ আজি হে!
পত্নী-সনে ভাই সুযোধন
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের লৌহ-কারাগারে।

দ্রৌপদী।—(সবিস্ময়ে)—সে কি! সে কি!
রাণী ভানুমতী লৌহ-কারাগারে!
রাজা! রাজা!
এখনো নিশ্চিন্ত তুমি?
ছি ছি, কি লজ্জার কথা—
তব ভ্রাতৃজায়া গন্ধর্ব্বের কারাগারে!
ধর্ম্মরাজ! এ কি ধর্ম্ম তব?

যুধি।—পাঞ্চালি!
তব সম আমারো হৃদয়
অস্থির হ'য়েছে অতি;
নিশ্চিন্ত নহিকো আমি,
সপ্ত সিন্ধু সম মম চিন্তা উথলিছে।
স্থির হও, দেবি!
অবিলম্বে প্রতীকার করিব ইহার।
কোথা ভীম? কোথায় অর্জ্জুন?
কোথায় নকুল? সহদেব কোথা?

দ্রৌপদী।—দেখি দেখি কোথা তা'রা।
[বেগে প্রস্থান।

যুধি।—চিত্রসেন!
ভাল কাজ কর নাই তুমি,
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত মোর,
জ্যেষ্ঠতাত-জায়া সে গান্ধারী,
সে দোঁহার শত পুত্রে রাখ কারাগারে?
ছি ছি, যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে
শত শত কৌরব-কামিনী
কাঁদে হাহাকারে গন্ধর্ব্বের কারাগারে!

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীমার্জ্জুন।—মহারাজ! করি প্রণিপাত।

যুধি।—করি আশীর্ব্বাদ,—
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের জয়শ্রী করহ লাভ আজি।

ভীম।—এ কি আশীর্ব্বাদ!
মর্ম্ম যে বুঝিতে নারি কিছু।
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
আমা'সবাকার হিতকারী;
তাঁহারি কৃপায়
দ্বৈতবনে আছি মোরা সুখে,
তবে কেন হেন আশীর্ব্বাদ?

যুধি।—পাঞ্চালীর সনে দেখা বুঝি হয় নাই?
ভীম।—না।
যুধি।—তাই তুমি শোনো নাই বিপদ-কাহিনী।
ভাই বৃকোদর!
আমাদের ভ্রাতা দুর্য্যোধন
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের লৌহ-কারাগারে।
ভীম।—মিত্র চিত্রসেন
মিত্রোচিত কার্য্য করিয়াছে,
তবে কেন হেন আশঙ্কা তব, মহারাজ?
শুনিয়াছি মুনিগণ-মুখে
পাপ কলিযুগে
পাপাত্মা মানবগণ অধর্ম্মী হইবে,
হিতৈষীর করিবে অহিত;
আজিই কি সূত্রপাত তা'র
তোমা হ'তে, ধর্ম্মরাজ?
যুধি।—ভাই!
তোমরা যেমন মোর,
সুযোধনো তাই।
তোমাদের বিপদ দেখিলে
যেইরূপ কাঁদে মোর প্রাণ,
সুযোধনে বিপন্ন হেরিলে,
সেইরূপ হই রে আকুল।
ভীম।—কে জানে, অগ্রজ!
কিবা তব ভ্রাতৃস্নেহ!
যুধি।—ভীম!
অগ্রে বিশেষরূপ বোঝো,
তা'র পর—
ভীম।—মহারাজ!
আমি না বুঝে এমন কথা কখন বলি নি।
আমরা বদ্ধপরিকর হ'য়ে
অশ্ব হস্তী রথ ও সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক
বহু যত্নে যে কার্য্য ক'চ্চেম,
আজ গন্ধর্ব্বেরা তা' সম্পন্ন ক'রেছেন।
মনুষ্যের সকল মনোরথ সফল হয় না,
তা'রা মনে মনে একরূপ ভাবে,
কিন্তু কার্য্যে অন্যরূপ ঘ'টে থাকে;
কপটাচারী দ্যূতবেত্তা দুর্য্যোধনের
দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই।
সকলেই জানে যে,
যা'রা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে,
অবশ্যই তা'রা অন্য কর্ত্তৃক
তা'র উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।
অদ্য গন্ধর্ব্বেরা
আমাদের সমক্ষে
এই অলৌকিক কার্য্য কল্লেন,
এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে
আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি
ভূমণ্ডলেও আছেন।
আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট আছি,
কিন্তু আমাদের এই গুরু ভার
অন্য লোকে অনায়াসে বহন ক'ল্লে।
যে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মনে ক'রেছিল—
নিজে পরম সুখে কালক্ষেপ ক'র্‌বে,
আর আমরা শীত আতপ বাত ও বর্ষায়
নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায়
নয়নাশ্রুতে সিক্ত হ'য়ে সময় যাপন ক'র্‌বো,
অদ্য সেই অধর্ম্মাচারী দুর্য্যোধন
স্বচক্ষে নিজের পরাভব প্রত্যক্ষ করুক;
তা'র স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরাও
অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে
আপনার নিকট আসুক।
আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি—
কুন্তীতনয়েরা অনৃশংস,
কিন্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অধার্ম্মিক।
যুধি।—ভীম!
এ সময়ে এরূপ ব্যবহার করা
পুরুষের উচিত নহে।
বৃকোদর!
কৌরবগণ এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত,
তবে তুমি কিরূপে
এরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চ?
দেখ,

এ ধর্ম্মরাজের
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চার ভাই,
ব্যাটার গন্ধর্ব্ব ! কোন্ দিকে পালা'বি ?
আমা' হ'তেই আজ দুর্য্যোধন উদ্ধার হ'লো,
মেয়েগুলো হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো,
সবাই রক্ষে পেলে—সবাই রক্ষে পেলে ;
কিন্তু, মা কালি !
শকুনি মামা যেন রক্ষে না পায়,
তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ !
গাধাচড়ার শোধ নেবে !
নাক কাণ কেটে বোঁচা কোর্‌বে
(চিন্তিয়া)—ছাই কোর্‌বে।
আমি কি আর হস্তিনায় যা'বো ?
ব্রাহ্মণীকে নিয়ে একেবারে কাশীবাসী।
ও তিন চার্‌টে ঘরে তো
ঘরণীকে পেলেম না,
এই ঘরটায় একবার খুঁজে পেতে দেখি।

(ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

প্রিয়ে উন্মামুখি !—থাক তো সাড়া দাও।
এই যে আমার হৃদয়মোহিনী শুয়ে গো,
আ-মরি মরি ! হোঃ !—
ধূল্যবলুণ্ঠিত কায়া !
যেন অন্ধকারের ছায়া !
হায় হায়, এ কি !—হা কষ্ট ! হা কষ্ট !
নিবিড় নিতম্বে জগদ্দল পাথর !
দারুণ গ্রীষ্মে
আপাদমস্তক বেতগন্ধে বিমুড়িত !
হায় হায়, যেন জমাট বরফের চাঁই গো।
ধিক্ গন্ধর্ব্বগণ !
অবলার প্রতি
কি এই রূপেই বলপ্রকাশ ক'ত্তে হয় !
তোর জগদ্দল পাথরের নিকুচি কোরেচে !

(বক্ষ হইতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ)

প্রিয়ে অম্লমধুরমুখি !—কটু-কষায়-বচনে !
তিক্তলবণরসনে ! মাড়িমোড়িতদশনে !
উত্তিষ্ঠ জাগ্রতা ভব।
প্রাণময়ি ! মানময়ি ! ছাড় মান,
কর গাত্রোত্থান।

(অঙ্গাচ্ছাদিত বস্ত্র-মোচন)

(দেখিয়া সভয়ে)—অ্যাঁ ! কে রে !

শকুনি।—(সরোষে গাত্রোত্থান করিয়া)—
এখানেও পরিহাস !

(বিদূষকের হস্তধারণ)

বিদূ।—(সভয়ে, স্বগত)—ও বাবা !
মাগ নয়, মামা !
এই বার একূলা ওকূল দুকূল রক্ষা করে রে !
(প্রকাশে)—
মামা !
আমার ষোল আনা ঝকমারি হ'য়েচে,
ক্ষমা ঘেন্না করুন্।
শকুনি।—(সরোষে)—পাষণ্ড ! নরাধম !
বিদূ।—পাঁচ শো বার,
নৈলে
মামাকে ব'ল্লেম কি না ভাগের বৌ !—ছি !

(নেপথ্যে কোলাহল)

মামা মশায় ! সর্ব্বনাশ হ'লো আবার,
কোলাহল শুনচেন !
শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ !—আবার !
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
অ্যাঁ !—ভীম যে !
বাবা !—গদা !

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ।—আপদ গেলো !—হাঃ হাঃ হাঃ !
মামা ব্যাটা ছুট্‌চে দেখ—
যেন কোলা ব্যাঙ লাফাচ্চে।
ও কি ! মেয়ের পাল যে।
খালাস হ'য়ে আঁতুড়-ঘর থেকে—ও বিভু !—
কারাগার থেকে পিঁপড়ের সার বেরুচ্চে !
(সাহ্লাদে)—আরে ওই যে—ওই যে—
চাঁদের হাটে আমার মাদের রাহু !
ব্রাহ্মণি ! দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের বল্কুটীর।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

যুধি।—(পূজা সমাপন করিয়া)—নারায়ণ! কৃষ্ণ!
আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

(উভয়ের প্রণাম)

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(শুনিয়া)—এই যে, এই যে সুযোধন।

ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভানুমতী ও জনৈক গন্ধর্ব্বদূতের প্রবেশ।

সুযোধন! এস এস, ভাই!
এ কি! এ কি! ভীম! অর্জ্জুন! এ কি!
সুযোধনের বন্ধনরজ্জু এখনো মোচন কর নি!
অতি গর্হিত কার্য্য হ'য়েছে।

(স্বহস্তে বন্ধন মোচন)

দুর্য্যো।—(লজ্জায় নিরুত্তর)

দ্রৌপদী।—ভগিনি ভানুমতি!
(হস্ত ধারণ করিয়া)—দুঃখিত হ'য়ো না,
বিধাতার ইচ্ছায় যা হ'বার তা' হ'য়েচে,
তিনিই আবার দুঃখমোচন ক'ল্লেন।
আজ আমাদের এই সামান্য কুটীরে
বিশ্রাম ক'রে আগামী কল্য গৃহে গমন ক'র।

ভানুমতী।—(লজ্জায় নিরুত্তর)

যুধিষ্ঠির।—সুযোধন!
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কেমন আছেন?
দেবী গান্ধারী কেমন আছেন?
রাজ্য ও প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল তো?
তুমি কবে দ্বৈতবনে এসেছিলে?
কেন গন্ধর্ব্বপতি চিত্রসেনের সহিত
তোমার যুদ্ধ সংঘটিত হ'লো?

দুর্য্যো।—সে কথা ব'লতে ইচ্ছা করি না।

গন্ধর্ব্ব।—কেন ব'লবেন না?
তবে বোধ হ'চ্চে—
আপনার ইচ্ছা গন্ধর্ব্বেশ্বর চিত্রসেনকে
দোষী সাব্যস্ত করা?
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ! শ্রবণ করুন,
রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত কুচক্রী,
ইনি আপনাদের বনবাসজনিত দুঃখে
নিতান্ত সন্তুষ্ট,
আপনাদের দুর্দ্দশা দর্শন ক'র্‌বার জন্য
স্বগণের সহিত দ্বৈতবনে এসেছিলেন।
এঁর এবং এঁর পত্নী ভানুমতীর ইচ্ছা
আপনাদের এবং দেবী দ্রৌপদীকে
মর্ম্মান্তিক অপমান এবং পরিহাস করা।
দেবরাজ ইন্দ্র তা' অবগত হ'য়ে
আমাদের প্রভু চিত্রসেনকে
এঁদের অহঙ্কার চূর্ণ ক'ত্তে আদেশ করেন।
আমাদের প্রভুও যথোচিত কার্য্য ক'রেচেন।

ভীম।—চিত্রসেন আমাদের পরম বন্ধু,
বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেচেন।

যুধি।—ভীম! ক্ষান্ত হও,
মর্ম্মাহতের মর্ম্মে আর আঘাত ক'র না।
ভাই সুযোধন!
বধূমাতা ভানুমতি!
চিত্রসেনের সমস্ত অপরাধ
আমি গ্রহণ ক'ল্লেম।

ভীম।—কি আশ্চর্য্য, মহারাজ! বলেন কি!
চিত্রসেন অপরাধী!
আর এই দুর্য্যোধন আমাদের হিতৈষী!
অমৃত বিষ আর বিষ অমৃত!

যুধি।—বৃকোদর! রুষ্ট হয়ো না—শোনো—
সুযোধন এখনও বালক,
বালকের অপরাধ গ্রহণ ক'ত্তে নাই।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—হা অদৃষ্ট! এও শুন্‌তে হ'ল,
এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
চিত্রসেন!
কেন তুমি আমাকে নিহত কর নাই!

যুধি।—অর্জ্জুন!
যাও, সুযোধনের বিশ্রাম-স্থান ঠিক্ কর।

দ্রৌপদি!
তুমি বধূমাতা ভানুমতীকে
কুটীরমধ্যে নিয়ে যাও।
আর আর সকলে কোথা?

ভীম।—এখানে দাঁড়া'বার স্থান কোথা?
সকলকে আশ্রমের বহির্ভাগে রেখে এসেছি।

যুধি।—ভাল কর নাই;
যাও, সকলকে বিধিমত আদর অভ্যর্থনা কর।
আমিও পূজা সাঙ্গ ক'রে যাচ্চি।

ভীম।—মহারাজ!
আদর অভ্যর্থনার জন্য
অর্জ্জুন গেলেই ভাল হয়।

যুধি।—কেন, তুমি?

ভীম।—আমি আপনার সুযোধনকে
এবং পৃথিবীর দুর্য্যোধনকে অভ্যর্থনা করি।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—হা ভাগ্য! মর্ম্মান্তিক শ্লেষ!
ভীম! শ্লেষ-ক্লেশ কখনই সহ্য ক'র্‌বো না,
এক দিন না এক দিন এর প্রতিশোধ নেবো।

যুধি।—ভীম!
তবে তুমি সুযোধনের নিকট থাক।
অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র যাও।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

পাঞ্চালি!
তুমি নকুল সহদেবকে নিয়ে
ভোজ্য ফলমূলাদি সংগ্রহ কর।
এখন অপরাহ্ন,
তোমার ভোজন হ'য়েচে,
সুতরাং অন্নব্যঞ্জনের উপায় নাই।
আগামী কল্য তা'র উপায় হ'বে,
অদ্য ফলমূলই ভরসা।
যাও, ভানুমতীকে ল'য়ে শীঘ্র যাও।

দুর্য্যো।—না, আমরা আর বেশী ক্ষণ থাক্‌বো না,
এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান ক'র্‌বো।
এখনি সন্ধ্যা হ'বে,
আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারি না।

যুধি।—নিতান্তই যদি, ভাই,
অবস্থান ক'র্ত্তে ইচ্ছা না কর,
তবে
কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে সুখে গমন কর।

দুর্য্যো।—না, বিলম্ব হ'বে।

ভীম।—(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—কেন, মহারাজ!
এত সাধ্য সাধনা?
আপনার সুযোধন
আমাদের একঘ'রে ক'রেচেন,
ছায়াও স্পর্শ ক'র্‌বেন না, তা খাওয়া!

যুধি।—ভীম! আবার?

ভীম।—আচ্ছা, আমি এখান থেকে চ'ল্লেম,
থাক্‌লে চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বো না,
আপনার সুযোধনের ন্যায়
জিহ্বাও আমার শত্রু,
কোন মতেই কথা শোনে না।
বিদায় হই, সম্রাট্ সুযোধন!
এর পর উভয়ে সাক্ষাৎ হ'বে।

যুধি।—ভীম! এরূপ অন্যায় ক্রোধ ভাল নয়,
তুমি যে আজ সাক্ষাৎ
উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার ন্যায়
যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন ক'চ্চো;
কোন মতেই
আমার আদেশ পালন ক'চ্চো না।
এ তোমার ন্যায় বলীর পক্ষে
যা'র-পর-নাই নিন্দার কথা।

ভীম।—সে কি, মহারাজ!
আপনার চিরানুগত ভৃত্য ভীমসেন
আপনার অবাধ্য হ'লে
এতক্ষণ দুর্য্যোধন জীবিত থাক্‌তো না।

যুধি।—ভাই সুযোধন!
তুমি অল্পবুদ্ধি ভীমের কথায় রাগ ক'রো না।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—
কি, দুর্ব্বাসা—উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা!
উপযুক্ত সময়ে
বনবাসী যুধিষ্ঠিরের মুখ হ'তে

উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শঙ্ক নিষ্ক্রান্ত হ'ল ;
আমার প্রতিহিংসার এই প্রধান পন্থা।
যুধিষ্ঠির !
তুমি তোমার ভ্রাতৃগণ দ্বারা
গন্ধর্ব-হস্ত হ'তে আমাকে উদ্ধার ক'রে
অপকার ব্যতীত উপকার কর নাই,
কিন্তু তীব্র ঋষি দুর্ব্বাসার নাম
আমার স্মরণ করিয়ে দিয়ে
আমার এই মর্ম্মান্তিক অপমানের সময়
যথেষ্ট উপকার ক'র্লে।
অবশ্য আমিও প্রত্যুপকার ক'র্‌বো।
সে প্রত্যুপকার কি ?—
না, তোমারই সর্ব্বনাশ।
আহত সর্পকে দুগ্ধদান ক'র্লে
প্রাণান্তক বিষই বৃদ্ধি পায়।
যুধিষ্ঠির !
তুমি জলভ্রমে জলন্ত অগ্নিমুখে
ঘৃত নিক্ষেপ ক'র্লে।
অদ্যই আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার আশ্রমে চ'ল্লেম ;
আমার মূলমন্ত্র
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা !
(প্রকাশে)—আর বেলা অধিক নাই,
এক্ষণে আমরা বিদায় হই।
যুধি।—(স্বগত)—সুযোধন বড় অভিমানী,
তা'তে আবার
ভীমসেন নির্ব্বোধের ন্যায়
বাক্য প্রয়োগ ক'রে গেলো ;
সুতরাং সুযোধন যে আর এখানে
এক মুহূর্ত্তও অবস্থান ক'র্‌বে,
তা'র বিন্দুমাত্র আশা নাই।
দুর্য্যো।—প্রায় সূর্য্যাস্ত হ'য়ে এলো ;
আর থাক্তে পাচ্চি না।
যুধি।—আচ্ছা, ভাই ! তবে এস ;
আশীর্ব্বাদ করি,
ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্।
দ্রৌপদী।—ভগিনি ভানুমতি !
আশীর্ব্বাদ করি,
স্বামীর সহিত চিরকাল ধর্ম্মাচরণ কর।
বোন্,
তুমি আমার সঙ্গে একটিও কথা কইলে না ?
ভানুমতী।—(স্বগত)—
ভিখারিণীর সঙ্গে কথা কি ?
আবার যদি বলে,
তবে যা' হয় একটা উত্তর দেবো।
দ্রৌপদী।—কই, বোন্ !
কোন উত্তর দিলে না যে ?
ভানুমতী।—আসি।
দ্রৌপদী।—এস, বোন্ !
যুধি।—সকলে পথে সতর্ক হ'য়ে গমন ক'র।

[দুর্য্যোধন ও ভানুমতীর প্রস্থান।

পাঞ্চালি !
অনেক দিনের পর
আজ সুযোধনকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম।
কিন্তু
সে একটি দিনও এখানে অবস্থান ক'র্লে না,
এই বড় দুঃখ রইল।
দ্রৌপদী।—মহারাজ।
পথে যেতে ভানুমতীর তো
পুনর্ব্বার কোন বিঘ্ন বাধা ঘ'টবে না ?
আমি আবার সাবধান ক'রে দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্ব্বাসার আশ্রম।

দুই জন শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—ঠাকুরটির সবই উল্টো !
২য় শিষ্য।—শুধু উল্টো ? পাল্টা শুদ্ধ !
১ম শিষ্য।—আবার ভোল্‌টা ?
২য় শিষ্য।—পনর আনা উনিশ গণ্ডা ছন,
তিন কড়া তিন ক্রান্তি।

১ম শিষ্য।—তবেই ষোল আনা পুরো।
যা' হোক্, ভায়া!
কপালক্রমে আচ্ছা লোকেরই শিষ্য হ'য়েছি,
বাজে-খাটুনিতে হাড় মাটী হ'লো।
এক কাজ সতর বার,
আবার এক বারে সতর কাজ,
একটু যদি দেরি হ'ল তো রক্ষা নাই,
সম্মুখে যা' পান,
তা'ই তুলেই প্রহার!

২য় শিষ্য।—প্রহার তো বাপের ঠাকুর!
গোবেড়েন্—গোবেড়েন্!
এই দেখ না, ভায়া,
আজও আমার গুরু নিতম্বে
তেশিরে মনসা-কাঁটার কালশিরে!
চিকিৎসককে দেখিয়েছিলেম,
তিনি ব'ল্লেন, "বাপু হে,
এ কাল্‌শিরের দাগ
এ জন্মে তো যা'বেই না,
পরজন্মেও একটা আঁচিল হ'য়ে থাক্‌বে।"

১ম শিষ্য।—(সবিস্ময়ে)—
অ্যাঁ—বল কি!—আঁচিল!
তবে আমার যে চিল!
সত্য মিথ্যা—আমার পিঠ দেখ।

২য় শিষ্য।—ইস্! এ যে নিম্‌খুন!

১ম শিষ্য।—(রোদন)

২য় শিষ্য।—কাঁদ্‌চো কেন, ভায়া?

১ম শিষ্য।—কাল হ'য়েছি নিম্‌খুন,
আজ আবার হ'ব বেতগুলঞ্চ।

২য় শিষ্য।—কেন!—কেন?

১ম শিষ্য।—
আজ ঠাকুরটির বিটকেল ইচ্ছে হ'য়েছে,
কাপড় চোপড়ে স্নান্‌লো না,
শেষে জটাতে গিরিমাটীর রঙ্ দেবেন।
কাপড় ছোবাতেই গিরিমাটী ফুরিয়েছে,
এখন উপায় করি কি?
আর তাই তো,
আজ আবার বা জটা-পেটা!

২য় শিষ্য।—যা' থাকে কপালে,
আমি পালাই, ভাই!

২য় শিষ্য।—পালিয়ে পার পাও কই?
চুম্বকের টানে লোহাকে প'ড়্‌তেই হ'বে।

১ম শিষ্য।—কি করি তবে?

২য় শিষ্য।—ছোবানো কাপড় ধু'য়ে
এক ভাঁড় জল ধ'রে রেখে দাও।

১ম শিষ্য।—বাঃ,
তোমার কি যোগানে বুদ্ধি!—বাঃ!
তবুও তোমার নিতম্বে তেশিরের কাঁটা,
এই বড় দুঃখ।

২য় শিষ্য।—ওটা ঠাকুরটির উন্মাদ রোগ,
আমি তুমি তো পর, ভায়া,
ঠাকুর যখন রুদ্রচণ্ড হন,
তখন সম্মুখে কা'কেও না পেলে
নিজের নিতম্বে নিজে
পটাপট্ চটাচট্ চপেটাঘাত!

১ম শিষ্য।—যা' হোক্, কিন্তু,
এমন রাগী ঋষি কোথাও দেখি নি।

২য় শিষ্য।—সাক্ষাৎ ক্রোধ—সাক্ষাৎ ক্রোধ!

১ম শিষ্য।—যাই এখন,
তোমার যুক্তিমত কার্য্য করি।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কহ, মুনিশিষ্য!
মহর্ষি দুর্ব্বাসা কোথায়?

২য় শিষ্য।—তিনি নদীতটে
সান্ধ্য সন্ধ্যা ক'র্ত্তে গিয়েছেন।
আপনি কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন,
এখনি আস্‌বেন।

দুর্য্যো।—আচ্ছা।
(স্বগত)—
এই আমার প্রতিহিংসার বীজক্ষেত্র।
চিরশত্রু পাণ্ডবগণ!

তোমাদের কপটতা প্রকাশ হ'য়েছে,
আপনাদের দোষ ক্ষালনের জন্য
সাধুতার ভাণ ক'রে
গন্ধর্ব্বহস্তে আমার যথেষ্ট অপমান ক'রেচ,
এই বার তা'র প্রতিশোধ।

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—ইনি কোনো রাজা—না?
ভাল একবার জিজ্ঞাসাই করি না কেন?
(প্রকাশ্যে)—মহাশয়!

দুর্য্যো।—(স্বগত)—মূলমন্ত্র—
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

২য় শিষ্য।—বলি, মহাশয়, আপনি কে?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—দুরাত্মা ভীম!
এই বার দুর্ব্বাক্যের উপযুক্ত প্রতিফল!

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—বাবা!
এ লোকটা যে আবার এককাঠি সরেস্—
আমার ঠাকুরটির ঘাড়ে চড়ে!
এত মহাশয় মহাশয় ক'চ্চি,
ভ্রূক্ষেপও নেই।
মুখখানা তো রাগে গরগর্ ক'চ্চে,
কপালে টস্ টস্ ঘাম ঝ'র্‌চে,
চোক দুটো কট্‌মট্ ক'চ্চে,
এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের ঠেলায়
পায়ের কাছের ঘাসগুলোও নুয়ে প'ড়্‌চে।
এর গায়ে
দুর্ব্বাসা ঠাকুরের হাওয়া লাগে নি তো?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ওঃ, কি লজ্জার কথা—
পাঁচটা ক্ষুদ্র কীটের হস্তে
দুর্য্যোধনের অপমান!

বড় অসহ্য—বড় অসহ্য।
এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো!

২য় শিষ্য।—এ লোকটাও কি পাগল?
কি বিড় বিড় ক'রে ব'কৃচে?

দুর্য্যো।—ব্রাহ্মণ!

২য় শিষ্য।—আজ্ঞে।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ওঃ—মর্ম্মান্তিক আঘাত!
দুঃসহ যন্ত্রণা! পাপিষ্ঠ পাণ্ডব!

২য় শিষ্য।—(স্বগত)—
এবার যে আবার ভুড়্‌ভুড়ি কাটে!

দুর্য্যো।—(অস্থির হইয়া বিভ্রান্তচিত্তে অসি
নিষ্কোষিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
আরে আরে পাপিষ্ঠ!
রক্ষা নাহি আর!—
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

(বেগে পরিক্রমণ)

২য় শিষ্য।—(সভয়ে)—বাবা রে! কে রে!
ও ভায়া!—দৌড়ে এসো!—বাপ্!

[বেগে পলায়ন।

বেগে প্রথম শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য।—কি ভায়া?—কি ভায়া?
(দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সভয়ে)—ও বাবা!
ও মা!—আঁ্যা—আঁ্যা! কাট্‌লে রে!

[বেগে পলায়ন।

দুর্য্যো।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া)—
ছি ছি, কি ক'ল্লেম!
মুনিশিষ্যের অপমান ক'ল্লেম কি?
কই—না।
যা'ই হোক,
এখন এত অস্থির হওয়া ভাল নয়।
মহর্ষি দুর্ব্বাসা বুঝ্‌তে পাল্লে,
আমার কথায় সম্মত হ'বেন না।
আমি ও'কে ও'র দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
অদ্য নিমন্ত্রণ ক'রে
আমার গৃহে নিয়ে যা'বো,
বিধিমতে সেবা শুশ্রূষা ক'রে তুষ্ট ক'র্‌বো,
দুর্ব্বাসাকে তুষ্ট ক'ত্তে পাল্লেই কার্য্যসিদ্ধি।

(নেপথ্যে গীত)

(শুনিয়া)—এই যে মহর্ষি আস্‌চেন,
এখন আত্মভাব গোপন ক'রে থাকি।

শিষ্যগণের সহিত দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।— (গীত)

গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র; গাও উজ্জল তারকা-দাম!।
গাও আকাশ, গাও বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম॥
গাও কানন-কুসুমচয়——
'জয় রাম, জয় জয়!'
মধুসূদন, জীবজীবন,
বংশীধারী বাঁকা শ্যাম॥
গাও রে প্রাণ! আপন প্রাণে,
হরিগুণ-গান মধুর তানে,
গাও রে বিহগ! কূজন-গানে
কৃষ্ণ-ভজন-সুধা;—
ত্রিভুবন বাঁধা চরণে যাঁ'র,
তাঁ'র চরণে, মন আমার,
বাঁধ আপনারে প্রেম-ডোরে,
ভবসাগরে পা'বি ত্রাণ॥

দুর্য্যো।—প্রভো! প্রণমি চরণে।

দুর্ব্বাসা।—ধর্ম্মে মতি হৌক্।
মহারাজ দুর্য্যোধন!
কি মনন করি' আসিলে আশ্রমে?

দুর্য্যো।—তপোধন!
কৃপা করি' করুন্ গ্রহণ
এ দাসের নিমন্ত্রণ।
অদ্য মম সনে
মিলি' শিষ্যগণে চলুন হস্তিনাপুরে।
পবিত্র হইবে পুরী ও পদ-পরশে,
দয়া করি' এ দীনের আতিথ্য গ্রহণ
করিতে হইবে আপনারে।

দুর্ব্বাসা।—ভাল ভাল,
তুষ্ট হইলাম আমি তব নিমন্ত্রণে,
কিন্তু না যাইব আজি,
যে দিন হইবে ইচ্ছা, সেই দিন যা'ব,
কিন্তু যা'ব সুনিশ্চয়।

দুর্য্যো।—যথা আজ্ঞা, তপোধন!
পুন নিবেদন—
থাকে গো স্মরণ যেন ভৃত্যের মিনতি।

দুর্ব্বাসা।—দুর্ব্বাসার এক কথা।

দুর্য্যো।—জানি তা' নিশ্চয়।

এক জন শিষ্য।—প্রভো! অদ্যই চলুন না,
ও'র ভোজ্য-সামগ্রী সব নষ্ট হ'বে।

দুর্ব্বাসা।—স্থির হও, ঔদরিক!
যবে ইচ্ছা হ'বে, যা'ব তবে।

দুর্য্যো।—প্রণিপাত করি' পায়,
লইনু বিদায়।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—বটবৃক্ষ-তল।

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দুর্ব্বাসা উপবিষ্ট।

জনৈক শিষ্য তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত।

দুর্ব্বাসা।—আ,—আ,—আ!
বৎস! তোমার করতালু অতি কোমল।
বহু পথ পদব্রজে অতিক্রম ক'রে
আমার পদযুগলে যে বেদনা হ'য়েছিল,
তোমার সেবা শুশ্রূষায় তা' অপনোদন হ'ল।
আ,—আ,—আ!
বাপু!
এই বার অঙ্গুলি কএকটা মোটন কর তো?

শিষ্য।—প্রভো! আর বিলম্ব ক'চ্চেন কেন?
তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল যে;
দেখুন দেখি,
সূর্য্যদেব আকাশের কত পশ্চিমে।

দুর্ব্বাসা।—আঃ, বৃথা বাক্যব্যয় করিস্ কেন?
টেপ্—টেপ্।

শিষ্য।—(সকাতরে)—প্রভো! আর পারি নি।

কল্য একাদশীর উপবাস গেচে,
বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
চোকে ধোঁয়া দেখ্‌চি।

দুর্ব্বাসা।—এখনো স্নানাহ্নিকের সময় হয় নাই,
তুই চোকে ধোঁয়া দেখ্‌চিস্‌?

শিষ্য।—তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'ল,
আর কেন বিলম্ব ক'চ্চেন?
সরস্বতী নদীতটে চলুন্‌।

দুর্ব্বাসা।—তোর আর পরামর্শ দিতে হ'বে না,
আজ তোকে
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পা টিপ্‌তে হ'বে।

শিষ্য।—(স্বগত)—তবেই হ'য়েচে!
একে পেটের জ্বালায় ধড়্‌ফড়্‌ ক'চ্চি,
তা'তে আবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পা-টেপা!
পা তো ভারি সুশ্রী!—ফুটি-ফাটা!
তা আবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত টেপা!

দুর্ব্বাসা।—যা, ওই বনফুলগুলি তুলে আন্‌।

শিষ্য।—(স্বগত)—আঃ, বাঁচ্‌লেম,
এই বার প্রভু স্নান ক'র্‌বেন।

[শিষ্যের প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা।—অদ্য দুর্য্যোধনের অনুরোধ
রক্ষা ক'র্ত্তে হ'বে।
হস্তিনার রাজ-ভবনে দুর্য্যোধন সে দিবস
আমার যথেষ্ট সেবা ক'রেচে;
আমি সহজে কা'রো প্রতি সন্তুষ্ট হই না,
কিন্তু দুর্য্যোধন
ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়, বসন, ভূষণ,
অশ্ব, হস্তী, শকট, বাসগৃহ, ভূমি,
দাস, দাসী প্রভৃতিদ্বারা
আমাকে তৃপ্ত করেচে;
আমি যা' আদেশ ক'রেচি,
ভৃত্যের ন্যায়
তৎক্ষণাৎ তা'ই পালন ক'রেচে;
আমি তা'র সেবা শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হ'য়ে
বরদানে অগ্রসর হ'লেম।
দুর্য্যোধন
আমার নিকট এই বর প্রার্থনা ক'রে—
"হে ব্রহ্মন্‌!
রাজা যুধিষ্ঠির
আমাদের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ,
গুণবান্‌ এবং শীলসম্পন্ন;
তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত
দ্বৈতবনে অবস্থান ক'চ্চেন;
অতএব আপনি যেমন আমার নিকট
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
আতিথ্য গ্রহণ ক'র্লেন,
সেইরূপ
তাঁ'রও নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন্‌।
যে সময়ে দ্রুপদকুমারী দ্রৌপদী
ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে
স্বয়ং ভোজন ক'রে সুখে বিশ্রাম ক'র্‌বেন,
তৎকালেই
আপনাকে তথায় গমন ক'র্ত্তে হ'বে;
আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্‌।"
দুর্য্যোধনের এই বর-প্রার্থনায়
আমি সম্মত হ'য়ে অঙ্গীকার ক'রেচি—
"দুর্য্যোধন!
আমি তোমার প্রতি প্রীতি বশতঃ
অবশ্যই তা' ক'র্‌বো।"
অদ্য সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের দিন।

আর এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

কি, বৎস! কি দেখে এলে?

শিষ্য।—আ' রাত্রে এসে
আপনি ভাল করেন নি।
সব চুকে গেচে।

দুর্ব্বাসা।—আমি গোপনে গোপনে যে সংবাদ
তোমাকে নিতে ব'লেছিলেম,
তা'র কি, অগ্রে বল?

শিষ্য।—পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর কথা তো?

দুর্ব্বাসা।—হাঁ—হাঁ।

শিষ্য।—তিনিও আহার ক'রেচেন।

দুর্ব্বাসা।—(স্বগত)—সময় উপস্থিত হ'য়েচে।

(প্রকাশে)—

বৎস! তবে আর বিলম্ব কেন?

চল, তোমাদের নিয়ে

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে গমন করি।

শিষ্য।—তা'র চেয়ে

আপনার নিজের আশ্রমে চলুন।

দুর্ব্বাসা।—কেন?

শিষ্য।—এখানে আর কিছুই সুবিধা হ'বে না,

তিন প্রহরের পর কে অতিথি-সেবা ক'র্‌বে।

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির তেমন লোক ন'ন।

তোমরা আমার সঙ্গে আগমন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের বিশ্রাম মণ্ডপ।

বিশ্রাম-মণ্ডপ মধ্যে যুধিষ্ঠির আসীন এবং
দুই পার্শ্বে ভীম ও অর্জ্জুন দণ্ডায়মান
হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তালবৃন্ত
দ্বারা বীজন করণ।

কিয়ৎকাল পরে শিষ্যগণের সহিত
হরি-গুণ-গান করিতে করিতে
দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

(তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠিরাদির গাত্রোত্থান ও
দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া এক
পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

দুর্ব্বাসা ও শিষ্যগণ।—(গীত)

(জয়) নন্দ দুলাল, ব্রজ-গোপাল, ভূপ-ভূপাল হরি হে।
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন, ভব-সাগর-তরী হে॥
রাধিকা-হৃদি-বিহারী শ্যাম,
বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
তুলস-বনা-কুসুম-দাম,
পাতকি-পাপ-হারী হে॥
মনোমোহন, বাঁকা নয়ন, গোপিনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীত ধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া, ভীত-চিত্ত-ভয়-ভঞ্জন;—
দৈত্যারিজয়ী হৃষীকেশ,
চন্দনধারী মোহন বেশ,
গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা-বিপিন-চারী হে॥

যুধিষ্ঠির।—(পুনঃ প্রণাম করিয়া)—তপোধন!

ধন্য আমি আজ হেরি' তব পাদপদ্ম,

ধন্য আজ দ্বৈতবন।

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির!

গত কল্য শিষ্যগণসনে

করিয়াছি একাদশী-উপবাস,

অদ্য তোমার নিকটে করিব পারণ;

বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমি,

ততোঽধিক শিষ্যগণ মোর,

শীঘ্র কর ভোজ্য আয়োজন;

দশ হাজার শিষ্য গুরুসনে উপবাসী,

তোমার আতিথ্যে আজি

পারণ সন্তোষ সবাকার।

যুধি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—মুনিবর!

বড় ভাগ্যধর আমি,

তেঁই পেনু তোমা' হেন ব্রাহ্মণ অতিথি।

হ'য়েচে কি স্নানাহ্নিক?

দুর্ব্বাসা।—না, রাজা!

যুধি।—যান তবে,

স্নানাহ্নিক সারি' কৃপা করি' আসুন ত্বরায়।

দুর্ব্বাসা।—ভাল ভাল; তুষ্ট হৈনু আমি,

আরো তুষ্ট হ'ব অন্ন-ব্যঞ্জন-ভোজনে।

এস এস, শিষ্যগণ!

সরস্বতী নদী-নীরে স্নানাহ্নিক সারি।

(কিয়দ্দূর গমন করিয়া)—মহারাজ!

আয়োজনে বিলম্ব না হয় যেন,

দিবা-বৃদ্ধি-সনে

দ্বিগুণ বেড়েছে ক্ষুধানল।

[শিষ্যগণের সহিত দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!

শীঘ্র রন্ধনশালায় যাও,
দেখ,
দ্রুপদকুমারীর ভোজন হ'য়েছে কি না।
বিদ্যুদ্বেগে গমন কর,—যাও যাও।

[বেগে ভীমের প্রস্থান।

(আকাশের দিকে চাহিয়া, স্বগত)—ইস্!
তৃতীয় প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে,
প্রত্যহ এর পূর্ব্বেই অতিথি-ভোজন হয়,
আজও তাই হ'য়েছে,
ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সকলেই
আহার ক'রে গেছেন,
অদ্যকার মত কই কেউই তো বাকি নেই;
সর্ব্বশেষে আমরা আহার ক'রেছি,
আমাদের পরেই দ্রৌপদীর ভোজন;
তবে দ্রৌপদী কি এখনো অভুক্ত আছেন?
দ্রৌপদী ভোজন ক'র্লেই বিভ্রাট ঘ'ট্বে,
অদ্য তা' হ'লে
ভগবান্ সূর্য্যপ্রদত্ত স্থালীতে
আর অন্ন ব্যঞ্জন কিছুই পাওয়া যা'বে না।
কই, ভীম যে এখনো এলো না!
(প্রকাশে)—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
ভীম কোথায় গেল?
বড় বিলম্ব হ'চ্চে,
এখনি মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্নানাহ্নিক ক'রে
সশিষ্য আমার নিকট প্রত্যাগমন ক'র্বেন্।
ভাই! তুমিও শীঘ্র যাও,
যদি পাঞ্চালীকে
প্রথম অন্নগ্রাস
মুখ-সন্নিকটে উত্তোলন ক'ত্তে দেখ,
অথচ ওষ্ঠাধরে পৃষ্ঠ হয় নাই,
তা' হ'লেও
তাঁ'কে উচ্ছিষ্ট ক'ত্তে নিবারণ ক'র;
যদি বাক্য দ্বারা নিবারণ ক'র্ব্বার
সময় না পাও,
তবে একেবারে হস্ত ধারণ ক'রে
অন্নগ্রাস ভূমে নিক্ষেপ ক'র।
শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও।

[বেগে অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে)—কই—কই,
ভীম যে এখনো আস্চে না!
দুর্ব্বাসা যে এখনি এসে প'ড়্বেন,
অর্জ্জুনই বা কই এলো?
নকুল সহদেব কোথা?
(উচ্চৈঃস্বরে)—নকুল!—নকুল!
সহদেব!—সহদেব!—নকুল!
কেউ এখানে নাই?
যাই নিজে যাই—নিজে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বৈতবন—বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে পথ।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—মহারাজ যুধিষ্ঠির
আমাকে সশিষ্য
স্নানাহ্নিক ক'ত্তে পাঠা'লেন তো,
কিন্তু দ্রৌপদীর আহারের পর স্থালীতে
একটি পিপীলিকারও খাদ্য থাকে না,
তবে তিনি এই অপরাহ্ণ সময়ে
আমাকে দশ সহস্র শিষ্যের সহিত
কিরূপে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান ক'র্বেন?
তিনি ধর্ম্মশীল মিষ্টভাষী;
তাই আমাকে আতিথ্যদানে
সম্মত হ'লেন;
কিন্তু কার্য্যে যে পার্‌বেন না, তা' জানি।
এখন কি করি,
ওরূপ ধার্ম্মিককে কষ্ট দেওয়া উচিত?—না।
আমি আর তাঁ'র নিকট যা'ব না।
সশিষ্য আপন আশ্রমে প্রস্থান করি।
(ভাবিয়া)—তাই বা কিরূপে পারি?

তা' হ'লে আমার বরদান-শক্তির ফল কই ?।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হ'বে,
দুর্য্যোধনের নিদারুণ কষ্ট হ'বে ;
দুর্ব্বাসা এক বার যা' বলে,
তা' প্রতিপালনে কখনই বিমুখ হয় না।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মশীল, আমিও ধর্ম্মপ্রতিপালক,
ধর্ম্মই এক্ষণে
আমাদের উভয়ের কার্য্যসিদ্ধির মূল।
আজ নূতন ঘটনা—ধর্ম্মসংঘর্ষণ !

[প্রস্থান।

[শিষ্যগণের প্রবেশ ও ক্ষুধা সম্বন্ধীয় কথা কহিতে কহিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—দ্রৌপদীর রন্ধনশালা।

ভীম, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী।—কি হ'বে উপায় তবে ?
নারী আমি, নারি যে বুঝিতে,
বল বল কোন সদুপায় ?
ভীম।—অদ্য আর উপায় কোথায় !
ফলমূলে নাহি করে আশা
ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ;
অন্নব্যঞ্জনের আশা জাগে,
সশিষ্য আইলা তেঁই মুনি।
দ্রৌপদী।—হায় হায়,
কেন আমি করিনু ভোজন।
ভীম।—কিবা তব দোষ, দেবি ?
প্রতিদিন এ হেন সময়
সকলের ভোজনান্তে তোমার ভোজন,
আজিও তাহাই সংঘটিত ;
কিন্তু কে জানে যে
অসময়ে আসিবে দুর্ব্বাসা ?
অর্জ্জুন।—একা ঋষি নয়,
দশ হাজার শিষ্য তাঁ'র সনে ;
সকলেই ক্ষুধায় আকুল।
হায় হায়,
নাহি দেখি এ বিপদে কূল.
বিধি আজ আমা'সবে প্রতিকূল।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—দ্রৌপদি !—দ্রৌপদি !
এ কি !—এ কি !
বিষণ্ণ বদন,
অশ্রুভরা আয়ত লোচন !
মুখভাবে হইল প্রকাশ মনোভাব ;
হায় হায়,
আজি সর্ব্বনাশ ঘটিল নিশ্চয় !
ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণের শাপে
না দেখি নিস্তার আর ;
ভস্মীভূত হ'ব ছয় জনে !
দ্রৌপদী।—মহারাজ !
যুধি।—দেবি ! রাখ অন্য কথা,
স্থালী কোথা দেখাও অচিরে ;
বাস্তবিক হ'য়েছে কি ভোজন তোমার ?
দ্রৌপদী।—(অধোমুখে নিরুত্তর)
যুধি।—কেন নিরুত্তরে, দেবি !
বল বল, ভুক্ত কি অভুক্ত তুমি !
ভীম।—মহারাজ !
দ্রুপদনন্দিনী কি উত্তর দিবে আর !
প্রসাদ তোমার ক'রেছে ভোজন।
যুধি।—হা, পাঞ্চালি !
বিধি-বিড়ম্বনে তোমা' পঞ্চ জনে
হারাইব ব্রাহ্মণের রোষে !
নিজেও হইব ভস্মীভূত।
ভীম রে !
নিজে মরি, ক্ষতি নাই তা'য়,
কিন্তু, ভাই ! তোমা'সবে হারাইব আজ,
এই দুঃখ বড় মনে !
মোর দোষে
বিপ্র-রোষে পড়িবে তোমরা ;

ভ্রাতৃহারা পত্নীহারা হ'ব।
হায় হায়,
মোর পাপে শান্তিময় দ্বৈতবন
ব্রহ্মশাপ-দাবানলে জ্বলিয়া উঠিবে,
পশু পক্ষী পুড়িয়া মরিবে;
ফলপত্রময় তরু লতা
মোর পাপে প্রাণে পেয়ে ব্যথা
ভস্ম হ'য়ে উড়িবে আকাশে;
এ পাপীর পাপে
পৃথিবীও দগ্ধ হ'য়ে যা'বে;
দুর্ব্বাসার রোষানলে
কেহ আর নিস্তার না পা'বে।
না জানি, অর্জ্জুন!
কি ঘোর নরকে যা'ব আজ!

অর্জ্জুন।—মহারাজ!
বিপদের কালে অধীরতা ভাল নয়;
নিজেই ব'লেছ তুমি,—
অধীরতা বিপদের দূত।

যুধি।—অর্জ্জুন রে!
এ বিপদ ধৈর্য্য নাহি মানে;
আকাশেরো অন্ত পেতে পারি,
এ বিপদ অনন্ত অপার!
ভাই রে!
দ্রৌপদীর ভোজন না হ'লে
যে আনন্দ পাইতাম প্রাণে,
কিন্তু রে এক্ষণে
তা'র চেয়ে কোটি গুণ ভয়,
কোটি গুণ ক্ষোভ
হৃদয় আকুল কৈল মোর;
যেই দিকে চাই,
সেই দিকে, ভাই! বিভীষিকা,
সেই দিকে দুর্ব্বাসার ক্রোধাগ্নি-হুঙ্কার,
সেই দিকে দশ হাজার ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ
গুরু-সনে রুষ্ট মনে
একেবারে সমস্বরে দেয় অভিশাপ!
অহো! ভীম রে! অর্জ্জুন রে!
হা পাঞ্চালি!
হা নকুল! হা সহদেব!
দ্বৈতবনে পাণ্ডুবংশ শেষ!

ভীম।—মহারাজ!

যুধি।—ভীম!
কি আর বুঝা'বি তুই, ভাই!
বজ্রাগ্নিরে কে ধরিবে হাতে?
এখনি পড়িবে মাথে,
ভস্ম—ভস্ম—ভস্ম হয় প্রাণ!

দ্রৌপদী।—মহারাজ!
জানি আমি দুর্ব্বাসা দারুণ ঋষি,
তাহে পুন ক্ষুধাতুর;
বিপদ্ তো দুর্ব্বাসার সনে
পশিয়াছে আজি দ্বৈতবনে,
কোন মতে না দেখি নিস্তার!
তবে যদি একটি উপায়——

যুধি।—কি উপায়, দেবি?

দ্রৌপদী।—দন্তে তৃণ ধরি'
যাই আমি দুর্ব্বাসার পাশে,
কাঁদিয়া লুটিয়া পড়ি পায়,
যদি চায় দয়ার নয়নে ঋষি।

যুধি।—বিফল সে আশা তব;
চেন না সে উগ্র দুর্ব্বাসারে,
দয়া তাঁ'র কঠিন হৃদয়ে স্থান নাহি পায়;
রাগিলে দুর্ব্বাসা
কা'রো কথা নাহি শুনে;
তুমি আমি কিবা ছার,
ব্রহ্মাও ডরায় তাঁ'রে।

দ্রৌপদী।—নিতান্তই যদি
নাহি ভিজে দুর্ব্বাসার মন,
হত্যা করা যদিই এতই প্রিয় তাঁ'র,
ভস্মীভূত করুন্ আমারে একা,
আমারি পাপেতে
দুর্ব্বাসার না হ'ল পারণ,
সেই পাপে হোক্ আমারি মরণ।
পঞ্চ ভাই থাক হেথা,

আমি যাই অনলের গ্রাসে।

(গমনোদ্যোগ)

যুধি।—কোথা যাও, দেবি!
নারী তাঁ'রে পারে কি বারিতে?
যা' হ'বে তা' হ'বে,
একসঙ্গে মরিব সকলে।
তিষ্ঠ তুমি রন্ধনশালায়,
এ সময়ে রন্ধন-কুটীর
তোমারে ছাড়িতে নাই।
দেখি স্নান করি' এল কি না ঋষি;
এস, ভীমার্জ্জুন!
পঞ্চভ্রাতা মিলে যদি পারি বুঝাইতে।

[যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দ্রৌপদী।—(কাতর হইয়া)—
কি হ'বে—কি হ'বে আজ,
ঋষিরাজ শাপ-বাজ এখনি এড়িবে,
পুড়িয়া মরিব সবে
বক্ষোভেদী হাহাকার রবে!
(কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া)—কই, উপায় না পাই,
হায় হায়, রক্ষা আর নাই!
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—এ ঘোর সঙ্কটে
কোথা হরি! দেখা দাও,
বাঁচাও বাঁচাও, দয়াময়!
দয়ার নয়নে চাও;
নহে আজ না দেখি নিস্তার।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিসূদন, কৌস্তুভ-ভূষণ মুরারে!।
বিপন্ন-পাল, গোপাল, প্রজাপাল কৃপাল হরে।॥
বরদ প্রাণদ শারদ-নীরদ,
হৃদয়-দরদহারী অভয়দ,
বিপদ-সাগরে তরণী তব পদ,
হরি হে!—হরি হে!—
এ ঘোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে, করপুটে ডাকি তোমারে॥

[পট-পরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—দ্বারকাপুরী—কৃষ্ণের কক্ষ।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কিয়ৎক্ষণ পরে রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি! কি দোষ করিনু রাঙা পায়,
আজ ভোজনে বসিয়ে উঠিলে কেন হে?
পঞ্চগ্রাস মুখে দিতে না দিতে
কেন চমকিলে আকুল চিতে?
আহা, হাতের অন্ন হাতেই রহিল,
ক্ষুধার সময় মুখে না উঠিল,
আজ অভাগিনী প্রতি, কেন প্রাণপতি!
বিমুখ হ'লে হে বল বল?
শ্রীচরণে ধরি, বল দয়া করি',
কেন তব মন অধীর হ'ল?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
প্রাণময়ি! শোনো কথা,
আজ প্রাণে কেন হেন ব্যথা;—
আমার প্রাণ তো আমার নয়,
ভক্তিমূলে ভক্ত কিনেছে;
কাজেই মোরে উঠিতে হ'ল,
হাতের অন্ন হাতে রহিল।

রুক্মিণী।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
কে হে সেই ভক্ত বল আমায়,
দিল না, আহা, খেতে তোমায়?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
দ্রৌপদী দীনা দ্বৈতবনে
হাহাকারে কাঁদে আকুল মনে।
বনধূলি-তলে তনু লুটায়,
কমল-নয়নে ধারা গড়ায়;
"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ডাকিছে মুখে,
করাঘাত কত করি'ছে বুকে।

যাই যাই আমি, রহিতে নারি,
দিই গে মুছা'য়ে নয়ন-বারি।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

রুক্মিণী।—(কথায়)—অ্যা! সখীদ্রৌপদী!
সহসা তাঁ'র কি বিপদ ঘ'ট্‌লো?
স্বামী তো কিছু প্রকাশ ক'ল্লেন না,
প্রকাশ ক'র্‌বার সময়ও পেলেন না।
আহা, বড় দুঃখের বিষয়,
বনবাসেও দুঃখিনীর নিস্তার নাই!
হরি!
তোমার ভক্ত যেন তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে
সমস্ত বিপদ হ'তে মুক্ত হয়।

[প্রস্থান।

[পট-পরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য।

দ্বৈতবন—দ্রৌপদীর রন্ধনশালা।

দ্রৌপদী ধ্যানোপবিষ্টা ও পার্শ্বে বঙ্কিম-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণ।—দ্রৌপদি! দ্রৌপদি!

দ্রৌপদী।—(প্রণাম করিয়া, কথকের সুরে)—
হরি! অকূল পাথারে ডুবেছি হে!
আজ তুমি বই আর উপায় নাই,
তোমার চরণ-তরী বিনে—দয়াল হরি!—
এ বিপদ-সাগর কিসে হ'ব পার?
আজ ভাগ্য-দোষে, ঋষি দুর্ব্বাসার রোষে
তোমার ভক্ত পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হয়,
দয়াময়! আহা, কি হ'বে হে!
আজ দাসী তোমার মরে ব্রহ্মশাপে,
দেহ ভস্মরাশি ধূলায় মিশিবে,
বাতাসে সে ধূলি আকাশে উড়িবে;
আর পাদপদ্ম তব—ওহে ভক্তের হরি!—
এ নয়নে দেখিতে পা'ব না;
আমার মনের আশাও আজ আমার সনে
ভস্ম হ'বে ব্রহ্মশাপাগুনে।
আহা থাকে তুমি, মরি আমি—হে হরি!—
জগদ্বাসী কি ক'বে তোমায়?
দুঃশাসনের পাপ ভুজ হ'তে
বাঁচাইয়াছিলে এ দাসীরে,
আজ দুর্ব্বাসার রোষানল হ'তে
বাঁচাও নৈলে প্রাণে মরি হে!

কৃষ্ণ।—(কথায়)—রাজপুত্রি!
আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
এত বেলা হ'ল,
তবু কিছুই মুখে দিই নাই।
আমি আর কথা কইতে পাচ্চি না,
আমায় অন্নব্যঞ্জন দাও।

দ্রৌপদী।—দয়াময়! বিপদের উপর বিপদ?
ও দিকে দুর্ব্বাসা মুনি
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত ক্ষুধায় কাতর,
এ দিকে তুমিও আবার ক্ষুধার্ত্ত!
হায় হায়! হা ভাগ্য!
আজ আমার এ কি হ'ল!

কৃষ্ণ।—সখি!
এই কি সখীর কার্য্য?
আমি ক্ষুধায় অস্থির,
অথচ তুমি এক্ষণে অন্য কথা ক'চ্ছ।

দ্রৌপদী।—হরি!
হতভাগিনী দ্রৌপদী যে
পাপ জঠরানল নির্ব্বাণ ক'রেছে,
এক্ষণে সূর্য্যদত্ত স্থালী যে শূন্য,
অদ্য আর তো উপায় নাই।

কৃষ্ণ।—কই, স্থালী আনয়ন কর দেখি।

(কুটীরমধ্য হইতে দ্রৌপদীর স্থালী আনয়ন)।

সখি! সখি!
ভাল ক'রে স্থালী দেখ দেখি।
আমিও দেখি।

(দর্শন করিয়া)—এই যে, এই যে,
শাকান্ন র'য়েছে।

দ্রৌপদী।—হা ভাগ্য! এতে কি হ'বে?
এ যে যৎসামান্য শাকান্নের কণিকা মাত্র।
এতে একটি সামান্য পীপিলিকারও
ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

কৃষ্ণ।—পিপীলিকার না হোক্,
ক্ষুদ্রতম কীটাণুর তো উদরপূর্ত্তি হ'বে।
তুমি ঐ শাকান্নকণিকাটুকুই দাও।
(হস্তপ্রসারণ)

দ্রৌপদী।—হা হতভাগিনী দ্রৌপদি!
তোকে ধিক্!
জগজ্জীবের অন্নদাতা যে হরির করকমলে
ভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অর্পণ করে,
আমি কি না সেই পবিত্র শ্রীকরে
তুচ্ছ শাকান্নকণা দিলেম।
(শাকান্নকণা-প্রদান)।

কৃষ্ণ।—(শাকান্নকণা ভক্ষণ করিয়া)—
আ, আজ আমি বড় তৃপ্ত হ'লেম,
এমন তৃপ্তি কখনই লাভ করি নি।
আমার সঙ্গে
অনন্ত জগৎ পূর্ণোদর হোক্।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—(শশব্যস্তে)—পাঞ্চালি! পাঞ্চালি!
ধর্ম্মরাজ বড়ই অস্থির!
পলে পলে পাগলের প্রায়
ভূতলে লুটায়,
ঘন ঘন বক্ষে করাঘাত।
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)—
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
কতক্ষণ এলে, সখা?
চল চল, সান্ত্বিবে রাজারে।
মরিবার কালে
দেখিতে পাইনু সবে তব শ্রীচরণ,
এই হে পরম লাভ।

কৃষ্ণ।—মধ্যম দাদা! ব্যাপার কি?

ভীম।—পাঞ্চালি!
বল নি কি সখারে সে কথা?

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—ও—সেই কথা!
তাই হোক্,
আমি বলি আবার কি একটা।
তা ভয় কি?
আপনি শীঘ্র
দশ সহস্র শিষ্যের সহিত দুর্ব্বাসাকে ডাকুন,
এখানে অন্নব্যঞ্জন সমস্ত প্রস্তুত।

ভীম।—সে কি!
পাঞ্চালী কি ভোজন করেন নি?

কৃষ্ণ।—সে কথায় প্রয়োজন কি?

ভীম।—কই, স্থালী দেখি?

কৃষ্ণ।—আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না?

ভীম।—এই আমি চ'ল্লেম।
মহারাজকে এ সংবাদ দিয়ে যা'ব কি?

কৃষ্ণ।—বিলম্ব হ'বে।
আমি যাচ্ছি।

ভীম।—তবে শীঘ্র যাও;
আমি সরস্বতী-তটে চল্লেম।

[ভীমের প্রস্থান।

দ্রৌপদী।— (গীত)

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম দয়াল পরম ব্রহ্ম! পরেরি তুমি, নিজের নও॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের'পরে,
পরের তরে অগুণ হরি! আকার ধ'রে সগুণ হও॥
পরের তরে কার্য্য কর,
পরের তরে কেবল ঘোরো,
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও;—
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও॥

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(শশব্যস্তে)—সখা! সখা!
সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

এস এস বিদ্যুৎ-গমনে,
তুমি বই না দেখি নিস্তার।

কৃষ্ণ।—কি হ'ল আবার?

অর্জ্জুন।—হের ওই—হের ওই,
গেল—গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল।

দ্রৌপদী।—(সভয়ে)—হায় হায়,
এ কি বিড়ম্বনা।
দুর্ব্বাসার রোষানল
ধূ ধূ করি' উঠিল জ্বলিয়া।
ওহো! ভীষণ অনল-শিখা?
(কৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া)—হরি!
বাঁচাও পাণ্ডবগণে,
বাঁচাও অরণ্য জীবে,
বাঁচাও এ দুখিনীরে,
নহে, প্রভু! মুহূর্ত্ত ভিতরে
ভস্মরাশি উঠিবে আকাশে।
হায় হায়, কি হ'বে কি হ'বে!

অর্জ্জুন।—দেবি!
ও অনল দুর্ব্বাসার রোষানল নহে,
চিতানল জ্বলে ভয়ঙ্কর!
(কৃষ্ণের প্রতি)—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
বিলম্বিতে নারি আর
চল চল, ধর্ম্মরাজে করিবে নিস্তার।

দ্রৌপদী।—আঁ্যা—ধর্ম্মরাজ চিতানলে!
হা কৃষ্ণ! হা দীনের দয়াল।
তুমি যাঁ'র হিতকারী,
তাঁ'র কি হে এই পরিণাম!
হা ধর্ম্মরাজ! হা স্বামিন্!

(মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—সখা! সখা!
শান্ত কর দ্রৌপদীরে,
ভাঙো মূর্চ্ছা সযতনে।

অর্জ্জুন।—হা অদৃষ্ট।
কোন্ দিক্ দেখি!
ভাগ্য-দোষে আজ
পাণ্ডবের জীবনে প্রলয়!
কি হ'বে কি হ'বে, কৃষ্ণ!
ভাই!
সুখে দুঃখে তুমিই ভরসা,
তব ভক্তাধীন শ্রীচরণ
পাণ্ডবের জীবন-সম্বল।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—সখা!
হের হের,
চৌগুণ বাড়িল অগ্নিশিখা;
আমি তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা;
তুমিই সান্ত্বহ দ্রৌপদীরে,
যাই আমি রাজার নিকটে;
এ ঘোর সঙ্কটে নাহি আর ত্রাণ।
অগ্নি!—অগ্নি! অগ্নির ভীষণ লীলা!
চিতাগ্নি রোষাগ্নি একাকার।
কৃষ্ণ হে!
খাণ্ডবদাহনে
না জানি করিনু কত পাপ,
আজ তা'র ফল-ভোগ—পাণ্ডবদাহন!
ছি ছি, বড়ই লজ্জার কথা,
মোর পাপে পেয়ে ব্যথা
ধর্ম্মরাজ চিতানলে!
ধিক্ মোরে,
মহাপাপী ভ্রাতৃঘাতী আমি!

(ভূতলে পতন)

কৃষ্ণ।—সখা ধনঞ্জয়!
এক্ষণে উচিত নয় এ হেন বিলাপ,
কিবা তব পাপ?
ছাড় শোক—ছাড় পরিতাপ।
জপ একমনে—
"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

অর্জ্জুন।—"যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"

নেপথ্যে ভীম।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
কৃষ্ণ কই?—কৃষ্ণ কই?
শীঘ্র এস—শীঘ্র এস।

অর্জ্জুন।—ঐ শোনো, ডাকেন মধ্যম দাদা!
শীঘ্র যাও, সখা! শীঘ্র যাও।
কৃষ্ণ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
মা ভৈ—মা ভৈ—মা ভৈ।
(শঙ্খধ্বনি)
অর্জ্জুন! তুমি দ্রৌপদীর নিকট থাক।
মা ভৈ—মা ভৈ—ভয় নাই—ভয় নাই।
[শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণের বেগে প্রস্থান।
অর্জ্জুন।—শীঘ্র যাও, সখা! শীঘ্র যাও।
দ্রৌপদী।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কই, হরি কই?
কই কৃষ্ণ বিপদকাণ্ডারী?
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—হায় হায়,,
ভীষণ চিতাগ্নি হুহুঙ্কারে!
হের হের, কি ভীষণ শিখা!
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল,
ধর্ম্মরাজ বুঝি নাই!
কি কাজ এ ছার প্রাণে আর?
আমিও ত্যজিব তনু,
ওই চিতানল
দ্রৌপদীরো শান্তির সম্বল।
[বেগে প্রস্থান।
অর্জ্জুন।—দেবি! দেবি! শান্ত হও,
কৃষ্ণ-বাক্য করহ স্মরণ—
"যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"
তবে কেন ভাব ভয়,
কেনই বা হতাশ রোদন?
শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবের প্রাণ,
শ্রীকৃষ্ণই দ্রৌপদীর বিপদভঞ্জন।
[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈতবন—যুধিষ্ঠিরের কুটীর-পার্শ্ব।

(চিতা প্রজ্বলিত)

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

যুধি।—ছাড়, ভাই, ছাড় মোরে,
কি লাভ এ ছার প্রাণে আর?
প্রজ্বলিত চিতা হুতাশনে দিব ঝাঁপ।
ভীম।—মহারাজ! শান্ত কর চিত,
উচিত কি আত্মবিসর্জ্জন?
যুধি।—ভাই রে!
দুর্ব্বাসার শাপানলে ভস্মীভূত হ'ব,
বড়ই ডরাই তা'য়;
ব্রহ্মশাপ অনন্ত বজ্রের তেজ,
সে তেজ এখনি জ্ব'লে উঠে
আসিবে রে ছুটে হুহুঙ্কারে,
তোমা'সবাকারে
মোর সনে ভস্মরেণু করিয়া উড়া'বে!
ভাই রে!—ভীম রে!
তা'র চেয়ে মরি চিতানলে;
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে এ পাপীরে,
চিতাগ্নিই বন্ধু এবে মোর।
ভীম।—মহারাজ!
কি হেতু কাতর এত?
ভয়হারী মুকুন্দ মুরারি হরি
উপনীত তোমার কুটীরে
উদ্ধারিতে আমা'সবে এ ঘোর সঙ্কটে।
শান্ত হও; ক্ষান্ত হও প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
যুধি।—ভীম!
কেন রে ভুলা'স্ আর,
ব্রহ্মশাপে না দেখি নিস্তার।
নিশ্চয় জানিস্, ভাই!
পাতকী নারকী বই
ব্রহ্মশাপ নাহি লাগে কা'রে,
মহাপাপী অধম নারকী আমি,

তেঁই আজ গুরুসনে অযুত ব্রাহ্মণ
মুহূর্ত্তে জ্বালিবে শাপানল—
প্রবল—প্রবল—প্রবল সে শাপানল!
এখনি পশিব ঘোর তমের নরকে!
ভীম রে!
কেন তবে করিস্ ছলনা?
কেন রে ভুলা'স্ বৃথা?
ব্রহ্মশাপ যা'র ভাগ্যে লেখা,
সে পাপীরে কৃষ্ণ নাহি দেয় দেখা।
ছাড় হস্ত, বৃকোদর!
বিলম্বে নিভিবে চিতানল;
মনোবাঞ্ছা না হ'বে পূরণ।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
আমি আপনাকে ছলনা করি নি,
ঐ শুনুন,
শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদ।

(পুনর্ব্বা...

যুধি।—...

... নাই,
... এল জ্বলন্ত বিদ্যুৎ,
ভীম! ভীম! পালাও পালাও,
যদি গোপনে রক্ষা পাও—পালাও;
আমায় ছেড়ে দাও,
চিতানলে লুকাই রে আমি।

ভীম।—মহারাজ! মহারাজ!

যুধি।—ভাই রে,
এই দেখা শেষ দেখা,
জন্মের মতন হ'লেম বিদায়।

(চিতানলে ঝম্প প্রদানোদ্যোগ; এমন সময় সহসা প্রজ্বলিত চিতা হইতে শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের উত্থান)

কৃষ্ণ।—(বাধা দিয়া)—ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ!
এ কি কাজ আজ?
শান্ত হও, ক্ষান্ত হও,
কেন ভয় কর দুর্ব্বাসারে?
তোমা' হেন ধার্ম্মিকেরে
কা'র সাধ্য দেয় অভিশাপ?
একটি দুর্ব্বাসা তুচ্ছ অতি,
অনন্ত অনন্ত কোটি দুর্ব্বাসা এলেও
তিলমাত্র ক্ষতি তব নারিবে করিতে।

যুধি।—কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে!

(ভূতলে পতন)

কৃষ্ণ।—(যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া)—
ওঠ ওঠ, মহারাজ!
ধর্ম্মের কৃপায়
ধ্বংস হ'ল সমস্ত বিপদ;
আমিই ব্রাহ্মণগণে করা'ব ভোজন।

যুধি।—কৃষ্ণ রে!
প'ড়েছ...

...

... সঙ্কটে তুইই কর্ণধার।
তুই পাণ্ডবের মনপ্রাণ,
দুর্ব্বাসার রোষে কর্ পরিত্রাণ!

(নেপথ্যে রোদন-শব্দ)

(ভাবিয়া)—ভীম! ভীম!
কিসের ও কোলাহল?
দেখ দেখ,
আসে বুঝি রুষিয়া দুর্ব্বাসা?

সরোদনে বেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—(বিভ্রান্তচিত্তে)—
মহারাজ! দাঁড়াও—দাঁড়াও,
অভাগিনী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নেও।
এক চিতা
দু'জনের জুড়া'বার ঠাঁই!

কৃষ্ণ।—(দ্রৌপদীকে বাধা দিয়া)—পাঞ্চালি!
স্থির হও—স্থির হও, কোথা যাও?

মুছ মুছ নয়নের জল,
চেয়ে দেখ
এই যে এখানে ধর্ম্মরাজ।

দ্রৌপদী।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

(কৃষ্ণের পদতলে পতন)

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(কৃষ্ণের প্রতি)—সখা! সখা!
ধর ধর পাঞ্চালীরে।

কৃষ্ণ।—সখা! ভয় নাই, ভয় নাই।
যাও তুমি, আনহ ব্যজন।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(ভীমের প্রতি)—মধ্যম দাদা!
যাও নাই ডাকিতে ব্রাহ্মণগণে?

ভীম।—কৃষ্ণ!
যেতে যেতে আচম্বিতে
দেখিনু এ চিতা-হুতাশন,
চমকিল মন,
আইনু ছুটিয়া হেথা।
এসে দেখি এই সর্ব্বনাশ।

কৃষ্ণ।—মম আগমন
ধর্ম্মরাজে কর নি জ্ঞাপন?

ভীম।—শত শত বার বলিনু রাজারে,
কিন্তু শ্রোতে না পড়িল বাধা।

কৃষ্ণ।—যাও, এই বার ডাক বিপ্রগণে,
বিশেষতঃ ঋষি দুর্ব্বাসারে।
মধ্যম দাদা!
গদা যেন কাঁদে থাকে!

ভীম।—গদা কেন, ভাই?

কৃষ্ণ।—আমিও যে গদাধর।

ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ! ভাল ভাল!
চল তবে
দুই ভাই গদাধর হ'য়ে যাই;

যুধি।—না না, কাজ নাই।

কৃষ্ণ।—ভয় কি, মহারাজ?
গদা বই ক্ষুধা কভু যায়?
গদায় ক্ষুধায় বড় ভাব,
যাও, মধ্যম দাদা!

ভীম।—তুমি?

কৃষ্ণ।—আমি পরে যাচ্ছি।

[ভীমের প্রস্থান।

ব্যজন লইয়া অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(ব্যজন দ্বারা কৃষ্ণকে ব্যজন করণ)

কৃষ্ণ।—সখে!
আমি কি তোমাকে এই জন্য
ব্যজন আনতে বল্লেম?
আমায় ব্যজন দাও;
তুমি পাঞ্চালীকে এ স্থান হ'তে ল'য়ে যাও।
একে মনস্তাপ,
তা'র উপর আবার এই অগ্নিতাপ,
কোমলাঙ্গীর বড় কষ্ট হ'চ্চে।

যুধি।—পাঞ্চালি!
অদ্য পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়
আমাদের নিদারুণ বিপদ বিদূরিত হ'ল।
সকলে মিলে
সরস্বতীর পবিত্র জলে
অরণ্যের প্রফুল্ল ফুলে
বনমালীর পাদপদ্ম পূজা ক'র্‌বো।
তুমি ফুল জল আনয়ন কর।
অর্জ্জুন!
পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্যকে আহ্বান কর।

[অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—(যুধিষ্ঠিরকে ব্যজন করিতে করিতে)—
মহারাজ!
আপনাদের নিকট যথা সময়ে
আগমন ক'র্ত্তে পারি নি,
তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

যুধি (শশব্যস্তে)—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এ কি!
আমাকে ব্যজন ক'চ্চ?
(ব্যজনে বাধা দিয়া)—ছি ছি—ছি ছি।

কৃষ্ণ।—কেন, মহারাজ! দুঃখিত হ'চ্চেন?
পরিশ্রান্তকে শান্তিদান করা পরম ধর্ম্ম।
অনলোত্তাপে আপনার দেহ ঘর্ম্মাক্ত,
এই জন্যই আমি ব্যজন ক'চ্চি।

(পুনর্ব্বার ব্যজন করণ)

যুধি।—(বাধা দিয়া)—কৃষ্ণ!
যতক্ষণ নাহি ছিলে কাছে,
ততক্ষণ ছিলাম দহিতে অগ্নিতাপে;
এক্ষণে শীতল আমি
হেরি' তব শীতল শ্রীপদ।
ভাই!
জানি আমি—জানে সর্ব্বজীব
হরিপদ অনন্ত সন্তাপহারী;
তবে কেন, হে মুরারী!
কর আজ এ নব ছলনা?
আহা,
যে কৃষ্ণের আজ্ঞামতে
জগদ্জীবেরে বায়

...ব্যথা যা'বে,
না, প্রাণে বাজে শত গুণ ব্যথা।
হে পাণ্ডবপতি লক্ষ্মীপতি!
তালবৃন্ত ফেলে দাও,
ব্যথা বড় বাজিবে শ্রীকরে।

(কৃষ্ণের হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণ)

কৃষ্ণ।—মহারাজ!
এতে ব্যথা নাহি পাই,
ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায়,
ভক্তে স্নেহ করিবারে
ভক্তের দুয়ারে দ্বারী হই,
শিরে বই বাধাহারী বাধা,
বিষ-অন্ন খাই কর পাতি',
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী হই বনচারী,
ভীমাকার গিরি ধরি করে,
অধিক কি ক'ব, রাজা,
ভক্ত প্রভু মোর,
ভক্তের কিঙ্কর আমি।

যুধি।—এ কি কথা কহ, হরি,
তুমি যে হে ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।

কৃষ্ণ।—কা'র গুণে আমি ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর?
কা'র গুণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর বাঁচে?
কা'র গুণে আইনু এ দ্বৈতবনে
মুখের গরাস ফেলি' ভূমে?
কেবল ভক্তের গুণে।
ধর্ম্মরাজ!
ভক্ত বই কা'রো নই আমি,
ভক্তই আমার দেহ,
ভক্তই আমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রাণ,
ভক্তই ব্রহ্মাণ্ড মোর,
বেশী কি কহিব, মহারাজ!
একমাত্র ভক্তের জ...

...কেন না করিবে হরি?
হরিই যে ভক্ত—ভক্তই যে হরি।

যুধি।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
এই গুণে ভকতবৎসল তুমি।
শোন্ রে জগতজীব! হরিতত্ত্ব শ্রীহরির মুখে।

ধৌম্য ও পূর্ব্বোক্ত ঋষিকন্যার সহিত
অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর পুষ্পাদি
লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

ধৌম্য।—প্রভো ভক্তপ্রাণ হরি!
মহর্ষি দুর্ব্বাসার অকাল-আগমনে
ভীত হ'য়ে পূজা-কুটীরে
তোমার ধ্যান ক'চ্ছিলেম,
এমন সময়ে
অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী গিয়ে
আমাকে প্রবুদ্ধ ক'ল্লেন।
এঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ ক'ল্লেম—
বিপদমোচনকারী ভক্তাধীন হরি

ভক্তগণের কুটীরে আগমন ক'রে
অকূল বিপদ-সমুদ্রের কূল প্রদর্শন করেছেন।
আহা, আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম—
পাণ্ডবগণেরই হরি,
আর হরিরই পাণ্ডবগণ!
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ!
আসুন, সকলে মিলে
মানসপূজার পর
শ্রীহরির দৈহিক ও বাচনিক পূজা করি।

যুধি।—কুলপুরোহিত মহাত্মন্!
সেই জন্যই
আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েচে।
আসুন,
গুরুশিষ্যগণে একত্র হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ডগুরুর পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দি।

কৃষ্ণ ব্যতীত সকলে।—(পুষ্পগ্রহণ করিয়া)—

(গীত)

"বরং বরেণ্যং বরদং বরদানঞ্চ কারণ[illegible]।
মন্ত্রাদৌ [illegible] ॥
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্মং, জ্যোতিরূপ সনাতনং,
সাকারঞ্চ নিরাকারং তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥"

(কৃষ্ণের পাদপদ্মে সকলের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম)

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ!
মধ্যম দাদা আমাকে ডেকে গেছেন,
চলুন সকলে মিলে
সরস্বতী-তটে গমন করি।
সকলে মিলে না ডাক্‌লে
সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা
আস্‌বেন না বোধ হয়।

যুধি।—কৃষ্ণ! তোমার চক্রে জগৎ চালিত হয়,
চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বৈতবন—সরস্বতী নদীতট।

জলে স্থলে দুর্ব্বাসার শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য।—ও ভায়া! ভায়া!
হঠাৎ আমার উদর স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন্?

২য় শিষ্য।—আমারো তাই, যেন ঢক্কা!

৩য় শিষ্য।—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে)—
ও বাবা! বাবা গো!
পেট্ গেলো যে, বাবা!
আজ বুঝি বা হই অক্কা!

৪র্থ শিষ্য।—নদীর জলটা
বিষাক্ত হ'য়েছে না কি?
হঠাৎ জলোদরী রোগ উপস্থিত যে!
আমি যে আর তটে উঠ্‌তে পাচ্চি নি,
পেটের ভিতর আতট জল ঢুক্‌লো না কি?
আমায় টেনে তোলো না, ভায়ারা!

১ম শিষ্য।—আমার কর্ম্ম নয়,
পেটে পেটে ধাক্কা লাগ্‌লেই কুপোকাৎ!

২য় শিষ্য।—(বাক্য উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইয়া অঙ্গভঙ্গিদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করণ)

১ম শিষ্য।—ইস্! তাই তো!
তোমার যে ভয়ানক কষ্ট দেখ্‌চি হে!
একেবারে বাগ্‌রোধ!

২য় শিষ্য।—আমার যে আবার শ্বাসরোধ!

৪র্থ শিষ্য।—দেখাশোনাও অবরোধ!

১ম শিষ্য।—(সবিস্ময়ে)—ও ভায়া!
এ রোগ ফোগ নয়, অন্নভোগ!
আমার মুখ শুঁকে দেখ—
কেমন মস্‌লার গন্ধ!

৩য় শিষ্য।—(মুখাঘ্রাণ লইয়া)—
অ্যাঁ, তাই তো!
সরস্বতী নদীর জলগুণ তো অতি অদ্ভুত হে!

২য় শিষ্য।—(বোবার ন্যায় ভাব প্রকাশ)

১ম শিষ্য।—তোমার মুখাঘ্রাণ গ্রহণ কর্‌বো?
(ঘ্রাণ লইয়া)—ও ভায়া!

তোমার মুখে খেচরান্নের সুগন্ধ যে!

৪র্থ শিষ্য।—আমার মুখে?

১ম শিষ্য।—(ঘ্রাণ লইয়া)—
আহা—মরি মরি!
কিবা নব্য গব্যঘৃতের মদনমোহন সৌরভ!

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—(শশব্যস্তে)—প্রিয় শিষ্যগণ!
শীঘ্র আমার প্রিয় সাধন কর;
উদরে হস্তাবমর্ষণ কর।
প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়।
(উদগার ত্যাগ)

১ম শিষ্য —প্রভো!
উদরস্থ অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ পায়স
মিষ্টান্ন খেচরান্ন পলান্ন পিষ্টকরাশি
জীর্ণ না হ'লে উদর বিদীর্ণ হয় যে!

দুর্ব্বাসা।—আমি যে ক্রমেই অবসন্ন

১ম শিষ্য।—[illegible]

[illegible] ধক, কষ্ট হ'তে পারে;
আমরা ভোগবয়সী,
কাঁচা পাথর খেয়ে জল করি,
আমরাও হাঁস ফাঁস—সমেদম!

দুর্ব্বাসা।—এক্ষণে আশ্রমে যা'বার উপায়?

১ম শিষ্য।—প্রভো! নিরুপায়!

দুর্ব্বাসা।—কেন?

১ম শিষ্য।—শ্রম আর আশ্রম অভেদাত্মা,
শ্রম না ক'রে তো আশ্রম মেলে না,
এখন শ্রম ক'র্ত্তে পার্‌বো না,
সুতরাং আশ্রমেও যাওয়া হ'বে না।
অদ্য সরস্বতী নদীগর্ভেই অবস্থিতি।

দুর্ব্বাসা।—কি, শ্রম আর আশ্রম অভেদাত্মা!
দূর মূর্খ!

১ম শিষ্য।—(স্বগত)—আজ আমরা জলজন্তু!

দুর্ব্বাসা।—আমি ঐ বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করি গে।

১ম শিষ্য।—যে আজ্ঞে।
আস্তে আস্তে যাবেন।

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

দূরে গদাস্কন্ধে ভীমের প্রবেশ।

৩য় শিষ্য।—(১ম শিষ্যের প্রতি ভয়ে)—
ভায়া! গদা যে!

১ম শিষ্য।—এইবার দফারফা!
এই ফাঁপা পেটে ঐ বিশমোণী গদা পড়্‌লেই
'বজ্রায় ফট্‌'!

৩য় শিষ্য।—তবেই তো বিভ্রাট!
এস সকলে টব্‌ টব্‌ জলে ডুবি।

১ম শিষ্য।—তোমার মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি!
এ ফাঁপা কুপো কি জলে ডোবে?

৩য় শিষ্য।—যা হয় হ'বে!
এস [illegible]

[illegible] কোথা?

[illegible] শিষ্য কোথা?
অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত,
শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন!
কই, কা'রই যে উত্তর পাচ্ছি না,
এখনও কি স্নানাহ্নিক হয় নি?
আসুন—আসুন।
তবুও যে উত্তর নাই;
কোথায় স্নান ক'র্ত্তে গেলো?
(কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)—
এই যে ব্রাহ্মণগণ এখানে।
(নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—
সূর্য্যদেব যে অস্তে যান,
আহার করবেন কখন্‌?
উঠুন—উঠুন, আর আহ্নিকে কাজ নাই।
এ কি, কেউ নড়ে না যে,
দাঁড়িয়ে নিদ্রা যা'চ্ছে না কি?
(১ম শিষ্যের হস্ত ধারণ করিয়া)—ও ঠাকুর!
ও দিকে যে সব জুড়িয়ে গেলো।

১ম শিষ্য।—(কাঁপিতে কাঁপিতে)—
এ দিকেও তাই!
ভীম।—এ দিকে আবার কি জুড়্লো?
১ম শিষ্য।—(উদরে হস্তাবমর্ষণ)
ভীম।—(সহাস্যে)—জলে না কি?
১ম শিষ্য।—জলে স্থলে উভয়তই।
ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
জলে স্থলে হ'য়েছে,
এখন্ মরুৎ ব্যোমে বাকি!
উঠে এস।

(আকর্ষণ)

১ম শিষ্য।—আজ্ঞে, তাও হয়েছে;
(স্বীয় উদর প্রদর্শন করিতে করিতে)—
এই দেখুন,
এক আধটা নয়, উনপঞ্চাশ মরুতের আড্ডা!
ব্যোম তো আছেই,
নৈলে মরুৎ মহাপ্রলয় করেন কোথা?
ভীম।—তা হ'বে না, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল।
(২য় শিষ্যের প্রতি)—উঠে এস?
২য় শিষ্য।—
(বোবার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি দ্বারা কষ্টপ্রকাশ)
ভীম।—(৩য় শিষ্যের প্রতি)—
এ ব্রাহ্মণ কি বোবা!
৩য় শিষ্য।—(ভয়ে)—দোহাই, মহারাজ!
আমায় ছেড়ে দিন,
আমার চোঁয়া ঢেকুর—হেউ—হেউ!
সকলে।—হেউ—হেউ—হেউ—হেউ!
ভীম।—তোমরা কি আমাকে পরিহাস ক'চ্ছ?
মহর্ষি দুর্ব্বাসার শিষ্যও গুরুস্বভাব?

(সকলের ভয়প্রকাশ)

১ম শিষ্য।—দোহাই মেজো কর্ত্তা—
দোহাই মেজো কর্ত্তা!
আপনাকে যে পরিহাস করে,
তা'র বাপ্ নির্ব্বংশ হোক্।
ভীম।—প্রস্তুত অন্ন নষ্ট ক'রে
আমাদের ক্ষতি ক'ল্লে কেন?

১ম শিষ্য।—আপনারা
এ নদীতে স্নান ক'ত্তে পাঠা'লেন কেন?
যদি জানেন যে, সরস্বতী নদীর এমন গুণ,
তবে উনুনে আগুন দিলেন কেন?
আমাদের অপরাধ কি বলুন?
মাত্তে হয় মারুন্—রাখ্‌তে হয় রাখুন,
কি কর্‌বো—আপনার গদাই ভরসা!
আজ আমাদের যা হ'য়েছে,
তা'তে প্রাণ তো অগ্রেই
"অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"
এখন শেষার্দ্ধ বই তো নয়,
তা দিন এক এক ঘা গদা।
আপদ চুকে যাক্,
ব্যাটার জলভস্‌কা পেট ফোস্‌কে যাক্।
ভীম।—মহর্ষি কোথায়?
১ম শিষ্য।—ঐ গাছতলায়।
ভীম।—আচ্ছা! তোমরা এখানে অপেক্ষা কর,
ব্যাপারটা কি [illegible] নকট জেনে আসি।
সাবধান, [illegible]।
১ম শিষ্য।—আ[illegible]
(স্বগত)—
তুমি এক বা[illegible]ক সবলে হও,
আমরাও অ[illegible] গুড় চোঁচা দৌড়।
ভীম।—মহর্ষি [illegible]নে নিদ্রিত?
১ম শিষ্য।—জ[illegible]ত হ'বার [illegible] কি?
প্রভু আমা[illegible] তলায় তন্দ্রিত!
ভীম।—ভাল, এখ[illegible] নিকটে গমন করি।

[প্রস্থান।

১ম শিষ্য।—ওহে ভায়ারা! এই যা সুযোগ,
নৈলে আবার দুর্যোগ।
৩য় শিষ্য।—সুযোগও বুঝি, দুর্যোগও বুঝি,
কিন্তু, ভায়া! যোগাযোগ কই?
নদীর জলযোগ যে ছাড়্‌তে পাচ্ছি নি,
দৌড়লেই মৃত্যুযোগ!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

১ম শিষ্য।—কথা শুনচো না,
কেবল যোগাযোগ নিয়েই অস্থির;
ঐ দেখ আবার সেই শূলযোগ!—
ওঁ বিষ্ণু—গদাযোগ।

৩য় শিষ্য।—হ্যাঁ, তাই তো।
এইবার খেতে না গেলেই
গদার ঘায়ে গুরুশিষ্য এক ঠাঁই!
বাবা! কাজ নাই!

[সকলের কষ্টেসৃষ্টে পলায়ন।

এক দিক্ দিয়া দুর্ব্বাসা ও ভীম এবং
অপর দিক্ দিয়া কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির,
অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর
প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—(প্রণাম করিয়া, কথকের সুরে)—
আহা, এ কি মুরতি হেরি,
একবার বেঁকে দাঁড়াও বাঁকা হরি!
আমার সাধের সাধ আজ পুরিল, প্রভু!
হেরে তোমার রাঙা পা দু'খানি,
মধুর মধুর নূপুর বাজে,
রুণুঝুনু রুণুঝুনু বোলে হে—
না না, ও তো রুণুঝুনু নয়,
শ্রীহরির পদতরণী'পরি
নাবিক আমারে ক'রেছে হরি,
নূপুর-নাবিক নাম রে আমার,
আয়, পাপী! যদি যা'বি ভবপার,
একবার ভক্তিভরে হরি বোলে—
আয়, পাপী! আয় পারে ল'ব,
পাপতাপরাশি ঘুচা'য়ে দেবো।"
হরি!
আমি মহাপাপী, কি হ'বে মোর?
কিসে ঘুচে যা'বে ভব-ডোর-ঘোর?

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
মুনি! জেনে শুনে
কেন আমার পাণ্ডবে কাঁদা'লে?
দ্রৌপদীর নয়ন-জলে বক্ষ ভাসা'লে?

দুর্ব্বাসা।—(কথকের সুরে)—
হরি! তোমায় দেখবো বোলে।
আমি জানি, ওহে চক্রপাণি!
তোমার ভক্তজনে কাঁদা'লে,
তোমার রাঙা চরণ বিনা তপে মেলে।
কত যোগী ঋষি তপ করে বনে,
কই, দেখা হয় কি তোমার সনে?
আজ ধর্ম্মলীলায়, ওহে ধর্ম্মরূপী!
ধর্ম্মরাজের প্রতি ক'রে ছলা,
পেয়েছি হে তোমার চরণ-ভেলা।

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
এ ছলনা কি ভাল, মুনি?

দুর্ব্বাসা।—(কথকের সুরে)—
প্রভো! কা'রে আজ হে ভুলাও তুমি?
যা'র প্রভুর প্রাণে ছলা খেলা,
সে আবার কি খেলবে ছলা?
তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য তোমার,
যত দোষ কি আমার বেলা?
তুমি দুর্য্যোধনে আজ—হরি হে!—
দুর্য্যোধনে আজ ছল-মায়ায়
শিক্ষা দিলে, হরি! আমায় দিয়ে।
তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রাম,
তুমি কৃষ্ণ আমার, তুমি হরি আমার,
আমি দাসানুদাস, প্রভু হে, তোমার।

কৃষ্ণ।—(কথকের সুরে)—
না না, মুনি! ব'ল না এমন,
তুমি আমি ভিন্ন নহি হে!
মুনি! তুমি হর—আমি হরি,
তুমি আমার,—আমি তোমার,
তোমার আমায় এক অঙ্গ হে,
আজ দেখুক্ জগৎ নয়ন মেলে
হরিহররূপ একাধারে।

[কৃষ্ণ ও দুর্ব্বাসার অন্তর্ধান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—একত্র অর্দ্ধবৈকুণ্ঠ ও অর্দ্ধকৈলাস।

একত্র অর্দ্ধবৃষ ও অর্দ্ধগরুড়োপরি একদেহের দক্ষিণার্দ্ধভাগে হরি ও বামার্দ্ধভাগে হরমূর্ত্তির মিলন।

হরির দক্ষিণ দিকে প্রফুল্ল পদ্মোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং হরের বামদিকে সিংহোপরি দুর্গা ও মকরোপরি গঙ্গা আসীনা।

দুর্ব্বাসার শিষ্যগণের প্রবেশ।

সকলে।— (গীত)

অদ্ভুত দেব আধ আধ মধুর মধুর মিলন।
আধ শ্যামল, আধ ধবল, যুগল অচল তুলন॥
আধ মদনমোহন,
আধ মদনদাহন,
আধ মধুর, আধ গভীর, সৃজন-লয়-কারণ॥
আধ চন্দন, আধ ভস্ম,
আধ কলঙ্ক, আধ গ্রীষ্ম,
আধ কম-বন-কুসুম-হার, আধ হাড়-হার-ধারণ॥
আধ ললাটে তিলক ছাঁদ,
আধ ললাটে অলক চাঁদ,
আধ ধৌত পীতবাস, আধ বাঘ-ছাল ভীষণ॥
আধ নবীন আধ প্রবীণ,
আধ কোমল, আধ কঠিন,
আধ অধরে মধুর হাস্য, আধ অধরে গর্জ্জন॥
আধ কুণ্ডল, আধ ধুস্তুর,
আধ প্রেমিক, আধ নিঠুর,
আধ নয়ন বঙ্কিম ঠাম, আধ ঢুলুঢুলু লোচন॥
আধ কেয়ূর, আধ ভুজঙ্গ,
আধ কমল, আধ কুরঙ্গ,
আধ অধরে মধুর মুরলী, আধ অধরে বিষাণ॥
আধ চক্র, আধ শূল,
আধ বক্র, আধ স্থূল,
আধ অমৃত, আধ গরল, অমৃতে গরল মিশ্রণ॥
আধ ওঙ্কার, আধ হুঙ্কার,
আধ প্রেম, আধ বিকার,
আধ ভোগী, আধ যোগী, আধ হাসি, আধ রোদন॥
আধ গোপিনী-হৃদি-রঞ্জন,
আধ যোগিনী-যোগ-জীবন,
আধ অঙ্গ গরুড়ারূঢ়, আধ বৃষভ-বাহন॥
আধ শিরে শিখি-চূড়ার ছটা,
আধ শিরে কটা জটার ঘটা,
আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জী-জীবন॥

যবনিকাপতন।

ভীষ্মের শরশয্যা।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃষ্ণ। বলরাম। ভীষ্ম। দ্রোণ। ধৃত-রাষ্ট্র। বিদুর। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। কর্ণ। শকুনি। সঞ্জয়। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। ধৌম্য। সাত্যকি। অভিমন্যু। যুযুৎসু। শ্বেত। উত্তর। শঙ্খ। লক্ষ্মণ। শিখণ্ডী। সভ্যগণ। ভৃত্য। কৃষক ও তৎপুত্র। পুরুষ ও স্ত্রীপ্রজাগণ। প্রহরিগণ। কুরুসৈন্যগণ ও পাণ্ডবসৈন্যগণ। সারথি। রাজহংসরূপী ঋষি-গণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা। কৃতজ্ঞতা। প্রতিজ্ঞা। খ্যাতি। কীর্ত্তি। কুন্তী। অনৈকা বৃদ্ধা, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও সভ্যগণ।

দুর্য্যো।—পিতঃ!

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা তুমি,
আমি আর দুঃশাসন আদি
শত ভ্রাতা তনয় তোমার;
কিন্তু, রাজা! তব অবিচারে
জীবনে মরিয়া আছি সবে।
দুরাচার পাণ্ডবগণের করে
বার বার ঘোর অপমান,
এততেও নাহি তব দয়া,
নাহি তব সন্তানের স্নেহ,
এই দুঃখ জাগে মোর মনে।
পিত গো!
তোমা হেন জনক থাকিতে
শত ভ্রাতা ভুঞ্জিব কি হেন অপমান?
বিশেষতঃ,
তব ভৃত্য দুর্য্যোধন মৃত্যুরে না করে ডর,
যত ডরে পরকৃত অপমানে।
মোর পক্ষে অপমান
অযুত জন্মের মৃত্যু-জ্বালা।

ধৃত।—বৎস দুর্য্যোধন!
কেন রে উতলা এত?
ভাই ভাই বিবাদ না সাজে,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকা ভাল নয়।
বৃদ্ধ আমি,
বুঝি রে বিশেষ,
অশেষ যন্ত্রণা ঘটে গৃহবিচ্ছেদেতে।
ভুলে যা রে মনের বিষাদ,
ভুলে যা রে ক্রোধ হিংসা,

ভুলে যা রে পাণ্ডব-বিদ্বেষ।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোর,
গুরু সম পূজা কর তাঁরে,
ইহলোকে পরলোকে শুভ লাভ হ'বে,
কীর্ত্তি র'বে ভুবন ভিতরে,
তো সবার ভ্রাতৃপ্রেম
পৃথিবীর নর নারী গা'বে চিরদিন।

শকুনি।—মহারাজ!
দৈববিড়ম্বনে অন্ধ তুমি,
তেঁই কহ হেন বাণী।
যদি, রাজা! দেখিতে নয়নে
দুর্য্যোধন কি যে এবে
ভেবে ভেবে পূর্ব্ব অপমান,
তা' হ'লে কি আর
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে কহিতে এ কথা?
আহা,
রাজপুত্র দুর্য্যোধন
দীনপুত্র হইতেও দীন।
হা অদৃষ্ট,
কার্ত্তিকেয়-রূপ জিনি' তনু
অতি ক্ষীণ—অতি ম্লান!
দুর্য্যোধন যেন আর দুর্য্যোধন নয়,
চেনা নাহি যায়, হায় হায়!

ধৃত।—বল কি গান্ধারপতি!

শকুনি।—সত্য কহি, মহারাজ!
হারা'য়েছ চক্ষুরত্ন দু'টি,
পুত্ররত্ন হারাও বা এবে।

ধৃত।—(স্বগত)—তাই তো, কি করি?

শকুনি।—মহারাজ!
নীরবে রহিলে কেন?

ধৃত।—বল, হে সৌবল!
কিসে সুস্থ রহে দুর্য্যোধন?
রাজচিকিৎসকগণে ডাকাও অচিরে,
চিকিৎসায় রাখ দুর্য্যোধনে।

শকুনি।—কি করিবে চিকিৎসকগণ?
মনঃপীড়া শিবের অসাধ্য,
চিকিৎসক কোন্ ছার!

ধৃত।—কহ তবে কোন সদুপায়,
মনঃপীড়া যায় যায়।

শকুনি।—নিজে তুমি হও, রাজা!
পুত্রচিকিৎসক।
একমাত্র বাক্য তব
এ রোগের অমোঘ ঔষধ।

ধৃত।—কি সে বাক্য?

শকুনি।—এই বাক্য—
'পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ।'

ধৃত।—সত্যই কি দুর্য্যোধন
এই চাহে আমার নিকটে?

শকুনি।—তব এই বিশাল মেদিনী
পুত্রের তোমারি।
আপন পুত্রেরে ছাড়ি'
পরপুত্রে কেন দিবে, রাজা?

ধৃত।—ভ্রাতৃপুত্র পরপুত্র নহে।

শকুনি।—ভাল, তাই যেন হ'ল,
কিন্তু, মহারাজ!
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন আদি
তোমার রাজ্যের অংশ কি হেতু পাইবে?

ধৃত।—আমি আর পাণ্ডু দুই ভ্রাতা;
পিতৃরাজ্য বিভক্ত দ্বিভাগে।
আহা,
অকালে মরিল পাণ্ডু পঞ্চপুত্র রাখি',
কিন্তু তা'র রাজ্যাংশ তো আছে।
পৈতৃক বিষয়
কেবল আমার একা নয়,
ধর্ম্মশাস্ত্রমতে
পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে
পাণ্ডুর পুত্রেরা অংশ পায়।

শকুনি।—মহারাজ!
ভ্রান্তির বন্ধনে তুমি বাঁধা,
তেঁই কহ এ হেন বচন।
কিন্তু, রাজ্যেশ্বর! ভাব একবার
পাণ্ডবগণের মনোভাব,

বিশেষতঃ মহাচক্রী কৃষ্ণের ছলনা।
নিশ্চয় জানিও,
পাণ্ডবেরা যৎসামান্ত রাজ্যভাগ পেলে
সমস্ত পৃথিবী তুমি হারাইবে, রাজা!

ধৃত।—সে কি কথা?

শকুনি।—অরণ্যের এক পার্শ্বে
আশ্রয় পাইলে দাবানল
সমস্ত অরণ্য ভস্ম করে।

কর্ণ।—যা' বলিলে, গান্ধার-ভূপতি!
মোর মতে সত্য সেই কথা।
চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে
বিষধর করিলে দংশন,
সমস্ত দেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়া
জীবন বিনষ্ট হয়।
পাণ্ডবনিকর
পায় যদি বিতস্তিপ্রমাণ রাজ্যভাগ,
অবশেষে সমস্তই করিবেক গ্রাস।

শকুনি।—অঙ্গরাজ!
তবু নাহি বুঝেন ভূপতি।
মোহবশে মজি' রাজা
চা'ন নিজ রাজ্য হারাইতে।

ধৃত।—সৌবল!
যা' বলিলে সত্য বটে,
বুদ্ধিদোষে দুর্ব্বিপাক ঘটে।
যাই হোক্,
ভ্রান্তি মোহ ঘুচিল আমার।
সবার সমক্ষে কহি,—
পাণ্ডবগণেরে নাহি দিব রাজ্যভাগ।
বৎস দুর্য্যোধন!
শান্ত কর মন,
আমার ঐশ্বর্য্য রাজ্য তোমারি কেবল,
তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর।

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখে!
আর চিন্তা নাই,
বেদবাক্য যদিও কখন নড়ে,
তোমার পিতার বাক্য না নড়িবে কভু।

ধৃত।—দুর্য্যোধন!
দ্যূতপণ হ'তে
মুক্ত এবে পাণ্ডবনিকর।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস
পূর্ণ এবে তা'সবার।
শুনিয়াছি,
বিরাটনগরে পঞ্চ ভাই
পণমুক্তিলাভ করি' সুখে কাটে কাল।

শকুনি।—চিরদিন তথায় থাকিতে হ'বে।
বিরাট রাজার অন্নে দ্রৌপদীর সনে
পঞ্চ ভাই ধরিবেক প্রাণ।
তা'সবার অন্য কোথা নাহি স্থান।

ধৃত।—সৌবল!
তুমি মোর হিতকারী,
শত পুত্র মোর
আবরিত তব হিত-আবরণে।
যাহে তব ভাগিনেয়গণ
নির্ব্বিবাদে সুখে কাটে দিন,
কর এবে পন্থা তা'র।

শকুনি।—আজ্ঞা যদি হয়,
দুর্য্যোধনে ল'য়ে যাই মন্ত্রণাভবনে।

ধৃত।—ভাল ভাল, যাও তবে।
দেখ,
প্রতিদিন যে যুক্তি করিবে,
আমি যেন পারি তা' জানিতে।

শকুনি।—সে কি, মহারাজ!
মন্ত্রণার ভিত্তি তুমি,
অবলম্বি' তোমা'
আমাদের যা' কিছু মন্ত্রণা।

ধৃত।—ভাল ভাল।
যাই, আমিও নির্জ্জনে ভাবি।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগর—মন্ত্রণা-গৃহ।

শকুনি ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা।—বলেন কি, মাতুল মহাশয়!
আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে?
পিতা মহাশয় সম্মত হ'য়েছেন?
শকুনি।—বাপু!
তোমরা আমার আপনার
না পঞ্চ পাণ্ডব?
জেনে শুনে
কি ক'রে অন্যায় কার্য্যে হস্তার্পণ করি?
মহারাজ
এক একবার কেমন ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন,
তা'ই পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রে অস্থির হন।
তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারকে
এত দিন মাণিক ভেবে আস্‌ছিলেন,
আজ ভ্রম ঘুচেছে।
দুঃশা।—আপনি থাক্তে তা' আর ঘুচ্‌বে না?
শকুনি।—হাঃ হাঃ হাঃ।
দুঃশা।—সে সময়ে কি রাজসভায়
ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য,
খুল্লতাত বিদুর ছিলেন?
শকুনি।—
ও গুলোর নাম আমার কাছে ক'র না।
ওরা খা'বে তোমার পিতার অন্ন,
গুণ গা'বে পঞ্চ পাণ্ডবের।
ওদের মত কৃতঘ্ন লোক আর নাই।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—ভাই।
মাতুল মহাশয়ের কৃপায়
এত দিনে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল।
পিতা মহাশয়
আর তা'দের রাজ্যার্দ্ধ দেবেন না।
দুঃশা।—মাতুল মহাশয়ের নিকট তা' শুনলেম।
দুর্য্যো।—মাতুল মহাশয়!
কিসে আমার
পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ হয়,
তা'র কোন সদুপায় বলুন?
শকুনি।—পঞ্চ পাণ্ডবকে বিনাশ ক'ল্লেই
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।
দুর্য্যো।—কিরূপে বিনাশ করি?
শকুনি।—তা'র চিন্তা কি?
চিরদিনই তুমি আমার পরামর্শে
সমস্ত কার্য্য ক'চ্চো,
আজো কর।
দুর্য্যো।—বলুন?
শকুনি।—তুমি,
মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাটের সহিত
যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে নিমন্ত্রণ কর।
তা'রা এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে
আগমন ক'ল্লে পর
বিষান্নমিশ্রিত ভোজ্যান্ন প্রদান কর,
দেখ্‌বে তখন—
বিনা আয়াসে শত্রুকুল নির্ম্মূল হ'বে।
দুর্য্যো।—সেটা আমা' হেন লোকের পক্ষে
বড় লজ্জার কার্য্য।
কাপুরুষের ন্যায়—
শকুনি।—(বাধা দিয়া)—তুমি কাপুরুষ?
কি আশ্চর্য্য,
যা'র অতুল মান দিগন্তবিস্তৃত,
সেই মহারাজ দুর্য্যোধন কাপুরুষ?
দুর্য্যো।—অন্য উপায় বলুন?
শকুনি।—আচ্ছা, তবে আর এক কাজ কর,—
সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিরাটনগরে চল,
বিরাটনগরের চতুর্দ্দিকে
অগ্নিসংযোগ কর,
সৈন্যগণকে নগরের চতুঃসীমা
অবরোধ ক'রে থাকৃতে বল,
যেন কেউ না পলায়ন ক'ত্তে পারে,
তা' হ'লেই পাণ্ডবেরা দগ্ধ হ'য়ে মর্‌বে,

অথচ নির্ব্বিবাদে
তোমার যাবজ্জীবন রাজ্যভোগ হ'বে।
দুর্য্যো।—না, মাতুল!
এ যুক্তিও ভাল বোধ হ'ল না।
কর্ণ।—বাস্তবিক,
এ সকল দুর্ব্বলের কাজ,
মহারাজ দুর্য্যোধনের বীরহৃদয়ে
এরূপ কদাচার শোভা পায় না।
শকুনি।—আচ্ছা—আচ্ছা—তবে—তবে—

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কি সংবাদ?
দ্বার।—(অভিবাদন করিয়া)—মহারাজ!
আপনার নিকট ধৌম্য পুরোহিত মহাশয়
আসতে চাচ্ছেন।
শকুনি।—কে?—ধৌম্য?
দ্বার।—হাঁ মহাশয়।
দুর্য্যো।—কোথা তিনি?
দ্বার।—আপনার পিতার নিকট।
দুর্য্যো।—যাও তাঁ'কে আসতে বল।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

শকুনি।—এক্ষণে আর পাণ্ডববিনাশের
কোন যুক্তি পরামর্শে কাজ নাই।
আমার বেশ্ বোধ হ'চ্চে,
ধৌম্য পাণ্ডবদের পক্ষ হ'য়ে এসেছেন।
দুর্য্যো।—আপনি তাঁ'র সঙ্গে বাক্যালাপ করুন,
আমি এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি।
শকুনি।—আমিও তা'ই বল্‌তে যাচ্ছিলেম।
কর্ণ।—না, সখে!
এখন যাওয়া উচিত নয়।
তোমারই নিকট তিনি আস্‌তে চেয়েছেন।
শকুনি।—হাঁ হাঁ—তাও ত বটে।
দুর্য্যো।—ধৌম্য যদি
পাণ্ডবদের কথা উত্থাপন করেন,
তা' হ'লে আমার বড় অসহ্য হ'বে।
শকুনি।—তুমি কোন কথা ক'য়ো না।
দুর্য্যো।—জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা তো মৃত নয়।
শকুনি।—বাস্তবিক,
বীরের জিহ্বাও বীর।
তা' যাই হোক্,
অঙ্গরাজ আর আমি তোমার হ'য়ে
উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রবো।

ধৌম্যের প্রবেশ।

আসুন আসুন, প্রণাম।
ধৌম্য।—সকলের ধর্ম্মে মতি হোক্।
শকুনি।—অদ্য কি মনে ক'রে
শুভাগমন ক'রেছেন?
ধৌম্য।—বিশেষ বক্তব্য আছে।
শকুনি।—বলুন।
ধৌম্য।—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠিয়েছেন।
শকুনি।—কি প্রয়োজনে?
ধৌম্য।—তাঁ'র নিজের অংশ পা'বার জন্য।
শকুনি।—নিজের কিসের অংশ?
ধৌম্য।—অর্দ্ধ রাজ্য।
দুর্য্যো।—কি?—অর্দ্ধ রাজ্য?
শকুনি।—বৎস! তুমি চুপ্ কর।
(ধৌম্যের প্রতি)—মহর্ষে!
কোন্ রাজ্যের অর্দ্ধ রাজ্য?
ধৌম্য।—এই বিশাল ভারতরাজ্যের।
শকুনি।—এ রাজ্যের আর অংশ কি?
এর সমস্তই তো একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনের।
ধৌম্য।—না না, ধর্ম্মত তা' হ'তে পারে না।
এই ভারতরাজ্য যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের।
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় এক্ষণে মুক্ত হ'য়েছেন,
সুতরাং তিনি
ভারতের নিজাংশ প্রার্থনা ক'চ্চেন।
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আমি এ কথা বলাতে
তিনি রাজ্যার্দ্ধ দিতে সম্মত হ'য়েছেন,
এক্ষণে কেবল তাঁ'র জ্যেষ্ঠপুত্র
রাজা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়—

দুর্য্যো।—মাতুল! মাতুল!
পিতার পলে পলে ভাবান্তর।—
এই না তিনি প্রতিজ্ঞা ক'র্লেন,
বোধ হয়, তাঁ'র প্রতিজ্ঞাবাক্যের
প্রতিধ্বনি এখনও নিবৃত্ত হয় নাই,
অথচ তিনি স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপালনে
নিবৃত্ত হ'লেন।

শকুনি।—বৎস! স্থির হও।

ধৌম্য।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি ব'লেছিলেন?

দুর্য্যো।—সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
বৃদ্ধ পিতা শত্রু মোর,
মুখে মোরে ভালবাসে,
অন্তরে পাণ্ডবগণে ডাকে।
না শুনিব কোন কথা তাঁ'র,
প্রতিজ্ঞা আমার—
নাহি দিব পাণ্ডবেরে রাজ্যভাগ।
দেখি কি করে পাণ্ডব?

ধৌম্য।—এ সময়ে ক্রোধ ভাল নয়,
জ্ঞান বুদ্ধি ক্রোধে দগ্ধ হয়,
ধর্ম্ম নাহি মনে স্থান পায়,
ছাড় হেন ক্রোধ,
ভাই ভাই বিরোধ-কি ভাল?
সম্প্রীতে থাকহ সবে,
দাও যুধিষ্ঠিরে রাজ্যভাগ।
পাণ্ডবেরা না চাহে বিবাদ,
চাহে শুধু ধনরত্ন রাজ্যের বিভাগ।
কিন্তু যদি নিতান্ত না দাও,
তা' হ'লে নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বলিবে আবার,
মনে যেন থাকে ইহা।

শকুনি।—এ কথা কে ব'লেচে?

ধৌম্য।—বীর ভীমসেন।

শকুনি।—(স্বগত)—আঃ, সেটা মরে না।
আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কা'কেও ডরাই নি,
ডরাই কেবল সেই টেকে।
(প্রকাশে)—বৎস দুর্য্যোধন! কি বল?
রাজ্যাংশ দেওয়াটাই যুক্তিসিদ্ধ হ'চ্চে না?

দুর্য্যো।—মাতুল!
আপনিও কি আমার পিতার ন্যায়?

শকুনি।—না, বাপু! তা' নয়,
"নরাণাং মাতুলক্রমঃ",
বরং তুমি আমার ন্যায়।
তোমার আমার মন এক,
কেবল বয়সে গুরু লঘু—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ।
তবে দু'একটা ন্যায় কথা যা' বলি,
তা' বয়সের দোষে।
(ধৌম্যের প্রতি)—মহাশয়!
আপনি গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলুন
যে—যে—

ধৌম্য।—কি ব'ল্বো?

শকুনি।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—বল না?

দুর্য্যো।—বল গিয়া যুধিষ্ঠিরে,—
বিনাযুদ্ধে আশা না মিটিবে,
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিবে তা'রে দুর্য্যোধন।
কি আস্পর্দ্ধা,
বলিয়াছে দুরাচার ভীম
রাজ্য অর্দ্ধ নাহি দিলে
নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বলিবে আবার।
ভাল ভাল, তাই হ'বে,
দুর্য্যোধন কাপুরুষ নহে,
বীর-রক্ত এখনো এ দেহে বহে।
সম্মুখসংগ্রামে
বীরভাব—বীরকার্য্য—বীরমূর্ত্তি—বীরশক্তি
দেখাইয়ে সে পাণ্ডবগণ
লহক্ এ রাজ্যভার।
কিন্তু বিনাযুদ্ধে
নাহি দিব রাজ্যের একটি ধূলিকণা।
হয় বধিয়া আমারে যুধিষ্ঠির
রাজা হ'বে এ মহারাজ্যের,
নয় যুধিষ্ঠিরে বধি' দুর্য্যোধন
ভুঞ্জিবে এ মহারাজ্য।
হয় যুধিষ্ঠির রাজা হ'বে,

নয় দুর্য্যোধন একমাত্র রাজরাজেশ্বর।
ধৌম্য।—ভ্রাতৃভক্তি কি হেতু ভুলি'ছ?
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
প্রাণাপেক্ষা ন্যায় প্রিয় তাঁ'র,
অন্যায়ের মহাশত্রু তিনি;
হেন যুধিষ্ঠিরে
না বলিও হেন রূঢ় কথা।
ন্যায় ধর্ম্ম পাল, দুর্য্যোধন।
দুর্য্যো।—ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় কিবা?
নিজ রাজ্য নিজেই ভুঞ্জিব,
কেন বৃথা বাক্য-আড়ম্বর?
কেন কহ নির্ব্বোধের ভাষা?
দূতসম এলে তুমি, মুনি!
দৌত্যও করিলে বিধিমতে,
আর কাজ নাই,
কহ গিয়া তব সেই পঞ্চ যজমানে—
মানে মানে থাকুক নীরবে।
বামনের কেন আশা চন্দ্র-পরশনে?
পঙ্গুর কি হেতু আশা পর্ব্বতলঙ্ঘনে?
দরিদ্রের কেন রাজ্যলোভ?
কর্ণ।—দরিদ্রের দরিদ্রের মত থাকাই উচিত।
বল গিয়া, ধৌম্য পুরোহিত,
অর্জ্জুনেরে বিশেষিয়া—
ভীমের মতন সেও যদি চাহে
জ্বালিতে নির্ব্বাণ অগ্নি পুনর্ব্বার,
তা' হ'লে এ কর্ণ
কোটি ধন্যবাদ দিবে তা'রে,
নহে পরিহাসে
কোটি কোটি টিট্‌কারী দিবে।
জানি আমি,
পাণ্ডবেরা ভীরু কাপুরুষ,
নহে ভিক্ষা কেন মাগে রাজ্যভাগ?
কহ যুধিষ্ঠিরে
ভিক্ষাপাত্র করে ক'রে আসুক হেথায়,
হস্তিনার অতিথিশালায়
থাকুক ভিক্ষুকগণ সনে,
রাজদ্বারে উদরান্ন পা'বে,
দ্রৌপদী ও চারি ভাই সনে
একরূপ কাল কেটে যা'বে।
ধৌম্য।—কর্ণ!
এ নহে উচিত বাণী।
পরান্নে জীবন ধরা তোমারেই সাজে,
দুর্য্যোধন-দানগ্রহ তুমি,
দুর্য্যোধন-অন্নে তব প্রাণ।
পরান্নের মর্ম্ম বুঝ তুমি,
তেঁই কহ হেন কটু ভাষা।
ছি ছি, না কহিও হেন বাক্য আর।
কর্ণ।—ভাল, মুনি!
কাজ নাই তা'সবার হেথা আসি',
পঞ্চালনগরে যেতে বল।
দ্রুপদ শ্বশুর সেথা আছে,
তা'র কাছে থাকুক পাণ্ডবগণ;
শ্বশুরের পাপ-অন্নে ধরিয়া জীবন
থাকুক পাণ্ডবগণ।
ভার্য্যার প্রসাদে
প্রসাদ পাইবে সেথা ভাল!
শ্বশুরের গৃহে
অন্নদাস গৃহ-জামাতার বড় মান!
ধৌম্য।—ছিছি,
ধর্ম্মশীল পঞ্চ পাণ্ডবেরে
যে বলে এ হেন বাণী,
নীচ প্রাণী কেবা তা'র চেয়ে?
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—রাজা দুর্য্যোধন!
নাহি চাহি থাকিতে হেথায় আর।
শেষবাক্য বল এইবার,—
কি বলিব রাজা যুধিষ্ঠিরে?
কি বলিব ভীম অর্জ্জুনেরে?
দুর্য্যো।—শেষ কথা অগ্রেই ব'লেছি,
বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
নিশ্চয় জানিও, এই মোর পণ।
ধৌম্য।—পুনরায় বলি,

এখনো ভাবিয়া বল শেষ বাক্য তব?

দুর্য্যো।—যাও চলি';

বার বার সেই কথা।

এস, কর্ণ!

এস, দুঃশাসন!

আসুন, মাতুল!

[ধৌম্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধৌম্য।—দুর্য্যোধন!

আর তব রক্ষা নাই;

তব শিয়রে শমন

ধর্ম্ম-সত্য-ন্যায়-শিরে

এরূপে যে করে পদাঘাত,

নিশ্চয় নিপাত তা'র।

[ধৌম্যের প্রস্থান।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—দুর্য্যোধন কাজটা ভাল ক'র্লে না,

একবারেই অমন ক'রে রেগে ওঠাটা

বড় কুলক্ষণ।

দুর্য্যোধন নিতান্ত উদ্ধত।

ও মনে করে

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব

ওর পরম শত্রু,

কিন্তু তা' নয়,

ক্রোধটাই ওর পরম শত্রু।

যা'র ক্রোধশত্রু সঙ্গের সাথী,

তা'র অন্য শত্রু নিপাত হয় না,

বরং সহস্রগুণে বৃদ্ধি হ'য়েই থাকে।

যে ক্রোধকে নষ্ট ক'র্ত্তে পেরেচে,

সে জগৎশুদ্ধ শত্রুকে নষ্ট ক'রেচে।

ছলে কৌশলে যা' হয়,

বলে যুদ্ধে তা'র সিকিও হয় না।

এ কথাটা দুর্য্যোধন বুঝ্‌লে না,

এই বড় দুঃখ।

যাই হোক্,

আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি,

যদি যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে।

কিন্তু যে একগুঁয়ে,

আমার কথা শুন্‌বে কি?

না শুন্‌লেই বিভ্রাট,

কুরুপাণ্ডবে নিশ্চয়ই মহাযুদ্ধ বাধ্‌বে।

তা' হ'লে কি আর রক্ষে আছে?

বাপ্!—যে ভীম!

হিমশিম্ খাইয়ে দেবে!

সে আবার আমাকে শাসিয়ে গেছে,

আমারি পাশার হাড়

আমারি চোকে গুঁজে দিয়ে

দ্বিতীয় ধৃতরাষ্ট্র ক'র্‌বে।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—মাতুল!

এবে আর বিলম্ব না সহে;

মম পক্ষে যত রাজগণ,

লিপি লিখ সবে নির্দ্দিষ্টমতে,

লিখ সবে নিজ নিজ সৈনাগণসনে

আসিতে হস্তিনাপুরে ত্বরা।

ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, হার্দ্দিক, নীলাদি

মম বন্ধু রাজগণ পাশে

পাঠাও অদ্যই দূত;

অক্ষৌহিণী সেনা ল'য়ে সবে

জয় জয় রবে আসুন হেথায়।

কৌরব পাণ্ডবে এবে

নিশ্চয় ঘটিবে মহারণ।

শকুনি।—বৎস! যদি সহজে সব চুকে যায়,

তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

দুর্য্যো।—যে কালে ব'লেছি

বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী

নাহি দিব পাণ্ডবেরে,

কা'র সাধ্য লঙ্ঘে সেই কথা?

জানি আমি

সে পক্ষ পাণ্ডব রাজ্যলোভী,
না ছাড়িবে রাজ্য-আশা,
অনায়াসে নাহি পেলে তায়
সংগ্রাম করিবে সুনিশ্চয়।
আমিও তাহাই চাই।

শকুনি।—আচ্ছা,
আমি যদি বিনাযুদ্ধে
পাণ্ডবগণকে সমূলে বিনষ্ট ক'রে
তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক ক'র্ত্তে পারি,
তা' হ'লে তুমি তা'তে সম্মত আছ কি না?

দুর্য্যো।—ধৌম্যেরে ব'লেছি যাহা,
আর তাহা না পারি ফিরা'তে।
যখন বলিবে ধৌম্য পাণ্ডবসম্মুখে—
'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
পাণ্ডবেরে নাহি দিবে দুর্য্যোধন',
তখন সে কথা
মোর পক্ষে কি ভাবে দাঁড়া'বে?
মাতুল!
আর না—আর না,
ডাকাও যতেক দূত,
লিখ লিপি করদভূপালগণে।
আমার অটুট পণ—
হয় যুদ্ধে মরিবে পাণ্ডবগণ,
নয় দুর্য্যোধন।

শকুনি।—(স্বগত)—যে ভীম! শেষটাই ঠিক!
ভাগ্নের সঙ্গে আমাকেও বা টানে!

দুর্য্যো।—মাতুল! নীরবে কেন?
ভাবিবার নাহি অবসর,
হও ত্বরাপর।
(কর্ণের প্রতি)—
সখে!
মাতুল বড়ই ভীত,
কাজ নাই ওঁরে আর।
তুমিই স্বহস্তে লিখ লিপি।

শকুনি।—না, বাপু! আমি ভীত শীত হই নি,

কর্ণ।—কি হেতু কম্পিত তবে?

শকুনি।—লিখ্‌তে গেলেই হাত কাঁপে।

কর্ণ।—তুমিই পত্রাদি রচনা কর,
আমি বরং দুঃশাসনকে ডেকে আনি।
তোমরা দু'জনে লিখ্‌লে
খুব শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।
(স্বগত)—যাই একবার
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরকে সংবাদ দি।
তাঁ'রা যদি
দুর্য্যোধনের যুদ্ধচেষ্টা নিবারণ ক'র্ত্তে পারেন

[প্রস্থান।

কর্ণ।—চল, সখে! নির্জ্জন ভবনে,
দোঁহে মিলি' যুক্তি করি',
লিপি লিখি একে একে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—দুর্য্যোধনের কক্ষ।

কর্ণ ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

কর্ণ।—বীর!
তোমাকে সমস্ত দুর্গসংস্কারের ভার
গ্রহণ ক'র্ত্তে হ'বে।
তদ্ব্যতীত অনেকগুলি নূতন দুর্গও
নির্ম্মাণ করা'তে হ'বে।

দুঃশা।—অঙ্গরাজ!
তুমি এ সকল কার্য্যে
আমাপেক্ষা বিশেষ নিপুণ,
সুতরাং—

কর্ণ।—তোমার অগ্রজ যে আমার প্রতি
সৈন্যগণের যুদ্ধশিক্ষার ভারার্পণ ক'রেছেন
তা' তোমার কোন চিন্তা নাই,
আমি মধ্যে মধ্যে
তোমার কার্য্যকলাপ দর্শন ক'র্‌বো।

দুঃশা।—তা' হ'লে আমার আর চিন্তা কি?
আচ্ছা,

মাতুল মহাশয়
কোন্ কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'র্‌বেন?
কর্ণ।—তিনি যুদ্ধব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে চান।
দুঃশা।—কেন?
কর্ণ।—তিনি অস্ত্রযুদ্ধ অপেক্ষা চক্রযুদ্ধেই পটু,
বলপ্রয়োগ অপেক্ষা ছলপ্রয়োগেই চতুর।

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
যা' ক'রেছি তা' ক'রেছি,
অন্যথা করিতে নারি আর;
যে হ'বে সে হ'বে,
নাহি ডরি তা'য়,
নিজ স্বত্ব কি হেতু অন্যেরে দিব?
মম পূজ্যপাদ পিতা মহাশয়
এ ভারতরাজ্যে মোরে কৈলা অভিষেক,
এবে আমি রাজ্য-অধীশ্বর;
বল তবে, পিতামহ!
মোর রাজ্য-অর্দ্ধভাগ কোন্ ন্যায়মতে
যুধিষ্ঠিরে করিব প্রদান?
অর্দ্ধরাজ্য দূরে থাক্,
সূচ্যগ্র মৃত্তিকা-কণা
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।
ভীষ্ম—দুর্য্যোধন!
নিতান্ত বালক তুমি,
জ্ঞানালোক তিলমাত্র নাই,
তেঁই কহ এ পাপ বচন।
যুধিষ্ঠির পর নহে,
খুল্লতাত-পুত্র তোমাদের,
তেঁই তাঁ'র আছে অধিকার
রাজ্য-অর্দ্ধভাগে ন্যায়মতে।
কর্ণ।—ভাল, তাই যেন গ্রাহ্য করিলাম,
কিন্তু বল দেখি, বৃদ্ধবীর!
কোন্ ন্যায়মতে—কোন্ ধর্ম্মমতে—
যুধিষ্ঠির ভাঙ্গিয়াছে পণ-অঙ্গীকার?
ভীষ্ম।—কোন্ পণ-অঙ্গীকার?
কর্ণ।—দ্যূতপণ—দ্যূতপণ!
বৃদ্ধ! মনে কি হে নাহি হয়—
পাশাপটু শকুনির পাশে
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বনবাসে
গেল সেই যুধিষ্ঠির?
মনে কি হে নাই—
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস,
এই পণ পূর্ণ করি'
ধর্ম্মের গোচরে পা'বে ত্রাণ?
কিন্তু, বৃদ্ধ!
এবে সেই যুধিষ্ঠির কোন্ ধর্ম্ম মানি'
লঙ্ঘন করিল সেই পণ?
কোন্ ন্যায় মানি'
মৎস্য আর দ্রুপদ রাজারে
সহায় করিয়া চাহে রাজ্য লইবারে?
জানি আমি তোমারে বিশেষ,
অধর্ম্মী পাণ্ডবপক্ষে তুমি,
তেঁই আজ অধর্ম্মেরে ভাব ধর্ম্মজ্ঞানে,
ধর্ম্মেরে অধর্ম্ম ভাব।
তোমা'সম পাণ্ডব-বন্ধুর
না চাহি শুনিতে কোন কথা।
যাও তুমি, বল যুধিষ্ঠিরে
অগ্রে পালি' দ্যূতপণ
তবে যেন আসে হেথা পিতৃরাজ্য নিতে।
পুনর্ব্বার অরণ্যে পশিয়া
প্রতিজ্ঞার কাল পূর্ণ করি'
দুর্য্যোধন বরাবরি
আসুক যুড়িয়া হস্ত সে পঞ্চ পাণ্ডব।
তা' যদি না পারে,
যদি নিতান্তই যুদ্ধ-আশা করে
অধর্ম্মের ভার ধরি' শিরে,
তা'তেও প্রস্তুত আছি;
এই হেতু যুদ্ধ-প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিও,
ধর্ম্মযুদ্ধে অধার্ম্মিক পাপী যুধিষ্ঠির

পা'বে সমুচিত প্রতিফল।

ভীষ্ম।—কর্ণ! শত ধিক্ তোমা!
সূতপুত্র অতি নীচ তুমি,
তেঁই কহ হেন নীচ ভাষা;
নীচ আশা যা'র,
উচ্চ ভাব কোথায় তাহার?
অন্ধকার পাতালেই রয়,
সূর্য্যপাশে পারে কি যাইতে?
রাধেয়!
কোন্ মুখে উচ্চারিলে তুমি—
যুধিষ্ঠির অধার্ম্মিক?
অধার্ম্মিক জনের গোচর
জগতের অনাদিকারণ হরি নারায়ণ
প্রাণ বাঁধা দেয় কোন্ কালে?
কলের পুতলী সম
অধর্ম্মীর করে খেলে কি কখন হরি?
এত দেখে শুনে
তবু বল যুধিষ্ঠিরে অধার্ম্মিক?
ধিক্ থাক্ তোমা হেন মূর্খ জনে।

কর্ণ।—না কহিও হেন বাক্য আর,
বৃদ্ধ বলি' সহি বহু,
কিন্তু অন্যায়ের পক্ষ নহি আমি।
ক্ষাত্রধর্ম্ম পালি বিধিমতে,
ক্ষাত্রধর্ম্মমতে বরঞ্চ ত্যজিব তনু,
তবু নাহি অন্যায়েরে দিব আলিঙ্গন।
ধর্ম্মে ধরি' শিরে যুঝিব সমরে,
দেখি, কিবা করে
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন আদি সে পাণ্ডব।
(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সখে!
না ভুলিও বৃদ্ধের বচনে,
এই ভীষ্ম পাণ্ডবের প্রাণ।

ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন! সাবধান হও,
নীচ কর্ণে না দিও আশ্রয়—
না দিও আশ্রয় এক তিল।
কুটিল শকুনি, কর্ণ, মূর্খ দুঃশাসন
এই তিন জন
সর্ব্বনাশ, মাননাশ,
প্রাণনাশ করিতে তোমার
ভূতলে হ'য়েছে অবতার।

দুঃশা।—পিতামহ!
খালি খালি গালি দাও কেন?
কি দোষ পাইলে মোর?
কেন আজ হেন কটু ভাষা কর উচ্চারণ?
অগ্রজ আমার রাজ্য-অধিপতি,
তাঁ'র প্রতি তব দয়াবিন্দু নাই,
দয়া-সিন্ধু পাণ্ডবের দিকে।
ছি ছি! এ বড় লজ্জার কথা,
পিতামহ ভীষ্মদেব অধর্ম্মের দিকে!

কর্ণ।—বৃদ্ধ হ'লে এইরূপি হয়,
শুধু ভীষ্ম নয়,
ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, দ্রোণ, বিদুরাদি
সবাই ভীষ্মের অবতার!

ভীষ্ম।—কর্ণ! তিষ্ঠ নিরুত্তরে।
বৎস দুর্য্যোধন!
যুদ্ধ-আশা কর পরিহার,
কেন নিজে নিজের মরণ কর অন্বেষণ?
বিরাটের গোগৃহ-সমরে
কি দুর্দ্দশা ঘ'টেছিল তোমা'সবাকার
একমাত্র অর্জ্জুনের করে,
সেই কথা ভাব একবার।
পাণ্ডবেরা পুনঃপুনঃ
যে সব দুষ্কর কার্য্য কৈল সম্পাদন,
তুমি, কর্ণ, দুঃশাসন অথবা শকুনি
কোন্ কার্য্য ক'রেছ সেরূপ?
বল তবে,
কি সাহসে চাও যুঝিবারে
যমসম পাণ্ডবগণের সাথে?
বিপরীতে তোমারই মাথে
পড়িবে দারুণ বজ্র।
বৃদ্ধ আমি,
যুদ্ধনীতি—ধর্ম্মনীতি—ন্যায়নীতি

সমস্তই বুঝি বিধিমতে;
ধর মোর ভাব,
ছাড় মোর যুদ্ধ-আশ।
যুধিষ্ঠিরে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া,
অর্দ্ধ রাজ্য নিজে নিয়া
ভাই ভাই সুখে কর অবস্থান।
বৎস!
ভাই ভাই এক ঠাঁই—
এর চেয়ে সুখ নাহি আর;
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—
এর চেয়ে দুঃখ নাহি আর।
করিয়া বিচার
ধর্ম্মপথে তিষ্ঠ, দুর্য্যোধন!

কর্ণ।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—
সখে!
অদ্ভুত কুচক্রী ভীষ্মদেব,
'বুঝি' 'সুঝি' যেবা হয় কর।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
অনুরোধ করি বার বার,
বাধা মোরে নাহি দিও আর।
তোমার প্রতিজ্ঞা যেইরূপ কভু নাহি নড়ে,
আমারো প্রতিজ্ঞা সেইরূপ থাকিবে অটুট।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।
পরশত্রু অপেক্ষা নিশ্চয়
জ্ঞাতিশত্রু অতি ভয়ঙ্কর।
এ হেন শত্রুরে আমি
কেন দিব নিজ অংশ মোর?
মোর রাজ্যে
পাণ্ডবের কিবা অধিকার?
অটুট প্রতিজ্ঞা মোর কভু না টুটিবে,
যতক্ষণ প্রাণ মোর,
ততক্ষণ যুধিষ্ঠির রাজ্য নাহি পা'বে।

ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগী,
আসন্ন সময়ে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে,
নহে কেন না শুনিলি মোর কথা?
আইনু সাধিতে হিত,
কেন দিলি প্রাণে হেন ব্যথা?
বড় দুঃখ রহিল আমার—
পাষাণের কঠিন হৃদয়ে
ছড়াইনু অমৃতের বীজ,
বৃথা গেল শুষ্ক হ'য়ে।
শেষ কথা ব'লে যাই,
যদি না ভীষ্মের যুক্তিমতে
কার্য্য কর, দুর্য্যোধন!
নিশ্চয় নিধন হ'বে তুমি।
মনে যেন রয়—
'যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।'

[প্রস্থান।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের পরস্পর কাণে কাণে কি কথা কওয়া)

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(স্বগত)—দুর্য্যোধন কথা শুনলে না।
ভীষ্মাদিও কিছুতে বুঝুতে পাল্লেন না।
নিশ্চয় যুদ্ধ ঘ'টবে,
একটুখানি মাটীর জন্যে
সমস্তই মাটী হ'বে দেখ্‌চি।
তা' যা'ই হোক্,
যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ।
দুর্য্যোধনকে আর একটা যুক্তি দি,
দ্বারকা থেকে কৃষ্ণকে আন্‌তে বলি।
কৃষ্ণ যদি দুর্য্যোধনের দিকে হয়,
তবে আর কিসের ভয়?
যদি আর কিছুও না হয়,
তবু আমি এক প্রকার রক্ষে পা'ব,
ভীমাকার ভীমটের হাত এড়া'ব,
কদাকার গদাটার ঘাও এড়া'ব।
(প্রকাশে)—বৎস দুর্য্যোধন!
পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা নিশ্চয় কি?

কর্ণ।—এখনো কি আপনার সন্দেহ আছে?

শকুনি।—আঃ, তুমি একটু চুপ কর না।

দুর্য্যো।—মাতুল মহাশয়!

অঙ্গরাজ আর আমার বাক্য একই।

শকুনি।—তা' জানি,

দু'জনে এক প্রাণ—এক আত্মা—এক মন—

এক ধ্যান—এক জ্ঞান—

এক শরীরে ডান হাত বাঁ হাত।

বৎস! একটা কথা ব'ল্‌বো কি?

দুর্য্যো।—বলুন।

শকুনি।—কৃষ্ণকে যদি হস্তগত ক'র্ত্তে পার,

তা' হ'লে বড় ভাল হয়।

আমি জানি,

একা কৃষ্ণ সহস্র পাণ্ডব।

তুমি অগ্রে গিয়ে তাঁ'কে যুদ্ধে বরণ কর।

কর্ণ।—কৃষ্ণ কিবা জানে যুদ্ধনীতি?

শকুনি।—আমিও কিবা জানি যুদ্ধনীতি?

কিন্তু চক্রনীতি জানি সবিশেষ,

কা'র পাশা

পাণ্ডবের ক'রেছিল সে হেন দুর্দ্দশা?

কা'র পাশা

পূরাইল দুর্য্যোধন ভূপতির আশা?

দুর্য্যো।—কিরূপে বরিব কৃষ্ণে?

শকুনি।—কেন?—তা'র চিন্তা কি?

কৃষ্ণকে সারথ্য কার্য্যে বরণ কর।

কৃষ্ণ সারথি হ'লে

শত শত মহারথী রথ ছেড়ে পলা'বে।

পাণ্ডব তো পাণ্ডব,

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এলেও পরাজয় মান্‌বে।

কৃষ্ণ আমার চেয়েও ছলকৌশলী,

ধরি মাছ না ছুঁই জল;

নিজের হাতে তিনি কিছুই ক'র্‌বেন না,

কিন্তু যুক্তিবলে যা' ক'র্‌বেন,

তা' লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারীও পার্‌বে না।

দুর্য্যো।—কি বল, সখে?

কর্ণ।—তা সারথি কর;

তুমি রথী আর কৃষ্ণ সারথি,

এ কথা ভাল।

শকুনি।—তবে শীঘ্র দ্বারকায় যাওয়া উচিত।

শীঘ্র না গেলে

যদি পাণ্ডবেরা অগ্রে সেখানে যায়,

তা' হ'লে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না।

দুর্য্যো।—কা'র যাওয়া উচিত?

শকুনি।—তোমারই স্বয়ং,

অন্য লোক গেলে কৃষ্ণ ইতস্তত ক'র্ত্তে পারেন,

তুমি স্বয়ং গেলে

আর অন্য মত ক'র্‌বেন না।

বৎস! ব'ল্‌তে কি,

কৃষ্ণকে হস্তগত ক'র্লে

জয়শ্রী নিশ্চয় তোমারই হ'বে।

দুর্য্যো।—তাই ভাল;

আপনারা যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজন করুন্।

আমি প্রত্যাগত হ'য়ে যেন

সমস্তই প্রস্তুত দেখ্‌তে পাই।

শকুনি।—তা' হ'বে।

কিন্তু তুমি খুব শীঘ্র যাও।

দুর্য্যো।—অদ্যই যাত্রা ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের কক্ষ।

(এক পার্শ্বে সুবর্ণ-পর্য্যঙ্ক সজ্জিত ও তৎশীর্ষভাগে একখানি স্বর্ণাসন স্থাপিত)

কৃষ্ণ ও বলরাম।

কৃষ্ণ।—আর্য্য!

দৈবের ঘটন কে করে লঙ্ঘন?

এত দিনে কৌরব পাণ্ডবে

নিশ্চয় বাধিবে মহারণ।

শুনিয়াছি আমি,

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্দ্ধ রাজ্য তরে
পাঠাইয়াছিলা দূত হস্তিনানগরে,
কিন্তু সে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন
বলিয়াছে—
'বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব যুধিষ্ঠিরে।'
শেষে রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধির কারণে
প্রার্থনা করিয়াছিলা শুধু
ইন্দ্রপ্রস্থ, অবিস্থল, বৃকস্থল,
মাকন্দী, বারণাবত এই পঞ্চ গ্রাম
পঞ্চ ভাই তরে;
তা'তেও সে মূর্খ দুর্য্যোধন
সম্মতি করে নি দান।
কাজে কাজে এবে
কৌরব পাণ্ডবে হ'বে দারুণ সংগ্রাম।
শুনিয়াছি,
দুই পক্ষে হইতেছে সমর-সাজনি।

বল।—ভাই! বড়ই সঙ্কট বটে,
কিন্তু বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন?
দুর্য্যোধন কেন হেন অধর্ম্মী হইল,
তাই ভাবি মনে।
ধিক্ রাজ্যলোভে!
ধিক্ রাজ্যভোগে!
ধিক্ রাজনামে!
ভিক্ষুক বরঞ্চ ভাল রাজ্যপতি হ'তে,
পাপমূল যুদ্ধ-আশা নাহিক তাহার।

কৃষ্ণ।—কহ, আর্য্য! এবে কিবা করি?

বল।—ভাই!
কি কৌরব, কি পাণ্ডব,
দুই পক্ষ আমাদের বিশেষ আত্মীয়,
এ দু'য়ের কোনো পক্ষে
আমাদের হস্তক্ষেপ করা ভাল নয়।
রাখ মোর কথা,
তুমি কোন পক্ষে না যাইও,
না ধরিও অস্ত্র শস্ত্র ভীষণ সংগ্রামে।
আমি যাই তীর্থ পর্য্যটনে;
দ্বারকায় থাকিলে কি জানি
কোন পক্ষ অনুরোধ করে বা আমারে।
কৃষ্ণ! বল বল,
ধরিবে না অস্ত্র রণাঙ্গনে?

কৃষ্ণ।—তোমার বচন না করি লঙ্ঘন আমি।
না ধরিব অস্ত্র কুরুপাণ্ডব-সমরে।

বল।—বড় তুষ্ট হৈনু আমি।
চলিলাম তীর্থ পর্য্যটনে।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—কি যেন কি হয় মনে,
কে যেন আমারে ডাকে।
দেখি ধ্যানে।

(ধ্যানে উপবেশন)

(অবধ্যান হইয়া)—দুর্য্যোধন, ধনঞ্জয়
আসি'ছে আমার পাশে।
উভয়ের ইচ্ছা
সংগ্রামে বরিবে মোরে।
অধর্ম্মের দিকে নহি আমি,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
এক্ষণে উপায় করি তা'র।

(উত্তরীয় বস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন)

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—কই, কৃষ্ণ কোথা?
এই যে বিভোরে নিদ্রা যায়।
নিদ্রিতেরে ডাকা ভাল নয়,
অপেক্ষা করিয়া রহি,
জাগিলেই কহিব মনের কথা।
বসি কোথা?
এই যে পর্য্যঙ্ক শির-ধারে
সুবর্ণ-আসন সুসজ্জিত।
ইহার উপরি বসি'
যুদ্ধ-চিন্তা করি ততক্ষণ।

(আসনে উপবেশন)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

এ কে উপস্থিত ?—অর্জ্জুন যে।
মম সম ইহারো অন্তরে
জাগে কি কৃষ্ণের চিন্তা ?
যদি তা'ই হয়,
তা' হ'লে নিশ্চয়
আমারি পুরিবে আশা।
অগ্রে আমি আসিয়াছি,
আমারি হইবে কৃষ্ণ।
দেখি, কি করে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—এ কি হেরি,
পর্য্যঙ্ক-শিয়রে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত।
কৃষ্ণ !
অধীন পাণ্ডবগণে ভুলিবে কি, সখা ?
শ্রীচরণতলে বসি'
পদসেবা করি বিধিমতে,
পাণ্ডবেরে রুষ্ট কি সন্তুষ্ট হরি
পদস্পর্শে পারিব বুঝিতে।

(কৃষ্ণের পদতলে উপবেশন)

দুর্য্যো।—(স্বগত)—ধিক্ ধনঞ্জয় !
রাজকুল-কলঙ্ক নিশ্চয় তুই।
চন্দ্রবংশে তোর সম নীচ আর নাই,
এত স্থান থাকিতে, নির্ব্বোধ !
কৃষ্ণের চরণতলে বসিলি অনাসে !
ছি ছি,
কৃষ্ণ এবে নিদ্রা হ'তে উঠি'
দেখিবে দু'জনে যবে,
কি ভাবিবে—কি বলিবে ?
বড় লজ্জা—বড় ঘৃণা !
ইচ্ছা হয়,
ছাড়ি' এই স্থান,
কিন্তু স্বকার্য্য সাধনে এসু,
কাজেই থাকিতে হ'ল অধোমুখে।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—ধন্য আমি আজ ;
যেই শ্রীচরণ
মহাযোগী শিব ধ্যান করে,
যেই শ্রীচরণ পাইবার তরে
ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
জ্ঞানী মুনিগণ
কঠোর তপস্যা করে,
আজ সেই ভক্তাধীন শ্রীচরণ
স্বহস্তে করিব সেবা।
আহা,
পাণ্ডবের নাথ হরি কত কষ্ট করি'
কঠিন মাটীতে হাঁটি' যান ছুটি' ছুটি'
আমাদের হিত সাধিবারে
মরুভূমি, অরণ্য, ভূধরে অনুক্ষণ,
আজ সেই শ্রীচরণ সেবা করি'
কিয়দংশে ঋণমুক্ত হই।
তাহা ছাড়া
মুক্তির সম্বল ক'রে লই।

(কৃষ্ণের পদসেবা)

দুর্য্যো —(সরোষে)—
শত ধিক্ তোমারে, অর্জ্জুন !
রাজপুত্র করে পরপদসেবা !
ধনঞ্জয় !
মৃত্যু নাহি হয় কেন এখনো তোমার ?

অর্জ্জুন —এত যদি লজ্জা তব,
তুমিই মর না কেন, রাজা !
রাজবুদ্ধি ধর—রাজকার্য্য কর ;
প্রেমভক্তি—জ্ঞানভক্তি—মুক্তিভক্তি
তব মনে নাহি পায় স্থান,
পাষাণে কি হয় কভু বীজের অঙ্কুর ?
অনলে কি মিলে সুধা ?
নির্ব্বোধ !
রাজা বলি'—মানী বলি'—ধনী বলি'
কর বড় তেজ অহঙ্কার,
কিন্তু তুমি কৃষ্ণে না চিনিলে,
এই খেদ জাগে মোর মনে।
যিনি রাজার রাজা—মানীর মানী—

ধনীর ধনী,
বেশী কি বলিব—
যাঁ'র শ্রীপদের ধূলিকণা পেয়ে
অনন্ত অনন্ত কোটি রাজা সৃষ্টি হয়,
তাঁ'র কাছে তুমি ক্ষুদ্র কীট।

দুর্য্যো।—(সচীৎকারে)—পুন বলি—
শত ধিক্ থাকুক্ তোমারে!

কৃষ্ণ—(কপট নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রথমে সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে দেখিয়া)—
কে?—অর্জ্জুন!
কখন আসিলে হেথা?
যা'ই হোক্,
হেরিয়া তোমারে সন্তোষ লভিনু অতি,
বল বল, ধনঞ্জয়!
কি ভাবিয়া আসিলে হেথায়?
অবশ্য পূরা'ব তাহা।

দুর্য্যো।—হে কেশব!

কৃষ্ণ।—(দেখিয়া)—কে?—মহারাজ দুর্য্যোধন!
আজি কি সৌভাগ্য মোর,
হস্তিনার অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনে
পাইলাম গৃহে বসি'।
আছ তো কুশলে, মহারাজ?
(গাত্রোত্থান করিয়া)—
ব'স ব'স পর্য্যঙ্ক উপরে, বীরবর!
বড়ই অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে আমার,
রাখি নাই রাজসিংহাসন পাতি'।
বড়ই পেয়েছ কষ্ট বসি' এই ক্ষুদ্রাসনে।
ক্ষমা কর মোরে, রাজা!

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
এ কি হে বিচার তব?

কৃষ্ণ।—ক্ষমা কর, মহারাজ!
ব'স এই পর্য্যঙ্কে আমার।

দুর্য্যোধন।—না না, সে জন্য না বলি কিছু।

কৃষ্ণ।—বল, রাজা!
কি দোষ করিনু তবে?

দুর্য্যো।—অর্জ্জুনের আসিবার আগে
আমি আসিয়াছি তব পাশে;
তবে অগ্রে তুমি কি বিচারে
না জিজ্ঞাসি' মোরে
অর্জ্জুনের আশা পুরাইতে চাও?

কৃষ্ণ।—মহারাজ!
অগ্রে যে এসেছ তুমি,
কিরূপে জানিব আমি?
নিদ্রোত্থিত হ'য়ে দেখি সম্মুখে অর্জ্জুন।
অগ্রে আমি হেরিনু অর্জ্জুনে,
এই সে কারণে অগ্রে তা'র সনে
কৈনু সম্ভাষণ,
প্রার্থনা পূরণ অগ্রে চাহিনু করিতে।
এই মোর রীতি—এই মোর নীতি,—
যে আগে সে আগে—যে পাছু সে পাছু।
(অর্জ্জুনের প্রতি)—বল, পার্থ!
কি চাও আমার কাছে?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ!
এই রাজা দুর্য্যোধন সনে
রাজ্য ল'য়ে আমাদের ঘটিল বিবাদ।
ঘটিবে দারুণ রণ,
দুই পক্ষে হয় যুদ্ধ-আয়োজন।
তোমার সাহায্য মোরা চাই।

কৃষ্ণ—অস্ত্র শস্ত্র না ধরিব রণে,
না করিব নিজে যুদ্ধ।
কৌরব পাণ্ডব মাঝে
সমান সম্বন্ধ আছে মোর,
উভয় কুলের আমি হিত ইচ্ছা করি,
তেঁই কহি, না ধরিব নিজে অস্ত্র।
বল, আর কিবা চাও?

অর্জ্জুন।—যদুপতি!
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইলা মোরে
বরিতে তোমারে মম সারথির পদে।

কৃষ্ণ।—ধনঞ্জয়!
করিনু স্বীকার
যুদ্ধকালে হ'ব তব রথের সারথি।

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!

এ কি হে অন্যায় কথা?
আমার সারথি-পদে বরিতে তোমারে
অগ্রে আসিলাম আমি,
কিন্তু পার্থের পুরা'লে আশা,
এ কেমন রীতি?

কৃষ্ণ —
মোর রীতি-নীতি কথা আগেই ব'লেছি।
যাই হৌক, শুন এবে, রাজা!
তোমারেও না হ'বে হতাশ হ'তে।
নারায়ণী সেনা নামে দশ কোটি গোপ
আছয়ে অধীনে মোর।
তুমি তা'ই চাও,
কিংবা মোরে সারথি করিতে চাও?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—দশ কোটি নারায়ণী সেনা!
অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ঘটনা!
সারথি হইলে কৃষ্ণ কিবা লাভ মোর?
সংগ্রামের কালে নিরস্ত্রের কিবা প্রয়োজন?
অস্ত্রধারী যোদ্ধাই সাধিবে জয়।
নারায়ণী সেনাই লইব আমি।
(প্রকাশে)—হে কেশব!
দাও মোরে দশ কোটি নারায়ণী সেনা।

কৃষ্ণ —তথাস্তু।
যাও তুমি সৈন্যাগারে,
লহ নারায়ণী সেনা।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—সখে!
তবে না দেখি নিস্তার আর আমা'সবাকার।

কৃষ্ণ।—কেন, ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন।—দশ কোটি নারায়ণী সেনা
যে লভিল তব পাশে,
তা'র সনে করিয়া সংগ্রাম
কে পারে লভিতে জয়?

কৃষ্ণ।—কেন ভয় ভাব, ধনঞ্জয়?
আমারি শরীরোদ্ভূত
দশ কোটি নারায়ণী সেনা।
আমি তা'সবার বলরূপী,
আমিই সে মূল।
বল-মূল তোমার নিকটে বাঁধা,
কি ভয় সমরে তবে তব?
পাণ্ডবের পক্ষে কায়া,
কৌরবের পক্ষে ছায়া।
কায়া হ'তে ছায়া হয়,
ছায়া হ'তে কায়া নাহি হয়,
তবে কেন ভয়?

অর্জ্জুন।—হরি!
তুমিই পাণ্ডবগণ-প্রাণ,
অর্জ্জুনের শক্তি বুদ্ধি মন্ত্রণা ভরসা।

কৃষ্ণ।—যাও এবে তুমি, ভাই,
মহারাজ যুধিষ্ঠির-পাশে।
কহ তাঁ'রে
তদ্ধাধীন কৃষ্ণ হইল সারথি।
আমিও যাইব তাঁ'র পাশে
দু' এক দিনের মাঝে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপপ্লব্যনগর—যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাগৃহ।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন উপবিষ্ট।

ভীম।—মহারাজ!
আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ,
আপনাকে পরামর্শ দান করা
আমার বালকতা মাত্র;
তথাপি আমার মনের কথাগুলি
প্রকাশ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছি;
যদি আজ্ঞা করেন তো বলি।

যুধি।—ভাই!

কেন আজ এরূপ কুণ্ঠিত হ'চ্চ ?
বল, কি তোমার মনোগত ইচ্ছা ?

ভীম।—যে যা' প্রার্থনা করে,
সে তদ্ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।
দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন
আমাদের নিকট যুদ্ধপ্রার্থনা ক'চ্চে,
অথচ আপনি বারংবার তা'তে অসম্মত হ'য়ে
তা'কে সন্ধি দান ক'ত্তে চাচ্চেন।
এতে কা'রই অভিসন্ধি সিদ্ধ হ'চ্চে না।

যুধি।—ভীমসেন !
এক বার চেষ্টা ক'ল্লে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়,
দশ বার চেষ্টা করা উচিত।
দশ বারে যদি না হয়,
শত বার চেষ্টা করা চাই।

অর্জ্জুন।—না, মহারাজ !
দুরাচার দুর্য্যোধনের নিকট হ'তে
আমাদের আর সহজে
রাজ্যাংশ হস্তগত হ'বে না।
আপনি যত বার সন্ধির চেষ্টা ক'র্‌বেন,
সে দুর্জ্জন দুর্য্যোধন
তত বার আপনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'র্‌বে।
আপনি উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য
রাজ্যার্দ্ধপ্রাপ্তির সন্ধি ক'চ্চেন,
সে তা' অনুধাবন ক'চ্চে না,
বরং এরূপ চিন্তা ক'চ্চে যে
পঞ্চ পাণ্ডব কাপুরুষ, ভীরু, দুর্ব্বল,
তাই সন্ধিরূপ ভিক্ষার জন্য লালায়িত।

ভীম।—অর্জ্জুন ! ঠিক্ ব'লেছ, ভাই !
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—ধর্ম্মরাজ !
আর সন্ধির জন্য চেষ্টা ক'র্‌বেন না।
আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হউন্,
আপনার চিরানুগত ভীমসেনকে আজ্ঞা দিন,
এক বার ভীমের গদাযুদ্ধ দর্শন করুন্।
কি আপনি, কি অর্জ্জুন,
কি নকুল, কি সহদেব—
কা'কেও
মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র ধারণ ক'ত্তে হ'বে না।
আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে
একা ভীমসেনই সমস্ত কৌরবের
প্রাণ বিনাশ ক'র্‌বে।
মহারাজ !
আমি যে এত কাল ধ'রে
গদাযুদ্ধ শিক্ষা ক'র্‌লেম,
তা'র পরীক্ষা দেকেও কি
আপনার সাধ হয় না ?

যুধি।—ভীম !
বজ্রাঘাত দেক্তে কে সাহস করে ?

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

কে ?—সঞ্জয় ? এস এস—কেমন আছ ?

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—ধর্ম্মরাজ !
আজ ভাগ্যবলে
আপনাদের দর্শন লাভ ক'ল্লেম।

যুধি।—সঞ্জয় ! বোধ হয়,
তুমি সন্ধির মীমাংসা বার্ত্তা এনেছ ?

সঞ্জয়।—পাণ্ডবনাথ !
আমি আমার ভাগ্যদোষে
আপনার প্রশ্নের অভিমত উত্তর
দিতে পাল্লেম না।

যুধি।—কেন, সঞ্জয় ?
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি আমা'র সন্ধিপ্রস্তাবে
সম্মত হন নি ?

সঞ্জয়।—তিনি হ'য়েছিলেন,
কিন্তু
দুর্য্যোধন কোন মতেই সম্মত হ'লেন না।

ভীম।—তবে কিসে সে সম্মত হ'য়েছে ?

সঞ্জয়।—যুদ্ধ ক'ত্তে।

ভীম।—শুনুন্, ধর্ম্মরাজ !
সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের মনের অভিসন্ধি ;
তথাপি আপনি সন্ধির জন্য চেষ্টিত।

যুধি।—সঞ্জয় !
দুর্যোধন কি পিতৃবাক্য এতই অগ্রাহ্য করে ?

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
দুষ্ট দুর্য্যোধন সম্বন্ধে ওরূপ বাক্য
কি জন্য উত্থাপন ক'চ্চেন?
দুর্য্যোধনও যেমন,
দুর্য্যোধনের পিতাও তেমন।
বিষ হ'তে বিষই উৎপন্ন হয়।
মহারাজ! মনে কি নাই
কা'র ইচ্ছায়—কা'র প্ররোচনায়—
কা'র উত্তেজনায়
আমরা দ্যূতে পরাজিত হ'য়ে
এত কাল বনবাসী হ'য়েছিলেম?
আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন—
যে ধৃতরাষ্ট্র, সেই দুর্য্যোধন,
যে দুর্য্যোধন, সেই ধৃতরাষ্ট্র।

অর্জ্জুন।—পাপিষ্ঠ কর্ণ আবার
সেই পিতাপুত্রের প্রাণ।

যুধি।—ভীম! অর্জ্জুন!
তোমরা কিয়ৎ কাল ক্ষান্ত হও।
আমি সুবুদ্ধি সঞ্জয়ের নিকট
অবশিষ্ট বিষয় অবগত হই।
সঞ্জয়!
পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ,
খুল্লতাত বিদুরও কি সুযোধনকে
কুপথ হ'তে সুপথে আন্‌তে পারেন না?

সঞ্জয়।—দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি থাক্‌তে
দুর্য্যোধনকে কে সুপথে আন্‌তে পারে?

ভীম।—সঞ্জয়!
দুরাত্মা দুঃশাসন ও শকুনি
এক্ষণে স্থূল না কৃশ?

সঞ্জয়।—বীরবর!
এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার অর্থ কি?

ভীম।—দুঃশাসন এক্ষণে স্থূলদেহ হ'লে
যুদ্ধক্ষেত্রে তা'র বক্ষোরক্ত পান ক'রে
আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে সফল হ'বে।
আর অদ্বিতীয় শঠ, মহাপাপিষ্ঠ শকুনি
স্থূলশরীর হ'লে
সমরক্ষেত্রস্থ শকুনিরা
তা'র শব ভক্ষণ ক'রে পরিতৃপ্ত হ'বে।

অর্জ্জুন।—সঞ্জয়!
দুর্য্যোধনের প্রসাদভোজী অর্দ্ধরথী কর্ণ
এক্ষণে কোন্ গুরুর নিকট
রথ-যুদ্ধ শিক্ষা ক'চ্চে?

সঞ্জয়।—বীরেন্দ্র ধনঞ্জয়!
আপনিও আবার—

অর্জ্জুন।—কেন, সঞ্জয়! তোমার কি মনে নাই—
কর্ণ যে একমাত্র রথে অবস্থিত হ'য়ে
রথান্তর গ্রহণ না ক'রে
পাণ্ডবগণকে বিনাশ ক'র্‌বে ব'লেছিল?
যা'ই হোক্, তুমি তা'কে এক্ষণে ব'ল—
অর্জ্জুন তা'র সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে
তা'রই রথচক্রে তা'কে নিষ্পেষিত ক'র্‌বে।

ভীম।—আমি এই বার শেষ কথা বলি,
সেই গদা-যুদ্ধ-বিশারদ অভিমানী
আমাদের রাজ্যাপহারক দুর্য্যোধনকে
ভীমসেনের সুদারুণ লৌহ-গদায়
যুদ্ধক্ষেত্রে
পৃথিবী-রাজ্যের দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে
যম-রাজ্যের নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হ'বে।
সঞ্জয়! আর অধিক কি ব'ল্‌বো?
সেই স্বার্থান্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের
পাপ সভাগৃহে কপট-দ্যূত-ক্রীড়াকালে
কৌরব-হস্তে
পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর সেই অপমান
পাপিষ্ঠ কৌরবগণের
মৃত্যুদ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছে,
সে দ্বার আর কিছুতেই অবরুদ্ধ হ'বে না।

সঞ্জয়।—আপনাদের
এই সকল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভয়েই
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
আমাকে এখানে দূতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।
ব'লে দিয়েছেন যে,
দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অত্যাচার

পাণ্ডবগণের ক্ষমা করাই
সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যুধি।—সঞ্জয়!
আমরা নিজ-রাজ্যাংশে বঞ্চিত হ'য়ে
দরিদ্র ভিক্ষুকের ন্যায় অবস্থান ক'রে
কাল যাপন ক'রবো,
এই কি জ্যেষ্ঠতাত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা?
আমাদের অংশ আমরা প্রাপ্ত হ'লেই
আমরা
আর কোন যুদ্ধবিগ্রহউপস্থিত ক'র্‌বো না।
গবল্‌গণ-নন্দন!
অধিক প্রার্থনা করি না,
কেবল আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার নিমিত্ত
বৃকস্থল আদি পঞ্চ গ্রাম মাত্র প্রাপ্ত হ'লেই
সুযোধনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণের
আশা পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

সঞ্জয়।—ধর্ম্মরাজ!
দুর্য্যোধন কোন মতেই
সূচ্যগ্র উত্থিত ভূমি মাত্রও দেবেন না।
তাঁ'র সেই দৃঢ় পণ
কিছুতেই বিচলিত হ'বে না।

ভীম।—তেমন অবাধ্য পুত্র দুর্য্যোধনকে
অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের
স্বহস্তে বিনাশ করা উচিত।
যদি তা' না পারেন,
অদ্যই তা'কে ত্যাজ্যপুত্র করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন।—অন্ধরাজকে আর তা' ক'ত্তে হ'বে না,
আমরাই
দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অগ্রে জীবন গ্রহণ ক'রে
পশ্চাৎ সমস্ত রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌বো।

যুধি।—সঞ্জয়!
আর বেশী কথা কি ব'লবো?
তুমি সুযোধনকে ব'ল যে,
যদি সে পাঁচখানি গ্রামও দিতে না চায়,
তবে চারিখানি গ্রাম দি'ক্‌।
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব
আমার এই চারি ভ্রাতা সেই চারি গ্রামে
স্বাধীনভাবে অবস্থান করুন্‌।
আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই,
আমি পুনর্ব্বার বনে বনে—তীর্থে তীর্থে
ভ্রমণ ক'রে জীবন যাপন করি।

সঞ্জয়।—মহারাজ!
আপনার এই উদারতা ও নিঃস্বার্থতার
তুলনা নাই।
এই জন্যই আপনি
দেবগণের নিকটেও পূজিত।
কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে
এমন ধর্ম্মশীলকেও
রাজা দুর্য্যোধন রূঢ় পত্র লিখেছেন।

ভীম।—কি? পত্র?
কই, দেখি দেখি?

(হস্তপ্রসারণ)

সঞ্জয়।—(পত্রপ্রদানোদ্‌যোগ)

ভীম।—না,
আমি ও পাপ-লিপি স্পর্শ ক'র্‌বো না।

যুধি।—সঞ্জয়! আমাকে পত্র দাও।

(পত্রগ্রহণ ও পাঠ)

সঞ্জয়! তুমি অমন কোমলহৃদয় হ'য়ে
কিরূপে এরূপ বজ্র বহন ক'রে আন্‌লে?

সঞ্জয়।—রাজন্‌!
পরাধীনতায়
আমার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট ক'রেছে,
দাসত্ব ও অর্থ
আমাকে বজ্র-কঠিন ক'রেছে।
হা! ধিক্‌ পরাধীনতায়! ধিক্‌ দাসত্বে!
ধিক্‌ অর্থে!

ভীম।—মহারাজ!
দুর্য্যোধনের এ পাপ লিপির মর্ম্ম কি?

যুধি।—সুযোধন লিখেছে—
"জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব!
লোকে তোমাকে অতি ধর্ম্মশীল বলে,
সে কথা যদি সত্য হয়,

তবে তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হও;
বিনা ধর্ম্মযুদ্ধে
তোমার রাজ্যশাসন করাই অন্যায়,
অধার্ম্মিকের ন্যায়
কেন সন্ধিরূপ অধর্ম্ম-কৌশল
বিস্তার ক'রে
আমার রাজ্যাপহরণের চেষ্টা ক'চ্ছ?
তুমি আর বারংবার বৃথা সন্ধির কথা ব'লে
কাপুরুষের ন্যায়—অধার্ম্মিকের ন্যায়
আমার রাজ্যের একটি ধূলিকণাও
প্রার্থনা ক'র না।
এই আমার শেষ পত্র—
এই আমার শেষ কথা—
পৃথিবীশ্বর সম্রাট দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে
একটি সর্ষপও অর্পণ ক'র্‌বেন না।

ভীম।—মহারাজ!
আমি বরাবর তো আপনাকে ব'লে আসচি,
আপনার সুযোধন আপনাকে অবজ্ঞা করে,
আপনাকে সে পথের ভিখারী ক'ত্তে চায়,
তবু আপনি
আমার কথায় কর্ণপাত করেন না।
এখন দেখ্‌লেন তো?

যুধি।—সঞ্জয়! ধর্ম্ম সাক্ষী,
আর আমার কোন অপরাধ নাই,
সুযোধন অবিলম্বে ধর্ম্মযুদ্ধ দর্শন ক'র্‌বে।

সঞ্জয়।—ধর্ম্মরাজ!
আপনার আবার ধর্ম্ম সাক্ষী কি?
আপনি তো স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।
পৃথিবীস্থ পাপিষ্ঠ লোকগণকে
ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছেন।
আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম না হ'লে
ধর্ম্মের আদিকারণ ভগবান্ হরি কি
কখনো আপনার সহায় হ'তেন?
আমি জানি,
'যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম'।
যেখানে কৃষ্ণ ও ধর্ম্ম
ভিন্ন দেহ মাত্র ধারণ ক'রে
একপ্রাণ—একমন হ'য়ে আছেন,
সেখানে এক জন দুর্য্যোধন কেন,
অনন্ত কোটি দুর্য্যোধনকে
অন্যায় কার্য্যের ফল ভোগ ক'ত্তে হ'বে।
আমি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রমুখাৎ শুনেছি
পাপমতি দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ কলি—
সাক্ষাৎ অধর্ম্ম;
আপনি সাক্ষাৎ সত্য ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।
লোকশিক্ষার নিমিত্ত
সেই অধর্ম্ম ও এই ধর্ম্মের সহিত
ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষণ হ'য়ে
শেষে ধর্ম্মেরই জয় হ'বে।
ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হ'বার নয়,
নৈলে দুর্য্যোধন
কেন এরূপ পাপময়ী লিপি লিখ্‌বে?

যুধি।—সঞ্জয়!
সুযোধন তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে,
তুমি এক্ষণে তা'র নিকট প্রত্যাবৃত্ত হও।
পিতামহ ভীষ্ম,
পূজ্যপাদ দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য,
জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র,
খুল্লতাত ধর্ম্মাত্মা বিদুর,
দেবী গান্ধারী এবং আমাদের সেই দীনহীনা
চিরদুঃখিনী জননী কুন্তীদেবী
প্রভৃতি গুরুজনকে
আমার প্রণাম ও কুশলবার্ত্তা
নিবেদন ক'রো;
সুযোধন ও দুঃশাসনাদি শত ভ্রাতাকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো;
ভানুমতী প্রভৃতি শত বধূমাতা
ও ভগিনী দুঃশলাকে
আমার স্নেহ জানিও;
অশ্বত্থামা, কর্ণ ও শকুনিকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো;

পুরোহিত, ঋত্বিক্, অপরাপর ব্রাহ্মণ,
সভাস্থ সভ্যগণ, রাজ্যের প্রজাগণ,
রাজকর্ম্মচারিগণ, দাস দাসী
ও দৌবারিকগণকে
আমার কুশল বিজ্ঞাপন ক'রো।
আর এক কথা—
আমি যে সকল ব্রাহ্মণ, অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ,
অঙ্গহীন, স্থবির, বামন ও অনাথগণের
বৃত্তি নির্দ্ধারিত ক'রেছিলেম,
যা'রা আমার আশ্রয়ে কালযাপন ক'ত্তো,
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা সুযোধন যেন
তা'দের সেই বৃত্তি লোপ না করেন।
আমার বিবেচনায়
ধর্ম্মশীল লোকের পক্ষে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য,
এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত লোপ হ'লেও
তত ক্ষতি হয় না,
যত ক্ষতি আশ্রিতের বৃত্তি লোপ হ'লে হয়।
যাও, সঞ্জয়!
আমার এই সকল বাক্য
হস্তিনার রাজসভায় প্রতিধ্বনিত কর।

সঞ্জয়।—(অভিবাদন করিয়া)—
যথা আজ্ঞা, ধর্ম্মরাজ!

ভীম।—সঞ্জয়! সঞ্জয়!
ধর্ম্মরাজ তো অনেক কথা ব'লতে ব'ল্লেন,
আমি অত কথা জানি না,
কেবল একটা মাত্র বলি—
তুমি সেই পিশাচ দুর্য্যোধনকে
আমার হ'য়ে ব'ল যে
'তোমার পরম শত্রু ভীমসেন
তোমাকে তা'র লৌহময়ী মহাগদার
একখানি চিত্র উপহার দিতে চায়,
মহাবীর দুর্য্যোধন!
তুমি তা' গ্রহণ ক'র্‌বে কি?'

সঞ্জয়।—বীরের উপযুক্ত বাক্য।
আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[প্রস্থান।

যুধি।—ভীম! অর্জ্জুন!
তোমরা এক্ষণে নকুল ও সহদেবকে নিয়ে
আমাদের পক্ষাবলম্বী রাজগণকে পত্র লেখো,
তাঁ'রা যেন অনুগ্রহ ক'রে স্ব স্ব সৈন্য নিয়ে
এখানে শীঘ্র উপস্থিত হ'ন।
এতক্ষণে আমি বিশেষরূপে বুঝ্‌লেম—
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ অনিবার্য্য।

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
রাজগণকে এনে কষ্ট দেবার প্রয়োজন কি?
আমাকে আদেশ করুন,
আমিই একাকী শত্রুকুল নির্ম্মূল করি।

যুধি।—ভাই! যে সকল রাজা
আমাদের সাহায্য ক'র্‌বার জন্য ইচ্ছুক,
তাঁ'দের না আন্‌লে,
তাঁ'রা অপমান বোধ ক'র্‌বেন।
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের
মর্ম্ম তো তোমার জানাই আছে।

ভীম।—তবে
আমরা পত্র ও দূত প্রেরণের উদ্যোগ করি।

[ভীম ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

যুধি।—আহা,
ভাই সুযোধন!
কেন তুমি এখনো ধর্ম্মাবলম্বন ক'র্‌লে না?
ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই যেন
তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ হয়।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

ভৃত্য।—দ্বারকাপতি পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ
নগরতোরণে উপস্থিত।

যুধি।—হরি এসেছেন?
চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপপ্লব্যনগর—নগর-তোরণ।

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি।

সাত্যকি।—দয়াময়!
প্রখর রৌদ্রের তাপ,
কেন আর দাঁড়া'য়ে হেথায়?
চল ত্বরা ধর্ম্মরাজ-পাশে।

কৃষ্ণ।—না, সাত্যকি! যা'ব না এখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর।
শুনিয়াছি,
সঞ্জয় গিয়াছে রাজ-পাশে।
কৌরবের দূত সে সঞ্জয়,
দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে হেথা।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-পাশে
যদ্যপি সে নিরখে আমারে,
হয় তো সমস্ত কথা না ক'বে প্রকাশি'।

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির।—কই কৃষ্ণ?—
কই কই পাণ্ডবের নাথ?

কৃষ্ণ।—সাত্যকি! সাত্যকি!
ওই যে আসেন ধর্ম্মরাজ।
অস্থির কি হেতু হেরি অত?
সঞ্জয় কি দেছে কুসংবাদ?
চল চল, জিজ্ঞাসি রাজারে।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—ভাই! ভাই!
কখন্ এসেছ তুমি?
রথ কই?

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—
রথ হ'তে শ্রেষ্ঠ মোর মনোরথ,
বাঁধা তাহা তোমার নিকটে।
মনোরথ নাহি যা'র,
রথ তা'র কোথা আর?

যুধি।—(সহাস্যে)—কেন চিন্তা চিন্তামণি?
মনোরথ বাঁধা দিয়ে
পাণ্ডবের শিরোরথ কিনেছ তো, ভাই!
কমলচরণ দু'টি
রাখ মোর শিরোরথ'পরি!
কৃষ্ণ! বুঝিয়াছি আমি,
অর্জ্জুনের রথে তুমি হইবে সারথি,
করিয়াছ পণ—না হইবে রথী।
আজ হ'তে প্রমাণ কি তা'র, দয়াময়?

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ!
সত্যই কি হ'তে হ'বে আমারে সারথি?
কৌরব পাণ্ডবে
সত্যই কি ঘটিবেক দারুণ সংগ্রাম?
সত্যই কি
সন্ধি মানিয়াছে পরাজয়?
সত্যই কি দুর্য্যোধন
অর্দ্ধ রাজ্য না দিবে তোমারে?

যুধি।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছে সুযোধন
বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী,
অর্দ্ধ রাজ্য বহু দূর।

কৃষ্ণ।—সঞ্জয় না এসেছিল?

যুধি।—এসেছিল।
হের এই শেষ পত্র,
এই পত্র যুদ্ধের ঘোষণা।

(কৃষ্ণকে পত্রপ্রদান)

কৃষ্ণ।—(পত্র পাঠ করিয়া)—
বড়ই অধর্ম্মী দুর্য্যোধন;
ন্যায়ের পরম শত্রু,
লোভের পিশাচ অবতার,
দুর্ব্বুদ্ধির সাক্ষাৎ নরক,
মনুষ্য-বংশের কলঙ্কস্বরূপ।
জ্ঞাতিবৈর তা'র প্রাণ,
স্বার্থপরতা তা'র আত্মা,
পাপাচরণ তা'র মন,
হিংসা তা'র বুদ্ধি,
নীচতা তা'র হৃদয়।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন নরকের কীট।
যা'ই হোক্‌,
তথাপি
আমি এক বার তা'র নিকট গমন করি।
ন্যায়সঙ্গত সন্ধির কথা
বিশেষরূপে বুঝিয়ে বলি।

যুধি।—না, কৃষ্ণ!
সেখানে তোমার গিয়ে কাজ নি।
সুযোধন যদি তোমার অপমান করে,
তা' আমার প্রাণে কখনই সহ্য হ'বে না।
আমি ধর্ম্মকে
যার-পর-নাই ভয় করি—ভক্তি করি,
কিন্তু, যে তোমার অপমান করে,
আমি তা'কে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য
অনন্ত কোটি অধর্ম্মের কার্য্যও
ক'র্ত্তে প্রস্তুত।
ভাই, তাই বলি,
পাছে সুযোধন প্রভৃতির হস্তে
তোমার অপমান হয়,
তা' হ'লে আমি
সেই অপমানের প্রতীকার জন্য
সরল উপায়ে বিফলমনোরথ হ'লে
নিশ্চয়ই ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে
অধর্ম্মকে আলিঙ্গন ক'র্‌বো।
কৃষ্ণ!
তখন কি তুমি
আর আমাকে ধর্ম্মরাজ ব'লবে?

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ! কি জন্য চিন্তিত হ'চ্চেন?
আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবলে
জগতের কোন শত্রুকেই গ্রাহ্য করি না।
দুর্য্যোধন তো কোন্‌ সামান্য কীট,
আপনার বিপক্ষে যদি
আমার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডও উত্থিত হয়,
আমি
সুদর্শনচক্রে তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ ক'র্‌বো।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যুধি।—ভাই! আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে।

কৃষ্ণ।—কেন, মহারাজ?

যুধি।—সুযোধন যে আত্মাভিমানেই অন্ধ,
সে যে মানীর মানী শ্রীকৃষ্ণের মান
দেখ্‌তে পায় না।

কৃষ্ণ।—আপনার কৃষ্ণের
মান ও অপমান দুইই সমান।

যুধি।—হরি!
আর আমি তোমাকে নিষেধ ক'র্‌বো না।
আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও লোক জন
তোমার সঙ্গে পাঠা'তে চাই।
সাত্যকি! তুমিও কৃষ্ণের সঙ্গে
হস্তিনাপুরে গমন কর।
কি জানি,
পাণ্ডবপ্রাণ যদুপতি কৃষ্ণ যদি
কৌরবগণের দুর্ব্বচনে রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন,
তা' হ'লে কৌরবগণ
এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।
তুমি রুষ্ট কৃষ্ণকে তুষ্ট ক'রো।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—না, মহারাজ!
আমি অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বো না।

যুধি।—তোমার ইচ্ছাই যে অনন্ত কোটি অস্ত্র।
(সবিনয়ে)—কৃষ্ণ!
সুযোধনকে বিনাশ ক'রো না।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—আহা, কি মধুর স্নেহ!
ধর্ম্ম ও স্নেহ একাধারে,
এমন তো কোথাও দেখি নি।
নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন!
এমন স্নেহের মূর্ত্তিকেও
তুই অবহেলা ক'ল্লি!
নিজের মৃত্যুদ্বার নিজেই উদ্‌ঘাটন ক'ল্লি!

যুধি।—কই, ভাই! কিছু ব'ল্লে না যে?

কৃষ্ণ।—না, মহারাজ!
আমি দুর্য্যোধনকে বিনাশ ক'র্‌বো না,
মধ্যম দাদা ভীমসেন তা' জানেন।

যুধি।—একবার ভীমের সঙ্গে—অর্জ্জুনের সঙ্গে

সাক্ষাৎ ক'র্‌বে চল।
তা'র পর বিশ্রামাদি ক'রে
হস্তিনায় গমন ক'রো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বকস্থল—গ্রাম্য রাজপথ।

এক জন কৃষক ও তাহার পুত্রের প্রবেশ।

পুত্র।—বাবা!
আমার বড্ড খিদে পেয়েচে;
এক পয়সার মুড়ি মুড়কি কিনে দে না?

কৃষক।—ধারে ধারে মাথা বিকিয়ে গেচে,
আর পয়সা পা'বো কোথা, বাবা?

পুত্র।—কিসের ধারে, বাবা?
নদীর ধারে?

কৃষক।—নদীর ধারে নয়, রে খেপা,
নদীর ধারে নয়,
রাজার চৌগুণ বেশী খাজনার ধারে
আর মহাজনের সুদী টাকার ধারে।

পুত্র।—কেন, বাবা?

কৃষক।—সে আর তুই কি বুঝবি বল্‌?
তুই যেমন একটা পয়সা না পেলে
আমাকে ছাড়িস্‌ নি,
কাছে না থাক্‌লে ধার ক'রেও দিতে হয়,
তেমনি আমার ক্ষেতে ফসল হোক্‌
আর না হোক্‌, খেতে পাই আর না পাই,
রাজাকে চৌগুণ খাজনা যোগা'তে হয়।
না দিলে নিস্তার নেই,
কাজেই মহাজনের কাছে ধার ক'ত্তে হয়।

পুত্র।—কে রাজা, বাবা?

কৃষক।—দুজ্জুধোন।

পুত্র।—(সভয়ে)—অ্যাঁ! যুযু—যুযু!
তুই আমাকে ভয় দেখা'তে
যে যুযুকে ডাকিস্‌, সেই যুযু?

কৃষক।—এ আবার তোর বাবার যুযু!

কৃষ্ণ, সাত্যকি ও বৃকস্থলবাসী স্ত্রী ও পুরুষ প্রজাগণের প্রবেশ।

ঠাকুর! পেন্নাম হই।
(পুত্রের প্রতি)—ও বাবা!
ঠাকুরকে দণ্ডবৎ কর্‌।

(কৃষ্ণকে পিতাপুত্রের প্রণাম)

কৃষ্ণ।—আশীর্ব্বাদ করি,
সকলে ধর্ম্মরাজ্যে বাস ক'রে ধর্ম্ম-সেবা কর।

কৃষক।—ঠাকুর!
যে রাজ্যের রাজা সাক্ষাৎ অধম্ম,
সে রাজ্যে বাস ক'রে ধম্মসেবা—

কৃষ্ণ।—আর ভয় নাই,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত
দুর্য্যোধনের দ্যূতপণ হ'তে মুক্ত হ'য়েছেন;
শীঘ্র তোমরা তাঁ'র রাজ্যে বাস ক'র্‌বে।

কৃষক।—শুনৃচি,
রাজা দুজ্জুধোন নাকি ধম্মরাজকে
রাজ্যের হিঁস্‌সে দেবে না?

সাত্যকি।—পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ থাক্তে
কা'র সাধ্য
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ভোগ করে?

কৃষক।—তা' ঠিক্‌, তা' ঠিক্‌,
আমাদের হাতে কাস্তে থাক্‌লে,
আমরা যেমন ধান ঝাড়কে ডরাই নি,
তেম্নি ধম্মরাজের কাছে এই ঠাকুরটি থাক্‌লে
তেনার আর কিসের ভয়?—কিসের ডর?

সাত্যকি।—বল সকলে,—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

প্রজাগণ।—(সমস্বরে)—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

কৃষ্ণ।—আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্ম
এক্ষণে কুরুসভায় গমন ক'চ্চি।

যা'তে আমি কৃতকার্য্য হ'তে পারি,
প্রজাগণ!
তোমরা সেইরূপে শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর।

পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাগণ।—(গীত)

জয় জয় জগবন্ধু জীব-জীবন।
জগন্নাথ জগত্তাত জগজ্জ্বালানাশন॥
যোগেশ্বর যতি, জ্যোতির জ্যোতি,
জলদ-বরণ;
বিজলি-ঝল-বসন, কাজল-ঝল-লোচন,
উজল-ভূষণ;—
যমজয়ী জনার্দ্দন জিষ্ণু স্বজন-কারণ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনানগরী—রাজপথ।

ভীষ্ম ও শকুনির প্রবেশ।

ভীষ্ম।—কেন আজ হেন আয়োজন?
চারি ধারে কেন বাদ্য বাজে?
মনোহর সাজে কেন সজ্জিত নগরী?
গৃহে গৃহে কেন আজ ফুলমালা দোলে?
কেন বা প্রাসাদ-চূড়ে উড়ি'ছে পতাকা?
রাজগৃহ কেন আজ
ধরিয়াছে হেন নব শোভা?
শকুনি।—শান্তনুনন্দন!
শোন নি কি কেন হেন আয়োজন?
ভীষ্ম।—কিরূপে শুনিব বল,
যেই দিন মূঢ় দুর্য্যোধন
রূঢ় পত্র লিখিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠিরে,
সেই দিন হ'তে
নাহি যাই রাজগৃহে,
নাহি রাখি কিছুই সংবাদ।
শকুনি।—(স্বগত)—তা' তুমি রাখবে[illegible]?
তুমি যে দুর্য্যোধনের বুড়ো যম!
ভীষ্ম।—ব্যাপার কি বল তো, সৌবল?
শকুনি।—অদ্য এখানে শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন,
তাই তাঁ'র আদর অভ্যর্থনার জন্য
এরূপ আয়োজন।
ভীষ্ম।—কি বলিলে, কৃষ্ণের আদর?
কোন্ কালে মূর্খ কৌরবেরা
করিয়াছে কৃষ্ণের আদর?
কোন্ কালে বুঝিয়াছে কৃষ্ণের মহিমা?
অহো, বুঝিয়াছি আমি,—
করিয়াছ সবে মিলি'
শ্রীকৃষ্ণের কপট-আদর-আয়োজন।
শকুনি!
জানি আমি তোমারে বিশেষ,
নরকের কপটতা হৃদয়ে তোমার।
প্রতি কার্য্যে, ওহে কপটের চূড়ামণি!
কপটতা-পাপ-জাল করহ বিস্তার।
তোমারই কপট-বুদ্ধিতে
কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে,
শ্মশান হইবে এই হস্তিনানগরী।
ধিক্, রাজা ধৃতরাষ্ট্রে!
ধিক্ দুর্য্যোধনে!—ধিক্ দুঃশাসনে!
ধিক্ সেই নীচ কর্ণে!
ধিক্ তোমা' হেন শকুনিরে!
শকুনি।—কি বিপদ,
না বুঝে বৃথা কেন রাগ ক'[illegible]?
ভীষ্ম।—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ-প্রসাদে
বুঝিতে কি বাকি আছে মোর?
তোমাদের বাহ্য ক্রিয়া হেরি'
অন্তরের সর্ব্ব কার্য্য বুঝি অনায়াসে।
শকুনি!
পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই
অবশেষে পঞ্চ গ্রাম চেয়েছিল শুধু,
দুর্য্যোধন তা'ও দেয় নাই।
কিন্তু আজ শত গ্রাম বিক্রয় করিলে
যত মূল্য হয়,
তা'র চেয়ে বেশী অর্থব্যয়ে

কৃষ্ণের আদর-আয়োজন!
পাঁচখানি গ্রাম দিতে
প্রাণে যা'র নিদারুণ ব্যথা,
সে যে আজ অনায়াসে
শত-গ্রাম-উপস্বত্ব কৈল বিসর্জ্জন,
গূঢ় অর্থ এর বুঝিতে কি বাকি আছে মোর?
ধূর্ত্তচূড়ামণি! জানিলাম আমি
পাণ্ডবের প্রাণরূপ কৃষ্ণেরে ভুলা'তে
করিয়াছ কপটায়োজন!
কিন্তু মনে যেন রয়,—
হরি কভু ভুলিবার নয়।
মনে যেন রয়,—
সরলের কাছে কৃষ্ণ বড়ই সরল,
কপটের কাছে কৃষ্ণ বড়ই কপট।

শকুনি।—আপনার বিপরীত বুদ্ধি।

ভীষ্ম।—ধিক্ থাক্ তব পাপ প্রাণে!
পাণ্ডবের দয়াল হরিরে
ভুলাইয়া ধন রত্ন-প্রলোভনে
হস্তগত করিবারে যে পাপীরা চায়,
সকলি হারায় তা'রা।
যাঁ'র ধন-রত্নে ধনী জগতের জীব,
তাঁ'রে কে ভুলা'তে পারে ধন-রত্ন-লোভে?
যদি চাও ভুলা'তে হরিরে,
পাণ্ডবের মত তবে প্রেমভক্তিধন
উপহার দাও তাঁ'র শ্রীপদপঙ্কজে।
অগ্রে ভুল পাপ কপটতা,
পরে তবে ভুলাও হরিরে
দেবতা-দুর্লভ ধন প্রেমভক্তিদানে।

শকুনি।—আমাদের ভক্তি নাই
কিরূপে বুঝ্‌লেন?

ভীষ্ম।—ভক্তি নাই বলি নাই আমি;
কপটতা কৌরব-কুলের দেবী,
তা'রি প্রতি ভক্তি তোমাদের।
কিন্তু, হরিভক্তি কি যে মহাধন,
পাপিষ্ঠ তোমরা তাহা কিরূপে বুঝিবে?
তা'ই যদি বুঝিতে, শকুনি!
তা' হ'লে কি কপট-পাশায়
পাঠাইতে ধর্ম্মরাজে নিবিড় কাননে?
নিশ্চয় জানিও,
যে কালে ক'রেছ তুমি ধর্ম্ম-অপমান,
সে কালে তোমার নরকেও নাহি স্থান।

শকুনি।—দূর হোক্,
এখান থেকে চ'লে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভীষ্ম।—দূর হও, নীচাশ পিশাচ!
(নেপথ্যের অন্য দিকে দেখিয়া)—
কে ও এসে ফিরে গেল?
ও—বিদুর।
পাপী শকুনিরে নিরখিয়া হেথা,
না আসিল বিদুর এ পথে।
যাই যাই, কহি গে বিদুরে
ভণ্ডদের এ ঘোর ভণ্ডতা।

[প্রস্থান।

শকুনির পুনঃপ্রবেশ।

শকুনি।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া)—কই? গেছে?
আঃ—আপদ গেছে।
ধ্যা! ভীষ্ম বুড়োটা কি?
পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রেই গোল্লায় গেলো।
এই বার ওর পক্ষ পাণ্ডবকেও
গোল্লায় দিচ্ছি—দাঁড়াও।
হুঁঃ, শকুনির কাছে আবার ভীষ্ম!

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—মাতুল! এখানে আপনি?

শকুনি।—দেখ, বাপু!
তোমার পিতামহ ভীষ্মের জ্বালায়
আমার তিষ্ঠুনো ভার।
কি ব'ল্‌বো,
ভীষ্ম যদি তোমার পিতামহ না হ'ত,
তবে ওকে
লোহার পিঁজরের পুরে রাখ্‌তেম।

দুর্য্যো।—কেন ক্রোধ তাঁ'র প্রতি এত?

শকুনি।—সে কথা ব'লবো এর পর।
তুমি এখন কত দূর কি ক'রে এলে?
সংবাদ পেয়েছো কৃষ্ণ কখন্ আস্‌বে?
দুর্য্যো।—কৃষ্ণ যে এসেছে,
তাই আপনাকে অন্বেষণ ক'চ্ছি।
শকুনি।—এসেছে?
চল চল, শীঘ্র চল।
কোন্ পথ দিয়ে এলো?
কর্ণ।—কৃষ্ণ এ দিকে আসে নি,
রাজসভাতেও যায় নি।
শকুনি।—তবে?
কর্ণ।—অদ্য অপরাহ্ণে ব'লে
বরাবর বিদুরের গৃহে গেলো;
কল্য প্রাতে রাজসভায় আস্‌বে।
শকুনি।—(বিরক্ত হইয়া)—
তোমরা তবে কি ক'চ্ছিলে?
বড় অন্যায় কাজটা হ'য়েচে;
এত স্থান থাক্তে বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ গেলো।
বিদুর যে কৌরব-কুলের ইঁদুর।
কর্ণ।—ইঁদুর?
শকুনি।—ইঁদুর নয়?
যখন পাণ্ডবেরা বারণাবতের জতুগৃহে ছিল,
যখন পুরোচন তাঁ'দের পুড়িয়ে মার্‌বার জন্য
সেই জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছিলো,
তখন কে কুটুর কুটুর ক'রে
তত বড় একটা সুড়ঙ্গ কেটে
কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবকে পার ক'রেছিলো?
কর্ণ।—বাস্তবিক বটে।
শকুনি।—এখন্ সেই ইঁদুরটোর কাছে
কৃষ্ণ গেলো।
দেখ, দুটোয় মিলে
এ বার আবার কি কাটে।
আমার বেশ্ বোধ হ'চ্ছে,
এত খরচ পত্র ক'রে
এত আয়োজন করা বৃথা হ'ল।
দুর্য্যো।—তবে কি হ'বে, মাতুল?
শকুনি।—আমার মাথা আর মুণ্ডু!
আমি খুব জানি,
যেখানে শকুনি নেই,
সেখানে সমস্ত পণ্ড।
আমি কাছে থাক্‌লে
কৃষ্ণ কি আর গোলোকধাঁধা থেকে
বেরিয়ে যেতে পার্‌তো?
কর্ণ।—তা'র জন্য আর চিন্তা কি?
কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলই বা?
যে অর্জ্জুনের ভরসায় কৃষ্ণ সাহস করে,
সেই অর্জ্জুনকেই আমি তৃণজ্ঞান করি।
শকুনি।—উঁহু, তা' নয়,
কৃষ্ণের ভরসাতেই অর্জ্জুনের সাহস।
কৃষ্ণকে
তোমাদের নিশ্চয় হস্তগত করা উচিত।
দুর্য্যো।—কাজ নাই কৃষ্ণে আর,
দশ কোটি নারায়ণী সেনা
পাইয়াছি তাহার নিকটে;
আপন সঙ্কটে কৃষ্ণ আপনি প'ড়েছে।
কোথা এক মাত্র কৃষ্ণ—
কোথা দশ কোটি মহাবীর।
সুবিজ্ঞ মাতুল!
ছেড়ে দাও কৃষ্ণ-লাভ-আশা।
শকুনি।—সে কি, বাপু!
শকুনি মামা জীবিত থাক্তে
তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হ'বে না?
অবশ্য হ'বে—নিশ্চয় হ'বে—নির্ঘাত হ'বে।
চল, তা'র উপায় ক'চ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হস্তিনানগরী - বিদুরের কুটীর।

(এক পার্শ্বে তুলসীমঞ্চে তুলসী বৃক্ষ)

কুন্তী তুলসী-পূজায় নিযুক্তা।

কুন্তী।—(পূজা শেষ করিয়া গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি-পুটে)—

"বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥"

(প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—পিসী মা!—পিসী মা!

(প্রণাম)

কুন্তী।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বাছা রে আমার।
অনাথিনী অভাগিনী দুঃখিনী কুন্তীরে
প'ড়েছে কি মনে তোর?
কৃষ্ণ রে!
আরো কত কাল ডুবে র'ব বিষাদ-সাগরে?
আহা, বীর পুত্র থাকিতেও
তবু আমি পুত্রহীনা!
ত্রয়োদশ বর্ষ গোঙাইনু,
তবু না পাইনু পুত্রগণে!
না পাইনু
ননীর পুতলী পুত্রবধূ দ্রৌপদীরে!
অকালে মরিল স্বামী
শিশু পঞ্চ পুত্রে রাখি'।
মাদ্রী গেল স্বামিসনে স্বর্গপুরে,
কিন্তু আমি অভাগিনী কাঁদি হাহাকারে!
কেঁদে কেঁদে গেল চিরদিন,
আরো যে কাঁদিব কত,
তুই তা' জানিস্, কৃষ্ণ!
বাছা রে!—বাপ্ রে আমার!—কৃষ্ণ রে!
ব'লে দে রে অভাগীরে
আঁখি-নীরে ভাসিব রে আরো কত দিন?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
মা গো! তুমি কেঁদ' না আর,
বিষাদ-সাগর শুকা'বে তোমার।
ও মা! ও তোর হারানিধি—
এ বার ও তোর হারানিধি
বিধি এনে দেবে,
মা মা বোলে ছেলে ডাকিবে—
তোরে মা মা বোলে ছেলে ডাকিবে;
প্রাণের ব্যথা মুছে যা'বে।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে!
আর বিধির নাম করিস্ নি;
নিষ্ঠুর দুর্য্যোধনের চেয়েও
বিধি আমাকে দুঃখ দিতে ভালবাসে।

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
না, মা! বিধি নিঠুর নয়,
দয়ার সাগর বিধির হৃদয়।
দয়ার লীলা দেখা'বে বোলে
ভক্তে ভাসায় বিধি নয়ন-জলে।
বিধি ভক্তে কাঁদা'য়ে আপনি কাঁদে,
অমনি জড়িয়ে পড়ে দয়ার ফাঁদে।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে।
সে কথা কি সত্য?

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমার কথা মিথ্যা নয়, মা।
আমি ভাল জানি, জননি গো,
যে কাঁদতে জানে না—
সে দয়াও জানে না।
দয়া তো, মা, আর কিছু নয়।
কোমল হৃদয় নয়ন-জলে
ভেসে এসে পরের চোক মুছে দেয়,
দয়া তা' বই আর কিছু নয়।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে!
আমার চক্ষের জল যে অনন্ত।

কৃষ্ণ।—বিধাতার দয়াও যে অনন্ত।
দেবি!
এত দিনের পর অনন্ত অশ্রুর সঙ্গে

অনন্ত দয়ার মিশ্রণ সমান হ'য়েছে।
এই বার এই অনন্ত মিশ্রণের সুফলস্বরূপ
অনন্ত আনন্দ লাভ হ'বে,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত
নিজ রাজ্য লাভ ক'রে
তোমা' হেন স্নেহময়ী জননীর
শ্রীচরণ পূজা ক'রবেন।

কুন্তী।—দুর্য্যোধন যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে,
সূচ্যগ্র মেদিনীও বিনা যুদ্ধে
আমার পুত্রগণকে দেবে না।

কৃষ্ণ।—এ কথা তোমাকে কে ব'লেছে?

কুন্তী।—বিদুর।

কৃষ্ণ।—পিসী মা!
ধর্ম্মাত্মা বিদুর কোথা?

কুন্তী।—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'ত্তে গিয়েছেন।

কৃষ্ণ।—(সবিস্ময়ে)—ভিক্ষা ক'ত্তে গিয়েছেন?
বিদুর ভিক্ষুক!
এ কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হ'লো।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে!
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি,
কর্ণ প্রভৃতির অন্যায় ব্যবহারে—
ঘোর অত্যাচারে বিদুর বড় বিরক্ত।
সেই জন্য তিনি তাঁ'দের অন্ন পাপ অন্ন ব'লে
আর গ্রহণ করেন না।
নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে
ধর্ম্মশীল লোকদের নিকট
প্রত্যহ ভিক্ষা ক'রে
যা' কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হ'ন,
তা'ই এনে আমাকে অর্দ্ধাংশ দেন,
আর নিজে অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করেন।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—ধন্য সেই মহাত্মা বিদুর!
তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
সুতরাং অধর্ম্মীদের অন্ন কেন গ্রহণ ক'রবেন?
আজ পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর মুখে
ধর্ম্মময় বিদুরের ভিক্ষার কথা শুনে
আমার বড় আনন্দ হ'ল।
আজ আমিও বিদুরের নিকট ভিক্ষা ক'রবো।
(প্রকাশ্যে)—পিসী মা!
তুমি বিদুরের নিকট যা' শুনেছ, তা' সত্য,
দুরাত্মা দুর্য্যোধন অতি মূর্খ, অতি স্বার্থপর,
তাই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে
রাজ্যাংশ দিতে চায় না।
যা'ই হোক,
অদ্য আমি শেষ সন্ধির জন্য
হস্তিনায় এসেছি;
যদি তা'তে কৃতকার্য্য হ'তে না পারি,
তবে তুমি নিশ্চয় জেনো—
দুর্য্যোধন জীবনের সহিত—দলবলের সহিত
সমস্ত রাজ্য হারা'বে;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একচ্ছত্র পৃথিবীশ্বর হ'বেন।

নেপথ্যে বিদুর।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কৃষ্ণ।—পিসী মা! ঐ মহাত্মা বিদুর আসচেন,
আমি এক বার একটু অন্তরালে যাই।

কুন্তী।—সে কি, বৎস?
বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবে না?
বিদুর যে
তোমায় দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা অস্থির।

কৃষ্ণ।—আমিও
বিদুরকে দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা অস্থির।

কুন্তী।—তবে আবার
অন্তরালে যেতে চাও কেন?

কৃষ্ণ।—পিসী মা!
সম্মুখে থেকে দেখ্‌বার চেয়ে
অন্তরাল থেকে—দূর থেকে দেখা বড় ভাল
সেরূপ দেখায় পূর্ণ দর্শন হয়।

কুন্তী।—কৃষ্ণ রে! সে তো তোর পক্ষে নয়,
সে যে তোর ভক্ত জীবগণের পক্ষে।
তোর ভক্ত জীবগণ
বহিশ্চক্ষে তোকে দেখ্‌তে পায় না—
দেখে অন্তশ্চক্ষে।
নিকটে দেখ্‌তে পায় না—দেখে অন্তরে।

কৃষ্ণ।—পিসী মা!
আমিও
আমার ভক্তগণকে সর্ব্বদা অন্তরে দেখি,
তাই এক বার অন্তরে যাই।

নেপথ্যে বিদুর।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কৃষ্ণ।—ঐ বিদুর এসে প'ড়লেন।
আমি অন্তরে যাই।

কুন্তী।—অন্তরে গেলে বিদুর বড় দুঃখ ক'রবেন।

কৃষ্ণ।—অন্তরে গেলে
বিদুর বরং বড় সুখী হ'বেন।
আমি চল্লেম, পিসী মা!
বিদুরকে আমার আগমন-বার্ত্তা বোলো না।
(কৃষ্ণের অন্তরালে গমন)

হরিগুণ গান করিতে করিতে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর।— (গীত)

ব্রজ-রাজ-কিশোর, রাধা-প্রেম-বিভোর,
শ্যাম নটবর, বনহারধারী।
জনগণ-রঞ্জন, ভবভয়ভঞ্জন,
বাঁশরী-গুঞ্জন, কুঞ্জবিহারী॥
জয় জয় জগজনপ্রাণ;
চঞ্চল কুন্তল, ঝলমল কুণ্ডল,
ভঙ্গিম বঙ্ক নয়ান;—
নীলাঞ্জন-তনু, কিঙ্কিণী রুণু রুণু,
কৃষ্ণ ভকত-হিতকারী॥

(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!
কৃষ্ণ এসে কোথায় গেলেন?

কুন্তী।—(স্বগত)—বিদুর কি ক'রে
এখানে কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জানতে পারেন?
আমি তো এঁকে সে কথা বলি নি,
অথচ—তাই তো—
যা হোক, জিজ্ঞাসা করি।
(প্রকাশে)—বিদুর!
কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ তোমায় কে ব'ল্লে?

বিদুর।—(ভূতলে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক কীর্ত্তনের সুরে)—
দেবি! ওই দেখ গো চেয়ে,
হরির রাঙা-চরণ-চিহ্ন ভুঁয়ে।
ওই চরণ-চিহ্নই ধ'রে দিয়েছে,
আমার প্রাণের প্রভু হেথা এয়েছে।

কুন্তী।—(সবিস্ময়ে, স্বগত)—ধন্য বিদুর!
তোমার ভক্তিরূপ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও ধন্য!
(প্রকাশে)—বিদুর!

বিদুর।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
(আজ) বড় ভাগ্য মোর, ধ'রেছি সে চোর,
যে চোর করিত নবনী চুরি,—
ব্রজপুরমাঝে যে চোর করিত নবনী চুরি,
নূপুর খুলে, রাখিত কক্ষে—
পাছে নূপুরের রব হয়,
সে রব শুনে পাছে যশোদা ধরে তা'য়।
নূপুর লুকা'য়ে, চুপি চুপি গিয়ে,
যে চোর করিত নবনী চুরি;
আজ সে সেয়ানা চোরে, ফেলেছি ফাঁফরে,
এবার আবার ধরি লুকাচুরি।
এই পদ-চিহ্ন দেখে, ধরিব তাহাকে,
ওই ওদিকে সে চোর লুকা'য়ে আছে;
এই পদ-চিহ্ন চিনে, এই দেখ ধরি,
হরি কি লুকা'বে আমার কাছে?
(পদচিহ্নানুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন)

বিদুরের সম্মুখে কৃষ্ণের সহসা আগমন।

কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ধরিতে হ'বে না, নিজে দিনু ধরা,
ধরাকে ধরিবে কেন?

বিদুর।—(সানন্দে কীর্ত্তনের সুরে)—
ধরা তো সামান্য, বাঁধিব তোমারে,
চোর-চূড়ামণি তুমি।
আজ ভকতি-ডোরে বাঁধিব তোমারে,
ছেড়ে দিব না— ছেড়ে দিব না,

চোরে না বাঁধিলে পরে
ঐ রাঙা চরণ আর পা'ব না।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
তোমার স্কন্ধে এ কি?
বিদুর।—ভিক্ষার ঝুলি।
কৃষ্ণ।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতার
স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি!
বিদুর।—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
এবং তাঁ'র পুত্রগণ কৃষ্ণবিদ্বেষী,
তাই আমি
তা'দের অন্ন আর স্পর্শও করি না।
হরি! তুমি সর্ব্ব জীবের অন্নদাতা,
কিন্তু যে কৃতঘ্ন
এ হেন অন্নদাতার নিন্দা করে,
তা'র অন্ন আমি তো আমি
শৃগাল কুকুরেও স্পর্শ করে না।
কৃষ্ণ।—বিদুর!
আজ আমার একটি ইচ্ছা হ'য়েছে—
বিদুর।—কি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়?
কৃষ্ণ।—তোমার নিকট আমার ভিক্ষা-প্রার্থনা।
বিদুর।—দীন হীন দরিদ্র ভিক্ষুক বিদুরের নিকট
অনন্ত কোটি জীবের ভিক্ষাদাতা
জগৎপিতা হরির ভিক্ষা-প্রার্থনা!
ঠাকুর! আজ এ কি রহস্য?
কৃষ্ণ।—রহস্য নয়, বিদুর!
বিদুর।—অবশ্য রহস্য।
প্রভো!
আমার মা জননী লক্ষ্মীর সঙ্গে কি
তোমার বিবাদ হ'য়েছে?
কৃষ্ণ।—এ কথা কেন ব'লছো, বিদুর?
বিদুর।—রহস্যের উত্তর রহস্যে।
যা'ই হোক্, হরি হে!
এত ধনকুবের রাজা মহারাজ থাকতে
বিদুর ভিখারী তোমায় কি ভিক্ষা দেবে?
কৃষ্ণ।—যা' তোমার আছে।
বিদুর।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি! তোমা বই আর কি আছে আমার,
ভিখারীর ধন হরি, হে তুমি!
তোমার ভিক্ষা তোমারেই দিব,
কিন্তু দিব না ও রাঙা পা দু'খানি॥
ওহে নিত্য সত্য সনাতন!
ও চরণ-স্বত্ব দিয়েছ মোরে;
আমি ঐ চরণ-রেণু-ধনে ধনী,
ঐ চরণ বিনে কিছু না জানি।
ওহে কাঙালের নাথ দয়াল হরি!
একবার দাসে দয়া কোরে—
ঐ চরণ রাখ মোর শির'পরি।
কৃষ্ণ।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
ধর্ম্ম তুমি, ওহে বিদুর!
তোমারি গুণে কৃষ্ণ আমি,
তোমারি গুণে আমি হে হরি।
যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ,
যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ধর্ম্ম,
তোমাতে আমাতে প্রভেদ কিবা?
এক কাল শুধু রজনী দিবা।
(কথায়)—বিদুর!
আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে,
আমায় কিঞ্চিৎ অন্ন-ভিক্ষা দাও।
বিদুর।—হে ধর্ম্মপ্রাণ হরি!
পূর্ব্বেই তো ব'লেছি, বিদুর বড় কাঙাল;
কাঙাল তোমায় কি ভিক্ষা দেবে?
অদ্য পুত্রগণের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
তোমার অভ্যর্থনার জন্য
রাজোচিত আয়োজন ক'রেছেন।
তুমি তেমন ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ ক'রে
এমন কাঙাল বিদুরের নিকট
অতি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা কেন প্রার্থনা ক'চ্চো?
কৃষ্ণ।—বিদুর! তুমি তো জান—
কৃষ্ণ
কখন বাহ্যভক্তি অর্থাৎ কপটতার বশ নয়;
হৃদয়ের ভক্তি—প্রাণের ভক্তি—সরল ভক্তিই

তোমার কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব।
রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন,
শকুনি প্রভৃতি কৌরবেরা
অতি জঘন্য স্বার্থসাধনের জন্য
আজ আমার প্রতি
কপট-ভক্তি দেখা'তে উদ্যত,
বিদুর!
আমি তেমন কপট-ভক্তির
ছায়া স্পর্শও করি না।
পবিত্র ভক্তির সহিত
যদি কেউ আমাকে
সর্ষপপ্রমাণ সামগ্রী দেয়,
তা' আমার পক্ষে অনন্ত কোটি মেরুতুল্য;
কিন্তু ভণ্ড কপটী নীচাশয় ও গর্ব্বিত হ'য়ে
যদি কেউ আমাকে
অনন্ত কোটি মেরুতুল্য
ধন রত্ন ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দেয়,
তা' আমি স্পর্শও করি না,
বরঞ্চ যার-পর-নাই বিরক্তই হই।
বিদুর! তোমাকে মনের কথা ব'ল্লেম।

বিদুর।—প্রভো! তা আমি জানি,
নৈলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা বনবাসী হ'য়েও
তোমার কৃপায়
ত্রিভুবনের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা
ভোগ ক'র্‌বে কেন?
আর ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনাদি
অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'য়েও
ত্রিভুবনের নিন্দা ভোগ ক'র্‌বে কেন?
অন্যের কথা দূরে থাক্,
তোমার এই দীন হীন বিদুর
ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রেও
অনন্ত কোটি স্বর্গানন্দাপেক্ষাও
পরম ব্রহ্মানন্দ ভোগ ক'র্‌বে কেন?
হরি!
যা'র প্রাণে
কণিকামাত্রও পবিত্র হরিভক্তি আছে,
সে তো দেবতা;
কিন্তু যা'র প্রাণে হরিভক্তি নাই,
সে তো ঘোর নারকী।

কৃষ্ণ।—বিদুর!
অতিথিসেবাও না হরিভক্তির একটি অঙ্গ?

বিদুর।—একটি প্রধান অঙ্গ।

কৃষ্ণ।—তবে অতিথিসেবা ক'চ্চো না কেন?

বিদুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!
কেউ অতিথি এসেছে কি?

কৃষ্ণ।—এই যে আমি।

বিদুর।—(সহাস্যে)—তুমি অতিথি!—হাঃ হাঃ
জগদীশ্বর হরি অতিথি!
যে হরির নিকট
ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ অতিথি,
সেই স্বয়ং হরি
আজ অতিথি বিদুরের কুটীরে অতিথি!
আমার বড় সৌভাগ্য,
আজ অতিথিসেবার পূর্ণ ফল লাভ ক'র্‌বো।
ঠাকুর!
আরও কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর,
আমি আর একবার ভিক্ষায় যাই।
হরিভক্তদের গৃহে গৃহে বলি—
স্বয়ং হরি আজ আমার কুটীরে অতিথি;
তা' হ'লে
ভাল ভাল ভোজ্য বস্তু ভিক্ষা পা'বো।

কৃষ্ণ।—বিদুর!
আর কষ্ট কোরে যেতে হ'বে না।
যা' ভিক্ষা ক'রে এনেছ,
তা'রই কিছু আমাকে খেতে দাও।

বিদুর।—এ যে সামান্য দ্রব্য, প্রভু!

কৃষ্ণ।—কি?

বিদুর।—খুদ।

কৃষ্ণ।—বিদুরের খুদই কৃষ্ণ ভালবাসে।
ভক্তের খুদই কৃষ্ণের পরম উপাদেয়।

বিদুর।—(কুন্তীর প্রতি)—দেবি!
তুমি এক বার

শীঘ্র গিয়ে হরিভক্তদের সংবাদ দাও।

[কুন্তীর প্রস্থান।

হরি! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর।

কৃষ্ণ।—আমি না হয় অপেক্ষা ক'চ্চি,
কিন্তু ক্ষুধা তো
আর আমার কথা শোনে না।
দাও না, বিদুর! খুদ।

বিদুর।—না, প্রভো! তা' দেবো না।

কৃষ্ণ।—তবে আর আমি কিছু খা'বো না।

বিদুর।—কাঙালের প্রতি রাগ কেন, প্রভো?

(কৃষ্ণের পদধারণ)

(ইত্যবসরে বিদুরের অজ্ঞাতসারে তৎস্কন্ধ-স্থিত ঝুলি হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের ভক্ষণ)

(জানিতে পারিয়া সহাস্যে, কীর্ত্তনের সুরে)—
ওহে, এ কি—এ কি কর, হরি!
এখনো তোমার
চুরি করা স্বভাব যায় নি কি হে?
ব্রজে ননী চুরি কোরে, ওহে চোরা!
চুরি করা সাধ মেটে নি বুঝি?
তাই কাঙালের ঘরে—হরি হে!—
কর চুরি হে?

ফল-মিষ্টান্ন লইয়া হরিভক্ত নরনারীগণের প্রবেশ।

নরনারীগণ।—
হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

বিদুর।—ভক্তগণ!
স্বয়ং হরি আজ তোমাদের অতিথি।

নরনারীগণ।—আজ
আমাদের হরিপূজার ফল লাভ হ'ল।

(কৃষ্ণকে সকলের প্রণাম ও ফল-মিষ্টান্ন-প্রদান)

বিদুর ও নরনারীগণ।—(গীত)

জয় জয় মধুসূদন, জনমোহন, বেণুবাদন।
ইন্দুবদন, কুন্দরদন, দনুজ-দলন-সাদন॥
কৃষ্ণ, নন্দ-নন্দন,
দেববৃন্দ-বন্দন,
সুন্দর দেহে চন্দন,
পীতধটে কটিবন্ধন,
হরে—হরে—হরে—হরে!
জয় জয় দীন-বন্ধু, দয়া-সিন্ধু, দুখ-অর্দ্দন।
জলদ-ভাতি, বিদ্যুত-দ্যুতি, দীন-দৈন্য-মর্দ্দন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—মন্ত্রণাগৃহ।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি উপবিষ্ট।

দূরে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান।

দুর্য্যো।—মাতুল!
প্রভাতে কৃষ্ণের এখানে আস্‌বার কথা,
কিন্তু কই, এখনও যে আস্‌চে না।

শকুনি।—আর এখন ভাব্‌লে কি হ'বে?
কাল যদি গোড়া বাঁধ্‌তে,
আজ কি আর ভগা হেলে?

দুঃশা।—যে দূত
বিদুরের গৃহে কৃষ্ণকে আন্‌তে গেছে,
সেও তো প্রত্যাগমন ক'চ্চে না।

শকুনি।—খালি হাতে তো তা'কে
ফির্‌তে বলা হয় নি,
কাজেই তা'রো দেখা নেই।

যা'ই হোক্,
আর একটু অপেক্ষা কর,
আমি স্বয়ং বিদুরের কুটীরে যা'বো।

দুর্য্যো।—সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে যে
কি পরামর্শ ক'রেছে,
তা ই ভাব্‌চি।

শকুনি।—বাপু! নিশ্চিন্ত হও—নিশ্চিন্ত হও।
তোমার মামা থাক্‌তে আবার ভাবনা?
কৃষ্ণ-বিদুরের সারা রাতের পরামর্শ তো তুচ্ছ,
যাবজ্জীবনের পরামর্শও
শকুনির এক মুহূর্ত্তের পরামর্শের কাছে
দাঁড়া'তে পারে না।
বুঝেই দেখ না কেন—
কৃষ্ণ কা'ল হাতছাড়া হ'বার পরে
তোমাকে কেমন পরামর্শ দিয়েছি।

কর্ণ।—পরামর্শ সময়োপযোগী হ'য়েছে বটে,
কিন্তু কৃষ্ণ এখানে না এলে—

শকুনি।—(বাধা দিয়া)—
আঃ, তা'র জন্য চিন্তা কি?
যদি সেই কূটবুদ্ধি কৃষ্ণ এখানে এসে
আমাদের মতে মত না দেয়—
পাণ্ডবদের ত্যাগ ক'রে
আমাদের পক্ষে না আসে,
তা' হ'লে তা'কে বন্ধন ক'রে
কারাগারে রাখ্‌বো—
এই তো আমার পরামর্শ?

কর্ণ।—গত কল্যের এই পরামর্শ ই বটে।

শকুনি।—আবার অন্যকার পরামর্শ শ্রবণ কর।

কর্ণ।—বলুন।

শকুনি।—যদি কৃষ্ণ আজ এখানে না আসে,
তবে এখনি আমি প্রহরিগণকে নিয়ে গিয়ে
বিদুরের গৃহেই সেটাকে বন্ধন ক'র্‌বো।
কিন্তু একটা কথা এই—

দুর্য্যো।—কি, বলুন?

শকুনি।—
তোমরা তিন জন আমার সঙ্গে থেকো।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত—যদুপতি কৃষ্ণ আস্‌চেন।

শকুনি।—তবে আর আমায় যেতে হোলো না।
ভালই হোলো।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

সকলে।—আসুন—আসুন।

(সকলের গাত্রোত্থান)

কৃষ্ণ।—আপনারা সকলে ভাল আছেন তো?

শকুনি—আপনি যা'দের সহায়,
তা'দের আবার মন্দ কি?
অনুগ্রহ ক'রে
এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।

কৃষ্ণ।—মহারাজ দুর্য্যোধন থাক্‌তে
আমার কি সিংহাসনে উপবেশন করা সাজে?

শকুনি।—আপনি আগে না দুর্য্যোধন আগে?
তা'তে আপনি আবার
মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট
আগমন ক'রেছেন।
যদুপতে!
কৃপা ক'রে সিংহাসনে বসুন।

কৃষ্ণ।—আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা
আমার উচিত।

শকুনি।—(স্বগত)—এর পর হয় তো
অবরোধ রক্ষা ক'ত্তেও বাধ্য হ'তে হ'বে।

(সিংহাসনে কৃষ্ণের উপবেশন)

কৃষ্ণ।—মহারাজ দুর্য্যোধন!
আপনি স্বজনগণের সহিত
আদর অভ্যর্থনায় আমাকে যেমন তুষ্ট কল্লেন,
সেইরূপ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা ক'ল্লে
আমি এ অপেক্ষা অধিকতর তুষ্ট হ'ব।

দুর্য্যো।—সাধ্যাতীত না হ'লে
অবশ্য তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বো।

শকুনি।—সাধ্যাতীত কেন,
ইচ্ছাতীত না হওয়াও চাই।

যদুনাথ! আপনি তো জানেন যে
সাধ্য আর ইচ্ছা একত্র না হ'লে
অনুরোধ-রক্ষার স্থলে প্রায়ই বিরোধ ঘটে।

কৃষ্ণ।—আমি যে জন্য অনুরোধ ক'র্‌বো,
তা' আপনাদের
সাধ্যাতীত বা ইচ্ছাতীত নয়।
অতি সামান্য বিষয়ের প্রার্থনা।

শকুনি।—আপনার নিজের জন্য?

কৃষ্ণ।—না।

শকুনি।—তবে কা'র জন্য?

কৃষ্ণ।—ন্যায়ের জন্য—ধর্ম্মের জন্য।

দুর্য্যো।—কা'র জন্য?
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য?

কৃষ্ণ।—এ আমার পক্ষে বড় আনন্দের বিষয় যে
মহারাজ দুর্য্যোধন
ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরকে
অভেদাত্মা ব'লে বুঝেছেন।
হাঁ, মহারাজ দুর্য্যোধন!
আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য
আপনার নিকট
যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।
আমি শুন্‌লেম, আপনি
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে
রাজ্যাংশ দিতে অনিচ্ছুক।
ভাল, তা'ই হোক,
রাজ্যাংশ বা ধনাংশ দিয়ে কাজ নাই,
কেবল তাঁ'দের পঞ্চ ভ্রাতার বসবাসজন্য
বৃকস্থল, বারণাবতাদি পাঁচখানি গ্রাম দিন্।
এ কথা তাঁ'রা
পূর্ব্বে আপনাকে বারংবার জানিয়েছেন;
কিন্তু আপনি কোনমতেই স্বীকৃত হন নি।
অবশেষে আমি আপনার নিকট এসে
কেবল সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা ক'চ্চি।
আশা করি,
আপনি আমার উপরোধ রক্ষা ক'র্‌বেন।

শকুনি।—কৃষ্ণ!
আমি পূর্ব্বে যা' বলেছি, তাই তো হ'ল।
এতো আপনার উপরোধ [illegible]—বিরোধ।

কৃষ্ণ।—আচ্ছা, আপনি একটু [illegible] হোন্;
মহারাজ দুর্য্যোধন কি ব[illegible] শুন্‌তে চাই।

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
দুর্য্যোধন কি বলিবে [illegible]?
কেন বৃথা পণ্ডশ্রম করি'
আইলে হস্তিনাপুরী?
যাহা কভু হইবার নয়,
তাহে কেন বৃথা আশা তব?

কৃষ্ণ।—মহারাজ!
ভাই ভাই বিরোধ কি ভাল?
ভাই সম বন্ধু কেবা আর?
বিপদ-সময়ে
ভাই বই কে হয় আপন?
শোনো নি কি, রাজা,
ত্রেতাযুগে লঙ্কার সমরে
শ্রীরামের তরে
রাবণের শক্তিশেল ধরিল লক্ষ্মণ
পাতিয়া কোমল বক্ষ?
আহা, মূর্চ্ছিত হইল তাহে বীর!
রাজা দুর্য্যোধন!
এ তো তত দূর নয়,
সামান্য পাঁচটি গ্রাম।

দুর্য্যো।—কৃষ্ণ!
লক্ষ্মণের বক্ষ হ'তে
সূচাগ্র ভূমিও মোর প্রিয়।
প্রাণ যতক্ষণ,
ততক্ষণ না শুনিব কা'রো কথা।

কৃষ্ণ।—মহারাজ! শান্ত হও,
ধর্ম্মসীমা না কর লঙ্ঘন।

দুর্য্যো।—যুদ্ধ বিনা না দিব পাণ্ডবে ধূলিকণা।

কৃষ্ণ।—(সরোষে)—কি, নির্ব্বোধ!
ন্যায় সত্য ধর্ম্ম ছাড়ি'
অধর্ম্মের এত বাড়াবাড়ি!
শোনো, দুর্য্যোধন!

যদি নাহি, রাখ মোর কথা,
নিশ্চয় পাইবে প্রাণে নিদারুণ ব্যথা।
ধর্ম্মের জগতে অধর্ম্মের নাহি স্থান।

দুর্য্যো।—(সরোষে)—ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা আছে?
স্বার্থ ই সে ধর্ম্ম মোর কাছে।
শোনো, কৃষ্ণ!
সূর্য্য যদি পশ্চিমেতে ওঠে,
আকাশ যদ্যপি পড়ে ভূমে;
ধরা যদি জলে ভাসে,
সপ্ত সিন্ধু শুকায় যদ্যপি,
যোগ যদি ছাড়ে যোগীশ্বর শিব,
গায়ত্রী যদিও ভুলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর না হ'বে খণ্ডন।
তীক্ষ্ণ সূচী-মুখে উঠে যতটুকু মাটী,
বিনা যুদ্ধে না দিব পাণ্ডবে।
যাও তুমি, পাণ্ডবের দূত!
কহ গিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রতিজ্ঞা আমার।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্ম সাক্ষী,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এতক্ষণে হইলা নির্দ্দোষী।
আর না বলিব কিছু,
শেষ কথা এই—যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
(সরোষে প্রস্থানোদ্যোগ)

শকুনি।—দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!
ও কর্ণ! ও দুঃশাসন!
সেই যে কি- সেই যে কি—

দুর্য্যো।—ও!
বীরগণ! ধরহ কৃষ্ণেরে;
বাঁধ বাঁধ লোহার শৃঙ্খলে।

কৃষ্ণ।—(সরোষে অট্টহাস্যে)—
আরে আরে নীচগণ! বাঁধিবি আমারে!
সামান্য সূতায় বাঁধিবি পর্ব্বতকায়!
ধিক্ ধিক ষড়যন্ত্রী কাপুরুষগণ!
(পুনর্ব্বার গমনোদ্যোগ)

দুর্য্যো।—সাবধান—সাবধান,
অবরোধ কর দ্বার;
অবিলম্বে বাঁধ এই পাণ্ডবের চরে।

কৃষ্ণ।—(সরোষে) বাঁধ্ তবে দুরাত্মারা!
(সহসা মন্ত্রণাগৃহ ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তিধারণ)

শকুনি।—বাপ্!
(পতন ও মূর্চ্ছা)
(সকলের আত্মবিভ্রম ও মূর্চ্ছা)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজপথ।

জনৈকা দরিদ্রা বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃদ্ধা।—কেষ্ট এসেছে বলে
রাজবাড়ীতে কাল লোক
কাঙালী-বিদেয় হ'চ্চে
আমার বড় কপাল পোড়া,
একে বুড়ো, তা'য় খোঁড়া।
কত লোক এসে কত কাপড় চোপড় পেলে।
তা'দের পা আছে,—
কাজেই কাপড় চোপড়;
আমার পা নেই
কাজেই কপালে চাপড়।
(সখেদে স্বীয় ললাটে চপেটাঘাত)
পোড়া যম যেন আমার ভাসুর,
ছুঁতেই চায় না—তা আবার নেবে!
পোড়া যম! তুইও কি আমার মত বুড়ো,
হাড় চিবুতে পারিস্ নি?
খা এই ক'খানা হাড় খা।
(নেপথ্যে কোলাহল)
ঐ যে সব বিদেয় নিয়ে ছুটে আস্‌চে।
ও মা!
কেমন জরির জামা প'রেচে,
মাথায় পাগ্‌ড়ী এঁটেচে।
আমিও যাই- ছুটে যাই—
একখানা তসরও তো পা'বো।
(বেগে গমনোদ্যোগ)

সভয়ে কোলাহল করিতে করিতে
বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ।

১ম প্রহরী।—অ্যাঁ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
বৃদ্ধা।—ও বাবারা!
তোরা কি গেলি রে?
২য় প্রহরী।—এমন তো কখনও দেখি নি, ভাই!
বৃদ্ধা।—খুব দান দিচ্চে—না, বাবা?
১ম প্রহরী।—কোন দরজা দিয়ে পালা'বো,
তা' খুঁজে পাই নি,
যেন গোলোকধাঁধা।
বৃদ্ধা।—সিংদরজার বিদেয় হ'চ্চে?
১ম প্রহরী।—আরে দূর্ বুড়ি! পালা পালা!
ম'র্‌বি এখনি চাপনের চোটে টিপে!
বৃদ্ধা।—কি ব'ল্‌চো, বাবারা!
খালি চাপকান টুপী?
মেয়ে কাঙালী বিদেয় নয়?
(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)
প্রহরিগণ।—ঐ রে!
পাহাড়ে মূর্ত্তি এই দিকে বুঝি আস্‌চে!
পালা—পালা—পালা!
(বেগে প্রহরিগণের পলায়ন ও তাহাদের
ধাক্কা লাগিয়া বৃদ্ধার ভূতলে পতন)
বৃদ্ধা।—(সকাতরে)—ও মা গো! ও বাবা রে!
হাড়ের খিলগুলো খুলে গেলো রে!
ওরে আঁটকুড়ীর ছা! মর্ মর্—গোল্লায় যা!

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(সভয়ে)—বাপ্!
একবারে আঙুল ফুলে কলা গাছ!
বৃদ্ধা।—হ্যাঁ, বাবা,
আমার বুড়ো আঙুলে বড্ড লেগেচে,
একবারে মুচ্‌ড়ে গিয়ে ভেঙে গেচে!
মা গো!—আমার কি হ'বে গো!
(রোদন)
(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)
শকুনি।—ঐ এলো বুঝি রে!
যে প্রকাণ্ড দেহ,
ঘাড়ে প'ড়্‌লে আটাপেশা হ'য়ে যা'বো।
বাপ্!—বাপ্!
(পলায়নোদ্যোগ)
বৃদ্ধা।—(বাধা দিয়া)—ও বাবা!
সবাইকে দিলে,
আমায় কিছু দিয়ে যাও।
শকুনি।—কা'কে কি দিলেম?
বৃদ্ধা।—হ্যাঁ বাবা! দিলে যে, বাবা!
শকুনি।—আরে মর্! কি ব'ক্‌চিস্ বুড়ি?
বৃদ্ধা।—বুড়ীকে দিলে পুণ্যি হ'বে, বাবা!
কিছু না দিলে ছেড়ে দেবো না, বাবা!
দাও, বাবা!—একখানি কাপড় দাও, বাবা!
শকুনি।—(বিরক্ত হইয়া)—আরে মর্ বেটি।
সর্—সর্—রাস্তা ছাড়্।
বৃদ্ধা।—অ্যাঁ—কস্তা পাড়?
আমি বিধবা যে, বাবা।
(গতিপথ অবরোধ)
শকুনি।—আঃ!
ও দিকে বিরাট্!
এ দিকে বিভ্রাট!
নেপথ্যে।—পালাও পালাও—সর্ব্বনাশ হ'ল!
শকুনি।—(সভয়ে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ!
সব চাপা প'ড়্‌লো নাকি!
সর্ মাগি! সর্ সর্।
[বেগে প্রস্থান।
বৃদ্ধা।—দোহাই, বাবা!
কিছু দিয়ে যাও, বাবা!
[শকুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কৃষ্ণ ও কর্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—বীরবর!
আমাকে তোমরা বিনা দোষে
বন্ধন ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছিলে।
তা' যা'ই হোক,

আমি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির
এরূপ কুব্যবহারে তত দুঃখিত হই নি,
কারণ তা'দের প্রকৃতি কুপথগামিনী।
কিন্তু তুমিও যে
সেই কুচরিত্র লোকদের সঙ্গে মিশে
অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হও,
এই আমার বড় দুঃখ।

কর্ণ।—কেন, কৃষ্ণ!
আমি কি এমন অন্যায় কাজ করি?

কৃষ্ণ।—দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি দুরাত্মারা
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা নহে,
কিন্তু তুমি যে তাঁ'র জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তবে বল দেখি,
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপক্ষে
তোমার দণ্ডায়মান হওয়া কি অন্যায় নয়?
তোমার জননী কুন্তীদেবী
তোমার এরূপ অন্যায় কার্য্য দেখে
দিবানিশি কত রোদন করেন,
তবু তুমি দুর্য্যোধনের পক্ষ!
বীরেন্দ্র! বল বল,
এই কি তোমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য?

কর্ণ।—যদুপতে!
জননী কুন্তীদেবী ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র
আমাকে নদীজলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।
অধিরথ সূত, আমাকে জল হ'তে
উত্তোলন ক'রে
তাঁ'র পত্নী রাধার নিকট অর্পণ করেন।
আমি তাঁ'দের স্নেহে প্রতিপালিত হ'য়েছি,
একণে তাঁ'রাই আমার পিতা মাতা।
তা'র পর আমি আজ ত্রয়োদশ বৎসর কাল
মহারাজ দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে
পরম সুখসম্পদে কাল যাপন ক'চ্চি।
রাজা দুর্য্যোধন
আমাকে অঙ্গরাজ্য দান ক'রেছেন।
তা' ছাড়া
আমি তাঁ'র সর্ব্বপ্রধান সখা ও মন্ত্রী।
কৃষ্ণ!
অসময়ে যিনি আমার একমাত্র অবলম্বন,
এখন আমি সেই হিতকারী দুর্য্যোধনকে
কোন্ ন্যায়যুক্তির বলে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি?

কৃষ্ণ—কর্ণ! আমার কথা শোনো।

কর্ণ।—(ভক্তির সহিত)—হরি! হরি!
এখন আমি আর তোমার নিকট
কপটভাবে কোন কথা ব'ল্‌বো না।
আমি জানি,
তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ঈশ্বর;
তুমি কপটীর কপটতা-কপাট উন্মোচন ক'রে
সর্ব্বদা তা'র হৃদয় দর্শন কর;
সুতরাং
একণে আমি সরল হৃদয়ে ব'ল্‌চি,—
যে দুর্য্যোধন
আমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে
অটল বিশ্বাসে নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত আছে,
আমি সেই দুর্য্যোধনকে কোন্ প্রাণে—
কোন্ ন্যায়-বিচারে—কোন্ ধর্ম্ম-মতে
এই গুরুতর বিপদের সময় ত্যাগ ক'র্‌বো?
বল কৃষ্ণ! বল—
তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—সাক্ষাৎ সত্য—
সাক্ষাৎ ন্যায়,
তবে বল, পরমেশ্বর!
দুর্য্যোধনকে ত্যাগ কর্'লে
আমার বাস্তবিক অধর্ম্ম হ'বে না—
কৃতঘ্নদের শাস্তিভোগের জন্য
তুমি যে ভয়ঙ্কর নরক সৃষ্টি ক'রেছ,
সেই নরক-যন্ত্রণা
আমার ভোগ ক'র্ত্তে হ'বে না?

কৃষ্ণ—(নীরব)

কর্ণ।—(করযোড়ে)—কই, প্রভু! উত্তর দাও।

কৃষ্ণ।—কর্ণ!
এতক্ষণে তোমার চিত্তপরীক্ষা শেষ হ'ল।
তুমি এত দিন ত্রিজগতে
'দাতাকর্ণ' ব'লে বিখ্যাত ছিলে,

আজ হ'তে তোমার
আর একটি নাম হ'ল—'কৃতজ্ঞ কর্ণ'।
হে ধর্ম্মশীল!
তুমি যথার্থ ন্যায়বাদী,
তুমি সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনজন্য
আজ যেরূপ হৃদগত ভাব প্রকাশ ক'র্লে,
এ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ
ধর্ম্মপ্রাণ কর্ণের উপযুক্ত বটে।
আর আমি তোমাকে বাধা দেবো না,
স্বচ্ছন্দে দুর্য্যোধনের নিকট গমন কর।

কর্ণ।—নারায়ণ!
তোমায়
আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হ'বে।
আমার স্নেহময় ভ্রাতা যুধিষ্ঠির,
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকট
এবং ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীর নিকট—
আমি যে কুন্তীদেবীর পুত্র,
এ কথা বোলো না।

কৃষ্ণ।—যদি বলি।

কর্ণ।—তবে তোমার কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না।
তা' নাই হোক্; তা'তে আমার ক্ষতি নাই;
কিন্তু আমি যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধসময়ে
অর্জ্জুনের রথে তোমার চরণ দর্শন ক'রে
প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে পা'বো না,
তা' হ'তে আমার ক্ষতি ও দুঃখ কি?
হরি হে!
আমার সাধের আশা ভঙ্গ ক'রো না—
আমার মুক্তির পথ রুদ্ধ ক'রো না।

কৃষ্ণ।—কর্ণ! ধন্য তুমি—ধন্য তুমি!
তুমি একাধারে ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর।
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

কর্ণ।—হরি!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

কৃষ্ণ। বীরকীর্ত্তি লভ, বীরবর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—গঙ্গাতট।

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতা।

সকলে।— (গীত)

মানুষ তো আর কিছুই নয়, জলের তিলক বালির বুকে
এই আছে, এই নেই কো আবার, শুকিয়ে যায় এক পলকে
মানুষ তো ছায়ার কায়া,
মানুষ-প্রাণ ছায়ার মায়া,
ছায়ার মায়ায় মেশামিশি মায়া-ভরা ছায়ার ফাঁকে॥

(গঙ্গাগর্ভে সকলের মগ্ন হও[য়া]

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যস্তব)—
জয় জগলোচন, জয় ভয়মোচন,
জয় করলাঞ্ছন ভাস্কর হে!।
জয় গ্রহকুলপতি, জয় অগতির গতি,
তব পদে করে নতি কিঙ্কর হে॥

(প্রণা[ম]

(উদ্বিগ্নচিত্তে)—এ কি! এ কি!
কি হেতু সহসা আজ
আকুল হইল মোর প্রাণ!
প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আসি
প্রতিদিন গঙ্গাতটে
সূর্য্যদেবে স্তুতি নতি করি।
কিন্তু হেন ভাবান্তর হয় নি তো কভু।
কে যেন বলি'ছে মোরে—
'কর্ণ! কর্ণ! ছাড় দুর্য্যোধনে,
যাও যাও যুধিষ্ঠির-পাশে,
যুধিষ্ঠির ভাই যে রে তোর।
আরে কর্ণ!
ভ্রাতৃহৃদয়ের স্নেহ
নাই কি কঠিন হৃদে তোর?'
(রোমাঞ্চিত হইয়া)—অহো!—ভ্রাতৃস্নেহ
আহা কি মধুর কথা!

নিষ্ঠুর কর্ণের কর্ণে
কে দিল এ সুধা ঢালি' আজ?
এ পাষাণ-কঠিন হৃদয়
কে কোমল করিল আমার?
ছি ছি, মহাপাপী ভ্রাতৃশত্রু আমি,
আর না—আর না—
এখনি যাইব সেথা
যেথা মোর ভাই পঞ্চ জন।
পঞ্চ সংখ্যা ষষ্ঠ হ'বে আজ;
কিবা কাজ আর দুর্য্যোধনে?
রাজা দুর্য্যোধন!
তুমি মোর মিত্র হিতকারী,
তব শত্রু না হইব আমি;
যা'র অন্নে ধরি এ জীবন,
তা'র সনে না করিব রণ।
মোর পঞ্চ ভাই তরে
পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা ল'ব তোমার নিকটে।
মহারাজ দুর্য্যোধন!
তুমি পূরা'বে না প্রার্থনা আমার?
যদি নিতান্তই
না দাও পাঁচটি গ্রাম,
তবে দিয়াছ যে অঙ্গদেশ মোরে,
তাই দিব ভাই পঞ্চ জনে।
যদি তা'ও দিতে নাহি দাও,
তবে ছয় ভাই হ'ব বনবাসী।
(অস্থির হইয়া)—যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!
ক্ষমা কর মোরে, ভাই!
ক্ষমাগুণে ধনী তুমি।
আর আমি বিপক্ষ না হ'ব,
কটু না কহিব তোমা'সবে।
যুধিষ্ঠির!
তব পাশে এই যাই—এই যাই, ভাই!

(গমনোদ্যত)

দৈববাণী।—কর্ণ! কোথা যাও।
কর্ণ।—(সবিস্ময়ে)—
এ কি!—কে!—দৈববাণী?

কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তি।—(গঙ্গাগর্ভ হইতে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া, গীত)—

ছায়ার মায়ায় মেশামিশি মায়া ভরা ছায়ার ফাঁকে।
সেই ছায়ার ফাঁকে ছায়ার মানুষ ঘুরে বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে॥
ছায়া না মুছ্‌লে পরে,
মায়া না ঘুচলে পরে,
ছায়ার মানুষ পায় না কায়া, কালের ছায়ায় মিশিয়ে থাকে॥

কর্ণ।—(সবিস্ময়ে, স্বগত)—
অদ্ভুত সঙ্গীত!—নিগূঢ় তত্ত্ব!
কা'রা এরা?—দেবী বোধ হ'চ্চে না?
ভাল, জিজ্ঞাসা করি।
(প্রকাশে)—কা'রা আপনারা?

কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।—(গীত)

আমরা কা'রা কাজ কি জেনে? আগে জান আপনাকে।
আপন-জানা মানুষ যা'রা, তা'রাই জানে আমাদি'কে॥

কর্ণ।—তবে আমি কি আপনহারা?

কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।—(গীত)

আপনহারা নৈলে হেন,
আমাদিগে ভুলবে কেন?
ছায়ার ভিতর কায়া পেয়েও, মায়ায় কেন প'ড়বে ঝুঁকে?॥

(সকলের অন্তর্ধান)

কর্ণ।—(স্বগত) কি! কি! মায়া!—মায়া!
ও—বাস্তবিক,
আজ আমি মায়ার ছলনায় বিমোহিত!
এই-না আমি শ্রীকৃষ্ণকে ব'লেছিলেম—
যুধিষ্ঠিরকে আমার পরিচয় দিলে
তাঁ'র কৃষ্ণলীলা পূর্ণ হ'বে না?
তবে আবার কি জন্য
হরিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব ভুলে গিয়ে
কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্ত্তিকে
উপেক্ষা ক'চ্চি?
না, আর আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট যা'ব না।
প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিজ্ঞা;—
পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট
এবং অদ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।
প্রাণ সত্ত্বে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌বো না।

বেগে কুন্তীর প্রবেশ।

দেবি!
অধিরথ-সূত সুত আমি,
রাধা মোর মাতা,
কর্ণ মোর নাম।
প্রণিপাত করি গো তোমায়।
কি আশায় আসিলে হেথায়?
আজ্ঞা কর,
কি করিতে হ'বে মোরে?

কুন্তী।—বৎস রে!
অধিরথ পুত্র নহ তুমি,
রাধা নহে জননী তোমার।
আমিই জননী তোর।

কর্ণ।—নামে তুমি জননী আমার,
কিন্তু জননীর স্নেহ মায়া
নাহি তব কঠিন হৃদয়ে।

কুন্তী—কেন, বাছা! বল হেন নিদারুণ বাণী?

কর্ণ।—কি, মা!
আমি কহি নিদারুণ বাণী?
নিদারুণ নিজে তুমি,
তেঁই ভাব অন্যে নিদারুণ।
নিদারুণে!
আর কাজ নাই,
তব কোন কথা শুনিতে না চাই।

কুন্তী।—কর্ণ রে!
আমার কানীন পুত্র তুই।
পিতা কুন্তিভোজের ভবনে
কন্যা অবস্থায় ছিনু যবে,
সেই কালে তপস্বী দুর্ব্বাসা
তুষ্ট হ'য়ে ভকিতে আমার
কৃপা করি' দেবাহ্বান মন্ত্র দিলা মোরে।
বালিকা-স্বভাব হেতু আমি
সেই মন্ত্রে সূর্য্যদেবে করিনু আহ্বান।
কন্যকা-দশায়
সূর্য্য হ'তে মোর গর্ভে জনম তোমার,
তেঁই তুই মোর কানীন কুমার।
লোক-লজ্জা-ভয়ে
স্থালীমাঝে শুয়াইয়া তোরে
ভাসাইয়া দিয়াছিনু তটিনীর স্রোতে।
নিদারুণা হ'তেম যদ্যপি,
তা' হ'লে বিনাশ তোরে করিতাম আমি।
স্নেহ যদি নাহি মোর প্রাণে,
প্রাণ তোর কেন রেখেছিনু?
হরির কৃপায়
বাঁচিয়াছ, বাছাধন!
এ দগ্ধ হৃদয়ে
আর দুঃখ দিস্ নি রে শেলসম ভাষে।
এখু এবে যেই অভিলাষে,
পূর্ণ কর্, পুত্র রে আমার!
শুনিয়াছি লোক-মুখে
পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা তুই।
আজ কাঙালিনী জননীরে তোর—
দাতা কর্ণ! দাতা হ'রে!

কর্ণ।—(স্বগত)—অহো, হৃদয়ে বাজিল ব্যথা
ব্যথিতা মাতার ভাষে।
কি করি—কি বলি?
কিবা অভিলাষ করি' আসিলা জননী?
ন্যায়যুক্ত অভিলাষ হ'লে
অবশ্য পূরা'ব আমি।
(প্রকাশে)—বল, মা গো! কিবা মাগ তুমি!

কুন্তী।—জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ রে আমার!
মোর গর্ভে জন্মি' তুমি
ভুলিয়া আপন ভ্রাতৃগণে
কেন সেবা কর দুর্য্যোধনে?
হেন কার্য্য ভাল কি তোমার?
জ্ঞানী তুমি, জান তো সকলি,—
মাতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ
এ ধরায় স্বর্গের রতন;
তবে কেন নিজ জনে বাম?

পর জনে কেন কর সেবা ?
বাছা ! শুনিনু বিদুর-মুখে—
দুর্য্যোধন-পক্ষে থাকি' তুই
করিবি দারুণ যুদ্ধ,
বিনাশিবি ভাই পঞ্চ জনে।
কর্ণ রে !
কেন হেন নিদারুণ ইচ্ছা তোর ?
রাখ্ তোর মায়ের বচন,
শান্ত কর এ চঞ্চল মন,
ভ্রাতৃহিংসা ভুলে যা রে,
যুদ্ধ-আশা ছেড়ে দে রে।
র্ণ।—জননি !
এ যে তব ন্যায়হীন ভাষা ;
কিরূপে এ হেন আশা পুরা'ব তোমার ?
কণামাত্র হিত সাধে যেই,
বিপক্ষে তাহার উচিত না হয় সমুত্থান।
কিন্তু, রাজা দুর্য্যোধন
কত যে সাধিলা হিত মোর,
কত যে সাধেন হিত আজো,
সীমা নাহি তা'র ;
সমস্ত সংসার-মাঝে
একমাত্র মিত্র মোর রাজা দুর্য্যোধন।
মা গো ! প্রাণ যতক্ষণ
ততক্ষণ মিত্রদ্রোহী কর্ণ না হইবে।
ী।—(সরোদনে)—বাছা রে !
তবে কি নিশ্চয় তুই ভ্রাতৃঘাতী হ'বি !
পুত্র হ'য়ে মায়েরে কাঁদা'বি
ভ্রাতৃহত্যা করি' নিজ করে !
আহা, বড় অভাগিনী আমি,
তেঁই শুনি হেন বাণী
জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণের বদনে !
বিধাতা হে ! তব সৃষ্টিমাঝে
কা'রো যেন নারী-জন্ম আর নাহি হয় ;
যদি হয়,
কিন্তু, যেন নাহি হয় পুত্রবতী।
কর্ণ রে ! পুত্র রে !
কি কাজ এ ছার প্রাণে আর ?
ভ্রাতৃগণে বধিবার আগে
হত্যা কর্ এ দুঃখিনী মায়ে তোর।
তা'র পর যা' ইচ্ছা করিস্,
চক্ষে মোরে না হ'বে দেখিতে।
কর্ণ।—কেন বৃথা কাঁদ, মাতা ?
মিত্রদ্রোহী কভু না হইব।
মিত্রদ্রোহী জনসম পাপী নাহি আর.
মাতা হ'য়ে কোন্ প্রাণে
পুত্রে কহ হেন পাপে লিপ্ত হইবারে ?
কুন্তী।—হা পুত্র নিদয় !
নাই কি হৃদয় তোর !
জীবন্ত পাষাণ তুই !
ভাল, ভাল,
পাষাণেরি পরিচয় দে,
জননীর দেহ থেকে প্রাণ কেড়ে নে।
মাতৃপ্রাণ অগ্রে নিলে
ভ্রাতৃপ্রাণ বিনাশিতে
কষ্ট না পাইবি পরে ও কঠিন প্রাণে।
কর্ণ।—পাষাণ বলিয়া মোরে জেনেছ যে কালে,
সে কালে কি হেতু কাঁদ আর ?
পাষাণে কি কোমলতা আছে ?
তা' থাকিলে
মাতা হ'য়ে পুত্রে কেহ ফেলে কভু জলে ?
কুন্তী।—কেন, পুত্র ! পুন সেই নিদারুণ বাণী !
কর্ণ।—আজ পাষাণে পাষাণে দেখা,
পাষাণে পাষাণে
নিদারুণ ঘাত-প্রতিঘাত ;
আমি কি করিব, মাতা ?
পাষাণ কোমল হয় কভু ?
কোমল হইলে
পাষাণের পাষাণত্ব কোথা ?
(সদুঃখে)—ওগো পাষাণী জননি !
পাষাণ-হৃদয়া হ'য়ে
পাষাণ-হৃদয় কর্ণ পাশে
এসেছিস্ কোমলতা আশে ?

ফিরে যা – ফিরে যা নিজ বাসে,
এ পাষাণে কভু
অঙ্কুরিত না হইবে আশা-লতা তোর।
ফিরে যা, পাষাণি !

(গমনোদ্যোগ)

কুন্তী।—কোথা আর ফিরিবে পাষাণী !
গঙ্গাগর্ভে ডুবুক এ কঠিন পাষাণ।
ঘুচুক পাষাণী নাম।

(গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

কর্ণ।—(বাধা দিয়া)—মা ! মা ! শান্ত হও।

কুন্তী।—শান্তির কি আছে আর পথ ?

কর্ণ।—শোনো, মাতা !
অর্জ্জুন ব্যতীত আমি চারি পুত্রে তব
যুদ্ধে নাহি করিব সংহার।
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুনই আমার,
হয় আমি হত হ'ব অর্জ্জুনের করে,
নয় সে অর্জ্জুন
মরিবে আমার শরে দারুণ সমরে।
পঞ্চ-পুত্র-মাতা তুমি,
পঞ্চ পুত্র থাকিবে তোমার।
ছয় পুত্র তব ভাগ্যে লিখে নি বিধাতা।
তেঁই কহি, ছাড় মা মরণ-আশা,
শোনো মোর সত্য ভাষা,—
সাক্ষী দেবী ভাগীরথী—
পঞ্চ পুত্র অবশ্যই থাকিবে তোমার।
কোন কথা না কহিও আর,
যাও ফিরি' নিজ গৃহে।
(স্বগত)—মা !
শেষ প্রণিপাত করি পায়,
তোর সনে আর দেখা না হইবে মোর !
আহা, যাবজ্জীবন
মা থাকিতেও মাতৃহীন আমি;
মাতৃহীন অবস্থায়
ত্যজিব এ কায় রণাঙ্গনে।
(প্রকাশে)—মা আমার !
প্রণিপাত করি পায়।
দেখ', মা ! যা' বলিনু,
এ কথা না বলিও কাহারে।

[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম।—আচার্য্য !
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা ?
বৃদ্ধ আমি,
আমারে কি সাজে হেন নিদারুণ কাজ ?
মানবসমাজে কি বলিবে মোরে ?
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইনু কত,
বুঝাইনু দুষ্ট দুর্য্যোধনে,
প্রাণপণে হিত-যুক্তি দিনু কত,
কিন্তু ভস্মে ঘৃত সকলি হইল।
পঞ্চগ্রামও না দিল পাণ্ডবে।
অবশেষে দারুণ আহবে
আমারেই বলে সেনাপতি হ'তে।
ধিক্ মোরে !
ধিক্ অর্থে।
এ হেন দাসত্বে শত ধিক্ !

দ্রোণ।—গাঙ্গেয় !
তব সম আমিও অর্থের দাস,
ভুক্তভোগী উভয়ে বিশেষ;
কি বলি' যে বুঝা'ব তোমায়,
না দেখি উপায় তা'র।
বৃদ্ধ ! কি হ'বে ভাবিয়া আর ?
বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন ?
যা' হ'বার তাই হ'বে,
দারুণ আহবে দেহ ক্ষীণ,
পরিতাপে নাহি প্রয়োজন।
দুরন্ত পিশাচ দুর্য্যোধন
পা'বে সমুচিত প্রতিফল।

অন্ধ-বাক্যে আস্থা নাহি যা'র,
মঙ্গল কোথায় তা'র?
ধর্ম্মই পাপীরে শাস্তি দেয়,
তুমি আমি নিমিত্ত কেবল।
তুমিই তো রাজসভাতলে
গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছ বারংবার—
'যতঃ কৃষ্ণস্ততোধর্ম্মোযতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।'

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
আবার আইনু তব পাশে।
তুমি বই গতি নাহি আর,
করহ নিস্তার দুর্য্যোধনে।
কুরুক্ষেত্র-মাঝে বীরগণ সনে
পাঠাইনু একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
কিন্তু, সেনাপতি বিনা
পিপীলিকা শ্রেণী-সম ছিন্ন ভিন্ন সব।
পিতামহ!
অন্য মত না করিও আর,
সৈনাপত্য-ভার করহ গ্রহণ।
জানি আমি,
শুক্রাচার্য্যসম তুমি মম হিতকারী,
অন্যের অবধ্য তুমি,
ধর্ম্মে তব ভক্তি চিরদিন।
কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি
অগ্রবর্ত্তী হন যথা দেবতাগণের,
সেইরূপ তুমি আজ
অগ্রবর্ত্তী হও, বীর! আমা'সবাকার।

ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
না শুনিলে কথা মোর কভু,
কভু যে শুনিবে তুমি, তা'রো আশা নাই।
ডুবেছে আমার আশা,
ভাল, তব আশা করিব পূরণ,
সৈনাপত্য করিব গ্রহণ।
কিন্তু, গুটিকত কথা এবে বলিব তোমায়।—
মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতীত
প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাহি জগতে আমার।
তথাপি প্রকাশ্য যুদ্ধে
জিনিতে আমারে কভু নারিবে অর্জ্জুন।
অস্ত্রবলে আমি
এ ব্রহ্মাণ্ড জীবশূন্য করিবারে পারি,
কিন্তু পাণ্ডবেরে নারিব জিনিতে।
শুন, দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবেরা যদি মোরে না করে বিনাশ,
তা' হইলে আমি
তোমার নিয়োগ-মতে
প্রতিদিন সমরপ্রাঙ্গণে
পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা
করিব সংহার সুনিশ্চয়।
তা'র পর জয় পরাজয়
যে হয় সে হ'বে।
বল, তুমি সম্মত কি অসম্মত ইথে?

দুর্য্যো।—(স্বগত)—প্রতিদিন ভীষ্ম পিতামহ
বধিবেন পাণ্ডবের দশ হাজার সেনা,
তা' হইলেই পাণ্ডবের হ'বে বলক্ষয়,
মোর ভাগ্যে জয় সুনিশ্চয়।
(প্রকাশে)—পিতামহ!
তব বাক্যে হইনু সম্মত।

ভীষ্ম।—আর এক কথা,—
সূতপুত্র কর্ণ সদা আমার সহিত
রণস্পর্দ্ধা করে;
এবে আমা' দোঁহা-মাঝে
কে অগ্রে প্রবৃত্ত হ'বে রণে?

কর্ণ।—বৃদ্ধবীর!
জীবিত থাকিতে তুমি,
অগ্রে আমি না যুঝিব কভু।
তোমা হ'তে যদি হয় কৌরবের জয়,
ভালই সে কথা;
আর যদি হয় পরাজয়,
কিংবা যদি রণে মর তুমি,
তখন ধরিয়া অস্ত্র
যুঝিব পাণ্ডবসৈন্য সনে,

একাঘ্নী অস্ত্রের ঘায়
অর্জ্জুনেরে দিব যমালয়।

ভীষ্ম।—কি, কর্ণ!
ভগবান্ কৃষ্ণ যা'র সখা,
তা'রে তুমি দিবে যমালয়!
দেখা যা'বে
কা'র ভাগ্যে যমালয় লিখিলা বিধাতা।

কর্ণ।—বৃদ্ধবীর!
বাক্য-অস্ত্রে বড় পটু তুমি,
এই বার দেখাও কর্ণেরে
লৌহ-অস্ত্র পরীক্ষা সমরে।

ভীষ্ম।—ভাল, ভাল,
চল, কর্ণ! কুরুক্ষেত্র-মাঝে।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
পূরে যেন আশা মোর।

ভীষ্ম।—(স্বগত)—
'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'
(প্রকাশ্যে)—দুর্য্যোধন!
কর্ণে ল'য়ে হও অগ্রসর।

[দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য!
চলিলাম সঙ্কট সমরে,
তোমা'সনে এই দেখা শেষ দেখা।
আর ফিরিব না আমি।
দেহ, সখে! শেষ আলিঙ্গন,
বিপ্র তুমি, দেহ পদধূলি।
সখে! সখে! চলিলাম চিরতরে।

দ্রোণ।—যাও, ধর্ম্মবীর!
পরলোকে হ'বে পুন উভয়ে সাক্ষাৎ।

উভয়ে।—'যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।'

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও সৈন্যগণ।

যুধিষ্ঠির।—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কর সে উপায়,
যাহে প্রাণ পায় তোমার পাণ্ডবগণ।
ভাই!
পাণ্ডবের হিত সাধিবারে
গিয়াছিলে হস্তিনায়,
কিন্তু, দুষ্টমতি কৌরব নিকর
কৈল তব ঘোর অপমান।
সেই অপমান
ব্যথা দেছে আমার হৃদয়ে।
আবার বিষম দুর্ঘটনা,—
ভুবনবিখ্যাত বীর ভীষ্ম পিতামহ
কৌরবের হৈলা সেনাপতি।
কা'র সাধ্য—কে আঁটিবে তাঁ'রে?
দারুণ সমরে যবে অর্জ্জুনের রথে
সারথি হইবে তুমি,
সে কালে, না জানি
ভীষ্ম-শরে তব বর বপু
ছিন্ন ভিন্ন হইবে হে কৃষ্ণ!
তাই বলি, ভাই!
আর কাজ নাই সঙ্কুল সমরে।
অদ্যই পাঠাই দূত সুযোধন-পাশে
নিবারিতে সঙ্কট সংগ্রাম।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—ধর্ম্মরাজ! কেন ভাব ভয়
ধর্ম্মের অবশ্য হয় জয়।
অধর্ম্মের পরিণাম বড়ই ভীষণ;
তেঁই কহি, দুষ্ট দুর্য্যোধন
অবশ্যই হ'বে পরাজিত।
রাজা! জানিও নিশ্চিত—
ধর্ম্ম যা'র প্রধান সহায়,

হেন কৃষ্ণে কা'র সাধ্য
বিফল করিবে রণাঙ্গনে ?

ভীম।—কৃষ্ণ ! এ কি হে বচন কহ আজ ;
তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম,
তবে কেন কহ পুন—
ধর্ম্ম যা'র প্রধান সহায় ?
বরং আমরা বলিতে পারি—
শ্রীহরি সহায় যে সবার,
অমঙ্গল পরাজয় কোথা সে সবার ?
হরি হে !
আজ মোরা সংগ্রাম-সাগরে
ঝাঁপ দিতে সমুদ্যত কা'র ভরসায় ?
তোমারি ভরসা জাগে পাণ্ডবের প্রাণে।
জানি আমি, চক্রপাণি !
অকূল-সংগ্রাম সিন্ধু মাঝে
পাণ্ডব পাইবে কূল
ধরি' তব শ্রীপদ-তরণী।
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)—মহারাজ !
ভীমের বচন ধর,
হরিপদে মন স্থির কর,
সুনিশ্চয় বিপদ হইবে নাশ,
পূর্ণ হ'বে জয়-অভিলাষ।
পাণ্ডবের হৃদয়ের সখা—
পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা আপনি শ্রীহরি ;
কেন তবে ভাব, মহারাজ ?
যা'র জ্যোতির্ম্ময় শ্রীপদ-কমলে
অনন্ত অনন্ত কোটি জয়শ্রী উথলে,
সে হরির পাদপদ্ম পেয়েছি সকলে।

যুধি।—ভীম রে !
ভীষ্ম যে দারুণ বীর ;
ভীষ্মগুরু আপনি পরশুরাম
হারিয়াছে ভীষ্মের নিকট।
ভীষ্ম সাক্ষাৎ সঙ্কট !

ভীম।—(সানন্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া)—
আর এই
সাক্ষাৎ সঙ্কটমোচন শ্রীমধুসূদন !

যুযুৎসুর প্রবেশ।

যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমি হরিনামের ভিখারী কাঙাল,
হরিনাম বড় ভালবাসি গো—
হরিনাম মধুর নাম বড় ভালবাসি গো।
তাই এসেছি আজ আমি হরির কাছে,
হরি বই আমার আর কে আছে ?
(কৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া)—
হরি ! পাপী ব'লে আমায়—ও দয়াময় !—
পাপী ব'লে আমায় পায়ে ঠেলো না,
বরং পাপী ব'লে আমায় পায়ে তোলো না ?

কৃষ্ণ।—(যুযুৎসুকে উত্তোলন করিয়া)—
যুযুৎসু !
তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র,
রাজা দুর্য্যোধন তোমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
তুমি এই যুদ্ধসময়ে
দুর্য্যোধনের পক্ষ না হ'য়ে
শত্রুপক্ষে কেন উপস্থিত হ'লে ?

যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আমি শত্রু মিত্র জানি না, হরি !
আমি নিজেও যে কে, তা'ও জানি না,
আমি ত্রিজগতে—ওহে দয়াল হরি !—
কিছু জানি না তব চরণ বিনা।

যুধি।—(স্নেহভরে)—বৎস যুযুৎসু !
আমি দেখ্‌ছি,
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পিণ্ডদান কর্‌বার জন্য
একমাত্র তুইই জীবিত থাকবি।

যুযুৎসু।—মহারাজ !
আমি আপনার পক্ষে থেকে
আমার ক্রূরমতি অধর্ম্মাচারী ভ্রাতা
দুর্য্যোধনের বিপক্ষে যুদ্ধ ক'র্ত্তে ইচ্ছা করি।

যুধি।—ভাই ! তুই বালক,
তাই এমন কথা ব'ল্‌ছিস্‌।
এই আপৎকালে
তুই আমার পক্ষে থাকলে

দুর্য্যোধন তোকে কি ব'ল্‌বে, বল্ দেখি ?

যুযুৎসু।—তা' তিনি যাই ব'লুন,
আমি অধর্ম্মের দিকে কখনই থাক্‌বো না।
যেখানে স্বয়ং হরি,
সেখানে এই দীন হীন যুযুৎসু
ধর্ম্মের সেবা ক'র্‌বে—ধর্ম্মযুদ্ধ ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ।—রাজপুত্র ! তুমি যে বালক,
কিন্তু যুদ্ধ যে অতি কঠিন।

যুযুৎসু।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি ! তাই তো আমি এসেছি হে—
যুদ্ধ কঠিন ব'লেই এসেছি হে !
যখন সমরে তব কলেবরে—
হরি ! ওই শ্যামল কলেবরে
অরি এড়িবে খরতর শর,
আহা, বর বপু হ'বে জর জর ;
এ দাস তখন—হরি হে !—
প্রাণপণে সেবা করিবে তোমার।

যুধি।—বৎস ! ধন্য তোর হরিভক্তি !

(নেপথ্যে তূরীধ্বনি)

কৃষ্ণ।—(তূরীধ্বনি শুনিয়া)—ধর্ম্মরাজ !
ঐ দেখুন,
আপনার আদেশে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা
সহদেব বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্নকে
পাণ্ডবসৈনাপত্য-ভার প্রদান ক'ল্লেন।

নেপথ্যে।—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় !

ভীম।—মহারাজ ! ঐ দেখুন—ঐ দেখুন—
আপনার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা
সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের আদেশ
অপেক্ষা ক'চ্চে।
কিন্তু আপনি
দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধাজ্ঞা না দিলে
তিনি তা'দের মনোরথ পূর্ণ ক'ত্তে পাচ্চেননা।
অনুগ্রহ ক'রে
সেনাপতিকে যুদ্ধাজ্ঞা দেবেন চলুন্।

যুধি।—কৃষ্ণ !
তোমার আজ্ঞা ভিন্ন
যুধিষ্ঠির কোন কার্য্যই ক'ত্তে সাহসী নয় ;
এক্ষণে কি ক'র্‌বো অনুমতি কর।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ ! আবার অনুমতি কি ?
ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করুন্।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধই প্রাণ, মন ও দেহ,
ধর্ম্মযুদ্ধই আত্মা, সাধনা, সিদ্ধি ও মুক্তি,
ধর্ম্মযুদ্ধই স্বর্গ,
অধিক কি ব'ল্‌বো,
ধর্ম্মযুদ্ধই স্বয়ং আমি।

সকলে।—'যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।'

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—মাধব !
মনে বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
দারুণ সময় উপস্থিত।
হের ওই—হের ওই
কৌরবের সেনাঠাট কুরুক্ষেত্র-ভূমে,
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
তা'হে পুন সুবিখ্যাত বীর রাজগণ
সৈন্যগণ-দলপতি।
আবার
সাক্ষাৎ শমনসম ভীষ্ম পিতামহ
কৌরবের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
সখে ! সখে !
কিরূপে এ ভীষণ সংগ্রামে পাইব নিস্তার ?
অর্জ্জুনেরে বল সে উপায়।

কৃষ্ণ।—সখে !
কেন হে অস্থির এত ?
জগজ্জননী দুর্গা সঙ্কটনাশিনী,
সমর-রঙ্গিণী শ্যামা।

ভক্তিভরে স্তব কর তাঁ'র,
এ সঙ্কটে পাইবে নিস্তার।

অর্জ্জুন।—(কৃতাঞ্জলিপুটে, স্তব)

(গীত)

দে মা দেখা দীনে।
দুর্গমে প'ড়েছি দুর্গে ঘোর দুরদিনে॥
দয়াময়ী দুখহরা,
দেব-মহাদেব-দারা,
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরা জননি,—
দে মা জয়,
জয় জয়,
বিজয়দায়িনি;—
তারা! তোর কৃপা বই উপায় দেখি নে॥

সহসা শূন্যে সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাব।

কৃষ্ণ।—(দেখিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি)—সখে! সখে!
হের হের মেলিয়া নয়ন,
বাঞ্ছা তব হইল পূরণ,
জগজ্জননী দুর্গা কেশরি-বাহনে
আবির্ভূতা সুনীল গগনে।

অর্জ্জুন।—(প্রণাম করিয়া)—জননি!
দারুণ সঙ্কট উপস্থিত,
কৌরব-পাণ্ডবে ঘোর রণ,
এ বিপদে তুই বই না দেখি নিস্তার;
দে মা শক্তি, শক্তিস্বরূপিণি!
তোর রাঙ্গা শ্রীচরণ বিনে
অর্জ্জুন দীনের আর কি আছে সম্বল?
বাঞ্ছাময়ি! বাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা আমার!

দুর্গা।— (গীত)

ধনঞ্জয়! কেন কর ভয়,
হ'বে অরিঞ্জয়, বল হরির জয়,
জয়শ্রী লভিবে তুমি হরির কৃপায়।
গাণ্ডীব ধরি' রণে অবতরি',
হরিপদ স্মরি' মার যত অরি,
ভয় কি তোমার আর হরি যে সহায়॥

কৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনের প্রতি)—সখে!
জগজ্জননী দুর্গা
তোমায় বরাভয় দান ক'র্লেন,
যুদ্ধজয়লাভে আর তোমার কোন চিন্তা নাই।
এক্ষণে এস,
উভয়ে মিলে দেবীপূজা করি।
যাও,
তুমি ঐ হিরণ্বতী নদী হ'তে
ঘট পূর্ণ ক'রে জল আনয়ন কর,
তটস্থিত অরণ্য হ'তে
পুষ্প সংগ্রহ ক'রে আন।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

দুর্গা।—(রাগালাপে)—
বল,
ভক্তে কাঁদা'য়ে কি আনন্দ পাও, আনন্দময়?
পাণ্ডবগণ তোমা বই আর কিছু জানে না,
তবু কেন দাও হৃদয়ে বেদনা?
নির্দয় হ'য়ে, দুখ দিয়ে, হরি!
কিবা তব সুখ হয়?

কৃষ্ণ।—(রাগালাপে)
ও মা! তবে শোন্, কেন আমি হই নির্দয়;
আমি নির্দয় না হ'লে,
তোরে কে ডাক্‌বে 'মা' ব'লে,
তুই ছুটে এসে কা'রে নিবি গো কোলে?
কঠিন না হ'লে, কোমল মেলে না,—
মা মা মা!—
কোমল না হ'লে হৃদয় গলে না,
আজ কঠিনে কোমলে ভক্তপ্রাণে মিলে
তোরে ডাকে 'মা' ব'লে, গলে মায়ের হৃদয়॥

জলপূর্ণ ঘট ও পুষ্প লইয়া অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

কৃষ্ণ।—সখে!
রাখ হেথা পুণ্যময় বারিপূর্ণ ঘট,
এই পূর্ণঘটসম
আশা পূর্ণ হইবে তোমার।

সিদ্ধদাত্রী জগদ্ধাত্রী জননী মঙ্গলা
করিবেন রণে তব মঙ্গল সাধন।
দাও ফুল্ল বনফুলদল,
এস দোঁহে
ভক্তিভরে পুজি দুর্গা-শ্রীপদ-কমল।

(মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঘটস্থাপনা)

উভয়ে।—(পুষ্পহস্তে গীত)—

জয় দুর্গে রণচণ্ডি সঙ্কট-খণ্ডিনি!।
জয় চণ্ডে, জয় চণ্ডি, চণ্ডমুণ্ডদণ্ডিনি!॥
জগুনি বিজয়ে জয়ে,
বরদাত্রী বরাভয়ে,
অট্টহাসে অট্টভাষে খড়্গখেটকধারিণি!॥

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম)

দুর্গা।—বীরেন্দ্র অর্জ্জুন!
অল্প কালমাঝে তুমি
বিনাশিবে সমস্ত অরাতি।
কৃষ্ণ, তুমি ভিন্ন নহ, বীর!
তুমি নর, কৃষ্ণ নারায়ণ;
তাহে পুন, হেন কৃষ্ণ সহায় তোমার,
জয় লাভ হইবে নিশ্চয়।
সামান্য শত্রুর কথা কিবা?
বজ্রধর ইন্দ্র নিজে
সমস্ত দেবতা সনে সমরপ্রাঙ্গণে
কভু নাহি পারিবেন জিনিতে তোমারে।
যাও, বীরবর!
ঝাঁপ দাও সংগ্রাম-সাগরে।

(দুর্গার শূন্যে অন্তর্ধান)

কৃষ্ণ।—চল, সখে! পাল দুর্গা-বাণী।

[কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডবশিবির।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—মহারাজ! আজ্ঞা কর দাসে
ঝাঁপ দিতে সংগ্রাম-সাগরে।
কর আশীর্ব্বাদ
পুরে যেন হৃদয়ের সাধ।
বহু দিন এই গদা
স্কন্ধে শুধু ক'রেছি বহন,
এই বার পরীক্ষা ইহার।

যুধি।—ভাই!
কা'র সনে যুদ্ধ-আশা তোর?

ভীম।—যে ক'রেছে তব সর্ব্বনাশ;—
দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বর্ষ অজ্ঞাতনিবাস;
যে ক'রেছে দ্রৌপদীরে উরুপ্রদর্শন,
সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে
সমরপ্রাঙ্গণে করিব বিনাশ গদাঘাতে।
আর
যেই দুষ্ট আদেশে তাহার
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কেশ-আকর্ষণে
আনিয়া কৌরব-সভাতলে
বস্ত্রহরণের চেষ্টা কৈল নিজ হাতে,
সেই দুঃশাসন-মাথে
লৌহগদা বজ্রসম করিব নিক্ষেপ,
তবে সে আক্ষেপ যা'বে মোর।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি
পাতকী নারকী দুর্য্যোধনে
নীচাচার দুঃশাসন সনে
যমের নরকে পাঠাইব।
ধর্ম্মরাজ!
সেই প্রতিজ্ঞাপালন-কাল
এবে উপস্থিত পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মাঝে।
বিলম্বিতে নারি আর,
অনুগত ভীমে কর অনুমতি দান।

যুধি।—(ক্ষুণ্ণ ভাবে)—ভীম! ভীম!
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে যা' রে ভাই!
কাজ নাই ভ্রাতৃপ্রাণ-নাশে।
কেবল দেখা'য়ে ভয়,
লভহ সংগ্রামে জয়;
জীবক্ষয়ে কোন লাভ নাই।

আহা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
আমাদের অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত ;
জ্যেষ্ঠা মাতা দুখিনী গান্ধারী
মরিবে পুত্রের শোকে কাঁদি' হাহাকারে।
তেঁই কহি, ভাই !
সে দারুণ প্রতিজ্ঞা—

ভীম।—(বাধা দিয়া)—মহারাজ !
ভীমের প্রতিজ্ঞা কভু না হ'বে লঙ্ঘন।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি ধর্ম্মের শপথে,
অধর্ম্মের পথে এবে যাইব কিরূপে ?
পরম ধার্ম্মিক হ'য়ে
ভীমে অধার্ম্মিক হ'তে কেন বল আজ ?
নিজে তুমি ধর্ম্মরাজ,
তবে কেন হেন বাণী কহ ?

যুধি।—ভীম !
তুই মোর ভাই,
সুযোধন, দুঃশাসন তা'রাও যে ভাই।

ভীম।—আজিকার মত
ভীমে তুমি ভাই বলি' না ভাবিও মনে,
ভাব, ভীম তব মহাবৈরী।

যুধি।—এ কি কহ, ভীমসেন ?
যাহা কভু হইবার নয়,
তা' কি কভু হয় ?

ভীম।—মহারাজ !
ভীমে শত্রু ভাবিতে কাতর যদি এত,
তবে
ভীমের প্রতিজ্ঞা আজ
শত্রু বলি' বিবেচিত কেন তব পাশে ?
নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্মরাজ !
যেই ভীম—সে প্রতীজ্ঞা,
যে প্রতিজ্ঞা—সেই ভীম।

যুধি।—যা'ই বল,
মন মোর নাহি বুঝে, ভাই !

ভীম।—(স্বগত)—কি বিভ্রাট !
কি করি উপায় এবে !
ঘটিল যে উভয় সঙ্কট,—
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা না পারি লঙ্ঘিতে,
প্রতিজ্ঞাও না পারি পুরা'তে।
একবার কৃষ্ণেরে মধ্যস্থ মানি।
(প্রকাশে)—ধর্ম্মরাজ !
আমাদের বিপদকাণ্ডারী
প্রাণভয়হারী হরি
হউন মধ্যস্থ এ বিষয়ে।
যাই আমি কৃষ্ণে ডাকি' আনি।

[ভীমের প্রস্থান।

যুধি।—(সবিষাদে)—হরি !
কিছু যে বুঝিতে নারি ;
আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।
কৃষ্ণ ! পাণ্ডবের বল বুদ্ধি তুমি ;
এবে যাহে সব দিক রয়,
সেইরূপ কর, দয়াময় !

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবিরের অপরাংশ।

অভিমন্যু, শ্বেত, উত্তর, শঙ্খ ও যুযুৎসু
এই পঞ্চ বীরবালকের
প্রবেশ।

সকলে।—(সংগ্রাম-সঙ্গীত)

বালক বটি মোরা ;
কিন্তু ধর্ম্ম-বর্ম্ম আঁটি', খর শরে অরি-মুণ্ড কাটি',
যুদ্ধ ভূমে বেড়া'ব ছুটি', বরষি' শায়ক-ধারা।
হুঙ্কার ছাড়ি' এক সঙ্গে,
চল সবে মাতি সমর-রঙ্গে,
হরিনাম লিখি' কপালে অঙ্গে, হ'ব না জীবনহারা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(বিষণ্ণচিত্তে)—
হা অদৃষ্ট!
এ নিষ্ঠুর রাক্ষসের কাজ
কেমনে করিব নিজ করে?
কি বলিবে মোরে ত্রিসংসার?
না না,
করিব না এ নিষ্ঠুর কাজ।
(বিষণ্ণচিত্তে দণ্ডায়মান)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
হইয়াছে সমর-ঘোষণা,
সংগ্রাম-উদ্যত সৈন্য সব,
ঐ শুন, রণবাদ্য-রব,
ঐ শুন,
ভৈরব আরাবে গর্জ্জে বীর সৈন্যচয়।
চল চল,
মহাবীর ভীষ্ম সনে করিবে সংগ্রাম।

অর্জ্জুন।—সখে!
অর্জ্জুনের নাহি আর সে নিষ্ঠুর সাধ।
এই লও দুর্জ্জয় গাণ্ডীব ধনু,
এই লও অক্ষয় তূণীর;
আত্মীয়-স্বজনঘাতী না হ'বে অর্জ্জুন।
(ভূতলে গাণ্ডীব ও তূণীর নিক্ষেপ)

কৃষ্ণ।—কি কি?—কি বলিলে?

অর্জ্জুন।—আত্মীয়-স্বজনঘাতী না হ'বে অর্জ্জুন।
হের, কৃষ্ণ! হের ওই—
কুরুক্ষেত্র বিশাল প্রান্তরে
আমার আত্মীয় জন যত;
এ সবারে
কোন্ প্রাণে করিব নিহত?
শ্বশুর, মাতুল, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতি,
বান্ধবাদি হের ওই।
বল বল,
কোন্ প্রাণে নাশিব এ সবে?
কাজ নাই ছার রাজ্যধনে,
পুন যা'ব বনবাসে;
বুঝিলাম
বনবাস অর্জ্জুনের চিরভাগ্যলিপি।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
আত্মীয় কুটুম্ব-জ্ঞাতি-বধে মহাপাপী হ'য়ে
কিবা লাভ রাজ্যভোগে মোর?
যাও, সখে! যাও যাও,
কহ গিয়া ধর্ম্মরাজে—
অর্জ্জুন আবার গেল নিবিড় কাননে।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে, সান্ত্বনা-বাক্যে)—
বীরবর!
আচম্বিতে এ কি ভাবান্তর?
ক্ষত্রিয় হইয়া আজ এ কি আচরণ?
এই-না এখনি তুমি সদর্পে আইলে
শত্রুগণে সংহারিবে বলি',
সংগ্রাম ঘোষণা কৈলে ভৈরব হুঙ্কারে,
কিন্তু পলক না যেতে যেতে
নিভিল জ্বলন্ত অগ্নি?

অর্জ্জুন।—নিভিল, ভালই হ'ল,
নহে আত্মীয়-স্বজন-বধে
পাপাগ্নি প্রবল হ'য়ে
জ্বালিত নরক-অগ্নি দহিতে আমারে।
অহো, সে অগ্নি ভীষণ অতি!
সখে! না ধরিব অস্ত্র আর,
না করিব আত্মীয় সংহার।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! নিতান্তই ভ্রান্ত তুমি,
নহে কেন হেন ভাব তব?
ভেদাভেদ ভাব
এখনো কি ঘোচে নি তোমার?
কে আত্মীয়?—কেবা পর?
কে তোমার?—তুমিই বা কা'র?

সকলই আমি,
এক বই দুই নাই—সেই 'এক' আমি।
কে কা'রে মারিতে পারে ?
কেবা কা'র অরি ?
আমিই সংহার করি সব,
আবার আমিই গড়ি।
গড়া ভাঙা আমারই কাজ।
কর্ম্ম-অনুসারে
জীবযোনি জীবাত্মা সে পায়,
কর্ম্মফল ভোগ করি'
আমাতে আবার হয় লীন।
জীবের জীবন মৃত্যু নাই,
দেহ হ'তে দেহান্তরে গতি ;
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি' যথা নব বস্ত্র পরে নর,
সেইরূপ জীব
জীর্ণ দেহ পরিহরি' নব দেহ ধরে।
তবে কেন চিন্তা কর আত্মপর ভেদাভেদ ?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ! যা'ই বল,
মন মোর না মানে প্রবোধ।

কৃষ্ণ।—নিতান্ত অবোধ তুমি।
ভাল,
হের, পার্থ! এই বার,
ভেদাভেদ-জ্ঞান ঘুচাই তোমার ;
হের মোর অদ্বৈত বিরাট-মূর্ত্তি !

[কৃষ্ণের অন্তর্ধান।

অর্জ্জুন।—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া, সবিস্ময়ে)—
অহো, কি আশ্চর্য্য !
এ কি হেরি আচম্বিতে !
কৃষ্ণমূর্ত্তি অদ্ভুত বিরাট !
পরম ঐশিক-মূর্ত্তি আকাশ ভেদিয়া
কোথা উঠিয়াছে,
তা'র না পাই সন্ধান।
অহো, কি প্রচণ্ড তেজ !
অনন্ত অনন্ত কোটি রবি
এ তেজ-ছটায় পরাজিত।
আদি অন্ত না পাই দেখিতে ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দেহে
কত সূর্য্য—কত চন্দ্র—কত মহাগ্রহ
ঘুরি'ছে ভীষণ বেগে।
শৈল সিন্ধু নদ নদী হ্রদ সংখ্যাতীত
ও অনন্ত দেহে শোভে অণুর প্রমাণ।
কত ব্রহ্মা—কত শিব—কত যে বাসব
ও মূর্ত্তির লোমকূপে সমুদ্ভূত হেরি,
না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।
জীব জন্তু, দেব, দৈত্য দানব, মানব,
রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্য, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
অপ্সরা কত যে ওই মহাদেহে হেরি,
না পারি করিতে সংখ্যা তা'র।
অহো! ও কি হেরি! ও শরীরে পুন—
কুরুসৈন্যগণ মৃত-অবস্থায় পড়ি'
যায় গড়াগড়ি !
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—হরি! হরি !
সন্দেহ হইল মোর নাশ,
ভেদাভেদ-জ্ঞান হইল নিরাশ ;
বুঝিলাম তব তত্ত্ব, তত্ত্বময় !
বুঝিলাম,
কে কা'রে মারিতে পারে তোমা বই ?
বুঝিলাম,
তুমিই সবার মূল—সবার কারণ,
কেবল নিমিত্তভাগী আমি।

(স্তবগীত)

জয় জগদীশ্বর, ব্রহ্ম পরাৎপর,
শঙ্খচক্রধর শ্রীমধুসূদন ! ।
জয় নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন,
সঙ্কটভঞ্জন দেব জনার্দ্দন ! ॥

(প্রণাম)

(গীত)

হরি! মোহ ঘুচেছে আমার,
পরিহর বিরাট আকার।
সখা-বেশে হেসে হেসে এস হে আবার ॥
কটিতটে পীত ধড়া, শিরে শিখিপাখা-চূড়া,

নধর অধরে ধরি' মধুর মুরলী,
রঙ্কিম ঠামে হেলি' বনমালী,
এস হে সখা হে, ডাকে সখা তোমায়॥

অর্জ্জুনের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেশে পুনর্ব্বার আবির্ভাব।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! আরো সন্দেহ আছে?
অর্জ্জুন।—না, পরমাত্মন্!
কৃষ্ণ।—চল তবে যুঝিতে ভীষ্মের সাথে।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
এখনো নিশ্চিন্ত কেন?
ভীষ্ম।—যুঝিব কাহার সনে?
দুর্য্যো।—ইচ্ছা মোর,
প্রথমে যুঝহ, বীর! ভীমসেন সনে।
ভীষ্ম।—ভীমসেন ভীষ্মযোগ্য নহে।
ইচ্ছা মোর,
যুদ্ধের মঙ্গলাচার করি
ভীষ্মযোগ্য অর্জ্জুনের সনে।
দুর্য্যো।—একই কথা,
ভীমার্জ্জুন উভয়ে সমান শত্রু মোর।
পিতামহ!
যুঝ তুমি অর্জ্জুনের সাথে,
ছিন্ন কর পাপ শির তা'র।
আমি ভীমে পাঠাইব যমালয়ে।
[বেগে দুর্য্যোধনের প্রস্থান।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
কি বুঝিবি তুই, মূঢ়মতি?
পার্থ সনে কেন মোর যুঝিতে বাসনা,
অধার্ম্মিক দুর্য্যোধন
কোন্ বুদ্ধি ধরে বুঝিবারে মর্ম্ম তা'র?
স্বয়ং জগৎপতি হরি
অর্জ্জুনের রথের সারথি।
যুদ্ধকালে হেরিব শ্রীপদ তাঁ'র,
ভবযুদ্ধ ঘুচিবে আমার,
পাইব পরমা মুক্তি,
তেঁই মোর যুদ্ধ-যুক্তি অর্জ্জুনের সনে।

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

হরি! হরি!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়,
ক'রে দিও মুক্তির উপায়।
পিতৃ-বরে ইচ্ছামৃত্যু মোর
হইয়াছে সৌভাগ্যের বলে,
মৃত্যুকালে
তব রাঙা পা দু'খানি নিরখিব ব'লে।
(জানুপবিষ্ট হইয়া)—
হরি!
যা'র যেটি প্রিয় বস্তু,
সেটি দেয় তোমারে সে জন;
পার্থিব জীবন মোর প্রিয়,
তোমারে তা' করিব অর্পণ।
কৃষ্ণ—হে গাঙ্গেয়!
সত্যই কি পার্থিব জীবন তব প্রিয়?
ভীষ্ম।—নহে ইচ্ছামৃত্যু
কবে কা'রে দিয়াছ, শ্রীহরি?
কৃষ্ণ।—তবে কেন হেন প্রাণ ত্যজিতে বাসনা
ভীষ্ম।—যাঁ'র প্রাণ, তাঁ'কে দিব,
এর চেয়ে আনন্দ কি আর?
আমি তো সামান্য প্রাণী,
তুমি যে হে অনন্ত প্রাণীর প্রাণ।
ওহে প্রাণময়!
এ প্রাণ তো মোর নয়,
আমি শুধু প্রাণভারবাহী।
লহ মোর প্রাণের দারুণ ভার,
করহ নিস্তার ভব-ঘোরে।

নারায়ণ !
ভৃগুরাম অবতারে ভীষ্মে কৃপা করি'
শিষ্য করি' শিখাইলে
অদ্ভুত সমর-বিদ্যা,
দিলে এই মহাধনুর্ব্বাণ।
পুনঃ, গুরু হ'তে শিষ্যে বাড়াইতে
স্বেচ্ছায় মানিলে পরাজয়
ভয়ঙ্কর সমর-প্রাঙ্গণে।
আজো, হরি !
সে কথা জাগি'ছে তব শিষ্য ভীষ্ম মনে।
তোমার প্রসাদে
ব্রহ্মাণ্ডে অজেয় আমি,
কা'র সাধ্য—কে জিনিবে মোরে তুমি বই ?
তেঁই কহি, দয়াময় !
দয়া করি' লহ মোর প্রাণ।
যে অমোঘ শর-শরাসন
দিয়াছিলে এই শিষ্যে তব
ভৃগুরাম অবতারে,
এবে, গুরুদেব !
কৃষ্ণ অবতারে তাহা পুন লহ ফিরি'।
না লইলে
সংসারের মহাকষ্ট না ঘুচিবে মোর,
না ঘুচিবে দাসবৃত্তি-পাপ,
না ঘুচিবে অধর্ম্মের মর্ম্মভেদী সেবা।

(কৃষ্ণের পদমূলে ধনুর্ব্বাণ প্রদান)

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম !
জানি আমি তব সম বীর কেহ নাই।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে,
অন্য দিকে তুমি একা,
তবু কেহ নাহি পারে জিনিতে তোমারে।
অষ্ট-বসু-মাঝে তুমি গণনে অষ্টম,
শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এবে জন্মেছ ভূতলে।
ফুরাইল শাপভোগকাল
তব আয়ুষ্কাল সনে।
আমার অর্দ্ধাঙ্গরূপী অর্জ্জুনের করে
মুক্ত হ'বে এবে অচিরাৎ।

ভীষ্ম।—মৃত্যুকালে পাই যেন
দেখিতে ও রাঙা পা দু'খানি।

কৃষ্ণ।—তথাস্তু।
লহ পুন তুলি' ধনুর্ব্বাণ।

(উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

লক্ষ্মণ ও যুযুৎসুর প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—(অবজ্ঞায়)—ছোট খুড়া !
তব সম নীচমতি নাই !
পিতা মোর রাজা দুর্য্যোধন,
তাঁহারি কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুমি,
আমি তব ভ্রাতৃপুত্র।
ছি ছি,
এ হেন আত্মীয়গণে ত্যজি'
মজিলে শত্রুর প্রলোভনে !
তোমা হেন মহাপাপী জনে
'ধিক্' বই কি বলিব আর !

যুযুৎসু।—লক্ষ্মণ !
ইচ্ছা যদি থাকে তব রাখিতে জীবন,
মোর সম এস তবে যুধিষ্ঠির রাজার আশ্রয়ে।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
তেঁই তাঁ'র সহায় আপনি হরি।
এস এস,
খুড়া ভাইপোয় মিলি'
হরিপূজা ধর্ম্মপূজা করি ভক্তিভরে।

লক্ষ্মণ।—হা ধিক্, হা ধিক্ !
লজ্জা কি হ'ল না তব এ কথা বলিতে ?
সম্রাটের পুত্র হ'য়ে আমি
পূজিব প্রজারে ভক্তিভরে ?

যুযুৎসু।—(সরোষে)—কি কি !—
কি বলিলি, মূঢ়মতি ?
পাপিষ্ঠ জনক তোর ধরার সম্রাট,

হরি আর যুধিষ্ঠির প্রজা?
পাপ মুখে হেন পাপ কথা—
পাপ মনে হেন পাপ আশা?
ছিছি,
এ কথা বাজিল বড় প্রাণে,
প্রতিশোধ ল'ব এ ব্যথার।
ধর্ ধনুর্ব্বাণ—আর অগ্রসরি'।

লক্ষ্মণ।—এস এস, প্রজার কিঙ্কর!
বীরপুত্র এ লক্ষ্মণ কিঙ্করে না ডরে,
ল'ব শির খর শরে।

(উভয়ের শরযুদ্ধ)

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

[সকাতরে লক্ষ্মণের পলয়ান।

দুর্য্যো।—আরে আরে পাতকী যুযুৎসু!
এক মাত্র পুত্র মোর কুমার লক্ষ্মণ,
তা'র প্রতি শর-বরিষণ।
ধিক্ তোরে, কাপুরুষ!
বীর বর্ত্তমানে শিশু সনে রণ?

যুযুৎসু।—আগে তো এলেই হ'ত!

দুর্য্যো।—কি, মোর সনে পরিহাস!

যুযুৎসু।—এখনো অনেক বাকি;—
স্ত্রৈণ বীর!
লক্ষ্মণ পুত্রেরে বুঝি তুমিই শিখা'লে—
তুমিই সম্রাট্,
আর হরি যুধিষ্ঠির তব প্রজা!
দেখা যা'বে আজ—
কে প্রজা কে মহারাজ।
হরির শপথ ক'রে বলি,—
হরিভক্তি তিলমাত্র থাকে যদি মোর,
জিনিব তোমারে আজি রণে।

(উভয়ের শরযুদ্ধ)

[দুর্য্যোধনের পলায়ন।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—ভাই! ভাই!
দূর হ'তে দেখিয়াছি বীরত্ব তোমার,
সাবাস্ত্রি তোমার বীরপণা।
একা তুমি পিতাপুত্রে খেদাইলে দূরে।
মঙ্গল হউক তোর।
দেখি আমি কোথা দুঃশাসন।

[বেগে প্রস্থান।

যুযুৎসু।—ঐ না শকুনি দুষ্ট?—শকুনিই বটে।
ও দুষ্টেরি চক্রজালে
জ্ঞাতিবৈর কুরুক্ষেত্র-মাঝে।
ও কণ্টকে আমিই বধিব।

[বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

বেগে ভীম, দুর্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

ভীম।—(সরোষে)—বড়ই সৌভাগ্য মোর,
এক শত্রু অন্বেষিতে
দুই শত্রু পাইনু সম্মুখে।
দুর্য্যোধন!—দুঃশাসন!
দুই পাপী এক ঠাঁই ছিলে,
পুন এক ঠাঁই পাঠা'ব দু'জনে।
বলিয়াছে যম মোরে—
দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রিয় ভোজ্য তাঁ'র;
যমের সে আশা ভীম আজি মিটাইবে।

দুঃশা।—বৃথা স্পর্দ্ধা কেন, পশু?
এক খণ্ড ক্ষুদ্র গদা ল'য়ে ভাবিয়াছ মনে—
ধরিয়াছ যেন হিমালয়!
ধিক্ ধিক্, মাংসপিণ্ড!

ভীম।—এই মাংসপিণ্ড
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' তোর নখে
রক্ত পান করিয়া পূরা'বে পণ;
এটা যেন মনে থাকে।

দুর্য্যো।—(দুঃশাসনের প্রতি)—কেন, ভাই,

বাক্য ব্যয় কর কেন মূর্খের সহিত ?
এই পাপ মাংসপিণ্ড খণ্ড কর শরে।
(ভীমের প্রতি)—মূর্খ।
কা'র সনে ইচ্ছা কর অগ্রে যুঝিবারে ?
ভীম।—জ্ঞানী!
উভয়েরি সনে একবারে।
দুর্য্যো।—কি! উভয়েরি সনে একবারে!
ভীম।—হেন ইচ্ছা মোর
তোমাদেরি মঙ্গলের তরে।
আগু পাছু যদি কর রণ,
এক জন শোক পা'বে অন্যের কারণ।
তেঁই কহি,
ভীমের এ মহাগদা ঘায়
একসঙ্গে দুই জনে যাও যমালয়;
ভ্রাতৃশোক না পাইবে কেহ।
দুঃশা।—আরে মূর্খ!
ভীম।—হাঃ হাঃ হাঃ!
পুন বৃথা বাক্যব্যয়!
আয়, আয়,
শক্তিব্যয় কর্ দুই জনে।
(তিন জনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পলায়ন।

ছি ছি! এই কি হে বীরপণা,
গেল জানা কে যে মাংসপিণ্ড!
কর্ণেরে লইয়া পুন এস দুই ভাই,
তিন জনে যুদ্ধ কর ভীম-গদা সনে।

নবম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপর পার্শ্ব।

বেগে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি।—(শশব্যস্তে)—
বিষম বিভ্রাট ঘ'ট্‌লো যে।
দুর্য্যোধন কথা শুন্‌লে না,
অগ্রপশ্চাৎ না বুঝে যুদ্ধ ক'ত্তে উদ্যত হ'ল।
এখন লাভে হ'তে আমি মারা যাই।
উঃ!—ভীমটে কি ভীম!
দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন
দু'জনকেই গরুতাড়া ক'রে দিলে।
যদি আমাকেও গরুতাড়া করে,
তা' হ'লে দেখ্‌চি
এ ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র হ'তে প্রাণ পাওয়া ভার।
(নেপথ্যে কোলাহল)
(শুনিয়া)—ওই বুঝি ভীম এল,
এই বার সার্‌লে!
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—না, ভীম নয়,
কতকগুলো ছেলে দেখ্‌চি,
তা' ভাল হ'ল,
আমি যেমন বীর,
তেম্নি প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পেয়েছি।

বেগে যুযুৎসু, অভিমন্যু, উত্তর,
শ্বেত ও শঙ্খের প্রবেশ।

আরে আরে পিপীলিকাগণ! কি চা'স্?
অভিমন্যু।—শকুনির পাপ প্রাণ!
শকুনি।—(তাচ্ছিল্যভাবে)—হাঃ হাঃ হাঃ!
পাঁচটা পিঁপ্‌ড়েয় পর্ব্বত তুল্‌বে!
পালা—পালা—পালা!
যুদ্ধ করা ধুলো-খেলা নয়!
অভিমন্যু।—(অপর চারি জনের প্রতি)—
হান এই পাপিষ্ঠের প্রতি
আশুগতি খর শর;
কর জর জর;
বধ বধ ধূর্ত্ত শকুনিরে।
এ পাপিষ্ঠ সর্ব্বনাশ-মূল।
(শকুনির সহিত সকলের চিত্রযুদ্ধ)
শকুনি।—(অস্থির হইয়া)—বাপ্! বাপ্!
উহুহু!—গেলেম যে!
এগুলো বালক নয়,—বজ্রপিণ্ড!
ওরে, থাম্—থাম্!

অভিমন্যু।—আগে লই প্রাণ।

[পুনর্যুদ্ধ)

শকুনি।—ইস্!

একটা ভীম পাঁচ টুক্‌রো হ'য়েছে না কি!

ওঃ! পেটে পট্ পট্ ক'রে শর ফুট্‌চে।

বাপ্! অসামাল হ'য়ে পড়্‌লেম!

[সভয়ে পলায়ন।

[তৎপশ্চাৎ সকলের বেগে প্রস্থান।

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!

কই?—কোথা ভীম?—দেখিতে না পাই।

ভীম!—ভীম!

নেপথ্যে ভীম।—মহারাজ!—মহারাজ!

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—কি হ'য়েছে, মহারাজ?

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভাই রে!

সর্ব্বনাশ ঘটে বুঝি!

মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ

প্র[illegible] পাড়িলা রণস্থলে,

মম সৈন্যদলে

পড়িয়াছে ঘোর হাহাকার!

হেন যুদ্ধ কভু দেখি নাই,

সাক্ষাৎ কৃতান্ত ভীষ্ম বীর,

অর্জ্জুন আমার বড়ই অস্থির,

সহিতে না পারে রণ!

ভীম রে!

অর্জ্জুনে হারাই বুঝি আজ!

ভীম।—(শশব্যস্তে)—এ কি কহ, মহারাজ!

কৃষ্ণ কোথা?

সারথি কি হন্ নাই অর্জ্জুনের রথে?

যুধি।—কৃষ্ণও কাতর ভীষ্ম-শরে;

শ্যাম কলেবরে

ফুটি'ছে ভীষ্মের খর শর!

অস্ত্রহীন কৃষ্ণ

বড় কষ্ট পেতেছে হৃদয়ে।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি

ঐ শোন্ ভীষ্মের বিজয়-শঙ্খ-রব।

দশ্ হাজার রথী বিনাশিয়া

ভীষ্ম করে শঙ্খ-নাদ।

ঘটিল প্রমাদ নিদারুণ!

চল্ চল্ ধেয়ে,

দেখি গিয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে।

ভীম।—চলুন চলুন ত্বরা।

কি আশ্চর্য্য!

কৃষ্ণও কাতর ভীষ্ম-শরে!

[বেগে উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন।

যুধি।—গোবিন্দ! কি বলিলে—কি বলিলে—

আজের রজনী পোহাইলে

পঞ্চ ভাই মরিব ভীষ্মের শরে!

কহ, চক্রপাণি!

এই পঞ্চ প্রাণী কি উপায়ে পায় প্রাণ?

কৃষ্ণ।—মহারাজ! এই কতক্ষণ

দুর্য্যোধন দুরাশয়

বিঁধে এলো ভীষ্মের হৃদয় তীব্র ভাষে।

ভীম।—কিবা সেই তীব্র ভাষ?

কৃষ্ণ।—ভীষ্মের শিবিরে পশি'

বলিলেক দুর্য্যোধন,—

'পিতামহ!

মহাবীর হ'য়ে তুমি অবীরের মত

ক্রমাগত আট দিন করিলে সংগ্রাম,

কিন্তু মোর মনস্কাম নারিলে পূরা'তে।
যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুন আদি
পাণ্ডবেরা মোর প্রতিবাদী,
তা'সবার একটারও প্রাণ
নারিলে বধিতে তুমি।
তেঁই কহি আমি—
আর তব যুদ্ধে কাজ নাই,
গৃহে গিয়া লভহ বিশ্রাম।
পাণ্ডব-বিনাশে
কর্ণে আমি করি সেনাপতি।
তুমি না ত্যজিলে ধনুর্ব্বাণ,
কর্ণ না হইবে সেনাপতি।

যুধি।—ভয়ানক অপমান!
হেন অপমানে
ভীষ্মদেব কি দিলা উত্তর?

কৃষ্ণ।—বলিলেন ভীষ্মদেব—'শুন, দুর্য্যোধন!
কর্ণের কৌশলচক্রে পড়ি'
আজ বড় অপমান করিলে আমার,
ফেলিতে বলিলে ধনুর্ব্বাণ,
কাপুরুষ বলিলে প্রকারে।
ভাল,
রজনী প্রভাত হ'লে
কালি প্রাতে সমর-প্রাঙ্গণে
বধিব পাণ্ডবগণে এই পঞ্চ শরে।
তথাপি সে কর্ণ দুরাচারে
কভু না হইতে দিব শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
আমি ভীষ্ম থাকিতে জীবিত,
অর্দ্ধরথী কর্ণ হ'বে সেনাপতি!

যুধি।—অনাথ-পাণ্ডবনাথ হরি!
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে,
নিশ্চয় মরিব পঞ্চ ভাই!
কি হ'বে উপায়, দয়াময়?

কৃষ্ণ।—মহারাজ! ভয় নাই,
অর্জ্জুনেরে দেহ মোর সাথে,
অবিলম্বে যাই দোঁহে ভীষ্মের শিবিরে।
বাঁচা'ব পাণ্ডব-প্রাণ।

যুধি।—কৃষ্ণ! একমাত্র তোমারি ভরসা।
অর্জ্জুন! অচিরে যাও শ্রীকৃষ্ণের সনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—দুর্য্যোধনের পটমণ্ডপ।

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো।—এইবার পুরিবে বাসনা মোর,
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাহি নড়ে;
রজনী প্রভাত হ'লে
কালি যা'বে পাণ্ডবেরা কালের কবলে।
নিষ্কণ্টক হ'ব এই বার।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—
কৃষ্ণ মোরে দিলেন কহিয়া
অদ্ভুত কৌশল-কথা।
কার্য্য করি কৃষ্ণ-যুক্তি-মতে।
কই,—কোথা দুর্য্যোধন?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

এই যে আসি'ছে দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধনের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—এস এস, ধনঞ্জয়!
কি আশে আসিলে তুমি আমার গোচরে?

অর্জ্জুন।—যবে দ্বৈতবনে
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের করে
হ'য়েছিলে পরাজিত তুমি,
সেই কালে আমি
যুধিষ্ঠির অগ্রজের অনুমতিক্রমে
ক'রেছিনু তোমারে উদ্ধার।
সেই কালে তুষ্ট হ'য়ে তুমি
চেয়েছিলে প্রতি-উপকার করিতে আমার।
সেই আশে আসিয়াছি আজ।

দুর্য্যো।—বল, পার্থ! কিবা আশা তব?

অর্জ্জুন।—তোমার মুকুটখানি চাহি।

দুর্য্যো।—(স্বগত)—আমার মুকুট।
বুঝিয়াছি,
পাণ্ডবের পক্ষে ঘটিয়াছে অর্থাভাব।
ভাল,
ভিক্ষুকেরে করি ভিক্ষা দান।
শত্রু আসি' শত্রুপাশে
দরিদ্রের সম ভিক্ষা চায়,
এ বড় কৌতুক।
এ মুকুট ভিক্ষা দিয়া অর্জ্জুনেরে নীচ করি।
(প্রকাশে)—অর্জ্জুন! এই লও,
এ মুকুট ভিক্ষা আমি দিলাম তোমায়।

অর্জ্জুন।—ভিক্ষা কেন কহ ভ্রমে পড়ি'?
এর নাম প্রতি-উপকার।

দুর্য্যো।—ভাল, তা'ই—তা'ই।

(মুকুটপ্রদান)

অর্জ্জুন।—আসি তবে।

দুর্য্যো।—যাও।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

অর্জ্জুন!
আজ যাও শিবিরের মাঝে,
কালি যা'বে যমের আগারে
চারি ভাই সনে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমিস্থ বটবৃক্ষতল।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—কই, এখনো যে দেখা নাই,
কৃতকার্য্য হইতে কি নারিল অর্জ্জুন?

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—সখে!
এই লও রতন-মুকুট।
এ মুকুট ছুঁইতেও ঘৃণা হয় মোর।

কৃষ্ণ।—ঘৃণার সময় নয়।
বিলম্ব হই'ছে বড়,
শীঘ্র পর এ মুকুট শিরে।
যাও যাও ভীষ্মের শিবিরে।

অর্জ্জুন।—তোমার বচন
কা'র সাধ্য করিবে লঙ্ঘন?
শত্রুর মুকুট এই শত্রুর মস্তকে।

(মস্তকে মুকুটধা

কৃষ্ণ।—দাও মোরে উষ্ণীষ তোমার।
এই বেশে ভীষ্ম পাশে গিয়া
যে কথা বলিবে তুমি,
যেতে যেতে বলি সেই কথা।

[উভয়ের প্রস্থা

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—ভীষ্মের পটমণ্ডপ।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম।—(সদুঃখে)—ছি ছি, কি করিনু,
ধিক্ মোর দয়াশূন্য প্রতিজ্ঞায়!
আহা,
যে পাণ্ডবগণে প্রাণের যতনে
করি আমি প্রাণভরা স্নেহ,
তা সবার প্রতি হইনু নির্দ্দয় একশেষ!
আহা,
অকালে মরিল পাণ্ডু
অপগণ্ড পঞ্চ পুত্র রাখি'।
পিতৃহীন পাণ্ডুসুতগণ
আমার প্রাণের স্নেহে লালিত পালিত
শিশুকালে আমারেই পিতা পিতা বলি
ধাইয়া আসিত কোলে।

বলিতাম আমি,—
বৎসগণ!
তো'সবার পিতা নহি আমি।
ওরে স্নেহের দুলাল!
আমি তো'সবার পিতামহ।
আহা,
এ হেন স্নেহের নাতিগণে
বিনাশিতে প্রতিজ্ঞা করিনু!
ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি!
ছি ছি, কি নিষ্ঠুরা প্রতিজ্ঞা আমার!
কি করি এখন,
পলে পলে বিচলিত মন;
স্নেহের বন্ধন
আরো বাঁধে পরাণের পরতে পরতে।
রজনী প্রভাত হ'লে
ঘটিবে দারুণ সর্ব্বনাশ!
হে দেবি রজনি!
প্রভাত হ'য়ো না আর,
এইরূপে তিষ্ঠ দয়া করি';
তুমি'বই না দেখি উপায়।
হায় হায়, কি হ'বে—কি হ'বে!
হরি! হরি!
পাণ্ডবের সখা তুমি,
সর্ব্ব-অন্তর্যামী দয়াময়,
দয়া দানে রাখ দুই দিক্।

(অধোমুখে অবস্থিতি)

দুর্য্যোধনের রাজমুকুট-মস্তকে ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কে ও,—দুর্য্যোধন?
কি মনন করি' পুন আসিলে হেথায়?

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
যেই পঞ্চ বাণে তুমি পঞ্চ পাণ্ডবেরে
বধিতে করিলে দৃঢ় পণ,
সেই পঞ্চ বাণ মোরে করহ অর্পণ।
আমিই সে প্রাণহারী বাণে
বধিব সে পঞ্চ জনে।

ভীষ্ম।—(স্বগত)—সুস্থির হইনু এবে,
হরির কৃপায়
স্নেহ মোর রহিল অটুট।
দুর্য্যোধন!
বড় সুখী কৈলি মোরে আজ,
এখনি অর্পিব তোরে সেই পঞ্চ বাণ।
কিন্তু,
কিবা সাধ্য তোর
সে বাণে বধিবি তুই পঞ্চ পাণ্ডবেরে?
সে শরের নিক্ষেপ-সন্ধান
আমি বই কেহ নাহি জানে।
(প্রকাশ্যে)—বৎস দুর্য্যোধন!
ভাল ইচ্ছা করিয়াছ মনে,
এই লহ পঞ্চ বাণ।

(পঞ্চবাণ প্রদান)

অর্জ্জুন।—প্রণিপাত করি পায়।
আসি তবে, পিতামহ!

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ভীষ্ম।—এ কি! এ কি!
এস এস প্রাণের দেবতা!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

(প্রণাম)

হরি!
শত্রুগৃহে কেন এ সময়?

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—শত্রুগৃহে মিত্র মোর তুমি,
তেঁই এনু তোমারে দেখিতে।

ভীষ্ম।—বড়ই সৌভাগ্যশালী আমি,
তেঁই লক্ষ্মীস্বামী!
গৃহে বসি' পাইনু তোমায়।
কিন্তু বড় ভয় হয়,
পাছে যদি দেখে দুর্য্যোধন,
গালি দিবে তোমারে এখনি;

সে যে বড় অসহ্য আমার

যাও, প্রভু! পাণ্ডব-শিবিরে,

কালি প্রাতে রণাঙ্গনে

শরপুষ্পে পূজিব ও রাঙাপদ।

যাও আজি,

দুর্য্যোধন বড়ই নির্দ্দয়।

কৃষ্ণ।—কোথা সে নির্দ্দয় দুর্য্যোধন?

ভীষ্ম।—এই যে এখনি গেল পঞ্চ বাণ ল'য়ে,

হয় তো আবার দুষ্ট আসিবে হেথায়।

কৃষ্ণ।—ভীষ্মদেব!

অর্জ্জুনে যে দিলে পঞ্চ বাণ।

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—সে কি! না না।

কৃষ্ণ।—নিশ্চয় অর্জ্জুন।

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—নিশ্চয় অর্জ্জুন?

ভাল, দেখাও প্রমাণ তা'র?

কৃষ্ণ।—দেখাইব?

(স্বীয় অঙ্গাচ্ছাদিত বস্ত্রমধ্য হইতে দুর্য্যোধনের মুকুট বাহির করিয়া)—

এই দেখ, ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম।—(সবিস্ময়ে)—ধন্য মহাচক্রী হরি!

ভক্ত পাণ্ডবের তরে

কি যে তুমি কর, প্রভু!

কিছুই বুঝিতে নারি।

মোহহীন ভীষ্মেরেও

মোহাচ্ছন্ন করিলে হে আজ।

অথবা

তব পাশে কেবা মোহহীন এ জগতে?

তুমি যে মোহের মোহ।

কিন্তু, হরি!

আমিও যে ভক্ত তব।

আমারেও কর কৃপা, কৃপাময়!

(স্বগত) আজ পাইয়াছি সুসময়,

ভক্ত জনে ছলিলেন হরি,

ভক্তও হরিরে আজ করিবে ছলনা।

ছলনায় ছলনার প্রতিশোধ।

(প্রকাশে)—হরি!

ছলনায় অর্জ্জুনেরে সাজাইয়া দুর্য্যোধন,

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ আজ;

কিন্তু জানিও নিশ্চয়,

তোমারো প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লঙ্ঘন।

প্রতিজ্ঞা তোমার—

ধরিবে না নিজে অস্ত্র সমর-প্রাঙ্গণে;

কিন্তু, কালি প্রাতে

ধরাইব অস্ত্র ওই সুন্দর শ্রীকরে।

কৃষ্ণ।—(সহাস্যে)—পারিবে কি?

ভীষ্ম।—(সহাস্যে)—ভাল, দেখা যা'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ভীম।—মহারাজ!

রণবাদ্য বাজে ওই,

ওই ধায় কুরুসেনাগণ,

হের ওই অস্ত্র-চকমকি,

শোনো ওই অশ্ব-হ্রেষা, মাতঙ্গ-বৃংহণ

তিষ্ঠিতে না পারি আর হেথা,

বড় ব্যথা পাইয়াছি প্রাণে

পাপমতি দুষ্ট দুর্য্যোধন

আমা'সবে বধিবার করিল কৌশল,

পণবদ্ধ করি' ভীষ্মদেবে।

আজ নিশ্চয় বধিব দুর্য্যোধনে।

ওই ওই সে পাপিষ্ঠ,

যাই যাই।

(গমনোদ্যো

যুধি।—(বাধা দিয়া)—ক্ষান্ত হও, ভাই?

সুযোধন এখনো বালক।

ভীম।—এ কি কহ, মহারাজ!

যে দুষ্টের দুষ্ট প্রাণে দুষ্টতার বাস,

সে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন 'এখনো বালক'!

কে জানে, রাজন্ !
কিবা তব মন।
যে পিশাচ পদে পদে
চেষ্টা করে আমা'সবে ফেলিতে বিপদে,
সেই নীচাশয় পাপমতি দুর্য্যোধনে
এখনো বালক বল তুমি ?
ধর্ম্মরাজ !
হয় হ'বে অধর্ম্ম আমার,
না হয় নরকে যা'ব,
কিন্তু আজ তব বাক্য নারিব পালিতে।
কভু আমি বাক্য তব করি নি হেলন,
আজ তাহা করিতে প্রস্তুত।
মহাপাপী দুর্য্যোধনে
পাঠাইব যমের নরকে সুনিশ্চয়।

যুধি।—ভীম রে!
আমি যে অগ্রজ ভ্রাতা তোর।

ভীম।—মহারাজ !
এ কনিষ্ঠ অনুগত ভীম
কখন তোমার কাছে
অবাধ্যতা করে নি প্রকাশ।
আজ যদি ক'রে থাকি,
নিজ গুণে ক্ষমা কর মোরে।
কিন্তু, আজ্ঞা দেহ যাইতে সমরে।
দুরাচার দুর্য্যোধন
শুধু পাণ্ডবের নয়,—
জগতের মহাশত্রু।
হেন শত্রু করিতে বিনাশ
বাধা নাহি দিও মোরে আর।
ধর্ম্মরাজ !
ধর্ম্ম বই অধর্ম্ম না হ'বে ইথে।

বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত।—মহারাজ !
ভীমার্জ্জুনে বাঁধিয়াছে সঙ্কুল সংগ্রাম,
পাণ্ডবের পক্ষে রক্ষা নাহি আর।
তব রথী মহারথী কত
হ'তেছে নিহত ভীষ্ম-শরে;
সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ ;
নাহি আর রক্ষার উপায়,
একা ভীষ্ম সহস্র শমন।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—দূত! দূত!
অর্জ্জুনের বল্ রে সংবাদ ?

দূত।—বিশ্বজয়ী ধনঞ্জয়
ভীষ্ম-শরে আজি পরাজয়।
মহারাজ !
কি ক'ব ভীষ্মের চিত্র-রণ,
ধারাসম শর-বরিষণ ;
দশ দিক্ শরে শরে ঢাকা,
নাহি ফাঁকা চালাইতে রথ।
ভীষ্ম-শরে অর্জ্জুন আহত,
নিহত বা হন পাছে।
তেঁই এনু ধাইয়া হেথায়,
কর, প্রভু! অর্জ্জুনের রক্ষার উপায়।

যুধি।—(শশব্যস্তে)—ভীম! ভীম!
যাও ধেয়ে অর্জ্জুনের কাছে,
মরে পাছে ভীষ্ম-শরে।

ভীম —(উন্মত্তভাবে)—মরুক্ অর্জ্জুন,
ক্ষতি নাহি তা'য়,
দুর্য্যোধনে না দিব বাঁচিতে।
সেই দুরাচারে অগ্রে করিয়া সংহার
পরে যা'ব অর্জ্জুনের পাশে।

(গমনোদ্যোগ)

যুধি।—(বাধা দিয়া)—অহো, ভীম।
তুইও কি রে শত্রু হ'লি মোর!
মরিবে অর্জ্জুন,
অনা'সে দেখিবি তুই!

ভীম।—(সান্ত্বনাবাক্যে)—
কেন হেন খেদ, মহারাজ ?
কোটি কোটি ভীমসেন
যাঁহার শক্তির ছায়াঘাতে
লুটি' পড়ে সমর-প্রাঙ্গণে,
সেই কৃষ্ণ অর্জ্জুন-সারথি।

এক মাত্র ভীম আমি কি করিব গিয়া?
অনন্ত ভীমের ভীম আপনি শ্রীহরি
বাঁচা'বেন স্নেহের অর্জ্জুনে।

যুধি।—হরি! হরি!
রক্ষা কর অর্জ্জুনে আমার।

[বেগে প্রস্থান।

ভীম।—এইবার পেয়েছি সময়,
দুর্য্যোধনে দিব যমালয়।

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

না—যাইতে হ'ল না মোরে,
আমার গদার আকর্ষণে
আপনি আসি'ছে ছুটি' পাপী।
আয় আয়, কুরুকুলাঙ্গার!

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—গোপনে লুকা'য়ে হেথা!
আয় আয়, গুঁড়াই ও পাপ মাথা!

(উভয়ের গদাযুদ্ধ)

(দুর্য্যোধনের ভূতলে পতন ও তদ্বক্ষো-
পরি ভীমের উপবেশন)

ভীম।—আরে নীচাশয়!
এইবার রক্ষা নাহি আর,
মুষ্ট্যাঘাতে করিব সংহার।

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির।—ভীম! ভীম!
এস ভাই, পবনের বেগে,
অর্জ্জুনেরে হারাই বুঝি রে!

ভীম।—(বিরক্তভাবে)—আঃ,
আবার আইলা মহারাজ!
দুর্য্যোধন!
পলায়িত আয়ু তোর আইল ফিরিয়া।

বেগে যুধিষ্ঠিরের পুনঃপ্রবেশ।

যুধি।—এ কি, ভীম! এ কি ভীম!

ভীম।—(দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিয়া, বিরক্তভাবে)
মহারাজ!
কি করিব বলুন আমারে?

যুধি।—(ভীমের হস্ত ধরিয়া, শশব্যস্তে)—
আয়, ভাই, মোর সনে,
ফিরা রে ভীষ্মের রথ।
পালাও পালাও, সুযোধন!

[ভীমকে লইয়া বেগে যুধিষ্ঠিরের
প্রস্থান।

দুর্য্যো।—(সলজ্জে)—ছি ছি!
ভীম-হস্তে পরাজিত হৈনু আজ!
লজ্জা-বাজ পড়িল মাথায়!
প্রতিশোধ ল'ব এর।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমির অপরাংশ।

এক রথে ভীষ্ম ও সারথি এবং অপরে
রথে অর্জ্জুন রথী ও শ্রীকৃষ্ণ সারথি।

(ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ)

ভীষ্ম।—হের, হরি!
বুদ্ধ ভক্ত ভীষ্মের তোমার কত শক্তি গায়,
আজ তব রাঙা পায় না রাখিব স্থান,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি
ঊনবিংশ চিহ্ন শোভা পায়
তব ঐ ভক্ত-পূজ্য পায়;
আজ করিয়া সন্ধান
এড়ি' শত শত খর বাণ
শত শত চিহ্ন বাড়াইব,
ভীষ্মের বীরত্ব-চিহ্ন জগতে রাখিব।

কৃষ্ণ।—অস্ত্রহীন আমি,
অর্জ্জুনের রথের সারথি;
তবে বৃথা কেন মোর প্রতি
হেন ভাব তব, ভীষ্মদেব?

ভীষ্ম।—কৃষ্ণ!
না বিঁধিলে তব পদ খরতর শরে

শর-শয্যা হ'বে না আমার।
শর-শয্যা-গঠন-প্রণালী
তুজিয়া ও রাঙা পায়,
শয়ন করিব আমি শরের শয্যায়।
পরের বিপদহারী হরি!
নিজ রাঙা পদের বিপদ
হর দেখি, হেরিব নয়নে।

(পুনঃপুনঃ শরত্যাগ)

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
ভীষ্মের প্রখর শর
সহিতে না পারি আর;
কর ত্বরা প্রতিকার।

অর্জ্জুন।—(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ!
এ কি তব বিপরীত রণ?
অস্ত্রধারী অর্জ্জুনেরে ছাড়ি'
হরিপদে কেন দাও ব্যথা?

ভীষ্ম।—বালক অর্জ্জুন!
এ ব্যথার মর্ম্ম কি বুঝিবি, ভাই?
বিষে যথা বিষক্ষয় হয়,
কণ্টকে কণ্টক উঠে যথা,
সেইরূপ
এ ব্যথায় ঘুচে ব্যথা।

(কৃষ্ণপদে পুনর্ব্বার শরত্যাগ)

অর্জ্জুন।—পিতামহ! পিতামহ!
এখনো রাখহ কথা,
কৃষ্ণপদে নাহি দিও ব্যথা।

ভীষ্ম।—কৃষ্ণপদে ব্যথা দিলে
ব্যথা যদি পাও,
হয় রথ ছাড়ি' চলি' যাও,
নয় অস্ত্র এড়ি' নিবার আমারে।

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
রথ ছাড়ি' যাইবে অর্জ্জুন,
এ যে বড় অসঙ্গত কথা!
এস এস,
অস্ত্র-ঘায় নিবারি' তোমারে।

(ভীষ্মার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

অহো! অহো!
বড়ই কঠিন শরধার,
শত শত বজ্র যেন পড়িতেছে বুকে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
হৃদয়ে বাজি'ছে বড় ব্যথা!

কৃষ্ণ—ভীষ্ম! ভীষ্ম!
অর্জ্জুনেরে দাও অবকাশ,
তা'র পর যুঝ পুনরায়।

ভীষ্ম।—অরিরে কে দেয় অবকাশ?
যুদ্ধের কি জ্ঞান তুমি, হরি?
সারথির কার্য্য কর।
(অর্জ্জুনের প্রতি)—ধনঞ্জয়!
আত্মরক্ষা কর শক্তিমতে,
নহে আজ
নিস্তার তোমার নাহি দেখি আর।

(ভীষ্মার্জ্জুনের পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—হরি! হরি!
ভীষ্মের ভীষণ শর
বড়ই কাতর কৈল মোরে!
সহিতে না পারি আর—অহো!

(রথ হইতে ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ।—(সরোষে)—ভীষ্ম!
এ কি হে ব্যভার তব?
এই কি হে যুদ্ধরীতি?
অবকাশ না দিয়া অর্জ্জুনে
শর-ঘায় করিলে মূর্চ্ছিত!
কৃষ্ণ বিদ্যমানে এত অত্যাচার?
আজ সুনিশ্চয় করিব সংহার।

(বেগে রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ
ও ভগ্ন রথচক্র উত্তোলন করিয়া
ভীষ্মের প্রতি ধাবমান)

ভীষ্ম—(অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ
করিয়া)—
বধ মোরে, দামোদর!
প্রতিজ্ঞা আমার হ'য়েছে পূরণ।
'অস্ত্র ধরিব না করে'

এ প্রতিজ্ঞা তব কোথায় রহিল, হরি?
কালি নিশাকালে
ছলে পার্থে সাজাইয়ে দুর্য্যোধন
প্রতিজ্ঞা আমার ভেঙেছিলে।
তেঁই আমি ক'রেছিনু পণ—
তোমারে ধরা'য়ে অস্ত্র
তোমারো প্রতিজ্ঞা আমি করা'ব লঙ্ঘন।
সে বাসনা হইল পূরণ।
কিবা কাজ রণে আর মোর?
এই লহ ধনুর্ব্বাণ।
কর ত্রাণ, চক্রধারী,
রথচক্র হানি' মোর শিরে।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
আহা, কিবা ভাব হেরি, হরি!
মধুরে কঠিন ভঙ্গি,
কোমলে বীরের লীলা!
আহা,
যে করে শোভিত চারু মোহন বাঁশরী,
এবে রথচক্র অস্ত্র সেই করে।

(স্তব)

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
সঙ্কট-ভঞ্জন, কালিয়-গঞ্জন,
মুক্ত মুক্ত মম পাপ।
ঈশ্বর মাধব, চিন্ময় রাঘব,
নরহরি জগপতি, হর, হরি! দুর্গতি,
হর হর জীবন-তাপ॥

(প্রণাম)

অর্জ্জুন।—(চেতনা লাভ করিয়া)—
কোথা আমি?—কোথা সখা?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
(দেখিয়া)—এ কি, সখা!
(সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ পূর্ব্বক)—
ফেল, হরি! রথচক্র,
তোমারে কি সাজে হেন কাজ?
আমারে যে ভার দিলে,
সে ভার নিজেই কেন লও?
(কৃষ্ণের ভূতলে রথচক্র নিক্ষে[প])
(ভীষ্মের প্রতি)—পিতামহ!
ধর পুন ধনুর্ব্বাণ,
যত শক্তি কর রণ অর্জ্জুনের সনে।

ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!
প্রতিজ্ঞা-পূরণ-তরে
আজ তোরে ক'রেছি রে বড়ই পীড়ন,
ব্যথা বড় পেয়েছিস্ প্রাণে।
আজ আর করিব না রণ,
যাও ফিরি' আপন শিবিরে।

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
জয় কিংবা পরাজয় বিনা
অর্জ্জুন সমর নাহি ছাড়ে

কৃষ্ণ।—পার্থ!
আজো তব হইয়াছে পরাজয়।
হের ওই—তব পক্ষে দশ হাজার রথী
ভীষ্মশরে হ'য়েছে নিহত।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য!
এক পলে প্রলয় ঘটনা!
(প্রকাশে)—সখে! বল বল,
কখন্ বধিলা ভীষ্ম দশ হাজার রথী?

কৃষ্ণ।—যখন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিলে রথে।

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—ভীষ্ম বধ অসাধ্য আমার

বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি।—(অর্জ্জুনকে দেখিয়া)—এ কি—এ বি[পদ]
ভাই রে!
কলেবর শরে জর জর!
আর কাজ নাই রণে,
চল্ চল্ পঞ্চ ভাই পুন যাই বনে।
রাজ্য ল'য়ে থাকৃ সুযোধন,

ভীষ্ম।—(সদুঃখে, স্বগত)—আহা!
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
ভ্রাতৃশোকে বড়ই কাতর।

ঐ কষ্ট দেখিতে নারি,
কিন্তু কিবা করি সদুপায় ?
সমরে আমায়
জিনিবারে কেহ না পারিবে।
স্ত্রী অথবা স্ত্রীপূর্ব্ব-পুরুষ
মোর পক্ষে অশুভ লক্ষণ।
হেন কুলক্ষণ যদি ঘটে,
তবে আমি যুদ্ধ না করিব।
যুধিষ্ঠিরে বলি সেই গূঢ়তম কথা,
তা' হ'লে নিশ্চয়
পঞ্চপাণ্ডবের ব্যথা সনে
মোরো ব্যথা ঘুচিবে এখনি।
(প্রকাশে)—বৎস যুধিষ্ঠির !

যুধি।—পিতামহ !
কহ গিয়া সুযোধনে
যুধিষ্ঠির মানিয়াছে পরাজয়,
চারি ভাই সনে
পুন গেল নিবিড় কাননে।

ভীষ্ম।—বৎস ! ভুলে যা রে শোক তাপ,
পরিতাপে প্রয়োজন নাই।
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী—
সম্মুখ-সমরে মোরে নারিবে জিনিতে,
কুলক্ষণ-আবরণে আবরিত হ'য়ে
কালি যুদ্ধে আসে যেন বীর ধনঞ্জয়।
তা' হ'লে নিশ্চয়
বৃদ্ধ ভীষ্ম সমরে মরিবে।
শিখণ্ডীরে অগ্রে করি'
অর্জ্জুন এড়িলে মোরে বাণ
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম তবে ত্যজিবেক প্রাণ ;
অন্যথা করিলে যুক্তি মোর,
পাণ্ডব হইবে পরাজিত।
মোর কথা জানিও নিশ্চিত।
যাও সবে,
কর ভীষ্মবধ-আয়োজন।
কালি প্রাতে রণভূমে পুন দিব দেখা।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

যুধি।—পিতামহ !—পিতামহ !

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—(সবিষাদে)—
হা ভাগ্য !—ধিক্ অর্জ্জুন !

কৃষ্ণ।—সখে ! এ কি কহ !
কেন হেন সহসা বিষাদ ?
ভুলে যাও প্রাণের বিষাদ,
শুন বলি নিগূঢ় কাহিনী,—
অষ্ট বসু-মাঝে ভীষ্ম সে কনিষ্ঠ বসু ;
শাপভ্রষ্ট অষ্ট বসু
জন্মিলেন ধরাতলে মানব-আকারে ;
সপ্ত বসু মুক্তিলাভ কৈলা শাপ হ'তে,
ভীষ্ম সে অষ্টম বসু অবশিষ্ট এবে
তব শরে শাপমুক্ত হ'য়ে
নিজ স্থানে যাইবেন ইনি।
তেঁই কহি,
বিষাদের নাহি প্রয়োজন,
শিখণ্ডীরে ল'য়ে ভীষ্মে করহ নিধন
কোন কথা না কহিও আর,
চল এবে ধর্ম্মরাজ-পাশে।
শিখণ্ডীরে সঙ্গে ল'য়ে
ভীষ্মবধ-যুক্তি করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও শিখণ্ডী।

কৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ ! কোন শঙ্কা নাই,
ভীষ্মবধে পাপ যদি হয়,
আমি হ'ব সে পাপের ভাগী।

যুধি।—কৃষ্ণ!
যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।
কৃষ্ণ।—ভাল, তা'ই হ'বে,
কিন্তু আজ একবার যুদ্ধ হওয়া চাই।
নয় দিন যুদ্ধ হ'য়ে গেছে,
আজ দশ দিন,
দেখা যাক্ একবার।
(ভীমের প্রতি)—মধ্যম দাদা!
ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা কর তুমি,
নকুল ও সহদেব দক্ষিণ ও বাম দিক্।
আর এই শিখণ্ডীরে ল'য়ে
অর্জ্জুন সম্মুখভাগ রাখুন যতনে।
চল, হে শিখণ্ডী!

শিখণ্ডী।—জয় রণচণ্ডি!

[কৃষ্ণ ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

যুধি।—ভীম!
আজ মনে মোর কেন হেন ভাবান্তর!
কি যেন কি জেগে ওঠে প্রাণে,
কিছুই বুঝি নে।
ভাই!—

ভীম।—ধর্ম্মরাজ!
কোন চিন্তা নাই,
ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ।
শিবিরে আপনি এবে লভুন বিশ্রাম;
আমি যাই ব্যূহের পশ্চাতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধভূমি।

শরাচ্ছন্ন দেহে ভীষ্মের প্রবেশ।

(নেপথ্য হইতে ভীষ্মের উপর রাশি রাশি শর-পতন)

ভীষ্ম।—(শশব্যস্তে)—কঠিন কঠিন শর!
কে হানে এ শররাশি?—শিখণ্ডী?
না না—শিখণ্ডী তো নয়।
শিখণ্ডীর তুচ্ছ শর
মোর পক্ষে—মোর বক্ষে তৃণ সম;
কিন্তু, এ যে বজ্র শত শত
পড়ি'ছে শরীরে মোর দারুণ আঘাতে।
কা'র শর?
ও—বুঝিলাম—অর্জ্জুনের বজ্রসার শর।
ওই যে স্নেহের নাতি—ওই যে অর্জ্জুন—
ওই যে সে শিখণ্ডীর আছে।
অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
শিখণ্ডীরে হেরি' ফেলিয়াছি ধনুর্ব্বাণ,
যত পার হান বাণ।
আজ মোর শেষ যুদ্ধ—
আজ ভীষ্ম-পরাজয়!
হান শর—হান শর—
দিনু বক্ষ পাতি'—হান শর—হান শর।
কিন্তু না ছাড়িও শিখণ্ডীরে,
ছাড়িলেই বিপদ ঘটিবে,
ভীষ্ম না মরিবে—অর্জ্জুন মরিবে।

ভীষ্মের প্রতি শরবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রে শিখণ্ডী ও তৎপশ্চাৎ অর্জ্জুনের বেগে প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(সহসা)—শিখণ্ডী!—শিখণ্ডী!
এ কি হেরি!
পূজনীয় ভীষ্ম পিতামহ
শরাচ্ছন্ন একেবারে!
রুধিরের ধারে ভাসি'ছে বিশাল তনু!
দূরে ছিনু পারি নি বুঝিতে,
কাছে এসে এ কি দেখি!—
অহো—কি করিনু—কি করিনু,
স্বহস্তে বধিনু পিতামহে!
ছি ছি—ধিক্ থাক্ মোরে!
নরাধম পাষণ্ড অর্জ্জুন!
শিখণ্ডী হে!

আর কাজ নাই—
চল যাই—চল যাই অচিরে শিবিরে।

শিখণ্ডী।—কৃষ্ণের আদেশ বিনা—

অর্জ্জুন।—থাক তুমি—যাই আমি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!—অর্জ্জুন!
কৃষ্ণের শপথ তোরে, ধর্ম্মের শপথ তোরে
যদি যাস্ পলাইয়া না বধি' আমায়।
বৎস রে! কর্ পরিত্রাণ,
কৃষ্ণপদে মিশাইব প্রাণ;
সে সাধে সেধো না বাদ।

অর্জ্জুন।—পিতামহ!
ক্ষমা কর মোরে—ক্ষমা কর মোরে,
যাই আমি—
ছি ছি! কি করিনু—ধিক্ মোরে!

[প্রস্থান।

শিখণ্ডী।—দাঁড়াও—দাঁড়াও, বীরবর!

[প্রস্থান।

ভীষ্ম।—(সকাতরে)—হা! অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
হরির অর্দ্ধাঙ্গ তুই,
ভীষ্মেরে পাতকী বলি'
ফেলি' গেলি কি রে?
যা রে বৎস!
কিন্তু শেষ দিন মোর উপস্থিত;
নাহি রক্ত এ দেহে কিঞ্চিৎ,
অবশ—অবশ কায়,
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ—ক্ষীণতর,
কাঁপিতেছি থরথর,
বাঁচিব না আর;
বাসনা আমার পূরিয়াছে।
দেহবিদ্ধ শত শত শরে
আচ্ছন্ন হ'য়েছি আমি।
শরবিদ্ধ তনু আর না পারি ধরিতে,
লুটাইব কৃষ্ণনাম স্মরি'।
বীরক্ষেত্রে বীরশয্যা শরশয্যা
ভীষ্মভাগ্যে আনন্দের ঠাঁই।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!
অন্তকালে দিও দরশন।

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

বেগে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ!
সর্ব্বনাশ ক'রেছি হে,
স্বহস্তে বধেছি পিতামহে!
অহো!
কি নিষ্ঠুর পাষণ্ড অর্জ্জুন!
হের ওই,
পূজনীয় ভীষ্ম পিতামহ
লুটি'ছেন শরশয্যা'পরি।

[পটপরিবর্ত্তন]

যুদ্ধভূমির অপরাংশ।

শরশয্যা'পরি ভীষ্ম শয়ান।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

যুধি।—(সকাতরে)—পিতামহ!—পিতামহ!
হায় হায়,
বৃথা রাজ্য-লোভে
কি অন্যায় কার্য্য আজ করিনু সাধন!
পূজাপাদ পিতামহে করিনু বিনাশ!
শত ধিক্ থাকুক্ আমারে।
কিরূপে দেখা'ব মুখ মানব-সমাজে?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ব্যথা,
না থাকিব হেথা;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিগে কাননে,
এ জীবনে লোকে না দেখা'ব মুখ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—বৎস যুধিষ্ঠির! শান্ত হও,
শোক তাপে নাহি প্রয়োজন;
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন?
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মবধে
বধ-পাপে পাপী নহ তুমি।
বৎস রে! পাপী হ'লে তুমি,
ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হরি
না হ'তেন সহায় তোমার।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির!
এ তো ভীষ্মবধ নয়—
ভীষ্ম অভিশাপ-বিমোচন।
রাখ কথা,
ভুলে যাও শোক-তাপ-ব্যথা।
এত দিনে ভৃগুশাপ হইল মোচন।

বেগে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুর্য্যো।—কই কই পিতামহ?
অহো! এ কি হেরি—
শরধার শরশয্যা'পরি
লুটি'ছে বিশাল তনু!
ভীষ্ম।—কে?—দুর্য্যোধন?
এস বৎস! দাঁড়াও নিকটে।
বৎস রে!
লুটি'ছে মস্তক মোর,
পাইতেছি বড় কষ্ট তা'র।
মস্তক-র[illegible] তরে দে রে উপাধান।
দুর্য্যো।—দুঃশাসন!
যাও ত্বরা—আন বহুমূল্য উপাধান।
ততক্ষণ করে আমি ধরি শির।
ভীষ্ম।—দুর্য্যোধন!
বীরক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে
বীরশয্যা [illegible]শয্যা'পরি
করিয়াছি বীরের শয়ন।
এ সময়ে বীরোচিত উপাধান চাই,
তুলগর্ভ উপাধানে কিবা কাজ?
দুর্য্যো।—বীরোচিত উপাধান কিবা?
ভীষ্ম।—অর্জ্জুন!
তুমি দাও বীরোচিত উপাধান।
অর্জ্জুন।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!
(গাণ্ডীবে তিনটি শর যোজনা করিতে করিতে)—
হের, দুর্য্যোধন! বীরোচিত উপাধান।
(শরক্ষেপ দ্বারা ভীষ্মের মস্তক ভেদকরণ ও লুণ্ঠিত মস্তক উন্নত হওন)
ভীষ্ম।—বৎস দুর্য্যোধন!
রণশ্রমে শ্রান্ত আমি অতি,
তেঁই তৃ[illegible] কাতর করি'ছে মোরে।
শীঘ্র দাও পিপাসার জল।
দুর্য্যো।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!

[প্রস্থান

ভীষ্ম।—কর্ণ কই?
দুঃশা।—আসে নাই।

জলপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া দুর্য্যোধনের পুনঃপ্রবেশ।

দুর্য্যো।—পিতামহ!
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার ভরি'
আনিয়াছি সুশীতল জল,
কর পান।
ভীষ্ম।—কি?—সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে জল [illegible]
না না,
বীরতৃষ্ণা না মিটিবে ইথে।
বীরনীতি—বীরের পদ্ধতি
এখনো অনেক বাকি জানিতে তোমার।
অর্জ্জুন!
দাও মোরে পিপাসার বারি।
অর্জ্জুন।—যথা আজ্ঞা, পিতামহ!
(শরনিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী ভেদ করণ ও পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গাজল ধারাকারে উত্থিত হইয়া ভীষ্মের মুখে পতিত হওন)

ভীষ্ম।—(জলপান করিয়া)—
তৃপ্ত হইলাম আমি।
গঙ্গা মোর মাতা;
অন্তিম সময়ে
সেই গঙ্গাজল পান করি' পবিত্র হইনু।
বৎস অর্জ্জুন!
এ জগতে একমাত্র বীর বটে তুই।

দুর্যো।—(বিরক্তভাবে)—পিতামহ!
অর্জ্জুন বীরের সনে বাক্যালাপ কর তুমি,
চলিলাম আমি।
এস, দুঃশাসন!

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

ভীষ্ম।—বৎস দুর্য্যোধন!
ক্রোধের সময় নয়,
স্থির হও—শুন কথা;—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর যদি না হ'বে অর্জ্জুন,
ভীষ্ম তবে তা'র শরে মরে কি রে আজ?
অর্জ্জুনের বীরত্ব স্মরিয়া
যুদ্ধ-আশা কর পরিহার;
শান্তিময়ী সন্ধি কর ত্বরা;
ঘুচে যা'বে সমস্ত বিপদ;
ভাই ভাই শান্তির সম্পদ কর ভোগ।
বৎস রে!
ভীষ্মবধে কুরুপাণ্ডবীর যুদ্ধ হোক্ অবসান।
আর প্রাণিহত্যা-আশা না করিও তুমি।
ভাই ভাই বিরোধ বড়ই অমঙ্গল।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
প্রীতিসহ রাজ্য-অর্দ্ধ করহ প্রদান।
বাক্য মোর না পালিলে
সবংশে মজিবে তুমি, রাজা দুর্য্যোধন!
কেহ না বাঁচিবে তব বংশে বাতি দিতে।
দুর্য্যোধন! জানিও নিশ্চয়—
ধর্ম্মে হয় জয়,
অধর্ম্মে নিশ্চয় পরাজয়।
শেষ কথা বলি—
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ হরি
পাণ্ডবের প্রাণের সহায়,
তেঁই কহি
পাণ্ডবের সনে আর
যুদ্ধ করিও না—
যুদ্ধ করিও না—
যুদ্ধ করিও না।
এই মোর শেষ কথা।

দুর্যো।—(বিরক্ত হইয়া)—পিতামহ!
মোরও এই শেষ কথা—
প্রতিজ্ঞা আমার না নড়িবে কভু;
যতক্ষণ প্রাণ,
ততক্ষণ সূচ্যগ্র মেদিনী
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব কভু।
এস, দুঃশাসন!

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

ভীষ্ম।—হা!
বসিয়াছে মৃত্যু যা'র শিরে,
সে কি কভু হিতবাক্যে ফিরে?
নিজ দোষে মজিল অধর্ম্মী দুর্য্যোধন,
কুরুবংশ ধ্বংস সুনিশ্চয়।

যুধি।—পিতামহ!
সন্ধ্যা সমাগতা;
আজ্ঞা দেহ কি করিব এবে?

ভীষ্ম।—কি, বৎস! সন্ধ্যা সমাগতা?
আজ দুই সন্ধ্যা একত্র মিলিল।
প্রাকৃতিক সন্ধ্যা সনে
ভীষ্মের জীবন-সন্ধ্যা অপূর্ব্ব মিলন!

শূন্যে রাজহংসরূপী ঋষিগণের
প্রবেশ ও প্রস্থান।

দৈববাণী।—ভীষ্মদেব!
তোমার জননী গঙ্গাদেবী
আজ্ঞা দিলা আমা'সবে আসিতে হেথায়।
হিমালয় পর্ব্বত-উপরি
মানস-সরসী-তটে তপ করি মোরা;
আমরা তপস্বী ঋষি।

গঙ্গার আদেশে
রাজহংসরূপ ধরি' আইনু হেথায়
কহিতে তোমায় তব মাতার বচন।
শুন, গঙ্গার নন্দন!
শীত ঋতু এবে,
দক্ষিণ-অয়নে সূর্য্য আছেন এক্ষণে।
উত্তর-অয়নে সূর্য্য যা'বেন যখন,
তুমি কলেবর ত্যজিও তখন।
ধর্ম্মাত্মার দেহত্যাগ
সেই কালে উপযুক্ত হয়।

ভীষ্ম।—অপূর্ব্ব এ দৈববাণী!
মম চিরপূজ্যা গঙ্গা মাতা
মাতার উচিত কার্য্য করিলা সাধন।
তাই হ'বে,
উত্তর-অয়নে সূর্য্য যা'বেন যখন,
দেহ আমি ত্যজিব তখন।
(স্বগত)—বুঝিলাম,
এ শুধু কৃষ্ণের লীলা।
বুঝিলাম,
কোনরূপ গূঢ় মর্ম্ম
অবশ্য ইহার মাঝে আছে।
(প্রকাশে)—বৎস যুধিষ্ঠির!
সন্ধ্যা সমাগতা এবে,
যাও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর সবে।

[যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও
সৈন্যগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম।—কে?—ব্রহ্মণ্যদেব!
মস্তকপশ্চাতে তুমি?
হরি! হরি!
দাঁড়াও সম্মুখে;
শেষ আশা মিটাইয়া হেরি শ্রীচরণ।

(নেত্রনিমীলন)

কৃষ্ণ।—ভীষ্ম! ভীষ্ম! এ কি?
নয়ন মুদিলে কেন?

ভীষ্ম।—হরি হে!
নয়ন না মুদিলে যে
দেখিতে না পাই তব রাঙা পা দু'খানি।

কৃষ্ণ।—ধন্য ভক্ত তুমি মোর,
যথার্থ ভক্তির ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে।
ভব-ঘোর তব করিনু মোচন।
ইহা ছাড়া আরো কিবা চাহ?
বল মোরে, করিব পূরণ।

ভীষ্ম।—দয়াময়!
জীবনের অন্তিম সময়,
সেই মূর্ত্তি করিব দর্শন।

কৃষ্ণ।—কোন্ মূর্ত্তি?

ভীষ্ম।—যে মূর্ত্তির ছায়া পেয়ে
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেবগণ
মূর্ত্তিমান্ হন,
যে মূর্ত্তির স্নেহে
অসংখ্য অসংখ্য জীব জীয়ে,
যে মূর্ত্তি পূজি'ছে দিবানিশি
হৃদয়ের ভক্তি সনে জগতের জীব,
সেই মূর্ত্তি—
সেই রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি করিব দর্শন।
এ জীবনে তাহা বই অন্য কিছু নাহি চাই।

কৃষ্ণ।—ভক্ত ভীষ্মদেব!
অদ্য ঘোরা রজনী সময়
দেখিতে পাইবে তুমি
রাধাকৃষ্ণ যুগল মূরতি।
এক্ষণে আসি'ছে কর্ণ,
চলিলাম আমি।

ভীষ্ম।—মানস প্রণাম করি শ্রীপদে তোমার।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ।—প্রণিপাত করি পায়।

ভীষ্ম।—এস, বৎস কর্ণসেন!
যদি না আসিতে তুমি দেখিতে আমায়
এই অন্তিম সময়,

তা' হ'লে দুঃখিত আমি হইতাম অতি।
বৎস রে!
চিরকাল তোরে আমি কটু কহিয়াছি,
দিয়াছি হৃদয়ে বড় ব্যথা।
এবে ভুলে যা সে সব কথা।
জানি আমি—কুন্তীপুত্র তুই,
যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ সোদর তোর।
অর্দ্ধরথী বলি' তোরে দি ছি মনঃপীড়া,
সূতপুত্র নীচ বলি' দি'ছি কত গালি,
কিন্তু, বৎস! অন্তরে তা' বলি নাই,
মুখে বাহ্যভাবে বলিয়াছি।
জানি আমি—
তোর সম বীর আর নাহি ত্রিভুবনে,
অর্জ্জুনো সমান নহে তোর—
হেন মোর বোধ হয়।
পাছে এ কথা জানিলে
যুধিষ্ঠির ভয় পায়,
তেঁই তোরে অর্দ্ধরথী নীচ ক্ষুদ্র বলি'
যুধিষ্ঠিরে দিতাম সাহস।
এবে মোর কথা রাখ,
দুর্য্যোধনে ত্যাগ করি'
নিজ ভ্রাতৃগণ-পাশে যাও।

কর্ণ।—পিতামহ!
প্রতিজ্ঞা তোমার যথা না হয় লঙ্ঘন,
কর্ণেরও সেইরূপ।
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন আমি কভু না করিব।

ভীষ্ম।—তবে তোর ভ্রাতৃদের কি হ'বে উপায়?

কর্ণ।—পিতামহ! কেন কর ভয়?
আমিও তোমার মত
অর্জ্জুনের খর শরে
পবিত্র সমরক্ষেত্রে করিব শয়ন।

ভীষ্ম।—না না, বৎস! যুদ্ধে আর কাজ নাই।

কর্ণ।—আমি কি করিব, পিতামহ!
শ্রীহরির লীলা এই।
হরি-ইচ্ছা কে করে লঙ্ঘন?
তব অন্তিম সময়
কর্ণও মাগি'ছে, দেব! অন্তিম বিদায়।
পরলোকে গিয়া পুন
ভক্তিভরে কর্ণ তব পূজিবে চরণ।
লহ মোর অন্তিম প্রণাম।

[কর্ণের প্রস্থান।

দৈববাণী।—হের, ভীষ্ম! রাধাকৃষ্ণ যুগল মুরতি।

[পটপরিবর্ত্তন]

বৃন্দাবনধাম—গোপীগণসহ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ভীষ্ম।—জয় জয় রাধাকৃষ্ণ!
আশা মোর হইল পূরণ।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

তরণীসেনবধ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ব্রহ্মা। রাম। লক্ষ্মণ। মোহ। সুগ্রীব। হনুমান্। অঙ্গদ। নীল। রাবণ। বিভীষণ। ইন্দ্রজিৎ। তরণীসেন। শুক। সারণ। দুই জন রাক্ষস। কপি-সৈন্যগণ। রাক্ষস-সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সীতা। মায়া। সরমা। শোভা। কলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র—দূরে লঙ্কা।

সমুদ্রজলে ভগ্নদূত ভাসমান।

ভগ্নদূত।—বাপ্!

রামের কি দাপ!

জল গিলে, পেট ফুলে লাগ্‌লো হাঁফ্।

মুখপোড়া হনূ মারতে এলো,

রাম বারণ কোল্লে,

বোল্লে,

ওকে মেরো না—মেরো না,

ও ভগ্নদূত,

ও রাবণকে বার্ত্তা দেবে গিয়ে

মকরাক্ষ গেছে যমালয়ে।

এই বোলে চোলে গেলো রাম,

কিন্তু অমি হনুমান

এক টান মেরে ফেল্লে জলে;

এখন হাবুডুবু খেয়ে প্রাণ যায়!

ও বাবা!

এখন উঠি কেমন কোরে?

নোনা জল ঢোকে ঢোঁকে

পেটে ঢুকে গেল্ল জোরে!

ওঃ!—এখনো অনেক দূর;

হাত পা এলিয়ে এলো,

মাথা ঘুরে গেলো,

হায় হায়, আমার এ কি হোলো!

ও বাবা!

ওরা আবার ক'রা আসে?

এখনি চুবিয়ে, মার্‌বে ডুবিয়ে,

ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,

আর এগিও না,

আধমরাকে মেরে কি হ'বে?—মেরো না

ও বাবা! নৌকো বে!

সাল্লে রে!

নেপথ্যে।—ভয় কি?

আমরা এসেছি।

ভগ্নদূত।—কে ও—বিকটমুখ?

ও কে—অশনাদ?

নেপথ্যে।—হাঁ—হাঁ!

ভগ্নদূত।—আঃ—বাঁচ্‌লেম,

ধড়ে প্রাণ এলো;

তোলো তোলো।

একখানি নৌকা বাহিয়া দুই জন রাক্ষসের প্রবেশ।

১ম রাক্ষস।—ভগ্নদূত! তুই বড় বোকা,
পোড়্‌লিই যদি জলে,
তবে কৌশলে আর কলে
হ'তে পাল্লি নি জলের পোকা!

ভগ্নদূত।—বটে!—যা' বোল্লে!
কিন্তু টের্‌টা পেতে নিজে পোড়্‌লে।
জল তো নয়, যেন চুণগোলা নুন,
বিন্দু বিন্দু লোমের গোড়ায় ঢুকে
হাড়ে ধোরেচে ঘুণ।
সাগর তো নয়, নুনের ডোবা;
প্রাণ যায়, তোল্, বাবা!
(ভগ্নদূতকে উভয়ের নৌকায় উত্তোলন)

২য় রাক্ষস।—কেমন—বাঁচলি তো?

ভগ্নদূত।—না আঁচা'লে বিশ্বেস নেই।

১ম রাক্ষস।—সে কি?

ভগ্নদূত।—দাঁড়া, চাদ্দিক দেখি।
যতক্ষণ না ডেঙ্গায় নাই,
ততক্ষণ ভরসা নাই
বেঁচে আছি, কি ম'রে আছি।

২য় রাক্ষস।—কেন?

ভগ্নদূত।—মুখপোড়াটা যদি দেখ্‌তে পায়,
তা' হ'লে এবার একটা নয়—
মিনুটেই যা'বে যমালয়।
তাই বোল্‌চি,
এখন চুপ্ চুপ্ ডেঙ্গায় উঠে
চোঁচা দৌড় দে পালাই ছুটে।

১ম রাক্ষস।—তবে তবে তাই চ।

ভগ্নদূত।—র র, একটু র।
হ্যাঁ রে অশ্বনাদ!
আমি যে জলে পোড়েচি,
তোরা জান্‌লি কেমন কোরে?

২য় রাক্ষস।—আমরা দাঁড়িয়েছিলুম দূরে,
তুই যখন ঘুরুতে ঘুরুতে উড়ে
ডানাভাঙা হাড়গিলের মত
প'ড়লি জলে ঝপাৎ কোরে,
তখন আমরা দেখেছিলুম,
আর অম্নি নৌকো নিয়ে সটান্ এলুম।

ভগ্নদূত।—বন্ধুর কাজই তো এই,
তোদের মত বন্ধু নেই।
আমার আশায় রাজা বোসে আছে,
যাই চ এখন তেনার কাছে।

[নৌকা বাহিয়া সকলের প্রস্থান।

দূরে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম।—বৎস,
না জানি রাক্ষসবংশে বীর কত;
প্রতিদিন প্রতিবাদী বীর আসে,
দিবাযুদ্ধে নিশাযুদ্ধে অবিশ্রাম যুঝি,
তথাপি না হয় শেষ,—
লঙ্কাপুরী হেন বীরপুরী।
শিশু তুই, লক্ষ্মণ রে,
আমারে করিতে তুষ্ট
কোমল শরীরে কষ্ট কত পাস,
বার বার কত বার করি মানা,
তবু তুই না শুনিস্ কথা;
পাস্ ব্যথা, দিস্ ব্যথা প্রাণে।
কবে বিধি আমা' দোঁহাকার
মনোবাঞ্ছা পুরাইবে!
কবে হ'বে সীতার উদ্ধার!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য,
দাবানল দহে যথা বন,
দহি'ছে তেমন
তব তেজ এ লঙ্কারে পলে পলে;
প্রায় বীরশূন্য লঙ্কাপুরী,
অরিকুল প্রায় গো নির্ম্মূল,
মনোবাঞ্ছা আমা' দোঁহাকার,
মনোবাঞ্ছা জননী সীতার
অবিলম্বে হইবে সফল।
বীরবলে বলী দশানন

দুর্ব্বল হ'য়েছে নিজ দোষে,
তব রোষে না দেখি নিস্তার আর তা'র,
ছার খার হইবে অচিরে।

রাম।—পুনরায় করি মানা,
আজ হ'তে শিবির-ভিতরে থাক্, ভাই,
কাজ নাই যুঝি' তোর আর;
করিব সংহার রক্ষোগণে
খর বাণে রণাঙ্গনে নিজে।
মা সুমিত্রা কি বলিবে মোরে?—
বলিবে রে
'কি কঠিন রাম তুই,
লক্ষ্মণেরে এত কষ্ট দিলি,
অস্ত্ররেখা এতই আঁকিলি
কোমল শরীরে তা'র।'
লক্ষ্মণ!
সে কথা বাজিবে বড় বুকে,
মুখে না সরিবে ভাষ—কি দিব উত্তর।

লক্ষ্মণ।—দাদা!
মা আমার বড়ই রুষিবে মোর প্রতি,
যদি নাহি মাতি রণে অরাতি-নিধনে।
আসিবার কালে বলিলা জননী—
'কি সম্পদে, কি বিপদে, কি দুঃখে, কি সুখে
ছায়া-সম থাকিবি রামের,
না ছাড়িবি ক্ষণতরে তাঁ'রে।
সে কথা এখনো জাগে মনে,
তবে, বল গো কেমনে
মাটীর পুতুল-সম থাকিব নিশ্চল?
কেন শঙ্কা মোর তরে?
ও পদ-প্রসাদে
অবাধে বধিব নিশাচর।

পুষ্পপূর্ণ পাত্র লইয়া বিভীষণের প্রবেশ।

রাম।—দাও, মিত্র, ফুলদল,
পূজিব সাগরদেবে।
যদি পাপ হ'য়ে থাকে
মকরাক্ষ রাক্ষসের
গোবাহিত রথ হ'তে উড়া'য়ে গোপনে দূরে,
সে পাপ মোচন হ'বে জলধি-পূজনে।

(রামের সমুদ্রপূজা)

জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী,
সিন্ধু, সরস্বতী, মহানদী,
কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা,
সরযূ, কৌশিকী, ভদ্রা,
তুঙ্গভদ্রা, ব্রহ্মপুত্র, বেণা,
নর্ম্মদা প্রভৃতি সব নদী
তব জলে ঢালে পুত বারি,
মহাপুণ্যদাতা তুমি, হে সরিৎপতি!
করি নতি চরণে তোমার,
মুক্ত মুক্ত পাপ মোর।

(সকলের প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান।

শূন্যে ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা।—আমার আদেশে
মায়া মোহ দোঁহে মিলি'
সিন্ধুগর্ভে আছে লুকাইয়া।
প্রয়োজন হ'লে,
কার্য্যসিদ্ধিকালে ডাকিব সে দোঁহে।
কার্য্যসিদ্ধি চাহি এবে,
ডাকি দোঁহে,
ব'লে দি কৌশল।
অবিলম্বে সিন্ধুতল ছাড়ি'
উঠ, মায়া!
উঠ, মোহ!

সিন্ধুগর্ভ হইতে মায়া ও মোহের উত্থান।

উভয়ে।—(প্রণাম করিয়া)—
জয় জয় বিধাতার জয়!

ব্রহ্মা।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

মায়া।—কি আদেশ পালিব উভয়ে,
আদেশহ, বিশ্বশক্তি বিধি?
ব্রহ্মা।—রাম-শরে মকরাক্ষ দুষ্ট নিশাচর
আজ হইল নিপাত;
কিন্তু
কালি বড় ঘটিবে জঞ্জাল,
আসিবে তরণীসেন বিভীষণ-সুত
সমর-প্রাঙ্গণে রাম সনে যুঝিবারে।
শ্রীরামের মিত্র বিভীষণ,
তা'র পুত্র বীরেন্দ্র তরণী।
বুঝে যদি রাম
তরণী মিতার পুত্র,
কভু না যুঝিবে তা'র সনে।
আর এক কথা—
এক মাত্র প্রিয় পুত্রে যদি বিভীষণ
সমর-প্রাঙ্গণে হেরি'
পুত্র-স্নেহে আকুলি বিকুলি করে,
তা' হ'লেও ঘটিবে বিভ্রাট,
শত্রুঘাতী ধনুঃশর ফেলিবেন রাম।
এই হেতু কহি,
তোমা' দোঁহে মিলি'
স্পর্শ কর বিভীষণ-কায়,
পুত্র-স্নেহ কাড়ি' লহ তা'র,
ভ্রমজালে জড়াও কৌশলে।
মায়া।—দয়াময়,
এ যে বড় সুকঠিন কথা,
পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন,
কেমনে হেরিবে পিতা!
আমিও রমণী হ'য়ে
কেমনে করিব হেন কাজ?
দিবে লাজ গঞ্জনা আমারে
যেথা সেথা কথায় কথায়
তোমারি জগত-জনে।
পাঁতি পাঁতি করি'
একত্রে মিলাই আমি সবে,
এই যে আশার গ'ড়েছ আমায়,
কেন তবে বিপরীত আজ?
এ বিয়োগ-কাজ সাজে কি আমারে?
মোহ।—বিধাতা,
বাস্তবিক কথা,
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে;
মায়া যা' বলিল,
আমিও তা' বলি—
'পিতার সম্মুখে পুত্র ত্যজিবে জীবন,
কেমনে হেরিবে পিতা!'
দাসের একটি নিবেদন—
কাজ কি তরণীসেন-বধে?
অন্য কোন সদুপায়ে
রাম উদ্ধার করুন সীতা
বধি' দুষ্ট দশাননে।
ব্রহ্মা।—যা' বলিলে, সত্য কথা,
কিন্তু কি করিব আমি?
ভাগ্যলিপি কে করে লঙ্ঘন?
আমিও ভাগ্যের বশ,
অন্য পরে কিবা কথা?
মোহ।—ভাগ্য আমি নাহি বুঝি,
বুঝি শুধু তোমারে, বিধাতা!
মায়া।—যেই ভাগ্য, সেই তুমি, বিধি!
যেই তুমি সেই ভাগ্য জানি।
কেন তবে এ ছলনা?
ব্রহ্মা।—মায়া!
ছলনা কিছুই নয়,
যা' হ'বার তা'ই হয়,
মোর বিশ্ব ঘটনা-সঙ্কুল;
পলে পলে ঘটনার স্রোতে
ভেসে যায় জীবকুল!
ঘটনাই জগতের প্রাণ,
ঘটনাই রচনা আমার,
ঘটনাই বিধাতৃ বিশ্বাস।
যে দিন দেখিবে
ঘটনার নাহি নাম,
সেই দিন বিশ্বধাম নামশূন্য হ'বে,

কিছু নাহি র'বে,
র'বে শুধু অন্ধকার।
তেঁই বলি
ছলনা কিছুই নয়,
ভাগ্য-লিপি অবশ্যই ফলে।
মায়া।—তরণীর কিবা ভাগ্যলিপি ?
ব্রহ্মা।—পুত্র পায় পিতৃগুণ,
তেঁই বিভীষণ-সম
তরণীও রামের কিঙ্কর,
প্রাণ তা'র রামভক্তিভরা।
মায়া।—তবে কেন রাম-করে বধ্য কর তা'রে ?
কেন নাহি আন রাম-পাশে ?
পিতা পুত্রে মিলি'
সেবিবে রামের পদ।
ব্রহ্মা।—কি করিব, মায়া !
কভু ভাগ্যলেখা চাপা রাখা নাহি যায় ;
ভাগ্যের বন্ধনে বাঁধা হ'য়ে
তরণী ক'রেছে ইচ্ছা
রণে মরিবে রামের শরে ;
সে ইচ্ছা তাহার কে করে লঙ্ঘন ?
অবশ্যই হইবে পূরণ।
মায়া।—বড়ই বিচিত্র কথা !
কি দিব উত্তর আর !
মোহ।—অদ্ভুত বচন করিনু শ্রবণ,
চমৎকার ভক্তি-পরিচয় !
ব্রহ্মা।—ডুবি' রহ উভে পুন,
এখনি আসিবে বিভীষণ।
যা' বলিনু,
থাকে যেন স্মরণ সে কথা।

(ব্রহ্মার অন্তর্ধান)

মায়া।—বিধির কঠিন আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু, বড় দুঃখ হয়,
আহা,
পুত্রহারা হ'বে পিতা মাতা !
যা'ই হোক,
পূর্ণরূপে মায়া নামে কভু
কলঙ্কের রেখা না আঁকিব।
মোহ।—না দেখি উপায় আর,
অহো,
ভাগ্যলিপি এতই জটিল !
হের, মায়া,
ওই আসে বিভীষণ,
সাগরে মগন হই দোঁহে।

(উভয়ের সাগরে মগ্ন হওন)

ঘটহস্তে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ :

বিভী।—আহা, কি সৌভাগ্য মোর ;
বিশ্বপূজনীয় হরি
ত্রেতাযুগে রাম-অবতারে
তারিতে আইলা মোরে,
মিত্র বলি' দিলা কোল ;
আহা,
পরম দয়াল রাম।
রাজা দশানন !
এখনো ফিরাও মন,
দাও ফিরি' রামের জানকী ;
এস এস, ভাই ভাই মিলি'
সেবা করি রামের চরণ ;
কি যে সুখ এ পদ-পূজনে
এখনি বুঝিবে, দাদা !
পার্থিব অতুল ধনরাশি
যা'বে ভাসি' কালের সাগরে।
কিবা তব এক লঙ্কাপুরী ?
কোটি কোটি লঙ্কাপুরী
তুচ্ছ মূল্যে বিকায় এ পদে ;
ধরায় রামের পদ স্বর্গের বিভব।
ফিরে দিয়ে জানকীরে
নতশিরে করি' যোড় পাণি
ঘাট মানি' মাগ ক্ষমা,
রমাপতি হ'বেন সদয়,
নাহি র'বে মরণের ভয়,

নিশ্চয় বাঁচিবে বহু যুগ ;
না র'বে রমণী-চুরি-কলঙ্কের রেখা,
দিবে দেখা সৌভাগ্য তোমার।
হা, কিবা কহি আমি ?
দর্পী দশানন
শোনে নি বচন মোর,
শুনিবে না পরেও কখন ;
মতিচ্ছন্ন হ'লে
লোকে হিতকথা নাহি ভালবাসে,
ভালবাসে যমের প্রসাদ।
যাই এবে এই ঘটে সিন্ধু-বারি ল'য়ে,
সূর্য্যপূজা অস্ত্রপূজা করিবেন রাম,
মনস্কাম পূর্ণ হোক তাঁ'র।

সমুদ্রজলে ঘট পূর্ণ করিয়া গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে অলক্ষ্যে মায়ার উত্থান ও বিভীষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ।

(সচকিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া)—
এ কি হ'ল আচম্বিতে,
কে ছুঁইল পৃষ্ঠ মোর ?
কই, কা'রেও না দেখি,
স্পর্শ-ভ্রম হইল কি মোর ?
হ'তে পারে।
ভ্রমময় জীবের জীবন কায়।

পুনর্ব্বার গমনোদ্যোগ, এমন সময়ে অলক্ষ্যে মোহের উত্থান ও বিভীষণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ।

আবার আবার এ কি,
পুনরায় পৃষ্ঠ পরশন !
ভ্রম নয়, বাস্তবিক কে ছুঁইল মোরে।
কিন্তু কা'রেও না দেখি,
শূন্যময় দশ দিক্,
বোধ হয়, এ কোন ছলনা।
দেখ, কি কথায় কোন্ কথা আসে,—
শূন্যময় দশ দিক্,
বাস্তবিক, এক ব্রহ্ম বই,
শূন্য—শূন্য—শূন্যময় সব ;
কেহ নয় কা'র,
নিজেও নিজের নই শূন্য বই ;
কেবা কা'র পুত্র ?
কেবা কা'র পিতা ?
কেবা কা'র পতি ?
কেবা পত্নী কা'র ?
কেবা বন্ধু, কেবা কন্যা, কেবা কা'র ভ্রাতা ?
রামরূপী ব্রহ্ম বই
অনন্ত নশ্বর বিশ্ব আঁধার আঁধার—
মহাশূন্যময়—কেবল ছলনাময় !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—শোভার কক্ষ।

শোভা ও কলার প্রবেশ।

উভয়ে।— (গীত)

মুলতানী—জলদ একতালা।

প্রাণ গা রে ! মন গা রে,
নিখিল ভুবন ভাবে মগন
হইয়ে ভাবে যাঁ'রে ॥
প্রাণারাম রামনাম
গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পা'বি একাধারে।
অনন্ত মরভূ-মাঝে ভিজিবি সুধাধারে ॥

শোভা।—যাই, ভাই, বেলা হ'ল,
দাদা তব, আমার আশায়
আছেন কুসুম-বনে ;
সুরভি চন্দন নিয়ে যাই,
চন্দনে মাখা'য়ে ফুল
উদ্দেশে পূজিব দোঁহে রামের চরণ।

কলা।—আমিও অশোকবনে যাই,
মা আছেন জানকীর পাশে ;
মার সনে মিলে
শুনি গে সীতার মুখে রামের কাহিনী।

শোভা।—এখনো বালিকা তুই,
সাবধান,
যেথা সেথা আত্মভোলা হ'য়ে
রামনাম গা'স্ নাকো,
রক্ষোরাজ বড়ই কঠিন,
গালি দিবে,
তাড়না করিবে,
তাইবী বলিয়া না করিবে ক্ষমা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—অশোকবন।

সীতা ও সরমা।

সরমা — (গীত)

বসন্তবাহার—ত্রিতালী।

ফুল ফুলদল দে রে তরুদল !
আধ ফোটা ফুল দে দে লতিকা !
কুসুম খুঁটি' খুঁটি'
সৌরভ লুটি' লুটি'
না যাও ছুটি' ছুটি' পাগল বায়ু,
গাঁথিব সৌরভময়ী ফুল-মালিকা।
গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
ভ্রমর ভ্রমরী,
ফুলকুল-মধু হরি' না যাও ধাই,
না ছুঁয়ো মঞ্জুল বঞ্জুল যূথিকা।
গাঁথিব ফুল সনে কোমল কলিকা।

দাসীর দাসীর যোগ্য নহি,
কিন্তু মোরে 'সখী' বলি'
কতই আদর কর, রাম-আদরিণি !
রাক্ষস-ঘরণী আমি,
কিন্তু মোরে প্রাণসম ভাবি'
কতই আনন্দ পাও, আনন্দদায়িনি !
কত যে গৌরব এতে মোর,
কি ক'ব কথায় খুলি' ?
কিঙ্করীর গাঁথা ফুলমালা পর গলে,
নিরখিয়া জুড়াই নয়ন।

সীতা।—সখি, পতিহারা নারী আমি,
রাজপুত্র পতি মোর
অভাগীর ভাগ্যদোষে বনচারী ;
কি বিচারে পরিব এ মালা, সুভাষিণি ?
বিধি যদি দিন দেন,
পরিব তোমার মালা গলে।
দাও এবে ফুলমালা,
অশ্রু-জল-চন্দন লেপিয়া
উদ্দেশে প্রদান করি
আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণেশের পদে।
সার্থক হইব আমি,
সার্থক হইবে তুমি,
সার্থক হইবে ফুলমালা।
(সরমার হস্ত হইতে পুষ্পমালা লইয়া)—
প্রাণসখী সরমা সুন্দরী
গেঁথেছে সাধের ফুলমালা,
পূরুক্ তাহার সাধ,
লহ, বায়ু, উড়া'য়ে এ হার,
দাও মোর পতির চরণে।
যদি পতিপদে রহে মতি,
যদি পতি বই অন্য নাহি জানি,
যদি মানি মহাগুরু বলি'
মহাবলী ধনুর্ধারী রামে,
এখনি উড়িয়া যাক্ মালা,
শূন্য-পথে করি' খেলা
পড়ুক অচিরে গিয়ে শ্রীরামের পায়।

(গীত)

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

উড়ে যা' উড়ে যা' ফুলমালা।
যে চরণে যোগ-ফুল বনবাসী যোগী ঢালে,
মোর মন-ফুল করে খেলা॥

বনজগণের কালে
যে রাঙা চরণ-তলে
ফোটা ফুল দিল ঢেলে,
কোটি বনলতা-বালা ;—
সে চরণে যা' রে যা' রে ফুলমালা এই বেলা ॥

যাও মালা !

[সীতার হস্ত হইতে পুষ্পমালার শূন্যে প্রস্থান।

রমা।—ধন্য ধন্য, সতী তুমি,
ধন্য পতিভক্তি তব,
ধন্য আজি কিঙ্করী সরমা।

বেগে কলার প্রবেশ।

লা।—(সরমার প্রতি)
মা—ও মা !
আশ্চর্য্য দেখিনু পথে,
শূন্যপথে হেলি' দুলি' লুটিয়া লুটিয়া
যাই'ছে ছুটিয়া ফোটা ফুলমালা
রামের শিবির পানে !
হাঁ মা,
কেন এ ঘটনা ?

রমা।—বাছা,
গাঁথিনু ফুলের মালা
দোলাইতে সীতার গলায়,
উদ্দেশে সে মালা
দিলা সীতা রামের চরণে,
উড়িল পবনে মালা।
আমিও গো তোর মত হ'য়েছি বিস্মিত।

লা।—আঁ্যা !—বল কি, মা !
(সীতার প্রতি)—
মা জানকি !
আমারো হ'য়েছে বড় সাধ,
এনেছি মা সাজী ভরি'
অফুটন্ত ফুটন্ত কুসুম ;
এগুলিও দে না, মা, রামের পায়।
মায়ের আমার পুরাইলি সাধ,
মেয়েটিরো সাধ পুরা না, মা !

সীতা।—বাছা,
ধর তুলি' ফুলসাজী.
তোরি কর হ'তে উড়ুক কুসুমচয় ;
দয়াময় দয়া করি' ধরিবেন পায় !
ভক্তাধীন রাম
নহে বাম ভক্তেরে কখনো।
উড় উড়, ফুলকুল !

(সাজী হইতে পুষ্পরাশির উত্থান)

কলা।—(দেখিতে দেখিতে ও নাচিতে নাচিতে)

(গীত)

পিলু—খেম্‌টা।

রামের দু'টি রাঙা পায়
আমার ফুল ক'টি উড়ে যায় ॥
যে গাছ থেকে তুলেছি ফুল,
সে গাছগুলি ওই চায় ॥
আকাশ-কোলে হেসে দুলে
অন্য দিকে যাস্ নি ভুলে,
রবির তাপে শুকিয়ে যা'বি,
যা' চ'লে ফুল, মেঘের ছায় ॥

(পুষ্পরাশির অন্তর্ধান)

মা জানকি !
ঐ চ'লে গেল ফুল।
আমি গিয়ে দাদাকে এ কথা বলি।

[প্রস্থান।

সরমা।—চল, সখি, ওই ধারে,
মালা গাঁথিবার ইচ্ছা
দ্বিগুণ জাগিল মনে,
দেখাইয়া দিবে চল মালার গাঁথনি,
গাঁথিব নূতন মালা—রাম-নাম-লেখা।

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—উদ্যান।

তরণীসেন।

তরণী।—তরণী রে, বল্ রাম রাম,
যে রামের নামে পাপিকুল তরে,
যমদণ্ড ফেলে যম,
নিরয় ত্রিদিব হয়,
ঘুচে ভয়,
নাহি রয় শোক তাপ,
তরণী রে, বল্ সেই রাম-নাম।
যে রামের নামে
উপবন শোভা করি' হাসে ফুলকুল,
মধু ঝরে ফুলমুখে;
যে রামের নামে
ফুলের সৌরভ ল'য়ে উড়ায় পবন;
যে রামের নামে
শাখিশাখে পাখী ডাকে—"জয় জয় রাম!"
যে রামের নামে
ব্রহ্মানন্দ খেলে তোর প্রাণে,
তরণী রে, বল্ সেই রাম-নাম।—
জয় জয় রাম!
রাম! শুনেছি পিতার মুখে
পরম দয়াল তুমি,
বিশ্বপতি বিশ্বগতি বিশ্বরূপ হরি,
ভক্তের কারণ
যুগে যুগে হও অবতার,
রাম অবতারে আইলে ত্রেতায়
ভক্তজনে তারিবারে।
জানি আমি
ভক্তের বাসনা তুমি,
পুরা'ও বাসনা মোর, প্রভু!
বলিব না মুখ ফুটে
কি বাসনা জেগে উঠে মনে;
মনোময়,
নিজেই বুঝিয়া সেই বাসনা পুরাও।

আকাশবাণী।—তরণী রে,
পুরিবে বাসনা তোর,
হের হের দশ অবতার।

তরণী।—জয় জয় রাম!

সরমা, শোভা ও কলার প্রবেশ।

সরমা।—এখনো কি হেতু, বাছা,
কুসুম চয়ন কর নাই?

শোভা।—এনেছি চন্দন,
চন্দনে ডুবা'য়ে ফুল
পূজ রাম নারায়ণে।
এস এস,
সবে মিলি' তুলি ফোটা ফুল।

তরণী।—এত দিনে সচন্দন ফুলদলে
সার্থক হ'য়েছে রাম-পূজা।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র
নেহারিবে এখনি নয়নে।
দয়াময়!
দাও দেখা দশ অবতারে।

(সহসা উদ্যানমধ্যে সমুদ্রগর্ভে
বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের
আবির্ভাব)

তরণী।—শ্রীরামের মৎস্যরূপী প্রথমাবতার
হের এই সম্মুখে সবার।

স, শো, ক,।— (গীত)

গৌরী—একতালা।

জয় জয় মীন অবতার!
আধ মীন, আধ নীল নীরদ আকার।
চতুর্ব্বেদ চতুর্ভুজে,
হৃদয়ে কৌস্তুভ রাজে,
পুরট মুকুট সাজে উজলি' আঁধার॥

নীল কারণ-সিন্ধু,
লীন বিশ্ব সূর্য্য ইন্দু,
আকাশ নিনাদি' জাগে অনাদি ওঙ্কার।

(সহসা সমুদ্রতটে বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের কূর্ম্মরূপী দ্বিতীয়াবতার।

স, শো, ক,।— (গীত)

গৌরী—ঝাঁপতাল।

অতল জলধি-তলে মহাকূর্ম্ম অবতারে
হেলায় ধরিলে পৃষ্ঠে নিজ সৃষ্ট বসুধারে।
আধ কূর্ম্ম ভীমরূপ,
আধ বিষ্ণু নীলরূপ,
আধ কঠিন, আধ কোমল,
অগাধ সিন্ধু-জল-মাঝারে॥

(সহসা নদীতটস্থ অরণ্যে বিষ্ণুর হিরণ্যাক্ষ-বধোদ্যত বরাহ অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের তৃতীয়াবতার বরাহ মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

বরাহ-বদন, তীক্ষ্ণ দশন, বৈরি-ত্রাসন ভীম কায়।
আধ শরীর, নীল গভীর, কর্দ্দম নীর লিপ্ত তা'য়॥
সিন্ধুতল হ'তে তুলি' ধরণী
রাখিলে তপন-আলোকে আনি',
জীয়া'লে কোটি কোটি প্রাণী,
হিরণ্যাক্ষে বধি' মহাগদায়॥

(সহসা কক্ষমধ্যে বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপু-বধোদ্যত নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের চতুর্থাবতার নৃসিংহ মুরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

স্ফটিক-স্তম্ভ করি' বিদার,
আধ সিংহ, আধ নরাকার,
স্তম্ভিত করি' দানবপুরী
ভীম মূরতি সাজি'ছে।
হরিনামদ্বেষী, সুরনররিপু
দানবপতি হিরণ্যকশিপু,
দন্ত নখে তব হ'য়ে বিদীর্ণ,
জানুর উপরি লুটি'ছে॥

(সহসা যজ্ঞভূমিতে বিষ্ণুর বামন অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের পঞ্চমাবতার বামন মূরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

সারঙ্গ—একতালা।

বলির গর্ব্ব খর্ব্বকারী, সর্ব্বপূজ্য খর্ব্বকায়।
ইন্দ্র-বিপদ দূর করিলে ত্রিপাদ ভূমি নিয়ে ত্রিপায়॥
ক্ষুদ্রতম হ'তে বৃহত্তম দেহ
পলকে ধরিলে, ত্রিলোক ছাইলে,
তৃতীয় চরণ বলি-শিরে দিলে,
দাতা বলি রাঙা পায়ে লুটায়॥

(সহসা তপোবনমধ্যে বিষ্ণুর পরশুরাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের এই,
শ্রীরামের ষষ্ঠ অবতার
কুঠারী পরশুরাম জলন্ত মুরতি।

স, শো, ক,।— (গীত)

মধুমাধব—ঝাঁপতাল।

ঘোর পরশুধর ক্ষত্রিয়নাশী।
রোষকষায়িত জ্বলন্ত লোচন,
ভীম কাল-ভুজ ত্রিলোকত্রাসী॥
জটপট জটজুটজাল,
দলমল রুদ্র-অক্ষি-মাল,
ভস্মলিপ্ত বিশাল ভাল,
রক্তলিপ্ত ছালবাসী।

(সহসা রাজসভাতলে বিষ্ণুর রাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের সপ্তমাবতার
প্রাণারাম রাম-মূর্ত্তি।
এই মূর্ত্তি প্রাণে আঁকা মোর,
এই মূর্ত্তি পূজি ভজি,
এই মূর্ত্তি পূজে পিতা মাতা,
এই মূর্ত্তি পূজনীয় তোমা' দোঁহাকার।
ভক্তিভরে করি প্রণিপাত।

(সকলের প্রণাম)

স, শো, ক,।— (গীত)

বাহার—একতালা।

আসন'পরি কার্ম্মুক ধরি', রাজেন হরি রাম দয়াল।
বামে শোভিতা, প্রেমের সীতা, হেমের লতা বেড়ি' তমাল॥
এক ভাগ স্নেহ, তিন ভাগ দেহ,
ভরত, শত্রুঘন, লক্ষ্মণ ভাই;—
ভরত শত্রুঘন চালয়ে চামর,
লক্ষ্মণ-করে শোভে ছত্র বিশাল॥
ভক্তি আপনি, ভক্ত পাবনি,
রক্ত চরণ-তলে লুটে কপাল॥

(সহসা যমুনাতটস্থ কদম্বমূলে বিষ্ণুর বলরাম অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের অষ্টমাবতার
বলরাম মূরতি সুন্দর।
ভবিষ্য দ্বাপর যুগে
এই মূর্ত্তি ধরিবেন রাম,
শুনেছি পিতার মুখে,
তোমরাও শুনেছ সে কথা।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী—একতালা।

যমুনার বারি, বহে ধীরি ধীরি, চাহে ফিরি' ফিরি' কদম্ব বামে।
ধবল সুঠাম, বলী বলরাম, জলধর শ্যাম অনুজ বামে॥
রামের করে হল বিরাজে,
শ্যামের করে মুরলী সাজে,
রুণু রুণু নূপুর বাজে,
গল শোভে বনফুলের দামে॥

(সহসা পর্ব্বতোপরি বিষ্ণুর বুদ্ধ অবতারের আবির্ভাব)

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের নবমাবতার
তপোরত বুদ্ধমূর্ত্তি।
ভবিষ্য পাপের কলিযুগে
এই মূর্ত্তি ধরিবেন রাম।

স, শো, ক,।— (গীত)

পাহাড়ী খৎ।

"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মহাধর্ম্ম প্রচারিতে
বুদ্ধ অবতারে হরি অবতীর্ণ অবনীতে।
মহাযোগী মহাধ্যানে
বুদ্ধগয়া শৈল ধামে
মহাযোগে দয়া যোগ
করি'ছে পাপীর চিতে॥

(সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণুর কল্কি অবতারের আবির্ভাব

তরণী।—হের হের,
শ্রীরামের দশমাবতার
অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি।
ভবিষ্যৎ কলিযুগে
পূর্ণরূপে হ'বে যবে পাপের সঞ্চার,
না রহিবে ধর্ম্মলেশ,
সেই কালে এই মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীরাম
নিস্তারিবে ধরণীরে পাপস্রোত হ'তে।

স, শো, ক,।— (গীত)

নট-নারায়ণ—ঝাঁপতাল।

কৃপাণ-মুখে চমকে দামিনী,
ফলক-বুকে ঝলকে অগিনি,
তুরগ-খুরে দমকে মেদিনী,
উল্কাপাতে কল্কি ধায়।

রণভূ-মাঝে ম্লেচ্ছ লোটে,
ছিন্ন কণ্ঠে রক্ত ছোটে,
লণ্ড ভণ্ড কলি পাষণ্ড,
খণ্ড খণ্ড খাণ্ডা-ধার॥

তরণী।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

স, শো, ক,।—জয় জয় শ্রীরামের জয়!

সরমা।—জানকীরে দি'গে এই মঙ্গল-বারতা।

তরণী।—মা গো,
সাবধানে থেকো তুমি;
পুত্রবধূ, তনয়ারে সাবধান করি'
রাখিও নিয়ত;
দেখো, যেন না হয় প্রকাশ
এ গূঢ় ব্যাপার লঙ্কাপুরে।
রামের সেবক বলি' মোরা
ভয়ে ভয়ে কাটি কাল এ কাল আলয়ে;
কেহ নাহি মায়া করে আমা'সবাকারে;
নিশাচর দয়ামায়াহীন,
রাম নামে জ্বলি' ওঠে রোষে;
বিনা দোষে দোষী মোরা;
কঠিন প্রহরা আশে পাশে;
তেঁই বলি, খুব সাবধান।
কেবল জননী জানকীরে
বলিও এ গূঢ় কথা।

[সর]মা।—রাম নাম বিপদের ভেলা,
বিপদের বেলা
তিনই কাণ্ডারী, বাছা, আমা' সবাকার।

[তরণ]ী।—তবু, মা,
এ লঙ্কা রামের বৈরীপুরী,
এই ভাবি'
শঙ্কারে জাগা'য়ে রেখো মনে।

[সর]মা।—রামের কৃপায়
বাসনা পূরুক্ তোর।

[সক]লে।—জয় জয় রাম!

[সরমা, শোভা ও কলার প্রস্থান।

[তরণ]ী।—জ্যেষ্ঠতাত রাজা দশানন!
এখনো অজ্ঞান তুমি,
একবারো ভাবিলে না মনে—
তব লঙ্কাপুরে
আইলেন ভুবন-ঈশ্বর রাম রঘুবর;
একবারো ভাবিলে না মনে
অশোক কাননে
জগতের মাতা সীতা।
রাজবুদ্ধি ধর,
তবু এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন, ছি ছি!
দয়াময় রাম!
দুর্ম্মতি রাবণে দাও অচিরে সুমতি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—অরণ্য।

ব্রহ্মা, মোহ ও মায়া।

মায়া।—পিতা,
আজ্ঞা তব করে'ছি পালন।

ব্রহ্মা।—এখনো অনেক বাকী;
শুন, মায়া!
শুন, মোহ!
তরণী ভক্তির বলে
করিয়াছে রামে বশীভূত;
কথায় কথায়
খেলা করে রামে ল'য়ে;
অদ্ভুত ভক্তের প্রেম,
গুরুশিষ্য নাহি যায় চেনা,
কে যে কা'র অনুগত না পারি বুঝিতে,
বিচিত্র ভক্তির ভাব।
এই এক ভক্তি হ'তে
না জানি কি ঘটে ভবিষ্যতে।
এই সে কারণে কহি,
উভে মিলি' মম আজ্ঞা পালহ আমার,
এ লঙ্কার সর্ব্বজীবে কর আত্মহারা।
মায়া গো!
তবু যেন, কি যেন কি জটিল ভাবনা

পলকে পলকে জাগে মনে।
সকলি হইতে পারে,
কিন্তু গুরুশিষ্যে——
তাই তো, কি করি?
তরণী পরম ভক্ত বৈষ্ণবপ্রধান,
শ্রীরাম ভক্তের প্রাণ;
কঠিন সমস্যা এই বার।

মায়া।—প্রভু! তেঁই বলি
গুরুশিষ্যে নাহি প্রয়োজন
নিদারুণ রণ।

মোহ।—গুরুশিষ্যে বাঁধিবে সমর,
অন্তর কাতর বড় মোর।

ব্রহ্মা।—দু' দণ্ড না যেতে যেতে
সকলি ভুলিলে দোঁহে।
রামের চরণ-ধূলি-বলে
বিধাতার বিধি অবশ্য অটুট র'বে।
তরণীর মোক্ষলাভে
লক্ষ্য মোর জাগে অনুদিন।
লক্ষ্যভ্রষ্ট না করিবে রাম।
চল এবে মোর সনে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—শিবমন্দির।

তরণীসেন, শোভা ও কলা।

তরণী।—দেবদেব মহাদেব!
দেবকুলে একমাত্র যোগী তুমি,
কে যে রাম,
কি যে শক্তি তাঁ'র,
কি যে তাঁ'র অপার মহিমা দয়া,
তুমিই বুঝেছ, ত্রিলোচন।
রামের অনন্ত প্রেমে
আত্মভোলা, ভোলানাথ,
পবিত্র করি'ছ লঙ্কাপুরী।
তোমারি প্রসাদে
অবিরাম রামে ভাবি'
ডুবি' রহি ভক্তিমাখা প্রেমের সাগরে।
নিতি নিতি নতি করি' তব রাঙা পায়
এ দাস তরণী গায় সুধামাখা রাম নাম
মন্দির-দুয়ারে তব, ভব!
আজো গা'ব সেই নাম।
এস, পত্নি!
এস, ভগ্নি!
মিলি' তিনে একতানে
তিন প্রাণ একপ্রাণ করি'
করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া
রাম-নাম-প্রেম-গান গাই;
মহাযোগী শঙ্করে শুনাই সেই গান।

সকলে।—(করতালি ও নৃত্যসহকারে গীত)

ভৈরবী—দাদ্রা।

রাম নামের প্রেম বলবো কত,
রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে,
সেই যেতে পায় রামের কাছে॥
(আমার) হৃদয় মাঝে রাম বিরাজে
বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয়, প্রেমের সাজ ও,
প্রেমরূপে রাম ব'সে আছে॥

[শোভা ও কলার প্রস্থান

তরণী।—মন, ভুলে যা' রে,
প্রাণ, ভুলে যা' রে
সংসারের ছলময়ী মায়া।
তরণী! আপনাহারা হ' রে,
নহিলে না পা'বি দেখা
ভক্তসখা রামে তোর হৃদয়-মন্দিরে।
জপ রাম, তপ রাম,
প্রাণ ভরি' ডাক রাম,

পূজ রাম, ভজ রাম,
মজ মজ শ্রীরামের প্রেমে।
জয় জয় প্রেমময় রাম!

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্র।—খুল্লতাতপুত্র বলি'—ভাই বলি'
বহু অত্যাচার সহি তোর,
কিন্তু নিজ দোষে মজিলি, তরণী!
কত বার করিয়াছি মানা,
তবু না শুনিস্ কথা।
ছি ছি,
কোন্ প্রাণে—কোন্ জ্ঞানে
রাক্ষসের অরি রামে
প্রভু বলি'—গুরু বলি' করিস্ অর্চ্চনা?
ধিক্ তোরে, কুলাঙ্গার!

তরণী।—দাদা!
জ্যেষ্ঠ তুমি, পূজ্য তেঁই,
যা' বল, সকলি সহি,
কিন্তু রামনিন্দা না পারি সহিতে।
বীরত্বে ত্রিলোক-মাঝে
তব পিতা রাবণেরো চেয়ে
কভু কভু শ্রেষ্ঠ তুমি,
কিন্তু, দাদা, এ বীরত্বে তিল পরিমাণে
রামভক্তি থাকিত যদ্যপি,
তা' হ'লে রাক্ষসকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'তে,
বরণীয় পূজনীয় হইতে সবার।
দাদা!
দাসের মিনতি নতি,
রাম-প্রেমে মাতাও পরাণ।
এস এস, দোঁহে মিলি'
একবার ভক্তিভরে বলি রাম রাম।

ইন্দ্র।—ছি ছি, পুন সেই কথা,
বড় ব্যথা লাগে প্রাণে;
সামান্য মানুষ রাম,
ভক্তিভরে ডাকিব তাহারে?
শত্রুর করিব পূজা!
আমার পিতার অন্নে ধরিয়া জীবন
শত্রুরে ভাবিস্ আপনার?
তোর পিতা বিভীষণ
কৃতঘ্ন নীচাশ অতি,
তুইও রে দুর্ম্মতি সেইরূপ;
না হইবে কেন?—
পিতৃগুণে গুণী পুত্র, পিতৃদোষে দোষী,
নিম্বমূলে শর্করার জল
ঢালিলে কি মিষ্ট হয় ফল?
বিষহীন হয় কভু ভুজঙ্গের শিশু?

তরণী।—যে ধার্ম্মিক পিতা হ'তে
আইলাম এ ভবমণ্ডলে,
রাম রাম ব'লে
সার্থক জনম মোর,
ভব-ঘোর ঘুচি'ছে আমার,
অসার বিষয়-ডোর
ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, ভাই,
কেন হেন পিতারে আমার
নিন্দা কর হেন কটু ভাবে?
পিতৃসম খুল্লতাত গুরু যে তোমার।

ইন্দ্র।—গৃহশত্রু পিতা তব,
তা'রি কূট মন্ত্রণায়
এ লঙ্কায় এ ঘোর ঘটনা!
গোপনীয় সন্ধান কহিয়া রামে
নিজ কুল ক্ষয়
করে তোর কুলাঙ্গার পিতা।
ছি ছি,
তা'রেই আবার ধার্ম্মিক বলিস্ তুই!

তরণী।—তোমাদেরি অত্যাচারে
পিতা মোর ছাড়িয়াছে পুরী;
হিত কথা কহিলেন পিতা
সীতা ফিরে দিতে,
ক্রোধে রাজা দশানন
সে কথা হেলিয়া
বক্ষে পদাঘাত করি'
দূর কৈল পিতারে আমার।

ভেবেছিলে মনে সবে—
নিরাশ্রয় পিতা মোর আশ্রয় না পা'বে,
কিন্তু অগতির গতি রঘুপতি
দেবতামূর্ত্তি পদে দিলেন আশ্রয়।

ইন্দ্র।—পিতৃসম তুইও অধার্ম্মিক,
ছি ছি, পিতা মোর তোর সম অধর্ম্মী চণ্ডালে
কেন দেন অন্নজলবাস?
এই বড় দুঃখ মনে।

তরণী।—কেন দুঃখ ভাব, দাদা?
তব পিতারে কহিয়া
আমিও ছাড়িব লঙ্কাপুরী;
প্রতিজ্ঞা আমার
আজ হ'তে তোমাদের অন্নজলবাস
না ছুঁইব আর।

ইন্দ্র।—অধার্ম্মিক কাপুরুষ নরাধম রাম,
দেবে বুঝি অন্নজলবাস?
পিতৃসম হ'বি বুঝি দাস? ভাল—ভাল!

তরণী।—বার বার রামনিন্দা,
ছি ছি, বড় বাজে প্রাণে;
আর না চাই থাকিতে হেথা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র —অবিরাম রাম নাম জপি'
সর্ব্বনাশ করি'ছে তরণী অলক্ষিত ভাবে;
কেহ নাহি ভাবে মর্ম্ম এর,
কিন্তু বুঝিয়াছি আমি—
বিপক্ষের পক্ষে বিভীষণ,
পক্ষ-পক্ষে অলক্ষ্যে তরণী
ছারখারে দিতেছে লঙ্কায়।
পিতাপুত্র উভয়ে সমান;
গোপন সন্ধান
জানায় মানব রামে।
প্রতীকার করিব ইহার,
উচিত না হয় আর
জেনে শুনে সর্পশিশু গৃহমাঝে রাখা।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—রাজসভা।

রাবণ, শুক, সারণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ।

রাবণ।—কি দুর্দ্দিন আসিল লঙ্কায়,
নাহি প্রাণ পায় নিশাচর;
দিনে দিনে বীরশূন্য হৈল লঙ্কাপুরী!
যে যায়, সে নাহি ফিরে আসে,
রাম-শরে মরে রণাঙ্গনে,
না জানি কেমনে রক্ষা হয়
লঙ্কা সহ আত্মীয় স্বজন!
কত পুত্র, কত পৌত্র মোর,
কত জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা কত
হত হ'ল নরবানরের মহারণে।
হায় হায়,
অতিকায়, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, অকম্পন,
ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত, বজ্রদংষ্ট্র,
নিকুম্ভ প্রভৃতি মহাবীর
দিল শির এ কাল সমরে—
শিরে মোর করি' বজ্রাঘাত!
ছলযুদ্ধে শেষে মকরাক্ষ ত্যজিল জীবন!
সারণ!
অগ্রদূত-মুখে শুনি' এ কাল বারতা
অধীর হ'য়েছি অতি,
কি উপায় করি বা এখন!

সারণ।—মহারাজ!
জয় পরাজয় যুদ্ধফল,
না হও চঞ্চল,
বিপদে অধৈর্য্য ভাল নয়।

রাবণ।—মন্ত্রী, শোক বড় মর্ম্মভেদী!

ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

বৎস মেঘনাদ!
নির্ঘাত সংবাদ দিল দূত—

'অকরাক্ষ রাম-শরে হইল নিহত।'
পুত্র রে!
কি করি—কি করি,
না দেখি নিস্তার আর,
লঙ্কা বুঝি গেল ছারখারে!
বুঝেছি বুঝেছি
রামরূপে কাল এসেছে রে!
আর না পাঠা'ব কা'রে রণে,
আমার কারণে
শত শত রক্ষোনারী
ফেলি'ছে অশ্রুর বারি হতাশ হৃদয়ে
পতিপুত্রহারা হ'য়ে!
আমারো হৃদয়
না পারে সহিতে এত শোক!
নিজেই যাইব পুন রণে,
শোক-সমুদ্ভূত রোষে
সংহার করিব রামে,
সীতারে করিব পতিহারা,
কৌশল্যা হইবে পুত্রহীনা।
যাও, বৎস, কহ সারথিরে
অচিরে সাজা'তে রথ।

ইন্দ্র।—কি হেতু অধীর, পিতা?
এত বীর থাকিতে লঙ্কায়
না জুয়ায় তব অস্ত্র-রণ।
যুদ্ধনীতি ভাল জান তুমি,
ক্রমে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতর—শ্রেষ্ঠতম শেষে
রণাঙ্গনে করে রণ।
নিবেদন করি পায়,
নরবানরের রণে
পাঠাও তরণীসেনে।

রাবণ।—বৎস রে,
কনিষ্ঠ সোদর বিভীষণ,
একমাত্র পুত্র তা'র কুমার তরণী,
সরমার অঞ্চলের নিধি;
ইচ্ছা নাহি হয়
পাঠা'তে তরণীসেনে রণে।
মোহবলে বিভীষণে পদাঘাত করি'
লজ্জিত দুঃখিত আমি এবে,
আবার তাহার পুত্রে পাঠাইলে রণে,
লোকে কি বলিবে মোরে?
নিন্দার উপরে নিন্দা হইবে প্রচার,
তেঁই ইচ্ছা নাহি মোর
পাঠাইতে তরণীরে রণে।

ইন্দ্র।—কি আশ্চর্য্য!
এ কি কহ, পিতা!
বিপদসময় কেন নিন্দা ভয়?
বৃথা নিন্দা ভয় করি'
নিজ সর্ব্বনাশ কর নিজে,
ছারখারে যাও লঙ্কাপুরী।
যদি জানিতাম
তরণী দুর্ব্বল শিশু যুদ্ধনীতিহীন,
মানিতাম বাক্য তব।
কিন্তু, পিতা,
বীরে কেন না পাঠা'বে রণে?
ভুবনবিখ্যাত বীর হ'য়ে
সঙ্কটসময়ে
বীরের বীরত্ব কেন পরীক্ষা না কর?

রাবণ।—ইন্দ্রজিৎ!
বীরত্ব যেমন বুঝি,
পুত্রশোকো বুঝি সেইরূপ,
বিভীষণ সরমার প্রতি
বিধি যদি বাম হয়,
মোর মত নিদারুণ শোক
বাজিবে মরমে সে দোঁহার।
স্থির হ, রে প্রাণের কুমার!
নিজেই যাইব আমি রণে।

ইন্দ্র।—(স্বগত)—
এ কি বিপরীত ভাব,
তরণী কি ভুলা'য়েছে পিতারে আমার
সর্ব্বনাশমূল রাম নামে?
হ'লেও হ'তেও পারে,
মহাষড়যন্ত্রী কূট-মন্ত্রণানিপুণ

সে চতুর পিতাপুত্র।
বুঝিয়াছি,
কৌশলে রামের অঙ্কে নাশিয়া সবারে
পিতাপুত্রে লঙ্কারাজ্য করিবে গ্রহণ।
ওঃ! এত দূর আশা মনে!
আর না—আর না,
নিশ্চয় এখনি কণ্টক করিব দূর।
(প্রকাশে)—
পিতা! থাক তবে তুমি,
চলিলাম লঙ্কা ছাড়ি'।
আপনি মজি'ছ,
মজাই'ছ নিজ জনগণে,
তবু তব নাহিক চেতনা।
মঙ্গল না দেখি আর,
যা' ইচ্ছা, তা' কর,
না করিব মানা আর;
এই লও ধনুর্ব্বাণ।

রাবণ।—(স্বগত)—
ঘটনার অদ্ভুত কৌশল
পলে পলে কি যে ভাব ধরে,
কি সাধ্য কে বুঝে তাহা?
বিধাতার ইচ্ছাই ঘটনা,
নহিলে কি হেতু
ইন্দ্রজিৎ নাহি রাখে কথা?
কি করি এখন?
কোন্ দিক্ রাখি?
তরণী রে, যা'বি কি রে রণে?
না না,
পাঠা'ব না তোরে।
কিন্তু—ইন্দ্রজিৎ—
তাই তো, কি হ'বে,
ভাবিয়া উপায় নাহি দেখি!
ইন্দ্রজিৎ লঙ্কা ছেড়ে গেলে,
অৰ্দ্ধশক্তি ঘুচিবে আমার,
আবার
তরণীও রণাঙ্গনে গেলে,
কি জানি কি হয়,
হ'বে লোক-নিন্দা-ভয়,
তা' ছাড়া
শোকের উপর শোক পা'ব!
বিধাতা, কোন্ দিকে যাই,
উপায় না পাই,
অস্থির হইনু অতি;
অগতির গতি!
কি গতি হইবে মোর!

ইন্দ্র।—মহারাজ!
উত্তর না পাই কেন?
নীরবে কি ভাব মনে?
ভাল,
যাহা ভাল বুঝ, কর তা'ই,
প্রণাম চরণে,
চিরতরে লইনু বিদায়।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

রাবণ।—বৎস, স্থির হও;
স্থির হ'য়ে বলি।
(স্বগত)—
প্রখর প্রখর স্রোত
বাধা নাহি মানে আর।
এবে এক কাজ করি,
তরণীরে বিদায়ের কালে
ইঙ্গিতে কহিয়া দিব
নাম মাত্র যুদ্ধ করি' শ্রীরামের সনে
ভঙ্গ দিতে রণে।
জানি আমি
সমরবিমুখে রাম বাম নহে কভু।
নাহি বধে—নাহি বন্দী করে,
আমিই প্রমাণ তা'র।
এরূপ করিলে দুই দিক্ রক্ষা হ'বে।
(প্রকাশে)—
যাও, শুক!
ভেরী-বাদকেরে ল'য়ে করহ ঘোষণা
'নিশাচর সৈন্যসনে

আজি রণে যাইবে তরণী,
রাজার আদেশ এই।'

ক।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ন্দ্র।—চেষ্টা কৈলে কি না হয়?
হয় আজ মরিবে তরণী,
নয় জয়ী হ'বে।
যদি জয়ী হয়—ভাল,
অধীন করিব তা'রে আপন প্রতাপে,
ঘুচাইব রাম নাম।
আর, যদি মরে,
'যা শত্রু পরে পরে',
তথাপি রামের ভক্তে
না চাই দেখিতে লঙ্কাপুরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—দুর্গসম্মুখ।

রাক্ষস-সৈন্যগণ।

রা-সৈ।—বানরগুলোর জ্বালায়
সোণার লঙ্কায় গাছ-বংশ সাবাড় হোলো।
কিন্তু মুখপোড়ারা বড় বোকা,
বুঝচে না যে,
গাছগুলোই তা'দের সম্বল,—
এই বস্যা বল—
এই খাওয়া বল—
আর যা'ই বল—
শুধু সেই এক গাছ,
ব্যাটারা তা'ই উপ্‌ড়ে তস্‌নস্ কোরে।

রা-সৈ।—ঠিক্!—নিরেট বোকা!

রা-সৈ।—আর আমরা
বুঝি খুব্ সেয়ানা—না?

রা-সৈ।—না তো কি?

রা-সৈ।—তা বৈ কি!
নৈলে সেই বোকাগুলোর মুখ খিঁচুনিতে
আর ল্যাজ নাড়ুনিতে
ভেড়ার পালের মত ভ্যা ভ্যা কোরে
এই পড়ি তো এই উঠি কোরে
পালাই কেন?

২য় রা-সৈ।—তুইও যা' বোল্লি, তা'ও ঠিক্।

৩য় রা-সৈ।—বা রে বিদ্যে!
এও ঠিক্—ওও ঠিক্!
তোকে মধ্যস্থি মান্‌লেই চিত্তির আর কি!

২য় রা-সৈ।—আরে না না,
আমি তা' বোল্‌চি নি।
বোল্‌চি——
বানরগুলোর চেয়ে ল্যাজগুলো সেয়ানা!
এই দ্যাখ না,
যখন ব্যাটারা ল্যাজ নাড়ে,
আর আমরা পড়ি কে কা'র ঘাড়ে!

১ম রা-সৈ।—ঠিক বোলেচিস্, দাদা।
ল্যাজটাই সত্যি!
এবার ম'লে,
যা'তে ল্যাজ মেলে,
সেই তপিস্যে কোর্‌বো কোর্‌বো কোর্‌বো,
যা' থাকে কপালে।

৩য় রা-সৈ।—এবার ম'লে
যদি তোর ল্যাজ মেলে,
আমি তোকে কোর্‌বো তেজী
ল্যাজ মোলে মোলে!

১ম রা-সৈ।—আর আমি
এক আছাড়ে দেবো ফেলে!

৩য় রা-সৈ।—কাছে তো গেলে!

১ম রা-সৈ।—হি হি হি হি—হো!

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

২য় রা-সৈ।—ওই রে,
আজ আবার বুঝি কে একটা যায়!

৩য় রা-সৈ।—বড়' কে একটা' নয়,
ঐ একটার সঙ্গে
দশ বিশ হাজার—লাখ্ দু'লাখ্!

শুক ও ভেরীবাদকের প্রবেশ।

শুক।—মহারাজ লঙ্কেশ্বর
তরণীসেনেরে আজ সেনাপতি করি'
পাঠা'বেন মহারণে।
অবিলম্বে সাজ সবে,
পদাতি, নিষাদী, সাদী, হয়, হস্তী, রথ,
নানা জাতি অস্ত্র শস্ত্র,
গম্ভীর সমর-বাদ্য
অচিরে প্রস্তুত যেন রয়।

নেপথ্যে।—জয় রাজাধিরাজ রাবণের জয়!

সকলে।—জয় কুমার তরণীসেনের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

রাবণ, তরণীসেন ও সৈন্যগণ।

রাবণ।—বৎস তরণী রে,
যা' কহিনু, মনে যেন থাকে,
বিপাকে না পড়ি যেন;
সুরমার প্রাণের পুত্তলী তুই,
বুকে যেন তা'র ব্যথা নাহি লাগে।

তরণী।—জ্যেষ্ঠতাত!
কেন ভাব ভয়?
ইষ্টদেব মোর ভয়হারী।
(স্বগত)—
মহারাজ লঙ্কেশ্বর
বড়ই কাতর মোর তরে।
এ কঠিন প্রাণে
এত স্নেহ কে দিল রে ঢেলে?
স্বপ্ন-অগোচর ভাব হেরি'
বিস্মিত হ'য়েছি আমি।
গুরুদেব রাম বুঝি
ফিরাইলা রাবণের মন!
আহা, কি দয়ার খেলা!
রাম!
বড় সাধ জাগে মনে
গুরুশিষ্যে করি' রণ সমর-প্রাঙ্গণে
গুরু-করে ত্যজিব জীবন,
পাইব নির্ব্বাণ-পদ ও পদপঙ্কজে।
এত দিন সুযোগ না পেনু,
না কৈল আরতি রাজা মোরে
তব সনে যুঝিবারে।
মনেই মনের আশা ছিল মিলাইতে।
আজ মোর শুভ দিন,
দীনহীন পা'বে মোক্ষপদ;
ইন্দ্রজিৎ! ধন্য তুমি,
ভাগ্যে তুমি রাম-শত্রু,
তেঁই আজ রাজারে বুঝা'য়ে
সাধিলে পরম হিত মোর;
ভবঘোর মায়া-ডোর
তোমা' হ'তে আজ ঘুচিবে আমার।
শ্রীরামের অপূর্ব্ব মহিমা,
মহাবৈরী ইন্দ্রজিৎ
শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মোর আজ!
রাম!
ইন্দ্রজিতে রাখিও চরণোপান্তে
অন্তিম সময়ে।

রাবণ।—বৎস! কি ভাবিছ?
যা' বলিনু, অন্যথা না হয়।

তরণী।—মহারাজ! কর আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা পুরে যেন মোর।

রাবণ।—গুরুদেব মহাদেব
মনের বাসনা তোর করুন পূরণ।
তরণী রে, পুন বলি—
সাবধানে করিবি সমর,
মোর কথা জপমালা-সম
নিয়ত ভাবিবি মনে।
(জনান্তিকে)—
ক্ষণকাল যুঝি' রাম সনে

ভঙ্গ দিবি রণে।
যদি ভুলে যাস্,
এই হেতু গিয়া আমি প্রাসাদের চূড়ে
তুলিব লোহিত ধ্বজা নিজে ;
সমর-প্রাঙ্গণ হ'তে
যেমন হেরিবি ধ্বজা,
অমনি ফিরিবি,
সাবধান, বিলম্ব না হয়।

রণী।—নাহি ভয়, স্নেহময় তাত !

বণ।—মঙ্গল হউক তোর।

(শিরশ্চুম্বন)

ন্যগণ।—জয় লঙ্কাপতি রাবণের জয় !

রণী।—(স্বগত)—
জয় বিশ্বপতি শ্রীরামের জয় !

[রাবণ ও তরণীসেনের প্রস্থান।

সৈ।—ভাই,
রাজা কাণে কাণে কি বোল্লে ?

সৈ।—বোধ হয়, ফিকির কোরে
ফাঁকি দিয়ে
ওর বাবা বিভীষণকে ধোরে আন্‌তে।

সৈ।—ঠিক,
তা'কে ধোরে আন্‌তে পাল্লে
লড়াই ঝড়াই সব চুকে যায়,
আমরাও বাঁচি।

সৈ।—হাঁচ্চোঁ!

সৈ।—আ মোলো যা,
এমন সময়েও হাঁচি !

সৈ।—চুপ্ চুপ্!—চাঁচাস্ নি,
ভাগ্যি ওরা চোলে গেছে,
নৈলে——হাঁচ্চোঁ।

সৈ।—ফের হাঁচ্‌লি।
এটার নাক মুখ চেপে ধর্‌তো।

সৈ।—তা' হোলে কি হ'বে ?

সৈ।—হাঁচি আট্‌কে যা'বে।

সৈ।—হাঁচি কি, ভাই ?

২য় সৈ।—হাঁচি যমের ডাক।

১ম সৈ।—যম বুঝি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ কোরে ডাকে ?

২য় সৈ।—হাঁ।—হাঁ,
ক্যাঁচ ক্যাঁচ কোরে ডাকে,
আর কাঁচ কাঁচ কোরে কাটে।

১ম সৈ।—তাই বুঝি আজ বা ঘটে।

৩য় সৈ।—আড়াই পা পেছিয়ে যাই চ,
দোষ ফোষ যা'বে কেটে।

২য় সৈ।—আর দোষ ফোষ যা'বে কেটে !
আজ হয় তো
বানরগুলোর পাথরের চোটে
মাথার চাঁটি বা কাটে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী—সরমার কক্ষ।

সরমার প্রবেশ।

সরমা।—আবার বাজিল ভেরী,
কি জানি কাহারে আজ রাজা
পাঠাইবে দারুণ সমরে।
হায় হায়,
নিদারুণ রোষে,
বৃথা দর্প দোষে
মজাইল নিজে লঙ্কাপুরী !
যে যায়, সে নাহি ফিরে,
তবু তা'র না হয় চেতনা।

যুদ্ধবেশে তরণীসেনের প্রবেশ।

এ কি বেশ, তরণী রে !

তরণী।—জননি গো, প্রণমি চরণে।

সরমা।—বাবা,
এ বেশ দেখিলে ভয় হয়,
ফেলে দে রে ধনুর্ব্বাণ !

তরণী।—মা!
যা'ব আজ রণে;
প্রণমি চরণে,
ছেলে তোর চাহে মা বিদায়।
সরমা।—এ কি কথা, বাছা রে আমার!
একমাত্র পুত্র তুই,
কোন্ প্রাণে দিব রে বিদায়!
না না, বাপ্!
কাজ নাই গিয়ে,
শিশু তুই, অঞ্চলের ধন,
সাজে কি রে রণ তোর?
বড়ই দুখিনী আমি,
লঙ্কার সকলে মোরে বাম;
তেঁই কি রে রাজা দশানন
পুত্রহারা করিতে আমারে
সাধিল এ হেন বাদ?
পিতারে তাড়া'য়ে তোর
না মিটিল আশা,
শেষে, তোরে বধিবারে চায়!
হায় হায়,
কি নির্দ্দয় কঠিন রাবণ!
তরণী।—না, মা! না, মা!
রাজার নাহিকো অপরাধ;
সঙ্কট-সময়ে তাঁ'র
কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত রহিব?
যাঁ'র অন্নজলে ধরি প্রাণ,
তাঁ'রে ত্রাণ উচিত, জননি!
সরমা।—তরণী রে!
নিজ দোষে মজে রাজা,
কি দোষ কাহার?
কাজ নাই আর অন্নজলে তা'র,
তোরে, পুত্রবধূটিরে, মেয়েটিরে ল'য়ে
ছাড়ি' পাপ লঙ্কাপুরী
যাই চল্ সাগরের পারে;
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি'
খাওয়াইব তোমা' তিন জনে।
ফেলে দে—ফেলে দে রণসাজ,
রাখ্ আজ জননীর কথা।
তরণী।—মা গো,
কেন কর ভয়?
রাম দয়াময় ভক্তের জীবন,
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,
কিঙ্কর বলিয়া মোরে লইবেন কোলে।
রাম রাম ব'লে
হেরিব শ্রীপদ তাঁ'র,
আপদ বিপদ ঘুচে যা'বে;
পবিত্র হইব, মাতা!
রাক্ষস-জনম মোর হইবে সফল।
শ্রীচরণে ধরি, মা গো,
ভাবি' বৃথা কেন পাও ব্যথা?
আশীর্ব্বাদ করি' পুত্রে দাও গো বিদায়।
সরমা।—রামের চরণ দরশনে
আশা তোর,
কেমনে নিবারি?
কিন্তু, বাপ্! রণবেশে কেন?
ধরিয়া ভক্তের বেশ,
রাম নাম চন্দনের ছাপ
কপালে হৃদয়ে আঁকি',
রামনামাবলী-বাসে উষ্ণীষ বাঁধিয়া,
মুখে রাম নাম বলি'
রামের গোচরে যা', রে রামের কিঙ্কর!
তরণী।—মা,
সে বেশে কেমনে যা'ব?
রাম-বৈরী-পুরে থাকি,
রাম-শত্রু নিশাচরগণ,
তেঁই হেন বীরবেশে যাই;
এই বেশে অভিলাষ হইবে পূরণ।
সরমা।—এ বেশে হেরিলে তোরে রাম
হ'বে বাম রিপু ভাবি';
তাই ভাবি ভয়,
কি জানি কি হয়,
পাছে——

তরণী।—মা,

কেন হেন বিষাদে আকুল ?

কে কা'রে মারিতে পারে ?

কেবা কা'র রিপু ?

এক বিষ্ণু বিশ্বময়,

ভিন্ন ভিন্ন বপু মাত্র হেরি ;

কালেই উৎপত্তি হয়, কালেই বিলয়।

জানিও নিশ্চয়,

জন্ম মৃত্যু নামে কিছু নাই,

রামময় রামময় অনন্ত ভুবন।

তেঁই বলি,

কেন রাম বধিবেন মোরে ?

সরমা।—কি বলিস্, কিছুই না বুঝি।

কাণে কাণে কে যেন কি বলে,

প্রাণে যেন কি আঘাত লাগে!

বাছা রে, বাছা রে,

এবে এক কাজ কর্,—

রক্ষা-লিপি লিখে আনি,

সেই লিপি দিস্ তোর জনকের করে,

নহিলে, কি জানি,

যদি নাহি চেনে রাম তোরে,

কি হ'তে কি বিপদ ঘটিবে।

তরণী।—মা,

মহাজ্ঞানবতী তুমি,

পুত্রস্নেহে কেন ভ্রান্ত আজ ?

কাজ কি মা রক্ষা-লিপি ?

সর্ব্বজ্ঞ দয়াল রাম

এ দাসে জানেন বিধিমতে।

সরমা।—দয়াময় রঘুপতি!

পতি মোর তোমার কিঙ্কর,

আমি তব সীতার কিঙ্করী ;

নিবেদন রাঙা পায়,

পুত্র যায় তোমা' দরশনে,

মনোবাঞ্ছা পুরাইও তা'র ;

ফের যেন ফিরে'পাই অঞ্চলের নিধি।

তরণী।—মা!

বেড়ে যায় বেলা,

বিলম্বিতে নারি আর।

এবে তুমি তুলসীর বনে

রামে পূজা কর গিয়ে।

তব পুত্রবধূ সনে

এ সময়ে না করিব দেখা,

বেলা বেড়ে যায়।

ব'ল তা'রে, মা জননি,

এর পর দোঁহে দেখা হ'বে।

আর এক কথা,—

ভগিনী আমার শিশু কলা,

এ বেশে দেখিলে মোরে বাধা দি'বে যেতে ;

তা'রে মা বুঝা'য়ে রেখো ;

শিখা'য়েছি তা'রে

রাম-নাম-গুণ-গান ক'টি,

সেইগুলি গাওয়াইয়ে তা'রে

রেখো ভুলাইয়ে।

(স্বগত)—

মা!

তোর পক্ষে নিদারুণ কথা

তেঁই আমি না কহিনু খুলি',

কিন্তু, মা জননি!

সাংসারিক-মায়া-মাখা 'মা' বলা আমার

ফুরাইল এত দিনে ;

পত্নী আর ভগ্নীরে সে ভার দিয়ে গেনু।

তরণী রে,

এই বার জন্মের মতন

'মা—মা' বলিয়ে ডাক্!

মা!—মা!

আর না—হইল বেলা—

মা!

অন্তিম প্রণাম তোর পায়,

স্নেহের তরণী যায়—

মা!—মা! অন্তিম বিদায়!

[প্রস্থান।

সরমা।—রাম!
তোমার দয়ার স্রোতে
ভাসাইনু তরণী আমার,
তরণী হইয়ে তুমি
তরণীরে রক্ষা ক'র, হরি!
তরণী কি চ'লে গেল?
তরণী!—তরণী!—কই?
মনে বড় ভয় বাড়ে,
তরণী কি ফিরিবে আবার?
কই!—কই!—
সন্দেহ—সন্দেহ—দারুণ সন্দেহ!
যাই—যাই—কা'রো হাতে দিয়ে
রামের নিকটে
রক্ষা-লিপি দি'গে পাঠাইয়ে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—সমুদ্র-তটে শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

রাম।—হের, মিত্র বিভীষণ!
পুন রক্ষোরণবাদ্য বাজে,
বীর-সাজে কে আবার আসে?
লক্ষ্মণ।—হের, আর্য্য। রাক্ষসের ছলা,
কখন্ কিরূপে আসে,
মর্ম্ম নাহি বুঝি;
বড়ই মায়াবী নিশাচর।
মকরাক্ষ নিশাচর গোবাহিত রথে
আইল যুঝিতে;
এ আবার
তা' হ'তেও ছলা মায়া জানে,
রাম-নাম-লেখা রথে,
রাম নাম লেখা ধ্বজা শত শত উড়ে,
মুখে বলে রাম রাম;
মহাভণ্ড এই নিশাচর।
হনু।—অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া,
রণবাদ্য রাম-জয় রবে বাজায় রাক্ষসগণ;
ছলে বা কৌশলে
আমা'সবে ভুলাইয়ে জিনিবে সমরে;
নিশাচর বড়ই চতুর।
আদেশ করহ দাসে,
কালগ্রাসে পাঠাই রাক্ষসে,
উড়াই ভণ্ডের মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি'।
রাম।—না, মারুতি,
বিলম্ব ক্ষণেক,
অগ্রে বিধিমতে পরিচয় জানি,
তা'র পর যেবা হয় হ'বে।
কহ, মিত্র!
কেবা ওই নিশাচর?
দেখিতে বালক,
কিন্তু জলন্ত বীরত্বে মহাবীর;
লঙ্কাপুরে যত বীর আছে,
তব কাছে সবে পরিচিত;
কহ, সখে!
কে ওই বালক বীর রণে ডাকে মোরে?
বিভী।—দয়াময়,
ওই শিশু রাবণের অন্নে ধরে প্রাণ—
সম্বন্ধে ও ভ্রাতৃপুত্র তা'র—
পরিচয়ে জ্ঞাতি;
ভণ্ড নহে,
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি;
জানি আমি
রাম-নামে সুখী ওই শিশু,
রাম-প্রেমে সংসারে উদাসী।
রাম।—তবে না যুঝিব ওর সনে;
ভক্তেরে কেমনে এড়ি বাণ?
যাও, হনুমান,

অচিরে পশ্চিম দ্বারে,
নিবার নিবার নীল বীরে,—
অন্য যুদ্ধ নাহি হ'বে—রামের আদেশ।

হনূ।—যথা আজ্ঞা, প্রভু!

(গমনোদ্যোগ)

বিভী।—রহ রহ, পবনকুমার!
আমিও যাইব সাথে।
যাইব কি, সখা?

রাম।—যাও, মিত্র!

[এক দিক্ দিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অপর দিক্ দিয়া হনূমান্ ও বিভীষণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্র।

নীল, তরণীসেন ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ।

নীল।—আরে আরে নিশাচর!
কোথা যাস্?
নাহি ত্রাস তুচ্ছ প্রাণে তোর?
পশ্চিম দুয়ারে মোর থানা,
নাহি জানা তোর?

তরণী।—(করযোড়ে)—
বীরবর! কেন রোষ?
ছাড় পথ,
হেরিব রামের পা দু'খানি,
তা' ছাড়া না জানি কিছু;
নাহি ভয়,
শ্রীরামের জয়!

নীল।—কি দুরাশা তোর, দুরাচার!
পশ্চিম দুয়ার হ'বি পার
ফাঁকি দিয়া মোরে?
রাক্ষসের ছলযুক্ত বুঝি;
অগ্রে যুঝি,
তা'র পর যদি পা'স্ প্রাণ,
যাইবি রামের সন্নিকট,
আগে এ সঙ্কট হ'তে বাঁচ্!
হের এই শালগাছ!

তরণী।—কি এক সামান্য শালতরু!
পৃথিবীর কোটি কোটি অরণ্য লুটিয়া
আন বৃক্ষ, বক্ষ দিব পাতি';
কোমল কুসুমাঘাত-সম
মনোরম তৃপ্তির আঘাত
লাগিবে এ বুকে,
যদি মুখে বলি রাম নাম।

নীল—রাক্ষসের চতুরতা
না খাটিবে আমার নিকট।
মরণ নিকট তোর,
দেহ-ঘটে না রাখিব প্রাণ!
ভণ্ড বেটা!
মুখে রাম নাম,
মনস্কাম অন্যরূপ!

তরণী।—কি বলিলে, নীল!
ভণ্ড আমি?
অন্য গালি দেহ মোরে, ল'ব শির পাতি';
কিন্তু রাম নামে ভণ্ড আমি,
এ অসহ্য বাণী নাহি সহে প্রাণে;
এখনি উচিত দণ্ড দিব,
মুণ্ড উড়াইব তব শালতরু সনে।

নীল।—আরে অপগণ্ড শিশু!
ক্ষীণ দেহে এত শক্তি!
তুচ্ছ প্রাণে এত উচ্চ-আশা,—
মহাবীর নীলে দণ্ড দিবি?
মজিলি মজিলি নিজ দোষে।
জয় রাম!

(বৃক্ষোত্তোলন)

তরণী।—জয় রাম!

নীল।—আরে দুষ্ট! এ কি রীতি?
বিপক্ষের বুলি মুখে?
জয় রাম বলা ছলা বুঝিয়াছি তোর,
ভুলাইবি মোরে বুঝি?

আরে রে রাক্ষসা!
কি দুর্দ্দশা করি তোর ব্যাখ্!
(উভয়ের যুদ্ধ ও নীলের মূর্চ্ছা)

[রাক্ষসসৈন্যগণের তাড়নায় কপিসৈন্য-গণের পলায়ন।

তরণী।—কি নীল!
বাক্য কেন নাহি সরে আর?
ভণ্ড বল!
কি ক'ব, রামের দাস তুমি,
নহিলে দ্বিখণ্ড করি' কাটিতাম শির।
মূর্চ্ছিত দশায় রহ।
সাবধান, সেনাগণ,
কেহ না ছুঁইও নীল বীরে,
অস্ত্রাঘাত না করিও দেহে।
(স্বগত)—
তা' হ'লে রুষিবে প্রভু রাম,
না হেরিবে মুখ মোর।
(প্রকাশে)—
এস এস অগ্রসর হ'য়ে।

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—ক্ষান্ত হও, রাক্ষস-বালক!
রামের আদেশ,
যুদ্ধ নাহি হ'বে আজ!
(মূর্চ্ছিত নীলকে দেখিয়া)—
এ কি! এ কি! ধূলায় লুটায় নীল!

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

হের হের, প্রভু-সখা!
সর্ব্বনাশ ঘটিল পলকে!
রাক্ষস-শিশুর বাণে
প্রাণে বুঝি নাহি নীল!

বিভী।—(দেখিয়া)—
এখনো জীবিত আছে,
মূর্চ্ছায় কাতর।
তুলি' ল'য়ে নীল বীরে'
শিবিরে অচিরে যাও তুমি;
শিশুরে নিষেধ করি আমি
রামের আদেশমত না করিতে রণ।

[নীলকে লইয়া হনুমানের প্রস্থান।

বিভী।—তরণী রে!
এ কি!—এ কি বেশ!
জননীরে তোর
কি ব'লে বুঝা'য়ে এলি হেথা?
বাছা, হেথা তোর পিতা,
জেনে শুনে কেন দিতে ব্যথা
এলি, রে প্রাণের পুত্র!

তরণী।—(স্বগত)—
সর্ব্বনাশ!
বুঝি পিতারে দিলেন রাম পাঠা'য়ে হেথায়;
দয়াময় রাম
মোরে বুঝি বাম ভাগ্যদোষে মোর!
কিবা দোষ করিনু শ্রীপদে?
বিপদে উদ্ধার হ'তে এসে
পড়ি বা বিপদে।
না—পিতারে বুঝাই,
ফিরিয়া পাঠাই পুন।
(সৈন্যগণের প্রতি)—
সৈন্যগণ! যাও অন্তরালে,
ডাকিলে আসিবে পুন;—যাও।

১ম সৈ।—যথা আজ্ঞা, বীরবর!
(সৈন্যগণের কিয়দ্দূর গমন)

২য় সৈ।—ও ভাই,
বাপ্ বেটায় কাণাকাণি কেন?

১মসৈ।—আমার মনে ঠেকুচে কি যেন কি যেন।

৩য় সৈ।—বোধ হয়, ঘরে ফিরে নে যা'বে।

১ম সৈ।—ও বাবা! ও কি তেমন বাবা!
ফিরে গিয়ে বুঝি
আবার রাজার লাথি খা'বে?

৩য় সৈ।—তবে কি?

১ম সৈ।—আমার বোধ হয়,

তরণীও যা বাবার সঙ্গে ছেড়ে।
২য় সৈ।—আঃ, তা' হ'লে তো বাঁচি।
লড়ায়ে আজ রেহাই পাই।
১ম সৈ।—মা দুর্গা করুণ্ তা'ই।
তরণী।—কি হেতু বিলম্ব কর?—যাও।
১ম সৈ।—যে আজ্ঞে।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

তরণী।—প্রণিপাত করি শ্রীচরণে,
সন্তানে আশীষ কর,
পুরে যেন মনস্কাম।
পিতা!—পিতা!
কোথা রাম?
বিভী।—বৎস! ছাড়ি' রণবেশ
আয় রে আমার সাথে,
দিব তোর মাথে শ্রীরামের পদধূলি।
তরণী।—এই বেশে হেরিব শ্রীরামে;
রাম-নামে ঘুচে যায় ভয়,
তবে কেন ডর, পিতা!
বাহ্যবেশ বদলি' কি কভু
মিলে সেই ত্রিলোকের প্রভু?
চিত্তবেশ মোর হেন নয়।
পিতা!
দয়া ক'রে বল গিয়া দয়াময় রামে
দয়াযুদ্ধ দেখিবে তরণী।
বিভী।—দয়াযুদ্ধ!
এ কি রে অদ্ভুত কথা,
কখনো শুনি নি কাণে;
যুদ্ধনীতি জানি তো বিশেষ,
কিন্তু দয়াযুদ্ধ নব অভিধান!
পুত্র! এ সূত্র পাইলি কোথা?
তরণী।—পিতা!
তব আশীর্ব্বাদে, রামের প্রসাদে
দয়াযুদ্ধ বুঝিয়াছি।
বিলম্বে ব্যাঘাত হয়,
বল রামে দয়াযুদ্ধ-কথা।

বিভী।—(স্বগত)—এ কি!—এ কি!
কে যেন কহিল কাণে কাণে—
দয়াযুদ্ধ নূতন ঘটনা;
দয়াযুদ্ধ যুদ্ধনীতিমূলে
শিরোধার্য্য হ'বে আজ;
দয়াযুদ্ধ না হইলে
সীতার উদ্ধার নাহি হ'বে,
ভক্তাধীন রাম আর ভক্তের তাঁহার
বাঞ্ছা না পূরিবে।
অদ্ভুত বিচিত্র কথা!
দয়াযুদ্ধ দেখিবে তরণী!
ভাল, তা'ই যেন হ'ল,
কিন্তু দয়াযুদ্ধ-শেষ-ফল কিবা?
দয়াল রামের দয়া।
তবে না করিব মানা।
(প্রকাশ্যে)—
তরণী রে! যাই তবে,
দয়াযুদ্ধ-কথা বলি রামে।
বৎস!
বহু দিন হ'তে তোরে দেখি নি নয়নে,
করি নাই কোলে,
করি নাই মস্তক চুম্বন;
আয় আয় কোলে আয়;
রাবণের পদাঘাতে এ বক্ষ পীড়িত,
আজো ব্যথা আছে জাগি';
আয় আয়,
এ ব্যথিত বক্ষে তোরে ল'য়ে
সে ব্যথা জুড়াই।
(তরণীসেনকে আলিঙ্গন ও মস্তকচুম্বন)
যাই তবে শ্রীরামের পাশে।
জয় জয় রাম!
তরণী।—পিতা!
শ্রীচরণে নমি পুনরায়।
(স্বগত)—
অন্তিম প্রণাম এই,
তব পদধূলি-বলে

মোক্ষপদ পাই যেন আজ।

(পদধূলিগ্রহণ)

বিভী।—জয় জয় রাম!

তরণী।—জয় জয় রাম!

[বিভীষণের প্রস্থান।

(স্বগত)—

দয়াযুক্ত নাম শুনি' ফিরিলেন পিতা;

ধন্য ধন্য দয়াময় রাম,

অনন্ত দয়ার সিন্ধু তুমি,

এক বিন্দু দয়া যেন পাই.

শ্রীচরণে দিও ঠাঁই এ অধমে প্রভু!

(প্রকাশে)—

আইস ঝটিতি, সৈন্যগণ!

সৈন্যগণের পুনঃপ্রবেশ।

সৈন্যগণ! চলহ ঝটিতি,

রণবাদ্য বাজাও সঘনে,

সিংহনাদে কাঁপাও আকাশ,

হুহুঙ্কার ছাড় মুহুর্মুহু,

সন্ত্রাসে কাঁপুক কপিগণ।

কোন চিন্তা নাই,

সাহসে নির্ভর কর,

শ্রীরাম লক্ষ্মণে আজ করিব সংহার।

সৈন্যগণ।—জয় কুমার তরণীসেনের জয়!

তরণী।—(স্বগত)—জয় শ্রীরামের জয়!

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—রাক্ষসের বচনে আমা'র

বিশ্বাস না হয় কভু;

বিভীষণ আসিয়া কহিল—

সমর-প্রাঙ্গণে শ্রীরামের সনে

দয়াযুক্ত করিবেক ওই নিশাচর।

ওঃ, দেখ কিবা ভান—

দয়াযুক্ত!

কি জটিল রাক্ষসী কল্পনা;

বিভীষণ ভক্ত ওরে কয়,

কিন্তু ওই নীচাশয় ভক্ত কভু নয়;

ভক্তে কোথা করে রণ?

দারুণ রাক্ষসী মায়া,

কুটিল মায়াবী নিশাচর!

মায়া আজ উড়াইব,

মুণ্ড ওর গুঁড়াইব গদার প্রহারে,

কভু না যাইতে দিব শ্রীরামের পাশে।

আগুলি' রহিনু পথ,

দেখি কিরূপে চালায় রথ।

আরে মর,

মায়ার উপরে মায়া,

রথ ছাড়ি' পদব্রজে আসে

হাত দু'টা যোড় করি',

যেন কত সাধু!

এই ছলে নীলে দুষ্ট ক'রেছে আহত,

আমারেও সেরূপ করিবে বুঝি?

কিন্তু হনুমান্ ভুলিবার নয়।

তরণীসেনের প্রবেশ।

আয় আয়, নিশাচর!

তরণী—(যোড়করে)—

কেন এত রোষ, বীরবর?

না চাই যুঝিতে তোমা' সনে,

রণাঙ্গনে সে আশায় আসি নাই।

ছাড় পথ,

মনোরথ পুরাইব রাম দরশনে।

হনু।—আরে আরে রাক্ষস মায়াবী,

কোথা যা'বি?

বিনা যুদ্ধে হনুমান পথ নাহি ছাড়ে,

একটি আছাড়ে তোরে দিব যমালয়ে।

তরণী।—বৃথা বাক্যে বাড়ে বেলা,

এখনো মিনতি রাখ,
নাহি দিও বিঘ্ন বাধা আর,
ছাড় পথ।

হনু।—যমালয়-পথ দিনু ছাড়ি'।

তরণী।—বলে তবে করিব প্রবেশ,
দেখি,
কিরূপে নিবার তুমি, হনূ!

(সবেগে গমনোদ্যোগ, হনুমৎকর্তৃক বাধা প্রদান ও উভয়ের যুদ্ধ)

হনূ।—সাবাসি, রাক্ষসা তোরে,
সুখী হৈনু করি' রণ।

তরণী।—আরো সুখী করিব তোমায়।

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ)

[হনূমানের পরাস্ত হইয়া পলায়ন ও তরণীসেনের তৎপশ্চাৎ ধাবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাংশ।

বেগে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ।—অদ্ভুত শিশুর শক্তি,
বীরভক্তি জাগিল অন্তরে;
ধন্য ধন্য রাক্ষসকুমার।

বেগে সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব।—অঙ্গদ-রে!
না জানি কি বিভ্রাট বা ঘটে!
অদ্ভুত শিশুর রণ,
ছত্রভঙ্গ কপিসৈন্যগণ!
মহাবীর পবন-কুমার
হারি মানি' কৈল পলায়ন!
দ্বিবিদ, কুমুদ, গয়, গবাক্ষ, পনস,
নল, নীল, সুষেণ শশুর,
ধূম্রাক্ষ, শরভ, শতবলী,
নীলাক্ষ, প্রমাথি, গন্ধমাদন, কেশরী,
বিনোদ, সম্পাতি, ধূম্র আদি বীরগণ
পরাজিত বালকের রণে।
শঙ্কা হয় মনে
কাল বুঝি এলো শিশুরূপে!
হের হের, ওই আসে
শরগ্রাসে গ্রাসি' কপিগণে!
খুব সাবধানে
প্রাণপণে কর রণ।

অঙ্গদ।—কেন, খুড়া, কর ভয়?
পাঠাইব যমালয়
সুনিশ্চয় রাক্ষস-শিশুরে।

বেগে তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—ছাড় পথ—ছাড় পথ,
বেশী দূর নাহি আর রামের শিবির।

অঙ্গদ।—ভুল কথা!
বেশী দূর নাহি আর যমের নরক!

তরণী।—কি!—যমের নরক!
খুড়া ভাইপোয় মিলি'
ভাল গালি শিখেছ, অঙ্গদ!
প্রতিশোধ এই তা'র।

(অঙ্গদ ও তরণীসেনের যুদ্ধ)

সুগ্রীব।—(অঙ্গদকে পরাস্তপ্রায় দেখিয়া)—
আরে আরে ক্ষুদ্র শিশু!
এত দম্ভ কা'র তেজে?
বালক অঙ্গদে জিনি'
ভেবেছিস্ পা'বি বুঝি প্রাণ?

তরণী।—তুমিও আইস, বুড়া বীর!
পূরাই দুর্বল আশা!

(সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত তরণীসেনের যুদ্ধ)

[সুগ্রীব ও অঙ্গদের পলায়ন।

কোথা যাও, কিষ্কিন্ধ্যার পতি!
কোথা যাও, কুমার অঙ্গদ!
পাঠা'বে না যমের নরকে?—
ছি ছি!—ছি!

দেখি দেখি,
আর কত বীর আছে।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—রামের শিবিরসম্মুখ।

তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—দয়াময় রাম!
আর কেন ক্লেশ দাও?
বীরবেশে দেখা দাও দাসে।
হরি!
তব পদে মোক্ষপদ আছে,
তাই তব কাছে এসেছি হে!
এ অধমে পদে দিতে ঠাঁই
ইচ্ছা কি হে নাই, ইচ্ছাময়?
যদি নাহি দেখা দাও,
তবে দয়াময় নামে
কলঙ্ক হইবে, প্রভু!
কভু আর কেহ না বলিবে রাম।

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,
কাজ নাই রণে আর।
কোমল শরীর তোর
জর জর হ'য়েছে রে দারুণ সমরে!
ফিরে যা—ফিরে যা গৃহে,
রাখ্ রাখ্ পিতার বচন,
দেখিতে না পারি আর!
তরণী।—আবার কি হেতু, পিতা, এলে এ সময়?
পিতা হ'য়ে কেন সাধ বাদ,
প্রমাদ ঘটাও কি কারণ?
রাম-দরশনে পুত্রে কেন কর মানা?
বিভী।—তবে ফেলে দিয়ে ধনুর্ব্বাণ
আয় রে আমার সাথে!
তরণী।—দয়াযুদ্ধ-কথা
ভুলিলে কি, পিতা?
বিভী।—ব্যথা বড় লাগে প্রাণে;
দয়াযুদ্ধ বুঝিতে নারিনু,
কাজ নাই দয়াযুদ্ধে।
তরণী।—তবে না দেখিব আমি রাম,
মনস্কাম হ'ল না পূরণ;
কি কাজ এ ছার প্রাণে তবে?
আত্মহত্যা মঙ্গল আমার।

(আত্মহত্যা হেতু ধনুকে শরযোজনা)

বিভী।—(হস্তধারণ করিয়া)—
তরণী রে, ক্ষান্ত হ' রে,
কিছু না বলিব আর।
রামের নিকটে যাই,
বুঝা'য়ে তাঁহারে আমি আনি তোর পাশে,
দয়াময় রাম দয়া করিবেন দাসে।
তরণী।—এই তো পিতার কাজ,
না করিও ব্যাজ আর।
হৃদয়-মন্দিরে মোর যে রাম বিরাজে,
দেখাও তাঁহারে, পিতা।

[বিভীষণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)।—জয় রামচন্দ্রের জয়—জয়!)
ও কি ও,
রামজয় কেবা কয়?
সৈন্যগণ সহ বুঝি আসে রঘুমণি?
না,
আসেন লক্ষ্মণ বীর।
ভাল ভাল,
পাইনু কায়ার ছায়া;
ছায়া বই নাহি মিলে কায়া।
লক্ষ্মণে যেকালে পেনু,
রামে পেতে নাহি দেরি আর।
যাই যাই চরণে লুটাই,
কহি গে লক্ষ্মণে
ভক্তের জীবন-প্রভু রামে দেখাইতে।

[বেগে প্রস্থান।

দূরে বিভীষণের পুনঃপ্রবেশ।

বিভী।—তরণী রে!—তরণী রে!
নারিনু যাইতে রাম-পাশে,
কি জানি কি ত্রাসে
আইনু ফিরিয়া ফের।
ফের ফের লঙ্কাপুরে,
সরমা জননী তোর,
তোর তরে হ'য়েছে আকুল;
পুত্রবধূ শোভা বালা
না জানি কি দুর্গতি ভুঞ্জি'ছে;
শিশু কলা না হেরিয়া তোরে
কাঁদি'ছে ভ্রাতার শোকে!
ফিরে যা—ফিরে যা গৃহে।
(অগ্রসর হইয়া)—
কই,
তরণী হেথায় নাই!
এই যে এখানে ছিল,
কোথা গেল আঁখি পালটিতে?
তরণী! তরণী!
দেখা দে রে—দেখা দে রে!
এক বার পিতা ব'লে সাড়া দে রে!
পলে পলে ভয় বাড়ে মনে,
কি কুক্ষণে এলি রণে আজ,
বাজ বুঝি পড়ে মোর শিরে;
আঁখি-নীরে ভাসি, বাছাধন!
পিতা ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে?
অস্থির হ'য়েছি অতি,
কোথা গেল তরণী আমার?
তরণী! তরণী!
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া)—
ও কি!
কে ওই রমণী গেল চলি'?
কে ওই পুরুষ গেল?
দেবতা বলিয়া বোধ হয়!
তাঁহারা উভয়ে মিলি'
রক্ষিবেন তরণীরে মোর।
দয়াযুক্ত—দয়াযুক্ত!
দয়াবীর রাম রঘুমণি
দয়াযুক্ত করিবেন তরণীর সনে,
তবে কেন মনে ভাবি ভয়?
জয় জয় রাম দয়াময়!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণের সহিত তরণীসেনের পুনঃপ্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—মায়াজীবী নিশাচর!
মায়া-ছলা কতাঞ্জলি তোর,
ভুলা'তে নারিবি মোরে।
তরণী।—মায়া-ছলা কিছুই না জানি।
লক্ষ্মণ।—জিহ্বার বচন তোর না চাই শুনিতে,
অস্ত্র-মুখে কথা কহা বীরের লক্ষণ।
তরণী।—তাই তো, কি করি,
(স্বগত)—
ভেবেছিনু,
লক্ষ্মণের বর অঙ্গে অস্ত্র না এড়িব;
নির্দ্দয় পিশাচ মোরে কহিবেন রাম।
কিন্তু, মিনতি বিনতি বৃথা,
না রাখে বচন মোর বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ,
পথ নাহি ছাড়ে,
কেমনে যাইব আমি রামের গোচরে!
মনোবাঞ্ছা পুরিবে না মোর?
ভবঘোর ঘুচিবে না আজ?
রাক্ষস বলিয়া মোরে
ঘৃণা কি করিলা রাম?—না না!
ভক্তে রাম ঘৃণা নাহি করে,
তা' হ'লে চণ্ডালে
মিত্র বলি' কেন দিলা কোল?
উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভক্ত জনে নাই,
দেবদেব মহাদেব হ'তে
নীচ নীচ অতি নীচ পাতকী পর্য্যন্ত

রাম নামে রামের কিঙ্কর।
তবে, আমি হেন মহাপাপী
কেন না পাইব দেখা তাঁ'র!
বুঝিয়াছি,
শত্রুভাব বই নাহি মোর গতি,
শত্রুভাবে আসিয়াছি,
শত্রুভাবে পুজিব লক্ষ্মণে,
শত্রুভাবে রামশরে
হ'বে মোর মোক্ষপদ লাভ।
এস এস, লক্ষ্মণ ধানুকী!
অস্ত্র মুখে কহি কথা,
মর্ম্মব্যথা ঘুচাই তোমার।

(উভয়ের যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ।—বীর বট, নিশাচর!
তুষ্ট হৈনু আমি আজ যুঝি' তোর সনে।

তরণী।—ছাড় তবে পথ,
রামের নিকটে যাই।

লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণের থাকিতে জীবন,
সে আশা দুরাশা তোর!
সন্তুষ্ট হ'য়েছি বলি' ভেবেছিস্ বুঝি,—
কাপুরুষ অবীর লক্ষ্মণ।
রে নির্ব্বোধ!
লক্ষ্মণেরে এড়াইয়া
রাম সনে করিবি সমর?
জীবিত দশায় নয়,
মৃত দেহে তুই
দেখিবি রে রাম রঘুবীরে!

তরণী।—ভাল ভাল,
দেখাও দেখাও বীরপণা।
শুন, বীর! রামের দোহাই,
মূর্চ্ছিত করিব তোমা' রণে;
তব অঙ্গে দিয়া ব্যথা,
ব্যথা দিব শ্রীরামের প্রাণে;
বুঝিয়াছি এতক্ষণে
রামেরে না দিলে ব্যথা,
ভববন্ধনের ব্যথা ঘুচিবে না মোর।

লক্ষ্মণ।—কি, ভববন্ধনের ব্যথা?

তরণী।—না না,
ভুলিয়া কহিনু হেন কথা,
মর্ম্ম-ব্যথা ঘুচিবে না মোর!
বিলম্ব না সহে,—
দেখাও দেখাও বীরপণা।

লক্ষ্মণ।—অন্তরে সন্দেহ বাড়ে
কহ মোরে, কেবা তুমি?

তরণী।—(স্বগত)—বিভ্রাট বা ঘটে!
রুষ্ট করি লক্ষ্মণেরে,
নহিলে উপায় নাই।
(প্রকাশে)—
কি, বীর! তেজ বীর্য্য কোথা গেল?
একেবারে ভাব-বিপর্য্যয়,
হ'য়েছে কি ভয়?
যাও যাও, করিলাম ক্ষমা,
বুঝিলাম—কাপুরুষ দুর্ব্বল লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ।—রাক্ষস-পিশাচ!
কি বলিলি?—কাপুরুষ দুর্ব্বল লক্ষ্মণ?
মরণ নিকট তোর, নাহি পরিত্রাণ,
হের মোর তূণপূর্ণ বাণ
নিতে তোর প্রাণ
আপনি বাহির হয়।
আয় আয়, নিশাচর!

(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা)

তরণী।—আর নাই ভয়,
শেষ বাধা ঘুচিল আমার,
এই বার অবশেষ পরমেশ রাম।
গুরুশিষ্যে বাঁধিবে সমর;
সুরাসুর, চারণ, কিন্নর,
গ্রহ, তারা, সসাগরা ধরা,
পর্ব্বত, পাদপ, মেঘমালা,
পশু, পক্ষী আদি, যে যেথায় আছ,
এই বেলা মিল আঁখি,
দেখ চেয়ে গুরুশিষ্য-রণ।

[প্রস্থান।

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—কই কই সে রাক্ষস?
এই বার এক চড়ে
ধড়ে তা'র না রাখিব প্রাণ।
কুমার লক্ষ্মণ বুঝি শরে হটাইয়া
নিয়ে গেছে দূরে তা'রে?
যাই যাই—সহায়তা করি।
এ কি?
হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
লক্ষ্মণ লুটায় ভূমে,
মোহ-ঘুমে অচেতন!
কুমার!—কুমার!
সাড়া নাহি পাই,
কাজ নাই ডাকি';
এইরূপে ল'য়ে যাই রামের নিকটে।
বীর বটে সে রাক্ষস-শিশু।

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রামের শিবির-সম্মুখ।

রাম।

রাম।—মহাবীর রক্ষ-শিশু
অদ্ভুত শকতি ধরে;
মুহূর্ত্তসময়ে
আস্থির করিল মোর ঠাট,
বড় বড় মহাবীর
নতশির শিশুর সমরে;
দ্বিতীয় জীবন মম লক্ষ্মণ আমার,
শক্তি যা'র অতুলন,
সে ভাই মূর্চ্ছিত হৈল বালকের শরে!
কপোতের মুখে
রক্ষা-লিপি প্রেরিল সরমা,
সেই লিপি অনুসারে
জানি আমি, কে ও শিশু,
জানি আমি, মনোভাব ওর,
জানি আমি
শুধু ওর ভক্তির শৃঙ্খলে
বদ্ধ হ'য়ে হেরিলাম এ সব ঘটনা।
অন্য কেহ লক্ষ্মণেরে করিলে মূর্চ্ছিত,
সমুচিত শিক্ষা আজ পেত মোর বাণে,
কিন্তু এ শিশুর প্রতি
কেমনে এড়িব বাণ!
মন প্রাণ হইল অধীর!
মিত্রতার এ তো নহে রীতি
মিত্র-সুতপ্রতি অমিত্র-আচার;
অহো, কি বলিবে বিভীষণ!
কি বলিবে দুখিনী সরমা!
কাজ নাই কাল-রণ,
ফিরে যেতে বলি তরণীরে,
বিঁধিব না শরে বর বপু,
ভক্ত কভু রিপু নহে মোর।

দৈববাণী।—ভক্ত যদি রিপু নহে তব,
তবে কেন মনোবাঞ্ছা তা'র
না পুরাও, বাঞ্ছাময়?
তরণীর নিগূঢ় বাসনা
যদি নাহি পুরে আজ,
তা' হ'লে নিশ্চয়
বিধি-বিপর্য্যয় হ'বে, প্রভু!
ভক্তি লোপ হ'য়ে যা'বে,
ভক্ত কেহ না হ'বে তোমার,
ভক্তির সংসার হ'বে অনন্ত নরক।

রাম।—বিষম আকাশ-বাণী;
কোন্ দিকে যাই,
কি উপায় পাই!
তরণী রে,
ব্রহ্মাণ্ড আমার নে রে,
নে রে নে রে সর্ব্বস্ব আমার;

কিংবা বল,
বলিয়ে বুঝা'য়ে আমি ছাড়ি' তা'র দ্বার,
তোর দ্বারে দ্বারী হ'য়ে রই;
তরণী রে!
কেন ভক্ত হইলি আমার?
কেন কৈলি এ দারুণ সাধ
প্রমাদ পাড়িতে হেন?
ফিরা তোর হেন অভিলাষ,
ইহা ছাড়া কিবা চা'স্, বল্,
অকাতরে দিব তোরে;
তরণী রে,
অশ্রুজলে চিরকাল ভাসি,
সেই অশ্রু বাড়াস্ নে আর।

বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—এ কি, দাদা,
কেন ভাবান্তর?
কাতর কি আমা' লাগি'?
তব আশীর্ব্বাদে—
মূর্চ্ছা মোহ ঘুচিয়াছে মোর,
প্রণমে কিঙ্কর রাঙা পায়।

রাম।—(স্বগত)—
বিষম বিভ্রাট আজ, বিষম ঘটনা,
অহো,
তরণীর বিষম বাসনা!

লক্ষ্মণ।—শ্রীচরণে পুন ভিক্ষা চাই,
আর একবার যাই রণে।

রাম।—স্থির হ, রে ভাই!
আর কাজ নাই গিয়ে রণে।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

লক্ষ্মণ —হের, দাদা,
আসে সেই রাক্ষস-পিশাচ,
আজ্ঞা দেহ,
পাঠাই যমের গ্রাসে।

রাম।—কেন রে উতলা হও এত?
আসিতেই দাও ওরে।

তরণী।—(নেপথ্যে)—
ভক্তের প্রণাম লহ, ভক্তপ্রাণ রাম!

রাম।—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তোর।

লক্ষ্মণ।—রঘুপতি!
এ কি তব মনোগতি!
এ তো আশীর্ব্বাদ নয়,
নিজ অমঙ্গলময় বাণী!
যুদ্ধবেশী বৈরীরে কি কভু
হেন আশীর্ব্বাদ কেহ করে?
তোমার অকাট্য কথা
না জানি কি ব্যথা বা ঘটায়,
কপিকুল যা'বে ছারখারে,
পরাজয় বুঝি হয়।

রাম।—কেন, ভাই, ভাব ভয়?
রাক্ষস-তনয়
ভক্ত বলি' দেয় পরিচয়।

লক্ষ্মণ।—ওই ছলে ওই ছলী
দলিয়াছে তব সৈন্যগণে,
পরাঙ্মুখ করিয়াছে
হনূমান্ আদি মহাবীরে।
ভুল না ছলনে ওর,
ঘোর মায়াচারী নিশাচর।

রাম —লক্ষ্মণ রে, শিশু তুই,
তেঁই ভক্ত-মনোভাব নারিস্ বুঝিতে।
সত্য বটে,
বহু বহু ছদ্মবেশী ভণ্ড দুরাচার
ভক্ত বলি' প্রচারে আপনা,
লুকা'য়ে মনের ভাব
পাপ স্বার্থ সাধে পাপাচারে।
কিন্তু, ভাই,
যে জন প্রকৃত ভক্ত মোর,
সে নহে কপটী ভণ্ড,
স্বার্থ তা'র নাহি জাগে মনে।
ভক্তের লক্ষণ এই—
বাহ্যভাব অন্তরে লুকায়,
মনোভাব প্রকাশে বাহিরে;

ফল কথা,
মনোময় যেই জন, সেই ভক্ত মোর।
লক্ষ্মণ।—দারুণ সমর-ক্ষেত্রে সঙ্কটসময়ে
তব এই ভক্ত-পরিচয়
মোর মনে নাহি পায় স্থান,
ক্ষম মোরে, রঘুমণি।
রাম।—ভক্তে কৈনু আশীর্ব্বাদ—
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বলি',
তেঁই তুই সন্দেহ-দোলায়
দুলিয়া আকুল হ'লি।
কিন্তু, ভাই, জানিস্ নিশ্চয়
যে জন আমার ভক্ত,
আসক্ত সে নয় কভু মায়ার সংসারে,
না চায় সে পার্থিব বিষয়,
না চায় সে অনন্ত ভুবন,
ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব নাহি চায়,
চাহে শুধু আমারে সে জন
মোক্ষপদ পাইতে আমার পদে।
লক্ষ্মণ।—কি সঙ্কটে, কিবা অসঙ্কটে
সমান তোমার ভাব,
তব তত্ত্ব, তব মন্ত্রবীজ
ক্ষুদ্র জীব এ লক্ষ্মণ না পারে বুঝিতে।
কিন্তু এই নিবেদন
মা জানকী কাঁদিছেন অশোক কাননে,
তাঁরে যেন পড়ে মনে।
রাম।—যাও তুমি বিভীষণ-পাশে;
যেবা হয়, করিব আপনি।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—যুদ্ধক্ষেত্র।

রাম ও তরণীসেনের সৈন্যগণের প্রবেশ।

রাম।—আরে আরে দুরাচারগণ!
তো' সবার আয়ু-রেখা
নাহি যায় দেখা আর;
যমাগার লিখিল কপালে
অকালে বিধাতা তো' সবার।
(রামের সহিত সৈন্যগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু)

বেগে তরণীসেনের প্রবেশ।

তরণী।—(ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে)
ভক্তপ্রাণ ভক্তিময় রাম।
আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি হেরি,
বিশ্বরূপ ব্রহ্ম সনাতন!
দেখ্ রে নয়ন,
এক এক লোম কূপে
একেক ব্রহ্মাণ্ড ধন ধরে;
অনন্ত অনন্ত স্বর্গ,
অনন্ত অনন্ত রসাতল,
অনন্ত অনন্ত মর্ত্ত্য অনন্ত শরীরে;
হের হের,
পতিতপাবনী গঙ্গা তরঙ্গ তুলিয়া
রঙ্গে ভঙ্গে খেলে শ্রীচরণে;
অনন্ত অনন্ত কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, তারা
দিশাহারা হ'য়ে যেন শ্রীঅঙ্গে লুটায়;
অমর, কিন্নর, দৈত্য, দানব, মানব,
সিদ্ধ, যক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট,
অপ্সরা, চারণ, বিদ্যাধর
কোটি কোটি লুটি'ছে শরীরে;
একাধারে আধেয় আধার,
আলোক আঁধার মিশামিশি;
দিবানিশি হ'তেছে সৃজন
সূর্য্য-শশি-বিবর্ত্তনে।
অহো, কিবা বিরাট মূরতি,
পূর্ণজ্যোতি ছুটি'ছে অম্বরে।
প্রভো!
রামরূপে এলে তুমি
উদ্ধারিতে আমা' হেন পাপী;
অপার মহিমা তব, অপার করুণা,
দেবের দেবতা তুমি, রাজার রাজা,

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির গতি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ,
চন্দ্র, সূর্য্য, যম তুমি, হরি!
পরমাত্মা, বিশ্বপ্রাণ, অনাদি, অনন্ত,
অব্যয়, সচ্চিদানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়,
সাধকের সাধনের ধন,
সাধকের প্রাণের প্রাণের বীজ।
গুরুদেব!
নিশাচর-শিশু আমি, মূর্খ দীন হীন,
জানি না স্তবের ভাষা,
জড় জিহ্বা জড়াইয়া যায়,
নিজ গুণে করুণা আমায় কর, নাথ!
বহুযুগযুগান্তরে বহু জন্ম ধরি'
বহু তপে পাইয়াছি নিশাচর-বপু,
তব শরে তব পদে মোক্ষপদ পেতে।
কি চায় মিছায় স্বর্গ? কিছু নাহি চাই,
কাট মুণ্ড, দয়াময়! শ্রীপদে মিশাই।

রাম।—(স্বগত)—আহা, আহা,
হেন নিদারুণ কাজ
কেমনে করিব আমি!
ভকতবৎসল নামে
কেমনে আঁকিব, ছি ছি, কলঙ্কের রেখা!
(প্রকাশে)—
ফিরে যা' ফিরে যা', শিশু!
বড় ব্যথা বাজে মোর প্রাণে!
হায় হায়, কেবা জানে
শত্রুপুরে হেন ভক্ত মোর!
ফেলে দিনু ধনুর্ব্বাণ,
কাতর হইল প্রাণ,
দে রে মোরে পরিত্রাণ, বাছা!
বল্ গিয়ে দশাননে,—
যুদ্ধ না করিবে আর রাম,
ভিক্ষা চাহে সীতারে তাহার;
লক্ষ্মণ সীতার সহ ভিখারী রাঘব
আবার যাইবে বনে;
শঙ্কাহীন মনে
খাস' লঙ্কা, লঙ্কাপতি!
যা' রে, শিশু, যা' রে ত্বরা, এই কথা বল্।
কলঙ্ক-পসরা নারিব বহিতে,
সহিতে নারিব ভক্তশোক;
ত্রিলোক কি ক'বে মোরে!
ক'বে—
নির্দ্দয় পিশাচ দস্যু রাম!
সীতারেও যদি নাহি দেয় লঙ্কাপতি,
তা'তেও দুঃখিত নহি,
কিন্তু, তোমা' হেন ভক্তবধে
অনন্ত অনন্ত দুঃখ পা'ব,
ডুবে যা'ব গভীর নরকে।

তরণী।—(স্বগত)—এ কি ভাবান্তর!
আত্মভোলা হ'য়ে রাম
এ কি ক'ন, বুঝিতে না পারি।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রভু
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধাতা
ডুবিবেন গভীর নরকে!
যে রামের মুক্তিময় নামে
নরকের পাপী তরে,
সে রাম করেন আজ নরকের ভয়!
বিচিত্র মানবী লীলা,
বিচিত্র মায়ার খেলা!
কিন্তু,
আমি কিসে পরিত্রাণ পাই?
ও পদে নির্ব্বাণ-পদ পাই বা কেমনে?
ভক্তের জীবন-প্রভু রাম
বাম বুঝি মোর প্রতি,
তবে তুষ্ট কেন বা করিনু?
হায় হায়,
ফেলিলেন ধনুর্ব্বাণ,
কেমনে এ পাপপ্রাণ ডালি দিব পদে?
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার?
যুদ্ধ বিনা না দেখি নিস্তার,
তবে তুষ্ট করি' রামে নিজে কষ্ট পাই,
কিন্তু এই বার

শরে কষ্ট দিয়ে কষ্টহারী রামে,
নিজে তুষ্ট হ'ব চিরতরে।
(প্রকাশে)—
মন বুঝিবারে তব কহিনু এ কথা,
ছল-ভাবে ভুল তুমি, রাম!
এই কি বীরের কাজ?
ছি ছি,
এ কি হে বিশ্বাস তব?
শত্রুরে আপন ভাবে ভাব।
শুনিয়াছি
যুদ্ধ-নীতি সুনিপুণ রাজপুত্র তুমি,
এই কি তাহার পরিচয়?
কে তোমারে বীর কয়?
অবীর দুর্ব্বল তুমি সামান্য মানব।

রাম।—শিশু তুই,
শিশু-খেলা বুঝি তোর,
না এড়িব বর দেহে শর।

তরণী।—ভাল ভাল,
আমিই না হয় অস্ত্রে দেখাই তোমারে
শিশুর শরের শক্তি।
(ধনুকে শরযোজন)

রাম।—ক্ষান্ত হও—শোন শোন—

তরণী।—ভয় নাই, রঘুমণি!
বক্ষে না এড়িব শর,
তব ওই রক্তপদে রক্ত ছুটাইব
এড়িয়া সাধের বাণ,
দেখি, রাম! মনস্কাম মোর
পূরাও কি না পূরাও আজ।
(স্বগত)—
যে পদে মিশিতে আশা করি,
সে পদে কেমনে ব্যথা দিব?
কিন্তু, ব্যথা বই ব্যথা যে যা'বে না।
(প্রকাশে)—
হের, রাম! নূতন সংগ্রাম,
মস্তক না কাটি' তব কাটিব চরণ।
(শরত্যাগ)

রাম।—(বিব্রত হইয়া)—
আর না—আর না, ক্ষান্ত হ' রে;
অহো,
বাজিল দারুণ ব্যথা পায়।

তরণী।—যাবৎ প্রাণের ব্যথা না ঘুচিবে মোর,
তাবৎ নিশ্চয়
ব্যথার উপরে ব্যথা দিব,
কোন কথা না শুনিব।
(পুনঃশরক্ষেপ)

রাম।—কি করি, কি করি,
অস্থির হইনু অতি।
শিশু, ফেলে দে রে ধনুর্ব্বাণ,
পরিত্রাণ দে আমায়।

তরণী।—পরিত্রাণ না করিলে, নাহি পরিত্রাণ।
প্রাণ নিলে প্রাণ পা'বে,
নহে তব প্রাণ যা'বে, রাম।
ভক্তি যদি মোর থাকে ওই পায়,
দেখি
কে আজ তোমায় রক্ষা করে।

রাম।—মানিলাম পরাজয়; না করিব রণ;
ফিরিলাম নিজের শিবিরে;
রাম নহে বাম অনুগতে।

তরণী।—যা'বে কোন্ পথে?
বাম যদি নহে, তবে পালাও কি হেতু?
পরিত্রাণ-সেতু মোর না গড়িয়া তুমি
ফিরিবার পথ কোথা পা'বে?
সাক্ষী তব রাঙা পা দু'খানি,
হের, রঘুমণি!
শরশিক্ষা ভক্তের তোমার;
হের এই, শরে শরে ছাইলাম পথ,
কোন্ দিকে যা'বে যাও।
(দ্রুতবেগে রামকে প্রদক্ষিণ করিতে
করিতে ঘন ঘন শরবর্ষণ)

রাম।—কোথা, তারা মহামায়া!
দেখা দে মা সঙ্কটসময়ে,
আকুল হইল প্রাণ,

কেমনে এড়িব বাণ ভক্তের হৃদয়ে!
ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ,
ভক্ত বই কা'রো নই আমি;
কণ্টক ফুটিলে মোর ভক্তের শরীরে
শেল-সম বাজে মোর বুকে,
কেমনে ভক্তের বুকে তবে
আপনি হানিব বাণ।
কেমনে পাষাণ হ'বে রাম।
মা গো, আমিও সে ভক্ত তোর,
ভক্তবাণী রাখ্, মা ভবানি!
ফিরা ফিরা তরণীর মন।

দৈববাণী।—রঘুমণি!
তোমার তরণীসেন হইবে তোমার,
কা'র সাধ্য লঙ্ঘে এ ঘটনা?
কর দান শ্রীপদে নির্ব্বাণ,
নহে ভক্ত শিশু বীর পাড়িবে জঞ্জাল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিবে রসাতল;
রাম নাম-ভক্তি-মন্ত্রে
মন্ত্রপূত করি' যদি এড়ে মহাবাণ,
খান খান হইবে জগৎ,
ভস্মীভূত হ'বে জীবকুল।
না কর বিলম্ব আর, প্রভু,
ব্রহ্ম-অস্ত্র এড় অচিরায়,
ব্রহ্ম-অস্ত্র বই—
তরণী না পাইবে নির্ব্বাণ।

রাম।—অহো, পুন সেই ভয়ঙ্কর বাণী।
কি করি—কি করি এবে,
ভেবে নাহি পাই পথ।
পূর্ণ হোক্ বিধাতার মনোরথ,
পূর্ণ হোক্ মনোরথ ভক্তের আমার,
পূর্ণ হোক্ ভাগ্যলিপি।
তরণী রে!—তরণী রে!
কাল পূর্ণ হ'ল তোর,
এই বার—শেষ বার—
এক বার ভক্তিভরে
ডাক্ তোর গুরুদেবে।

তরণী।—জয় জয় রাম।

[উভয়ের যুদ্ধোদ্যোগ করিতে করিতে প্রস্থান।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল ও রণবাদ্য)

বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী।—হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
কি হ'ল—কি হ'ল,
গেল গেল প্রাণের তরণী!
রক্ষা নাহি আর—
মৃত্যু-অবতার অস্ত্র রামের ধনুকে!
অহো, ব্রহ্ম-অস্ত্র!
আর যে উপায় নাই;
যাই যাই,
দাঁড়াও দাঁড়াও, রাম,
অনুগতে মর্ম্মাহত ক'র না ক'র না,
দিও না দিও না পুত্রশোক!
এক ছেলে কেবল তরণী।
দাঁড়াও দাঁড়াও, রাম!

(বেগে গমনোদ্যোগ ও ভূতলে পতন)

নেপথ্যে।—জয় জয় রাম।—জয় জয় রাম!

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
হায় হায়! এ কি হ'ল,
এই ছিল—কোথা গেল তরণী আমার!
ধড় ছাড়ি' মস্তক লুটায়!
হায় হায়,
কোথা গেলি তরণী রে!—
তরণী রে!—তরণী রে!—
এই কি রে দয়াযুদ্ধ!
ওরে, ফাঁকি দিয়ে ভুলা'লি আমায়,
ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালা'লি!
আয় বাপ্, ফিরে আয়,
পিতা ব'লে ডাক্ রে আমায়,
অন্ধকার ত্রিসংসার,
হাহাকারে কাঁদে প্রাণ!
আহা,

প্রাণের কুমার, ভিখারীর নিধি,
কোথায় হারা'য়ে গেলি!
বিধি! এই কি হে ছিল মনে,
পুত্রধনে করিলে বঞ্চিত!
সঞ্চিত করিলে অশ্রুভার
নয়নে আমার চিরতরে!
কেন হে অমর বর দিলে,
বর নহে—এ যে অভিশাপ!
পুত্রশোক!—অহো, নিদারুণ পুত্রশোক
সহিব সহিব চিরদিন!
মহাপাপী আমি,
তেঁই ভাগ্যে হেন বজ্রাঘাত!
উঃ! সহ্য নাহি হয় আর,
তরণী!— তরণী!

(ভূতলে পুনঃপতন)

বেগে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম।—হায় হায়, কি করিনু,
অহো, কি নিষ্ঠুর আমি!
লক্ষ্মণ রে,
পুত্রহারা করিনু মিতায়!
ধূলায় লুটায় মিতা,
নিদারুণ ব্যথা দিনু প্রাণে!
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
কি ক'রে দেখা'ব মুখ,
কি ক'রে দেখা'ব বুক,
কোটি বজ্র এ বক্ষে আমার!
লক্ষ্মণ রে,
মিত্র বিভীষণে তুই কর রে সান্ত্বনা,
লঙ্কা ছাড়ি' যাই আমি;
ভক্তহত্যা বেজেছে বিষম,
উপশম করি তুষানলে।

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
রাম! ভিখারীর তরণী কোথায়!
একবার দেখাও আমারে!

রাম।—(স্বগত)—
হায় হায়, কি বলিব বিভীষণে!
কোথা, মৃত্যু, দে রে দেখা;
রামশূন্য হোক্ ধরা!
মিত্রসুতঘাতী রাম!
ছি ছি, কি কাজ করিনু আজ!
নিদারুণ অকরুণ রাম!

বিভী।—দয়াময়! দয়া ক'রে নিয়ে চল দাসে
একবার তরণীর পাশে!
শক্তি মোর নাই,
দাঁড়া'তে পারি না আর,
ওঃ, শোকের আঁধার!—দারুণ আঁধার!
ধর হাত, রঘুনাথ!
চল চল—
উঃ, গেল গেল!—বুক ফেটে গেল!
রাম! রাম!
ওই বুঝি—ওই বুঝি—
এল এল পুত্রহারা উন্মাদিনী!
সরমা!—সরমা!
চল চল, দুই জনে যাই—
তরণীরে বুকে ল'য়ে
যন্ত্রণা জুড়াই সিন্ধুনীরে!

লক্ষ্মণ।—স্থির হও, ধর্ম্মশীল!
তব সম মহাজ্ঞানী কি হেতু উতলা?
কাল-লীলা কে হেলিতে পারে?

বিভী।—সরমা!—সরমা! চল চল।

লক্ষ্মণ।—কি হেতু বিভ্রান্ত এত,
আসে নি তো সরমা হেথায়?

বিভী।—আসে নি!—আসে নি!
হা! আসিবে কি ক'রে!
বুঝি এতক্ষণে
পুত্রপ্রাণা গেছে পুত্র সনে!
বেঁচেছে সরমা,
কিন্তু, অভাগা অমর বিভীষণ
ভীষণ শোকাগ্নি জ্বালা——
ওঃ! ওহো! তরণী!—তরণী!

বেগে হনুমানের প্রবেশ।

হনু।—বিচিত্র ব্যাপার, প্রভু!
হেরি নাই কভু হেন অদ্ভুত ঘটনা!
তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে।
হের ওই, রঘুমণি!

[পটপরিবর্ত্তন।]

লঙ্কাপুরী—সমুদ্রতটে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তভাগ।

ইতস্ততঃ নিহত রাক্ষস-সৈন্যগণ পতিত, মধ্য-স্থলের এক পার্শ্বে তরণীসেনের ছিন্নদেহ ও অপর পার্শ্বে ছিন্নমস্তক লুণ্ঠিত।

বিভী।—তরণী রে!—এ কি—এ কি!—
হা তরণী!

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—উঠ, মিত্র! ক্ষমা কর মোরে।

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
রাম! পুত্রহারা বিভীষণ
জীবন হারায় কিসে,
ব'লে দাও সে উপায়!

রাম।—ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি!

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।— এ কি কথা, গুরুদেব!
ভক্তের দয়াল তুমি;
নিষ্ঠুর হইলে, আশা পূর্ণ হইত না মোর।
নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বলি'
কেন নিন্দ আপনারে, প্রভু?
ব'ল না ও কথা আর,
বড় বাজে ওষ্ঠাগত প্রাণে!
মরিবার কালে ও কথা শুনিলে,
মরণেও সুখ নাহি হ'বে,
বড় খেদ র'য়ে যা'বে মনে।
প্রেমময় রাম! প্রেমরূপে দাঁড়াও সম্মুখে,
দেখিতে দেখিতে প্রেম ছবি
প্রেমাধার শ্রীপদে মিশাই।

লক্ষ্মণ।—ধন্য ধন্য ভক্ত বীর!
রাম-ভক্তি মুক্তির নিদান
তুমিই বুঝিলে বিশ্বমাঝে।
আহা, হেন বীর দেখি নাই,
আত্মপ্রাণ দিয়া, রামের মহিমা বাড়াইলে,
অপূর্ব্ব ভক্তির কীর্ত্তি ত্রিলোকে রাখিলে,
অনন্ত অনন্ত কাল তরে।

হনু।—আহা,
না জেনে এ ভক্ত বীরে কত গালি দিনু!
অজ্ঞান অধম আমি,
তেঁই সে করিনু হেন পাপ,
পরিতাপ র'য়ে গেল মনে!
আমি শ্রীরামের ভক্ত বলি' বৃথা দর্প করি,
দর্প চূর্ণ করিল তরণী;
ভক্তশিরোমণি শিশু বীর;
নতশির হইনু লজ্জায়!
কহ, মহাভক্ত শিশু,
কোন্ তপস্যার ফলে হইলে তরণী?
আমিও সে তপ করি'
জন্মিব তরণী হ'য়ে নিশাচর-কুলে।

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—রাম-নাম মহাতপ।

হনু।—জয় জয় রাম!

বিভী।—তরণী রে, হেন রামভক্ত হ'য়ে,
দিয়ে গেলি হেন নিদারুণ পুত্রশোক!

তরণীর ছিন্নমুণ্ড।—পিতা!
কেন কাঁদ মোর তরে?
আমি তো মরি নি।
মায়া-জাল ফেলে দিয়ে
দেখ চেয়ে স্থূলসূক্ষ্মভেদ;
পিতা! জন্মমৃত্যু নাই,
স্থূলসূক্ষ্মভেদাভেদ শুধু;
স্থূল ছিনু, সূক্ষ্ম এবে আমি।
বিশ্বস্বামী রামের চরণে
দেখিতে পাইবে মোরে এবে,
কেন তবে পুত্রবিয়োগের শোক?
মহাজ্ঞানী তুমি,
হের হের জ্ঞান-চক্ষে—

'মিশাই রামের রাঙা পায়।
গুরুদেব রাম!
দাও শিরে রাঙা পদ;
ওই পদ স্বর্গীয় সম্পদ মোক্ষপদ।
রাম! রাম! রাম!

রাম।—পূর্ণ হোক্ ভক্তের বাসনা।

(সহসা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও তরণীসেনের মৃত্যু)

বিভী।—হায় হায়, এ কি হ'ল—এ কি হ'ল,
গেল গেল তরণী আমার!
তরণী রে! তরণী রে!

(ভূতলে পুনঃপতন)

রাম।—শান্ত হও, জ্ঞানিবর!

বিভী।—(উত্থিত হইয়া)—
অহো, আর সহিতে পারি না।
পুত্রশোক দারুণ যন্ত্রণা!
হা মৃত্যু! পিতারে ভুলিয়া পুত্রে নিলি!
আমারেও নে রে ত্বরা;
পুত্রহারা প্রাণ ধরা জীবনে মরণ!

রাম।—কেন, মিত্র! এত খেদ?
নাহি ভেদ তোমায় আমায়;
যেই রাম, সেই বিভীষণ,
যেই বিভীষণ, সেই রাম।
কর্ম্মফল কে করে অন্যথা?
যা' হ'বার তা'ই হয়,
বিপর্য্যয় নাহি হয় তা'র।
হে অমর! কার্য্যে করি' জয়,
কার্য্যক্ষেত্রে রহ চিরকাল;
যুগে যুগে ভবকার্য্যে নিজ কার্য্য বুঝি'
ভুঞ্জহ অমর প্রাণ।

বিভী।—সবি বুঝি, তত্ত্বময় হরি!
কিন্তু, আজ পুত্রহারা প্রাণে
মৃত্যু বই কিছু নাহি চাই।

রাম।—"সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।"
কেন তবে হেন আশা?
নিজ পুত্রমুখে শুনিলে তো—
জন্মমৃত্যু নাই;
পুত্রবাণী কর জপমালা।
পবনকুমার!
তরণীর পূত মৃত কায়
ল'য়ে চল সমুদ্রের তীরে;
সম্মুখে আমার করহ সৎকার শাস্ত্রমতে।
আমি রে ভিখারী বনবাসী,
এবে, তরণীর চিতা-ভস্ম মাখিয়ে শরীরে
ঘুচা'ব ভিখারী নাম,
তরণীর চিতাভস্ম রামের মুকুট।

হনু।—ত্রেতায় অদ্ভুত রামলীলা!

[তরণীসেনের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

খোস্‌গল্প।

১ ঘোড়ার ডিম, ২ কুপোকাৎ, ৩ পাঁচ ঝাঁটা, ৪ ষোল-
বচ্ছুরী পেত্নী, ৫ আদুরে ছেলে, ৬ রসগোল্লা,
৭ গেঁজেল গদা, ৮ এ মেয়ে পুরুষের বাবা,
৯ টাকার তোড়া, ১০ নতুন বৌ,
১১ বোকা শিবে।

খোস গল্প।

১—ঘোড়ারডিম।

নাইকো রাত্তি, নিবিয়ে বাতি, ঊষা সতী এল।
মলিন মুখে, মনের দুখে, আঁধার চ'লে গেল ॥
সূর্য্যিমামা, রাঙা জামা, প'র্‌লো টেনে গায়।
রাঙা চোকে, থেকে থেকে, পাহাড় পানে চায় ॥
এমন্ কালে, তমাল-ডালে, ডাক্‌লো কোকিল-দল।
পালক নেড়ে, ফেল্‌চে ঝেড়ে, নিশির শিশির জল ॥
মুখটি ঢাকা, মটর-চোকা, কুট্‌রে-পেঁচার পাল।
ঠোকর-ভয়ে, লুকোয় গিয়ে, খেয়ে কাগের গাল ॥
কুলের বধূ, প্রাণের বঁধু, ছেড়ে সকাল বেলা।
আল্‌সে গা, ট'লচে পা, চ'ল্‌চে চাঁদের মেলা ॥
বৌ-কথা-ক পাখী বলে,—"ও বৌ কথা ক।"
ঘোমটা খুলে, মুখ্‌টি তুলে, বৌ হ'চ্চে থ ॥
কুলের বালা, এঁটো থালা, মাজ্‌তে চলে ঘাটে।
মুখটি হেঁট্, চাপ্‌ড়ে পেট, কেউ বা চলে মাঠে ॥
কেউ বা চলে, হেলে দুলে, কল্‌সী নিয়ে কাঁকে।
কেউ বা জলে, আস্তে ওলে, ভয়টা বড় পাঁকে ॥
তাড়াতাড়ি, ছড়াহাঁড়ী, গিন্নী নিয়ে করে।
গোবর গুলে, ফেল্‌চে ঢেলে, বাড়ীর উঠোন ভ'রে ॥
আমের পাতা, সুতোয় গাঁথা, হাতখানেকের নল।
হুঁকোয় দিয়ে, চোক বুজিয়ে, টান্‌চে বুড়োর দল ॥
আপিস কামাই, নতুন জামাই, সকাল হ'লো দেখে।
যা'বে কি না, ভাব্‌চে নানা, হাতটি গালে রেখে
সাহেব বেটা, বড় ঠেঁটা, ক'র্‌বে জরিমানা।
কেমন্ ক'রে, প্রিয়ের তরে, কিন্‌বে তবে সোণা ॥
যা' হয় হ'বে, হ'য়ে যা'বে, সার্‌বে ধারে কাজ।
তা' ব'লে কি, প্রাণের প্রাণে, ছাড়্‌তে পারে আজ? ॥

লাঙল কাঁধে, সরল চাষা, বলদ জোড়া তেড়ে।
চল্‌চে মাঠে, চ'ষ্‌তে লাঙল, গুড়ুক-ধোঁয়া ছেড়ে।
রাখাল ছেলে, খেলে খেলে, তাড়িয়ে চলে গরু।
ধীর সমীরে, ন'ড়্‌চে ধীরে, শিশির-মাখা তরু ॥
এমন্ কালে, গ্রামের পাশে, বড় পথের ধারে।
নফর ব'লে, একটি ছেলে, ব'স্‌লো ধীরে ধীরে ॥
যেখানে সে, ব'স্‌লো এসে, অশোদ-তলা সেটি।
ষষ্ঠীতলা, বলে তা'রা, যা'দের বেটা বেটী ॥
কঞ্চী-ছড়ী, ঠুকুর ঠুকুর, ঠুক্‌চে নফর ব'সে।
সা-রি-গা মা, ওগো ও মা, তান্ ছাড়্‌চে ক'সে ॥
গরিব লোকের, ছেলে নফর, নাইকো টাকা কড়ি।
দুপুর বেলা, ভাতে পোড়া, সকাল বেলা মুড়ী ॥
মোটা ধুতি, তা'ও গো ছেঁড়া, গাম্‌ছাখানা কাঁধে।
ষষ্ঠীতলায়, সকাল বেলা, বাপের গরু বাঁধে ॥
আজ্‌কে এসে, খোঁটায় ক'সে, বেঁধে ধব্‌লী গাই।
ছায়ায় ব'সে, জিরেন্ নিয়ে, গান গাচ্চে তাই ॥
ভোর-উঠ্‌নে, মানুষ কত, সে পথ দিয়ে যায়।
এক্ এক্ ক'রে, কাঙাল নফর, সবার পানে চায় ॥
ব'ল্‌দে চলে, বলদ নিয়ে, হল্‌দে চাদর শিরে।
বলদ চলে, ঘাড়টি নেড়ে, ঘণ্টা নড়ে ধীরে ॥
মাধ্‌না জেলে, দুম্‌কে চলে, পাকুনা নাড়ে মাছ।
ক্লান্ত হ'য়ে, নামায় ঝোড়া, যেথায় ষষ্ঠীগাছ ॥
মৃগেল-পোনা, কাংলা-ছেনা, পারশা, চাঁদা, রুই।
খড়্‌কে বাটা, খল্‌সে, লেঠা, চুনো, পুঁটী, কই ॥
নফর বলে, "মাধ্‌না দাদা! এই রুইটে কত?"।
মাধ্‌না বলে, "থাক্ না, দাদা! রাখ্ না জারী যত ॥"
নফর বলে, "ধারে চলে, কত হাওদা হাতী।
রুইটে দিতে ডরা'স্ কেন? নাই কি বুকের ছাতী? ॥

এই মাছটা ধারে দে না, পয়সা দেবো কাল।"
মাখ্‌না বলে, "কি দে খা'বি ?—ঘরে আছে চা'ল ?॥
যে যা' বলে—যে যা' করে, সইতে সকল পারি।
কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ, সইতে কেবল নারি॥"
এরূপ কথা, শুনে ব্যথা, কা'র না মনে হয় ?।
ব্যথা পেয়ে, রুষ্ট হ'য়ে, নফর তবে কয়॥—
"কি বল্‌লি তুই,—মাছ বেচে কি এত বড়াই তোর।
টাকাটাকের মাছের ঝোড়ায় হাজার টাকার জোর ?॥
'কাঙাল-পুতের ঘোড়া-রোগ ?' আচ্ছা দেখা যা'বে।
পারি কি না চ'ড়্‌তে ঘোড়া, কাল দেখ্‌তে পা'বে॥
হা দেখ্, যদি তা' না পারি, আমায় খুড়ী থাক্।
তোরি কাছে, দশ হাত জমী, মেপে ঘ'ষ্‌বো নাক॥"

রাগের চোটে, জ্ব'লে উঠে, কঞ্চী-ছড়ী ঠুকে।
গাইটে খুলে, খোঁটা তুলে, নফর চলে রুকে॥
গোয়াল-ঘরে, গরু বেঁধে, বেরিয়ে চলে ফের।
সেইখানেতে, যেইখানেতে ঘোড়া আছে ঢের
চ'ল্‌লো নফর, দিতে খবর, ঘোড়াওলার কাছে।
সস্তাদরের একটা ঘোড়া আছে কি না আছে॥
ঘোড়াওলা বলে তা'রে, "তিন শ' টাকা দাম।"
দামটা শুনে নফরচাঁদের উথ্‌লে পড়ে ঘাম॥
কি ব'লে যে জবাব দেবে, ঘোড়াওলার তাবে।
পথ না পেয়ে, দুখিত হ'য়ে, ফিরে এল বাসে॥
'কাঙাল পুতের ঘোড়া রোগ', মাখ্‌না ব'লে গেছে।
নফর ভাবে, "তা'ই সত্যি, আমার বড়াই মিছে॥
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না—চ'ড়্‌বো আমি ঘোড়া।
না হয় কিছু দেরি হ'বে, ধ'র্‌বো টেনে গোড়া॥"
মনে মনে এরূপ ভেবে, ছেঁড়া চাটাই পেতে।
রইলো শুয়ে নফরচাঁদ; উঠ্‌লো নাকো খেতে॥

মা এসে তা'র, বলে তা'রে, "আছে পান্তাভাত
নুন লঙ্কা দিয়ে খা রে, কেটে কলার পাত॥"
অনেক দূরে, ঘুরে ঘুরে, দ্বিগুণ খিদের চোটে।
তিন মিনিটে পান্তাভাত নফরচাঁদের ওঠে॥
খোরা-ভরা টক্ আমানী এক চুমুকে খায়।
পিলে-পেটা নফরচাঁদের পেট উঠ্‌লো তা'য়॥
খাওয়া হ'ল, খিদে গেল, ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।
কোন্ ফিকিরে চ'ড়্‌বে ঘোড়া, আবার করে ধ্যান
ভেবে ভেবে দিন্‌টে গেল, রাত্‌টে ক্রমে এল।
নফরচাঁদের ঘোড়া-চড়া-ভাবনা নাহি গেল॥
ঘোর ভাবনা, ঘুম হ'ল না, এ পাশ ও পাশ করে
রাত পোহা'ল, ফর্‌সা হ'ল, উঠ্‌লো নফর ভোরে।

সকাল বেলা নফর উঠে,
গামছাখানায় কোমর এঁটে,
ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে গিয়ে।
নামিয়ে ক্রমে হাঁড়ীর কাঁড়ি,
বা'র ক'রে সে তাড়াতাড়ি,
একটা টাকা, খুঁজ্‌লো টেঁকে নিয়ে॥
আবার আগের মতন ক'রে,
সাজিয়ে হাঁড়ী পরে পরে,
বেরিয়ে এল ঘরের ভিতর থেকে।
মাসেক খানেক খেটে খুটে,
বাড়ী বাড়ী বেচে ঘুঁটে,
সেই টাকাটি জমিয়েছিল দুখে॥
রক্ত-ওঠা প্রাণের টা[illegible]
পার্‌সি লেখা রূপোর চাকা,
খাঁটি রূপো, খাদ-মিশনো নয়।
এখন্ কিন্তু চোদ্দ আনা,
চাঁদীর টাকা ষোল আনা,
চড়া দরে বিকোয় ভারতময়॥
তখন রাজা ছিলেন যাঁ'রা,
তাঁ'দের ছিল আর এক ধারা,
তেমন ধারা এখন্ বল কই ?।
সে দিন এখন মুছে গেছে,
মুক্ত গেছে, শুক্তি আছে,
টক্ পরশে দুধ হ'য়েছে দই॥

সেই টাকাটি নিয়ে নফর, হেঁটে অনেক বাট।
দুপুর বেলা প'ড়লো গিয়ে, বদ্দিবাটীর হাট॥
মেটো পথে হেঁটে হেঁটে, টাটিয়ে গেল পা।
নাকে চোকে চুলে ধুলো—ধুলো মাখা গা॥
ধুন্দোর কাঁড়ি ফুঁড়ে ফুঁড়ে,পায়ের রোঁয়া ফোটে।
জল-পিয়াসে শুকনো গলা, মুখে ফেঁকো ওঠে॥
হাটের পাশে একটি পুকুর, কাকচক্ষু জল।
পানকৌড়ী ডুবচে জলে, ভাসচে হাঁসের দল॥
গলা-জলে বালি জ্বলে, এম্‌নি পরিষ্কার।
উঁচু পাড়ে তালের গাছ, নীচে ঘাসের ঝাড়॥
চাঁপা, চাটিম, কনাই-বাঁশা, রামরম্ভা তরু।
কারু কলা পাক ধরেচে, কারু কলা সরু॥
শেয়াকুলের কাঁটা ঝাড়, পাকা শেয়াকুল।
কোন্‌খানে বা হলদে পারা শেয়ালকাঁটার ফুল॥
কোন্‌খানে বা বাব্‌লা গাছে বেরিয়ে আছে আঠা।
কোন্‌খানে বা চেঁচায় পাঁটা,চিবিয়ে কুলের কাঁটা॥
সেই পুকুরে ধীরে ধীরে, নফর গিয়ে ওলে।
হাত পা ধু'য়ে,গামছাখানা ভিজিয়ে নিলে জলে॥
আঁজ্‌লা ক'রে, পেট্‌টা ভ'রে, খেয়ে নিলে জল।
দুবল গায়ে আবার যেন পেলে দ্বিগুণ বল॥
ঘাটে উঠে, বকুল-তলায় ব'সে খানিক ক্ষণ।
কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো নফর হ'য়ে অচল মন॥

এমন সময়, একটি বুড়ী,
মাথায় ক'রে শাকের ঝুড়ী,
হাতে ধ'রে ভাঙা নড়ী, এলো পুকুর-ঘাটে।
ময়লা-মোটা-কাপড়-পরা,
পাকা চুলে ইকুন ভরা,
হাড় জিলজিল, চামড়া সারা, ভাত নাইকো পেটে॥

আস্তে বুড়ী নেবে জলে,
হাত বাড়িয়ে কল্‌সী তোলে,
নফর তা'রে ডেকে বলে, "কা'র পুকুর গো এটা?"।
"অটল বাবুর" বুড়ী বলে;
নফর বলে, "সে কা'র ছেলে?"
বুড়ী বলে, "ডাক্‌সাইটে পটল সিঙের বেটা॥

কত যে তা'র হাতী ঘোড়া,
কত যে তা'র টাকার তোড়া,
কত যে তা'র পাল্কী,গাড়ী,হিসেব নাইকো তা'র।
কত যে তা'র সোণা দানা,
বাগ-বাগিচে বালাখানা,
চিড়িয়েখানা,নবোৎখানা, সেপাই,পাইক, আর॥
সকাল বেলা, সন্ধ্যে বেলা,
ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলা,
লাগায় বাবু ঐ ও দিকের মাঠে।
এক একটা পাগ্‌লা ঘোড়া,
যোয়ার ফেলে লাগায় তাড়া,
লোক্‌গুনোকে বদ্দিবাটির হাটে॥
পরশু আমি ওই দিকেতে,
সন্ধ্যে বেলা ঘরে যেতে,
অটল বাবুর একটা ছানা ঘোড়া।
আমার দিকে ছুটে এসে,
চাঁট মেরেচে পায়ে ক'সে,
গাঁট ফুলেচে যেন পাকা ফোড়া॥"
বুড়ীর কথা নফর শুনে,
ভাব্‌লো তখন মনে মনে,
"এ বার আমার পুরবে মনের আশ।
অটল বাবুর আস্তাবলে,
বাচ্চা ঘোড়া যদি মেলে,
পাল্‌বো তা'রে খাইয়ে দানা ঘাস॥
মাস কএকে হ'বে বড়,
মজা ক'রে ঘোড়া চড়,
মাধ্‌না শালা খর্ব্ব হ'য়ে যা'বে।
সাম্‌নে তা'রি ঘোড়ায় উঠে,
মার্‌বো চাবুক শালার পিঠে,
যেমন ক'ম্ম তেম্নি ফল সে পা'বে॥"
এই রকমে নফরচাঁদ,
মনে মনে বালির বাঁধ,
বাঁধ্‌লো ক'সে আশার সাগর-জলে।
"সিদ্ধিদাতা গণেশ" ব'লে,
সেখান থেকে গেল চ'লে,
অটল বাবুর সখের আস্তাবলে॥

মস্ত ফটক, রঙের চটক, আস্তাবলের গায়।
গাড়ীখানা, ঘোড়াখানা, সারি সারি তা'য়॥
খাটিয়া পেতে, নেশায় মেতে, সহিস কচুমান।
কঁ্যাকোর কঁ্যাকোর বাজিয়ে সারঙ, ছাড়্‌চে নাকী তান॥
কেউ বা বলে দিচ্চে ড'লে তেজী ঘোড়ার পা।
কোঁকের কাছে হাতটা গেলে, ছুড়্‌চে ঘোড়া পা॥
দুই দিকে দুই খোঁটা গাড়া, মাঝখানেতে ঘোড়া।
খোঁটায় বাঁধা মোটা দড়া, ঘোড়ার মুখে জোড়া॥
কেউ বা জলে চেরেট বগী ফিটন গাড়ী ধোয়।
কেউ বা খেটে, দড়ার খাটে আশ মিটিয়ে শোয়॥
এমন কালে আস্তাবলে নফর উপস্থিত।
জোড়া জোড়া কত ঘোড়া দেখে তুষ্টচিত॥
কোচমানেরে ধীরে ধীরে নফর তখন বলে।—
"একটি টাকা দেবো, দেবে বাচ্চা ঘোড়া খুলে॥"
উঠ্‌লো হেসে, কেসে কেসে, সহিস, কচুমান।
পাগল ব'লে, তাড়িয়ে দিলে, বড্ড অপমান॥
নফর তখন, লজ্জা পেয়ে, দুখিত হ'য়ে মনে।
সেখান থেকে চ'লে গেল, শেষে হাটের পানে॥
যেতে যেতে ভাব্‌লো চিতে, "দর বড্ড চড়া।
ছানা ঘোড়াও কেনা দায়, হায় রে বড় ঘোড়া॥
তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, নিদেন পক্ষে কুড়ি।
বাচ্চা ঘোড়ার সাচ্চা দাম, কোথায় টাকা কড়ি॥
একটি টাকা ভরসা আমার, ঘোড়া কিনি কিসে।
মাথ্‌না শালা জিত্‌লো বুঝি, হারনু আমি শেষে॥
তা' হ'বে না—তা' হ'বে না—চ'ড়্‌বো আমি ঘোড়া।
ছাড়্‌বো নাকো কঠিন পণ, দেখ্‌বো আগা গোড়া॥
নাই বা হ'ল বাচ্চা ঘোড়া?—কিসের ক্ষতি তা'য়?।
আজ হ'ত,—নয়, বছর পরে, চ'ড়্‌বো ঘোড়ার গায়॥
তিন শ' টাকা বড় ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়া কুড়ি।
নিদেন পক্ষে একটা টাকা, ঘোড়ার ডিমের কড়ি॥
হাটে গিয়ে, বেছে বেছে কিনবো ঘোড়ার ডিম।
রাখ্‌বো তা'রে; যতন ক'রে, দেখ্‌বো প্রতিদিন॥
ফুট্‌বে যখন, আমার তখন, আশায় সুসার হ'বে।
ঘাস খেয়ে সে বড় হ'য়ে আমায় পিঠে ব'বে॥
সাধ্‌লে পরে, সিদ্ধি ঘটে, মিথ্যে নয় সে কথা।
একটি টাকায় এবার আমার, ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা॥

এরূপ ভেবে মনে মনে,
নফর চলে হাটের পানে,
গাঁটের টাকা আছে কি না, দেখে টিপে টিপে।
টিপে দেখে, আছে টাকা,
থাক্‌বেই ত, বাঁধন পাকা,
আহ্লাদেতে নফরচাঁদের বুকটা উঠে কেঁপে॥
হাটে গিয়ে ঘুরে ঘুরে,
সকল রকম দোকানদারে,
জিগেস করে নফরচাঁদ, "ঘোড়ার ডিম কি আছে?"
তা'রা বলে, "আরে ম'লো,
কোথেকে এ পাগল এলো?
আরে গেলো, কেটা এটা? থাকে কি এ গাছে?
পালা পালা" ব'লে তা'রে
ধমক দিয়ে তাড়ায় দূরে,
ধমক শুনে, চমক লেগে, পালায় নফরচাঁদ।
এক দোকানী তা'রে দেখে,
মনে মুখে তফাৎ রেখে,
উপার্জ্জনের ফিকির পেয়ে, পাত্‌লো ফাঁকির ফাঁদ।
কাছে ডেকে নফরচাঁদে,
কয় সে কথা ছাঁদে [illegible]দে,
"আরে বাপু! ঘোড়ার ডিম কি মেলে যেথা সেথা?।

আমার কাছে ক'টা ছিল,
অনেক দরে বিকিয়ে গেল,
একটি আছে বাছাই করা, ঢাকা শুক্‌নো পাতা।
সত্য বল আমার কাছে,
ক'টি টাকা সঙ্গে আছে?"
নফর বলে, "দোহাই কালী, একটি টাকা খালি।"
বলে তবে দোকানদার,
"বেচা দেখি হ'ল ভার,
বৌনি বেলা মুলে হাবাৎ, লাভের মুখে কালি॥

এক এক ডিমের ছ' ছ' টাকা,
খাতায় আমার আছে লেখা,
এক টাকাতে দেবো কেমন ক'রে?।
আচ্ছা, তুমি শোনো দেখি,
পাঁচটি টাকা রৈল বাকী,
মেহের ক'রে কাল্‌কে দিও মোরে॥"
দোকানদারের কথা শুনে,
নফর ভাবে মনে মনে,
"এক টাকাতেই সারবো আমি কাজ।
কাল্‌কে আমায় পা'বে কোথা?
মুখে থাক্ ওর মুখের কথা,
পাওনা দেনা চুকে যা'বে আজ॥
এখন আমি ফাঁকি দিয়ে,
এক টাকাতে ডিম্‌টে নিয়ে,
মজা ক'রে ঘরে চ'লে যাই।
'হাটের সীমে হ'লে পার,
কি ক'র্‌বে এ দোকানদার?
পাওনা দেনা সবি চুলোর ছাই॥"
এইরূপে সে নফরচাঁদ,
মনে ভাবে পাত্‌মু ফাঁদ,
কবি বলে, তারের ফাঁদে এ যে সুতোর ফাঁদ।
কালনিমের সে লঙ্কা-ভাগ,
নফরচাঁদের তেম্নি ভাগ,
পাথর ভেবে প্রবল স্রোতে ধস্‌কা বালির বাঁধ॥
নফর তখন বলে, "দেখ,
আমার কথায় আস্থা রেখো,
পাঁচটা টাকা কাল দে যা'ব,ফেলে হাজার কাজ।
আমার কথা মিথ্যে নয়,
আস্‌বো আমি সুনিশ্চয়,
হোক্ না কেন ঝড় বৃষ্টি, পড়ে পড়ুক বাজ॥"
দোকানদারের মনের ভাব,
দি'ক্ বা না দি'ক্, যথা লাভ
"ভাল ভাল—কাল্‌কে দিও" এই কথাটি ব'লে।
নফরচাঁদে ব'লে ক'য়ে,
দোকান-ঘরে বসিয়ে থুয়ে,
ফিকির ক'রে পাশের ঘরে ত্বরায় গেল চ'লে॥

একটা পচা কুম্‌ড়ো নিয়ে,
জলে ক'রে চূর্ণ মাখিয়ে,
আগুনতাতে শুক্‌নো ক'রে,ঝুড়ীর ভিতর রাখে।
নীচে উপর চারি পাশ,
সাজিয়ে দিয়ে শুক্‌নো ঘাস,
বাছা বাছা শুক্‌নো পাতা তা'র উপরে ঢাকে॥
ধীরে ধীরে ঝুড়ী ধ'রে চতুর দোকানদার।
মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে এল, ঝুড়ী যেন ভার॥
ধীরে ধীরে পাতা খুলে,
ডিম্‌টে দেখায় হাতে তুলে,
নফর দেখে সুখে বলে, "মস্ত ঘোড়ার ডিম্!"।
টাকা খুলে কাপড় হ'তে,
দিলে দোকানদারের হাতে,
দোকানদারের সবটা লাভ, বড্ড শুভ দিন॥
বলে তখন দোকানদার,—
"খুলো নাকো ঝুড়ী আর,
নামিও নাকো মাটীর'পরে,উপ্‌রে রেখো তুলে।
তবেই এ ডিম্ ফুট্‌বে ত্বরা,
চ'ড়্‌বে তুমি আচ্ছা ঘোড়া,
ধ'র্‌বে চাবুক, মার্‌বে এরে, এরি ল্যাজের
চুলে॥"
দোকানদারের পরামর্শে,
নফর সুখের সরে ভেসে,
ডিমের ঝুড়ী মাথায় ক'রে চ'ল্‌লো বরাবর।
অনেক দূরের লম্বা পাড়ি,
তবে নফর পা'বে বাড়ী,
পাকা ছ' কোশ হেঁটে হ'ল ক্লান্ত-কলেবর॥
ডুব্‌লো রবি, সন্ধ্যে হ'লো,
বাসায় ঢোকে পাখীগুলো,
এমন কালে একটা গাঁয়ে নফর প্রবেশ করে।
রাখ্‌তে বারণ ভুঁয়ে ঝুড়ী,
ঘাড়ের ব্যথা বাড়াবাড়ি,
কাজে কাজে তাড়াতাড়ি ডিমের ঝুড়ী ধ'রে॥
একটা লাউয়ের মাঁচার'পরে,
রাখ্‌লো তখন ধীরে ধীরে,
ব'স্‌লো ভুঁয়ে নিশ্বেস ছেড়ে,ঝুড়ীর পানে চেয়ে।

লাউয়ে ভরা লাউয়ের মাঁচা,
অনেক কালের বর্ষা-পচা,
ডিমের ঝুড়ী বড় ভারী, উল্টে পড়ে ভূঁয়ে॥
ধপাস্ ক'রে শব্দ হ'লো,
একটা শেয়াল লুকিয়েছিলো,
চমকে উঠে পালিয়ে গেলো, মাঁচার তলা ছেড়ে।
অমনি নফর লাফিয়ে উঠে,
"ঘোড়ার ডিম্ যে গেল ফুটে,
ঐ যে ঘোড়ার বাচ্চা ছোটে," ব'লে, ছোটে তেড়ে
কবি বলে, হিতবাক্য যা'র পক্ষে নিম্।
নফরচাঁদের মতন তা'রো ভাগ্যে
ঘোড়ার ডিম্!॥

২—কুপোকাৎ।

সন্ধ্যে হ'ল ডুবে গেল রাঙা রঙের রবি;
পূব্ আকাশের একটি পাশে উঠ্‌লো ভাঙা
চাঁদ।
শাদা-কাল-রং-মাখানো সন্ধ্যে রাণীর ছবি,—
শাদা টানা—কালো পোড়েন স্থতোয় বোনা
ফাঁদ॥
ঘোমটা খুলে, মুখ্‌টি তুলে পুকুর-ভরা জলে
হেসেছিল সরোজবালা রবির পানে চেয়ে;
অবিরত ঠাট্টা কত ঘোমটা-নাড়া-ছলে
ক'রেছিল কুমুদীরে সুখের সময় পেয়ে॥
যা'র গরবে গরবিণী কমলিনী ধনী,
এখন্ তো তা'র নাইকো দেখা, একা দুখে
কাঁদে।
কাজেই এখন্ সময় পেয়ে কচি কুমুদিনী
পদ্মিনীরে ঠাট্টা করে খাট্টামাখা ছাঁদে॥
কুমুদিনীর কচি মুখে কচি হাসি খেলে;
কমলিনীর বুকে যেন ফুট্‌ছে বিষের শলা।
বাতাস লেগে, রেগে রেগে, ব'ল্‌ছে যেন দুলে,—
"থাক্ লো ওলো কুমুদি ছুঁড়ি! দেখ্‌বো
সকাল বেলা॥"
কবি বলে, মেয়েছেলের এক জায়গায় থেকে,
এমন্ ক'রে ঝগড়া করা সাজে কি গো?—
ছি ছি!
তোদের কাছে ঝি বউড়ী ঝগড়া করা শিখে,
দিবানিশি করে কেবল ঢেঁকির কচ্‌কচি॥

এই—সন্ধ্যে বেলায় গোপালপুরের মাঝের
পাড়ার মাঝ।
ছোট—মুদির দোকান একটি, তা'তে ঝাঁপ
বন্ধ আজ॥
সেই—দোকানখানির দোকানদারের নামটি
গউর নাগ।
তা'র—গড়ন ছোট, বেঁটেখেঁটে, গালে তিলের
দাগ॥
ভাল—গোঁফ্ জোড়াটা, বুকের পাটা, হাতের
গুলি মোটা।
তা'র—চক্ষু দু'টি, ছোট ছোট, কিন্তু যেন
ফোটা॥
আজ—ন' দিন ধ'রে জর হ'য়েছে, কেই বা
যা'বে হাট?।
আজ—খদ্দেরকে কেই বা বেচে?—বন্ধ
দোকান পাট॥
ছিল—যা' কিছু তা'র দোকান-ঘরে, আগের
হাটের কেনা।
সবি—বিকিয়ে গেছে, কেবল আছে, গামলা
খালি ধামা॥
লোকটা ভাল গউর মুদি, গাঁয়ের লোকে বলে।
যে যেমন, তা'র মাল রেখে, শাদা চালে চলে॥
ধর্ম্মভীরু গউর মুদি ঠিক হিসেবে থাকে।
পাকীর ওজন ব'লে কাঁচী, দেয় না গউর কা'কে॥

বল যেটি—ক'রবে সেটি—একটি কথায় দর।
কিনতে ইচ্ছে হ'লে কেনো ; নইলে চল ঘর ॥
অল্প লাভে গউর ভাবে, "এতেই আমার ঢের।
কাজ কি আমার কাটা দাঁড়ী?—কাজ কি কমী সের? ॥
কাজ কি আমার জুওচ্চুরি?—কাজ কি ঠোঁড়া টেপা?।
কাজ কি আমার পচা জিনিষ, উপর ভালয় চাপা? ॥
ধর্ম্মপথে চ'ললে পরে কন্ম হ'বে খাঁটি।
ফসকে যা'বে পাপের গেরো, ছাড় 'বে যমে লাঠি ॥"

এ সব গুণে গাঁয়ের লোকে ভাল তা'রে কয়।
কাজেই গউর মুদির ভাল রোজগারটাও হয় ॥
গউর নাগের ছোট ভাই অন্য গাঁয়ে থাকে।
জর শুনেও সে আস্‌তে নারে বেচা কেনার পাকে ॥
গউর নাগের গড়ন যেমন, ছোটটিরো তাই।
গোঁফ জোড়াটি নতুন কেবল, তিলটি গালে নাই ॥
বড়র বয়েস বছর তিরিশ, বছর পঁচিশ ছোট।
ছোট বেশী দিন-খাটুনে, বড় কিছু মোটা ॥
গউর বড়, নিতাই ছোট, দু'টিই মানুষ বেশ।
দুই ভেয়েরি পাশাপাশি চাল চলন আর বেশ ॥
নিস্তারিণী নামে নারী, গউর নাগের জায়া।
গুণের কথা ব'লব কি তা'র?—কায়ার যেন ছায়া ॥
বয়েস হ'বে বছর কুড়ি, গোছাভরা চুল।
রূপের কথা ব'লব কি তা'র?—টাট্‌কা ফোটা ফুল ॥
নিটোল গড়ন, সুডোল চলন, কয় সে ধীরে কথা।
পতির সনে সুখে থাকে, নাইকো সতীন্ সতা ॥
সরল আঁখি, হাস্যমুখী, ছলচাতুরীহীনা।
কাণজুড়োনো গলার আওয়াজ, বাজে যেন বীণা ॥
রূপোর তাবিজ, পইচে, নোড়া, গোট, হু'গাছি মল।
সোণার মধ্যে তারি তিনের চিক্, কাটা ডায়মন্ ॥
নিস্তারিণী তা'তেই সুখী, তা'তেই সাজে বেশ।
স্বামীর উপর নাইকো ওজর, নাইকো রাগের লেশ ॥
মোটা গজের কস্তাপেড়ে শাড়ী ভালবাসে।
শান্তিপুরে পাতলা ডুরে দেখলে লাজে হাসে ॥
আফিসওলা অনেক আছে গোপালপুরের মাঝ।
কলম-পেশা কি দুর্দ্দশা, তাই বাবুদের কাজ! ॥
গবর্মেন্টের আফিসেতে কা'রো কলম-পেশা।
সওদাগরী আফিসেতে কা'রো ভাতের আশা ॥
ছুটি ছাটা পেলে তা'রা আসে যখন বাড়ী।
মাগের তরে ব্যাগে ভ'রে আনে পাতলা শাড়ী ॥
চোকে যেটি নতুন পড়ে, অম্নি কেনে সেটি।
দেশী চালের মুখে দিয়ে গোবরগোলা মাটী ॥
হাড়ে মাসে 'অনুকরণ' যা'দের জড়াজড়ি।
দেশের লোকে খা'বে কি আর তা'দের টাকাকড়ি? ॥
বিলেৎ থেকে প্রতি দিনে কত জিনিষ আসে।
ঘরের টাকা পরকে দিয়ে, সে সব আনে বাসে ॥
বাবু সাজেন ট্যাস-ফিরিঙ্গী, গিন্নী ফিরিঙ্গিণী।
কচুবনের কেষ্ট নরেন্, প্যারী তরঙ্গিণী ॥
গউর নাগের নিস্তারিণী তেমনতর নয়।
দেখ্‌লে তা'রে, মনমাঝারে শ্রদ্ধা ভক্তি হয় ॥

সন্ধ্যা এসে চ'লে গেল।—এল আঁধার রাতি।
ঘরে ঘরে জ্ব'লছে খালি তেলের পিদীপ বাতি ॥
ব'লে গেছে জয় ডাক্তার নিস্তারিণীর কাছে।
খাইয়ে দিতে একটা আরক, শিশির ভিতর আছে ॥
শিশির মুখে ছিপি আঁটা, গালার ছাপা তা'য়।
'One mark for one hour' 'Shake the bottle' গায় ॥
শিশির গায়ের অন্য দিকে কাগজ-কাটা ফালি।
সেই ফালিতে কাঁচিকাটা তিন মার্কা খালি ॥
শিশির মুখে আঁটা ছিপি পেরেক দিয়ে খুলে।
খাইয়ে দিলে নিস্তারিণী এক মার্কা ঢেলে ॥
ঔষুদ খেয়ে গউর মুদি ওয়াক্ ওয়াক্ করে।
নিস্তারিণী আকু-টিকুলি দুখের কাছে ধরে ॥

নেবুর পাতা শুঁকে শুঁকে থাম্‌লো বমির জোর।
খানিক পরে গউর নাগের বাড়্‌লো ঘুমের ঘোর॥
পাশ ফেরে না—আর নড়ে না—চোক্‌ চায় না আর।
ধীরে ধীরে, নিশেস পড়ে, বুক্‌টো যেন তার॥

এই রকমে ঘণ্টা খানেক সময় চ'লে গেল।
গউর মুদি ক্রমে ক্রমে এলো হ'য়ে এল॥
হাতটি তুলে পাটি তুলে রাখ যে দিক্‌ পানে।
সেই দিকে তা' প'ড়ে থাকে; কিছুই সে না জানে॥

তাই না দেখে নিস্তারিণী হ'লো আকুলপারা।
ফোটো ফোটো চোক দু'টিতে ছুট্‌লো জলের ধারা॥
কি ক'র্‌বে যে—কি ব'ল্‌বে যে, কূল কিনারা নাই।
আঁৎকে উঠে—চ'ম্‌কে উঠে কাঁদ্‌চে সর্ব্বদাই॥
একে রাত্তি, তা'তে পতি মর মর-প্রায়।
নিস্তারিণীর কি যে হ'লো, ব'ল্‌বো তা' আর কা'য়!॥

কে এমন গো ব্যথার ব্যথী ভূমণ্ডলে আছে।
নিস্তারিণীর দুখের কথা ব'ল্‌বো গে তা'র কাছে?॥

বিধাতার এ সৃষ্টিমাঝে রকম রকম লোক।
কেউ বা সুখে কালটা কাটায়, কেউ বা করে শোক॥
কেউ বা চড়ে গাড়ী ঘোড়া, কেউ বা পায়ে হাঁটে
কেউ শোয় গো ছেঁড়া কাঁথায়, কেউ বা ছাপর খাটে॥
কা'রো পাতে ছানা মাখন গড়াগড়ি যায়।
কেউ বা চোকে ফেনেভাতে দেখ্‌তে নাহি পায়॥
কেউ বা হাসে প্রাণটা ভ'রে, কেউ বা কেবল কাঁদে।
ভিক্ষা করে কেউ, কেউ বা টাকার তোড়া বাঁধে॥
এমন আবার কেউ বা আছে, দীনের সে কেউ নয়।
সাহেব সুবো চাইলে চাঁদা মুক্তহস্ত হয়॥
সাহেব যেন চোদ্দপুরুষ, দেবতা বাপের ঠাকুর।
দেশী হ'য়ে দেশের লোকে ভাবে যেন কুকুর॥
খুব গোপনে দান ক'র্‌বে বলে শাস্ত্রকারে।
ডান হাতের দান বাঁ হাত যেন জান্‌তে নাহি পারে॥

তেমন্‌তর বাঙ্‌লা দেশে ক'জন করে দান?।
তেমন্‌তর বাঙ্‌লা দেশে কয় বাঙালির প্রাণ?॥
গেজেটেতে নাম উঠ্‌বে, প'ড়্‌বে লাটের চোকে।
'দাতা বাবু' 'রাজা' খেতাব পা'বেন হাসি মুখে॥
'রায় বাহাদুর' কেউ বা হ'বেন, কেউ বা 'মহারাজ'।
ভুঁইশূন্য রাজরাজড়ার ধামাধরার কাজ!॥
দেখ্‌চি এবার, বদ্দি ভায়া! তোমার পোহাবারো।
বিষ্ণুতেলের চড়াও খোলা, মশলা যোগাড় কর॥
বাঙ্‌লাদেশের 'রায় বাহাদুর' 'রাজা' 'মহারাজা'!।
তোমার তেলে সাহেব প্রভুর ক'র্‌বে জুতো সোজা!॥
'রায়বাহাদুর' 'মহারাজা' 'রাজা' ছাড়া আর।
খাঁ বাহাদুর' 'নবাব সাহেব' তোমার খরিদ্দার॥
'K.C.S.I.' 'C.S.I.' আর 'C.I.E.' খেতাবধারী।
বদ্দি ভায়া! বিষ্ণুতেলের এরাও গোঁড়া ভারী!॥
তা'ও বলি ফের, এমন ক'জন মেয়ে পুরুষ আছে।
যায় না তা'রা একটি বারো বিষ্ণুতেলের কাছে॥

কি ব'ল্‌তে কি বল্‌ছি আমি, কাজের কথা কই।
নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী খুঁজলে মেলে কই॥
গোপালপুরের ঘরে ঘরে কতই মানুষ ওই।
নিস্তারিণীর ব্যথার ব্যথী কিন্তু মেলে কই॥
আজ শনিবার! চাকুরে ভায়ার সোণায় সোহাগা!
আফিস্‌ ক'রে, এসে ঘরে, দিচ্চে গোঁফে তা!॥
পত্নী ব'সে যত্ন ক'রে তুষ্‌ছে পতির মন।
আধ-ঘোমটা মুখটি তুলে হাস্‌'ছে অনুক্ষণ॥
পতির দুখে নিস্তারিণী কাঁদে দোকানঘরে।
এরা কি তা'র ব্যথার ব্যথী? কও সত্যি ক'রে॥
ওই দেখ গো, দশ ইয়ারে বৈঠকখানায় ব'সে।
পা দুলিয়ে তবলা বাঁয়ায় দিচ্চে চাটি ক'সে॥

বোতল বোতল ব্রাণ্ডি বিয়ার নিচ্ছে পেটে বাসা।
চক্ষু দু'টি মিটির মিটির, খোস গোলাপী নেসা॥
আমোদ করে রাসভ-স্বরে পদা খেঁউড় গেয়ে।
পথের পাশে গাছের পাখী চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে॥
এদের মাঝে কেউ কি দুখী নিস্তারিণীর দুখে?।
একটিও নয়—তা' হ'লে কি এত হাসি মুখে?॥
নিস্তারিণীর দুখের দুখী কেউ নাই কি ভবে?।
আছেন—আছেন ভগবান্ এই অসহায় ভবে॥
নিস্তারিণি! ডাক গো তাঁ'রে করুণকণ্ঠে তোর।
তাঁ'র করুণায় ঘুচবে, বাছা! তোর এই বিপদ ঘোর॥

এমন্ কালে জয় ডাক্তার ভিন্ গাঁ হ'তে এসে।
দেখতে রুগী, গউর মুদির দোকানঘরে পশে॥
ক'দিন ধ'রে জয় ডাক্তার ক'চ্চে আনাগোনা।
নেয় না ভিজিট—দেয় সে ভিজিট ওষুধ সাগুদানা॥

আজকে তা'রে নিস্তারিণী দেখতে পেয়ে দুখে।
ঘোমটা টেনে কেঁদে কেঁদে বলে অধোমুখে॥—
"ওগো আমার এ কি হ'ল।" ফুট্‌লো না আর কথা।
চ'খের জলে বক্ষ ভাসে—উথলে ওঠে ব্যথা॥
জয় ডাক্তার তখন বলে,—"নাইকো কোন ভয়।
ভাল হ'বে, যদিও এ রোগ তেমন সরল নয়॥"

দশ বিশটে রুগী সেরে,
গাঁয়ে এখন পশার ক'রে,
জয় ডাক্তার যশ নিয়েছে বেশী।
লোকটা ভাল ওষুধ পালায়,
কিন্তু ভরা মনের মলায়,
লম্পটতা-দোষে বড়ই দোষী॥
বয়েস বছর তিরিশ ঘেঁসে,
কয় সে কথা হেঁসে হেঁসে,
অবর সবর মদ ভাঙ্‌টা খায়।
ঝী বউড়ী দেখ্‌লে পরে,
অমনি যেন নোলা সরে,
বদ্-নজরে তা'দের পানে চায়॥

তা'রি দোষে নিস্তারিণী
আজকে এত বিষাদিনী,
তা'রি দোষে সরল গউর আজকে বেহুঁস্ এত।
কি জানি কি ইচ্ছে ক'রে,
কড়া ওষুধ শিশি ভ'রে
দিয়েছিল, তা'ই খেয়ে ত গউর মড়ার মত॥
হায়, ভগবান্! এ কি দেখি,
যা'দের করে জীবন রাখি,
দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করি যা'দের উপরেতে।
তা'দের কি এ কাণ্ডখানা।
বড়ই কঠিন মানুষ চেনা,
মনে মুখে তফাৎ এত মানুষ মানুষেতে॥

নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি চৌকী দিলে এনে।
জয় ডাক্তার ব'স্‌লো তা'তে পাছার কাপড় টেনে॥
গউর মুদি বেহুঁস্ এত,—যেন মড়ার মত।
আস্তে শুধু নিশেস পড়ে, অবশ অঙ্গ যত॥
প্রাণের জায়া কাঁদ্‌ছে কাছে, জয় ডাক্তার ঘরে।
অচৈতন্য গউর মুদি বুঝ্‌বে কেমন ক'রে?॥
জয় ডাক্তার হাত বুলিয়ে গউর মুদির গায়।
ভাঙাচোরা কথা ব'লে মুখ সিঁট্‌কে চায়॥
তাই না দেখে নিস্তারিণী আরো ব্যাকুল হ'লো।
মনে ভাবে,—"স্বামী বুঝি আমায় ছেড়ে গেলো!॥"
মন্দখানা মনের ভিতর আগে পড়ে এসে।
"হে হরি! কি ক'ল্লে!" ব'লে চ'খের জলে ভাসে॥

এমন কালে জয় ডাক্তার মনের কথা কয়—
"নিস্তারিণি! কেঁদ নাকো—নাইকো কোন ভয়॥
যদি আমার একটি কথা রাখ্‌তে পার তুমি।
স্বামী তোমার সেরে যা'বে, ওষুধ দেবো আমি॥
গরিব মানুষ তোমরা বড়, চাই নে টাকাকড়ি।
এমন ওষুধ আমি দেবো, খরচ টাকার কাঁড়ি॥
আগে ভেবেছিলেম আমি রোগ শক্ত নয়।
কিন্তু এখন চ'খে দেখে সন্দ মনে হয়॥

স্বামীর তোমার পূর্ণ বিকার, রক্ষে পাওয়া ভার।
কিন্তু যদি কথা রাখ, ক'রবো প্রতীকার ॥"
"কি ক'রবো গো বল" কেঁদে নিস্তারিণী বলে।
জয় ডাক্তার বলে,—"এস আড়াল পানে চ'লে ॥"
জয় ডাক্তার আগে গেল, নিস্তারিণী পাছে।
জয় ডাক্তার ধীরে ধীরে বলে কাণের কাছে ॥—
"নিস্তারিণি! ব'লবো কি আর, মনে বুঝে নাও।
তোমায় বড় ভালবাসি;—আমার পানে চাও ॥
স্বামী তোমার ভাল হ'বে চাই যে টাকাকড়ি।
নিস্তারিণি!—নিস্তারিণি!—তোমার পায়ে পড়ি ॥"

এই কথা না কাণে শুনে নিস্তারিণী ভয়ে।
কেমনতর হ'য়ে গেল পাঙাসপানা হ'য়ে ॥
হায় গো, একে স্বামীর শোকে শুকিয়ে গেছে মুখ।
তা'তে আবার এই কথাতে ফেটে গেল বুক ॥
কি ব'ল্‌বে যে—কি ক'র্‌বে যে—অবাক্ হ'য়ে গেল।
আকাশ ফেড়ে যেন তেড়ে বজ্র মাথায় প'লো ॥
মহাপাপী জয় ডাক্তার পিশাচ অবতার।
হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌তে গেল আঁচলখানি তা'র ॥
"ছুঁয়ো না গো বাবু আমায়—তোমার পায়ে পড়ি।
স্বামী গেল, আমিও এবার গলায় দেবো দড়ি ॥"
এমন সময় দোকানঘরের বাইরে যেন কা'রে।
ব'ললে কে গো "আসুন মশায়" চেনো চেনো স্বরে ॥
নিস্তারিণী বুঝলো সে স্বর, ঠাকুর-পো তা'র এল।
"ও ঠাকুর-পো!" ব'লে সতী ভুঁয়ে প'ড়ে গেল ॥
জয় ডাক্তার চ'মকে ওঠে—ভ্যাবাচ্যাকা লাগে।
হাতে হাতে পাপকর্ম্মের ফলটা মনে জাগে ॥
বেরিয়ে যা'বে মনে ভাবে, কিন্তু উপায় নাই।
পথ বন্ধ,—দোয়ার-গোড়ায় গউর মুদির ভাই ॥
মনে ভাবে,—"নিস্তারিণী মূর্চ্ছা প'ড়ে আছে।
দেখ্‌বে নাকো—লুকিয়ে থাকি—পালিয়ে যা'ব পাছে ॥"
তলাছেঁড়া কুপো ছিল দোকানঘরের কোণে।
জয় ডাক্তার লুকোয় গিয়ে সেইটে গায়ে টেনে।
যেমন কুপো তেম্নি হ'লো; নাই ডাক্তার ঘরে
ঘরে বেহুঁস গউর—বেহুঁস্ নিস্তারিণী দোরে ॥
নিধিপুরের শ্যাম বদ্দি, সঙ্গে নিয়ে তাঁ'কে।
এমন কালে নিতাই মুদি দোকানঘরে ঢোকে ॥
মিটির মিটির জ্ব'ল্‌চে আলো; নাইকো কারু কথা।

নিতাই দেখে, দোয়ার-গোড়ায় পড়ায় কনকলতা।
ঘরের ভিতর প্রাণের দাদা বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়ে।
তাই না দেখে ছোট ভেয়ের পরাণ গেল উড়ে ॥
আকুল হ'য়ে নিতাই ডাকে "ও বৌ—ও বৌ" ব'লে।
নিস্তারিণীর চেতন হ'ল—চক্ষু নাহি খোলে।
হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে,—"বাবু মহাশয়!
জীবন দেবো বাঁচাও স্বামী,—এ কাজ আমার নয় ॥
ভদ্র তুমি—গরিব আমি, গরিব লোকের জায়া।
আমি তোমার মেয়ে, বাবু! নাই কি দয়া মায়া? ॥"
ভ্রাতৃজায়ার মুখে শুনে এমনতর কথা।
নিতাই বলে,—"বৌ কি বলে! কে এখানে কোথা? ॥
কি ব'ল্‌চো বৌ?—নিতাই আমি, বারেক দেখ চেয়ে।
কেন এমন ব'ক্‌চো তুমি পাগল-পারা হ'য়ে? ॥"
নিস্তারিণী দেখ্‌লে চেয়ে, ঠাকুর-পো তা'র বটে।
জয় ডাক্তার যা ব'লেছে, ব'ল্লে তা' মুখ ফুটে ॥
তাই না শুনে নিতাই নাগের চক্ষু হ'লো লাল।
দারুণ রাগে শরীর কাঁপে মূর্ত্তি যেন কাল ॥
নিতাই বলে,—"কব্‌রেজ মশায়! ব'স দাদার কাছে।
দেখি আমি জয় ডাক্তার লুকিয়ে কোথায় আছে ॥"
এই না ব'লে নিতাই মুদি দোকানঘরে খোঁজে।
কুপোর ভিতর জয় ডাক্তার ভয়ে ঘামে ভেজে ॥

থর্থরিয়ে শরীর কাঁপে, কুপো কাঁপে তায়।
নিতাই নাগের চক্ষু গিয়ে প'ড়লো কুপোর গায়॥
দৌড়ে গিয়ে নিতাই মুদি কাঁপা কুপোর কাছে।
নেড়ে চেড়ে বলে,"শালা এই যে এতে আছে॥
ও শালা —ও শালার ব্যাটা! এই কাজ কি
তোর?।
সাধুগিরি ফলিয়েছিলি, ওরে ছুঁচো চোর!॥
যেমন কর্ম্ম ক'ল্লি, শালা! তেম্নি পাবি ফল।
বাইরে ফলাস্ ভালমানুষি,মনের ভিতর মল!॥
হাড় গুঁড়োবো আজকে রে তোর ক'রে মুগুর-
পেটা।
পাপ কাজ কি ছাপা থাকে, ওরে শালার
ব্যাটা?॥"
এই না ব'লে নিতাই কোপে কুপোর মারে লাথ।
লাথির চোটে চামড়া কেটে অম্নি কুপোকাৎ!॥
কুপোয় ঢোকা জয় ডাক্তার উল্টে পড়ে ভুঁয়ে।
লাথির উপর আবার লাথি! চেঁচায় ভুয়ে শুয়ে॥
জয় ডাক্তার ব'ল্‌বে কি যে খুঁজে নাহি পায়।
"ঘাট হ'য়েছে" ব'লে ধরে নিতাই মুদির পায়॥
নিতাই বলে,—"খৎ দে নাকে, বল্ বৌকে মা।
তবে শালা বাঁচবি প্রাণে,—নৈলে তুলি পা॥
বদমাইসি ক'র্‌বি ব'লে ওযুদ দিলি কড়া।
তাইতে আমার দাদার দশা প্রাণ থাক্‌তে মড়া॥
বল্, দাদাকে ক'র্‌বি ভাল, ম'লে দায়ী হ'বি।
খৎ লিখে দে তেম্নি ক'রে, যদি বেঁচে র'বি॥"
জয় ডাক্তার প্রাণের দায়ে নাকে দিয়ে খৎ।
'গউর ম'লে দায়ী আমি' লিখে দিলে খৎ॥
বদ্‌মাইসি বই তো না তা'র, সঙ্গে ওযুদ ছিল।
খাইয়ে দিলে দু'তিন মোড়া, গউর ভাল হ'ল॥

কবি বলে,পাপকর্ম্মের ফলটা হাতেহাত।
লাথির চোটে ভাগ্যে ঘটে এম্নি
কুপোকাৎ!॥

৩—পাঁচ ঝাঁটা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের আজকে দশই, গর্ম্মি বাড়াবাড়ি।
দুপুর বেলা, সূর্য্যিদেবের মাথার উপর পাড়ি॥
শীতকালের সে সূর্য্যি যেন এই সূর্য্যি নয়।
তাইতো এঁরে পুরাণকারে যমের বাবা কয়॥
সূর্য্যি ঠাকুর বড়ই নিঠুর, নাইকো দয়ার লেশ।
আগুন্ ঢেলে পুড়িয়ে মেলে; ক'লে জীবন শেষ॥
লক্ষীছাড়া কাণ্ডখানা সূর্য্যি ঠাকুর করে।
জল পেয়ে গো আগুন্ ঢালে বিশ্ব চরাচরে॥
হল্কা দিয়ে বইচে বাতাস, যেন আগুন্‌মাখা।
প্রাণ আই ঢাই—জল খাই খাই—বাই বাই—
দে পাখা॥
দরদরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝ'র্‌চে গায়ে ঘাম।
এঁচোড় কাঁটাল উঠ্‌চে পেকে, পাক্‌চে কাঁচা
আম॥
রোদের ঝাঁজে ঝাজিয়ে উঠে লুকোয় পাখী
ঝোপে।
ক্ষেতের মাটী উঠ্‌চে ফেটে প'ড়ে রবির কোপে॥
গাছের ডালে চাতক ডাকে ব'লে 'ফটিক জল'।
একটি ফোঁটা জল পায় না; সূর্য্য বড় খল॥
সকাল বেলা গাছের পাতা কতক সরস ছিল।
রোদে এখন মুড়ে প'ড়ে নীরস হ'য়ে এল॥
সকাল বেলায় নরম বোঁটায় ফুটেছিল ফুল।
রোদে এখন প'ড়লো মুড়ে, ঠ'কুলো অলিকুল॥
বাতাস যেন গিল্‌তে আসে,আকাশ যেন শুকো।
আগুন্-মুখে উঠ্‌চে রুখে সূর্য্য পোড়ারমুখো॥
এক আধ খানি মেঘ ভাস্‌চে নীলাম্বরের কোলে।
কেউ এখানে—কেউ সেখানে—কেউ যাচ্ছে
চ'লে॥

বায়ুর বেগে চলা মেঘে খানিক ছায়া হয়।
পরকে দিয়ে বুকের ছায়া রোদ পিঠেতে সয়॥
মেঘের মতন সরল দয়াল গ্রীষ্মকালে কে রে।
মেঘের কাছে, ওরে মানুষ! দয়া শিখে নে রে॥
জষ্ঠি মাসের রবির মতন কসাই কেউ আর নাই।
মেঘ হ'বি কি সুয্যি হ'বি?—তা'ই জান্‌তে
চাই॥

হেম গাঙ্গুলি নামে যুবা, চণ্ডীপুরে বাস।
প'ড়্‌চে বি, এ. গত সালে ক'রে এল, এ, পাস॥
কল্‌কাতার এক কালেজেতে লেখা পড়া শেখে।
বৌবাজারে বাসা ক'রে মেসে মিশে থাকে॥
বাড়ী এসে আছে এখন সমার-ভেকেসনে।
বিশে তারিখ ফির্‌তে হ'বে ছুটীর অবসানে॥
হেম গাঙ্গুলির বুদ্ধি সরু, লেখা পড়ায় খাসা।
কিন্তু দু'টো দোষ আছে তা'র—বদখেয়াল
আর নেসা॥

আগে এ দোষ ছিল নাকো বদ্‌ইয়ারের মেসে।
মিশে এমন হ'য়ে গেচে হেমচন্দ্র শেষে॥
মিশ্‌লে মেসে সবাই শেষে খারাপ কি গো হয়।
হয় বই কি;—দুই এক জন খারাপ কেবল নয়॥
মেসে মেশা কর্ম্মনাশা, শেষে নেসাখোর।
বাসায় থাকে তোষক বালিশ, বাইরে নিশি
ভোর॥

হেম গাঙ্গুলির বাসার কথা [illegible]বো কি আর,
ভাই!।
ব'ল্‌তে গেলে পুঁথি বাড়ে দূর হোক্ গে
ছাই!॥

চণ্ডীপুরের দখিণ ধারে
বইচে নদী ধীরে ধীরে,
চন্দ্রাবতী সেই তটিনীর নাম।
যদিও সরু আকার তা'র,
বর্ষাকালে খরধার,
গ্রীষ্মকালে বিধি তা'রে বাম॥
পার হওয়া যায় এখন হেঁটে,
তীরের মাটী উঠ্‌চে ফেটে,
মাঝে মাঝে গলা খানেক জল।
কম জল, তাই রবির করে
গরম হ'য়ে বইচে ধীরে,
হাঁটু জলে গজিয়ে গেছে দল॥
চন্দ্রাবতীর উভয় ধারে
দাঁড়িয়ে তরু সারে সারে,
ফুল ফুটেচে ফল ধ'রেচে কত।
কোন গাছটা ঝুঁকে আছে,
আস্‌চে যেন জলের কাছে,
জল-পিয়াসে ঘাড়টি ক'রে নত॥

লতা দিয়ে হামাগুড়ি,
জড়িয়ে আছে গাছের গুঁড়ি,
ফোটা ফুলের গায়ে কুঁড়ি ডগায় দোলে তা'র।
এ পার থেকে ও পার থেকে
পাখীগুলি ডেকে ডেকে,
দেখে দেখে, থেকে থেকে হ'চ্চে নদী পার॥
কোন খানে বা আমের গাছে
আধসেরিয়া আম পেকেছে,
অধিকারী গাছের তলায় কুঁড়ে বেঁধে আছে॥
কেউ পাছে আম পালায় ল'য়ে,
তাই সে আছে সজাগ হ'য়ে,
ছেলেটি তা'র আম খাচ্চে ব'সে বাপের কাছে॥
এক এক বার বাতাস লেগে
আম প'ড়্‌চে জলে ভেগে,
অধিকারী দৌড়ে গিয়ে হাতড়ে তুলে আনে।
মিন্সে যখন নামে জলে,
ছেলেটি তা'র কুতূহলে
নেচে নেচে চেঁচিয়ে ওঠে চেয়ে বাপের পানে॥

দুপুর বেলা রোদের জ্বালা, গায়ে আগুন
ছোটে।
পিঠ ঠেসিয়ে হেম র'য়েচে বকুল গাছের পিঠে॥
চন্দ্রাবতী নদীর ধারে একলা ব'সে আছে।
চেয়ে দেখে পাশে কভু—আবার কভু পাছে॥
চন্দ্রাবতী নদীর ধারে আছে ছ' সাত ঘাট।
কোন ঘাটে বা মেটো সিঁড়ি, কোন ঘাটে বা
কাঠ॥

চণ্ডীপুরে নদীর ধারে যে সব লোকের বাস।
চন্দ্রাবতীর জলে তাঁদের ব্যভার যার যাস ॥
টেড়িকাটা হেম গাঙুলি, পাতলা জামা গায়।
হাতে ছড়ি, ট্যাকে ঘড়ি, চীনের জুতো পায় ॥
কালা-পেড়ে ধুতি-পরা, যেন দুধের ফেনা।
গোঁফের রেখা দিচ্চে দেখা, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা ॥
ল্যাভেণ্ডারে রুমালখানা ভিজিয়ে আগাগোড়া।
নাকের কাছে থেকে থেকে ধ'রচে ইয়ার ছোঁড়া ॥
মদের স্বাদে চক্ষু দুটো রাঙা আধেক বোজা।
পোমেটমের কলপ চুলে, কাণে আতর গোঁজা ॥

ঘাটের পাশে বকুল-তলায়
কাটফাটানো দুপুর বেলায়
কেন ব'সে হেম গাঙুলি আজ?।
জল আন্‌তে মেয়েছেলে
কল্‌সী কাঁকে সেথায় এলে
হেম গাঙুলির ঠাট্টা করা কাজ ॥
হা ধিক্ হা ধিক্, কি ব'ল্‌বো আর,
এই কি বাঙার বিদ্যে শেখার,
এই কি রীতি, এই কি নীতি!—ছি ছি।।
এর নাম কি জ্ঞান-গরিমা?—
এর নাম কি গুণ-মহিমা?
কালেজ যাওয়া কেবল মিছিমিছি ॥
ছাত্র ব'লে কেবল নয়,
খুঁজ্‌লে পরে বিদ্যালয়,
শিক্ষে-গুরু এমন কত পা'বে।
"যেমন গুরু তেম্নি চেলা,
টক্ ঘোল তা'র ছেঁদা মালা,"
লাগাও চাবুক গুণে পাবে পাবে ॥
মন্দ গুরু, মন্দ চেলা,
খুঁজ্‌লে পরে মেলে মেলা,
ভাল গুরু, ভাল চেলা কম।
খুঁজ্‌লে পরে বসুমতী,
সুধা মেলে দু' এক রতি,
কিন্তু মেলে লাখো বোতল রম ॥

চন্দ্রাবতী নদী থেকে খানিক গ্রামের ভিতর পানে।
বাস করে এক গরিব কৃষক পত্নী নিয়ে, মাধব নামে ॥
বলদ লাঙল নাই কিছু তা'র, পরের বাড়ী চাকরী করে।
ক্ষেতের, বাড়ীর কাজের কাজী, মনিব পেয়ার করে তা'রে ॥
মাধব ঘোষের বাড়ীখানি কাঠা চেরেক জমীর মাঝে।
নেপা চোকা উঠোনখানি খট্‌খটে গো, নয় কো ভিজে ॥
উঠোনখানির পূব দখিণে মাধব ঘোষের ঘর দু'খানি।
দোরের উপর সিঁদূর ফোটা, বাতায় গোঁজা নেকড়া কানি ॥
উলুখড়ের ছাউনি চালে, কোমর-মাপা উঁচু দাওয়া।
ছোট ছোট জান্‌লা ঘরে, ফুরফুরিয়ে বইচে হাওয়া ॥
রসুইবাসের একখানি ঘর, অপরখানি শোবার তরে।
রসুই-ঘরে কলসী হাঁড়ি, বালিশ কাঁথা শোবার ঘরে ॥
রসুই-ঘরের একটি পাশে কঞ্চী-ছাওয়া শশার মাচা।
মাচার পাশে গোটা কএক কলার গাছে ঝুল্‌চে মোচা ॥
চিতের বেড়ায় উঠোন ঘেরা, বেড়ার পাশে বাঁশের ঝাড়।
কোন বাঁশটা সটান খাড়া, কোনটা আছে হ'য়ে আড় ॥
দাওয়ায় বসে ঘুরিয়ে চেরা কাট্‌চে মাধব পাট।
থেকে থেকে থেমে আবার খুল্‌চে পাটের গাঁট ॥
এমন কালে চন্দ্রমুখী স্বামীকে তা'র কয়।
"হেম গাঙুলির ঠাট্টা স্থাবার আর না প্রাণে সয়॥

জল আনতে গেলে পরে কেবল খেউড় গায়।
কত রকম হাসি হেসে, বদ্-নজরে চায়॥
থাকতে তুমি, সইবো আমি এত অপমান।
আর না যা'ব জল্‌কে আমি, লাজুক আমার
প্রাণ॥"

জায়ার মুখে এমন কথা
শুনে মাধব পেয়ে ব্যথা,
মনের ভিতর আগুন জ্বলে, রাগে কাঁপে কায়।
মনে মনে তখন বলে,—
"গরিব লোকের ছার কপালে,
পরের কাছে মান খোয়ানো লিখ্‌লে বিধি,হায়!॥
ইস্তোজারী চাক্‌রি মোর,
নাইকো আমার টাকার জোর,
তাইতো পরে এমন ক'রে করে অত্যেচার।
ভাল, এবার দেখা যা'বে,
হেম গাঙ্গুলি টেরটা পা'বে,
কুটকুটুনি ভাঙ্‌বো শালার, তবে নাম আমার॥"

এরূপ ভেবে মনে মনে বৌকে তখন বলে।—
"যা'দেখি ফের কলসী নিয়ে জল আন্‌বার ছলে॥
যদি এবার কিছু বলে হেম গাঙ্গুলি শালা।
ব'ল্‌বি তা'রে আস্‌তে ঘুরে আজ সন্ধ্যে বেলা॥
আরো বলিস,স্বামী আমার ভিন্‌গাঁয়েতে যা'বে।
ন' দিন পরে আস্‌বে ফিরে, [illegible]চি অনুভাবে॥
আজ্‌কে তুমি সাজের পরে দয়া ক'রে যেয়ো।
নেমোন্তন্ন কন্নু আমি, যেন দেখা দিও॥"
স্বামীর এমন কথা শুনে চন্দ্রমুখী কয়।—
"এমন কথা বলা তা'রে আমার কম্ম নয়॥
বৌড়ী হ'য়ে কেমন ক'রে ব'ল্‌বো এমন কথা?।
তুমি গিয়ে বল, আমি আর যাবো না সেথা॥"
মাধব বলে,—"না ব'ল্লে যে, জব্দ হ'বে না সে।
যেমন ক'রে পারিস্,তা'রে বল্‌গে তেম্নি ভাষে॥"
চন্দ্রমুখী বলে,—"ভাল, ব'ল্‌বু যেন তা'রে।
তা'র পরেতে জব্দ তা'রে ক'র্‌বে কেমন ক'রে॥
মাধব বলে, "আগে তা'রে আস্‌তে ব'লে আয়।
তা'র পর তা' বল্‌বো, এখন সময় ব'য়ে যায়॥"

পাঁচ সাতটা ভাবনা ক'রে,
চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে,
চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে কলসী নিয়ে গেলো।
হতভাগা হেম গাঙ্গুলি
ঢেলে দিয়ে রসের ঝুলী,
গান ধ'রে ভাঙ্গা তানে; "ঘোম্‌টাখানি খোলো
চাঁদমুখটি দেখ্‌বো ব'লে,
ব'সে আছি বকুলতলে,
নয়ন চকোর চেয়ে আছে, চেয়ে দেখ, প্রাণ।।
জ্ব'ল্‌চে আগুন মনের বুকে,
বাড়িও না আর ঘোম্‌টা-ফুকে,
চার চক্ষু একটি হ'লে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণ॥
নাওয়া খাওয়া শোয়া ছেড়ে,
কাট-ফাটানো রোদে পুড়ে,
ঠিক দুপুরে ব'সে আছি কেবল তোমার তরে
দেখ্‌তে বড় ভালবাসি
ও চাঁদমুখের মুচ্‌কি-হাসি,
দুপুর রোদেও জোছ্‌না যেন ফুটেচে আলো
ক'রে।

হেম গাঙ্গুলির সে গান শুনে,
চন্দ্রমুখী লাজুক মনে,
নদীর নীরে কলসী ভ'রে তফাৎ দিয়ে যায়।
স্বামী যা' তা'র ব'লেছিল,
ব'ল্‌বে মনে ক'রেছিল,
গান শুনে তা' পাল্লে নাকো [illegible]বে আটক
যায়

"অম্নি এলে, অম্নি গেলে,"
হেম গাঙ্গুলি এই না ব'লে,
বকুলতলা ছেড়ে ছোঁড়া ট'লে ট'লে চলে।
চন্দ্রমুখী যে দিক দিয়ে
ঘরে যা'বে কলসী নিয়ে,
হেমা সেথায় বলে গিয়ে;—"নিদয় কেন
হ'লে?

মদ মাতালে হেম গাঙ্গুলি ব'ল্লে এমন কথ
চম্‌কে উঠে ঘোম্‌টা হ'তে বলে কনকলতা॥—

"সন্ধ্যে বেলা আজ্‌কে তুমি যেয়ো মোদের ঘরে।
স্বামী আমার থাক্‌বে নাকো,যা'বে কেশবপুরে ॥
তিন চার দিন থাক্‌বে সেথা, নেমোন্তন্ন আছে।
অনেক কথা আছে,—যেয়ো,—ব'ল্‌বো তোমার কাছে ॥"

চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখে এমন কথা শুনে।
হাতে যেন স্বর্গ পেলে, সুখ যে কত মনে ॥
"যা'ব যা'ব—মাইরি যা'ব—সন্ধ্যে হ'লে পরে।
শিশ দিলেই, ভাই! দোরটা তুমি খুলো তড়াক্ ক'রে ॥
তোমার ভালর তরেই বলি; শত্রু অনেক আছে।
হঁসিয়ারিতে থাকা ভাল, বিপদ ঘটে পাছে ॥"
চন্দ্রমুখী তখন বলে,—"সাবধানেতেই র'বো।
কিন্তু তুমি যেয়ো, বাবু! নৈলে হতাশ হ'বো ॥"
এই না ব'লে চন্দ্রমুখী পাশ কাটিয়ে যায়।
হেম গাঙুলি "মাইরি যা'বো" ব'লে দাঁড়িয়ে চায় ॥
ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমুখী চোখের আড়াল হ'ল।
হেমা ছোঁড়াও ট'লে ট'লে নিজের ঘরে গেল ॥
চন্দ্রমুখীর কথাগুলি হ'ল জপের মালা।
হেম গাঙুলি ভাব্‌চে কখন আস্‌বে সন্ধ্যে বেলা ॥
এ দিকেতে চন্দ্রমুখী এসে আপন বাসে।
হেম গাঙুলির ব্যাপারখানা ব'ল্লে স্বামীর পাশে ॥
মাধব তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে ত্বরা গিয়ে।
খানিক পরে ফিরে এলো একটা ছোঁড়া নিয়ে ॥
বছর উনিশ বয়স হ'বে, নিমাইচরণ নাম।
মুখের গড়ন দেখ্‌তে ভাল, বরণ উজল শ্যাম ॥
মাধব তা'রে ভালবাসে, গ্রাম-সুবাদে নাতি।
চালাক ছেলে নিমাইচরণ, জেতে আশিন তাঁতি ॥
ও দিকেতে চন্দ্রমুখী রান্নাঘরে রাঁধে।
এ দিকেতে মাধব নিমাই কল কৌশল বাঁধে ॥
শোবার ঘরের মেজের'পরে মাদুরখানা পেতে।
দুই জনেতে যুক্তি করে হেমার মাথা খেতে ॥
যুক্তি ক'রে বেরিয়ে এল; নিমাই কেবল হাসে।
মাধব বলে,"হাস্‌লে তখন সকল যা'বে ফেঁসে ॥"
নিমাই বলে, "ঠাকুরদাদা! আচ্ছা চতুর তুমি।
তোমার পেটে বুদ্ধি এত!—অবাক্ হ'লেম আমি ॥
যা' হোক্, আমি বাম্‌না পালায় জব্দ ক'র্‌বো আজ।
চল্‌নু এখন; যোগাড় কর বাকী যে সব কাজ ॥"
এই না ব'লে নিমাইচরণ গেল নিজের বাড়ী।
নাওয়া খাওয়া সেরে নিলে মাধব তাড়াতাড়ি ॥
চন্দ্রমুখী শেষে খেয়ে, এঁটো পাথর ধুলে।
কাপড় কেচে, রসুই-ঘরে আগড় টেনে দিলে ॥
যেই যুক্তি ক'ল্লে মাধব নিমাই নাতি মিলে।
চন্দ্রমুখীর কাছে এখন ব'ল্লে মাধব খুলে ॥
চন্দ্রমুখী হেসে বলে,—"ও মা যা'বো কোথা!।
এতও তুমি জানো, ধন্যি, তোমার মনের কথা ॥"
ক্রমে ক্রমে বেলা গেল, এল বিকেল বেলা।
নিমাইচরণ আবার এল, হাতে চাটিম কলা ॥
হেসে তখন মাধব বলে,—"এলি, সোণার নাতি!।
দেখিস্, দাদা! খুব হুঁসিয়ার! ফাঁদে ফেলিস্ হাতী ॥
আমি এখন চল্‌নু তবে, দেরি ভাল নয়।
যেমন যেমন ব'[illegible]দি'ছি, মনে যেন রয় ॥"
এই না ব'লে মাধব তখন বেরিয়ে গেল কোথা।
মাথায় দিয়ে তিন বছুরে একটা ছেঁড়া ছাতা ॥
জষ্টি মাসের কড়া রবি ক্রমে নরম হ'লো।
লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বেঁধে কোথায় চ'লে গেলো ॥
"ছেলে ঘুমলো, পাড়া জুড়ুলো" ছেলের মায়ে বলে।
খাড়ী ঘুমুলো ধরা জুড়ুলো,—সূর্য্যি অস্তাচলে ॥
এমন সময় নিমাইচরণ হেসে হেসে কয়।—
"ঠান্‌দিদি গো! শাড়ী আনো, দেরি ভাল নয় ॥"
যোগাড় টোগাড় সবই হ'লো,—নিমাই সাজে মেয়ে।
হেসে ছোঁড়া কুটিপুটি আয়না পানে চেয়ে ॥

নীল ছোবানো খোপের ফুলে বাঁধ্‌লে নবীন খোঁপা।
সীঁথির 'পরে সিঁদূর-ফোঁটা; খোঁপায় কনক-চাঁপা॥
চন্দ্রমুখীর গয়নাগুলি পর্‌লে হাতে পায়।
নেক্‌ড়া-ঠুলির চাপ কাঁচুলী, চমক লাগে তায়॥
চন্দ্রমুখী তাই না দেখে অবাক্ হ'য়ে হাসে।
নিমাই বলে,—"তুমি এখন থেকো না মোর পাশে॥
রসুই-ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে থাক গিয়ে।
এস নাকো আমার কাছে, বলি শপথ দিয়ে॥"
কাজে কাজে চন্দ্রমুখী রসুই-ঘরে গেলো।
ক্রমে ক্রমে এ দিকেতে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো॥
পাখীগুলো শাবক সাথে বাসায় ঢুকে পড়ে।
পূর্ব্বদিকের আঁধাররাশি ছড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে॥
হাওয়ার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর এখন গেচে ছেড়ে।
ঠাণ্ডা-নাড়ী হ'য়ে হাওয়া চ'লচে পাখা নেড়ে॥
এমন কালে হেম গাঙুলি প'রে রসের সাজ।
মাধব ঘোষের দোয়ার-গোড়ায় দাঁড়ায় রসিক-রাজ॥
মাধব ঘোষের বাড়ীর ধারে একটি সরু গলি।
দুই ধারে তা'র বন জঙ্গল, জল গড়া'বার নালি॥
দূর্ব্বো শামা অনেক রকম ঘাস দিয়েচে দেখা।
মাঝখানে তা'র সরু রকম মেটো পথের রেখা॥
হেম গাঙুলি দাঁড়িয়ে খানিক এ দিক্ ও দিক্ চায়।
ধীরে ধীরে খানিক স'রে আবার চ'লে যায়॥
আবার আসে—আবার ফেরে—আবার দাঁড়িয়ে থাকে।
কুকুর শেয়াল দেখতে পেলে তাড়ায় ছড়ি ঠুকে॥
এই রকমে মিনিট বারো সময় গেল ব'য়ে।
ক্রমে ক্রমে হেম নিশাচর উঠ্‌লো আকুল হ'য়ে॥
দুষ্ট লোকের দুষ্ট মনে দুষ্ট কাজের বেলা।
কিসের যেন ধাক্কা লেগে, ফোটে ভয়ের শলা॥
হেম গাঙুলির তেমি হ'ল, উসুখুসু করে।
বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে নারে মাধব ঘোষের ডরে॥
আছে কি না আছে মাধব ঘরের ভিতর তা'র।
জানবে ব'লে হেম গাঙুলি ক'র্‌লে ফিকির বা'র॥
মাধব ঘোষের পাঁদাড়পানে দাঁড়ায় পেতে কাণ।
থাক্‌লে মাধব কথা ক'বে কিংবা গা'বে গান॥
কাণ পেতে সে হেম গাঙুলি রইলো অনেকক্ষণ।
বুঝ্‌লো মনে মাধব গেচে রাখ্‌তে নিমন্ত্রণ॥
বুকের ভিতর ভরসা হ'ল, ফরসা হ'ল ধাঁধা।
মনে মনে ভাবে,—"বাবা! উৎরে গেচে বাধা॥"
এই না ভেবে ভঙ্গি ক'রে কাণ-মজানো শিশে।
সাতিয়ে দিলে ঘরের পাঁদাড় লাগিয়ে যেন দিশে॥
শিশ না শুনে নিমাইচরণ অমি সজাগ হ'য়ে।
ঘুলঘুলি দে চেয়ে দেখে, ঘোমটা টেনে দিয়ে॥
প্রেমভিখারী হেম গাঙুলি এদিক ওদিক করে।
নিমাই তা'রে ফুসফুসিয়ে ডাকে মেয়ের স্বরে॥
আর কোথা যায় হেম গাঙুলি!—বুকের ভিতর তা'র।
ছুট্‌লো যেন প্রেম-ফোয়ারা!—মিল্‌লো নদীর পার॥
মসমসিয়ে চ'লে এলো, খোঁচার আঁচড় লেগে।
কাপড়খানা ফফ্‌ফড়িয়ে ছিঁড়ে গেল বেগে॥
কাঁটার ছড়ে ছিঁড়ে গেল পায়ের ডিমের ছাল।
গেল গেল—ব'য়ে গেল!—বেতাল না হয় তাল॥
পাঁদাড় থেকে দৌড়ে এসে বাড়ীর ভিতর ঢোকে।
চাদরখানা মাথায় বাঁধা, রুমালখানা মুখে॥
কাপড় ঢাকা সর্ব্বশরীর, চক্ষু দু'টি খোলা।
দেখ্‌লে পরে কেউ না চেনে, তাই এ ঢঙের খেলা॥
চন্দ্রমুখী ওরফে নিমাই,—"এস, বাবু!" ব'লে।
মাদুরখানা ঘরের মেজেয় ত্বরায় পেতে দিলে।
"আ-থাক্ থাক্—নিচ্চি আমি—তোমার কি ও সাজে?।
আমার তরে কষ্ট তোমার;—প্রাণে বড় বাজে॥"
হেম গাঙুলি এই না ব'লে ভেজিয়ে দিলে দোর।
নিমাই বলে, "খিল্ এঁটে দাও একটু ক'রে জোর।
"বাহবা-বা! বেস্ ব'লেচো" হেম গাঙুলি কয়।
"মনের সুখে থাক্‌বো দু'জন!—আর বা কা'রে ভয়!"

এই না ব'লে হেম গাঙুলি বায়নাখানায় ব'সে।
রসিকতা লাগিয়ে দিলে নানা রঙের রসে।—
"তুমি আমার প্রাণের পাখী, আমি তোমার খাঁচা।
মধুর বুলি শুন্‌বো তোমার ; দেখ্‌বো তোমার নাচা।"
এই না ব'লে পকেট থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে।
"এই নাও, বৌ !" ব'লে হাসে পায়ের কাছে দিয়ে॥
নিমাই তখন কুড়িয়ে নিয়ে খরার পঁচিশ টাকা।
কাপড়-খুঁটে বাঁধ্‌লে এটে তিনটে গেরো পাকা॥
খানিক পরে হেম গাঙুলি কাছে ঘেসে গিয়ে।
আঁচল ধ'রে হেসে বলে,—"ঘোমটা খোলো, প্রিয়ে।॥"
আঁচলখানা হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিমাই বলে।
"লজ্জা করে—বসবো পরে খানিক সময় গেলে॥
নূতন লোকের ব'স্‌তে কাছে লজ্জা করে ভারি।
তা'তে আমি নারীর মাঝে অতি নাজুক নারী।"
এমন কালে ঘরের দোরে মাধব ঠেলা দিলে।
তাই না শুনে হেম গাঙুলির চ'মকে ওঠে পিলে॥
বাইরে থেকে মাধব বলে,—"ও বৌ ! দোয়ার খোলো।"
তাই না শুনে হেম গাঙুলি বলে, "এ কি হ'লো।
কি সব্বনাশ !—কোথায় যা'বো !—পথ নেই যে আর।
এবার বুঝি দফা রফা !—প্রাণে বাঁচা ভার॥
কি হ'বে, বৌ ! রক্ষে কর, পড়ি তোমার পায়।
এক শ' টাকা দেবো তোমায় ; ঘুচাও লাজ এ দায়॥"
বৌ-সাজুনে নিমাই বলে,—"কি ভয় তোমার, বাবু ?।
থাক্‌তে আমি, আমার স্বামী ক'রবে তোমায় কাবু ?॥
এই খোলেটা গায়ে মুড়ে তক্তাপোষের তলে।
শুয়ে পড়, পাঠিয়ে দেবো পরে সময় পেলে॥"
তাড়াতাড়ি হেম গাঙুলি তাই না গায়ে দিয়ে।
তক্তাপোষের তলে গিয়ে রইলো শুয়ে শুয়ে॥

নিমাই তখন দোর খুলে মেয়েদের ঢঙে বলে।
"বেয়োস্কর রাখ্‌তে গিয়ে কেন ফিরে এলে ?॥"
মাধব বলে, "পেটটা কেমন ব'সলো ঘাঁটে ঘেঁটে,
ফিরে এলুম সেই কারণে, কে যায় দু' কোশ হেঁটে ?॥
ব'স্‌তে আমি আর পারি নি, হাওয়ায় থাকি শুয়ে।
খোলেটো এনে দাও না পেড়ে, শোবো কি ছাই ভুঁয়ে ?"
নিমাই বলে,—"কোথায় সেটা ?—ঘরের ভিতর নাই।"
মাধব বলে,—"কোথায় গেলো ?—দূর হোক্ গে ছাই !॥
আপনি নিজে খুঁজে দেখি" এই কথা না ব'লে।
ঘরে ঢুকে বলে, "এই যে তক্তাপোষের তলে॥
তাই না শুনে হেমা ভাবে, "বাঁচাও, ভগবান্ !।"
ভগবানের ব'য়ে গেচে রাখতে রে তোর প্রাণ॥
এমন কালে মাধব ঢুকে তক্তাপোষের তলে।
খোলেখানা টেনে যেন চম্‌কে উঠে বলে॥—
"এ কি এ কি,—এর ভিতর কি ? কেন বিষম ভারি ?।"
হেম গাঙুলি বলে,"মাধব ! জ্বর হ'য়েচে ভারি॥"
ছোট লাটের হুকুম জারি, শিখতে হ'বে চাষ।
এসেছিলেম জান্‌তে চাষের নিয়ম তোমার পাশ॥
কুইনাইনের খাতটা আমার, এসেই তোমার ঘরে।
কম্প দিয়ে জ্বরটা এলো, প্রাণটা কেমন করে॥
কোথাও কিছু পেলেম নাকো, খোলে গায়ে দিয়ে।
তক্তাপোষের তলায়, মাধব। তাইতে ছিলেম শুয়ে॥
মাধব ! তুমি ভাল আছ ?—কাজ কম্ম ভাল ?।
হাতটা আমার ধ'রে, মাধব ! বাড়ী নিয়ে চল॥"
মাধব বলে, "তাইতো, বাবু ! কাঁপ্‌চো বড় জ্বরে।
খানিক থাকো, এখন বাড়ী যা'বে কেমন ক'রে ?॥

আমরা, বাবু ! চাষাভূষো, টোট্‌কা খেয়ে সারি।
কুনিয়ানের ধার ধারি নি, ডাক্তারিকে ডরি॥
আপ্‌নি যদি আমার কথা শোনো, বাবু ! তবে।
টোট্‌কা খেলে এ জ্বর তোমার শীঘ্রি সেরে যা'বে॥"

হেম গাঙ্গুলি ভাবে মনে,—"মাধব বড় বোকা।
চালাকিতে কাজ সেরেচি লাগিয়ে দিয়ে ধোকা॥
মাধব ঘোষের কথার মত চলাই এখন চাই।
টোট্‌কা খেয়ে ফোক্কা দিয়ে বাড়ী চ'লে যাই॥"
হেম গাঙ্গুলি রাজী হ'লো টোট্‌কা খা'বার তরে।
"যাও ত্বরা, বৌ ! টোট্‌কা আন, আছে রসুই-ঘরে॥"
নিমাইচরণ অমি তখন দৌড়ে চ'লে গেলো।
মস্ত ঝাঁটা পেছু পানে লুকিয়ে নিয়ে এলো॥

মাধব বলে, "এনেচো কি ?" নিমাই বলে, "হুঁ"।
"বাবুজীকে দাও না তবে গুণে পাঁচটি ঘা॥"
মাধব ঘোষের হুকুম শুনে নিমাই তখন তেগে।
এক দুই ক'রে পাঁচ ঘা ঝাঁটা মারলে পিঠে বেগে
ঝাঁটা খেয়ে হেম গাঙ্গুলি গড়ায় ধূলোয় প'ড়ে।
মাধব বলে, "কেমন বাবু ! জ্বর গিয়েচে ছেড়ে ?
তোমার জ্বরে এই টোট্‌কা, তা' বই ওষুধ নাই।
ছেড়েচে কি ? নৈলে বল আর কত ঘা চাই ?॥
তোমার মতন রুগী যা'রা, তা'দের মুড়োমুড়ি।
এই "টোট্‌কা" অমোঘ ওষুধ—শতমুখী বড়ি॥

কবি বলে, এম্নিতর যে সব ব্যাটা নাককাটা।
হেম গাঙ্গুলির মতন তা'দের পিঠে পড়ে পাঁচ ঝাঁটা॥

৪—ষোলবছুরী পেত্নী।

হুগলী জেলার চান্‌তাডাঙায় অনেক লোকের বাস।
কেউ ব্যব্‌সা, কেউ চাকুরী, কেউ বা করে চাষ॥
বেকার বিকার রোগে কা'রো ভাত যায় না পেটে।
ডুবে গিয়ে পেট মুটিয়ে তাস কেউ বা পেটে॥
কেউ বা করে উমেদারী বাবুর বাড়ী হেঁটে।
কেউ বা চোকে ধূলো দিয়ে পয়সা আনে লুটে॥
কেউ বা ধনী, জায়গা জমী দখল কোরে আছে।
সর্দ্দারী কতই করে গরীব প্রজার কাছে॥
উঠোন ভরা ধানের মরাই, গোয়াল ভরা গাই।
ঘুঁটে ভরা বাড়ীর পাঁচীর, পাঁদাড় ভরা ছাই॥
ভাঁড়ার ভরা খা'বার জিনিষ, বাগান ভরা গাছ।
ফসল ভরা চাষের জমী, পুকুর ভরা মাছ॥
এমনতর জমীওলা ধনী বড় লোক।
চান্‌তাডাঙায় দু' জন আছে, টাকাও আছে থোক॥

তা'দের মাঝে একটি বাড়ীর কর্ত্তা গেছেন মরে
কুলের বাতী জেলে আছে ঘরটি আলো ক'রে
নামটি মধুর—গোকুলমোহন, বয়েস সাতাশ ঘেঁসে
মদের বোতল উজোড় করে, গাঁজাও টানে কোসে।
পাঁচপাঁচাগোচ গড়নখানা, ওজনখানা ভারি।
ফুঁ দিয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়, ডরায় নরনারী।
কথায় কথায় রেগে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে কড়া।
চাকরদিগে ঠেঙিয়ে মারে দুষ্ট, খেড়ে ছোঁড়া॥
ভদ্রলোকের ঘরে এমন পাজী কোথাও নাই।
হাড়ে নাড়ে জ্ব'লে মরে তা'র জ্বালায় সবাই॥
মাকে মারে—স্ত্রীকে মারে কথায় কথায় লাথি
দেয় না খেতে দিনে রেতে, এম্নি কঠিন ছাতি
ভাল কাজে দ্বন্দ্ব করে, মন্দ কাজে মাতে।
বাড়ী ছেড়ে ছুঁচো ছোঁড়া বাইরে থাকে রাতে

লক্ষ্মী সতী গুণবতী রূপবতী জায়া।
তা'র উপরে নেক নজরে নাই বেহায়ার মায়া॥
"ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো" এমন কুলের নারী।
সব্ সওয়া যায়,কিন্তু আমি সইতে এমন্ নারি॥
এরূপ সতীর বিরূপ পতি কিরূপ কোরে ঘটে।
বুঝতে নারি, দুঃখু ভাবি চক্ষে বারি ছোটে॥
হায়, ভগবান! এ কি বিধান তোমার বিশ্বমাঝ।
কেমন কোরে ফুলের শিরে মারো কঠিন বাজ।॥
যে জন যেমন, তা'রে তেমন দাও না কেন সাথী?।
কমল দলে কেন দলে মদ মাতালে হাতী?॥
রাজ্যে তোমার অসুখ অপার, নাইকো সুখের লেশ।
জীবন যাহার, দুঃখু তাহার, মোলেই দুঃখু শেষ॥
প্রাণের বুকে দুঃখু গাঁথা, কেন এমন প্রাণ।
জীবকে দিলে, জীবনদাতা নিদয় ভগবান?॥
নারী করা জ্যান্তে মারা তোমার বিধি, বিধি!।
নৈলে কেন গোকুলমোহন ঠেলবে পায়ে নিধি?॥
ভোজবাজীও বুঝতে পারি, কিন্তু তোমার বাজী।
বুঝতে গিয়ে অবুঝ হোয়ে আর্ একতর বুঝি॥
বুঝতে দিয়েও বুঝাও নাকো তোমার অবুঝ বাজী।
বুঝি বুঝি, অমি আবার বুঝাও হিজিবিজি॥
কেন তুমি সব ছেলেকে সব মেয়েকে, পিতা!।
সমান কোরে গোড়্লে নাকো? তুমিই না সুখদাতা?॥
একটি ছেলে হাসে তোমার,একটি মেয়ে কাঁদে।
এক ভাইকে আর এক ভাই শিকলি দিয়ে বাঁধে॥
অবশ যে ভাই, তা'রে সদাই প্রবল ভাইটে মারে।
এক বোন্‌কে আর্ এক বোন্ পোড়ায় বিষের ধারে॥
দুঃখী আমি, ভিক্ষে কোরে উদর পূরণ করি।
দেখিয়ে ত্রাস মুখের গরাস নেয় অপরে হরি'॥
কেন তোমার বিশ্ব-মাঝার এমন অবিচার?।
থাক্‌তে তুমি, দুষ্ট জনে করে অত্যাচার!॥

কেমনতর পিতা তুমি?—কেমনতর রাজা?।
শিষ্ট জনে দুষ্ট জনের করে ভোগাও সাজা?॥
কিসের তরে কোয়েছ সৃজন্ এমন নরনারী?।
লাভ কি ছিল এমন করায়?—যশ পেলে কি ভারি?॥
গোকুলমোহন কালভুজঙ্গ, কমলমুখী সরল।
কমলমুখী সুধামুখী, গোকুলমোহন গরল॥
সুধায় বিষে মেশাও কেন এমন কোরে, হরি?।
সুখ বুঝি হয়?—হ'তেও পারে। আমরা জ্ব'লে মরি॥
ঐ যা, আমি কি ব'লতে কি বোলছি এতক্ষণ?।
কাজের কথা বোল্‌বো এবার,শোনো,পাঠকগণ!॥
চাল্‌তাডাঙা গ্রামটি থেকে কোশেক খানেক দূর।
দক্ষিণ দিকে মাঠের ধারে আছে মামুদপুর॥
গ্রামটি ছোট, কিন্তু বেশী ভদ্র লোকের বাস।
বৈদ্যজাতি চোদ্দ আনা, সেন গুপ্ত দাস॥
হিঁদুয়ানীর পাল্‌পার্ব্বণ প্রায় সকলি হয়।
শক্তিমত ভক্তি করায় কেহই বিমুখ নয়॥
আশিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাগুন মাসে দোল।
বছর বছর হয় সে গ্রামে বাজিয়ে কাড়া ঢোল॥
সেই গ্রামেতে রূপ নামেতে গুপ্ত উপাধধারী।
বৈদ্য জনেক নিবাস করেন, হাতযশটা ভারি॥
কব্‌রেজিতে হয় গো তাঁহার রোজ্‌গারটা বেশ্।
আসে লোকে ডাকৃতে তাঁ'রে হোতে দেশ-বিদেশ॥
৫×(গুণ) ১০+(যোগ) ৫ হয় ৫৫ ফাঁক।
রূপনারাণের এই অঙ্কে বয়েস বছর ডাক॥
সাদাসিদে ধরণধারা, গড়নখানা ক্ষীণ।
কাঁচা পাকা চুল মিশানো, কাণে আঁচিল চিন॥
টাক্‌পড়া তা'র ব্রহ্মতালু, ধারে বিরল চুল।
নামে শিখা, কাজে বাঁধা রয় না তা'তে ফুল॥
চটী জুতো পরেন্ পায়ে, ধরেন্ বেতের ছাতী।
জাঁক্‌জমক নাই সাজ সজ্জার; সাদা চাদর ধুতি॥
বাভট, চরক, নিদান আদি চিকিৎসকের পুথি।
বিশেষরূপে বোঝেন্ তিনি, ব্যুৎপন্নও অতি॥

ফাকী দিয়ে টাকী নেওয়া তাঁ'র ব্যবসা নয়।
ধর্ম্মপথে চলেন্ সদা, পাপকে বড় ভয় ॥
দেখেছি গো এমন আমি জাত'বদ্যি কত।
নামে তা'রা জাত'বদ্যি—গোবদ্যির মত ॥
বদ্যিরূপে যমের দূত, সদ্যি রুগী মারে।
ওষুধপালায় ঘোড়ার ডিম্. মুখের চোটেই
সারে ॥

ঘোর আনাড়ী,বুঝতে নাড়ী সাধ্য কিছুই নাই।
রোগ চিন্‌তে চিন্তে করে, পায় না তবু থাই ॥
এক রোগেতে আর এক রোগের ওষুধ দিয়ে
বসে।
ভাত পথ্যি কোরে বসে নাড়ীভরা রসে ॥
কুইনাইনের বড়ী গড়ে চালের গুড়ি দিয়ে।
"জ্বর-কেশরী" বোলে খাওয়ায় রুগীর কাছে
গিয়ে ॥

পূর্ণজ্বরে "জ্বর-কেশরী" মধুর অনুপানে।
পেটে গিয়ে জ্বর আট্‌কে রুগী মরে প্রাণে ॥
মরে মরুক্ ব্যাটার রুগী বদ্যি ভায়ার কি ?।
মনের সুখে তোলেন মুখে গরম ভাতে ঘি ॥
আবার এমন্ অনেক আছেন গুণের চিকিৎসক।
পুকুর-ধারে মগ্ন ধ্যানে যেন সাধু বক ! ॥
'কি ভয় কি ভয়' বার বার কয় 'কোর্‌বো আরাম
রোগ।
বিশ টাকা দাও কোরবো তবের 'ধুমমুষ্টিযোগ' ॥'
পঙ্কগজী নামটা শুনে ভরসা প্রাণে পেয়ে।
গরীব রুগী টাকা আনে জিনিষ বাঁধা দিয়ে ॥
বদ্যি ভায়া সেই টাকাতে গয়না খালাস কোরে।
'মেগের কাছে পেগের বড়াই' করেন দু'হাত
নেড়ে ॥

আনা চারেক সুদ কমিয়ে মহাজনের কাছে।
মুষ্টিযোগের যোগাড় করেন পাঁচটা বুনো গাছে ॥
থেঁতো কোরে, মাত্ গুড়েতে মাখিয়ে গড়েন
বড়ী।
গরীব রুগীর পোরেন পেটে, জ্ব'লে ওঠে নাড়ী ॥
রোগের রফা হয় না রফা, প্রাণের দফা শেষ।
ধনে প্রাণে রুগীর মরণ; বদ্যি ভায়ার বেশ্ ॥

আবার এমন অনেক আছেন, জুয়োচ্চুরী
কোরে।
টাকা লোটেন, নোটিস্ দিয়ে "প্রাচীন দিবাকরে" ॥
তাঁ'দের মাঝে কেউ বদ্যি, কেউ ডাক্তার বাবু।
প্যাটেন্ট্ ওষুধ তিন বেলা খাও, পথ্যি দুধ্ আর
সাবু ॥
চিকিৎসা কি, নাইকো জানা, কিন্তু যেন পাকা।
প্যাটেন্ট্ ওষুধ ছাপিয়ে দিয়ে ফাঁকিয়ে লোটেন
টাকা ॥
"জ্বরচক্ষু-তপ্তৈতল" এক দিনে জ্বর সারে !
"বাত-মুণ্ড-খণ্ড-লেহ" বাত ভেগে যায় ডরে ॥
"কোষ্ঠবদ্ধনিবারিণী বিল্ববীজের বটী"।
আর আমি বলি,—
"প্যাটেন্ট্ ওষুধ-প্রকাশকের হাড় ভাঙ্‌বার
লাঠী !" ॥
কেবল শুধু জাত'বদ্যি ডাক্তাররা নয়।
মহম্মদের শিষ্য হকিম কেউ বা এমন হয়।
খ্রীষ্ট-গুরুর সেয়ান চেলা ডুবকি মেরে রয় ॥
কেউ হুগলী, কেউ বা কাশী, কেউ যমালয়
থেকে।
টাকা নিয়ে ফাকীর ফাকী পাঠায় মুড়ী রেখে ॥
ফাক যায় না খবর্ কাগজ, কলম কলম লেখা।
লেখার চোটে আগুন ছোটে, আসল কাজে
ফাঁকা ॥
ঘরে গড়া, দায়ে পড়া, সাড়াৎ অস্তের কাছে।
সার্টিফিকেট যোগাড় করে; ফাকী বলে পাছে।
নোটীস দেখে দুঃখী গরীব আসল, মাসুল দিয়ে।
সে সব ওষুধ আনে কিনে প'ড়ে রোগের দায়ে।
কেউ তিন্ দিন, কেউ সাত্ দিন, কেউ বা একুশ
দিন।
ওষুধ খেয়ে সারবে কোথা ;—দিনের দিনই ক্ষীণ ॥
'জ্যান্তো মাছের ঝোল পথ্য' নতুনতর কথা।
পুকুর-তলায় উনোন খোড়ো, নৈলে পা'বে
কোথা ! ॥
এমনতর বিদ্যে যা'দের, তা'রাই আবার, হায় !।
কোন্ সাহসে যমের মত ওষুধ দিতে চায় ? ॥
*

মানুষ মারা—মানুষ অধম, যার-পর নাই পাপ।
জেনেও,ছি ছি,কেমন কোরে দেয় নরকে ঝাঁপ ॥
এদের চেয়ে দস্যু ডাকাত লেঠেলগুলো বেশ।
জীবন দেবো বোলে জীবন করে নাকো শেষ॥
হায়, ভগবান্! কেন তুমি আছ নীরব হোয়ে?।
মরে তোমার ছেলে মেয়ে, দেখ্‌চো তুমি চেয়ে॥
রাজ্যে তোমার ঘোর পাপাচার করে এ সব
লোকে।
এদের ছলে নয়ন-জলে বাপ্‌ মা ভাসে শোকে॥
জীবন পাবো বোলে জীবন কত জীবের যায়।
এদের জীবন হর, হরি! এই নিবেদন পায়॥
এদের মতন সবাই কি গো? উঁহু, তা' তো নয়।
তা' হোলে কি এই ধরাতে আজো মানুষ রয়?॥
মরুভূমি হোয়ে যেতো এই পৃথিবীখান।
গাছ পাথরি থাকতো শুধু, ঘুচ্‌তো মানুষ নাম॥
ধর্ম্মভীরু সৎ বদ্যি, সৎ ডাক্তার যাই।
দশ বিশ জন আছেন বোলে রুগী বাঁচে তাই॥
রূপনারায়ণ তাঁ'দের দলে গণ্য বোলে মানি।
অনেক রুগী জীবন পেয়ে তাঁ'র চরণে ঋণী॥
রূপনারাণের মতন যা'রা, তা'রাই বেঁচে থাক্।
চিকিৎসক মরুক মরুক;—বালাই ঘুচে যাক্॥
ঐ যা,আবার কি বোল্‌তে কি বোল্‌চি এতক্ষণ।
কাজের কথা বোল্‌বো এবার, শোনো, পাঠক-
গণ!॥

গ্রামের গরীব লোকের প্রতি,
রূপনারাণের দয়া অতি,
দিন দু'বেলা অম্নি দেখেন গিয়ে।
নেন্ না কভু পয়সা কড়ি,
অম্নিই দেন ওষুধ বড়ী,
কা'রেও আসেন পথ্য-খরচ দিয়ে॥
এই কারণে গরীব লোকে,
ভক্তি বড় করে তাঁ'কে,
বাধ্য হোয়ে থাকে অনুক্ষণ।
ফায় ফর্‌মাস্ সবাই খাটে,
তাঁ'র বাটীতে সদাই হাঁটে,
তামাক সাজে যতই প্রয়োজন॥

চাল্‌তাডাঙার দু'কোশ পূবে শিমূলতলা নাম
ছোট খাট মোটামুটি একটি আছে গ্রাম॥
সেই গ্রামেতে রূপনারাণের সাধের শ্বশুরবাড়ী।
যাওয়া আসার কষ্ট ভারি, ভরসা গরুর গাড়ী॥
এই কারণে পত্নীকে তাঁ'র চান না যেতে দিতে।
বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেন ফিরিয়ে, আসলে শ্বশুর
নিতে॥
দু' দশ বার এমন কোরে আর কত বার চলে?।
শাউড়ী শ্বশুর নিন্দে কোরে কত কথাই বলে॥
ঘরেও আবার কথার খোঁটা ঝাঁটার মত লাগে।
পত্নীও তাঁ'র দেয় ঝঙ্কার গর্‌গরাণো রাগে॥
"পোড়া কপাল! হাড়হাবাতের হাতের মুঠোয়
প'ড়ে।
থাকে মা বাপ, অনাথ আমি, আপ্‌সোসে প্রাণ
পোড়ে॥
দশ বছরে বিয়ে হোলো, আজকে বয়েস ষোলো।
উমের ভোরের পুলিপালান কপাল-দোষে
হোলো॥
প্রথম প্রথম চার পাঁচ বার দিয়েছিলো যেতে।
তা'র পরেতে বছর তিনেক পোড়্‌লো কাঁটা
পথে॥
এমন কোরে ক'দিন ধোরে খাঁচার ভিতর
থাকি?।
সুখ সোয়াস্তি সকল গেলো, মরণ কেবল বাকি॥
পাল্‌ পার্ব্বণ কতই গেলো, একটি দিনের তরে।
বোল্লে নাকো মুখটো ফুটে যেতে বাপের ঘরে॥
রোজরোজি ছাই দিন ভাল নয়, এম্নি পাঁজী
ওর।
পোড়া পাঁজী যায় না পুড়ে?—যায় না যমের
দোর?।
নিজের বেলায় দিন ভাল হয়, আমার বেলাই
নেই।
যেতে দেবার নেই ইচ্ছে, আসল কথাই এই॥
বাপমাকে গো দেখ্‌তে যদি পেলেম নাকো
চোখে।
মিছিমিছি কি লাভ আমার এ ছার পরাণ রেখে

পুকুরজলে ম'রবো ডুবে, গলায় দেবো দড়ি।
বাপের বাড়ী নেই ভাগ্যে, বিনে যমের বাড়ী ॥"
এই রকমে রূপনারাণের ঘরেও খোঁটার জ্বালা।
শুনেও কাণে শোনেন্ না কো, কত্তই যেন কালা ॥
আসল কথা, রূপনারাণের জায়ার প্রতি টান।
দিনেক তরে চোখের আড়ে রাখ্‌লে আকুল প্রাণ ॥
এই কারণে ছাড়্‌তে-তারে ইচ্ছে নাহি হয়।
ষোল আনা ইচ্ছেখানা, সদাই কাছে রয় ॥
প্রাণের সহিত বাসেন ভাল, দেখেন প্রাণের সনে।
ত্রিভুবনের ভালবাসা রূপনারাণের মনে ॥
কিন্তু তবু কিসের তরে পত্নী এত চটা ?।
কেনই বা গো দেয় সে এত প্রাণচটানো খোঁটা ॥
কেমন কোরে ব'ল্‌বো আমি পরের মনের কথা।
দ্বিতীয় বিধি হোতেম আমি থাক্‌লে সে ক্ষমতা ॥
এই রকমে দিনে দিনে,
মন-চটানো খোঁটা শুনে,
রূপনারাণের মনের বুকে ফুট্‌লো যেন কাঁটা।
গরুর গাড়ী ভাড়া কোরে,
পাঠিয়ে দিলেন বাপের ঘরে,
কার্ত্তিকেতে ভাইকে দিতে ভাইদ্বিতীয়ের ফোঁটা ॥
সঙ্গে গেলো লালুর-মা ঝি,
বড়ির হাঁড়ী, ভাঁড়ভরা ঘি,
দু'টি হাঁড়ী ফুলবাতাসা, একটি হাঁড়ী নাড়ু।
রূপনারাণের জায়ার গায়,
সোণার ভূষণ শোভা পায়,
লালুর-মা ঝি গরীব মানুষ, হাতে রূপোর খাড়ু ॥
গরুর গাড়ী ছৎরি ঘেরা,
নৌকোর ছাত যেমন ধারা,
কাপড় দিয়ে দু'ধায় ঢাকা, এক একটু ফাঁক।
গাড়ীর উপর খড় বিছিয়ে,
শৎরঞ্চে ঢাকা দিয়ে,
বোস্‌লো দু'জন চাপ্‌টালিতে, লাগ্‌লো খড়ে ঝাঁক ॥

ঠিক ঠাক্‌ সব গেলো হ'য়ে,
সেধো দুলে বলদ ল'য়ে,
যোলে যুড়ে, এক লাফেতে উঠ্‌লো গাড়ীর ঘোড়ে।
হাট্‌ হাট্‌ কোরে দিলেক তাড়া,
সেধোর মুখের পেয়ে সাড়া,
চোল্‌লো দু'টো শাদা বলদ লাঙ্গুল নেড়ে নেড়ে ॥
ঢকর ঢকর নড়ে গাড়ী,
গাড়ীর ভিতর বড়ির হাঁড়ী,
লালুর-মা ঝি, রূপনারাণের পত্নী ধীরে নড়ে।
মেটো পথের জ্বালা বড়,
এই ওঠ তো এই পড়,
কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কাতিয়ে গাড়ী পড়ে ॥
আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকালে,
পথ ডুবে যায় হাঁটু জলে,
পাঁক হোয়ে যায় শক্ত মাটী গাড়ীর চাকার চোটে।
এখন যেন সময় পেয়ে,
পেঁকো মাটী শক্ত হ'য়ে,
দাদ তুল্‌চে ধাক্কা দিয়ে ;—গাড়ী পড়ে ওঠে ॥
সেধো দুলে থেকে থেকে,
বলদ তাড়ায় হেঁকে হেঁকে,
বলদ দু'টো গলদ্‌ঘামে হাঁসফাঁসিয়ে চলে।
সেধো বলে,—"চল [illegible] চল,
খেতে দেবো খো[illegible] ধোয়া জল,
চল্‌ চোলে বাপ !—হাট্‌ হাট্‌ হস্" বোলেই লাঙ্গুল মলে ॥
সেধো দুলের মলার চোটে,
হেলে দুলে বলদ ছোটে,
ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে গেলো অনেক দূরে।
এক এক বার সেধো গায়,
"গউর যায় [illegible]ক নিতাই যায়,
যা রে [illegible] জেনে আয়" মিঠে গেঁও সুরে ॥
মেঠো পথের ডাইনে বাঁয়ে,
কেউ সোজা, কেউ একাৎ হ'য়ে,
বাবলা তেঁতুল খেজুর অশথ নানা রকম তরু।

চলা গাড়ীর ছইয়ের 'পরে,
ডালটা কা'রো অমনি থোরে,
যোগড়ে লাগে, চোমকে ওঠে সেধো দুলের গরু ॥
মেঠো পথের দু'দিক পানে,
ক্ষেত পুরেছে নধর ধানে,
যত দূরে চক্ষু চলে, তত দূরেই ধান।
সবুজ রঙে মাঠ একাকার,
চোক্ জুড়োনো কেমন বাহার,
স্বভাব যেন সোবজে কাপড় কোচ্চে পরিধান ॥
উঁচু উঁচু ধানের গাছে,
আল্-পথ সব লুকিয়ে আছে,
দূর থেকে তা' যায় না চেনা, এম্নি ধানের ঝাড়।
ভিতর দিয়ে মানুষ যায়,
আলের সীমা বুঝি তা'র,
নৈলে বোঝা নয়কো সোজা, এম্নি ঝাড়ের বাড় ॥

এ পথ সে পথ দিয়ে ক্রমে সেধো দুলের গাড়ী।
তিন্‌টে বেলায় শিমূলতলায় দিলেক তবে পাড়ী ॥
লালুর-মা ঝি গাড়ী ছেড়ে নাম্‌লো আগে ভুঁয়ে।
রূপনারাণের পত্নী নামে ঘোমটা দিয়ে মুয়ে ॥
সৌদামিনী নামটি বৌয়ের, গড়নখানা ভালো।
আঁধার থেকে বেরিয়ে এলো ঘোমটা দেওয়া আলো ॥
লালুর-মা ঝি একেক কোরে নামিয়ে নিলে হাঁড়ী।
সেধো দুলেও সরিয়ে নিলে এক পাশেতে গাড়ী ॥
বলদ দু'টো ছেড়ে দিলে; বাঁচ্‌লো যেন তা'রা।
পাকা ছ'কোশ গাড়ী টেনে হোয়েছিলো সারা ॥
থেসো ভুঁয়ে প'ড়্‌লো শুয়ে পেটফোলা দম্ ফেলে।
একটা উঠে খানিক পরে খাস্ বিচিলি খেলে ॥
সৌদামিনীর বাপের বাড়ী, কাজেই তাড়াতাড়ি।
আহ্লাদে আটখানা হোয়ে ঢুক্‌লো ভিতর-বাড়ী ॥
তাড়াতাড়ি যা'বার সময় পায়ের ঠোকর লেগে।
নাড়ুর হাঁড়ী উল্‌টে প'ড়ে ঠিকুরে গেলো ভেঙে ॥

সৌদামিনীর মনের মাঝে জাগ্‌ছে মায়ের মুখ।
ভাঙ্‌লেই বা নাড়ুর হাঁড়ী?—কিসের ক্ষেয়ের দুখ? ॥
লালুর মায়ের মনের ভিতর লাগ্‌লো বড় ব্যথা।
নাড়ুর হাঁড়ীর সঙ্গে যেন ভাঙ্‌লো বুড়ীর মাথা ॥
"হাই মা!—ও মা কোল্লি কি গো!—ভাঙ্‌লি সাধের হাঁড়ী।
আমরাও কি যাই নি, বাছা! কভু বাপের বাড়ী। ॥"
কেই বা শোনে বুড়ীর কথা; নিজেই বুড়ী বকে।
সৌদামিনী সৌদামনীর মত বাড়ী ঢোকে ॥
লালুর উপর লালুর মায়ের যেমনতর মায়া।
নাড়ুর হাঁড়ীর প্রতিও তা'র তেম্নি মায়া দয়া ॥
কাজে কাজে তাড়াতাড়ি এটা ওটা কোরে।
নাড়ুগুলো কুড়িয়ে নিলে নিজের আঁচল ভোরে ॥
কতকগুলো ভেঙে গেলো, কতক ধূলো-মাখা।
সকলগুলোই তোলে বুড়ী,—হাতে নড়ে শাঁখা ॥
সময় বুঝে সেধো দুলে লালুর মাকে বলে।—
"কালো মাসি! লালুই কি তোর একলা পেটের ছেলে? ॥
ভাঙাগুলো একলা কি তোর লালু বাবাই খা'বে?।
আচ্ছা বেটি! ফিক্তিবেলা টেরটা হেঁটে পা'বে ॥
তিলমাত্রও তিলের নাড়ু নাইকো দেবার আশা।
ফিক্তিবেলা হাঁট্‌তে হ'বে, কাজেই ভালবাসা ॥
"সে কি, বাবা! এই নে, বাবা! গামছাখানা পাত্।"
এই না বোলে ভাঙা নাড়ু দিলেক গোটা সাত ॥
তা'র পরে সে ক্রমে ক্রমে হাঁড়ীগুলো নিয়ে।
বাড়ীর ভিতর চোলে গেলো গাড়ীর ভাড়া দিয়ে ॥
শিমূলতলায় সেধো দুলের ক'ঘর কুটুম ছিলো।
তিন প্রহরের ব্যাপারখানা ফাঁকে চুকে গেলো ॥
লালুর মায়ের কাছে সেধো বিকেল বেলা এসে।
বোল্লে—"আমি আস্‌বো নিতে অঘাণ মাসের শেষে ॥"
এই বোলে সে বলদ যোড়া যোলে যুড়ে দিয়ে।
চোল্লো ফিরে মামুদপুরে শূন্য গাড়ী নিয়ে ॥

নগদা ভাড়া ছুটে গেলো নিমাইপুরের পাড়ী।
বাঁদিক্ ছেড়ে ডা'ন দিকেতে চোল্লো গরুর গাড়ী ॥
বাপের বাড়ী সৌদামিনী বড়ই আদর পেলে।
ভাই-দ্বিতীয়ের দিনে ফোঁটা দিলে ভেয়ের ভালে ॥
যম যমুনার পুজো হোলো—হোলো খাওয়ার ঘটা।
সৌদামিনীর কতই যে সুখ, বোল্‌বো আমি ক'টা? ॥

এই রকমে ক্রমে ক্রমে,
দিনগুলোকে ধোরে যমে,
এক দুই তিন কোরে ক্রমে খেলে উনিশ দিন।
দিন কাট্‌চে ক্রমে যত,
সৌদামিনীর মনেও তত,
বাপের বাড়ীর স্বাধীনতায় স্বভাব হোলো হীন ॥
উচ্চঙ্গা বা'রফট্‌কা,
লজ্জা হোলো পেট্‌পট্‌কা,
হেথায় হোথায় সই মিতিনের বাড়ী যাওয়া আসা।
সাঁজ সকালে দুপুর বেলা,
মেয়েয় মেয়েয় কেবল খেলা,
ঘুঁটী থেকে হুটোহুটী, শেষে গ্রাবু তাসা ॥
শ্বশুরবাড়ীর বাঁধনখানা,
বাপের বাড়ী যায় না জানা,
শ্বশুরবাড়ী খাঁচা যেন, বাপের বাড়ী বন।
খাঁচার পাখী বনে এলে,
স্বাধীনভাবে যেমন খেলে,
তেম্নি খেলা এখন খেলে সৌদামিনীর মন ॥
একে নারী, তা'য় যুবতী,
তা'তে কাছে নাইকো পতি,
তা'তে আবার পিতামাতার আঁটাআঁটি নাই।
এমনতর মেয়ে হোলে,
ভাল গাছেও গরল ফলে,
সময় বুঝে স্বাধীনতা কাজেই দেওয়া চাই ॥

বাপের বাড়ীর মেয়েগুলো,
মেনী হোয়েও যেন হলো,
লজ্জা শরম পুড়িয়ে ফেলে গরম-মেজাজ হয়।
দুষ্ট মেয়েগুলোর সাথে,
মিশে মিশে দিনে রাতে,
সরল স্বভাব গরল কোরে আর না করে ভয় ॥
সৌদামিনী কাজে কাজে,
উঠ্‌লো মেতে তেম্নি সাজে,
মনখানা তা'র গোড়া থেকেই কেমনতর ছিলে
এবার আবার বাপের গাঁয়ে,
বেড়ায় হাওয়া লাগিয়ে গায়ে,
কেমনতর মনটা আরো কেমনতর হোলো ॥
চাল্‌তাডাঙার গোকুলমোহন বদমাইসের ধাড়ী
শিমূলতলায় সেই পাজীটের ছোটো পিসী বাড়ী
যখন তখন আসে হেথা, দশ বারো দিন থাকে
শিমূলতলার ঝী বউড়ী বড়ই ডরায় তা'কে ॥
পুকুর-ঘাটে, বাগান মাঠে দেখ্‌লে মেয়েছেলে
ঠাট্টা করে রঙ্গ কোরে ফল ফুল্‌টো ফেলে ॥
ভাল যা'রা ডরায় তা'রা, মন্দধারা যা'রা।
সেই ছোঁড়াকে দেখ্‌লে পরে ডরায় নাকে তা'রা
বা'রফট্‌কা রঙচট্‌কা ছুঁড়ীগুলো তা'কে।
দেখ্‌লে পরে যায় না স'রে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
'যেমন দেবা, তেম্নি দেবী', দুই রকমি আছে
মনের মত মানুষ পেলে দাঁড়িয়ে থাকে কাছে
বিয়ের আগে বিয়ের পরে,
গোকুলমোহন শিমূলতলায়,
সৌদামিনী সুন্দরীকে দেখেছিলো দশ কুড়িবা
তখন্ থেকেই মনের ভিতর,
ভিতর ভিতর তলায় তলায়,
উন্‌ [illegible] সৌদামিনী-চাঁদ ধ
বার
সৌদামিনীর মনের ভিতর
উন্‌খুন্‌নি তেম্নিতর
ছিল কি না, তা' জানি না, জান্‌বই বা কিসে

ক'ার মনে কি চক্রী ঘোরে,
বুঝ্‌বে পরে কেমন কোরে,
মনের কথা মুখে চেপে, বাইরে লাগায় দিশে॥
ইয়াগোর যা' মনে ছিলো,
জান্‌তে পাল্লে তা' ওথেলো,
প্রাণপ্রিয়াকে মেরে ফেলে ম'র্‌তো কি গো নিজে ?।

বথ্‌তিয়ারের মনের কথা
জান্‌তো যদি পশুপতি,
আপ্‌নার ফাঁদে আপ্‌নি পোড়ে পুড়ে পরাণ ত্যজে ?॥

দুর্য্যোধন আর শকুনির
মন বুঝ্‌লে যুধিষ্ঠির
পাশায় হেরে ভাই পত্নীর সঙ্গে যেতো বনে ?।
মন্থরা আর কৈকেয়ীর
মন্ বুঝ্‌লে রামের পিতা
ম'র্‌বে কেন ? রাম বা কেন ঘুর্‌বে বনে বনে ?॥
ক্লাইবের মন বুঝ্‌লে পরে
মীরজাফরটা ফিকির কোরে
নিমক্‌হারাম হোতো কি গো—মর্‌তো হোয়ে কুঠে ?।

মীরজাফরের দুষ্ট স্বভাব
বুঝ্‌তো যদি সিরাজ নবাব,
তা' হোলে কি ম'র্‌তো, ক্লাইব দেশ নিতো কি লুটে ?॥

ফেরারের মন বুঝ্‌তো যদি,
মলহর রাও রাজ্য গদী
[illegible]য়ে ফেলে, বন্দী হোয়ে মর্‌তো কি মাদ্রাজে ?।
ইংরেজের মন বুঝ্‌লে পরে,
ওয়াজিদ আলী রাজ্য [illegible]
[illegible]রায় মুচিখোলায় র[illegible] ?॥
ম্যাক্‌বেথ্ আর তা[illegible]
মন বুঝ্‌লে বুড়ো রাজা
[illegible]ভয়ো রাখ্‌তে গিয়ে ম'র্‌তো কি ম্যাক্‌বেথের হাতে ?।

শয়তানের মন বুঝ্‌লে হবা,
প্রবঞ্চনায় হোয়ে হাবা,
প্রাণের পতি আদম সনে ভাস্‌তো কি আর পাপের স্রোতে ?॥
ইংলিশম্যান সম্পাদকের,
পেলে পরে মন্‌টা টের,
কউন্সলি ব্রাহ্মনের কি ঘুচতো কোর্টের রুটী ?।
নরিসের মন বুঝ্‌লে পরে
সুরেন্দ্রকে কারাগারে
হয় কি যেতে ?—শালগেরামের দেবত্বাব হয় মাটী ?॥
তেয়িতর সৌদামিনীর
মন বুঝ্‌তে পাল্লে আমি,
মগজ্ চেলে লিখি কি আর এতো ?।
দেখে শুনে বোল্‌চি গো তাই,
পরমনের পর পায় কভু থাই ?
পা'বার উপায় থাক্‌লে পরে মন্দ ঘুচে যেতো॥

'কালস্য কুটিলা গতিঃ' বড়ই কঠিন বোঝা।
সোজাটা যায় তেউড়ে বেঁকে—বাঁকাটা হয় সোজা॥
ভাবি যেটি, হয় না সেটি, এম্নি কালের বাজী।
ভাবি নে যা', তা'ই ঘোটে যায়, গর্‌রাজী হয় রাজী॥

গোকুলমোহন কালের কলে তেস্‌রা অগ্রহাণে।
ছোটপিসীর বাড়ী এলো শিমুলতলা গ্রামে॥
শুন্‌লে এসে ছুঁচো ছোঁড়া সৌদামিনী এসে।
আছে এখন বাপের বাড়ী, যা'বে মাসের শেষে॥
কা'রেও কিছু বোল্লে নাকো, কেবল মনে মনে।
ভাব্‌লে কি সে লক্ষীছাড়া সেই কথাটা শুনে॥
সে দিন থেকে রোজরোজ সে মাছ ধর্‌বার ছলে।
বোস্‌তো গিয়ে দীঘির ধারে কদমগাছের তলে॥
জলে মাছে—বাঁধা ঘাটে সেই দীঘিটি বেশ।
গ্রীষ্মকালেও হয় নাকো তা'র জল ঘোলা বা শেষ॥
'ঘোষাল-দীঘি' নামে খ্যাত,গ্রামের ধারে আছে।
উঁচু উঁচু চাদ্দিকের পাড় শোভে তালের গাছে॥

দুই দিকে দুই বাঁধা ঘাট, সারি সারি সিঁড়ি।
আর দু'দিকে চারটে কোণের ঘাটে তালের গুঁড়ি॥

দখিণ দিকের বাঁধা ঘাটের ক'টা সিঁড়ি ভাঙা।
উত্তর দিকের শক্ত সিঁড়ি ভাঙে নি, রঙ্ রাঙা॥
দুই দিকেতে দু' সার রাণা আড় লম্বায় বড়।
হাত পা ঝুলে পোড়্বে নাকো,—সটান শুয়ে পড়॥

জলে ঠেকা জলে ডোবা সিঁড়ি ক'টা খালি।
শেওলা-পড়া, রাঙা রঙে সবুজ মাখা কালি॥
ঘাটের উপর চওড়া চাতাল, রোয়াক্ দু'টো উঁচো।
খেঁজুর-মেথী খেয়েচে কে, ছড়িয়ে আছে কুঁচো॥
রোয়াক দু'টোর চা'র কোণেতে চা'রটি বকুল তরু।
পাতায় ভরা, শ্যাম চেহারা, শাখা মোটা সরু॥
পাতায় পাতায় ছাওয়াছায়ি, কাজেই নিবিড় ছাওয়া।
শুক্নো পাকা পাতাগুলো খোস্চে লেগে হাওয়া॥
রোয়াক দু'টোয়, সিঁড়িগুলোয়, চাতাল, দীঘির জলে।
টুকুস্ টুকুস, টুপুক টপাক্ পোড়্চে পাতা খুলে॥
রোয়াক দু'টোর পেছোন পানে ফুলের বাগান শোভে।
ভন্‌ভনিয়ে ভোমরা ওড়ে ফুলের মধুর লোভে॥
নয়ন-ভোলা সোণায় গোলা ডবকা গাঁদাফুল।
ফোটা হাসে, মিঠে বাসে ভুষচে দীঘির কূল॥
হোল্দে রাঙা চুড়ি পানা কৃষ্ণকলি ফুলে।
স্বভাব যেন সাধের সানাই রেখে গেচে ভুলে॥
সুয্যিমুখী আড়্ নয়নে সুয্যিপানে চেয়ে।
ঢাল্চে হাসি, খাচ্চে মধু ভোমরা ফাঁকি দিয়ে॥
পানটি খেয়ে, ঠোঁট রাঙিয়ে, টাট্কা-ফোটা জবা।
দুলে দুলে দীঘির জলে দেখ্চে মুখের শোভা॥
উত্তর ঘাটে যেমন শোভা, দখিণ ঘাটের তা'ই।
কেবল ক'টা ভাঙা সিঁড়ি, আর কিছু খুঁৎ নাই॥

নানা রকম পানার চাদর ভাস্চে দীঘির জলে।
শীতের হাওয়ায় দখিণ দিকে প্রায় গিয়েচে চোলে॥
কোন্ খানে বা ভাসচে জলে পানায় গড়া চাকা।
কোন্ খানে বা আঁকা বাঁকা, কোন্ খানে জল ফাঁকা॥
কোন্ খানে বা ভাস্চে জলে শুক্নো ভাঙা ডাল
সবুজ কোরে দিচ্চে তা'রে সবুজ পানার জাল॥
রকম নানা বাচ্চা পোনা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে।
ঘাটের পাশে ঘেঁসে ঘেঁসে খেল্চে ভেসে ভেসে
দশ বার সের ওজন ভারী কাৎলা মারে লাফ।
শব্দ শুনে বোধ হয় যেন, কে দেয় জলে ঝাঁপ॥
দশ কুড়ি পণ বাচ্চা পোনা সেই শব্দ শুনে।
খেলা ছেড়ে ডুবকি মারে, শঙ্কা পেয়ে মনে॥

গোকুলমোহন দুপুর বেলায়,
সেই দীঘিটির কদমতলায়,
এই রকমে চা'র পাঁচ দিন মাছ ধোত্তে যায়।
নাম মাত্র মাছ ধরা তা'র,
সোদামিনী-মাছ ধরিবার,
ইচ্ছে জাগে মনের ভিতর, চাদ্দিকেতে চায়॥
ভাগ্য যখন দাঁড়ায় ফিরে,
কাঁচে তখন জন্মে হীরে,
সোদামিনী আন্তে বারি সেই দীঘিতে গেলো।
চা'রগাছা মল বাজ্লো পায়,
শুনেই গোকুলমোহন চায়,
এক পলকে চা'র চোকেতে চাওয়াচায়ি হোলো॥
তা'র পরেতে এদিক ওদিক,
দুই জনেতে চাইলে খানিক,
দেখ্লে চেয়ে, কেউ কোথাও নাইকো দীঘির পাড়ে।
গোকুল তখন সত্বর হোয়ে,
ছিপ্ গাছটা হাতে নিয়ে,
সোদামিনীর পানে চেয়ে এলো ঘাটের'পরে॥
গোকুলমোহন ঠারে ঠোরে,
কি এক রকম ইঙ্গিত কোরে,
ফুস্ফুসিয়ে দু'চা'র কথা বোল্লে তাড়াতাড়ি।

সৌদামিনী হাসলো শুধু,
হাসির ভিতর ঝোরলো মধু,
ড়টি মেড়ে,কলসী ভোরে চোল্লো নিজের বাড়ী ॥
সৌদামিনী চল্লো যখন,
গোকুলমোহন বোল্লে তখন ;—
'ভুল না, ভাই, দোহাই—দোহাই—মনে যেন থাকে।"

তা'র পর সে ছিপ্ টে নিয়ে,
এ দিক ও দিক সে দিক চেয়ে,
দুখের ভরে চোল্লো ধীরে হেঁকে পিসী মাকে ॥

গ্রীষ্মকালের বড় বেলা, শীতের বেলা খাটো।
শীতের হাওয়ায় সূর্য্যি মামার তেজটা বড় মাটো ॥
দুপুর বেলা উৎরে গেলে, বেলা যেন মরে।
দ্বিগুণ জোরে শূন্যে ঘুরে সূর্য্যি ডুবে পড়ে ॥
শিমূলতলায় সন্ধ্যে হোলো,ঢাকলো আঁধার ছায়া।
আলোর অভাব, কাজেই স্বভাব হোলো মলিন-কায়া ॥
বাড়ী বাড়ী তাড়াতাড়ি উঠ্ লো প্রদীপ জ্বোলে।
ঠাকুরবাড়ী রকমওয়ারি পড়্ লো চাটি খোলে ॥
ঘন্টা কাঁসর উঠ্ লো বেজে, বাজ্ লো গভীর শাঁক।
রকম রকম শাঁকের আওয়াজ, তিন ফুঁয়ে তিন ডাক ॥

ক্রমে ক্রমে জলটা জোমে বরফ যেমন জমে।
তেম্নিতর পাত্ লা আঁধার জমাট হোলো ক্রমে ॥
ক্রমে ক্রমে প্রায় ছ'ঘড়ি রাত্রি হোয়ে এলো।
নিবিড় আঁধার, তা'য় কোয়াসা ফাঁকে মিশে গেলো ॥
আঁধার—আঁধার—নিবিড় আঁধার! বিশ্ব আঁধার-মাখা।
পথে হাঁটা বিষম লেঠা, আঁধার-গোলা ফাঁকা ॥
তাতে আবার কন্কনিয়ে বইচে উত্তোর হাওয়া।
ফাঁকা মাঠে কেই বা হাঁটে, কঠিন আসা যাওয়া ॥
শীতের ভয়ে মিট্ মিটিয়ে চাই'চে তারার দল।
আকাশ বোয়ে ঘাসের গায়ে জোমচে শিশির-জল ॥

গাছের আড়ে ঝাড়ে ঝাড়ে ঝোক্ চে জোনাক পোকা।
কাছে গেলে কতক দেখি, যায় না দূরে দেখা ॥
জাড়ের বাড়ে হাওয়ার তোড়ে স্বভাব আকুল একে।
তা'য় কোয়াসা আঁধার নিশা ফেল্লে তা'কে ঢেকে ॥
স্বভাব যেন স্বভাব ছাড়া, এম্নি শীতের তাড়া।
দিনের বেলায় বেঁচেছিলো, রেতের বেলায় মড়া ॥
গাঁয়ের লোকে ঘরে ঢুকে, দরজা এঁটে দিয়ে।
জড়িয়ে কাপড় বোস্ চে সবাই উনোন-গোড়ায় গিয়ে ॥
কেউ কম্বল, কেউ বা বনাত, কেউ পাছুড়ি গায়ে।
কেউ বা দোলাই, কেউ বা কাঁথা শুচ্চে গায়ে দিয়ে ॥
কেউ শুচ্চে লেপের ভিতর দিয়ে মুড়িসুড়ি।
জোয়ান্, ছেলে কতক ভাল, জব্দ বুড়ো বুড়ী ॥
কন্কনানো জলের যেন খুর-শাণানো দাঁত।
হাত দিলে হাত যায় গো খোসে, আঁৎকে ওঠে আঁৎ ॥
গর্ম্মিকালে ঠাণ্ডা জলে ভাবটা সবার থাকে।
এখন যেন শত্রুসম দেয় না আমল তা'কে ॥
গর্ম্মিকালের পুরম অরি দীপ্ত হুতাশন।
এখন যেন প্রাণের মানুষ, তপ্ত করে মন ॥
কালের খেলা এইরূপি, ভাই, শক্ত বুঝে ওঠা।
আজ্ কে যেটা প্রাণপেয়ারা, কাল্ কে সেটা লেঠা ॥
এমনতর প্রাণকাঁপানো অঘ্রাণ মাসের রাতে।
ঐ দেখ, কে একটি যুবা যাচ্চে মেঠো পথে ॥
পায়ে জুতো, পশমী মোজা, গায়ে শালের জোড়া।
ফেরতা দিয়ে ডবল্ পাকে মাথার উপর মোড়া ॥
পশমী জামা গায়ে আঁটা, হাতে পিচের লাঠী।
বুরুস্ করা জুতোয় লাগে শিশির-ভেজা মাটী ॥
শিশির-ঝোরে ধীরে ধীরে ভিজ্ চে শালের জোড়া।
কে ঐ যুবা!—বুঝেচি গো সেই গোকুলো ছোঁড়া ॥

৫—আদুরে ছেলে।

টগর নগর নামে সহর গঙ্গা নদীর তটে।
এম্নি শোভা মনোলোভা আঁকা যেন পটে॥
অলি গলি রাস্তা গলি কতই দোকান পাট।
নদীর ধারে সারে সারে শোভে না'বার ঘাট॥
দিবানিশি গিসি গিসি মানুষ চলে পথে।
কেউ বা হেঁটে, কেউ বা ছোটে যুড়ী ঘোড়া যুতে॥

দড়বড়ানি ঘোড়ার পায়ে, গড়গড়ানি গাড়ী।
গরুর গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, চ'ল্‌চে আড়াআড়ি॥
দিনের বেলায় রবির আলো, তেলের আলো রেতে।
কোথাও আবার নাইকো আলো, বিষম লেঠা যেতে॥

গরীব ধনী সব রকমের লোকের সেথা বাস।
টাকার খেলা! কেউ বা প্রভু, কেউ বা কা'রো দাস॥

সেই সহরে বসত করে অনেক ধনী লোক।
গাড়ী, বাড়ী অনেক আছে, টাকাও আছে ঢোক॥

ভারী ভারী জমিদারী, তালুক মুলুক আছে।
টাকায় ফলে টাকা, যেন আম্‌ড়া ফলে গাছে॥
চাকর, নফর, ঝী, দরোয়ান্, নায়েব, দেওয়ান ঢের।
মুহুরিরা খাতার পাতায় টান্‌চে টাকার জের॥
জমিদারীর বিঘেকালী কাঠাকালী যত।
তা'র চেয়ে তাঁ'র তিন গুণ আয়, প্রজাপীড়ন এত!॥

হাজা-শুকো বাদ যায় না, এম্নি আদায় কড়া।
গরিব প্রজা পায় না খেতে, বাবুর টাকার তোড়া!॥

যেমন বাবু, তেম্নি নায়েব, বরং আরো বেশী।
মুখের খাবার নেয় গো কেড়ে। প্রজা উপবাসী!॥

বলদ, গরু, লাঙল, কোদাল সবি বেচে নেয়।
তা তেও যদি আদায় না হয়, শাস্তি ভারি দেয়॥
এই রকমে দয়াল বাবু প্রজা পালন করে।
মরে মরুক্ ব্যাটার প্রজা, টাকা আসুক ঘরে॥
এই রকমে দয়াল বাবুর অনেক ট্যাকার কাঁড়ি।
এই রকমে গাড়ী যুড়ী বাগ বাগিচে বাড়ী॥
এই রকমে মট্‌কা-ছোঁয়া শটকা মুখে দেওয়া।
এই রকমে যুড়ী তেড়ে খেয়ে বেড়ান হাওয়া॥
এই রকমে বৈঠোকখানায় দেয়ালগিরি ঝাড়।
এই রকমে চটক ছবি, ফ্রেমে হাতীর হাড়॥
এই রকমে গাল্‌চে পাতা লম্বা মেঝের'পরে।
এই রকমে ফুলের তোড়া সাম্নে শোভা ধরে॥
এই রকমে ডাইনে বাঁয়া হারমনিয়ম্ বাজে।
এই রকমে গাইয়ে কত রাগরাগিণী ভাঁজে॥
এই রকমে ঘেম্‌টা বেয়ে বৈঠক ছেয়ে যায়।
এই রকমে খোসামুদে দুধে ভাতে খায়॥
এই রকমে দয়াল বাবুর হদ্দ বাবুগিরি।
প্রজার টাকা কেড়ে নিয়ে কলান্ বাহাদুরি॥

দয়াল বাবুর বাপ পিতামো ছিলেন ভাল লোক।
হিঁদুয়ানীর পাল পার্ব্বণ পূজোয় ছিল ঝোঁক॥
দানধর্ম্ম সৎকর্ম্ম তাঁ'দের ছিল বশ॥
কাজেই তাঁ'দের যশ খ্যাতিতে ভোরেছিল দেশ॥

ক্ষুধিত এলে খেতে পেতো, হতো অতিথ-সেবা।
চিরকালি খেতে পেতো কাণা খোঁড়া বোবা॥
তাঁ'দের সময় জমিদারীর প্রজা ছিল সুখে।
মনের সাধে দিন কাটাতো হাসিভরা মুখে॥
দয়াল বাবুর আমল প'ড়ে উল্টো হ'লো সব।
ধর্ম্ম কাঁদে; পাপের মুখে জয়জয়কার রব॥

দয়াল বাবুর পত্নী যেটি,
ধনী লোকের বেটীও সেটি,

দেখ্‌তে ভাল, চাঁদের পারা মুখের গড়নখানি।
চাঁপার মতন গায়ের বরণ,
ঠমকখানা দেমাকৃ ধরণ,
গুমোর ভরে চলে চরণ, মলের ঝনঝনানি॥

গৌরবিণীর চোকে ঠোঁটে,
অহঙ্কারের কেনা ভিটে,
তেজে ভরা কথা ছোটে জিবের ডগায় রুখে।
মান অভিমান আঁচল-বাঁধা,
রাইকিশোরীর মতন কাঁদা,
তাইতো সদাই কথায় কথায় আঁচল ঢেকে মুখে॥

মুখ দেখ্‌লে আঁচল-ঢাকা,
দয়াল বাবু অম্নি ভ্যাকা,
বিপদ বড় সাম্‌নে থাকা, আগুন ছুটে যায়।
স্বর্গ চাই, কি মর্ত্ত্য চাই,
পান্‌ না বাবু ভেবে থাই,
পাশ কাটিয়ে পড়েন্ সোরে মানময়ীর মান-দায়॥

বাইরে গিয়ে ভেবে খানিক,
আবার ঢোকেন প্রাণের মাণিক,
পায়ে ধোরে সোহাগ কোরে কতই কথা বলে।—
"কি চাই, প্রিয়ে! রাগ বা কেন?
মেঘে ঢাকা চাঁদটি যেন,
আর যে নারি বদন তারি ঢেকে নয়ন জলে॥

মন-মজানে বদন তোলো,
সব্বনেশে আঁচল খোলো,
একেক হেসে দাস্‌কে বল, কি চাও তুমি আজ?।
বেচ্‌বো ভিটে জমিদারী,
কিন্‌বো তোমার তরে, প্যারি!
মনের মতন রতন ভূষণ সবার সেরা সাজ॥

আমি তোমার রাখাল কালা,
তুমি আমার চাঁদের মালা,
বেচ্‌বো আমি শাল দুশালা—ধড়া চূড়া মোর।
তা'তেও যদি দাম না কুলোয়,
পরণ-ধুতী দোবো চুলোয়,
তবুও আমি, ওলো ও রাই! সাধ মিটাবো তোর॥"

পাঠক মহাশয়! দেখ্‌চো কেমন?
তোমারো কি গিন্নী এমন?
তুমিও কি দয়াল বাবু? যদিই এমন হয়।
তবে তুমি অদ্য হ'তে,
দয়াল বাবুর হ'লে মিতে,
গিন্নী তোমার গৌরবিণীর মিতিন্!—কেমন নয়?॥

দয়াল বাবুর বাড়ী থেকে কোশেক খানেক দূরে।
"বিহার-কানন" নামে বাগান বাহার দিয়ে শোভে॥
দয়াল বাবুর পাঁচটা বাগান, "বিহার-কানন" সেরা।
এই বাগানে হাওয়া খাওয়া, পুকুরে মাছ-ধরা॥
লোহার রেলে বাগান-ঘেরা, ফটক চটকদার।
পাক-জড়ানো সরু লতা রেলের চারি ধার॥
ফটক থেকে সুরকি ঢালা রাস্তা ভিতর পানে।
শুক্‌নো পাতা হেথায় সেথায় প'ড়্‌ছে হাওয়ার টানে॥
পথ থেকে ফের পথ বেরিয়ে হেথা সেথা গেছে।
পথের ধারে সারে সারে ফুল ফুটেছে গাছে॥
রকম্‌ওয়ারি ফুল-কেয়ারি, ইউক্লিদের জ্যামিতি।
শাদা কালো টুক্‌রো পাথর দিচ্চে চটক অতি॥
পৌষ মাসের মাঝামাঝি; শীতকালের যে ফুল।
সুধা ঠোঁটে ফুটে উঠে ডাক্‌ছে অলিকুল॥
সবার সেরা সোণার পারা রূপ-পসরা গাঁদা।
হেথায় সেথায় ডালের ডগায় লাগিয়ে দেছে ধাঁধা॥
রকম রকম রঙিন্ ক্রোটন, ফুলের কোটন নাই।
কিন্তু তবু পাতার রূপে হার মেনেছি, ভাই!॥
ম্যাকিউলেটন্, এঙ্গুলেটা, ওপেলি-ফোলিয়া।
মোরিয়ানা, গ্রাণ্ডি, রেণি, লোটণ্টি-ফোলিয়া॥
স্প্যারেল, মণ্টি-ফ্লর, ডিস্‌রেলি, ম্যাক্সিমা, জ্যাক্সন্।
আরো কত তর্‌বেতর চটুকে ক্রোটন॥
রেলিয়া, কেরোলাইনা আদি আরো কত তরু।
কেউ বা টবে, কেউ বা নীচে, কেউ মোটা, কেউ সরু॥

থোপা থোপা দোলন-চাঁপা, পাতা-চাপা বোঁটা।
গাদা গাদা রাঙা শাদা ফোটা বকের ঘটা॥
মোড়ে মোড়ে লালপাতার গাছ, বাহার চমৎকার।
জগদ্ধাত্রীর সিংহি যেন জিব কোরেছে বার॥
দামী গোলাপ—মার্সাল্ নীল্, স্যার ওয়াল্টর্ স্কট্।
মন্ট্-ক্রিষ্টো, জন্ মিণ্টন্, (ফটোগ্রাফির প্লট্)॥
বাগানখানির মাঝে মাঝে পাথর-খোদা রকে।
পাথর-খোদা সাহেব বিবি শোভে তফাৎ থেকে॥
একটা রকে একটা বিবি আধ-ন্যাঙ্টা হ'য়ে।
দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে কুকুর আছে শুয়ে॥
বিবির মাথায় আঙুর-পাতার মটুক শোভা পায়।
আড় নয়নে স্তনের পানে লুচ্চী বিবি চায়॥
বলিহারি দয়াল বাবু! ধন্য তোমার রুচি!।
লাজ থাকলে, এই বিবিটে কোত্তে কুঁচি কুঁচি॥
এই রুচিতে কেবল তুমি একা দোষী নও।
তোমার মতন বয়াটে দয়াল আছে হাজার শও!॥
ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তা'দিকে, ঘৃণায় ম'রে যাই।
এমন রুচি ঘুচ্‌বে কবে? এইটি শুধু চাই॥
আর বছরে শীতের সময় গড়ের মাঠে গিয়ে।
এই রুচির ঢের ঢং দেখেছি গেঁটের কড়ি দিয়ে॥
কোথেকে এক জুবার্ট এসে ক'রে লোপাট টাকা।
বস্ কোরেছে—খুব কোরেছে—বাঙালি যে বোকা!॥
"মহামেলা এক্‌জিবিশন্!" নামে পেতে জাল।
বাঙালিদের ঝী বউড়ীর ক'রে হাড়ীর হাল॥
জুবার্ট আবার ব'লেছিল,—'আমিই এসে হেথা
ক'রে গেলেম সাহেব-ঘেঁসা নারীর স্বাধীনতা॥
বাঙালিদের ঝী বউড়ী আমার মেলার গুণে।
পুরুষ সনে হরিষ-মনে নিলেক দেখে শুনে॥'
ইংরেজরাজ সেই মেলাতে ভরসা দিলেন ঢেলে।
ভারতবাসী প্রজাকুলের শুভ হ'বে ব'লে॥
বিলাত-বিদেশবাসী রাজা এ দেশের কি জানে?।
হিতে হ'ল বিপরীত!—ছাই প'ড়্‌লো মানে!॥
চাচ্চার আনা পয়সা দিয়ে ফটক হ'য়ে পার।
(গাড়ীভাড়া যাক্ গে চুলোয়! গাড়োয়ানের সে ধার॥)
একেক ঘরে একেক দেশের জিনিষ গেল দেখা।
মন্দ ভাল দুই রকমি জিনিষ কাঁচা পাকা॥
ভাল যেটি, ভাল তা'কে কে না বলে, ভাই?।
মন্দ জিনিষ দেখ্‌লে পরে ঘৃণায় ম'রে যাই॥
কাঠে গড়া মস্ত বোতল ছিল যে দিক্ পানে।
সাহেব বিবির জল খাবার ঘর ছিল তা'র দক্ষিণে॥
উত্তরেতে লম্বা পুকুর, ঝরণা পূবের দিকে।
সেইখানেতে সভ্যগিরির সব দেখেচি চোকে।
রকম রকম ন্যাঙ্টা বিবি, রকম রকম ঢং।
রকম রকম দয়াল বাবুর সেইখানেতেই রং॥
লাজের কথা ব'ল্‌বো কা'রে?—ঘেন্না বড় হয়।
সভ্যতম সাহেব জাতি! গব্য পরিচয়!॥
যেমন মেলা, তেম্নি খেলা, তেম্নি রুচিখানা।
ন্যাঙ্টা বিবি বিকিয়ে গেল, রৈলো সোণা দানা।॥
দয়াল বাবুর মতন বাবুর অনেক টাকার বল।
টপাটপ্ সব লুফে নিলে! বেচ্‌নেওয়ালার কল।।
অনেক অনেক কাগজওয়ালা তুলে উঁচু তান।
গাইলেন ফের এমন মেলার কতই গুণ-গান!॥
যাঁ'দের এত কুরুচিতে রুচি, লবণ দেওয়া।
তাঁ'দের গায়েও দয়াল বাবুর লাগে মলয়-হাওয়া!॥
সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে।
অন্যায়টা ন্যায়ের মত খেলে কলম-কলে!॥
দুশোর ভিতর দুটো লেখক সম্পাদকই বটে।
একশো আটানব্বইটে কেবল ঘুষের মুটে!॥
পাঁটা লুচি চপ্ কাট্‌লেট পোলাও খেলাও খুব।
ডুব্‌তে বল নর্দ্দামাতে, অম্নি দেবে ডুব॥
আবার এমন সম্পাদকো দেকে পা'বে চোকে।
বুদ্ধি বিচার নাইকো নিজের, পরের কথায় লেখে।

এমন অনেক সম্পাদকের ন্যায়-জ্ঞানটা কাঁচা।
ফেঁওসিপেতে মিথ্যেটাকে ক'রে ফেলেন সাঁচা ॥
এইরূপ সব সম্পাদকের স্বার্থ-দঁকে প'ড়ে।
মাতৃভাষা মঙ্গলাশা চুলোয় গিয়ে পোড়ে! ॥
মেলার কথা যাক্ গে চুলোয় ; মেলায় কিসের ঘুষ?।
অন্য রকম 'আর্টিকেলে' দেখ্‌বে বেশী ভুঁষ ॥
তাই ব'ল্‌চি, ভাই!
সম্পাদকের কাজ শক্ত, ভাত-ভক্ত হ'লে।
অন্যায়টা ন্যায়ের মত খেলে কলম-কলে! ॥

দয়াল বাবুর বাগান মাঝে পাঁচটা পুকুর আছে।
দুটো বড়, তিনটে ছোট, ভরা নানা মাছে ॥
বড় দুটোর একটা পুকুর সব পুকুরের সেরা।
চার ফোয়ারা চারটে কোণে, উঠ্‌ছে জলের ধারা ॥
চারটে পরী চার ফোয়ারার চারটে ডেকে বোসে।
ঊর্দ্ধমুখে গাল ফুলিয়ে জল ফুঁকুছে কোসে ॥
উত্তোর দখিণ লম্বা পুকুর, উত্তোর দিকে ঘাট।
শ্বেতপাথরের পালিশ করা চিকণ সিঁড়ির পাট ॥
ঘাটের উপর বিশাল চাতাল, শ্বেতপাথরের ঘর।
ঘরের ভিতর বেদির'পরে বাদশা সেকেন্দর ॥
শ্বেতপাথরের মূর্ত্তিখানি দেক্কে পরিপাটী।
কাক ব্যাটারা চুল-চেহারা কোরে গেছে মাটী ॥
ঘাটের পরেই বৈঠোকখানা দেক্কে মনোহর।
গাল্‌চে পাতা, লতাপাতা আঁকা বেবাক ঘর ॥
সেট যেথা সেট সেথা ছড়িয়ে আছে শোভা।
রঙিন্ কাঁচের জান্‌লা-সাসি, খেল্‌ছে রবির আভা ॥
দালের গায়ে গিল্‌টিকরা ব্র্যাকেট্ কত আঁটা।
তা'র উপরে বিরাজ করে পুতুল চকে কাটা ॥
তেলের ছবি, জলের ছবি দ্যালে কতই ঝোলে।
গিল্‌টিকরা ফ্রেমে আঁটা, চমক ঝলমলে ॥
সাটিন্-আঁটা কউচ্, সোফা, খাট, কেদারা কত
দমের গদি, ব'স্‌লে যদি, প'ড়্‌লে ডুবে তত ॥
পিতল-চাকা পায়ায় আঁটা চেয়ার বেড়ায় ঘুরে।
ইচ্ছে হ'লে চেয়ার সমেত সোরে বোসো দূরে ॥
মানুষ-প্রমাণ আয়না কত শোভে দ্যালের গায়।
জুতো থেকে চুলের ডগা সবই দেখা যায় ॥
ছোট বড় টেবিল কত মার্বেলেতে আঁটা।।
বেশীর ভাগে আছে ভাল, গোটা দু'য়েক ফাটা ॥
হরিৎ লোহিত নীল লাল পীত শাদা কাঁচে ঢালা।
ঝাড় লণ্ঠন কতই ঝোলে, হয় না আলো জ্বালা ॥
দরকার কি আলো জ্বালার? কেই বা থাকে রেতে?।
বাড়ী ছেড়ে দয়াল বাবু চান্ না বাগান যেতে ॥
দিনে দিনে ধূলোয় ধূলোয় সবি ধূলোময়।
ফরাস যদি ফর্‌সা করে, তবেই কতক হয় ॥
আজ কাল্‌কার দিন কি তেমন? ক'জন চাকর আছে।
ধর্ম্ম ভেবে কর্ম্ম করে আপন প্রভুর কাছে? ॥
পোনেরো আনা তিন্ পেয়ের লোক কেবল ফাঁকি দেয়।
মাসটি গেলে ক্রান্তি কড়া মাইনে বুঝে নেয় ॥

পৌষমাসের আজ সতেরই, শীতের দাপট বড়।
মোটা কাপড় গায়ে, তবু মানুষ জড়সড় ॥
আজ বাগানের ভাগ্যি ভাল, আস্‌বে দয়াল বাবু।
পুকুর-ধারে খাড়া হ'লো একটা সখের তাঁবু ॥
তাঁবু কেন? কারণ আছে,— বড়মানুষী ঢং।
ইচ্ছে হ'লে কোন বাবু ছাতে বাঁধেন টং ॥
কিন্তু হেথা একটি কথা বলা উচিত হয়।
দয়াল বাবুর এই তাঁবুটো নিজ্ ইচ্ছেয় নয় ॥
কা'র ইচ্ছেয়? ব'ল্‌ছি তবে, শোনো, পাঠকগণ!।
দুই ইচ্ছেয় + এক কারণে = তাঁবুর প্রয়োজন ॥
দয়াল বাবুর খোঁকা ছেলে, মূল "ইচ্ছে" তা'র।
তা'র ইচ্ছেয় "ইচ্ছে" আবার হ'লো খোঁকার মার ॥
খোঁকার মায়ের হুকুমখানা "কারণ" অলঙ্ঘন।
তাইতে হ'লো আজ্ বাগানে তাঁবুর প্রয়োজন ॥
কাল বিকেলে খোঁকা ছেলে হাওয়া খাবার তরে
বাবার সাথে গেছ্‌লো মাঠে মস্ত ঘুড়ী চ'ড়ে ॥

মাঠে ছিল সাহেব সুবোর গোটাকএক তাঁবু।
গাড়ী থেকে দেখেছিলো সে সব খোঁকা বাবু॥
বাবার কাছে তাঁবুর কথা নিয়েছিলো জেনে।
তাঁবুর ভিতর শোবার তরে ইচ্ছা হ'লো মনে॥
বাড়ী এসে মায়ের কাছে তুল্‌লে তাঁবুর কথা।
তাঁবুর ভিতর ছেলে শোবে, তুষ্ট হ'লো মাতা॥
হুকুমজারি সেই দণ্ডেই, অগ্নি দয়াল বাবু।
ঘাড় পেতে সে হুকুম নিলেন টাঙিয়ে দিতে তাঁবু॥

তাই আজ্‌কে বাগান-মাঝে পাচ্চে তাঁবু শোভা।
আসবে খোঁকা, আস্‌বে সাথে খোঁকার মা আর বাবা॥

বাপ্ মার্ আদর্-অবতার, তিন-বছুরে খোঁকা।
যা' ব'ল্‌বে, ক'ত্তে হ'বে, কা'র সাধ্য রোকা?॥
শনি রাজা—খোঁকা, তস্য মন্ত্রী—খোঁকার মা।
দয়াল বাবু—মেষ রাশিটে, মানুষ-চেমো গা॥
তিনটে বেলা; টং টং টং তিনটে বেজে গেল।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ দুটো ঘুড়ী বাগান পানে এল॥
এক ঘুড়ীতে দয়াল বাবু শীতের পোসাক পরা।
এক ঘুড়ীতে গৌরবিণী ছেলে কোলে করা॥
দয়াল বাবুর গাড়ীখানার চাগের ঢাকন ফাঁকা।
গৌরবিণীর গাড়ীখানার ডবল ঢাকন ঢাকা॥
দয়াল বাবুর গাড়ীখানায় তিন্‌টে খোষামুদে।
ক'চ্চে কথা, শুন্‌চে দয়াল চক্ষু দু'টি মুদে॥
গৌরবিণীর গাড়ীর ভিতর গোটা দুয়েক দাসী।
ধোয়া থানের কাপড় পরা, দাঁতে মাজন মিশি॥
হেইও হেইৎ সহিস্ হাঁকে, পথিক পালায় ছুটে।

ঘোড়ার নালের ঠোকর লেগে ঠিক্‌রে আগুন ফোটে॥

গৌরবিণীর শাদা ঘুড়ী আগে আগে ধায়।
দয়াল বাবুর কালো ঘুড়ী পাছু হোটে যায়॥
লাল বনাতের পোসাক পরা জোয়ান কচুয়ান্।
তক্‌মা আঁটা পাগড়ী মাথায়, হাতে চাবুকখান॥
কড়া ধোরে গাড়ীর পিছে সহিস্ দু'টো খাড়া।
কাঁধের উপর ঝুল্‌ছে কেমন ঝাড়ন গাড়ী-ঝাড়া॥

নীল-ছোবানো কাপড় পরা, চামর বগল-মাঝ।
শাদা কালো পাকজড়ানো রাঙা টুপীর সাজ॥
লাল বনাতের হাফ-চাপ্‌কান্ হাঁটুর কাছে ঝোলা।

কোচ্‌মানের পায় নাগ্‌রা জুতো, সইসের পা খোলা॥

হেইও হেইৎ শব্দ শুনে ভজন চোবে ছুটে।
তাড়াতাড়ী ফটক খোলে, এই পড়ে এই ওঠে॥
মালীগুলো ছুটোছুটি ফটক পানে আসে।
ঝারী নিয়ে কেউ ঢালে জল ফুলগাছে আর ঘাসে॥

সনাৎ কোরে দু'খান ঘুড়ী ঢুক্‌লো ফটক দিয়ে।
ভজন চোবে ঠুক্‌লো সেলাম আদেকখানা নুয়ে॥

মালীগুলো দু'হাত যুড়ে ক'চ্চে নমস্কার।
ভিতর পানে চোলে গেল দু'খান ঘুড়ীর গাড়।
গৌরবিণীর গাড়ী গেল পূব দিকটে পানে।
সেই দিক্‌টেয় একটা বাড়ী শোভে আম-বাগানে॥

মেয়েছেলের মহল সেটা, চার্ দিকেতে ঘেরা।
চক্‌মিলনো বাড়ীখানা, গুণ্‌তি বাইশ-ঘরা॥
দুই মহলে বাড়ীখানা, উঠোন টালি-পাতা।
কোন্ খানেতে সেওলা সবুজ, কোন্ খানে বা ছাতা॥

নীচের মেঝে ম্যাজ্‌মেজে [illegible]চ, উপরতলা বেশ।
নীচে যেন পাতাল-পুরী, উপর স্বর্গদেশ॥
চক্‌মিলনো উঠোন ধারে সরু সরু নালী।
ছাতের নলের ঠিক্ নীচেতে ডবল ডবল জালী।
উঠোন দুটোর মাঝখানেতে সান-তদুকে টব্।
চার্ কোণেতে তিন তবুকে টবের কিবে ঢব॥
টবের উপর রকম রকম পাতা ফুলের গাছ।
টবের পাশে চৌবাচ্চায় রাঙা রাঙা মাছ॥
গৌরবিণীর ঘুড়ী গিয়ে লাগ্‌লো সদর দোরে।
নাম্‌লো রাণী, চাক্‌রাণীরে খোঁকা কোলে কোরে॥
বাড়ীর ভিতর গেল তা'রা, আস্তাবলে গাড়ী।
পাচক বামুন, চাকর গেল রাঁধতে রসুইবাড়ী।

দয়াল বাবুর পালা এবার শোনো, পাঠকগণ।
বৈঠোকখানার গাড়ী-বারাণ্ডায় যুড়ীর আগমন ॥
খোষামুদেগণের সনে নাম্‌লো দয়াল বাবু।
নামার সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে খোঁকার তাঁবু ॥
শ্বেতপাথরের সিঁড়িগাঁথা বৈঠোকখানার দ্বার।
দ্বারের নীচে পাপোস পাতা, দেক্কে চমৎকার ॥
পাক-ফিরাণো সেগুন কাঠের সিঁড়ি রেলিং ঘের।
ধাপে ধাপে মাঝখানটা সপে আঁটা ফের ॥
ঠক্‌ঠকাঠক্ জুতোর আওয়াজ হয় না সপের 'পরে।
মচম্‌চামচ্ কচ্‌কচাকচ্ জুতো আওয়াজ করে ॥
আগে আগে দয়াল বাবু, শুকুনি ক'টা পরে।
রেলিং ধারে ভরটা দিয়ে উঠ্‌লো উপর-ঘরে ॥
পাঁচ ছ'খানা ঘরে ঘেরা বাবুর বৈঠোকখানা।
মাঝ্‌খান্‌টার ঘরটা বড়, নক্সা করা নানা ॥
মাঝখানেতে পালিস্-পাথর-টেবিল গোলাকার।
টেবিল ঘেরা একটা সোফা, সিডেল চার চেয়ার্ ॥
সোফার উপর দয়াল বাবু আশ মিটিয়ে বসে।
চেয়ার'পরে ইয়ার বসে টেবিলখানা ঘেঁসে ॥
তিন চেয়ারে তিন ইয়ারের চাম চেহারা-শোভা।
ধনীর ভাল হ'তো, হ'লে খোষামুদে বোবা ॥
চেয়ার পিঠে পিঠ বা কা'রো, পায়ের উপর পা।
টেবিল'পরে হাতের ভরে কারো ঝোঁকা গা ॥
হাত বুলিয়ে দয়াল বাবুর বশ-ভিখিরী শিরে।
খোষামুদের গায় ভাল শাল, ষড়ীর চেনে হীরে ॥
পান্নাচুণির আঙটি হাতে, পাতে মাখন ছানা।
মেগের গায়ে অনেক টাকার গয়না খাঁটি সোণা ॥
খড়-ছাওয়া চাল, মাটীর দেয়াল ঘুচে গিয়ে কোঠা।
নগদ টাকাও ন' দশ হাজার, ভুঁড়িও কাজে মোটা ॥
মধুভরা ফুলের কাছে আপ্‌নি অলি যোটে।
গুণগান বা গুণজ্ঞানেতে* ভুলিয়ে মধু লোটে ॥
যেমন মধু ফুরিয়ে গেল, অম্নি তফাৎ অলি।
একটি বারো চায় না ফিরে, কয় না মধুর বুলি ॥
এমন প্রমাণ দেখেও, ছি ছি, তবুও ধনী লোক।
আপন ভেবে টাকায় পোষে রক্তচোষা জোঁক ॥
টেবিল'পরে মেকেব্ ঘড়ি; চার দিকেতে কাঁচ।
ঘরের পাশে কাঁচের টবে খেল্‌চে রাঙা মাচ ॥
টেবিল'পরে ফুলের তোড়া ফুলদানীতে সাজে।
ঘরের পাশে আর্গিনেতে টুং টাং টিং বাজে ॥
টেবিল'পরে রূপোর থালে মাটীগড়া ফল।
কাঁচা পাকা, লাগে ধোঁকা, নোলায় সরে জল ॥
টানা পাখা চুপ টি কোরে ঝুলে আছে ঘরে।
গ্রীষ্মকালে খাট্‌তে হ'বে, শীতে আয়েস্ করে ॥
চাকর এসে দোকোর তেকোর তামাক দিয়ে যায়।
দয়াল বাবু শট্‌কা মুখে চোক বুজিয়ে খায় ॥
পোড়ার মুখে পোড়ারমুখো খোষামুদে ক'টা।
বাঁধা হুঁকোয় খাচ্চে তামাক, উঠ্‌ছে ধোঁয়ার ঘটা ॥
পায়ের কাছে হুঁকোর বৈঠোক, হুঁকোয় পাতার নল।
দপ্ দপ্ দপ্ গুলের আগুন, গড় গড় গড় জল ॥
ভ্যাল্‌সা তামাক, বোধ হয়, কিছু হ'য়েছিল কড়া।
দয়াল বাবু উঠ্‌লো কেসে, লাগ্‌লো পেটে চাড়া
বড়মানুষের তিলটি হ'লে তালটি হ'য়ে পড়ে।
ডাক্ ডাক্তার, চড়ায় বুঝি জাহাজ ডোবে ঝড়ে ॥
দয়াল বাবুর কাসি দেখে, ত্বরায় রেখে হুঁকো।
'শতং জীব' চেঁচিয়ে বলে তিনটে লবণ-খেকো ॥
কেউ বা মুখে জল এনে দেয়, কেউ বা হাওয়া করে।
কেউ বা বাবুর গোঁফ মুছে দেয়, রেশম-রুমাল ধ'রে।
কেউ বা বলে, "ব্যাটার কাসি, গয়ায় দেবো তোকে।
ফের্ যদি তুই এমন কোরে ঢুকিস্ বাবুর মুখে ॥"

* বশীকরণ মন্ত্রে।

কেউ বা বলে, "চাকর ব্যাটা বড্ড হারামজাদা।
ভালসা কেনার পয়সা নিয়ে কিনে আনে কাদা॥
কেবল ফাঁকি—কেবল ফাঁকি! অম্নি কি না টাকা?।
চাকর নামায় সব শালা চোর! আমরা শালাই বোকা॥"

কেউ বা আবার হেসে হেসে রসিকতায় বলে।—
"টান্‌তে তামাক কষ্ট যদি হয় মশায়ের গলে॥
তামাক ছাড়ুন, চুরুট টানুন, শক্ত হ'বে দাঁত।
কাসি ব্যাটা দাঁত-কামড়ে হ'বে কুপোকাৎ॥"
খানিক পরে পুকুর ধারে এলো দয়ালচাঁদ।
রোয়ক'পরে ব'স্‌লো ধীরে ঠেসান দিয়ে কাঁধ॥
জেলের মোটা ঘুন্সি-বাঁধা ভাসা হাঁড়ীর মত।
বাবুর সনে খোষামুদে ঘোরে ক্রমাগত॥
পুকুর-ঘাটে দয়াল বাবু ব'স্‌লো যেমন এসে।
খোষামুদেগুলোও এসে ব'স্‌লো আশে পাশে॥
কেউ বা ছুটে আন্‌লো লুটে ফোটা গোলাপ ফুল।
কেউ বা পাড়ে পাকা পেঁপে, কেউ বা টোপা কুল॥
নারীকেলী কুল কেউ বা পাড়ে, কেউ বা পাড়ে নেবু।
দয়াল বাবু বোসে বোসে দেখেন কেবল তাঁবু॥
এক এক বার বলেন বাবু,"তোমরা এসে ব'সো।
ফল দে যা'বে আপ্‌নি মালী, পেট্‌টা ভোরে ঠোসো।"

হেড সর্দ্দার খোষামুদে হেসে হেসে কয়।—
"মালীর ফলের চেয়ে এ ফল মিষ্টি, মহাশয়!॥"
এই বোলে সে ঘাড়টা নেড়ে মনে মনে বলে।
"বোকা শালার কাছে যা'বো এমন সুফল ফেলে॥
কেবল তোকে ভোগা দিতে টাকার ভাগীদার।
জানিস্ নি কি আমরা কেবল স্বার্থ অবতার?"॥
মিষ্টি কথার টোপ গিলিয়ে টান্‌ছি তোকে বোকা!।
আর দেরি নেই, বছর দু'য়ে,দুয়ে নেবো টাকা॥

হাই তুল্লে সাধ কোরে কি তিন টুস্‌কি দি?।
তিন টুস্‌কি কুসুমন্তর, বায় কোরে নি ঘি॥
জলের ধারে আছিস, শালা! কাছে গেলেই জল।
উঁচু নীচু বোল্‌তে হ'বে ফেলে এমন ফল॥"
তিন ব্যাটাতে পেট্‌টা ভোরে গাছ-পাকা ফল খেয়ে।
টোপা কুলের টেঁকুর তুলে ব'স্‌লো কাছে গিয়ে॥
দয়াল বাবু ডেকেছিলো, আস্তে হ'লো দেরি।
তাইতে বাবুর মনে মনে রাগটা হলো ভারি॥
তিন ব্যাটাকে সঙ্গে কোরে গিয়ে রাণার ধারে।
পুকুর-জলে ফেলে দিলে তিন ধাক্কা মেরে॥
পউষ মাসের হাড়ভাঙা শীত, উত্তোর-বওয়া হাওয়া।
পুকুর জলের কন্‌কনানি, শক্ত বড় নাওয়া॥
তা'তে আবার গায়ে মেয়ে পশমি জামা শাল।
তিন ব্যাটারি জলে ভিজে হ'লো হাড়ীর হাল॥
দয়াল বাবু হেসে হেসে ঠাট্টা কোরে বলে।—
"তিন জনেই কি যুক্তি কোরে লাফ মারে জলে?॥"
এক ব্যাটা কয়;—"না,মহাশয়! পিছ্‌লে গেছে পা।
ভাল হ'লো, ধুয়ে গেলো জলে এঁটো গা॥"
এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি উঠ্‌লো পুকুর-ঘাটে।
মুখে সাপট, বুক কিন্তু শীতের চোটে ফাটে॥
আর দু'ব্যাটাও তাড়াতাড়ি উঠ্‌লো ছেড়ে জল।
মনে ভাবে, "তোকেও, শালা, দেবো প্রতিফল॥
মাগীগুলো তফাৎ থেকে গাছের আড়ে হাসে।
কেউ বা হেসে গিয়ে বলে ভজন চোবের পাশে॥
ভজন চোবে উঁকি মেরে ফটক থেকে দেখে।
হো হো কোরে হেসে ওঠে পাট্টাবাঁধা মুখে॥
চুণ দোক্তা হাতে টিপে ভজন চোবে বলে।—
"ময়না চিঁড়িয়া ও শালা লোগ্, মিঠি মিঠি বোলে॥
মেরে বাবু রূপেয়াবালা, ও সব্ শালা চোর।
বাৎ সিদমে দম্ লাগায়কে লেতা রূপেয়া-বোর*॥

*রূপেয়া-বোর অর্থাৎ টাকার বোরা। বোরা অর্থে খোলের বস্তা। এখানে রূপেয়া-বোর অর্থে টাকার তোড়া।

যায়সা বাবু, ত্যায়সা ইয়ার! ক্যা কহেঙ্গে মালী।।
ম্যায় হোনেসে মারু ডাণ্ডা, ছুটাউঁ লহু খালি।
শির মুড়ায়কে, ঘোল ঢালকে, আঁখমে দেউঁ বালি॥"
মার, শালারা! যতই পারিস্, জোঁকের মরণ নাই।
মুষে লুষে রক্ত শুষে কর্'বো বিষয় ছাই॥
ঘুঘু ম'রে খোবামুদের জন্ম ভূমণ্ডলে।
ডাকবো—ঘুঘু, বাস্তভিটে উঠবে ধূ ধূ জ্বলে॥"

ঘড়ির কাঁটা এক্ এক্ কোরে ষাট্ কালো দাগ ছুঁলে।
এক দুই তিন চার্‌টে আওয়াজ কাঁসার বাটীর গলে॥
একটা ইয়ার বলে,—"ঐ যা চার্‌টে গেলো বেজে।"
এমন সময় একটা চাকর আন্‌লে তামাক সেজে॥
একটা হুঁকো বাবু টানে, একটা ইয়ার তিন।
কালো গোঁফে বাঁধা হুঁকো, তাতে ধোঁয়ার চিন॥
জলখাবারের যোগাড় হ'লো ছানা মাখন ক্ষীর।
ফল ফুলারি, মোণ্ডা মেঠাই, গোলাপ দেওয়া নীর॥
ঘাটে ব'সেই পেট ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল বেশ।
গান বাজ্‌না টপ্পা খেয়াল কতক হ'লো শেষ॥
সন্ধ্যে এসে চ'লে গেল, রেতের হ'লো যোগ।
তিন ইয়ারের পেট্টা জোরে পাঁটা লুচির ভোগ॥

কষ্ট দেখে দয়াল বাবুর দুঃখু হোলো মনে।
হুকুম দিলেন গরম কাপড় আন্‌তে চাকরগণে॥
কাপড় জামা তেস্থূট এলো, তিন্‌টে এয়ার পরে।
রোদ পোয়া'তে বোস্‌লো চেপে ঘাটের রোয়াক'পরে॥

এমনী সময় দাসীর কোলে চোড়ে খোঁকা বাবু।
দেক্কে এলো রেতে শোবার কাপড় ঘেরা তাঁবু॥
আশ মিটিয়ে তাঁবু দেখে এলো বাবার কাছে।
হেলে দুলে আসে ছেলে, দাসী আসে পাছে॥
"বাবা! বাবা!" বোলে খোঁকা উঠ্‌লো বাবার কোলে।
সোহাগ করে ছেলের বাবা,—"হামদে হাবা ছেলে॥"
বাবার কোলে নাচে ছেলে "তা ধেই তা ধেই" বোলে।
টেড়া টেড়ি টেনে টুনে কাণ দুটো দেয় মোলে॥
তিনটে ইয়ার দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—"খোঁকা বাবু!।
ঐ দেখেছো কেমন তোমার কাপড়-ঘেরা তাঁবু॥"
"এইও শূওর্!" বোলে খোঁকা তিন্‌টেকে গাল্ দেয়।
চোক রাঙিয়ে দৌড়ে গিয়ে রুমাল কেড়ে নেয়॥
হাতে ছিল খেলার চাবুক চাব্‌কে দিলে পায়।
ছাঁচি পানের পিচের ছোব ছাব্‌কে দিলে গায়॥
একটা ইয়ার ত্যক্ত হ'য়ে মনে মনে বলে।—
"যেমন বাবা, তেম্নি ছেলে! বাঁচি দুটোয় মোলে॥
টাকার দায়ে সকল স'য়ে থাকে হ'লো, হায়!।
জলে ডোবা, পানের ছোঁবা, চাবুক ছাবা পায়॥

সাঁজের পরেই খোঁকা বাবুর ঘুমটো বড় পায়।
এই জন্যে স্যায়না ছেলে ডেকে বলে মায়॥—
"মা! ঘুম; মা! ঘুম; চ মা, চ মা! তাঁবু—তাঁবু ঘুম।"
এই বোলে সে লাগিয়ে দিলে কান্নাকাটির ধুম॥
কাঁদ্‌লে খোঁকা, বড়ই বিপদ, আকাশ পাতাল কাঁপে।
খোঁকার চেয়ে সবাই ব্যাকুল খোঁকার মায়ের দাপে॥
"ও ঝি!—ও ঝি!" গিন্নী ডাকে, লাগিয়ে দিয়ে তাড়া।
"কি মা?—কি মা? যাই, মা!" ব'লে ঝী দুটো দেয় সাড়া॥

রান্নাঘরে ছিলো ঝীরে, জিরে মরিচ শিলে।
হাঁসের ডিমের কালিয়া হ'বে বাট্না বেটে দিলে॥

আর এক ঝী দমের আলুর ছাড়াচ্ছিল খোলা।
পাচক ঠাকুর দিতেছিলো চুলোয় কাঠের চেলা॥
বাট্না ফেলে কোটনা ফেলে ঝীরে যেতে নারে।
"যাই মা!—যাই মা"! বোলেই শুধু সাড়া দিয়ে সারে॥

দেরি দেখে বড্ড রুখে গৌরবিণী ছোটে।
ঝী দুটোকে লুটিয়ে দিলে দম্কা লাথির চোটে॥
"গোরবেটীরে! কিসের জোরে আছিস্ বোসে হেথা?।
কেন তোদের মা বেটীরে খায় নি তোদের মাথা?॥

ডেকে ডেকে ধ'র্লো মাথা, গেলো গলা চিরে।
হেথায় বোসে মুখপুড়ীরে বাট্ছে হলুদ জিরে॥
ওঠ্ শীগ্গির, যা ছুটে-যা, হাত কাজ নি ধুয়ে।
বোঠোক থেকে ডাক্ বাবুকে, আয় সঙ্গে নিয়ে॥"
দু'জন দাসীই ছুটে গেলো, দুঃখু বড় মনে।
পেটের দায়ে নাস্তানাবুদ, কাঁদে আকুল প্রাণে॥
বোঠোকখানায় দয়াল বাবু খেল্তেছিলো প্রাবু।
এমন সময় দাসী বলে, "মা ডাক্‌চে, বাবু!॥"
কাঁদো কাঁদো কথা শুনে, বাবুর হ'লো ভয়।
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌লো সুনিশ্চয়॥
হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে দয়াল বাবু ছোটে।
চটী জুতো জড়ায় পায়ে, এই পড়ে এই ওঠে॥
তিন ইয়ারে কি আর করে, খেলে গোলাম চোর।
খোষামুদীর ব্যবসা যা'দের, তা'রাও গোলাম চোর॥

অন্দরেতে দয়াল বাবু তাড়াতাড়ি গেল।
গৌরবিণী বলে রেগে, "যা' হোক্, তুমি ভাল!॥
ইয়ার নিয়ে আমোদ তোমার, গান বাজনা তাস।
ধিক্ তোমাকে, জোটে নি কি কলসী দড়ীর ফাঁস!॥

খোকা হেথা খুঁড়ছে মাথা, লুট্‌ছে ভুঁয়ে প'ড়ে।
রেগে মেগে কাপড় চোপড় চুল ফেল্ছে ছিঁড়ে॥
তাঁবু তাঁবু কোরে বাছা উঠ্‌লো আকুল হ'য়ে।
চল চল যাই দু'জনে খোঁকায় কোলে নিয়ে॥"
বাপের কোলে উঠ্‌লো খোঁকা, সঙ্গে চলে মা।
তাড়াতাড়ি হেঁটে যেতে মুচ্‌ড়ে পড়ে পা॥
তাঁবুর ভিতর শয্যা পাতা, ভাল ছাপর খাট।
তেপাই'পরে জ্বল্‌ছে বাতি, লেপ র'য়েছে পাট॥
খোঁকা কোলে মা ঘুমুলো, বাবা শুলেন পাশে।
খোঁকার মনের পূর্‌লো আশা, মুচুক মুচুক হাসে।
আদরমাখা খোঁকার প্রাণে আমোদ পড়েঢোলে
ধুমধাম সব ফুরিয়ে গেলো, খোঁকা ঘুমোয় কোলে
আর সাড়া নাই, হাই তোলা নাই, নাইকো নড়াচড়া।
খোঁকার চোকে বোস্‌লো চেপে ঘুমটো পাঁচিশ আড়া॥

আধ ঘণ্টা খোঁকা বাবু ঘুমের ঘোরে থেকে।
জেগে উঠে আবার কাঁদে কি এক স্বপন দেখে।
দয়াল বাবু গৌরবিণীর তন্দ্রা এসেছিল।
কান্না শুনে চোম্‌কে ওঠে, তন্দ্রা ছুটে গেল॥
"কেন কেন? ফের কি হোলো?" ব'লে দু'জন ওঠে।
খাটে থেকে আছাড় খেয়ে খোঁকা ভুঁয়ে লোটে।

কাঁদার চোটে তাঁবু ফাটে, এক্কি খোঁকা কাঁদে।
"কেন খোঁকা কাঁদিস্ এত? পেয়েছে কি খিদে?
"না না" বোলে আবার কাঁদে হাত পা ছুড়ে খোকা।

এম্নি গেরো, কা'র সাধ্যি পাগলা ঘোড়া রোকা॥
স্বপন ঘোরে খোঁকা বাবু বাঁদর দেখেছিলো।
স্বপন ভেঙে দেকে বাঁদর কেঁদে আকুল হ'লো॥
শ্রাবণ মাসের মেঘে যেমন জলের ধারা বয়।
জল ঢাল্‌ছে খোঁকা বাবুর তেম্নি নয়নদ্বয়॥
ধুলোয় প'ড়ে মাথা খোঁড়ে, কামড় মারে হাতে।
বাপ্ মাকে খুব কঁ্যৎকে দিলে জোড়া পায়ের লাথে॥

মুখটো ভারি, নয়ন-বারি গড়িয়ে পড়ে গালে।
হাঁ-করা মুখ, দাঁতের সারি ফুট্‌ছে ঠোঁটের কোলে॥
পায়জামাটা ফেল্লে ছিঁড়ে, জামা দু'খান হ'লো।
পশ্‌মী টুপী টোপটা ছিঁড়ে খাটের নীচে গেলো॥
চোয়াল ব'য়ে লালা ঝোরে পেটের উপর পড়ে।
ন্যাংটা খোঁকা ঠ্যাং দু'টোকে ঝাপ্‌টা মেরে ছোঁড়ে॥
কোন মতেই বাগ মানে না, ডুক্‌রে ওঠে খালি।
কেবল মুখে ঋষভ সুরে "দেখ্‌বো বাঁদর" বুলি॥
রেতের বেলা বিষম ল্যাঠা,
দেখ্‌বে বাঁদর বাবুর ব্যাটা,
সয় না দেরি কোন মতে আর।
আন্‌তে বাঁদর দেরি হ'বে,
খোঁকা ভারি কষ্ট পা'বে,
স'বে না সে কষ্ট খোঁকার মার॥
বুদ্ধিমতী গৌরবিণী,
খাটিয়ে নিলে ফিকিরখানি,
জোরে হুকুম নিমকহালাল ভক্ত স্বামীর প্রতি।—
"বারেক না হয় তুমিই নিজে,
খোঁকায় থামাও বাঁদর সেজে,
নৈলে আমার স্নেহের গোপাল কষ্ট পা'বে অতি॥"
অবাক্‌ হ'য়ে দয়াল বলে,—
"বুঝিয়ে তুমি ভুলোও ছেলে,
বাঁদর সাজা—তাই তো—অ্যাঁ অ্যাঁ—কেমনতর অ্যাঁ!।"
কথায় কথায় হ'চ্ছে দেরি,
বাড়্‌ছে খোঁকার রাগটা ভারি,
পঞ্চমেতে সুরটো খোরে উঠ্‌লো কোরে—প্যাঁ॥
আবার খোঁকা কাঁদ্‌লো দেখে,
গৌরবিণী তীব্র চোখে,
রুক্ষ মুখে দয়ালচাঁদে দিলেন ধমক তাড়া।
মায়ের মুখের ধমক শুনি',
থাম্‌লো খোঁকা একটু খানি,
আনন্দে বাগানময়ে ছুটলো গলার সাড়া॥

দাসী দু'টো এলো ছুটে,
গৌরবিণী বলে উঠে,
"যা নীগ্‌গির, আন্‌ গে ছুটে চিটেগুড় আর তুলো
ছুটে গিয়ে দাসী দুটো,
শিমুল তুলো ন দশ মুঠো,
মালীর তামাকমাখা চিটেগুড়টো নিয়ে এলো॥
গুড় আর তুলো চোখে দেখে,
গৌরবিণী বলে হেঁকে,—
"কাপড় ছাড়, গুড় মাখ গায়, তুলো বসাও তা'য়
নৈলে আমি রাগ্‌বো ভারি,
চোলে যাবো বাপের বাড়ী,
আস্‌বো না আর তোমার কাছে, ঘুচ্‌বে সকল দায়॥"
পৌষ মাসের রেতের বেলা,
দারুণ শীতে এ কি জ্বালা,
স্ত্রৈণ দয়াল কি আর করে! অনাথ উপায়হীন।
'পারবো না' আর ব'ল্‌তে নারে,
মুখ সিঁট্‌কে নিশেস ছাড়ে,
দয়াল বাবু কাবু, যেন বঁড়শী-গেলা মীন॥
গায়ের কাপড় খুলে রাখে,
কেঁপে কেঁপে কো'রা মাখে,
হাতে পায়ে গায়ে মুখে পেটে পিঠে নাকে।
শিমুল তুলোর খোলো নিয়ে,
গায়ের গুড়ে বসিয়ে দিয়ে,
সোণার শরীর কিম্ভূতাকার কোল্লে থাকে থাকে॥
নাকে কাণে গালে তুলো,
দয়াল বাবু "বাঁদর" হ'লো,
খোঁকা বাবু আধেক খুসী, পুরো খুসী নয়।
ল্যাজ না হ'লে বাকী ঢের,
বাঁদর নাচা তা'র পরে ফের,
খোঁকা বাবুর স্বপন-দেখা তবেই সফল হয়॥
তাই-না শুনে দয়াল বাবু,
কাবুর উপর আরো কাবু,
"ও গিন্নি! আর পারি নি, থামাও না গা ছেলে।"
গিন্নী বলে,—"রাখ ঢং,
সাজো পুরো বাঁদর সং,
নৈলে বল এক ঘড়া জল এই দি গায়ে ঢেলে॥"

দয়াল বলে,—"ও—ও—ও—মা।
মর্‌'বো শীতে জল দিও না,
এই নেও আমি ল্যাজ পর্‌ছি,নাচ্চি বাঁদর-নাচ।"
তাঁবু-বাঁধা মোটা দড়া,
তা'তেই হ'লো ল্যাজটা গড়া.
পাছ-কোমরে দিলেন গুঁজে ক'রে ল্যাজের আঁচ॥

খোঁকা বলে,—"ল্যাজ খোলে মা!
এই বাঁদলটা খুব নাচা না।"
খোঁকার হুকুম তামিল; নাচায় গিন্নী ধোরে ল্যাজ।—
"নাচ নাচ, প্রেমের বাঁদর!
কলা দিয়ে ক'র্‌বো আদর,
নাচ রে বোকা! মার্‌বো পোকা বেটে রসুন প্যাঁজ॥"

প্রেমের বাঁদর দয়ালচাঁদ,
গলায় প'রে প্রেমের ফাঁদ,
তা থেই থেই, হুপ্ হুপ্ হুপ্, লম্ফ মেরে নাচে।
ঠাণ্ডা হ'লো সখের তাঁবু,
ঠাণ্ডা হ'লো খোঁকা বাবু,
ঠাণ্ডা হ'লো গৌরবিণী, দয়াল বাবু বাঁচে!॥

কবি বলে,—স্ত্রৈণ যা'রা দয়ালচাঁদের পারা।
প্রেমের প্রেমিক নয় সেগুলো,
"প্রেমের বাঁদর" তা'রা॥

৬—রসগোল্লা।

ফাগুন মাসের দশই তারিখ, শুক্রমুনির বার।
ছ'টা বেলা, সূর্যোদয়ের শোভা চমৎকার॥
সূর্য্যদেবের জাগার কথা পক্ষিগণে বোলে।
খানিক আগে উষা গেছে আকাশ দিয়ে চোলে॥
রাজা, নবাব, লাটসাহেবের যা'বার আগে যেয়ে।
ঘোড়ায় চোড়ে কোঁটাল ছোটে ভিড় সারিয়ে দিয়ে॥
উষা দূতী তেমিস্রর আঁধার ঠেলে ফেলে।
হাওয়ায় চোড়ে তেড়ে ফুঁড়ে আগে গেছে চোলে॥
নাইকো আঁধার, পথ পরিষ্কার নীল আকাশের গায়।
রাজপোশাকে সূর্য্যি রাজা রাজ্য পানে চায়॥
নুড়িয়ে মাথা তৃণ লতা রাজভক্তি-ভরে।
সূর্য্যি রাজায় রাজভেট দেয় শিশির-ফোঁটা ধোরে॥
শিশির-মাখা ফুল ভেট দেয় রকম রকম গাছ।
হাওয়ায় দুলে পাতাগুলি রাজায় দেখায় নাচ॥
শামা, দোয়েল, বৌ-কথা-ক', কোকিল, শালিক, টিয়ে।
বন্দীভাবে বন্দনা গায় সুর ছাড়িয়ে দিয়ে॥
নাইকো পাতা, নেড়া মাথা আমড়া তরুচয়।
বউল-আঙুল তুলে বলে 'সূর্য্যি রাজার জয়'॥
নেড়া নেড়া শিমুল-ডালে শিমুল ফুলের ঘটা।
সূর্য্যি রাজার দ্বারী যেন লালপাগড়ী আঁটা॥
ক্রমে ক্রমে নগর গ্রামে আলোয় আলো হোলো।
প্রাতের সাথে নর নারীর নতুন জীবন এলো॥
মুকুরপুরের খালের ধারে লবণদহ গ্রাম।
নুণের গোলা ছিল আগে, তাইতে এমন নাম॥
উত্তোর হ'তে দখিণ দিকে খালটা গেছে চোলে।
ছোট বড় নৌকোগুলো যা'চ্ছে ভেসে জলে॥
পূর্ব্বপারে লবণদহ গ্রামটি শোভা পায়।
খালের ধারে সরকারী পথ; মানুষ চোলে যায়॥
চার পাঁচ খান ক্ষুদ্র দোকান পথের ধারে আছে
গ্রামবাসী আর রাহীদিগে দোকানীরা বেচে॥

চলন্তি তরীর দাঁড়ী মাঝী উঠে লবণদয়।
ঝাল মশ্‌লা মুগ ডাল চাল তৈল কিনে লয়॥
আরোহীরা জল জল-পান গুড় মুড়কি চিড়ে।
খরিদ করে ইচ্ছেমত পেটের জ্বালায় পুড়ে॥
লবণদহ গ্রামটা এখন তেমনতর নয়।
গরিব লোকের বাসই বেশী, কষ্টে লোকে রয়॥
কাজে কাজে, ভাল ভাল খাবার জিনিষ নাই।
মুড়কি মুড়ি কড়াইভাজা টাট্‌কা খালি পাই॥
মোণ্ডা মেঠাই গজা বোঁদেয় খরচ পড়ে ঢের।
দু'এক রকম খাও বা আছে, অনেক দিনের জের॥
ছাতা-পড়া, শক্ত কড়া, বদ্‌গন্ধ ছোটে।
চিবুঁনিতে দাঁত ভেঙে যায়, জিবের গায়ে ফোটে॥
ভাল খাবার খায় গো যা'রা কষ্ট তা'দের অতি।
দুই একটা মুড়কি-মোয়ায় করে পেটের গতি॥
কল কুলারি দু'চার রকম ভাল পাওয়া যায়।
ভাল-খাবার-খাওয়া লোকে তাহাই কিনে খায়॥

লবণদহ গ্রামের মাঝে,
পূব্‌ দিকটে ঘেঁসে সাজে,
চন্দ্রচূড় চূড়োমণি অধ্যাপকের বাটী।
খানিক খোড়ো, খানিক কোঠা,
সাত ইঞ্চি ইটের পাটা,
দ্যালের গাঁথন চূণ সুর্‌কির বদল কাদা মাটী॥
খড়ে ছাওয়া রসুইশালা,
আর একটা গরুর চালা,
বা'র-বাড়ীতে আর একটা বসা-দাঁড়ার ঘর।
শোবার শুধু কুঠরীখানা,
ই'টের কোঠা নীচু-পানা,
সরু সরু বরগা কড়ির উপর ছাতের ভর॥
ঘর ঢোক্‌বার একটি দ্বার,
সটান হোয়ে ঢোকা ভার,
আঙুল দশেক ঘাড় মুড়িয়ে ঘর ঢুকতে হয়।
নয় চৌকাঠ ঠকাস কোরে,
জোর দমকে লাগ্‌বে শিরে,
ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌বে ফুলে, কষ্ট অতিশয়॥
দুই জান্‌লা ঘরের পাছে,
দুই জান্‌লা দোরের কাছে,
সব শুদ্ধ চার জান্‌লা, গড়ন ছোট ছোট।

ছ' কুলুঙ্গী ঘরের মাঝে,
চার কুলুঙ্গী বাইরে সাজে,
মাথার'পরে বালিগড়া পদ্ম কোটো কোটো॥
বরগা কড়ি জান্‌লা দোর,
আলকাৎরা-লেপা ঘোর,
চৌকাঠেতে গিরিমাটী, চীনের সিঁদুর-ফোঁটা।
ঘরের ভিতর দোরের'পরে,
খিলেনখানা ছাতের ভরে,
এঁকে বেঁকে দু'তিন চিরে হোয়ে আছে ফাটা॥
দরজা থেকে সওয়া তিন্‌ হাত,
বেরিয়ে আছে বা'র পানে ছাত,
তা'রি নীচে ঘরের দাওয়া তিন-কুকুরে থাম।
একটা থামের মাথার কাছে,
"শ্রীশ্রীকালী" লেখা আছে,
আর একটা থামের পেটে "শ্রীশ্রীসীতারাম"॥
যে ঘরখানা বা'র-বাড়ীতে,
উঁচু সেথান মাটীর ভিতে,
উঁচু দাওয়া, কাঠের খুঁটি, উলুখড়ের চাল।
সাফ্‌ সুৎরো লেপা পোঁচা,
নাইকো কোথা খোঁচা টোঁচা,
ছাঁচের মুখে ঝুলে আছে লাউসমেত লাউ-ডাল॥
উঠ্‌তে দাওয়ায় পৈঠে গাঁথা,
দাওয়ার উপর মাদুর পাতা,
মাদুর'পরে গোটাদুয়েক বালিশ্‌ আছে প'ড়ে।
দ্যালের তাকে থোলীর মাঝে,
বুড়ো লোকের খেল্‌না সাজে,
চূড়োমণির সখের জিনিষ পাশা দাবাবোড়ে॥
দাওয়ার নীচে পৈঠে-পাশে,
দাওয়ার তলার সীমা ঘেঁসে,
বাঁশের বেড়া ঘেরা খানিক সেরো জমি আছে।
চূড়োমণির পূজন ভোজন,
পত্নীর তাঁ'র গোঁপার সাজন,
কতক কতক হয় আয়োজন সেই জমিটের গাছে॥

পূজন-যোগাড় তুলসী ফুল,
ভোজন-যোগাড় কলা কুল,

পত্নীর তাঁ'র খোঁপার সাজন ভাল গেলাপ ফুল।
এ ছাড়া সেই জমিটায়,
রসুই-যোগাড় পাওয়া যায়,
পালঙ্, বেগুন্, শিম্, থাম্-আলু, মিষ্টি মানের মূল॥
বা'র-বাড়ীতে বসার ঘরে,
পাটা বাঁধা থরে থরে,
চূড়োমণির নানারকম পুঁথি শোভা পায়।
তুলোট কাগজ হোল্‌দে-পানা,
আঁখর যেন মুক্তোদানা,
গঁদ-মিশনো ভুষো-কালি, রঙ টা তেজো তা'য়॥
চণ্ডী, মনু, স্মৃতি, শ্রুতি,
ব্রতমালার মস্ত পুঁথি,
মহাভারত, পঞ্চদশী, উপনিষৎ, বেদ।
ভাগবতাদি পুরাণ কত,
টিপনী টীকে নানামত,
পুঁথির সথে চূড়োমণির মিটে গেছে খেদ॥

চন্দ্রচূড় চূড়োমণির গউরবরণ কায়।
নেড়া মাথা, বিঘৎখানেক শিক্কে ঝোলে তায়॥
চূড়োমণির বাদ বিসম্বাদ দাড়ি গোঁফের সাথে।
খেউরি হওয়া যখন তখন, পয়সা হ'লে হাতে॥
উঁচু দরের উঁচু ভুঁড়ি, লোমাবলী বুকে।
সাতচল্লিশ বছর বয়েস পাচ্ছে প্রকাশ মুখে॥
লিখে লিখে প'ড়ে প'ড়ে চোখের জ্যোতি কম।
চস্‌মা দিলে দৃষ্টি চলে, ঘড়িতে যেন দম॥
গঙ্গামাটীর দীর্ঘ ফোঁটা পরেন চূড়োমণি।
নাক বাঁকানো চটী পায়ে, চটাং চটাং ধ্বনি॥
তসর, গরদ, থানের ধুতি কএক রকম আছে।
প্রসাদ পেয়েই ধোপায় তাঁহার কাপড় চোপড় কাচে॥
দু'খান ভাল কালো বনাত, দু'খান খেলো লাল।
আশী টাকার একটি জোড়া গঙ্গাজলী শাল॥
খেস, ধোসা, লুই একেক জোড়া যজমানেরা দেছে।
একা মানুষ পরেন কত! কাজেই ফেলেন বেচে॥

পালপার্ব্বণ পূজোয় ব্রতে কাপড় অনেক পান।
আধামূলে যা'কে তা'কে বেচে বাড়ী যান॥
বিদেয় আদায় নগদ টাকা, ঘড়া, থালা, গাড়ু।
সরা-ভরা আধাছানার মোণ্ডা, তিলের নাড়ু॥
গিন্নী যেটি রাখ্‌তে বলেন, সেইটি রেখে দিয়ে।
বাকী জিনিষ ফেলেন বেচে পয়সা টাকা নিয়ে॥
চন্দ্রচূড় চূড়োমণির পত্নী গিরিবালা।
বছর পঁচিশ বয়েস হ'বে, গড়নখানা ভালা॥
স্বামীর মতন গউর বরণ, মুখের গড়ন বেশ্।
পাছা-ছোঁয়া গোছাভরা ভ্রমর-কালো কেশ॥
ভরি ছএক সোণার বালা, চিক্‌টে ভরি পাঁচ।
চারগাছা মল, বোধ হয় হ'বে ভরি ষাটেক আঁচ॥
চাট্টে ছোট ছুটো বড় মাকুড়ি শোভে কাণে।
নাকের ছেঁদা বেড়ে গেছে ভারি নথের টানে॥
সোণার চুড়ী, পাঁচনর, গোট, গয়না ছিল কি কি।
সিঁদ কেটে চোর নিয়ে গেছে রেতে দিয়ে ফাঁকি॥
যে সব ভূষণ গায়ে ছিল, সে সব গেল র'য়ে।
গা থেকে আর হয় না খোলা সিঁদেল চোরের ভয়ে॥

হাবল নামে একটি ছেলে, বয়েস বছর তেরো।
শ্যামবর্ণ রঙখানা তা'র, কথা নাকী-সুরো॥
যদিও কালো, তবুও ভাল মুখের গড়ন তা'র।
রূপোর দু'গাছ বালা হাতে, ওজন ভরি চার॥
ঘুন্সী-সনে রূপোর বিছে কোমর-বেড়া আছে।
ঘুন্সী-বাঁধা চাবি-কাটি ঝুল্‌ছে [illegible] কাছে॥
যদিও তেরো, কিন্তু তবু খুব শক্তি গায়।
তা'র বয়েসী ছেলেগুলো বড়ই ডরায় তা'য়॥
কথায় কথায় ঝগড়া হ'লে কয় না কথা বেশী।
একেবারে তেড়ে গিয়ে নাকে মারে ঘুঁসী॥
ঝুঁটী ধোরে মাটীর'পরে এক আছাড়ে ফেলে।
দৌড়ে পালায়, কোনো ছেলের বাপ মা তেড়ে এলে॥

হাবলার বাপ শিবু মালী ফুল তুলসী বেচে।
চাকরী করে হাবলধন চূড়োমণির কাছে॥
মা ম'রেছে অরবিকেরে বছর তিনেক হোলো।
চূড়োমণির কাছে শিবু ছেলে রেখে গেলো॥

মাসে মাসে বাবা এসে ছেলে দেখে যায়।
দেয় পয়সা দু'চার আনা, হাব্‌লা খাবার খায়॥
পত্নীহারা শিবু মালী গাঁয় থাকে না আর।
চূড়োমণির উপর দেছে ঘর আর ছেলের ভার॥
সহজ সহজ ফায়-ফরমাস্ হাবল সদাই পালে।
চূড়োমণির গরু নিয়ে চরায় গরুর পালে॥
গাঁয়ের ভিতর, গাঁয়ের পাশে, কাছাকাছি গাঁয়।
যজমানদের বাড়ী হাবল খবর নিতে যায়॥
চূড়োমণির সিদে টিদে মাথায় কোরে আনে।
পথে হাঁটার কষ্ট ভোলে নাকী-সুরের গানে॥
ভাত্তের মত ভালবাসে গাইতে হাবল গান।
ফাঁকটি পেলে, মুখটি তুলে অমি ধরে তান॥
আজ সকালে সাধের গানের সুর চড়িয়ে নিয়ে।
নিমের গাছে বোসে আছে পা ছড়িয়ে দিয়ে॥
গানের তালে নেচে দোলে ডালে দিয়ে ভর।
ডালটা দোলে গায়ের ভারে, খেলে গলার স্বর॥

(গীত)

"(ওরে) হায় রে রসগোল্লা!।
চিনির রসে প্রেমের রসে করিস্ কত কল্লা॥
তুই শুধু প্রেমের নাড়ু,
মারি তোকে তিন ঝাড়ু,
পচা পিরীত ওজন করিস সেজে দাঁড়ি পাল্লা॥"

চূড়োমণির খিড়কী পুকুর, তা'রি খানিক দূরে।
নিমের ডালে হাব্‌লা দুলে গাচ্চে নাকী সুরে॥
গাড়ু হাতে গামছা কাঁধে এমন সময় সেথা।
চূড়োমণি এলেন ত্বরা, নিয়ে আমের পাতা॥
কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে রাগে চেয়ে কয়।—
"শুওরব্যাটা! একটুও তোর নাইকো মনে
ভয়?॥
নিমের দাঁতন ক'র্‌বো বোলে পাঠিয়ে দিনু
তোকে।
কাজটা ভুলে গান গাচ্চিস্ গাছে বোসে থেকে?॥
বাসি মুখে জল দিই নি, বেলা গেল বেড়ে।
আয় নেমে আয়, ভেড়ের ভেড়ে! নিম্‌ডালটা
ছেড়ে॥
ঠেঙিয়ে দফা ক'র্‌বো রফা; কে আজ তোকে
রাখে?।
বেলিক ব্যাটা! ভারি ঠ্যাঁটা, গাড়্‌বো পুকুর-
পাঁকে॥"

ধমক শুনে লাগ্‌লো চমক হাবলধনের প্রাণে।
গান বন্ধ হোলো চেয়ে চন্দ্রচূড়ের পানে॥
ভয়ে ভুঁয়ে নাম্‌লো নাকো, বরং উঁচু ডালে।
তড়তড়িয়ে উঠে গিয়ে লুকোয় পাতার কোলে॥
তাই-না দেখে চূড়োমণি আরো ওঠেন চোটে।
কুমোর-বাড়ীর হাঁড়ী যেন পোড়ার সময় চটে॥
বীরভদ্র মূর্ত্তিখানা দেখে হাবলধন।
আঁৎকে উঠে ডুক্‌রে কাঁদে, ভয়-ভড়কা মন॥
এটা ওটা পাঁচটা ফিকির মনে মনে ভাবে।
কোন্ ফিকিরে ভট্‌চায্যির রাগটা প'ড়ে যা'বে॥
খানিক ভেবে হাবল বলে, "মার্‌লে পরে মোরে।
ব'ল্‌বো নাকো সেই কথাটা, ব'ল্‌চি শপথ
কোরে॥"
এমন ভাবে বোল্লে হাবল, এম্‌নি মুখের ছাঁদ।
চূড়োমণির মন জড়ালে পেতে ফিকির-ফাঁদ॥
'ব'ল্‌বো নাকো সেই কথাটা'র ভাবটা কত কি
যে।
চূড়োমণির রাগটা গেলো, মনটা গেলো ভিজে॥
"কি কথা, রে?—কি কথা, রে?"—চূড়োমণি
বলে।
'আগে বল, মার্‌বে কি না?" বলে হাবল ছেলে॥
"মার্‌বো নাকো, বল্ কি কথা?"—"দিব্যি আগে
কর।"
"তাই কোল্লেম, ভয় নেই তোর।"—"নাম্‌চি
তবে—সর॥"
এই-না বোলে চূড়োমণির মুখের পানে চেয়ে।
ধীরে ধীরে হাব্‌লা নামে নিমের গুঁড়ি বেয়ে॥
নেমে দাঁড়ায় গাছের গোড়ায়, কাছে যেতে ভয়।
দিব্যি কোরেও মারেন যদি ঠাকুর মহাশয়॥
হাব্‌লা বলে, "শোনো, ঠাকুর! সত্যি কোরে
কই।
রসগোল্লা যাক্ গোল্লায়, কু-এর গোড়া ওই॥

কে জান্‌তো, কাত্যেয়নীর বক্ত এমন ধারা।।
কে জানতো, ইস্ত্রী তোমার আর্শি-লেপা পারা॥
কে জানতো, রসগোল্লার রসে এমন রস।॥
কে জানতো, কুলের নারী পর-পুরুষের বশ॥"
হাবলধনের কথা শুনে চোমকে ওঠে মন।
অবাক্‌ হোয়ে চন্দ্রচূড় ভাবেন খানিক ক্ষণ॥
এক পলকে আকাশ পাতাল ওলোট পালট
হোলো।
লজ্জা ঘৃণা রোষানলে মনটা পুড়ে গেলো॥
শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীচরিত্র অনেক জানা আছে।
এক পলকে চন্দ্রচূড় বুঝে নিলেন আঁচে॥
নিমের দাঁতন, দন্ত-ধাবন সকল গেলেন ভুলে।
হাতের গাড়ু পোড়ে গেলো. পা ভিজ্‌লো জলে॥
বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি একদৃষ্টে চাওয়া।
নাকের ডগা ফুলে ওঠে, বেরোয় রোষের হাওয়া॥
চুপটি কোরে চন্দ্রচূড়ের পানে হাবল চায়।
এক একবার হাতটা বুলোয় নিম গাছটার গায়॥
এই রকমে খানিক সময় চোলে গেলো কোথা।
চন্দ্রচূড়ের শূন্য বুকে পূর্ণ হোলো ব্যথা॥
আপন মনে চূড়োমণি রাগে জ্বোলে বলে।—
"জানি আমি, নারীজাতি নরে ভুলোয় ছলে॥
মুখে সুধা, মনে বিষ, রূপে কু-এর ফাঁদ।
গুপ্ত প্রেমের স্রোতে দাঁড়ায় বেঁধে ফিকির-বাঁধ॥
হাব্‌লা ছেলের কথা শুনে সন্দ বড় বাড়ে।
প্রাণের ভিতর মনটা আমার কত কথাই পাড়ে॥
নিশাচরী ভুলিয়ে মোরে কোল্লে এ কি কাজ!।
সতীপনার এই নিশানা?—লাজের মাথায় বাজ॥
ভ্রষ্টা নারী মিষ্ট বোলে বোলেছিলো মোরে।
'পতিব্রতা হ'ব কাত্যায়নীর ব্রত কোরে॥
পতি বিনে ত্রিভুবনে সতীর কে আর আছে?।
তাইতো নিতি ভোগ দিচ্ছি যাই কাত্যায়নীর
কাছে॥'
ভোগ ব'লে ভোগ—রসগোল্লা! মস্ত বাটী ভরা।
মনের মতন হ'বে বোলে নিজেই তোয়ের করা॥
শাস্ত্রছাড়া ব্রতের কথায় খট্‌কা হোলো মনে।
ভাবনু আবার মেয়ে-ব্রত শাস্ত্রে র'বে কেনে?॥

পত্নী হ'বে পতিব্রতা, এর চেয়ে কি সুখ?।
আজের কথা শুনে কাণে ভাঙ্‌লো আমার বুক॥
যা' হোক্‌, আমায় দেক্তে হ'বে কাত্যায়নী-ব্রত।
দেক্তে হ'বে রসগোল্লার রসটাই বা কত॥
দেক্তে হ'বে পতিব্রতার সতীগিরির খেল।
সত্য হোলে মুক্তি পা'বে, ম'র্‌বে হোলে ভেল"॥
মনে মনে এই-না বোলে চন্দ্রচূড়ো তবে।
মুখ হাত পা নিলেন ধুয়ে পুকুর-জলে নেবে॥
দীপের শিখা নিবলে পরে আঁধার যেমন হয়।
চন্দ্রচূড়ের প্রাণের মাঝে তেম্নি আঁধারময়॥

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোলো, হোলো প্রদীপ
জ্বালা।
তাড়াতাড়ি ব্রতের যোগাড় কোল্লে গিরিবালা॥
বাটী ভরা রসগোল্লা, ঘটীভরা জল।
ফুলতুলসীর পাত একটা—পানের খিলির কল॥
একাকিনী চ'ল্লো নিয়ে, নাইকো মনে ভয়।
সাঁজের আঁধার গিরিবালার যেন আলোময়॥
গ্রাম ছাড়িয়ে পূব দিকে খানিক দূরে গেলে।
কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর মন্দিরটি মেলে॥
দিনের বেলায় সেই স্থানটির শোভা চমৎকার।
চারিদিকেতে তেঁতুল অশোথ বটবৃক্ষের সার।
আসসেওড়া, কচু, ঘেঁটু, সেয়াকুলের ঝোপ।
ঘেঁটুগাছের ঘটা বেণী, মাথায় ফুলের খোপ॥
মন্দিরটির সাম্নে পানে একটা দীঘি আছে।
সানবাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির কতক ভেঙে গেছে॥
মন্দিরটি অনেক কেলের, নাইকো তেমন রূপ।
কাটাফুটো দেওয়াল থেকে খোস্‌চে বালির স্তূপ॥
মোটা মোটা শিকড়-খোঁটা গেড়ে বটের গাছ।
চূড়োর উপর দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা হাতেক পাঁচ॥
মন্দিরেতে কাত্যায়নীর মূর্ত্তি শোভা পায়।
মানুষপ্রমাণ গড়নখানি, শ্বেত পাথরের কায়॥
শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা চতুর্ভুজে ধরা।
বেদীর উপর মহাদেবী ত্রিলোচনী তারা॥
বেদীর নীচে সাম্নে পানে সিঁদূর-মাখা ঘটে।
ডাব শুকিয়ে ঝুনো হোয়ে বৃদ্ধ দশা রটে॥

চন্দ্রচূড় চূড়োমণির পত্নী গিরিবালা।
ঢুকলো এসে মন্দিরেতে ঘোর সন্ধ্যে বেলা॥
মন্দিরেতে ঢুকে বেটী,
নামিয়ে ভুঁয়ে ঘটী বাটী,
নুড়িয়ে কপাল ছুঁয়ে মাটী ঠাকুর প্রণাম করে।
আঁচলখানা জড়িয়ে গলে,
যোড়হাত কোরে কেঁদে বলে,—
"মা কাত্যেনি! আমার স্বামী ত্বরায় যেন মরে॥
স্বামী ম'লে পূরবে আশা,
বাঁধবে জমাট ভালবাসা,
আমি যা'কে ভালবাসি, সেই প্রেমিকের প্রতি।
চাই নি আমি অমন স্বামী,
শাম ধোবাকে চাই মা আমি,
শামাচরণ জীবন মরণ, গিরিবালার গতি॥"
আঁধার-ভরা ঠাকুর-ঘরে,
এমন সময় মিহি সুরে,
আওয়াজ হোলো, "গিরিবালা! তুষ্ট হোলেম আমি।
আজকে যদি শামকে নিয়ে,
চোক বুজিয়ে হত্যে দিয়ে,
আমার ঘরে থাকিস্ প'ড়ে, কাল ম'রবে স্বামী॥"
মনের মত বরটা পেয়ে,
গিরিবালা তুষ্ট হোয়ে,
ভুঁয়ে গড়ালুটি খেয়ে কতই প্রণাম করে।
এমন সময় ঢুকলো শামা,
গায়ে পরের কাপড় জামা,
পরের ধনে খোস্‌পোশাকী ধোবার মত কে রে?॥
বছর কুড়ির হ'বে শাম,
আধ-ফরসা গায়ের চাম,
গিরিবালার মনের মতন মুখের গড়ন তা'র।
গিরিবালা শ্যামের রাধা,
শ্যামের প্রেমে [illegible],
শ্যাম বিনে সে ত্রিভুবনে নয়কো কা'রো আর॥
শ্যামকে দেখে গিরিবালা,
দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে গলা,
আদর কোরে হেসে বলে,—"মা দিয়েছে বর।
তোমায় আমায় আজকে হেথা,
হত্যে দিলে ঘুচবে ব্যথা,
ম'রবে আমার পোড়ারমুখো ভাতার গজন্দর॥"
গিরিবালার বাক্য শুনে,
শ্যামাচরণ তুষ্ট মনে,
বোল্লে তা'রে,—"মাইরি নাকি, বড় মজা তবে।
বাহবা-বা, পূরবে আশা,
বাড়বে ভারি ভালবাসা,
দুই জনেরি ভয়ের কাঁটা যোট্‌কে ভেঙে যা'বে॥"
এই-না বোলে দু'জন সুখে,
এ ওর মুখে—ও এর মুখে,
রসে ভরা রসগোল্লা দেওয়া-দেওই করে॥
গোল্লা খেয়ে, ঘটী তুলে,
পেটটা ভোরে জলটা খেলে,
"জয় মা কাত্যেয়নি!" বোলে শুলো ভুঁয়ের 'পরে॥
মন্দিরটে আঁধারভরা,
দু'জনের মুখ চুপটি করা,
চক্ষু বুজে হত্যে দিয়ে রৈলো উপুড় হোয়ে।
এমন সময় ধীরে ধীরে,
কাত্যায়নীর পিছন ধারে,
কে জানে কে উঠলো নোড়ে হাতে খাঁড়া লোয়ে॥
হুঙ্কার দে তেড়ে এসে,
মাল্লে লাথি কোসে কোসে,
বোল্লে শেষে,—"ধিক্ পিশাচি! ধিক্ কামুকী নারি!।
এই কি ব্রত সতী হ'বার?
শাম ধোবাকে খাওয়া'স্ খাবার,
মৃত্যু আমার টাকলি আবার, সাবাস্ ডাকাচুরি!॥
আমার মরণ টাকা নয়,
নিজেই যা'বি যমালয়,
মুখদর্শন ক'রবো না তোর, দেবো প্রতিফল।"
চন্দ্রচূড়ো এই-না বোলে,
দেবীর খাঁড়া মাল্লে তুলে,
গিরিবালা দু'খান হোয়ে লুটোয় ভূমিতল॥

শেমো ধোবা এই-না দেখে,
মন্দিরটের ভিতর থেকে,
পালিয়ে যা'বার যোগাড় করে, প্রাণে দারুণ ভয়।
জোয়ান্ হোয়ে ডরায় কেন?
পাপী যে জন ডরায় হেন,
মহাপাপীর পরাজয়, নিষ্পাপীরি জয়॥
নৈলে কেন চন্দ্রচূড়ো,
হোয়ে এমন আধাবুড়ো,
শামা হেন জোয়ানটাকে মাত্তে ওঠে তেড়ে?।
শাম ব্যাটা বা কেন ভয়ে,
জলজীয়ন্ত জীবন ল'য়ে,
পালিয়ে যা'বার চেষ্টা করে মন্দিরটে ছেড়ে?॥
পালিয়ে যা'বার পথ কি আছে?
খাঁড়া হাতে যম যে কাছে,
দোরের গোড়ায় চন্দ্রচূড়—রুদ্র অবতার।
হুঙ্কার দে তেড়ে উঠে,
বোস্‌লো চোড়ে শামার পেটে,
কাট্‌লো গলা খাঁড়ায় চোটে; ছোটে রুধির-ধার।

কবি বলে, গিরিবালা শামার মতন যা'রা।
এম্নিতর চন্দ্রচূড়োর হাতে মরে তা'রা॥
ধর্ম্ম ছেড়ে পাপ কর্ম্মে এগিও নাকো কেউ।
ধর্ম্ম নিজে হাবল সেজে তুলবে মরণ-ঢেউ॥

৭—গেঁজেল গদা।

গুরু।—"বাপু গদাই!"
গদা।—"আজ্ঞে মশাই!"
গুরু।—"খুব শিখেছ গান।
এই বার তুমি যাও,
মোজ্‌রো কোরে রোজ্‌গারেতে
বেশ্ কোরে মন দাও।"
গুরুর মুখে এমন কথা শুনে গদাধর।
আহ্লাদে আটখানা হোলো,
মনটা যেন গ'লে গেলো,
গুরুর পায়ে প্রণাম কল্লে লুটিয়ে কলেবর॥
বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ নায়েক গদাধরের গুরু।
ভাগ্যগুণে পেয়েছিলেন গদার মত গরু॥
বুড়ো বামণ হাড়জ্বালাতন শুনে গদার গান।
আজ্‌কে গদায় দিলেন বিদায় পেতে পরিত্রাণ॥
গাধার মত গদার গলা তোলে সুরের ঢেউ।
কালা কাণেও তালা লাগে, রয় না কাছে কেউ।
ছোট ছেলে চোম্‌কে উঠে কেঁদে ফেলে ভয়ে।
বড় ছেলে হেসে লোটে গদার পানে চেয়ে॥
বুড়ো যা'রা তেজ্ব তা'রা দূরে সোরে যায়।
মেয়েছেলে আড়াল থেকে মুচ্‌কি হেসে চায়॥
কৃষ্ণ নায়েক গদার গুরু, নাই বিপদের সীমা।
নিজের কাণে আঙুল দিয়ে শেখান সা-রি-গা-মা।
গুরুর কাছে শিষ্য গদা রাগ রাগিণী ভাঁজে।
গলার সুরে তাম্বুরোটা আর এক সুরে বাজে॥
দুই বড়জে মিল্ খায় না, শুন্‌তে বড় কড়া।
বেপর্‌দায় সুর ভাঁজুনি, উঁচু নাচু চড়া॥
কৃষ্ণ নায়েক ভাল গায়ক, ঢের সাক্‌রেৎ তাঁ'র।
গদার জ্বালায় সবাই জ্বলে, গান শিক্ষে ভার॥
একে গদা সুরে গাধা, তা'তে আবার ফের।
গাঁজার দমে বড় দাদা, ছিলিম টানে ঢের॥
গাইয়ে বলে অনেক মেলে পাকা গাঁজাখোর।
তা'রা বলে, 'গাঁজা খেলে, পাকে সুরের জোর॥
গলার আওয়াজ বাজখাঁই হয় গাঁজার ধোঁয়ার গুণে।'
শ্রোতা যা'রা, তুষ্ট তা'রা, তা'দের আওয়াজ শুনে॥

নুণ সোহাগায় সোণার যেমন রঙ্‌টা খুলে যায়।
গাঁজার ধোঁয়ায় তেম্নি গলার সুর খোলোসা হয়॥
আগিনেতে দম না দিলে আওয়াজ কভু খোলে?।
তেম্নি গাঁজায় দম না দিলে সুর খেলে কি গলে?॥
লাজের কথা বোল্‌বো কা'রে?—ঘৃণায় ম'রে
যাই।
গাঁজাখোরের খোরে প'ড়ে গীতবিদ্যে ছাই!॥
গাঁজার নেশায় সুখের আশায় শেষে নিরাশ
ঘটে।
তবুও কেন গাইয়ে দলে গাঁজার তুফান ওঠে?॥
গাঁজাখুরে গাইয়েদের দোষে কেবল, হায়!।
ছেলেপিলের্ গান শেখা'তে বাপ খুড়ো না
চায়॥

গানের চেয়ে কি ধন আছে? গানই ভগবান্।
গাঁজাখোরে কিন্তু করে গানের অপমান॥
গদার মত অনেক গাধা দেক্তে পাওয়া যায়।
তা'দের দোষেই গীতবিদ্যে নষ্ট হোলো হায়!॥
গীতবিদ্যে কঠিন বড়, যত্ন অনেক চাই।
নিয়ম পালন খুব প্রয়োজন, নৈলে হ'বে নাই॥
গানের নেশায় মাত্‌বে যদি, ছাড় অপর নেশা।
কিন্তু এখন সব বিপরীত, দেশের পোড়া দশা॥
কবে হ'বে সেই শুভ দিন, বল ভগবান্!।
নেসাখোরের হাত এড়া'বে তোমার প্রিয় গান॥
গুরুর কাছে বিদ্যে নিয়ে চোল্লো গদাধর।
তাম্বুরোটা খোলে পূরে রাখ্‌লে কাঁধের'পর॥
হনৃহনিয়ে গদাই চলে পম্পো জুতো পায়।
মচ্‌মচানি কচ্‌কচানি শব্দ শোনা যায়॥
গদাধরের গলার চেয়ে পায়ের জুতো তা'র।
বরং ভাল আওয়াজ ভাঁজে, ছোটে সুরের ধার॥
রাঙা পেড়ে ধুতি পরা, ছিটের পিরাণ গায়।
ছিটপিরাণের কাঁধটা ছেঁড়া, চাদর ঢাকা তা'য়॥
গামছা বাঁধা দু'খান ধুতি, তা'র ভিতরে ফের।
গাজার হুঁকো, কোল্‌কে, গাঁজা নেকড়া বাঁধা
ঢের॥
পিছন পানে বুচ্‌কি বাঁধা—গামছা বাঁধা ধুতি।
ডান্‌ বগলে বাঁশের লাঠি, হাতে বেতের ছাতি॥

সোঁদাল শাঁসের রঙ্‌টা যেমন চিকণ কালো
পারা।
গদাধরের রঙ্‌টা তেমন, গড়ায় তেলের ধারা॥
ঢ্যাঙা পানা গড়ন খানা, মাথায় চুলের ঝাঁড়ি।
দু'টো দাঁতে পোকা ধরা, উঁচু দাঁতের মাড়ি॥
নাক্‌টা থাঁদা, নাকের ছেঁদা দুই রকমের দু'টো।
হাঁড়ীপানা মুখের গড়ন, চক্ষু দু'টো ছোটো॥
পেট্‌টা উঁচু, বুকটা নীচু, ঘাড়টা কিছু বেঁটে।
ছেলেবেলায় পিলে ছিলো, তাই পোড়া দাগ
পেটে॥

বছর তিরিশ বয়েস হ'বে, খোসা পানা গোঁফ।
দাড়ির ডগায় আঙুল চেরেক লম্বা চুলের খোপ॥
গাল দু'খানা তোব্‌ড়া পানা, ঠোঁট দু'খানা
মোটা।
গালের উপর হাড় দু'খানা খানিক ওঠা ওঠা॥
কৃষ্ণ গুরুর শিষ্ট চেলা ময়রা গদাধর।
মোজ্‌রো তরে দেশান্তরে চোল্লো ত্বরাপর॥
প্রাণের মত গাঁজার ধোঁয়া গদার লাগে মিঠে।
কাগজ হোলে কেটে যেতো, এত ধোঁয়া পেটে॥

বিষ্ণুপুরের দু'কোশ দূরে,
পূর্ব্ব দিকে মুগুরপুরে,
গেঁজেল গদার বাস্তুভিটে,
খড় ছাওয়া ঘর, দেয়াল মেটে,
মা বুড়ী তা'র একলা থাকে,
যায় না ছেলে দেক্তে মাকে,
মায়ে পোয়ে মনের মিল,
হয় না কভু একটি তিল,
গেঁজেল গদা গাঁজা খায়,
মা বুড়ী তাই রেগে যায়,
বুড়ী আবার দিনে রেতে,
কোঁদল করে সবার সাথে,
এই কারণে চোটে ভারি,
যায় নি গদা ছ'মাস বাড়ী,
মা বুড়ী তা'র মনের সুখে, সবার সাথে।
ঝগড়া করে সুখে সুখে, কাটা হাতে॥

ন গণ্ডায় ন গণ্ডায় যত কুড়ির হয়।
ত' গণ্ডা তারার বয়েস, তা'র চেয়ে কম নয়॥
বুড়ী মাগী বড় কালো, একটা চোকে ছানি।
মাস থল্ থল্, চাম লল্ লল্, হাতে লাঠি খানি॥
বুড়ীর মাথায় পাকা চুল যেন কেশের ফুল।
খুঁজ্‌লে পরে দশ বিশ গাছ মেলেও কালো চুল॥
এক এক দিন পাকা চুলে খোঁপা বাঁধে বুড়ী।
ছোট্টো খোঁপা, মাথার উপর যেন শোণের
মুড়ি॥
সেলাই করা তালি দেওয়া কাপড়খানা পরে।
ভাল কাচা কাপড়খানা তুলে রাখে ঘরে॥
ফুলবাতাসা, সরা-গুড়, মুড়্‌কি, মোয়া বেচে।
দিন গুজ্‌রোন্ কোরে বুড়ী প্রাণে প্রাণে বাঁচে॥
কিন্তু বুড়ীর কোঁদল স্বভাব সর্ব্বনাশের গোড়া।
চেঁচিয়ে উঠে আকাশ ফাটায়, কাঁপিয়ে তোলে
পাড়া॥
মুগুরপুরের কোনো নারী আঁট্‌তে নারে তা'রে।
বুড়ী মাগী, বড্ড রাগী, ঝাঁটা তুলে মারে॥
কড়া কড়া বড্ড চড়া গাল মন্দ দেয়।
তা'তেও যদি আশ্ না মেটে, কেঁদে জিতে নেয়॥
হাত পা নাড়া, গলার সাড়া, ঝাঁটার তাড়া ভারি।
কোঁদল-অবতার। তারা কিম্ভূতাকার নারী॥
ঘুম ভাঙ্‌লেই ঝগড়া সুরু, সপ্তমেতে ক্রমে।
রাত দুপুরে ঘুমটো এলে, ঝগড়া তবে থামে॥
এমি মাগীর ঝগ্‌ড়াটে রোগ, দেখ্‌লে কোন মেয়ে।
গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করে, গাল্‌টে আগে দিয়ে॥
কেবল মেয়ে কেন বলি? বুড়ীর গালের চোটে।
মুগুরপুরের পুরুষলোকেও ব্যস্ত হোয়ে ওঠে॥
কাণাকাণি কোরে তা'রা বলে বারংবার।—
"তারা বুড়ী মুগুরপুরের মুগুর-অবতার॥"
লোকের সাথে দিনেরেতে ঝগড়া কোরেও এত।
তবুও বুড়ীর সাধ মেটে না, হয় না মনের মত॥
এই কারণে রোজ দুপুরে পুকুর-ধারে যায়।
নিজে নিজেই কতই বোকে চাদ্দিকেতে চায়॥
খোঁটা-পেটা মস্ত ঝাটা হাতের মুটোয় থয়া।
আঁচল খানা কোমর বাঁধা, রাগে মাগী ভয়া॥

পুকুর পাড়ের দখিণ ধারে একটা অশোথ গাছ।
বুড়ীর চেয়েও গাছটা বুড়ো, আশীর পিঠে
পাঁচ॥
সেই গাছটায় বাস কোত্তো একটা মেছো ভূত।
অশোথ গাছে ভূতের বাসা, ভূতের মনঃপূত॥
দুপুরবেলা চুপ্‌টি কোরে অশোথ-ডালে বোসে।
রোজ রোজ সেই ভূতটো ঘুমোয় হাওয়ার
দিকে ঘেঁসে॥
হাওয়ায় মিশে হাওয়ায় দুলে ঘুমোয় ভূতের পো।
দেখ্‌তে তাহায় কেউ নাহি পায়, নেই দেখবার
যো॥
কিন্তু ভূতের বড্ড বিপদ মাসেক খানেক ধোরে।
অশোথ গাছের বাসা এ বার ছাড়্‌তে হোলো
তা'রে॥

ময়রা বুড়ী তাড়াতাড়ি রোজ দুপুরে গিয়ে।
নিজে নিজে আওয়াজ ভাঁজে গালাগালি দিয়ে॥
ঘণ্টাখানেক সপ্ সপাসপ্ হাজার তিনেক বার।
অশোথ গাছে ঝাঁটা মারে, মুখে হুহুঙ্কার॥
নিজের গাঁয়ে ভিন্ন গাঁয়ে যত মানুষ আছে।
কিবা পুরুষ কিবা মেয়ে চেনা বুড়ীর কাছে॥
এক্ এক্ জনের নামটা ধোরে গালাগালি দিয়ে।
অশোথ গাছে ঝাঁটা মারে সপাং সপাং সুড়ে॥
আঁচল-বাঁধন খুলে পড়ে, খোঁপা খুলে যায়।
দদ্দরিয়ে ঘামটা ঝরে কালো[illegible] না পায়॥
আস্ত ঝাঁটার কাঠিগুলো মট্ মটামট্ ভাঙে।
তবুও বুড়ীর রাগ থামে না, ঠ্যাঙার কতই চড়ে॥
ময়রা বুড়ীর কাণ্ড দেখে ব্যস্ত হোলো ভূত।
অশোথ-ডালে দুলে দুলে হয় না শু'তে যুৎ॥
এক দিন নয়—দুই দিন নয়, রোজ্‌ দুপুরবেলা।
ঝাঁটা পেটার চোটে ভূতের বাড়্‌লো বিষম
জ্বালা॥
কাজে কাজে অশোথ গাছের সাধের বাসা
ছেড়ে।
ভূত বেচারা পালিয়ে গেলো হাওয়ার তোড়ে
উড়ে॥

সই যে গেলো চইৎ মাসের তেইশে, শনিবারে।
আর এলো না ভূত বেচারা অশোথ গাছের
ধারে॥

গদাধরের এ বার পালা,
পাঠকগণের আবার জ্বালা,
লাগ্‌বে তালা গদার গানে কাণে।
আঙুল দু'টোর টিপে কাণ,
শোনো, পাঠক! গদার গান,
নৈলে বড় কষ্ট পা'বে প্রাণে॥
গুরুর কাছে বিদ্যে নিয়ে,
হেথা সেথা গদাই গিয়ে,
তুলেছিলো গাধা-নাদা সুর।
গান-সৌখীন বাবু ভেয়ে,
গদার গানে তেক্ত হোয়ে,
ধমক দিয়ে কোরে দিলে দূর॥
এক জায়গায় এক বাবুকে,
বোল্লে গদা কতক রুখে,—
"বাবু! তুমি গানের বোঝো কি?।
আমার গানের কায়দা খানা,
কোন্ গাইয়ের সাধ্যি আনা,
কে শিখবে, যদিও বোলে দি?॥
শাদা সিদে টপ্পা শুনে,
ঠিক্ দিয়েছো মনে মনে,
বড্ড তুমি গান বাজ্‌না, গীতশাস্তর বোঝো।
থিয়েটারের জংলা সুরে,
মনটা তোমার গেছে ঘুরে,
বাজে গানে পয়সা খোলো, কাজের গানে
গোঁজো॥
যাত্রাওলার শুন্‌বে গান,
মোর গানের কি বুঝ্‌বে তান?
আমার ধ্রুপদ বুঝ্‌তে তোমার আজো
অনেক বাকি।
গুণশূন্য ওস্তাদেরা,
কথায় জানায় সবার সেরা,
কাজের বেলায় লবডঙ্কা, বোলো আনাই
ফাঁকি॥

অমুক প্রসাদ, অমুক সেথ,
অমুক মিশ্র, সবাই ভেক,
আমার মত কোকিল-গলা ক'টা লোকের
আছে?।
বেতাল বেলয় গাইয়ে যা'রা,
তোমার কাছে মস্ত তা'রা,
কিন্তু নারে তাম্বুরোটা বাঁধ্‌তে আমার
কাছে॥
আর কিছু নয়, এই দুঃখু,
গাইয়ে শ্রোতা সব মুক্ষু,
গান বাজ্‌না শিখ্‌নু আমি মিছে।
যা' হোক্, নিজেই গাইবো গান,
তুষ্‌বো নিজেই নিজের প্রাণ,
গাধার পালে য'দিন থাকি বেঁচে॥"

গদাধরের কথা শুনে, কাণ্ডখানা দেখে।
বোলেছিলেন সেই বাবুটি হাসিমাখা মুখে॥
"ও ওস্তাদ! গাঁজার ঘোরে কেন এত চটো?।
গেঁজেল দলে গীত-বিদ্যেয় তুমিই সেরা বটো॥
তোমার মতন গাইয়ে আমি ঢের দেখেছি চোকে।
আর কাজ নাই, সোরে পড় আমার সমুখ থেকে॥
তোমার চেয়েও আর এক কাঠি আছে হনুমান্।
সাকরেৎকে ফতুর করে কোরে কতই ভান॥
এক এক গানের এক এক কলি শেখায় এক এক
মাসে।
ঢিলে রকম শিক্ষে দেওয়া, কেবল টাকা লোভে॥
মনটা খুলে, স্বার্থ ভুলে শেখায় যদি গান।
তা' হোলে যে ওস্তাদ্‌জীর ঘুচ্‌বে রুটি খান॥
যা'ও বা শেখায়, তা'ও আবার ফের ভাল কোরে
নয়।
ভাল কোরে শিখে দিলে নিজের পরাজয়॥
শোনো, গদাই! মুখের বড়াই ওস্তাদ্‌রা করে।
এমন আবার অনেক আছে বুঝ্‌তে নিজে নারে॥
রাগরাগিণীর নাম জানে না, তালজ্ঞানটা নেই।
এক রাগেতে আর এক রাগের মিশোয় তাঁজের
খেই॥

আসল রাগে জ্ঞান নেইকো, গর্ব্ব রাগে ভরা।
তা'দের মাঝে গণ্য তুমি, মূর্খ বুনো বরা॥"
বাবুর মুখে এমন শুনে গাইয়ে গদাধর।
পণ কোরে গান গাইবে নিজেই অতঃপর॥
এই কারণে গাইয়ে গদা ফিরো নিজের বাড়ী।
পায়ের জুতো হাতে কোরে চোল্লো তাড়াতাড়ি॥

কোশ চারেকের পথটা হেঁটে,
একটা ব্যথা ধোল্লো পেটে,
হাঁট্তে নারে রোখের চোটে, মুখে ওঠে হাই।
গদাধরের শক্তি প্রাণ,—
গাঁজার ধোঁয়ায় হয় নি টান,
কাজে কাজে পা লট্ পট্, ফুল্চে পেটে বাই॥
চাদ্দিকেতে চেয়ে চেয়ে,
চোল্লো গদা আকুল হোয়ে,
দেক্তে পেলে একটা বাজার পথের ধারে আছে।
সেই খানেতে গদা গিয়ে,
গাঁজার দোকান খুঁজে নিয়ে,
আনা দু'য়ের গাঁজা কিনে তবে প্রাণে বাঁচে॥
গাঁজাওলার পাশের ঘরে,
পাঁচ্টা লোকে জমাট কোরে,
গাঁজার পুজো প্রাণটা ভোরে কোচ্চে মিলে মিশে।
তা'দের কাছে গদা গেলো,
মনটা বড় খুসী হোলো,
চাদুরেটা নামিয়ে ভূঁয়ে, বোস্লো কাছে ঘেঁসে॥

নিজের হুঁকো কোল্কে ছুরি,
বার্ কোত্তে সয় না দেরি,
তা'দের গাঁজার কাট ছুরিটে কাছে টেনে নিয়ে।
গাঁজার জটা কুঁচিয়ে কাটে,
ঠোঁট কোঁচকায় কাঁটার চোটে,
এক পাশ্টা কেটে আবার কাটে পালট দিয়ে॥
তা'র পরেতে গুছিয়ে নিয়ে,
ফোঁটা ছয়েক জল মিশিয়ে,
বাঁ হাতটার তেলোয় থুয়ে কাটা গাঁজার কুঁচি।
ডান হাতটার বুড়াঙুলে,
দোম্কে টেপে তালে তালে,
টেপার চোটে মোলাম হোলো, ঘুচ্লো খোঁচা-খুঁচি॥
তামাক খা'বার কোল্কে-পোলা,
গাঁজা খা'বার কোল্কেগুলা,
ছোটো খাটো একরত্তি, কিন্তু মজা ভরা।
সেই কোল্কের একটা নিয়ে,
গাঁজা ভোরে আগুন দিয়ে,
মাথে রেখে বোল্লে গদা, "বোম্ মহাদেব হরা"॥
শিবের পায়ে প্রণাম কোরে,
কোল্কে বসায় হুঁকোর শিরে,
কোল্কে যেমন, হুঁকোও তেমন, আধ হাতেরো কম;
হুঁকোর খোলে ছুটো সিঁধ,
ধোঁয়ার ঘরে হাওয়ার সিঁদ,
একটা ছেঁদা টিপে গদা কোসে দিলে দম॥
খুব লম্বা শব্দ সোঁ,
খোস্ গোলাপী নেশায় ভোঁ,
পেটের আতট ভরা ধোঁয়া ফুঁয়ে গদা ছাড়ে।
কলের গাড়ীর চিম্নি দিয়ে,
ধোঁয়া যেন চোল্লো ধেয়ে,
দুর্গন্ধ ধাকা মারে ঢুকে নাকের ফাঁড়ে॥
চোক ঢুল্ ঢুল্ রাঙা রঙ্,
গদা যেন চোড়কে সঙ্,
প্রাণের ভিতর রঙের ঢং, স্বর্গে যেন গদা।
আর এক জন হুঁকো নিয়ে,
পয়লা ছেঁদায় ফুঁটো দিয়ে,
উড়িয়ে দিলে দোস্রা ছেঁদায় খোলের ধোঁয়ার গাদা॥
তা'র পর সে লাগায় দম,
কিন্তু গাঁজার মাল্টা কম,
এক দমেতেই গাঁজার দম গদার টানে গেছে।
সেই লোকটা তাই না দেখে,
চাইলে গদার মুখের দিকে,
গদা বলে, "ভয় কি, বাবা! আরো গাঁজা আছে॥"

এই বোলে সে খানিক দিলে,
লোকটা তোয়ের কোরে নিলে,
হাত ফেরতায় এ বার সবাই দমে দমে টানে।
তা'র পরে ফের্ নতুন গাঁজা,
আর এক ছিলিম হোলো সাজা,
আগে ভাগে গদা সেটা টানে জমাট প্রাণে॥
আনা দু'য়ের গাঁজা তা'র,
এইরূপে প্রায় হোলো পার,
ছিলিম দুয়েক রৈলো বাকি, পথের যোগাড় তরে।
ভরাট নেশা জোম্‌কে এলো,
চক্ষু দু'টো বুজে গেলো,
আকাশ পাতাল চোদ্দ ভুবন প্রাণের মাঝে ঘোরে॥
নিরেট পশু গেঁজেলগুলো,
নিজেই কাটে নিজের চুলো,
বোঝে না কি গাঁজার বিষে হয় দেহটা ফাঁপা?।
দু' দিন পরে কঠিন রোগে,
দিবানিশি রক্ত হেগে,
কষ্ট পেয়ে ভুগে ভুগে শেষে দফা-রফা।॥

ঘণ্টা দুয়েক পরে গদা সে
চোল্লো বাড়ী তাড়াতাড়ি জোর কদমে হেঁটে॥
জ্যৈষ্ঠি মাসের মাঝামাঝি, দুপুরবেলা তা'তে।
পথে যেন আগুন ছোটে বিষম রোদের তাতে॥
নীল আকাশের নীলরঙ্‌টা ঝোল্‌সে গেছে যেন।
পথের ধূলো তপ্ত বালি হল্‌কা ছোটে হুনো॥
এ বার গদা তাতের ভয়ে জুতো পায়ে চলে।
গাঁডাস্‌পানা শরীরখানা ভিজ্‌লো ঘামের জলে॥
জামা খুলে কাঁধে থুলে, ছেঁড়া ছাতা মাথে।
জ্যৈষ্ঠি মাসের তাতটা রোদের ঠাণ্ডা কি হয় তা'তে?
গ্রীষ্ম একে ভীষ্ম যেন, গাঁজার গরম তা'য়।
গেঁজেল গদা জব্দ হোয়ে ছুট্‌লো গাছের ছায়॥
পথটা থেকে একটু দূরে নীচু মাঠের ভুঁয়ে।
ডাল পালাতে সেই গাছটা মাটী আছে ছুঁয়ে॥
মোটা মোটা পাতার ঘটা, ঝুলছে ঝুরি জটা।
চালা মাথায় দাঁড়িয়ে যেন সরু মোটা খোঁটা॥
কি গাছ ওটা? গ্রীষ্মকালের শীতলছায়া বট।
গাছের গোড়ায় ষষ্ঠী ঠাকুর, সিঁদুরমাখা ঘট॥
ফুরফুরিয়ে বইচে হাওয়া, ঠাণ্ডা ছায়া তা'য়।
সেথায় গিয়ে গেঁজেল গদা প্রাণটা যেন পায়॥
আধ হেলানে বোস্‌লো হেলে, সামে মেলা পা।
পিছন পানে হাতের ভরে ঝুঁকিয়ে দিলে গা॥
ডান কাঁধটায় কাণটা চেপে রাখ্‌লে মাথার ভর।
চক্ষু দু'টো আধেক বোজা, শ্রান্ত কলেবর॥
বটের ছায়ায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরাম ক্রমে হোলো।
গায়ের মুখের দুর্গন্ধে ঘামটা ম'রে গেলো॥
মিনিট কুড়ি এই রকমে জিরিয়ে গদাধর।
ভাল কোরে বোস্‌লো চেপে ঘেসো ভূমির'পর॥
চক্ষু দু'টো খানিক বুজে ভাব্‌লে মনে মনে।—
"এমন মজার দুপুরবেলা বৃথায় কাটি কেনে?॥
রাগরাগিণীর হিসেবে মত গাই না কেন গান?।
দুপুরবেলায় সারঙ্‌ রাগের তুলি রঙের তান॥"
এই-না ভেবে খোলে থেকে তাম্বুরোটা খোলে।

কড়্ কড়্ কড়্ কট্ কট্ কট্ কাঠের কাণে ডাক।
তবুও গদার সুর মেলে না, কাণে লাগে ফাঁক॥
তিন চড়ন্ তার ছিঁড়ে গেলো, কাণ মলাটার টানে।
তবুও গদার তাম্বুরোটা হুকুম নাহি মানে॥
আধ ঘণ্টায় যা' হোক্ কোরে সুরটো হোলো বাঁধা।
জুড়ী তারে মিল খেলে না, সুরে রেখব্ ধাঁধা॥
পঞ্চমটা ধৈবতেতে বাড়্‌লো পেয়ে টান।
খাদের ষড়্‌জ নিখাদ বলে, ধন্যি স্বরজ্ঞান!॥
এই রকমে গাইয়ে গদা তাম্বুরোটা বেঁধে।
সারঙ্ ধোরে ভৈরবী গায় চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে॥

ভৈরবীও ঠিক্ হোলো না, ঝিঁঝিট মিশে
গেলো।
ঝিঁঝিট সুরে কোত্থেকে ফের বিভাস ভেসে
এলো॥
বেশী কথা বোল্‌বো কি আর ?—নামে সারঙ্
রাগ।
কিন্তু কামে বিশ রকমের রাগরাগিণীর যাগ॥
তাল্‌জ্ঞানটাও তেম্নিতর,তাইতো কাজে কাজে।
আড়্-চৌতাল, যৎ, পোস্তা একটা গানে বাজে॥
তাল্‌ফেরতা গানটা হোলে, হোতো বরং ভাল।
গদাধরের সারঙ্ রাগে তাল খিচুড়ী হোলো॥
স্বরজ্ঞানে তালজ্ঞানে গদা যেমন জ্ঞানী।
মুদ্রাদোষে তা'র চেয়ে ফের পঁচিশ ডবল ধনী॥
গাওয়ার সময় হাত পা নাড়া, মাথা ঝাড়া খুব।
চড়ার সময় দাঁড়ায় খাড়া, নামার সময় ডুব॥
পাঠক মশায় ! ভাব্‌ছো বোধ হয়, গদাই শুধু
এই।
গদার মত গাইয়ে হেন কোথাও কেউই নেই॥
কিন্তু, পাঠক ! গদার মত গাইয়ে অনেক আছে।
আওয়াজ তা'দের ওস্তাদ্‌জী গদার গলার ছাঁচে॥

হাঁটু গেড়ে চাপ্টালি দে,
তাম্বুরোটা রাখ্‌লে কাঁধে,
তাম্বুরোটার লাউএর খোলে দিয়ে হাতের তাল।
গান গাই'ছে বিকট্ সুরে,
ষাঁড়-ডাকুনি ছুট্‌ছে দূরে,
চোম্‌কে উঠে পালায় পাখী ছেড়ে বটের ডাল॥

"তুম্ তুম্ তুম্ তুম্ তানা নানা,
দেরেনে ত্রিম্ ক্রম্ ক্রম তানা,
তারে নারে তারে নারে—হাঃ।
হাম্ না যাউ পানী ভর্‌নে,
ঢিট্ কানাইয়া যমুনা-তীর্‌মে,
গাগরী মেরী দেগা তোড়ি,
তুম্‌হা নহি ছু গা॥"

এই গানটা গেয়ে গদা তাম্বুরোটা বাঁধে।
বাড়ীর দিকে চোল্লো ত্বরা, তাম্বুরোটা কাঁধে॥

পথে মাঠে হেঁটে হেঁটে সাঁঝের বেলায় বাড়ী।
দেখে পেলে গাইয়ে গদা, ঢুক্‌লো তাড়াতাড়ি॥
মা বুড়ী তা'র সেই সময়ে ছিলো নাকো ঘরে।
গিয়েছিলো কোত্তে কোঁদল দু'গাছ ঝাঁটা
ধোরে।
নিমাই জেলের ছেলে গোরা আজ্‌কে না বার
বেলা।
বুড়ীর গায়ে জল দি'ছলো খেল্‌তে সাঁতার
খেলা॥
সেই কারণে রুষ্ট মনে শোধটা নিতে তা'র।
গিয়েছিলো ময়রা বুড়ী, মুখে হুহুঙ্কার॥
হেতা গদা একলা ঘরে গাঁজায় দিয়ে টানা
তাম্বুরোটা বেঁধে আবার জুড়ে দিলে গান॥
ভুক্ পিয়াসা নাইকো গদার গাঁজায় গেছে ঢুকে
জমাট নেশায় গদাই চেঁচায়, ফেঁকো উঠে
মুখে॥
ভাঙা ঘরের দাওয়ার'পরে ছেঁড়া চেটাই পেতে।
গাইয়ে গদা হারিয়ে গাধা গানে গেছে মেতে॥
এমন সময় ফিরে এলো গেঁজেল গদার মা।
ঝাঁটার তালে চেঁচায় বুড়ী, বোলের তালে ছা॥
গদায় দেখে আরো রুখে উঠ্‌লো বুড়ী মাগী।
মায়ে পোয়ে কথায় কথায় ঘোট্‌লো রাগারাগি
বুড়ী বলে, "আঁটকুড়ীর ছা ! তোকে কেন এলি
চাকুরি বোলে ষাঁড়-চেঁচানি শিক্তে গিয়েছিলি।
বেরো বেরো, হতচ্ছাড়া পোড়ারমুখো ছেলে
হাড়ে বাতাস লাগে আমার, যমে তোকে
নিলে॥"
মায়ের কথা শুনে গদা চোট্‌লো অতিশয়
গাঁজার নেশায় তা'তে আবার নিজেই নিজের
নয়।
চোম্‌কে উঠে বলে গদা,"চোপ্, কুদ্দলে বেটি !
ফের্ যদি তুই গাল দিবি, তোর মার্‌বো ঠ্যাঙে
লাথি॥
আর কোথা যায়, একেবারে উঠ্‌লো বুড়ী
চোটে
তাম্বুরোটার খোল্‌টা ভাঙে মস্ত চেলা কাটে।

প্রাণের চেয়েও গদাধরের তাম্বুরোটা বেশী।
"তবে' রে বেটি!" বোলে গদা মাল্লে নাকে ঘুসি॥
মায়ের হাতের কাঠের চেলা হেঁচ্‌কে কেড়ে নিয়ে।
মায়ের মাথায় মাল্লে জোরে, রক্ত পড়ে বেয়ে॥
ডাকফুকুরে কাঁদে বুড়ী মাটীর উপর প'ড়ে।
মরো মরো হোলো, যেন প্রাণটা ওড়ে ওড়ে॥
কেউ না এলো বুড়ীর কাছে, সবার বুড়ী বাদী।
তুষ্ট হোলো গাঁয়ের লোকে, শাস্তি দিলেন বিধি॥
মায়ের দশা দেখে গদা পালায় প্রাণের ভয়ে।
চৌকিদারে ধোরে তা'রে, থানায় গেলো ল'য়ে॥

কবি বলে, বাপ মা যা'দের ঝগড়া ভালবাসে।
ছেলে তা'দের গদার মত বিগড়ে ওঠে শেষে॥

৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা।

দিল্লী নামে মস্ত শহর, ডাকসাইটে নাম।
মহামদ শা বাদশা বীরের সেথায় ছিল ধাম॥
কত বড় বাদশা তিনি?—ভারত-অধীশ্বর।
বুদ্ধি কেমন?—কাঁচাপাকা; স্বভাব?—কামের চর॥
দিল্লী আদি অঞ্চলেতে শীতে যেমন শীত।
গ্রীষ্মকালে তেম্নি গরম; বর্ষা কথঞ্চিৎ॥
রাজরাজড়ার কাণ্ড জুদো, সবই টাকার খেলা।
তয়খানায়* বাস গর্ম্মিকালে, টানাপাখার দোলা॥
গ্রীষ্মকালে বাইরে চলে গরম হাওয়া লু।
আগুন যেন হাওয়ায় মিশে ওড়ায় পোড়া ফুঁ॥
বোশেখ মাসে গ্রীষ্ম বড়, বিষম রোদের তাত।
ভাজা বালি পথের ধূলো, আগুন ঘরের ছাত॥
[illegible] হল্‌কা দিয়ে ঢোকে।
[illegible]কে মুখে চোকে॥
[illegible]; জল-পিপাসা খালি।
[illegible] এই দেখ্‌লেম খালি॥
গ্রীষ্মকালে কল্‌সী কুঁজো দিয়ে দয়ার ভেট।
পেটটা নিজের খালি কোরে ভরায় পরের পেট॥
জল কিন্তু রয় না পেটে, বিষম তাতের চোটে।
লোমকূপ দে ফুটে ফুটে দদ্দরিয়ে ছোটে॥
যে সব লোকের বাত, পিত্তি, বাত-পিত্তির ধাত।
সে সব লোকের কষ্ট বেশী লেগে রোদের তাত॥
মহাবাতিক-খেতে যা'রা, গ্রীষ্মে খেপে ওঠে।
রোদের তাতে খেপে শেষে রোদে রোদেই ছোটে॥
বাতপিত্তি, পিত্তি-দেতের হাত পা বড় জ্বলে।
লঙ্কাবাটার মতন জ্বালা; হয় না শীতল জলে॥
এমনতর বোশেখ মাসের দুপুরবেলাটায়।
মহামদ শা আয়েস করে শুয়ে তয়খানায়॥
পাকা সোণার পাতে মোড়া বড় ছাপর-খাট।
লতা পাতা ফুলের ঘটা, নৌটার নিটোল ঠাট॥
সোণার ফুলের কোলে জ্বলে পান্না হীরের দুটি।
খাটের পাড়ে মতির ঝালর হাওয়ায় লুটিপুটি॥

[illegible]র নাম তয়খানা। উপরে খিলান করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। বাতাস ও আলোক বড় ছিদ্র থাকে। আমি লখ্‌নৌয়ের বেলিগারদস্থ তয়খানায় নামিয়া দেখিয়াছি, সে

ছাপর-খাটের চৌদিকেতে চৌবাচ্চা শোভে।
চাঁদী রূপোর পাতে বাঁধা, নয়ন ভোলে লোভে॥
কার্ণা ঢালা গাজীপুরে টাট্‌কা গোলাপ্ জল।
চৌবাচ্চায় টৈটুম্বুর, কোচ্ছে চলোচল॥
চৌবাচ্চার গোলাপ জলে ভাস্‌ছে গোলাপ ফুল।
হাওয়ার সোঁতে এ কূল থেকে যাচ্ছে অপর
কূল॥

ভারতপতি মহাম্মদ শা ছাপর-খাটে শুয়ে।
থেকে থেকে টান্‌চে তামাক খট্‌কা মুখে দিয়ে॥
বড় বড় মোতিয়া বেলে আল্‌বোলাটি সাজে।
সোণার খোলে গোলাপ জলের গড়গড়ানি বাজে॥
খাটের'পরে ছড়াছড়ি গোলাপ বেলা ফুল।
তোড়াদানে ফুলের তোড়া, নাম—"বাদ্‌শা গুল্"॥
চক্ষু বোজা, বক্ষ সোজা, শাদা ইজের পরা।
খুব্ পাতলা শাদা জামা নধর দেহে ধরা॥
পাতলা জামার ভিতর দিয়ে দেহ দেখা যায়।
শ্বেত বরণে সোণার বরণ বড়ই শোভা পায়॥
মহাম্মদ শার প্রৌঢ় বয়েস, দাড়ী দউড়দার।
যেমন দাড়ী, গোঁফ তেম্নি, বাহার চমৎকার॥
বাব্‌রি কাটা খাসা ছাঁটা মাথায় কালো চুল।
দুই আঙুলে আঙ্‌টি দু'টি, লক্ষ টাকা মূল॥
বৃদ্ধ উজীর শান্ত সুধীর গভীর মুখের ভাবে।
আলাহিদা কেদারাতে বোসে বোসে ভাবে॥
শাদা দাড়ী, শাদা গোঁফ, বিরল শাদা কেশ।
পাগ্‌ড়ী শাদা, ইজের শাদা, অঙ্গে শাদা বেশ॥
রাজকার্য্যের কাগজাদি হাতের মুঠোয় ধরা।
মহাম্মদ শার ইচ্ছা হোলে তবে হ'বে পড়া॥
বাদ্‌শা নীরব, উজীর নীরব, নীরব সহর ঘর।
গুড়গুড়িটে নয়কো নীরব, গুড় গুড় গুড় স্বর॥
এমন সময় বাদ্‌শা মশায় উজীর পানে চেয়ে।
প্রশ্ন করে ধীরে ধীরে তাকিয়া পিঠে দিয়ে॥—
"শোনো, উজীর! আমার মনে একটি কথা
জাগে।

নিজে আমি বুঝ্‌তে নারি, সদাই ধাঁধা লাগে॥
বৃদ্ধ তুমি, অনেক বোঝো, তুমিই বল মোরে।
কা'র বুদ্ধি সবার বেশী, বল সঠিক কোরে?॥"

বৃদ্ধ উজীর, বুদ্ধি গভীর, সুধীর ভাবে কয়।—
"এই দুনিয়ায় বুদ্ধি বেশী মেয়ের সুনিশ্চয়॥"
উজীর বুড়োর মুখে শুনে এমনতর কথা।
শোয়া ছেড়ে উঠে বসে বাদ্‌শা নেড়ে মাথা॥
আল্‌বোলার নল ফেলে দিয়ে, মুখ সিট্‌কে কয়।
"কি বোল্লে—বুদ্ধি বেশী মেয়ের সুনিশ্চয়?॥
আঃ, ছি—ছি! বৃদ্ধ হোলে, বুদ্ধি বিনাশ হয়।
নৈলে কেন উজীর আমার এমন কথা কয়?॥
উজীর, তুমি পুরুষ হোয়ে কেমন কোরে আজ।
এমন কথা ফেল্লে বোলে? তুমিই চালাও রাজ॥
মেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশী! পুরুষ মানুষ বোকা।
পুরুষ যদি বোকা থাকে, তুমিই তবে একা!॥
তোবা! তোবা! এমন কথা শুন্‌তে হোলো
আজি।
বুঝ্‌নু আমি, উজীর আমার নয়কো কাজের
কাজী॥"

মহাম্মদ শার এমন কথা শুনে উজীর কয়।—
"জাঁহাপনা! আমার কথা মিথ্যা কভু নয়॥"
বাদ্‌শা বলে, "সত্য যদি, প্রমাণ দেখাও তা'র।
নৈলে তোমার বৃদ্ধ দশায় ভাগ্যে কারাগার॥"
মইজুদ্দিন বৃদ্ধ উজীর এমন কথা শুনে।
"কারাগারে রাখ্‌বে মোরে" ভাবেন মনে মনে॥
খানিক ভেবে উজীর বলে, "শোনো, সুধীর
চিতে।
এক হপ্তা সময় দিলে প্রমাণ পারি দিতে॥"
বাদ্‌শা বলে, "আচ্ছা, উজীর! এক হপ্তার
বিচে।
মুখের কথা দেখাও কাজে, শুন্‌বো না আর
পিছে॥"

এক হপ্তা সময় নিয়ে উজীর গেলো ঘরে।
পাগ্‌ড়ী খুলে, রৈলো শু'য়ে নিজের খাটের'পরে॥
অধীর উজীর, চিন্তা গভীর মনের ভিতর জাগে।
হপ্তা মাঝে প্রমাণ দেওয়া কেমন কেমন লাগে॥
রোশিনারা নামে বালা রূপে চমৎকার।
সাত মাস কম ষোলো বছর বয়স খানা তা'র।
চাঁদের শোভা পদ্মশোভা এক সঙ্গে মিশে।
রোশিনারার মুখের'পরে আছে যে[illegible] বোসে॥

মধুর অধর, ভ্রূ বাঁকানো, সুন্দর কপোল, কালো।
কাজলপরা নয়নদুটি সকল আলো আলো॥
কপালখানির বাড়িয়ে শোভা ঝুলছে চুলের ঝুরি।
পিঠের'পরে চুলের গোছা খেলছে ঘুরি ঘুরি॥
চাঁপা ফুলের রঙ্‌টি ধুয়ে গায়ে যেন মাখা।
আসল কথা, রোশিনারার রূপটি যেন আঁকা॥
রোশিনারার ভক্তি বড় পিতামাতার প্রতি।
পিতামাতাও স্নেহ তারে সদাই করে অতি॥
মইজুদ্দিন বৃদ্ধ উজীর, নাইকো ছেলে তাঁর।
এক মাত্র রোশিনারা কন্যা স্নেহাধার॥
আগ্রাবাসী কাদের হাজী ধনী সদাগর।
আবু বেকর পুত্র তাঁহার, দেখে মনোহর॥
তাঁরি সাথে রোশিনারার হ'য়েছিলো বিয়ে।
মইজুদ্দিন তুষ্ট বড় তেমন জামাই পেয়ে॥

প্রায় সন্ধ্যে হোয়ে এলো,
লোহিত হোলো রবির আলো,
প্রদোষ-যোগী ভস্ম মাখে গায়।
অস্তাচলে চলে ভানু,
তবুও ধরার তপ্ত তনু,
ইচ্ছে করে সপ্ত সাগর খায়॥
দিল্লীবাসী নর নারী,
রোদে পেয়ে কষ্ট ভারী,
একটু এখন ঠাণ্ডা যেন হোলো।
হাতের পাখা ছুঁয়ে থুয়ে,
হাত সত্তর দড়ী নিয়ে,
বড় বড় কোয়ার ধারে গেলো॥
কোথা যেন পাতালপুরে,
জলটা আছে অনেক দূরে,
মুখ ঝুঁকিয়ে দেখ্‌লে কাঁপে বুক।
হাত সত্তর দড়ী ফেলে,
লোটা ভোরে জলটা তুলে,
ঠাণ্ডা হোলো ধুয়ে গা হাত মুখ॥
কেউ বা আবার চরকী কলে,
মসক ভোরে সলিল তোলে,
জোয়ালবাঁধা গরু দুটোয় মসক তোলে টেনে।
কলসী নিয়ে অনেক লোকে,
কোয়ার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে,
পয়সা দিয়ে সে লোকটাকে মসক-সলিল কেনে॥

সন্ধ্যে হোলো, তবুও পিতা আজ কেন না
আসে?।
এই চিন্তায় রোশিনারা গেলো মায়ের পাশে॥
"মা মা" বোলে মাকে ডেকে রোশিনারা কয়।—
"আজ কেন, মা, আসতে বাবার দেরি এত
হয়?"
মেয়ের কথা শুনে মাতা বিষাদভরে বলে।—
"আজ তোর বাপ্ প'ড়েছে, মা। দারুণ বিপদ
গোলে॥"
শোবার ঘরে বিষাদভরে সেই ভাবনা ভাবে।
হা ভগবান্! কিসে আমার স্বামী জীবন
পাবে? ॥"
মায়ের মুখে এমন কথা শুনে রোশিনারা।
চোমকে উঠে চোখ্লো ছুটে উন্মাদিনী পারা॥
"বাবা! বাবা!" বোলে মেয়ে পিতার কাছে
গিয়ে।
বোল্লে, "বাবা! কেন তুমি এমন কোরে ভয়ে [illegible]
অধীর হোয়ে উজীর বলে, "এক হপ্তা পরে।
মা গো আমার, বুঝি তোমার বৃদ্ধ পিতা মরে।"
এই বোলে সে বৃদ্ধ উজীর বোল্লে সকল কথা।
অবাক্ হোয়ে শুন্‌লে কানে কন্যে কনক [illegible]॥
"ভয় কি, বাবা? ভয় কি, বাবা?" বলে
রোশিনারা।
কিন্তু পিতার দুঃখু দেখে ঝোল্লো আঁখি-ধারা॥
খানিক পরে মধুর স্বরে রোশিনারা কয়।—
"ঈশ্বরকে ডাকো, পিতা! হ'বে তোমার জয়॥"
এই-না বোলে রোশিনারা মাকে ডেকে [illegible]
কি একটা কথা ভেবে বোলে [illegible]
মেয়ের কথা শুনে [illegible]
বৃদ্ধ উজীর [illegible] পায়ে [illegible]
ক্রমে ক্রমে [illegible] দু'দিন হোলো গত।
বৃদ্ধ উজীর দিনের দিনে আকুল হোলেন তত॥

ও দিকেতে আর এক ব্যাপার ঘোট্লো তিনের দিনে।
সেই ঘটনার বেওরাখানা শুনাই পাঠকগণে ॥—
এক যুবতী রূপবতী গুণবতী অতি।
দিল্লী-মাঝে কোয়ে প্রচার নাচ গাওনার খ্যাতি ॥
বিদেশিনী সেই রমণী কাশ্মীরেতে ধাম।
মরি মরি, যেন পরী! মোতিয়া-বেলা নাম ॥
মহামদ শা বাদ্শা বড় গাওনা ভালবাসে।
মোতিয়া-বেলা তাই এলো তাঁ'র গান শোনা'বার আশে ॥
মাঝামাঝি একটা বাড়ী মোতিয়া নিয়ে ভাড়া।
সকাল সাঁজে রেতের বেলায় তোলে মধুর সাড়া ॥
দুই সারঙ্গী সারঙ্ বাজায়, সুধা যেন ঝরে।
দ্বিগুণ সুধা হোয়ে পড়ে মিশে বেলার স্বরে ॥
পরন্ দিয়ে ডাইনে বাঁয়া বাজায় আর এক জনা।
আর এক জনে মন্দিরাতে দেখায় গুণপনা ॥
বাদ্য সনে মধুর স্বনে মোতিয়া-বেলা গায়।
মড়াও যেন জেগে ওঠে, এতই সুধা তা'য় ॥
নীরব হোয়ে দাঁড়ায় পথে পথে-চলা লোক।
বেলার সুরের খেলায় ভুলে ভোলে প্রাণের শোক ॥
এই রকমে দু দিন গেলো; বাদশা খবর পায়।
মোতিয়া-বেলা-বাই কে এসে মিষ্টি বড় গায় ॥
দিল্লীবাসী পূর্ব্বে এমন গান শোনে নি কানে।
সেই মোজে যায়, প্রাণ ভিজে যায়, গাওনা যে তা'র শোনে ॥
মহামদ শার হুকুম হোলো, আর্দ্দালিরা ধেয়ে।
মোতিয়া-বেলার কাছে গেলো গান-বায়না নিয়ে ॥
হাজার টাকা বায়না দিয়ে আর্দ্দালিরা বলে।—
"আজকে তুমি রাজভবনে যা'বে সাঁজের কালে ॥
গাওনা হ'বে, গয়না পা'বে, পা'বে অনেক টাকা
জাঁহাপনার হুকুমমত এই বায়নাই পাকা ॥"
মোতিয়া-বেলা বায়না নিয়ে যেতে রাজী হোলো।
আর্দ্দালিরা মহামদ শার কাছে ফিরে গেলো ॥

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোলো; ডুব্লো রাঙা রবি।
রাজভবনে হাজার ঝাড়ে জোগ্লো আলোর ছবি ॥
নাচঘরটি মোহন সাজে দেজে হোলো খাসা।
কতই দোলে টানা-পাখা, পালিয়ে গেল মশা ॥
সারি সারি দেয়ালগিরি শোভে দ্যালের গায়।
কাঁচের কলম হাওয়ায় দোলে ঠন্ঠনাঠন্ তা'য় ॥
ঘরের মাঝে কড়ি-আঁটা মোটা লোহার শিকে।
শাদা সবুজ হোল্দে রাঙা ঝাড় ঝোলে চাদ্দিকে ॥
মাঝখানেতে হাজার-ডেলে একটা ঝোলে ঝাড়।
দর্শকেরা অবাক্ হোয়ে দেখ্ছে তুলে ঘাড় ॥
মহামদ শা বাদশা যেন ঝাড়টা হাজার-ডেলে।
আর যত ঝাড়, তা'রা যেন সভ্য সভাতলে ॥
মস্ত বড় গাল্চে পাতা, তাকিয়ে সারি সারি।
সোণার থালায় পানের খিলি বিলায় কত নারী ॥
কার্পা থেকে গোলাপবারি গোলাপপাশে ঢেলে।
ঝর্ঝরিয়ে বৃষ্টি করে রূপবতীদলে ॥
কোন নারী গোলাপবারি সোণার বাটি ভোরে।
পিচ্‌কিরীতে শুষে নিয়ে ছাড়ে চোকের'পরে ॥
রকম রকম প্রাণমনোরম সোণার আতরদানে।
রকম রকম আতর ভরা, ঘর ভোরেচে ঘ্রাণে ॥
মোতিয়া-বেলার গান শুন্‌তে ওম্‌রা আমীর কত।
নাচঘরেতে বোসে আছে জ্যান্ত ছবির মত ॥
এমনতর মজ্‌লিসেতে সিংহাসনের'পরে।
মহামদ শা বাদশা বোসে সভা শোভা করে ॥
দুই যুবতী দু'খান পাখা ধীরে ধীরে নাড়ে।
তা'দের পানে বাদশা চেয়ে দেখে চোখের আড়ে ॥
আর দু'টিতে মিঠে মিঠে চামর ঢুলায় গায়।
তা'দের পানেও মহামদ শা আড়নয়নে চায় ॥
আচ্ছা, পাঠক! বল দেখি, কেন এমন চাওয়া?।
মহামদ শার কোনটা মিঠে, যুবতী না হাওয়া? ॥
... তাতলে উঠ্লো বাহবা।
মোতি... কিল-গলায় ছুট্লো মধুর
...রা ॥

মন-মজানে প্রাণ-ভিজানে গজল্ গানের তান।
তব্‌লা-বাদক ঠুংরি তালে জাগায় গানের প্রাণ ॥
সারঙ্ দু'টো মিহি সুরে সুর-পোঁচাই করে।
তর্ তর্ তর্ সুরের লহর নাচে নাচের ঘরে ॥
মহাম্মদ শা ওমরা আমীর সবাই অবাক্ হোলো।
হাঁ কোরে সব রৈলো বোসে, প্রাণটা গোলে
গেলো ॥
মোতিয়া-বেলার কোকিল-গলা সুরের খেলা
করে।
জেগে যেন স্বপ্ন দেখে সবাই বেলার সুরে ॥
কাণের ছেঁদায় সেঁধিয়ে আওয়াজ মগজ যেমন
ছোঁয়।
আর কথা নাই, অম্নি সবাই চোক বুজিয়ে নোয় ॥
যেমন বেলা, তেম্নি গলা, তেম্নি রূপের প্রভা।
নাচের ঘরে খেল্‌চে যেন আওয়াজ-মাখা শোভা ॥
মহ'মদ শা ভুল্‌লো গানে, রূপে ততোঽধিক :
মনের ভিতর কি একটা কোয়ে বোসে ঠিক্ ॥
ঘণ্টা খানেক মোতিয়া-বেলার নাচ গাওনা
হোলো।
পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে মোতিয়া-বেলা
গেলো ॥
যা'বার সময় বাদশা মশায় একট বাঁদী ডেকে
কি একটা বোয়ে কথা বোলতে মোতি
তাড়াতাড়ি বাঁদী গিয়ে বেলার কানে
বেলা বলে, "গুণী বড় বাদশা মহ
কিন্তু হেথা থাকবো নাকো, বা
রাত দুপুরে আজকে যেন ঘ
বেলার কথা নিয়ে বাঁদী
মহাম্মদ শা রাজী হো
রাজভবনের বা

মহাম্মদ শার ছেলে
যেমন বাবা, তেম্নি
বাবা যেন ঘুঁড়ির
মহম্মদ শার ছে
ঈষৎ ঈষৎ গোঁফ

রূপটি ভাল, রূপের আলো বেরোয় পোশাক
ফুটে।
মুক্তো হীরের অলঙ্কারের জলুষ গায়ে ছোটে ॥
অহম্মদ নাম যুবো ছেলের, দোস্ত্ ইয়ার ঢের।
ছেলের স্বভাব চরিত্র বাবা পায় নি আজো টের ॥
মোতিয়া-বেলায় নফর বলে, "বাইজী! শোনো
ভাব।
তোমার প্রতি বাদশাজাদার বড্ড অভিলাষ ॥
পাঠিয়ে আমায় দিলেন তিনি, আজ বাগানে
তাঁ'র।
কোত্তে হ'বে তোমায়, বিবি! নৈশ অভিসার ॥"
বেলা বলে, "তুষ্ট আমি শুনে তোমার কথা ॥
কিন্তু আমি বাড়ী ছেড়ে রই না কভু কোথা
এতই ভালবাসেন যদি বাদশাজাদা মো
যেতে বোলো আমার ঘরে ঘণ্টা দুয়ে
খবর নিয়ে নফর গেলো বাদ
রাজী হোয়ে বাদশা
মো

যোতিয়া-বেলা দাসীগণে,
কি বোল্লে কানে কানে,
দাসী গুলো ঝাড়াটি নেড়ে কথায় মিশে যায়।
যোতিয়া-বেলা থানিক বাদে,
উঠ্লো গিয়ে বাড়ীর ছাদে,
থেকে থেকে পথের দিকে এদিক ওদিক চায়॥
এমন সময় নাগরবেশে বাদশা-কুমার এলো।
দাসীগণ খাতির কোরে সঙ্গে নিয়ে গেলো॥
[illegible] ঘরে [illegible] লো গিয়ে দাসীর কথা-মত।
[illegible] নিকে বাতাস করে দাঁড়িয়ে অবিরত॥

শুয়ে পড় খাটের পরে আঁচল ঢেকে মুখে।
চিনতে তোমায় পারবে নাকো বাদ্শা ঘরে
ঢুকে॥
দেয়াল ঘেঁসে শুয়ে পড়, বালিশ ঠেসান দিয়ে।
মোটা চাদর গায়ে মোড়ো মড়ার মতন হোয়ে॥
বাদ্শা এসে বোস্‌বে নীচে পাল্‌চেখানার পরে।
ভাব্‌বে মনে একলা শুধু বোসে আছে ঘরে॥
একটু পরে আমরা তাঁ'রে সরিয়ে নিয়ে যা'বো।
ফিকির কোরে তোমায় পরে বাহির কোরে
দেবো॥"

রি কোরে এলেন বোলে, বাইজী আমাদের।
ান কোরে ঐ শুয়ে আছে দুঃখু পেয়ে ঢের॥"
এই-না শুনে মহামদ শা ব্যস্ত হোয়ে ওঠে।
াসী দোঁহে বিদায় দিয়ে বোস্‌লো চেপে খাটে॥
াসী দু'জন অমি তখন তাড়াতাড়ি কোরে।
রিয়ে গিয়ে কপাট দু'পাট ভেজিয়ে দিলে

বরিয়ে গিয়েই উপর নীচের শিকলি

াগিয়ে দিয়ে লোহার তালা চাবি পেতে
াড়ী ছেড়ে সবাই গেলো, সেই ঘটনা ছাড়া।
াকর নকর দাসী টাসীর নাইকো কোন সাড়া॥
য়না গাঁঠি জিনিষ টিনিষ নগদ টাকার কাঁড়ি।
া কোরে সব চালান হোলো, কেবল খালি
বাড়ী॥
াগে বাধা পেয়ে হেথা মহামদ শা ত্বরা।
মাতিয়া-বেলার মান ভাঙ্‌তে হোলেন পায়ে
ধরা॥
াদশা বলে, "গোলাম আমি, গোস্‌সা কেন,
বিবি?।
ও না কথা, ঘুচুক বাধা, প্রাণের পিয়ার ছবি!॥"
াড়ে চাড়ে বাদশা কত, নাইকো তবু সাড়া।
াজে কাজে অস্থিরতা লাগায় মনে তাড়া॥
ড়্‌না-আঁচল মুখে থেকে বাদশা ত্বরা খুলে।
চয়ে দেখে, সেই মুখটো মাখা কালি ঝুলে॥
 সিঁত্‌কে বাদশা ভাবে, "এই কি মোতি-বেলা।
ন যে পরী, এ যে ভারি বিশ্রী বিষম কালা!॥"
ই-না ভেবে বাদশা চোটে চেঁচিয়ে উঠে
বলে।—
কে তুই হেথা কাপড় ঢাকা ছাপর-খাটের
তলে?॥"
হলে ভাবে, "এ কি ফেরো কইতে নারি কথা।
কন আমি মোত্তে, ছি ছি, আজ্‌কে এলেম
হেথা!॥
া আচ্ছা খেলা খেয়ে ফিকির
কোরে।
াতিয়া ভেবে পীরিত করে
মেরে॥

আজো মুখে মাখ্‌নু কালি, তাই রক্ষে আজ।
নৈলে বাবা চিন্তো মোরে, পেতেম আরো
লাজ॥
কালিমাখা মুখটো দেখে কত্তা গেছে চোটে।
ঠ্যাঙায় পাছে রোষের ভরে চেপে ধ'রে খাটে॥
তা' হোলে যে বিপদ বড়, মারটা মিছে খাবো।
দীপটে দিলে ছুঁয়ে ফেলে, নিব্‌লো ঘরের
আলো।
বাদশাজাদা একে কালো, ঘরটাও ফের কালো॥
দোয়ার খুলে বাদশাজাদা পালিয়ে যেমন যা'বে।
পথ কি আছে পালিয়ে যা'বার? হতাশ হোয়ে
ভাবে॥
কাজে কাজে ঝাঁউ মাঁউ খাঁউ উঠ্‌লো আরো
বেড়ে।
অন্ধকারে হুড়োহুড়ি, ছেলে বাবার ঘাড়ে॥
পেত্নী-সাজা ছেলের ভয়ে বাদশা আকুল প্রাণ।
"বিবি! বিবি!" বোলে চেঁচায়, কেই বা করে
ত্রাণ?॥
বোশেখ মাসের গ্রীষ্ম একে, ঘর বন্ধ তা'য়।
মহামদ শার কষ্ট বড়, প্রাণটা যেন যায়॥
রাতটা গেলো এই রকমে,
ভোরটা হোলো ক্রমে ক্রমে,
সকালবেলা বৃদ্ধ উজীর অনেক লোকের সাথে।
সেই বাড়ীতে এলেন ত্বরা,
সঙ্গে মেয়ে রোশিনারা,
শাদাশিদে কাপড় পরা, চাবির থোলো হাতে॥
তাড়াতাড়ি দোয়ার খুলে,
যোড়্‌হাত করে আস্তে বলে,
"জাঁহাপনা! দোষ নিও না, আমায় কর মাপ।"
মহামদ শা কয় না কথা,
বিষম লাজে নুইলো মাথা,
খাটের তলায় লুকোয় ছেলে পেয়ে লাজের
তাপ॥

অবশেষে উজীর কয়,—
'মেয়েলোকের সুনিশ্চয়,
বুদ্ধি বেশী পুরুষ চেয়ে, দেখুন প্রমাণ তা'র।
রোশিনারা আমার মেয়ে,
মোতিয়া-বেলা বাইজী হোয়ে,
বাপ বেটাকে শিক্ষা দিলে, ধর্ম্ম-অবতার!॥"
হামদ শা তুষ্ট হোলো,
কষ্ট মনের ঘুচে গেলো,
"তোমার কথাই, উজীর! সঠিক্" অধোমুখে বলে॥
লক্ষ টাকার মুক্তোমালা,
বাদশা খুলে সকালবেলা,
পরিয়ে দিলে আদর কোরে রোশিনারার গলে॥
কবি বলে, লম্পটকে শিক্ষে দেবার হেতু।
রোশিনারার মতন মেয়ে জ্ঞান-সাগরের সেতু॥
রূপের মোহে কামের দপে লোলুপ যা'রা হয়।
বাদশাজাদা বাদশা সম জব্দ সুনিশ্চয়॥

৯—টাকার তোড়া।

সাঁপলাহাটী গ্রামের মাঝে বদন বসুর বাড়ী।
উন-আশী বছর বয়েস, চিকুর শোণের নুড়ী॥
একে বুড়া, তাতে খোঁড়া, বন্ধু কেবল লাঠি।
বয়েস-বাড়ে গেছে প'ড়ে বুড়োর দাঁতের পাটী॥
কসের দিগে গোটা তিনেক দন্ত আছে বটে।
বুড়োর মতন কিন্তু তা'দের জোর নাইকো ঘটে॥
চক্ষু দু'টি মিটি মিটি, দৃষ্টি বড় কম।
ঘন ঘন নিশেস পড়ে, নাইকো তেমন দম॥
কান দু'টিও আগের মত শুন্‌তে তেমন নারে।
কোমর কোঁজা, মাথা নোড়া, ঘাড়টি নড়ে ধীরে॥
হাড়ে মাসে জড়িয়ে গেছে, আঁত শুকিয়ে গেছে।
যুবকালের মোটা শরীর হাড়টি হোয়ে আছে॥
বুকের পাঁজর এক একখানি গুণ্‌তে পারা যায়।
হৃৎপিণ্ডের ধকৃধকানি দ্বিগুণ হোয়ে ধায়॥
ত্রিশ চালিশের বদন বসু প্রায় আশীতে এসে।
একেবারে বোদ্‌লে গেছে, বার্দ্ধক্যের শেষে॥
সুখের সময় বন্ধু আসে, দুখের সময় সরে।
নইলে কেন বদন বসু আজকে এমন করে?॥
দাঁত বন্ধু, চোক বন্ধু, বন্ধু শরীর আদি।
বৃদ্ধকালে সবাই মিলে হয় গো বিষম বাদী॥
তা' ছাড়া কের আত্ম স্বজন দারুণ অরি হয়।
বৃদ্ধ জনে ভাগ্যগুণে কেহই আপন নয়॥
তাইতো, আহা, বদন বসুর থাক্‌তে নিজের জন।
কষ্ট পেয়ে মরে বুড়ো, সদাই আকুল মন॥
একটি ছেলে বদন বসুর, রাধামাধব নাম।
রাধামাধব!। রাধামাধব রাইকিশোর শ্যাম॥
একত্রিশ বছর বয়েস, জ্ঞানী [illegible] নয়?।
জ্ঞানী হোলে কি আর হ'বে? মেগের বশেই রয়॥
মেগের প্রেমে আধাবুড়ো রাধামাধব ছেলে।
কেনা-গোলাম হোয়ে আছে বাপের সেবা ভুলে॥
যে বাপ হোতে এই জগতে রাধামাধ[illegible]
পূজনীয় সেই পিতাকে, ছি ছি, ভুলে
রাধামাধব গাধার চেয়েও গাধা অতি
এই গাধাটার মতন গাধা আর কেউ
ঢের—ঢের—ঢের অনেক গাধা এমন
মা বাপকে দেয় না খেতে, মাগ চোটে

ধিক্ তা'দিগে, ধিক্ শত বার! মানুষ পশু তা'রা।
বাপ্ মা তা'দের আঁটকুড়ো হোক্, জুড়ুক তাপিত ধরা॥

বদন বসুর পুত্র যেমন, পুত্রবধূ তাই।
মরণ হোলেই বাঁচে বুড়ো, নৈলে উপায় নাই॥
পুত্রবধূর বয়েসখানা বছর তিরিশ হ'বে।
রাইকিশোরী নামটি আবার; রূপটো গেছে নেবে॥

রাইকিশোরীর চোকের গরল বৃদ্ধ বদন বোস্।
কথায় কথায় ঝগড়া করে দিয়ে বুড়োর দোষ॥
কোল্কাতাতে "হগ্ ব্রাদারের" হোসে টাকা খাটে।
মাইনে পেয়ে রাধামাধব চালায় পেনের বাঁট॥

শনিবারে শনিবারে আসে কেবল বাড়ী।
'হগ্ ব্রাদারের' ভয়ে আবার সোমবারে দেয় পাড়ী॥

বাবার খবর নেয় না রাধু, মেগের খবর নেয়।
এক হপ্তার খরচ-কড়ি গুণে গেঁথে দেয়॥
রাইকিশোরীর যুক্তিমত রাধামাধব বোস।
বাড়ী এসে দেখে শেষে বুড়ো বাবার দোষ॥
মেগের কথা শুনেই রাধু বাবার উপর চটে।
মাগই যা'দের চোদ্দপুরুষ! এঁয়ি তা'রাই বটে॥
মাগ যা' বলে, তা'ই সত্যি; বাবা ব্যাটা ফুল!।
রাধামাধব! ধন্য তুমি! নাইকো তোমার ভুল!॥
"রাধামাধব" নাম রেখেছে কেন তোমার বাপ্?।
"গাধা রাসভ" নাম রাখ্‌লে ঘুচ্‌তো পরিতাপ॥
তোমার মত অনেক রাধু চাদ্দিকেতে হেরি।
যমে কেন খোস্তে ঝোঁটে কোচ্ছে আজো দেরি॥
ময়লা-ফেলা গাড়ীর জোলে তোমায় তা'দের সনে।
যুতে দিয়ে চাবুক দিলে সুখ তবে পাই মনে॥
বদন বসুর রাধু ছেলে, রাধুর ছেলে নাই।
মাগমাত্র পুঁজি পাটা, গরুর মত গা'
হাটবাজারটা এটা সেটা আন'
নাপ্তে ফেলী চাকুরি করে ॥
বদন বসুর বাড়ীখ' . ঘেরা।
ঘেরার ভিতর পাঁচ' . বায় সেরা॥

সেয়া ঘরে রাইকিশোরী রাধামাধব থাকে।
থাকে থাকে হাঁড়ী কুঁড়ী আছে ঘরের তাকে॥
ঘরের দেয়াল লেপা-পোঁছা, গোবরমাটী-মাখা।
নতুন খড়ের ছাউনি চালে, বাতার বাঁধন পাকা॥
তালের আড়া, তালের খুঁটো, খুব মোজবুৎ ঘর।
তবুও পোড়া উই-পোকাতে কোচ্ছে জরজর॥
খৈঁচি কড়ির ঝাঁয়া দোলে চালের আড়া হোতে।

কল্কাপেড়ে, পাছাপেড়ে শাড়ী ঝোলে তা'তে॥
বাক্স তোরঙ্গ্ গোটা পাঁচেক, একটা সিঁদুক বড়।
কাপড় চোপড় তা'র ভিতরে পাটে পাটে জড়॥
আয়না কাঙ্ই সিঁদুর-কোটো এক্‌টা তাকে আছে।
প্যাটেণ্টওলার "চুল-নির্ম্মূল" তৈল তাহার কাছে॥

পিতলগড়া ঘড়া দু'টো দ্যালের দিকে খাড়া।
একটা ঘড়া টোল খেয়েছে; একটা ঘড়া নেড়া॥
গয়েশ্বরী কাঁসী থালা পাঁচ ছ'খানা ক'রে।
দেয়াল ঠেসান দিয়ে শোভে জলচৌকীর'পরে॥
থালার কাছে ঘটী বাটী গেলাস জলুস্ দেয়।
বড্ড পালিস্, মুখ দেখ্‌লে, ছবি তুলে নেয়॥
পানের ডাবর, পানের বাটা, বাটায় বাটির ভাঁজ।
ডাবরমাঝে পানের গোছা, বাটায় পানের সাজ॥
এক দিকেতে শোবার পালঙ্, চোদ্দ টাকা দাম।
চাদরখানা ময়লাপানা লেগে গায়ের ঘাম॥
চাদ্দিকেতে চাট্টে বালিশ, কিন্তু মাথার যেটা।
মাথার তেলে তিনটে চেয়ে ময়লা বেশী সেটা॥
সবুজ শাদা ডুরি-কাটা দুল্‌ছে মশারিটে।
বাঁধার দোষে চাঁদোয়া সেটার ঝুল্‌ছে ঝোলা পেটে॥

এই ঘরটার পূর্ব্ব দিকে হাত তিরিশেক দূরে।
বদন বসু একলা থাকে একটা ভাঙা ঘরে॥
মাটীর দেয়াল ফাটা ফোটা নয়কো লেপা-পোঁছা।
দড়ীর বাঁধন পোচে গেছে, ঝুঁক্‌ছে বাতার খোঁচা॥

বৃষ্টি-জলে পোচে গিয়ে খোসূছে উলু খড়।
দেয়াল্ গায়ে জল গড়িয়ে দাগ্‌ছে জলের ছড়॥
ছেঁড়া পচা মাদুর পাতা ঘরের মেঝের'পরে।
হাত খানেকের একটা বালিশ, ছেঁড়া দু'তিন ধারে॥
বালিশটেতে নাইকো ওয়াড়, নেকড়া দিয়ে বাঁধা।
কাপড় বাঁধা পোঁট্‌লা বোলে চক্ষে লাগে ধাঁধা॥
পয়সা দু'য়ের থেলো হুঁকো দেয়াল ঠেসান দেওয়া।
বৃদ্ধ বদন বোসের তাতেই হয় গো তামাক খাওয়া॥
হুঁকোর পাশে ভাঙা সরা, গুল্ রোয়েছে তাতে।
কোল্কেফুলে কোল্কে আঁটা থেলো হুঁকোর মাথে॥
দায়ে কাটা ছিলিম চারেক তামুক গড়ায় ভাঁড়ে।
চকুমকিটের যোগাড় আছে, কিন্তু কে তা' ঝাড়ে?॥
রদন-পড়া বদন বুড়া, জোর নাইকো গায়।
তামাক খেতে ইচ্ছে হোলে পরের কৃপা চায়॥
ভাঙা-কানা ময়লা পানা একটা গাড়ু ঘরে।
একটা ছোট চুম্‌কী ঘটী, দেড়-পোয়া জল ধরে॥
গজখানেকের গামছাখানা তেলের চিটে ধরা।
হাত আষ্টেক খানের ধুতি, তা'ও গো আবার ছেঁড়া॥
এই সম্বল নিয়ে বুড়া, কষ্টে কাটে দিন।
ভেবে ভেবে ক্ষীণ দেহটা হোচ্ছে আরো ক্ষীণ॥
দুখের নিশি প্রভাত হোলো,
লক্ষ্মীবারের আমল এলো,
পাখ পক্ষী অক্ষি মিলে দিলে গলার সাড়া।
নাপ্তে ফেলী উঠে ভোরে,
গোবর-গোলার হাঁড়ী ধোরে,
ছড়াৎ ছড়াৎ উঠোনময়ে ছড়ায় গোবর-ছড়া॥
জেগে-শোয়া বদন বুড়া,
শুন্‌তে পেয়ে ফেলীর সাড়া,
ভাঙা গলায় কাঁপা কথায় থেমে থেমে ডাকে।—
"ফেলি! ফেলি! ওগো ফেলি!
শুন্‌ছে না যে,—ফেলি! এলি?"
শুন্‌তে পেয়ে "যাচ্চি" বোলে নাপ্তে ফেলী হাঁকে॥
ছুড়ো হাঁড়ী ঝাঁটা রেখে,
চোয়ো ফেলী রুক্ষু মুখে,
ঘোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, "ডাক্‌চো কেন মোকে?।"
বদন বলে,—"এলি যদি,
একটু তামাক দে না, দিদি,
আর একটু জল দিয়ে যা, দেবো মুখে চোকে॥"
মুখ খিঁচিয়ে ফেলী কয়,—
"আমার ও সব কম্ম নয়,
তামুক খেতে ইচ্ছে যদি আপ্‌নি সেজে খাও।
আপ্‌নি গিয়ে পোকুর থেকে,
জল এনে দাও চোকে মুখে,
আমায় কেন খাটিয়ে দেগার কষ্ট এত দাও?॥
রোজ রোজিতো বলি আমি,
ডেকো নাকো আমায় তুমি,
রক্ত মাসের শরীর আমার খাট্‌তে কত পারে?।
পয়সা কড়ির নামটি নাই,
বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাই,
আর একটা ঝী রাখ না পয়সা খরচ কোরে?॥"
বদন বলে,—"হায় রে কপাল!
নাইকো আমার আর তো সে কাল,
বৃদ্ধকালে বাঁচার চেয়ে কালগ্রাসই ভাল।
পাপ কোরেছি আর জন্মে,
তাই কষ্ট পাই মর্ম্মে,
হা ভগবান্! তোমার মনে এতও কি হে ছিল?॥"
বদন বসু মনের দুখে,
'হা ভগবান্' বলে মুখে,
ফেলী বেটী বড্ড ঢেঁটী উল্টো বুঝে নিলে।
মুখ-খিচুনো কোঁচ্‌কা ঠোঁটে,
খই-ফুটনো কথার চোটে,
কতক গুলো কটু বোলে ঠিক্‌রে গেলো চোলে॥
হায় রে কপাল! অসময়ে সবাই সময় পায়।
দাস দাসীতেও কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে যায়!॥

"ওগো ফেলী। শব্দ কিসের ?" রাইকিশোরী কয়।
ফেলী বলে,"ঝিঁঝিপোকার আওয়াজ অমন হয় ॥"
"না গো, না গো কালা মাগী, ও যে টাকার ধ্বনি।"
"তাই তো বটে কোন্ দিকে গো ? চলো দেখি শুনি ? ॥"
এই-না বোলে,দু'জন মিলে চোল্লো ত্বরিত পায়।
বদন বুড়োর ঘরটা হোতে শব্দ শোনা যায় ॥
দুই জনেতে নীরবেতে ঠেকিয়ে ধোরে কাণ।
ঝন্‌ঝনাঝন্ শব্দ শোনে, চম্‌কে ওঠে প্রাণ ॥
রাইকিশোরী মনে ভাবে, "শ্বশুর বুড়োর কাছে।
কে জানে মা—তাইতো অ্যাঁ অ্যাঁ—এত টাকা আছে ! ॥"
নাপ্তে ফেলী মনে ভাবে, "আশ্চয্যির কথা !।
কত্তা বুড়ো যক্ষি না কি,টাকা পেলেক কোথা ॥"
দুই জনেতেই মনের কথা মনে মনেই কয়।
দুই জনেরি মনের ভিতর লোভের তুফান বয় ॥
দুই জনেতেই মনে মনে কি একখানা ভাবে।
দুই জনেতেই ইচ্ছে করে কিসে টাকা পা'বে ॥
টাকা গোণার কাণ্ড দেখে মুণ্ডু গেলো ঘুরে।
পল্‌তে মুখে আগুন লেগে চর্‌কী বাজী ঘোরে ॥
খানিক পরে শোবার ঘরে দু'জন ফিরে গেলো।
টাকার আওয়াজ মন মজালে, ঘুমটো নাহি এলো ॥
ঘুমটো এলে কিসের স্বপন দেক্‌ছো দুটো মাগী।
তা' জানি নি, টাকার স্বপন কিন্তু দেখে জাগি' ॥
রাত পোহালো, চাঁদ পালালো, ডুব্‌লো উজল রেখা।
পূর্ব্বদিকে ধূসর-রাগে উষা দিলেন দেখা ॥
নাপ্তে ফেলী আজ্ কিন্তু ছড়া দেবার আগে।
বুড়োর ঘরে দৌড়ে গেলো,বুড়ো আছে জেগে ॥
"দাদা মশয় ! দোর খুলে দাও" নাপ্তে ফেলী বলে।
"ক্যান্ রে, ফেলী ?" বোলে বদন দোরটা দিলেন খুলে ॥
নাপ্তে কি না, বুদ্ধিখানা ফেলীর খড়িবেজে।
ছিঁচ্‌কে দিয়ে কিরিয়ে হুঁকো তামাক দিলে সেজে ॥
ঘরের ভিতর ফেলী বেটী এ দিক ও দিক ঘোরে।
টাকার খবর পায় না কিছু, নাইকো টাকা ঘরে ॥
ঝাঁট পাঁট্ যে দেখ্‌লে সবি,কোথাও কিছু নেই।
বোল্লে তখন, "সর দিখিন, মাদুর ঝেড়ে দেই ॥"
এই-না বোলে নিজেই ধীরে ধোরে বুড়োর হাতে।
এক ধারেতে সরিয়ে বসায়, বুঝ্‌তে নিজের ঘাৎ ॥
মাদুর ঝাড়ে, বালিশ ঝাড়ে, ফোক্কা সবি হোলো।
ফেলী নিজের মনকে বলে, "টোক্কা কোথা গেলো ? ॥
হুঁ—বুঝেছি, রাখ্‌তে টাকা বাক্স হেথা নাই।
চতুর বুড়ো কোথাও টাকা লুকিয়ে রাখে তাই ॥
যা' হোক্, আমি টাকার কথা বোল্‌বো নাকো এরে।
উল্টো হোয়ে ঘোট যে ফ্যাঁসাদ, পোড়্‌বো বিষম ফেরে ॥
মনের মতন আজি যতন কোর্‌বো সদা এর।
দশটা টাকাও দেবে তো গো, তাতেই আমার ঢের ॥
বিবিমুখো পাকা রূপোর গোটছড়াটা আটে।
বাঁধা আছে ; টাকাটাকের সুদো হ'বেক বটে ॥
এই তো গেলো ন'টা টাকা,একটা টাকা থাকে।
আনা সুদে কর্জ্জ দেবো বিন্দে দুলের মাকে ॥"
এই-না ভেবে নাপ্তে ফেলী বুড়োয় তখন বলে।—
"দাদা মশয় ! কোল্কেটা দেও, তামুক গেছে জোলে ॥"
বদন বলে, "যায় নি জোলে, তামাক অনেক আছে।
ফেলী বলে, "না গো দাদা ! তামুক পুড়ে গেছে ॥

এই বোলে সে কোল্কে ঢেলে আবার তামাক সাজে।
বদন ভাবে, "কেশব ভায়া! খোদে ওষুধ কাজে॥"

কেলীর চেয়ে রাইকিশোরীর বুড়োর টাকায় দাবী।
বদন বসু শ্বশুর যে গো। রাইকিশোরীর সবি॥
সকালবেলায় রাইকিশোরী শয্যে থেকে উঠে।
সব কর্ম্ম ফেলে রেখে বুড়োর ঘরে ছোটে॥
কাঁচিতেলের বাটী হাতে, গামছা অবিমল।
জলে ভরা কল্সী কাঁকে, চোল্‌কে পড়ে জল॥
সোণার বালা দু'গাছ হাতে, গলায় সোণার হার।
সাঁচা মতির নথটা নাকে, সোণার সরু তার॥
মল দু'গাছা মোটা মোটা ফুটো পায়ে পরা।
হাঁটার সময় ঠেকা লেগে ফুটোয় ঠনক সাড়া॥
দোরের গোড়ায় কল্সী রেখে ঘরের ভিতর ঢোকে।
তেলের বাটী নামিয়ে ছুঁয়ে কয় ফেলীকে ডেকে॥—
"যা তুই ফেলী! ছড়া দিগে, সারগে বাসী পাট।
আনগে ত্বরা খুঁজে পেতে ট্যট্‌কা বাজার হাট॥
হা ভাগ্যি! শ্বশুরঠাকুর কষ্ট এত পান।
থাকে আমি হয় না তবু ভাল আহার স্নান॥
শ্বশুর গুরু, তবুও আমি অন্ধ হোয়ে আছি।
ধিক্ আমাকে, ছার পরাণে আজিও কেন বাঁচি!॥
কাল্‌কে রেতে বিষম স্বপন দেখনু ঘুমের ঘোরে।
যমদূত এসে খোরে কেশে কিল্ মাচ্চে মোরে॥
বোল্‌চে মোরে,—'তোরি দোষে কাঁদ্‌চে শ্বশুর তোর।
কাল্ থেকে তুই কোর্‌বি সেবা হোলেই নিশি ভোর॥
নৈলে শ্বশুর শাপ দেবে তোয়, চোখের মাথা খাবি!
সাত জন্ম কপালে কষ্ট বড় পা'বি॥

এই-না বোলে রাইকিশোরী আঁচল বেঁধে গলে।
ছল-কান্না কেঁদে লুটোয় বুড়োর পায়ের তলে॥
মুখ নামিয়ে বলে বেটী, "আমায় কর মাপ।
নারী আমি, বুঝ্‌তে নারি—তুমিই আমার বাপ॥
কন্যে আমি, মরি মোরে কোত্তে কি গো আছে।
মাপ না তুমি কোরে মোরে, প্রাণ কি আমার বাঁচে?॥
ছলার উপর ছলার খেলা, বদন বসু কয়।—
"বৌ-মা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন? কিসের তোমার ভয়?॥
একলা তুমি খাট্‌বে কত? দেখ্‌বে কত কাজ?।
বল্ কি মা? যত্নে তোমার তুষ্ট আমি আজ॥
প'চ্চি ভাল, খাচ্চি ভাল; কষ্ট আদৌ নাই।
তবে বেটা কষ্ট দেখ, বয়স দরুণ তা'ই॥"
এই-না বোলে বদন বুড়া মনে মনে কয়।—
"কেশব ভায়া! হউক্ তোমার হরির কৃপায় জয়॥"

রাইকিশোরীর কথা শুনে চোল্লো ফেলী হাটে।
আনৃতে কিনে দেখে শুনে পয়সা বেঁধে গাঁটে॥
কোমরবাঁধা গেঁজের টাকা ক্যাজেই বিপদ ভারি।
বোয়ে বদন, "বাত বেড়েছে, নাইতে আজি নারি॥"
রাইকিশোরী তখন বলে, "তোমার ছেলে এলে
ভাল ওষুধ কোর্‌বো বাতের, যত [illegible]কায় মেলে॥
হা ভাগ্যি, চান বন্ধ পোড়া বাতের দায়।
যা হোক্, তবে আস্তাঙ্ কোরে তেলটা মাখাই গায়॥"
এই-না বোলে বুড়োর গায়ে মাখিয়ে দিলে তেল।
বদন ভাবে, "সাবাস্ টাকা! বা রে টাকার খেল!॥"

রাইকিশোরী বোদ্‌লে গেলো, বোদ্‌লো গেলো ফেলী।
বদন বসুর প'ড়্‌লো খোসে প্রাণের চোকের ঠুলি॥

পাকা পেঁপে, পাকা আতা, পাকা চাপা কলা।
বাটী ভরা লেবুর রসে খাসা চিনির গোলা॥
আধাছানার মোণ্ডা দুটো, খানিক মাখন ক্ষীর।
জলখাবারের যোগাড় হোলো,বুড়োর নড়ে শির॥
খাদটা নিয়ে সাধ মিটিয়ে বদন বসু খায়।
খেতে খেতে প্রণাম করে টাকার তোড়ার পায়॥
দুপুর বেলা ভাতের থালা, মাছের ঝোলের
বাটি।
গরম ভাতে গব্য ঘৃত, পায়স-ভরা বাটি॥
রাইকিশোরী সাজিয়ে দিলে শ্বশুর বুড়োর
কাছে।
খাওয়া এখন বাকী আছে, দেখেই বুড়ো
বাঁচে॥
বদন বুড়া ভাবেন মনে, "এ যে ঠাকুর-সেবা!।
টাকার তোড়া! পূজ্‌বো তোরে দিয়ে শতেক
জবা॥"
পেট্‌টা ভোরে বদন বুড়ো ভাত ব্যন্নন খায়।
দোয়ার গোড়ায় নাপ্তে ফেলী গাড়ু হাতে চায়॥
গামছাখানা গাড়ুর মুখে,খোড়্‌কে কাঠী হাতে।
পানের ডিপেয় পানের ছেঁচা, মশলাগুঁড়ো
তা'তে॥
আহার কোরে ঢেঁকুর তুলে উঠ্‌লো বদন বোস॥
ফেলী বলে, "হাতটা পাতো" ; বদন বলে,
"রোস্॥"
দোরের গোড়ায় বোস্‌লো বুড়ো, ঢাল্‌ছে ফে'

কুল্লি করার ঘটাই কত, যেন জলের নল
ফেলী বলে, "দাঁত খুঁট্‌তে খোড়্‌কে

বলে, "বদন কোথা? কা'
॥"
দাঁত।
না পেতে
হাত॥"
কাজে কাজে যে ।বদন হেসে।
গামছাখানায় ন চিবুলে শেষে॥

আবার ফেলী সাজ্‌লে তামাক পরিপাটী ক'রে।
কোন্ধে চেপে দেলো হুঁকোয় দিলে বুড়োর
করে॥
দূরে থেকে রাইকিশোরী তাই দেখ্‌তে পেয়ে।
তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলো তাল হুঁকো নিয়ে॥
তাল হুঁকোর গড়গড়িয়ে তামাক টানে বুড়ো।
'পিসে পিসে' ডাক্‌টা গেলো,এখন'খুড়ো খুড়ো'॥
রাইকিশোরী পাখা নিয়ে বাতাস করে গায়।
নাপ্তে ফেলী নরম টিপে হাতটা বুলোয় গায়॥
বদন বসু ভাবেন মনে, "জয় মা টাকার তোড়া।
মানৎ আমার—পূজ্‌বো তোমায় দিয়ে পাঁঠার
জোড়া॥"
খানিক পরে রাইকিশোরী নাপ্তে ফেলী মিলে।
তোষোক এনে শীতলপাটী তায় বিছেয়ে দিলে॥
ভাল রকম নরম নরম বালিশ দিলে দু'টো।
রাইকিশোরী থালা তুলে মুক্ত করে এঁটো॥
দুপুর গেলো, বিকেল এলো, কোমলো রবির
জোর।
বদন বুড়োর মতন রবির লাগ্‌লো চোখে ঘোর॥
রাইকিশোরী ছানা চিনি, নাপ্তে ফেলী বারি।
এনে দিলে বুড়োর কাছে, ভক্তিখানা ভারি!॥
বদন বলে, "আর খাবো না" ; ফেলী বলে,
"না না।
ভাত খেয়েচো,খাও না চিনি ছানা॥"
, "বুড়ো পেটে ধোর্‌বে কত আর?।"
বলে, "বুড়ো কি গো? কা'র ক'রেচো
ধার?।"
ফেলীর ভাবে বদন হাসে,ফোগ্‌লা দাঁতের হাসি।
উথ্‌লে পড়ে, ঘাড়টি নড়ে,উঠ্‌লো কফের কাসি॥
রাইকিশোরী পিক্‌দানীটে খোল্লো.মুখের কাছে।
কফ্‌টা ফেলে হাঁফটা ছেড়ে বদন বুড়ো বাঁচে॥
রাইকিশোরী তখন বলে,"কাজ নি এখন খেয়ে।
খানিক পরে ছানা খেয়ো; এখন থাকো শুয়ে॥"
এই-না বোলে ঢেকে ঢুকে রাখ্‌লে চিনি ছানা।
বদন বুড়ো পোড়্‌লো শুয়ে,ভাবনা টাকা গোণা॥

দিনটে গেলো ক্ষীণটে হোয়ে,
সন্ধ্যে এলো আকাশ বোয়ে,
সন্ধ্যে এসেই মাটি ছুঁয়ে, বিয়োয় কালো মেয়ে।
কালো মেয়ের নামটি নিশি,
চোখে কাজল, দাঁতে মিশি,
অধরভরা কালো হাসি, কালো কাপড় গায়ে॥
বিইয়ে সুতা চোল্লো মাতা,
আড়াল থেকে সুবিধা পিতা,
মস্ত বড় সুতায় গেঁথে লক্ষ হীরের হার।
পরিয়ে দিলে সুতার গলে,
ঝক্‌মকিয়ে হীরে জ্বলে,
তাড়া তাড়োর গাঁথা হারে নাঁকা হীরের সার॥
হীরের হারের বাহারখানা,
একটুখানি রৈলো কাণা,
তাই-না দেখে সুবিধা পিতার কষ্ট ভারি হোলো।
কাজেই তখন অনেক খুঁজে,
হীরের হারে দিলেন গুঁজে,
মস্ত বড় ধক্‌ধুকীটে, কালোর খোলে আলো॥

রেতের বেলায় রাইকিশোরী নাপ্তে ফেলী মিলে
বদন বন্ধুর খাবার দাবার যোগাড় কোরে দিলে॥
রাইকিশোরী, নাপ্তে ফেলী গেলো তা'দের
ঘরে।
বদন বন্ধু হুড়কো দিলে নিজের ঘরের দোরে॥
ঘণ্টা দেড়েক পরে বদন গেঁজের টাকা খুলে।
ঝনুঝনাঝন্ শব্দ করে এক দুই তিন বোলে॥
এই রকমে রোজি গোণে, রোজি আদর পায়।
জ্বাজার হালে বদন বুড়োর সময় কেটে যায়॥
শুক্র গেলো, শনি এলো; শনিবারের রাতে।
রাধামাধব বন্ধু এলো ব্যাগ ছাতিটে হাতে॥
রাইকিশোরীর কাছে রাধু শুন্‌লে সকল কথা।
অবাক্ হোয়ে, রৈলো চেয়ে, ছবির মত কেতা॥
"অ্যা—বল কি!" বোলে রাধু, "হাজার চেরেক
টাকা!।
বাবা আমার বড্ড চাপা, আমি নিরেট বোকা!॥
যা হোক্, আমি শুন্‌বো কাণে আজকে টাকা
গোণা।
বাবার আমার এত টাকা! তবুও আমি কাণা!॥"
রাত দুপুরে রাধামাধব ধীরে ধীরে গিয়ে।
চুপটি কোরে রৈলো খাড়া কাণটা দোরে দিয়ে॥
ঝম্‌ঝমাঝম্ টাকার আওয়াজ মধুর মধুর বাজে।
রাধুর এখন সন্দ গেলো আওয়াজ শুনে নিজে॥
রাত পোহালো, উঠ্‌লো রাধু, চোল্লো বাবার
কাছে।
বিনয় বোলে বোল্লে ছেলে, "বাতটা সেরে
গেছে?॥
চাকুরি করা জ্যান্তে মরা, প্রাণটা হোলো সারা।
দম্ ফেল্‌তে পাই নি সময়, এম্নি কাজের ধারা॥
তাতে আবার ম্যাক্‌কারসন্ বড় সাহেব নাই।
ব্রাউন্ সাহেব কর্ত্তা এখন, পাই নি কাজের থাই॥
ভোঁদড় ব্যাটা বড্ড ত্যাঁদোড়, খাটায় জ্বেলে বাতি
বোল্‌বো কি আর, মারে ব্যাটা জুতো সমেত
লাথি!॥
মনের দুখে মলিন মুখে সদাই কাটি কাল।
দেখেও আমি দেখতে নারি তোমার এমন হাল।
যা হোক্, বাবা! আমার উপর রাগ কোরো না
আর।
মোলেও আমি পার্‌বো নাকো শুধ্‌তে তোমার
ধার॥
যায় যা'বে ছাই চাকুরি আমার, [illegible]কো ক্ষতি
তা'র।
বাপ্ আগে? না চাকুরি আগে?—ফেলী!
হেথায় আয়॥"
দৌড়ে এলো নাপ্তে ফেলী, ঘুমিয়ে যেন ছিলো।
রাধু বলে, "দেখ্‌তো, বেটি! ঘরটা যেন চুলো॥
সাফ্ সুৎরো কোরিস নিকো, ঝাঁট দিস্ নি কেন।
কি এত তোর কাজের লেঠা? ক্যান্ জঞ্জাল-
গুলো॥"
ফেলী বলে, "ঝাঁট দিয়েছি উঠেই ভোরের
বেলা।
এই দেখ না ঝক্‌ঝকে ঘর নাইকো ধুলো মলা॥

রাধু বলে,"হয় নি ভালো, দে তুই আমায় ঝাঁটা।"
ঝাঁটা নিয়ে নিজেই ঝেঁটোয় বদন বোনের ব্যাটা।
রাধু বলে, "যা তুই, ফেলী! চাঁদ ভড়কে আন্।
কোরা কাপড় বড্ড কড়া, নেবো ধোয়া থান॥
ফরাসডাঙার শাদা ধুতি, চাদর শাদা দুদে।
এক এক জোড়া আস্তে বলিস্; দামটা যা'বে
সুদে॥"
মুখে হুকুম, ঝাঁট দেবার ধুম কতই হাতে হয়।
রাধুর মুখের কথা শুনে ফেলী তখন কয়॥—
"ভড়ের কাছে যাচ্চি আমি কাপড় হোলো যেন
আর একটা জিনিস বাকী, সেইটে তুমি এনো॥
দাদা মশয় শাদা চাদর শাদা ধুতি নেবে।
শাদা চুলে কিন্তু, বাবু! খোল্‌তা নাহি হ'বে॥
এক কৌটো কলপ্ এনো, একটা টাকা মূল।
দাদার মাথায় মাখিয়ে দেবো, কালো হ'বেক
চুল॥
রাধু বলে, "যা বেটি যা, ছুঁচো বেটী বোকা।"
বদন ভাবে, "বা ভেল্কী!—বা রে রূপোর চাকা।
ফেলী গেলো, কাপড় এলো খাবার জোগাড়
শেষ।
ময়লা কাপড় ঘুচে গেলো, বুড়োর নতুন বেশ॥
মেগের তরে রাধামাধব রাব্‌ড়ী এনেছিলো।
আজ সকালে সেই রাবড়ী বাবার পেটে গেলো
বাপ্‌ভক্ত রাধামাধব ভক্তি-অবতার।
বাবার সেবার এ বার করে ষোড়শোপচার॥
রেতের বেলা রাধামাধব মেগের কাছে কয়।—
"বুড়োটাকে যত্ন কোরো সদাই সুনিশ্চয়॥
চোটো নাকো, চোটিও নাকো, মাটির মানুষ
হোয়ে।
নাবার খাবার শোবার যোগাড় সদাই কোরে দিও
কষ্ট দিলে, কষ্ট পা'বে, কষ্ট হ'বে মোর।
ইচ্ছে কোরে কষ্ট ভুগি, কষ্ট হ'বে ভোর॥
অনেক টাকা! হাজার চারেক! সাবাস্ বুড়ো
বাবা!।
আমার হোলেই তোমার হোলো, কোরো
বাবার সেবা॥

জল না দিলে জল আসে না, টাকায় টাকা
টানে।
ঠিক সে কথা, বুঝবে ব্যথা, সুখটা পাবো
প্রাণে॥
দু' এক বছর বাঁচবে বুড়ো, তা'র পরেতেই বস্।
খরচ পাতি দেদার কোরো, টাকায় টাকার রস॥
কষ্ট দিলে রুষ্ট হোয়ে হয় তো বুড়ো কা'রে।
সব টাকাটা দিয়ে যা'বে অক্ক আমায় কোরে॥
নয় তো বুড়ো টাকার কথা বোল্‌বে নাকো আর।
গাড়া টাকা গাড়াই র'বে, হ'বে মাটিসার॥
টাকার কথা বাবার কাছে তুলো নাকো তুমি।
তুল্‌লে পরে ফোস্‌কে যা'বে, সন্দ করি আমি॥"
লোভীর কথা শুনে লোভা হেসে হেসে কয়।—
"তোমার চেয়ে বুদ্ধি আমার,কোচ্চো কেন ভয়॥"
টাকার লোভে ছুটোয় ডোবে পচা আশার
পাঁকে।
নাপ্তে ফেলী জড়িয়ে গেছে জালের মাছের

এক দিন যায়, দুই দিন যায়, যা

রাধু, ফেলী, রাইকিশোরী শুধ্‌ছে বু
কাহিল বুড়ো মোটা হোলো, ঘুচ্‌লো

আরো মোটা হোতো বুড়ো, থাক্‌লে

কষ্ট গেলো, তুষ্ট হোলো, পুষ্ট হো
কৃষ্ণ বোলে বদন বুড়ো উষ্ণ ওদন খ
কৃষ্ণ বুড়োর দীক্ষেগুরু, শিক্ষেগুরু ট
যেই কৃষ্ণ সেই তো টাকা, কৃষ্ণ শাদ
দু'মাস পরে কেশব গোঁসাই বুড়োর

"কেমন, দাদা? কেমন আছ?" বো

বদন বলে, "গোঁসাইজী হে, পায়ের ধ
আর কাজ নি, এ বার তোমায় তোড়া

তোমার কৃপায় জাল ফেলেছি বেঁধে লোভের
কাঁটী।
আছাড় পিছাড় খাচ্ছে পোড়ে এক ব্যাটা, দু'
বেটা॥
সাবাস্, ভায়া! ফিকির তোমার, বাঁচ্‌লো বদন
বুড়ো।
রোজ রোজি, ভাই! দুধের বাটি, পোনা
মাছের মুড়ো!॥"
কেশব বলে, "আর ভয় নেই, টাকা নিয়ে যাই।
শূন্য গেঁজেয় পূর্ণ র'বে পেট্‌টা তোমার, ভাই!॥
মাঝে মাঝে সবার কাছে বোল্‌বে থেমে ভেবে।
কথায় কথায় হাজার হাজার, বাজার গরম র'বে॥

এই-না বোলে কেশব গোসাই একশো টাকার
তোড়া।
ফিরে নিয়ে গেলেন ঘরে, বেঁধে বুড়োর গোড়া॥
টাকার লোভে বাদু বাবুর টাকা খরচ হয়।
মজা কোরে রাজার হালে বদন বসু রয়॥

কবি বলে, অসময়ের বন্ধু
টাকার তোড়া।
নতুন নীতি বোল্‌বো কি আর?
 পড় আগাগোড়া॥
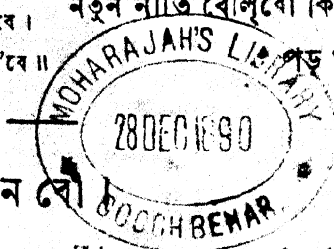
নতুন বৌ।

প্রথম পালা।

কজ্জাভাঙা গ্রামের মাঝে সেনজা করেন বাস।
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস, মস্ত মোটা লাশ॥
বার আনা চুল পেকেছে, আনা চারেক কাঁচা।
একটা ছড়ের আঁচড় পিঠে লেগে বাঁশের খোঁচা॥
কাঁচা পাকা চুল মিশনো ঝামর গোঁফের ঝাড়।
এক হপ্তায় দু'দিন কামান, নাইকো দাড়ীর বাড়
-ালা পারা চামচেহারা, আঁচিল তাতে ক'টা।
-য়েল্ ক্লথের গায়ে যেন মাছীর ফোঁটা॥
-ঝ গড়ন খানা, কিন্তু ভুঁড়ির বাড়ে।
-ায়ে মাথা; টান প'ড়েছে ঘাড়ে॥
-চটো আস্তে পিঠে, আঙুল পুলি পিঠে।
-াকা লোম ফুটেছে হাত পা বুকে পিঠে॥
-ড় কাঁকাল দুটোয় উপভুঁড়ির ঠেলা।
-াপানা পাঁউরুটী পেট্ ফোলা॥
-ডাবার মত, তিন পলা তেল ধরে।
সোরে পড়ে মস্ত ভুঁড়ির ভরে॥
-া, লম্বা টিকি ধুম্র দেহের'পরে।
-ার উপর যেন ভাবটি ঠাকুর-ঘরে॥

ঠোঁট দু'খানা মোটা মোটা, ঠোঁটের মাঝে
ফাঁক।
সোণা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, থেব্‌ড়া মোটা নাক॥
চক্ষু দুটো ছোট ছোট, ভুরুভরা চুল।
বারেক চোখে প্রেমের তুফান, বারেক যেরোয়
জল॥
কখন্ চোখে প্রেমের তুফান? যখন ছোট বৌ।
হঠাৎ এসে সাম্নে পড়ে, যেন ঘেঁটুর মৌ॥
কখন্ চোখে জল দেখা যায়? যখন [illegible] জায়া।
ভক্তিভরে সেবা কোরে দেখায় [illegible]ের মায়া॥
সেনজার নাম রসিকসুন্দর=রসিকসুন্দর সেন।
নামে রূপে ঠকাঠকি, দুধে ভাতের কেন॥
সেন মশায়ের বড় বৌয়ের নামটি কমলমণি
সেনের ঘরে সোণার ছবি, উজল রূপের খনি॥
রূপটি যেমন, গুণটি [illegible] সোণায় যেন হীরে।
কমলমণি সোণার [illegible] গুণের নীরে॥
বছর পঁচিশ বয়ে[illegible] [illegible]পের ডালি।
রূপের ছটা অ[illegible] [illegible]না ভুবন-আলি॥
স্বামীর সেবা[illegible] [illegible]তায় পতিব্রতা।
সাধের জম[illegible] [illegible]কোমলপ্রাণা লতা!॥

তবুও হেন সতীর প্রতি রসিকহৃদয় কড়া।
দুই চক্ষে দেখে সাপে ছোট মেগের মড়া॥
ছোট বৌয়ের গড়নপেটন এক কথাতেই বলি
বটের তলায় কাগজ-ছাপা কালীঘাটের কালী॥
তায় কি ক্ষতি? বয়েস খানা ষোলর ঘেঁসাঘেঁসি।
সেন মশায়ের প্রাণের পাখী কেঁদো গলার ফাঁসি॥
তেঁতুল দেখে টকপিয়াসীর নোলায় সরে জল।
ছুটকী দেখে রসিকহৃদয় তেম্নি টলমল॥
চোখের আড়ে রাক্কে গেলে বজ্র পড়ে বুকে।
দিনরাত্তির সেনজা ঘোরে চোখটি রেখে মুখে॥
ভরযুবতী ছোট বৌয়ের নামটি নয়নতারা।
নয়নতারা ঘোমটা দিলে, সেনজা নয়নহারা!॥
ঘোমটা তো নয়, কালো শশী ডোবে আঁধার
মেঘে।
রসিকহৃদয় হেদিয়ে উঠে তাকায় উদ্বেগে তেগে॥

রসিকহৃদয় রসিকতার তুফান তুলে দিয়ে।
ছলাকলা দেখান কত কাছে ঘেঁসে গিয়ে॥
মুখঢাকনী নয়নতারার নয়ন দেখার আশে।
রসিক বলে—"পূর্ণশশী ঢুকলো রাহুর গ্রাসে॥"
ছোটকীও ফের ঘটকালিতে ঠকায় কালাচাঁদে।
"রাহুর গরাস বরং ভাল, ডরাই কেলের ফাঁদে॥"
অমি রসিক বাঁধা দাঁতে হেসে উঠে বলে।—
"আয় রে আমার সরল পুঁঠি! আয় রে কালো
জলে!॥
এম্নিতর রসিকতা কতই দুটোয় হয়।
দরকার কি বাড়িয়ে পুথি, পাঠক মহাশয়?॥

রসিক সেনের ক্রমে ক্রমে উঠ্‌লো বয়েস বেড়ে
শাদা ধুতি পোক্ত হোলো, ঘুচ্‌লো কালাপেড়ে॥
তবুও সেনের হয় না ছেলে, পিণ্ডি দেবে কে?।
তাইতে হোলো সেনের সনে নয়নতারার বে॥
রসিকহৃদয় ভুলিয়া খুঁজে নয়নতারার নাম।
রেখে দিলেন "নতুন বৌ"; পুরলো মনস্কাম॥
বড় বৌয়ের সঙ্গে সেনের ঘুচ্‌লো আগের টান।
নতুন পেয়ে পুরাতনে ধায় না সেনের প্রাণ॥
নয়নতারা ভরা জোয়ার,-সেনজা খড়ের কুটি।
সাঁ সাঁ কোরে চোল্‌লো ভেসে তীরের মত ছুটি॥
কমলমণি পড়্‌তা ভাটা, নাইকো তেমন স্রোত।
সেনজা গিয়ে লাগ্‌লো ডেঙায়, প'ড়্‌লো আলোয়
ওত॥

পিণ্ডিদাতা ছেলের লোভে এই পৃথিবীমাঝে।
সেনের মত অনেক পতি মত্ত গর্হিত কাজে॥
পতি বিনে যা'র গতি নেই, এমন সতীর প্রতি।
সেনের মত কঠিন এত যে সব কামুক পতি॥
তা'দের আবার পিণ্ডি খেতে ছেলের কেন সাধ।
নিজের পিণ্ডি দিক্ না নিজে—ঘোড়া গাধার
নাদ!॥
বাপ্ পিতেমো পিণ্ডি পাবে, রক্ষে হ'বে কুল।
তাইতে বুঝি আবার বিয়ে?—উঁহুঁ, সেটা ভুল॥
প্রাণ-প্রতিমা কুলের রমা, এমন সতীর প্রতি।
নাইকো যাহার একটু কৃপা, সদাই কঠিন অতি॥
তা'র আবার কি কুলরক্ষে? কুলের সে কি
বুঝে?।
নিজেই তো সে কুলের ধ্বজা, কুল রেখেছে
গুঁজে॥
নেহাৎ যদি পিণ্ডি খেতে কোল্লে আবার বিয়ে।
রও না কেন সমান ভাবে দুই বৌকে নিয়ে?॥
পরের মেয়ে আন্‌লে ঘরে বের মন্ত্র প'ড়ে।
সেই মন্ত্রের মর্ম্মখানা চুলোয় দিলে গেড়ে॥
নতুন পেয়ে পুরাতনে যা'র ঘুচে যায় টান॥
তা'র মত নাই মানুষ পিশাচ!—নাইকো
পশুপ্রাণ!॥
নয়নতারা কাঁচা পারা ফুট্‌লো সেনের গায়।
নাইকো এমন ওষুধ কোন আরাম করে
কিবা দিনে কিবা রেতে নয়নতারা
সুখসোয়াস্তি নাইকো কিছু

বড় বৌয়ের গয়না যত, নয়নত
আরো নতুন গয়না কত ঝক্‌মক
নয়নতারা অঙ্গভরা গয়না যখন
হাঁড়ীর তলায় আগুন-বুটি যেন চু
অঙ্গ কালো—রঙ্গ কালো—কালাপেড়ে
পানটি খেয়ে মিশিমাটীর রঙ্‌টি দাঁতের মাড়ী॥

আর্ট স্কুলের গ্যালারিতে মানান্ ছবি আছে ।
নয়নতারার ছবি যদি থাকো তাঁদের কাছে ॥
তা' হোলে আর ভাবনা কি গো ? এমন ছবির
ছাঁদ ।
তারার মাঝে খ'কৃতো যেন অমানিশির চাঁদ ! ॥
ছোটর উপর সেন মশায়ের প্রেমের পুরো
আঁট ।
বড়র প্রতি কাজে কাজেই প্রাণচটানে গাঁট ॥
সেনের জোরে নয়নতারা বড়র প্রতি চটা ।
কথায় কথায় ঝগড়া করে দিয়ে নানান্‌খোঁটা ॥
তবুও সতী বুদ্ধিমতী কমলমণি তাঁরে ।
ছোট বোনের মত স্নেহ করেন বারে বারে ॥
একটি বারো রাগের রেখা দেয় না দেখা চোখে ।
একটি বারো কড়া কথা কয় না ভুলেও মুখে ॥
ধরার মত সহ্যগুণে কমলমণি ভরা ।
স্বামী চটে, সতীন খোঁটে, তবুও যেন মরা ॥
দাসীর মত অষ্ট ঘড়ি কমলমণি খাটে ।
রাণীর মত নয়নতারা লুটোয় ছাপর-খাটে ॥
পানটি থেকে চূণটি যদি হঠাৎ পড়ে খোসে ।
নয়নতারা বিশ গণ্ডা কথা শুনোয় রোষে ॥
মাটির মানুষ কমলমণি সবই স'য়ে রয় ।
বরং তারে সান্ত্বনারে নরম কথা কয় ॥
। ভগবান্ ! এমন কমল প'ড়্‌লো ডোবার
জলে ।
ান মণি ঝুলিয়ে দিলে বাঁদর ব্যাটার গলে ॥

দ্বিতীয় পালা ।

চটো আ
পাকা লোম ফুটেছে কোশেক দূরে,
ড় কাঁকাল ছুটেছে রে,
াপানা পাঁচদিন বসে হাট
ডাবায় নং জিনিষ আসে,
সোরে পড়ে চাষে,
া, লম্বা টি আসে কাপড় গাঁটে গাঁট ॥
তার উপর রী ঘড়া হাঁড়ী,
কল ফুলুরী কাঁড়ি কাঁড়ি,

লোহার কড়া হাতা বেড়ী কোদাল কুড়ুল দা ।
আসন পিঁড়ে ধামা ঝুড়ি,
খাজা গজা কড়াই মুড়ি,
সিঁদুর কাঁকুই গালার চুড়ী, কাগজ কতই তা ।
বাক্স তোরঙ্গ সিঁদুক পেঁড়া,
কোক্কে হুকো খড়ম জোড়া,
ঠন্‌ঠনিয়ার পম্প চটী, চীনের দু'চার জোড়া ।
আতর গোলাপ কিতে তাস,
ছুরি কাঁচি আয়না গ্লাস,
গিল্টিকরা গয়না কত, মাদুর পাটী মোড়া ॥
পেস্তা বাদাম আনার আঙুর,
কদমা রোলা খই খইচুর,
খাঁটি জিনিষ—ভেলের জিনিষ কতই আসে
হাটে ।

একেক কোরে বোলবো কত,
দরকার নেই আমার তত,
লেখার চেয়ে দেখাই ভাল,—বটে কি না ?—
বটে ॥

রসিকচন্দ্র সেন মহাশয় লক্ষ্মীবারের হাটে ।
কতক জিনিষ কিনতে এলেন তঙ্কা বেঁধে গাঁটে ॥
এ দিক ও দিক সে দিক ফিরে বস্ত্র মনের মত ।
সেন মহাশয় পান না খুঁজে, তাকান ইতস্তত ॥
নয়নতারার হুকুমমত জিনিষ কেনা চাই ।
নৈলে সেনের ছার কপালে পোড়বে চুলোর
ছাই ॥
ঘুরে ঘুরে সেনের পোয়ের ধ'রলো পায়ে ব্যথা ।
কিন্তু কোথাও নাহি মিলে "ভিক্টোরিয়া কাঁথা" ॥
দেশ বিদেশের কাপড়ও'লা অনেক ছিল হাটে ।
সেনজা গিয়ে সবার কাছে কতই কাপড় ঘাঁটে ॥
সেনজা বলে,—"দশগুণ দাম দিচ্ছি ; বাঁচাও,
ভাই ! ।
"ভিক্টোরিয়া কাঁথা" আমার চাই—চাই—চাই ॥"
কাপড়ও'লা বোল্লে তখন,—"ওগো সেনের
পো ! ।
ছল কোরে কি ভুলিয়ে নেবো ছেলের হাতের
মো ? ॥

আমার ঘরে তেলের বোতোল গোটা দুয়েক আছে।
আন্‌চি আমি—কাঁদ্‌চো কেন ?—বোসো স্বামীর কাছে॥"

এই-না বোলে নয়নতারা নিজের ঘরে গিয়ে।
সিন্ধুকটো ফেল্লে খুলে চাবিকাটি দিয়ে॥
গয়নাপাতি টাকাকড়ি যে সব ছিল তা'য়।
একেক কোরে হাঁড়ীর ভিতর পুর্‌লে অচিরায়॥
পাশ কাটিয়ে খিড়কী দিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি।
পুকুর-কোণে নিশেন কোরে রাখ্‌লে গেড়ে হাঁড়ী॥
বোতোল দু'টো পুকুর-জলে বেশটি কোরে ধুলে।
ঘরে এসে সিন্ধুকে ফের ডালা এঁটে দিলে॥
বোতোল নিয়ে বড়র ঘরে এসে নয়নতারা।
বোল্লে,—"দিদি! এখন এঁরে দেখ্‌চো কেমন ধারা?॥"

কমল বলে কেঁদে কেঁদে,—"ও বোন্! এ কি হোলো!।
এ অভাগীর সকল আশা আজকে বুঝি গেলো॥"
নয়নতারা কাছে গিয়ে দেখলে মুখের পানে।
হাত পা খেঁচে প্রাণের পতি হেঁচ্‌কে শোয়াস টানে॥
এই-না দেখে নয়নতারা কেঁদে বলে হেঁকে।—
"হায় কি হোলো!" কিন্তু বেটীর জল নাইকো চোখে॥
নয়নতারার কান্না শুনে সরল কমলমণি।
হাহাকারে চেঁচিয়ে কাঁদে, কর কপালে হানি'॥
নয়ন বলে,—"বড়দিদি! আর কোরো না দেরি।
দৌড়ে গিয়ে দাও গো খবর, রোগটা বিষম ভারি॥"

রসিক সেনের বাড়ীর পুবে গোপাল ঘোষাল থাকে।
সেই বাড়ীতে কমল গিয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকে॥
এ দিকেতে নয়নতারা চাবিকাটি ফের।
রসিক সেনের ঘুন্‌সী-ডোরে বাঁধ্‌লে দিয়ে ফের॥

ওদিকেতে গোপাল ঘোষাল বাড়ীর মেয়ে নিয়ে
কমলমণির সঙ্গে এসে দেখেন দোয়ার দিয়ে॥
সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে, ঝুক্‌ছে আঁধার ছায়া।
সেই আঁধারে কমলমণির টোলছে শোকে কায়া॥
গোপাল ঘোষাল দাঁড়িয়ে দোরে, কাজেই নয়ন-তারা।
ঘরের কোণে সোরে গেলো ঘোমটা টেনে ত্বরা॥
গোপাল ঘোষাল দেখে শুনে বোল্লে নিশ্বেস ফেলে।—
"হায়, বন্ধু! হায় হায় হায়! ওহো কোথায় গেলে!॥
এই-না বোলে গোপাল ঠাকুর বাইরে ছুটে গেলো।
রসিক সেনের জ্ঞাত কুটুম্বকে সঙ্গে নিয়ে এলো॥
আসার সময় কাণে কাণে বোল্লে কি সব কথা।
সবাই মিলে দৌড়ে এলো চাপ্‌ড়ে নিজের মাথা
চার পাঁচ জন মদ্দ এসে কাট্‌লে কাঁচা বাঁশ।
বাতার বেঁধে ঠিক কোল্লে যেমন অভিলাষ॥
গোপাল ঘোষাল দূরে থেকে বোল্লে তখন ডেকে
"শ্মশান-ঘাটের চাই যে খরচ, দাও গো দেখে টেকে॥"

দীনদুখিনী কমলমণি বোল্লে তখন এই।—
"আমার কাছে টাকাকড়ি কিছুই তো গো নেই॥
ও ছোট বৌ, চাবিকাটি কোথায় আছে জানো।
সিন্দুক খুলে ঘাটের টাকা ত্বরায় কোরে আনো॥
ছোটকী বলে,—"আমার কাছে নেইকো চাবিকাটি।
কোথায় চাবি, তাও জানি নি, জানেন স্বামী সেটি॥"

গোপাল ঘোষাল তখন গিয়ে নয়নতারার ঘরে।
কুড়ুল দিয়ে কাঠের সিন্দুক ভাঙ্‌লে হাতের জোরে॥
সিন্দুক মাঝে নাইকো কিছু, সকল দিকেই খালি
গোপাল বলে,—"উপায় কিবা? নাই যে টাকার থলি॥"

কমলমণি তখন বলে,—"ওগো ছোট বউ!।
সাঁঝের বেলা টাকাকড়ি ধার দেবে না কেউ॥

তোমার যদি নিজের কাছে দু'চার টাকা থাকে।
দাও ছোট বৌ, মুক্ত কর এ ঘোর বিপদ থেকে॥
ছোটকী বলে,—"আমার কাছে একটি কড়াও
নেই।
তা'ছাড়া বা কোথায় যাবো? যার বা কেবে
কেই?॥"
কমলমণি তখন বলে, "কিই বা আমার আছে।
গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি সবি তোমার কাছে॥
একটি কেবল তারভাঙা নথ্ নেও নি তুমি
বোলে।
সেইটি আছে আমার কাছে, রেখে দি'ছি তুলে॥
অসময়ে সেইটি এখন দিচ্ছি আমি এনে।
সেইটি আমার লাখ টাকার ধন এই বিপদের
দিনে॥"
এই-না বোলে কমলমণি নথটি এনে দিলে।
গোপাল বলে, "ভাগ্যে তুমি নথটি রেখেছিলে॥"
এই-না বোলে গোপাল ঘোষাল লোক সবারে
বলে।
"দেরি কোরে আর কি হ'বে? তোল হরি
বোলে॥"
চার জনেতে ঘরে ঢুকে তুল্লে মোটা লাশ।
কেউ বা বলে, "এই ভার কি সইবে দুটো বাঁশ॥"
চার জনেতে যেমন তুলে বা'র্ কোরবে মড়া।
পা দু'খানা ফাড়া হোয়ে রৈলো ঘোরে জোড়া॥
কোন মতেই লাশ গলে না ছোট দোয়ার দিয়ে।
চার জনেতে আকুল হোলো মস্ত মড়া নিয়ে॥
তাই-না দেখে কমলমণি কেঁদে তখন কয়।—
"চৌকাটটে কেটে ফেলো, নৈলে সুনিশ্চয়॥—
আমার স্বামীর পায়ে, আহা, লাগ্‌বে বড় ব্যথা।
আহা! কমলমণির প্রাণে সরলতা গাঁথা॥
"চৌকাটটে কেটে ফেলো" এই কথাটা শুনে।
নয়নতারা চেঁচিয়ে বলে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে॥
"সে কি কথা, কপাট কাটা? ঘরটা হ'বে মাটি।
তা'র চেয়ে ও পা দু'খানা কর কাটাকাটি॥
মরা মানুষ চিতেয় পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যা'বে।
কাট্‌লে কি তা'র পা দু'খানা কষ্ট আবার পা'বে॥

এমন সময় যে চার জনে তুলেছিলো মড়া।
চার জনেতেই হুমড়ে পড়ে লেগে মড়ার চাড়া॥
হুড়মুড়িয়ে প'ড়্‌লো মড়া ঠিক কপাটের ধারে।
প'ড়ে গিয়েই উঠ্‌লো তেড়ে গম্ভীর হুহুঙ্কারে॥
লাফিয়ে উঠে ধর্‌লো ছুটে নয়নতারার ঝুঁটী।
এক আছাড়ে ফেল্লে ভুঁয়ে, মারে দু'তিন মুটি॥
"বাপ রে! মা রে! যাই যাই রে।" বোলে নয়ন
কাঁদে।
পালিয়ে যেতে পথ নেইকো, প'ড়্‌লো বিষম ফাঁদে
দাঁত খিঁচিয়ে রসিক বলে, "আরে হারামজাদি!।
পা কাট্‌বি! এর নাম কি পতিসেবা, বাঁদি?॥
ঘুনসী থেকে চাবি খুলে, সিঁদুক খুলে চুরি!।
রাখ্‌লি কোথা গয়না টাকা? বা'র কর্‌নয় মারি॥
এই-না বোলে রসিক যেমন তুল্লে বিষম লাথি।
গোপাল ঘোষাল দৌড়ে গিয়ে ধোল্লে রাগী হাতী
দু'হাত ধোরে আন্‌লে টেনে রসিক সেনে ঘোরে
আর সকলে টেনে টুনে রাখ্‌লে জোরে ধোরে॥
ষোল আনা ভালবাসা কোথায় উবে গেলো।
ষোল আনা রাগের নেসা প্রাণের ভিতর এলো॥
তেড়ে তেড়ে আবার বলে, "গয়না টাকা কোথা।
আন শীগ্‌গির, নৈলে গুঁড়ো এই করি তোর
মাথা॥"
ধমক শুনে নয়নতারা কেঁদে কেঁদে গিয়ে।
পুকুর থেকে টাকার হাঁড়ী আনলে প্রাণের ভয়ে॥
তাই না দেখে সকল জনে [illegible] হোয়ে গেলো।
কমল বলে, "স্বামীর মনে এতও ছলা ছিলো!॥"
খানিক পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে রসিকচন্দ্র বলে।
"গোপাল দাদা! ভাগ্যে তুমি যুক্তি দিয়েছিলে॥
নৈলে আমার দফা রফা হোতো বাঁদীর হাতে।
বানিয়ে ভেড়া রাখ্‌তো খাড়া আমায় দিনে রেতে
ধিক্ আমাকে, পুরুষ হ'য়ে এমন বোকা আমি।
ধিক্ আমাকে, আমি অতি অধম পশু কামী!॥"
এই-না বোলে রসিকচন্দ্র দুঃখভরা প্রাণে।
ক্ষমা চেয়ে বোল্লে চেয়ে কমলমণির পানে॥—
"দেবী তুমি—লক্ষ্মী তুমি—তুমি পতিব্রতা।
এই পিশাচী নিশাচরী, বিষম বিষের লতা॥

ক্ষমা কর, পতিব্রতে ! কোচ্চি আমি পণ।
আর তোমাকে দিব নাকো কষ্ট কদাচন ॥
গোপাল দাদার চরণ ছুয়ে বোল্‌ছি সবার ঠাঁই।
তুমিই শুধু পত্নী আমার, আর পত্নী নাই ॥"
তা'র পরেতে রসিকহৃদয় দারুণ ঘৃণার ভরে।
নয়নতারার গয়নাগুলো কেড়ে নিলে জোরে ॥
ছেড়া কাপড় পরিয়ে দিলে, গালে কালি চূণ।
বেশ বেশটা হোলো বেটীর, যেমনতর গুণ ॥
বাগ্‌দী মাগী দুটো ডেকে সেনজা তাঁদের কয়।—
"যা এটাকে নিয়ে; এটা পত্নী আমার নয় ॥
এই বাঁদীটের বাপের বাড়ী চন্দ্রশেখরপুরে।
বাজিয়ে কুলো ঝা নিয়ে যা চুলের ঝুঁটী ধোরে ॥"
নয়নতারা বিদেয় হোলো, চক্ষে ঝরে জল।
গোপাল ঘোষাল ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কল ! ॥

বোকা শিবে।

একের পালা।

বোকা শিবে বড্ড বোকা,
যেমন বোকা তেম্নি ন্যাকা,
কাজের বেলায় ভ্যাবাচ্যাকা,খাবার বেলায় পাকা
সেটার মত দুনিয়া খুড়ে,
কেউ নেইকো নিরেট কুড়ে,
হাট্‌তে গেলে গাঁটে ব্যথা,শোবার বেলায় খোঁকা
বোকা শিবে জেতে তাঁতি,
বুনতে নারে শাড়ী ধুতি,
পেট কিন্তু তা' বোঝে না, কেবল খোঁজে ভাত।
কাজে কাজে হেথা সেথা,
শুনিয়ে শিবে দুখের কথা,
পয়সা কড়ি কর্জ্জ কোরে মুখে তোলে হাত ॥
এই রকমে উনিশ টাকা,
ধার কোল্লে শিবে বোকা,
আসল সুদে সাতাশ টাকা তেরো আনা হ'ল।
শুধ্‌তে নারে বোকা শিবে,
আকুল হোলো ভেবে ভেবে,
সুদে খিদেয় একুসা হোয়ে বোকা শিবে ম'ল ॥
কোথেকে ফের যোট্‌লো কাল,
ভাদ্র মাসের পাকা তাল,
বোকা শিবের জিব দিয়ে লাল ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে।
তাল-ফুলুরি সবাই খায়,
বোকা শিবেও খেতে চায়,
ডাল তেল গুড় চালের গুঁড়ি নাই কিন্তু ঘরে ॥
বোকা শিবে আধ-বয়সা,
ধার পায় না আধ পয়সা,
তাল-ফুলুরি আট্‌টি আনার কমে হওয়া ভার।
তবুও শিবে ঘরে ঘরে,
ঘুরলো কত ধারের তরে,
পালটে এলো রিক্ত করে; কেউ দিলে না ধার ॥

বোকা শিবের পত্নী হেথা ব'সে পুকুর-ঘাটে।
কাণা-ভাঙা পাথর ঘটী মাজ্‌চে সিঁড়ির পাটে ॥
পঁইচে, তাবিজ, এম্নিতর রূপোর দু'চার খানা।
গয়না ছিলো শিবের বোয়ের;পাশা দু'খান সোণা
কুড়ে শিবে ঝগ্‌ড়া কোরে দু'এক খানা কোরে।
বেচে টেচে সব ক'খানাই পেটে দেছে পুরে ॥
এখন শুধু শিবের বোয়ের ভরসা রূপোর নোয়া।
তা'তেও শিবের ছোঁয়ের আশা, কিন্তু কঠিন ছোঁয়া ॥
এয়োর নিশেন হাতের নোয়া নেওয়ায় হ'বে পাপ
এই জন্যে শিবের মনে আট্‌কে আছে তাপ ॥
বলি বলি কোরেও শিবে ব'লতে নাহি পারে।
আজ কিন্তু তাল-ফুলুরি বলিয়ে দিলে তা'রে ॥
চুলকে মাথা, ভাঙা কথা আম্‌তা সুরে ধোরে।
বোল্লে এসে কাছে ঘেসে, তবুও কতক সোরে ॥
"হ্যাদ্যাখ্‌ বউ ! ভাদর মাসের দিনটে বোয়ে যায়।
তা—তা—তা—তাল-ফুলুরি প্রাণটা খেতে চায়

ধার পেনু নি একটা কড়াও, উপায় করি কি ? ।
নো গাছটা—আঁ্যা, কি বলিস্, ভালমানুসের ঝি ॥
বেচবো নাকো, বাঁধা দেবো আট গণ্ডায় থালি ।
আশ্বিন মাসেই ছাড়িয়ে দেবো, দিব্যি কোরে বলি ॥
আঁ্যা—কি বলিস্ ? ও বউ ! বউ ! ও তোর পায়ে পড়ি ।
মাইরি, আমি বেচবো নাকো পেলেও ছ'গুণ কড়ি ॥
নোড়ার নোড়া, শাখের শাখায় এয়োর নিশেন রয় ।
রূপোর নোড়া খুলতে তবে করিস্ কেন ভয় ? ॥
কাঁঠাল রসের আমসত্ত, সোনার পাথরবাটী ।
যেম্নিতর, তেম্নিতর রূপোর নোড়ার ডাটি ॥
আইতে বলি, দোষটা এতে কিছুই হবেক নাই ।
দে খুলে দে, আদর আমি হাটকে চোলে যাই ॥"
যেমন শিবে তেম্নি শিবি, তেমি দুটোর জিব ।
তাল-ফুলুরি খা'বার বেলায় সমান শিবি শিব ॥
কিন্তু রূপোর এয়ো-নোড়া খুল্লে হ'বে পাপ।
কাজে কাজে আদরমণি বোল্লে কোরে কাঁপ ॥
"একটি যোড়া কাপড় যদি বুনতে পার তুমি।
তাল-ফুলুরির যোগাড় তবে কোরে পারি আমি ॥
দেখন্-হাসির একটা টাকা ধার কোরেচি কবে ।
আসল সুদে এ মাস নাগাৎ দেড়টা টাকা হ'বে ॥
পুরোপুরি দুটো টাকা আজকে কোরে আনি ।
আড়াই টাকার একটি যোড়া কাপড় বোনো তুমি
সেই যোড়াটা হাটে বেচে শোধো যদি ধার ।
তাল-ফুলুরি কোরে পারি, নৈলে হওয়া ভার ॥"
শিবকিঙ্কর বোল্লে তখন,—"কোথায় পাবো সুতো ? ।"
আদরমণি বুঝলে তখন, সেটা কেবল ছুতো ॥
এই-না বুঝে বোল্লে আদর,—"অনেক সুতো আছে ।
বেচবে নাকো,দিব্যি কোরে বল আমার কাছে ॥
কুড়ে শিবে ভেবে ভেবে বোল্লে তখন তা'রে ।
বড্ড ব্যথা হাতে, মাকু ঠেলবো কেমন কোরে ॥

আদর বলে,—"তাল-ফুলুরির আশা তবে ছাড়ো ।
কাজের বেলায় হাতে ব্যথা,গেলার বেলায় বাড়ো॥
এই-না বোলে আদরমণি ঝামটা দিয়ে ওঠে ।
শিবকিঙ্কর শঙ্কা পেয়ে পেছ পায়েতে ছোটে ॥
দশ বারো পা পেছিয়ে গিয়ে, চেয়ে বৌয়ের পানে ।
কুঁতিয়ে বলে, "বুনবো কাপড় তাল-ফুলুরির টানে ॥"
এই-না শুনে তখন আদর,
মেজে ধু'য়ে যটী পাথর,
দেখন্-হাসির কাছে গেলো মুচকি হাসি হেসে ।
কিন্তু শিবির দেখন্-হাসি,
আর নয়কো মিষ্টিভাষী,
দেখন্ রাগী হোয়ে কড়া শুনিয়ে দিলে কোসে ॥
দেখন্-হাসির রাগের মত,
শিবির যদি রাগটা হোতো,
দেড়টা টাকা ধার থাকো আর কি এতক্ষণ ? ।
আসল সুদে ক্রান্তি কড়ায়,
চুকিয়ে দিতো ধার শিবি ত'ায়,
রাগ-সহনী আদরমণির নয়কো তেমন মন ॥
শিবির মতন পুরুষ মেয়ে,
অনেক আছে অনেক ঠেয়ে,
মহাজনের লাথি জুতো গালে[illegible] সয় ।
রাগটা হওয়া দূর হোয়ে যাক্,
বরং হেসে মুখ করে ফাক,
মড়ার চেয়েও মড়া হোয়ে চুপটি কোরে রয় ॥
লজ্জা ঘৃণা পিণ্ডিছাড়া,
শিবির চেয়েও শিবে মড়া,
এম্নিতর লক্ষ্মীছাড়া হাজার হাজার আছে ।
ধার কর্বার বেলায় সাধু,
মুখটি কোরে কাঁদু কাঁদু,
পাওনাদারে কোরে বাদু কেমন দাঁড়ায় কাছে ॥
শিবের শিবি তেম্নি হোয়ে,
মায়ামাখা কথা কোয়ে,
দেখন্-হাসির রাগটা শুষে আন্লে বশে শেষে।

কথায় কোরে মন ঠাণ্ডা,
হাত কোরে আট গণ্ডা,
গুণে গেঁথে বুঝিয়ে দিলে শিবের কাছে এসে ॥
[একের পালা হোলো।]

দুয়ের পালা।

আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে শিবে গেলো হাট।
মস্ত দু'টো তাল কিনলে, কালো ছালে কাট ॥
ঠোঁটের দুটো কোণ কুঁচকে টেনে ঠোঁটের পেট।
হিঃ হিঃ কোরে হাস্‌লে শিবে ঘাড়টা কোরে হেঁট ॥
তাল-মূল্য পয়সা ছ'টা তালবেচাকে দিয়ে।
চোল্লো শিবে কলুর বাড়ী তাল দুটোকে নিয়ে ॥
কালো পারা ছোবড়া-চেরা তালের মুখের হাসি
বোকা শিবের মুখের হাসির সঙ্গে মেশামিশি ॥
দুটো হাতের দুটো চেটোয় তাল দুটোকে ধোরে।
কাঁধের দিকে উঁচু কোরে চোল্লো কলুর ঘরে ॥
ম'ধ্যখানে শিবের মাথা, দুই দিকে দুই তাল।
তিন মুণ্ডু রাবণ যেন, সাত মুণ্ডু ঘাল ॥
তালের রঙে শিবের রঙে মিশ খেয়েচে বেশ।
তালের হাসি শিবের হাসি একই তুলির ঘেঁস ॥
এই রকমে কাঁধের দিকে তাল দুটোকে ধোরে।
শিবকিঙ্কর দাঁড়ায় গিয়ে কালু কলুর দোরে ॥
কেলে কলুর মা বুড়ীটের বয়েস বছর আশী।
দুটো চোখেই ঝাপসা দেখে, ঝরে জলের রাশি
দেয়াল-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বুড়ী চাবড়া গোবোর থেটে।
থাবড়া দিয়ে দ্যালের গায়ে লাগাচ্ছিলো ঘুঁটে ॥
ঘুঁটের গায়ে ঘুঁটে পড়ে বুড়ীর চোখের দোষে।
এক এক বার জিরোয় বুড়ী দোয়ার-গোড়ায় বোসে ॥
এমন সময় "মাসী" বোলে শিবে দিলে সাড়া।
ঘাড়টা তুলে দেখ্‌লে বুড়ী চোক্ষে দিয়ে চাড়া ॥
উপর পানে চেয়ে বুড়ী শিবকে তখন বলে।—
"ওই তিনটে তাল কিনলি কয় পয়সা মূলে ? ॥"
মধ্যিখানে শিবের মাথা, তাল দুটো দু' কাঁধে।
কলু বুড়ী পোড়ে গেলো তিনটে তালের ধাঁধে ॥
তিনটে তালের কথা শুনে শিবে বলে হেসে।—
"আনুনু দু'টো, তিনটে, মাসি ! কোথায় পেলি শেষে ? ॥"
শিবের কথা শুনে বুড়ী ভাব্‌লে মনে মনে।—
"মিথ্যে কথা বোলচে শিবে তাল তিনটে এনে ॥"
এই-না ভেবে দাঁড়ায় বুড়ী কাঁকাল ধোরে ঝুঁকে
তালটা ভেবে হাতটা দিলে বোকা শিবের মুখে ॥
শিবের মুখে লাগ্‌লো যেমন গোবোরমাখা হাত।
"উঁঃ—উঁঃ—উঁঃ !" বোলে শিবে ঘাড়টা করে কাৎ ॥
বাঁ হাতটায় যে তালটা বোকা শিবের ছিলো।
মুখ ফিরুতে ধাক্কা লেগে ভুঁয়ে পোড়ে গেলো ॥
ভূতলে তাল ধপাস্ কোরে পোড়্‌লো যেমন নীচে।
থ্যাবড়া হোয়ে তুবড়ে গেলো তিনটে ঠেঁয়ে ছিচে ॥
"হায় হায়, কি কোল্লি, বেটি ! তালটা হোলো মাটি।
ছাড়্‌বো নাকো, তেলটা নেবো যোলো আনাই খাঁটী ॥"
ছেঁচা তালের মতন শিবে মুখটো পেঁচা কোরে।
তালের শোকে গরম রোকে ঝগড়া করে দোরে ॥
বাড়ীর ভিতর ঘানীগাছে কেলে কলু ছিলো।
সোর সরাবৎ শুনে কেলে বাইরে ছুটে এলো ॥
শিবের মুখে ব্যাপার শুনে বোল্লে কেলে তবে।—
"চুপ্ কর, ভাই !—দৈবাত্তির !—রাগ্‌লে কি আর হ'বে ! ॥
পাঁচ পো তেলের এক ছটাকের দাম দিস্ নি, ভাই ! ।
গোবোরমাখা মুখ ধুয়ে ফেল্; জল আনি গে যাই ॥"
এই-না বোলে কেলে কলু এনে দিলে জল।
চেঁচে পুঁছে ধুল্লে শিবে দামড়া গোরুর মল ॥

বাজার যা'বার সময় শিবে একটা তেলের কেঁড়ে
কেলের কাছে গেছ্‌লো রেখে তলায় গুঁজে
বিঁড়ে॥
সেই কেঁড়েতে পাঁচ পোয়া তেল মেপে দিলে
কেলে।
কিন্তু ঠিকে শংরো ছটাক, পাঁচ পো মুখে
বলে॥
শিবে বলে,—"কালু দাদা! দামটা কত দেবো।
একছটাকের দাম কিন্তু বাদ দিয়ে তেল নেবো॥"
কেলে বলে, "পাঁচ ছটাকে পড়্‌তা স-চার পাই।
হিসেব কোরে বল্‌ না তবে সেরকে কত পাই?॥"
শিবে বলে,—"স-চার আনা সের-পড়্‌তা হয়।"
কেলে ভাবে,—"শিবে শালা বোকা সুনিশ্চয়॥
পাঁচ পোয়াতে স-চার আনা, কিন্তু বোকা শিবে।
চার পোয়াতে স-চার আনা ঠিক্ কোরেচে ভেবে
ভালই হোলো, এক পো'র দাম বাড়িয়ে আমি নি
মাপে আবার ছটাক তিনেক আগেই মেরেচি॥
সাত ছটাকের দামটা আমার অম্নি হোলো লাভ
এই গোরুটোয় ফাঁকি দিয়ে কিন্‌বো গোরুর
জাব॥"
এই-না ভেবে কেলে কলু শিবকে তবে কয়।—
"পাঁচ পো তেলে স-পাঁচ আনা আর সিকি পাই
হয়॥
পুরোপুরি পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে যা, ভাই!।
এক ছটাকের দাম দিনু বাদ পাক্কা সওয়া পাই॥
খুশী হোয়ে বোকা শিবে পয়সা গুণে দিয়ে।
ভাঁড়ের মুখে বোসিয়ে দিলে সেই তালটা নিয়ে॥
সতাল তেলের ভাঁড়টা কালু বিঁড়ে সমেত তুলে।
শিবের মাথার ব্রহ্মতেলোয় গোছ্‌টে ক'রে দিলে।
বাঁ হাতটার বুড়ো কোড়ে আঙুল দু'টো চেপে।
ভাঁড়ের গলা ধোল্লে শিবে শক্ত কোরে টিপে॥
আর তিনটে আঙুল তুলে তালে দিলে ঠেস্।
ডান হাতটার তালটা নিলে ডান হাতটায় শেষ॥
সেথান থেকে ময়রা বাড়ী চোলে গেলো
শিবে।
চেলের গুঁড়ি, গুড়ের কথা মনে মনে ভেবে॥

আটটি আনার দেড়টি আনা গেঁঠে আছে বাঁধা।
গুড় গুঁড়ি কি হ'বে তা'তে লাগ্‌লো বড় ধাঁধা॥
চাঁদ ময়রার দোকানখানায় সকল জিনিস্ আছে।
নগ্‌দা ধারে দুই রকমেই সে সব জিনিষ বেচে॥
শিবে গিয়ে ব'ল্লে তা'কে, "তাল কিনেচি দুটো।
এরি মতন গুড় গুঁড়ি চাই; দাও শীগ্‌গির—
ওঠো॥"
চাঁদময়রা ব্যস্ত বড় মুড়্‌কি-মাখা কাজে।
চাঁদ ময়রার মেজো পিসী পাশে মুড়ী ভাজে॥
দুটো তালের আকার দেখে মাপটা ভেবে মনে।
মালপো ভাজার গুঁড়ি দিলে ওজন দেখে শুনে॥
একো-গুড়ের ভিতর যেমন চাঁদ পুর্‌লে হাত।
শিবে বলে—"সার দিস্, ভাই! দিস্ নি শুধু
মাত॥
মাত নে যা'বার বাটি ফাটি নেইকো আমার
কাছে।
তা'তে আবার হাত দুটো, ভাই, আটকে পোড়ে
আছে॥"
চাঁদ ময়রা সারে মাতে গুড় কোল্লে বা'র।
সিঁদূর মাখা সোণা যেন, রঙ্‌টা চমৎকার॥
ওজন কোরে বোল্লে তখন,—"শোন্ রে শিবে
ভাই!।
গুঁড়ির হোলো চার পয়সা, গুড়ের বারো পাই॥"
শিবে বলে,—"সব শুদ্ধ হোলো কত দাম?।"
ময়রা বলে, "চার গণ্ডা!" শিবের ছোটে ঘাম॥
দেড় গণ্ডা পয়সা শুধু শিবের কাছে আছে।
দশ পয়সা চাই যে এখন, পা[illegible] বা কাহার কাছে॥
খানিক ভেবে বোল্লে শিবে,—"হ্যা দ্যাখ্ চাঁদ
ভাই!।
কালুকে দেবো দশ পয়সা; ছ'টা দিয়ে যাই॥
তেল তালে, ভাই! ফুরিয়ে গেছে সাড়ে ছ'টি
আনা।
দেড়টি আনা ভরসা আমার, গাঁটটা খুলে নে না॥
ময়রা বলে,—"স-সাত আনার জিনিষ নিলি
কবে
চাইতে গেলে বলিস্ খালি,—'আজ নয়—কাল
হ'বে'।

কোন্ লজ্জায় আবার, শিবে! বলিস্ ধারের কথা?।
তালে তেলে নগদ কড়ি, ধারের বেলায় হেথা॥
যা চোলে যা, হাত-ছেঁচড়া! ধার দেবো না তোকে।"
গুড় গুঁড়ি চাঁদ সরিয়ে নিলে নানানখানা বোকে॥
চাঁদ ময়রার পিসীও তখন ছুটিয়ে দিলে মু।—
"লক্ষীছাড়ার ইচ্ছা কেন ধারে খেতে-গু! ॥"
শিবে বলে,—"গু হোক্ মু হোক্, আজকে ধারে নেবো।
বুড়ো শিবের দিব্যি,মাসি, কাল চুকিয়ে দেবো॥"
চাঁদ ময়রা বোল্লে তখন, "বকিস্ কেন,শিবে?।
পুড়িয়ে হাতা দিগে ছেঁকা ও তোর মুখী জিবে॥"
শিবে ভাবে,—"মারগাওটা এলুম আমি তোরে।
ঘাটে এসে ডুব্লো ভরা আড়াই আনার তরে!॥
উঁহু—উঁহুঁ—তা হ'বে না,তালফুলুরির সাধ।
মিট্বে আমার; কা'র সাধ্যি সাধ্বে সাধে বাদ॥"
এই-না ভেবে বোকা শিবে বোল্লে তখন এই।—
"চাঁদা দাদা! ধারে আমার আর দরকার নেই॥
টাট্কা বাসী তাল-ফুলুরি খেতে ভালবাসি।
না হয় খালি টাট্কা খা'বো, নেই বা হোলো বাসী॥
দুটো তালের তাল-ফুলুরি খেতে ছিলো সাধ।
একটা তালেই তাল রাখ্বো, পূর্বে সাধের আদ॥
দেড়টি আনায় তাল কিনেছি—দুটো হাতীর মাথা।
রসে ভরা—বড্ড ভারী, যেন দু'পাট জাঁতা॥
একটা তালের তালপাটালি ক'র্বো পগার পার।
একটা তালের তাল-ফুলুরি শুধ্বে আশার ধার॥
গুড় গুঁড়ি আর কাজ কি আমার দুটো তালের মত?।
আট পয়সার গুড় গুঁড়ি দে; কাজ কি ধারের ছুতো!॥
এই নে নে রোক্ দেড় আনা,দেখে শুনে গুণে।
তেল তুলে নে আর দু'পেয়ের, গুড় গুঁড়ি দে এনে॥*
ময়রা বলে,—"এক পোয়া তেল,নগদ ছ'টি পাই।
পেলে পরে আট পয়সার জিনিষ দেবো,ভাই॥"
শিবে বলে,—"চাঁদের ফাঁদে পোড়্লো জোনাক বাধা।
তাই নিয়ে তুই চেলের গুঁড়ি গুড় দে মোরে, চাঁদা!॥"
রোক দেড় আনা, এক পোয়া তেল তৌলে চাঁদা নিলে।
আট পয়সার—(তাও টিপ্নি)—গুড় গুঁড়ি শেষ দিলে॥
শিবে বলে,—"কি কোরে নি?—দু' হাত জোড়া যে।
গামছাখানার দুটো খুঁটে এঁটে বেঁধে দে॥"
একটা খুঁটে চাঁদ ময়রা গুড়ের ঠোঙা বাঁধে
একটা খুঁটে গুঁড়ি বেঁধে দিলে শিবের কাঁধে॥
বাজার বেসাত কোরে শিবে চোল্লো এবার ঘরে।
কখন্ খা'বো তাল-ফুলুরি!—জিব সগ্বগ্ করে॥

[দুয়ের পালা হোলো।]

তিনের পালা।

তাল-ফুলুরির মালমসলা কিনে এনে শিবে।
বাড়ীর ভিতর ঢুক্লো গিয়ে; জল সোরুচে জিবে॥
"ও বৌ ও বৌ!" বোলে শিবে যেমন সাড়া দিলে।
দৌড়ে এসে আদরমণি ভাঁড় নামিয়ে নিলে॥
তাল গুঁড়ি গুড় নানায় শেষে; মুখ্টো হাসিভরা।
তাল-ফুলুরির যোগাড় ভারি, তাইতে এমন ধারা॥
তালমাড়াটা নিয়ে শিবে আপ্নি মাড়ে তাল।
আদরমণি লক্ষী সেজে ঢুক্লো হাঁড়িশাল॥

গন্‌গনাগন্‌ ধরিয়ে উনোন্‌ চড়িয়ে দিলে কড়া।
তেল ঢায়ে কড়ার খোলে ; কল্‌কলাকল্‌ সাড়া॥
গুড় গুঁড়ি আর তালের মাড়ী এক সঙ্গে গুলে।
এলাচ-গুঁড়ো, কপূর-গুঁড়ো গোলায় গুলে
দিলে॥

ঠিক্‌ঠাক্‌ সব যেমন হোলো, তখন আদরমণি।
শিবকে বলে, "তাঁত্‌শালেতে এবার গিয়ে তুমি॥
কাপড় বোনো, তাল-ফুলুরি নৈলে হ'বেক নাই।
যাও না উঠে ?" শিবে বলে,—"আচ্ছা, আমি
যাই॥"

রান্নাঘরের পাশের ঘরে শিবের তাঁতের শাল।
ঢুকলো শিবে বুন্‌তে শাড়ী,জাগ্‌চে মনে তাল॥
রান্নাঘরে আদরমণি ছ্যাঁক্‌,চোঁক্‌ চোঁক্‌ কোরে।
টপ্‌টপিয়ে তালের গোলা দিচ্চে কড়ার'পরে॥
রান্নাঘরে ছ্যাঁক্‌—চোঁক্‌—চোঁক্‌ ! তাঁতের ঘরে
শিবে।
এক এক ছ্যাঁকে এক এক বড়া গুণ্‌চে ভেবে
ভেবে॥

কাপড়-বোনা নামমাত্র, কাণটা রসুই-ঘরে।
তা'তে আবার মনটা আঁটা তালফুলুরির'পরে॥
কাজে কাজে ছ্যাঁক্‌—চোঁক্‌—চোঁক্‌ ফাঁক যায়
না কাণে।
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় গোণে
এই রকমে ক্রমে ক্রমে গুণ্‌লে এক এক পণ।
মাটির পিঠে আঁচড় কাটে, পাছে ঘটে ভ্রম॥
সব শুদ্ধ দু' পণ হোলো, পাঁচ গণ্ডা বেশী।
আশ্‌ মিটিয়ে খা'বে শিবে, মুখটো ভরা হাসি॥
তাল-ফুলুরি ভেজে আদর শিবকে এসে বলে।—
"যাও শীগগির নেয়ে এসো তাল-পুকুরের জলে॥
শিবে বলে,—"বেশ বেশ বেশ ! তেলটা
মেখে নি।
না'বার আগে পাঁচ সাতটা, হ্যাঁ বৌ ! খাবো
কি ?॥"
আদর বলে,—"ও মা ! ছি ছি ! যাই লজ্জায়
ম'রে।
মুখ ধোওয়া নেই—চান করা নেই—খাবে কেমন
কোরে ?॥"

শিবে বলে,—"গিল্‌বো নাকো, দেখ্‌বো কেমন
স্বাদ।"
আদর বলে,—"খাও না কেন !—জিবে হ'বে
দাদ॥"
শিবে বলে,—"থাক্‌গে তবে, আগেই নেয়ে আসি
পলা দুয়েক তেল এনে দাও, মাথায় গায়ে ঘষি॥"
মাথায় গায়ে তেলটা মেখে, নিমের দাঁতন নিয়ে।
শিবকিঙ্কর নাইতে গেলো গামছা মাথায় দিয়ে।
কুঁচির মতন চিবিয়ে দাঁতন, শিবে ঘষে দাঁত।
চোয়াল বেয়ে লালা ঝরে, লাগ্‌চে তা'তে হাত॥
ভাদোর মাসের বর্ষা পচা; আকাশ ঢাকা
মেঘে।
মেঘ সরিয়ে পূবের হাওয়া বই'ছে বিষম বেগে॥
এই আট্‌কা—এই চট্‌কা—এই ঝট্‌কা মেরে।
ঝর্‌ঝরিয়ে তড়্‌বড়িয়ে বৃষ্টিধারা ঝরে॥
সূর্য্যিঠাকুর গেছেন ডুবে জমাট মেঘের কোলে।
ঘোর ঘোর ঘোর আলোক আঁধার শূন্যপানে
ঝোলে॥
আকাশখানার চোখ সূর্য্যি, মেঘ সূর্য্যির নীচে।
পায় না আকাশ দেক্তে ভাল,ছানি পোড়ে গেছে।
সেই দুঃখে আকুল হোয়ে কাঁদ্‌চে আকাশ দুখে।
ছানি চু'য়ে জলের ফোঁটা প'ড়্‌চে মাটির বুকে॥
এক এক বার ঘোর যাতনায় ক'চ্চে হাহাকার।
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌—গুড়্‌ গুড়্‌—গুম ! চমক চারি
ধার॥

সাধনপুরের তাঁতিপাড়ায় বোকা শিবে থাকে
বৃষ্টিজলে গ্রামের মাটি বোদ্‌লে গেছে পাঁকে॥
কাঁচা মাটি দিন রাত্তির খেয়ে মেঘের জল।
জলে কাদায় একসা হোয়ে বন্ধ চলাচল॥
অন্য সময় বোকা শিবে পথে হাঁটার কালে।
কাদা ঘাঁটার ভয়ে অনেক বুঝে সুঝে চলে॥
দেখে দেখে এঁকে বেঁকে থেমে থেমে যায়।
আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি তাল-পুকুরে ধায়॥
পা দু'খানা চোল্‌চে শিবের, চোল্‌চে যেন বক।
ফেলার সময় পিঁচ্‌—প্যাঁচ—চিক্‌ ! তোলার
সময় ভক্‌॥

প্রায় হাতটাক পা দু'খানা কোথাও কাদায় বসে।
মুখ খিঁচিয়ে শিবকিঙ্কর হেঁচ্‌কে তোলে কোসে॥
এই রকমে ক্রমে ক্রমে তাল-পুকুরে গিয়ে।
বাঁধা ঘাটের পৈঠে বোয়ে উঠ্‌লো শিবে নেয়ে॥
গামছাখানা নিঙ্‌ড়ে নিয়ে হাত পা মাথা মোছে
থাবা দিয়ে গাম্‌ছাখানা আবার নিলে কেচে॥
গামছাখানা পোরে শেষে কাপড়খানা ছাড়ে।
কাপড়খানা কেচে নিলে ইটের রাণার পাড়ে॥
বেশটি কোরে পাকুটি দিয়ে জল নিঙ্‌ড়ে ফেলে।
ঝেড়ে ঝুড়ে ফর্দ্দা কোরে কাপড় মাথায় দিলে॥
যেমন কোরে গিয়েছিলো, ঠিক তেম্নি কোরে।
ফেরার সময় এলো নাকো, একটু এলো ধীরে॥
রোদ নাইকো একে, আবার বৃষ্টি পড়ে তা'য়।
বাইরে কাপড় শুকুৎ দেওয়া বড্ড বিষম দায়॥
কাজে কাজে ঘরের দাওয়ায় চালের বাতায় গুঁজে।
খুট দুটোকে, কাপড়খানা ঝুলিয়ে দিলে নিজে॥
আর একখান শুক্‌নো কাপড় গামছা ছেড়ে পরে।
বর্ষাকালের শুক্‌নো কাপড়, বদ্‌ গন্ধ ওড়ে॥
সেই কাপড়খান আদরমণির, ডুরে লালা কালা।
জরদা রঙের আঙুল চেরেক পাছা-পাড়ের মালা॥
সেই শাড়ীখান পর্‌লো শিবে এঁটে কাঁছার গোছা।
আধেকখানা গায়ে দিলে, কোল্লে নাকো কোঁচা॥
মেঘলা একে, আবার তা'তে মাথায় বড় চুল।
হাতে ক'রে কেবল ঝাড়ে চালিয়ে আঙুল হুল॥
শ্বেতচন্দন ঘষা ছিলো দিন দুয়েকের বাসী।
গুলে নিলে জল মিশিয়ে আদরমণির দাসী॥
আয়না ধোরে ধীরে ধীরে কালো কপালময়।
শ্বেতচন্দন থাব্‌ড়ে দিলে; ঢাকুলো ভুরুদ্বয়॥
কাণের গোড়ায় খানিক ঘ'ষে কণ্ঠে দিলে ফোঁটা
খানিক নিয়ে লেপে দিলে থ্যাবড়া বুকের পাটা॥
এই রকমে মনের মত বেশ ভুষোটা কোরে।
তাল-ফুলুরি খেতে শিবে ঢুক্‌লো রসুই-ঘরে॥

[তিনের পালা হোলো।]

চারের পালা।

রান্না-ঘরের ভিতর গিয়ে
বোকা শিবে দেখে চেয়ে,
ঘুঁটের ধোঁয়ায় তুঁষের ধোঁয়ায় পূর্ণ রসুই-ঘর।
দাঁড়িয়ে থাকে সাধ্যি কা'র,
চোখ কর্‌ কর্‌ করে তা'র,
ধোঁয়ার ঝাঁঝে নাক চিন্‌চিন্‌, চক্ষু দর দর॥
সিঁট্‌কে কপাল, চক্ষু বুজে,
নীচু পানে ঘাড়টা গুঁজে,
থপাস্‌ কোরে ভুঁয়ের'পরে শিবকিঙ্কর বসে।
ধোঁয়ার গতি নীচে থেকে,
ক্রমেই জমে উর্দ্ধ দিকে,
উপর ঘোলা, তলা খোলা; হাওয়ায় ধোঁয়া মেশে॥
শিবকিঙ্কর যেমন মুড়ে,
বোস্‌লো রসুই-ঘরের ভুঁয়ে,
আদরমণি ভাঙা পিঁড়ে বোস্‌তে দিলে তা'কে।
বোল্লে আদর আদর কোরে,
"একটু বোসো, ফেনটা ঝেড়ে,
তাল-ফুলুরি দিচ্চি আমি; ভাতটা যা'বে এঁকে॥"
আদরমণির কথা শুনে,
শিবকিঙ্কর আপন মনে,
ঘাড় মুড়িয়ে তালি দিয়ে গাইলে হেঁকে হেঁকে।
সুরে সুরে ছড়াছড়ি,
সুর ছাড়্‌চে ভাতের হাঁড়ী,
চোঙা-মুখে সুর ছাড়্‌চে আদর উনুন ফুঁকে॥

"কা'র ভাবে নদের এসে, কাঙালবেশে,
গউর হ'য়ে বোল্‌চো হরি?
রইলো রে তোর গুঞ্জামালা, শিকের তোলা,
কোথায় রে তোর তাল-ফুলুরী?
(খুড়ি) রাইকিশোরী?॥"

শিবকিঙ্কর এই গান্‌টা এক পাল্‌টা গেয়ে।
ফের পাল্‌টায় উঠ্‌লো কেসে ঘুঁটের ধোঁয়া খেয়ে॥
খক্‌ খক্‌ খক্‌ মুখে কাসে, বক্‌ বক্‌ বক্‌ বকে।
কালো পানা মুখটা রাঙা, জল্‌ ফুট্‌লো চোকে॥

চোটে উঠে বেরোয় ছুটে রান্না-ঘরের দোরে।
মুখটো মোছে, চোক্‌টো মোছে ডুরের আঁচল
ধোরে॥
এমন সময় আদরমণি গেলে ভাতের মাড়।
"তাল-ফুলুরি খা'বে এসো" বোলে দিলে সাড়॥
শিবে বলে,—"বাইরে খাবো, বড্ড ধোঁয়া ঘরে।"
আদরমণি তাল-ফুলুরি দিয়ে গেলো দোরে॥
একুটা খোরার আধটা ভোরে তাল-ফুলুরি দিলে।
শিবকিঙ্কর এক এক কোরে সকল গুণে নিলে॥
চাট্টেতে হয় এক গণ্ডা, বিশ গণ্ডায় পণ।
এম্নি কোরে গুণে শিবের চোম্‌কে ওঠে মন॥
"ও বৌ! ও বৌ!" বোলে শিবে ডাক্‌লে বড়
রুখে।
আদর বলে—"জল নিয়ে যাই; দাও না দু'টো
মুখে॥"
শিবে বলে,—"হাত্তোর জল! আয় শীগ্‌গির
হেথা।
নে আয়, মাগি! তাল-ফুলুরি আর রেখেছিস্
কোথা?॥"
বেরিয়ে এসে আদরমণি বলে শিবের কাছে।—
"তাল-ফুলুরি সব দিয়েচি; আবার কোথায়
আছে?॥"
শিবে বলে মুখ খিচিয়ে,—"হুঁ হুঁ!—বটে
বটে!।
আচ্ছা, আমি দেখ্‌চি গুণে খড়ির আঁচড় কেটে॥"
এই-না বোলে শিবকিঙ্কর চালের বাতা থেকে।
টুকরো খড়ি নিয়ে ভূ'য়ে চক্র নিলে এঁকে॥
হিজিবিজি আঁখর কেটে বিড়্ বিড়্ বিড়্
বোকে।
দৈবজ্ঞির মতন শিবে বোল্লে তখন হেঁকে॥—
"একটা ফুলের নামটা কোরে চক্ষু দু'টো বুজে।
রামচন্দ্রের একুটা ঘরে আঙুল দে তো গুজে॥"
"চাঁপা" বোলে চক্ষু বুজে তখন আদরমণি।
একুটা ঘরে হাতটা দিলে; শিবে বলে,—"গুণি॥"
একটুখানি বিড়্‌বিড়িয়ে শিবে তখন কয়।—
"পাঁচ গণ্ডা দু'পণ বড়া, একটিও কম নয়॥
আমায় শুধু বিশ গণ্ডা আর দশটা দিয়ে।
সব দিয়েচিস্ বলিস্ কেন, সিঁদেল চোরের মেয়ে
কোথায় আছে, নে আয় কাছে, চুন্নী পেটুক
মাগী!।
নৈলে নোলায় ছ্যাঁকা দিয়ে কোরে দেবো দাগী॥
শিবের মুখে এরূপ শুনে আদরমণি ভাবে।—
"এ মিন্সে দৈবজ্ঞির কাজ শিখ্‌লে কবে!॥
সত্যিই তো পাঁচ গণ্ডা দু'পণ তালের বড়া।
খড়ি কেটে সটেপটে ধোল্লে আগাগোড়া!॥
ইচ্ছে ছিলো, আধেক দিয়ে, আধেক নিজে
খা'বো।
এর কাছেও ফের দশ বারোটা অক্লিশ্যিই
পা'বো॥
কে জানে মা! মিন্সে আবার দৈবজ্ঞি হোয়ে।
তাল-ফুলুরি ধোরবে গুণে খড়ির আঁচড় দিয়ে॥
কুড়ে বোকা—ছেয়ে ঢাকা আড়রা এমন ধারা।
তা' জানি নি! আজকে আমায় কোল্লে লাজে
সারা॥
বিশ গণ্ডা দু'পণ বড়া হাঁড়ীর ভিতর ভোরে।
ঘুঁটের মাচায় রেখে দিচি ঘুটে ঢাকা কোরে॥
এখন যদি মিথ্যে বোলে সত্যি কথা ঢাকি।
মিন্সে আবার আঁচড় কেটে ধোরবে আমার
ফাকি॥"
এই-না ভেবে আদরমণি বোল্লে ধীরে ধীরে।
"আন্‌তে আমি ভুলে গেচি, তোমার মাথার
কিরে॥
খা'বার তরে অধীর তুমি, তাড়াতাড়ি তাই।
আধেক এনে সব বোলেচি, ভুলটো বোলে ছাই।
খেতে তুমি সুরু কর, আন্‌চি আমি বাকি।
পত্নী হোয়ে সোয়ামীকে দিতে পারি ফাকি?॥"
শিবে বলে, "আর কাজ নি সরফরাজি কোরে।
আন্ শীগ্‌গির বাকী বড়া,খাই পেট্‌টা ভোরে॥
বিশ গণ্ডা দশটা বড়া আদর দিলে এনে।
শিবকিঙ্কর 'জয় জনার্দন!' কোল্লে সুরু গুণে॥
আশ মিটিয়ে চব্‌চবিয়ে গব্‌গবিয়ে খায়।
আদরমণি এক এক বার দূরে থেকে চায়॥

শাঁগুবদের শিবির-দ্বারে ঘোর রজনীকালে।
দ্রোণ-কুমারের অস্ত্রগুলো শিব ফেল্লেন গিলে ॥
তেম্নি কোরে শিবকিঙ্কর তালফুলুরিগুলো।
টপ্‌টপাটপ্‌ গপ্‌গপাগপ্‌ গিল্‌চে যেন তুলো ॥
এই খোরাতে—এই হাতেতে—এই মুখেতে
ঢোকে।
এই চব্‌চব্‌—এই কোঁৎ কোঁৎ—এই তলালো
ঢোকে ॥
শিবকিঙ্কর বোকা কুড়ে অপর কাজের কালে।
ঠিক্‌ বিপরীত তালফুলুরির বংশ যখন গেলে ॥
ক্রমে ক্রমে তালফুলুরি কোল্লে শিবে পার।
ছিটে বেড়ার পেট্‌টা হোলো 'কিস্তুত কিমাকার'
চাপ্‌লে পরেও পেট্‌ নোয় না, শক্ত যেন ইট।
পেট ঝুলিয়ে বোস্‌তে নারে, কাজেই সোজা
পিঠ ॥
গণ্ডা সাতেক তালফুলুরি উঠ্‌লো না আর পেটে
গোটা কএক বোয়ের তরেও রাখ্‌তে হ'বে বটে ॥
কাজে কাজেই শাপে বরে গণ্ডা সাতেক বড়া।
খোরার কোলে রৈলো পোড়ে, কতক চোঁড়া
পোড়া ॥
এই এক ঢোঁক জল্‌টা খেয়ে,ঢেঁকুর তুলে শিবে।
ঘটী নিয়ে মুখ্‌টো ধু'তে নীচে গেলো নেবে ॥
আঁচিয়ে এসে বোল্লে শিবে,—"আজ্‌কে আমি,
বউ!।
ভাত খা'বো না" বোলেই ঢেঁকুর তুল্লে হেউক্‌
—হেউ ॥
মনে চোটে মুখে মিঠে বোল্লে আদর ভেবে।—
"সাত গণ্ডা তাল-ফুলুরি, খেয়ে ফেলো তবে ॥"
শিবে বলে,—"আরে ছি ছি! অমন কেন কও।
ভাজ্‌লে তুমি তাল-ফুলুরি খা'বার কি কেউ নও ॥
নিতন্তই সাত গণ্ডা খেতে যদি নারো।
দশ বারোটা আমার তরে রাখ্‌তে তবে পারো ॥
রেতের বেলায় খিদে হোলে পেটে দেবোফেলে।
কিন্তু আমি তুষ্ট হবো তুমি সকল খেলে ॥"
আদরমণি খোরা নিয়ে,
রান্না-ঘরের ভিতর গিয়ে,
সাত গণ্ডা তাল-ফুলুরি এক এক কোরে খেলে।
মনের আশা রইলো মনে,
সাত গণ্ডা পেটের কোণে,
রইলো পোড়ে; কতক হোতো বিশ গণ্ডা পেলে ॥
ভাত ব্যান্নন কাজে কাজে,
আদরমণি পেটে গুঁজে,
খিদের জ্বালার হাত এড়া'লে যেমন তেমন
কোরে।
শিবকিঙ্কর ভুড়ুক্‌ ভুড়ুক্‌,
আচ্ছা কোরে টেনে গুড়ুক্‌,
মাদুর পেতে রইলো শু'য়ে গিয়ে তাঁতের ঘরে ॥
ক্রমে ক্রমে বেলা গেলো,
ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে এলো,
ক্রমে ক্রমে রাত্তি হোলো, আঁধার চারি ধার।
তা'র পরেতে ক্রমে ক্রমে,
রাত্রিদেবী ধরার সীমে,
ছেড়ে দিয়ে চোলে গেলো সাত সমুদ্র পার ॥
[চারের পালা হোলো।]

পাঁচের পালা।

রাতের শেষে সবার আগে ভাঙ্‌লো উষার
ঘুম।
ডাক্‌লো উষা,—"ওঠ রে পাখী!" পোড়্‌লো
সাড়ার ধুম ॥
রেতের বেলা যতেক পাখী ভিজেছিলো গাছে।
ডানা ঝেড়ে ডাক্‌লো এখন উষায় পেয়ে কাছে ॥
সাধনপুরের গাছগুলোতে পাখীর গলার সাড়া।
শিবের পেটে তাল-ফুলুরির কল্‌ কল্‌-কোঁ তাড়া ॥
পেট্‌কো শিবের পেট্‌টা ফেঁপে কুপিত বেয়ের
ঠেলা।
টক্‌ গন্ধ চোঁড়া ঢেঁকুর উঠ্‌চে চিরে গলা ॥
বদ্‌হজমি—গিজ্‌ গিজ্‌ গিজ্‌—গজ্‌ গজ্‌ গজ্‌
পেটে।
বুকে পেটে একসা হোয়ে নিটোল হোয়ে ওঠে ॥
"সামাল্‌ সামাল্‌" বোলে শিবে টিপে মলদ্বার।
ঘটী নিতে সয় না দেরি, গেলো বাড়ীর বা'র ॥

কাঁটা খোঁচা জল বা কাদা নাইকো কিছুর হুঁস।
ইংরেজকে তেড়ে যেন আস্‌চে ভালুক রুস॥
ইচ্ছে শিবের পথের পাশে বাহ্যে বোসে পড়ে।
কিন্তু যদি শব্দ ওঠে, আস্‌বে লোকে তেড়ে॥
আবার তাতে এক এক কোরে লোক জাগ্‌চে গাঁয়ে।
বসি বসি কোরেও শিবে বোস্‌তে নারে ভয়ে॥
উহু—উহু কোরে শিবে সন্‌সনিয়ে চলে।
এমন সময় একটা লোকে "কোৎ যাচ্ছিস্" বলে॥
শিবের কি আর কথা ফোটে, চক্ষু কি আর ওঠে?।
ঘাড় নাড়াতে সাড়া দিয়ে বড়ায়, তাড়ায় ছোটে
আরো খানিক গিয়ে শিবে একটা ঝোপে ঢোকে।
সামলাতে আর পাল্লে নাকো এত চেপেও রেখে
কাপড়খানা খারাপ হোলো, মুখ বিশ্রী কোরে।
আসসেওড়ার বনে শিবে বোস্‌লো মাটি ধোরে॥
যেমন বসা, অম্নি খসা; বায়ুর তাড়ার সাড়া।
হরেক রকম ডাক ডাকুনি শাঁখ ডাকুনির ছড়া॥
টাটকা-জাগা পাখিগুলো বোসেছিলো ডালে।
আওয়াজ শুনে কাওয়াজ ভেবে পালায় পালে পালে॥
আস্‌সেওড়ার ঘুপ্‌সি ঝোপে একটা ধাড়ী ভেড়া
ভোরের বেলায় ঢুকেছিলো পেয়ে ষাড়ের তাড়া॥
ছুটোছুটির সময় সেটা লতায় জড়া হোয়ে।
আট্‌কে পোড়ে দাঁড়িয়েছিলো চুপ্‌টি কোরে ভয়ে॥
বাহ্যে-বসা পেট্‌কো শিবের মল দোয়ারের ডাকে
ভ্যা ভ্যা কোরে উঠ্‌লো ডেকে জড়িয়ে লতার পাকে॥
পেছোন্ দিকে আচম্বিতে উঠ্‌লো আওয়াজ ভ্যা ভ্যা।
বোকা শিবে চোম্‌কে দাঁড়ায় ভয়ে বোলে "ব্যা ব্যা!"॥
ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে—লতায় বেড়া ভেড়া।
রক্ষে হোলো, চক্ষু হোলো আবার নরম মোড়া॥
ধক্‌ধকানি বুকটো থেকে মিলিয়ে গেলো ফের।
আবার শিবে বোস্‌লো ভুয়ে মিটিয়ে দিতে জের॥
তা'র পরেতে সেখান থেকে গেলো দীঘির জলে।
জলশৌচটো সেরে নিয়ে কাপড় কেচে ধুলে॥
ভিজে কাপড় পোরে শিবে ফিরে এলো বাড়ী।
খানিক থেকেই বাহ্যে আবার গেলো তাড়াতাড়ি॥
ঘণ্টা তিনের মধ্যে শিবে আনাগোনা কোরে।
চার পাঁচ বার বাহ্যে গেলো; পেট্‌টা ক্রমে ধরে

[পাঁচের পালা হোলো।]

ছয়ের পালা।

দুপুর বেলা আদরমণি পাথরবাটি নিয়ে।
দেখন্-হাসির বাড়ী গেলো,
দেখন্ হাসি কাছে এলো,
আদর বলে,"বাঁচা, দিদি! ঘোল একটু দিয়ে।"
দেখন্-হাসি বোল্লে তা'কে,
"ঘোল নিবি লো কিসের পাকে,"
আদর বলে,—"কাল মিন্সে তাল-ফুলুরি খেয়ে।
সারা হোলো হেগে হেগে,
ঘোল্ নেবো, বোন্, তা'রি লেগে,
ভাত খা'বে না,চিড়ে খা'বে টাট্‌কা ঘোলে দিয়ে
দেখন্-হাসি গয়লা জেতে,
দইটে রাখে রেতে পেতে.
সকাল বেলা মাখন তোলে নিজের হাতে মোয়ে
আদরমণির কথা শুনে,
বোল্লে তারে রুষ্টমনে,
ঘোল নেইকো, যা' চোলে যা', বোল্‌গে তা'কে গিয়ে।
আপ্‌নি মরি নিজের জ্বালায়,
মাগী এলো দুপুরবেলায়,
হাঁদোল বোঁদোল বাটি নিয়ে অম্নি নিতে ঘোল।
আদর বলে, "দেখন্ দিদি,
নিতন্তই না দিস্ যদি,
মিষ্টিমুখে বল্ না কেন; কেন কড়া বোল?॥"

দেখন্‌-হাসি বোল্লে তা'রে,
"বকিস্‌ কেন যা' না ফিরে,
ভেড়া আমার কোথায় গেলো, ম'চ্চি আমি ভেবে।
কেউ চুরি কি কোরে নিলে,
কিম্বে তা'কে শ্যালে খেলে,
ম'চ্চি ভেবে, মাগী বলে ঘোল একটু দেবে? ॥"
দেখন্‌-হাসির কথা শুনে আদর তখন কয়।—
"সেই ভেড়াটা! আহা আহা! দশ সেরের কম নয়! ॥"
এই-না বোলেই আদরমণির পোড়ে গেলো মনে।
তা'র সোয়ামী খড়ি পেতে বেশ্‌ গুণ্‌তে জানে ॥
দেখন্‌-হাসির পানে চেয়ে আদর বলে,—"দিদি!।
মিন্সে আমার গুণ্‌তে জানে, তা'কে গণাস্‌ যদি ॥"
এই না বোলে আদরমণি তাল-ফুলুরির কথা।
বোল্লে তা'কে এক এক কোরে ঘোট্‌লো যথা যথা ॥
প্রথম প্রথম দেখন্‌-হাসির লাগ্‌লো নাকো মনে।
বোকা শিবে দৈবজ্ঞি! খড়ি পেতে গণে! ॥
"হোক্তেও পারে—নাও বা পারে" দুটোই ভেবে শেষে।
দেখন্‌-হাসি ভাব্‌লে খানিক, লাগ্‌লো তবু দিশে ॥
এমন সময় গউণ দেখে শিবকিঙ্কর নিজে।
সেথায় এলো পেটে দিয়ে গাম্‌ছাখানা ভিজে ॥
কাছাকাছি এসে শিবে হেঁকে তখন কয়।—
"দেও না ধুয়ে দোয়ের হাঁড়ী, ঘোল যদি না হয় ॥"
আদরমণি বোল্লে তখন, "ঘোলের কথা রাখো।
দেখন্‌হাসির সেইটে কোথা খড়ি পেতে দেখো ॥
এত খানিক বেলা হোলো, খুঁজ্‌লে কত দিক্‌।
তবুও তা'কে পাচ্চে নাকো; গুণে কর ঠিক্‌ ॥"
ভেড়া গোণার কথা শুনে শিবকিঙ্কর ভাবে।—
"মুক্ষু আমি, জ্যোতিষ-গোণা শিখ্‌মুই বা কবে। ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর পত্নীকে তা'র বলে।—
"খড়ি পেতে গুণ্‌তে পারি কে এয়্‌ বোলে দিলে? ॥"
আদর বলে,—"বোল্‌নু আমি।" শিবে বলে,—"কেনো?।"
দেখন্‌-হাসি বলে, "আমি শুনন্ন, তুমি জানো ॥
কাল্‌কে নাকি তাল-ফুলুরি ঠিক্‌ কোরেচো গুণে?।"
শিবে ভাবে,—"এই বার রে সার্‌লে আমায় প্রাণে! ॥
এখন যদি মনের কথা পেকাশ কোরে বোলি।
গুমোর ভেরোম ভেঙে যা'বে; ফিকির কিবে খেলি ॥"
এই-না ভেবে বোকা শিবে চুপ্‌টি কোরে রয়।
গউণ দেখে দেখন্‌-হাসি তখন তা'রে কয় ॥—
"খড়ি পেতে গুণে বল কোথায় ভেড়া মোর।"
শিবে ভাবে,—"কাট্‌লো আমার গোলোক-ধাঁধার ঘোর ॥
ভোরের বেলায় বাহ্যে গিয়ে সেওড়া-গাছের ঝোপে।
গোণার জিনিষ দেখেছি রে, গুণ্‌বো এ বার দাপে ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর হেসে তখন বলে।—
"পেট্‌টা আগে ঠাণ্ডা কর একটি খোরা ঘোলে
তা'র পরেতে বোল্‌বো গুণে ভুঁয়ে পেতে খড়ি।"
দেখন্‌-হাসি ঘোল্‌টা এনে দিলে তাড়াতাড়ি ॥
ঘোলে গুলে মুণ্‌ খানিকুটে দিয়ে চোঁচা টান।
পেট ঠাণ্ডা কোরে শিবে জুড়িয়ে নিলে প্রাণ ॥
তা'র পরেতে ভুঁয়ে বোসে বোল্লে,—"খড়ি আনো।"
খড়ি এনে দেখন্‌-হাসি বোল্লে, "তবে গোণো ॥"
বোকা শিবে খড়ির আঁচড় পাড়্‌বে যেমন ভুঁয়ে।
এমন সময় আদর বলে, খড়ি কেড়ে নিয়ে ॥—
"হান্দ্যাখ্‌ ভাই দেখন-হাসি! ভেড়া গোণার আগে।
পরিচ্ছদের কত দিবি গণক্কারের লেগে? ॥"

দেখন্ বলে, "তোদের কাছে ছুটো টাকা পা'বো
একটা মাসের সুদ্‌টো আমি সবটা ছেড়ে
দেবো ॥"
আদর বলে,—"তা' হ'বে না, তা' হ'বে না,
ভাই!।
ছুটো টাকা ছাড়ো,নৈলে একটা টাকাও চাই ॥"
দেখন্-হাসি চোম্‌কে বলে,—"তা'ও কি কখন্
হয়?।"
আদর বলে, "ভেড়া গোণাও অম্নি তবে নয় ॥"
এই-না বোলে আদরমণি শিবকে তখন বলে।—
"যোলের কড়ি কাল্ দে যা'বো; আজকে চল
চোলে ॥"
খড়ি ফেলে উঠ্‌লো শিবে বুলিয়ে পেটে হাত।
দেখন্-হাসি বুঝলে তখন দেখন্-হাসির ধ্বত ॥
কাজে কাজে বোল্লে তখন গয়লা দেখন্-হাসি।
"ভেড়া পেলে একটা টাকাই দেবো, ভোঁদার
মাসি ॥"
গোটা চারেক সাক্ষী মেনে আদরমণি তবে।
শিবকে বলে, "এ বার গোণো ঠিক্‌টি কোরে
ভেবে ॥"
এই-না শুনে বোকা শিবে ভাব্‌লে মনে মনে।
"আদর আমার চালাক বড়, টাকা নিলে টেনে ॥
বুদ্ধিখানা কিন্তু আমার যা'রপরনেই বোঁচা।
নৈলে কি আর হলুম রাজী যোলে দিয়ে চোঁচা ॥"
এই-না ভেবে শিবকিঙ্কর বোল্লে তখন হেঁকে।
"আন খড়ি, গুণে দেখি রাশ্‌চক্র এঁকে।"
খড়ি নিয়ে বোকা শিবে দাগ আঁক্‌লে ভুঁয়ে।
দেখন্‌হাসি একটা দাগে হাতটা দিলে মুড়ে ॥
শিবে বলে, "এক্‌টা ফুলের নামটা কর আগে।"
দেখন্‌হাসি "গোলাপ" বলে হাতটা রেখে দাগে
বিড়্ বিড়্ বিড়্ কোরে শিবে বোক্‌লে খানিক
ক্ষণ।
তা'র পরেতে বোল্লে হেঁকে,—"শোনো, সকল
জন! ॥
এখান থেকে ঈশেন কোণে বড় দীঘির ধারে।
আস্‌শ্যাওড়ার ঝোড়ে ভেড়া বাঁধা লতার ডোরে॥"

শিবের মুখে এই-না শুনে দেখন্‌হাসি ধায়।
আর যে সবাই সেথায় ছিলো, তা'রাও ছুটে
যায় ॥
লম্বা ঠ্যাঙে ওবোন্ ভেঙে ঝোপের ভিতর গিয়ে
দেখ্‌লে খুঁজে ভেড়া আছে লতায় বাঁধা হোয়ে ॥
দেখন্‌হাসি কাছে গিয়ে ডেকে স্নেহের ডাক।
তাড়াতাড়ি খুল্লে ভেড়া ছিঁড়ে লতার পাক ॥
চাদ্দিকেতে বোকা শিবের পসার বেড়ে গেলো।
সাধনপুরের ঘরে ঘরে যশটা চাউর হোলো ॥
গ্রাম ছাড়িয়ে অপর গ্রামে নাম-ডাক্‌টা ছোটে।
সর্ব্বশেষে বিষ্ণুপুরের রাজার কাণে ওঠে ॥
[ছয়ের পালা হোলো।]

সাতের পালা।

সাত আট দিন অতীত হোলো, কোথাও
কিছুই নাই।
ন' দিনের দিন ছু'জন পাইক এলো শিবের ঠাঁই
সকাল বেলায় দোয়ার-গোড়ায় বোকা শিবে
বোসে।
গুড়ুক তামাক টান্‌তেছিলো দম্‌টা দিয়ে কোসে
পাইক ছু'জন সেইখানেতে এসে তাড়াতাড়ি।
বোল্লে তা'কে, "ওহে শিবু! চল রাজার বাড়ী ॥"
আচম্বিতে রাজার বাড়ীর নাম্‌টা শুনে শিবে।
অবাক্ হোয়ে রইলো খানিক আকাশ পাতাল
ভেবে ॥
তা'র পরেতে বোল্লে শিবে পা'কের পানে চেয়ে।
"রাজার বাড়ী?—কোন্ রাজা হে? বল, পাইক
ভেয়ে? ॥"
রাধু মাধু ছু'জন পাইক; রাধু তখন বলে।—
"বিষ্টুপুরের রাজার বাড়ী, চল ত্বরায় চোলে ॥"
শিবে বলে, "দরকার কি?" রাধু বলে, "আছে।"
মাধু বলে,"বোল্‌বো কত? শুন্‌বে রাজার কাছে॥"
শিবে বলে,—"আপদ বিপদ ঘোট্‌বে কি মোর,
ভাই? ॥"
মাধু বলে, "দুর পাগ্‌লা! নয় সে তেমন ঠাঁই ॥"
আদরমণির কাছে গিয়ে শিবে তখন কয়।
"ডাক্‌চে আমায় বিষ্টুপুরের রাজা মহাশয়।

যাই কি, না যাই, ভাব্‌চি আমি, বুঝ্‌তে কিছুই নারি।"
আদর বলে, "যাও শীগ্‌গির, আর কোরো না দেরি ॥
হয় তো কোনো চাকরি পা'বে, বরাং ফিরে যাবে
বেরিয়ে পড় দুর্গা বোলে, মোচ্চো কেন ভেবে ॥"
আদরমণির যুক্তি নিয়ে "জয় মা কালি !" বোলে
পা'ক সঙ্গে শিবকিঙ্কর হন্‌হনিয়ে চলে ॥
যথাকালে বিষ্ণুপুরে হোলো উপস্থিত।
রাজ-দরবার দেখে শিবের চিত্ত সশঙ্কিত ॥
ঘাড় নুইয়ে বোকা শিবে যুড়ে যুগল হাত।
ভুঁয়ের উপর মাথা মুড়ে কোল্লে প্রণিপাত ॥
একটি ধারে দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যালফেলিয়ে চায়।
লাগ্‌লো শিবের ভ্যাবাচ্যাকা ; কাঁপ্‌লো ভয়ে কায় ॥

রাজমন্ত্রী বোল্লে তখন, "এই লোক্‌টা কে ?"
রাধু মাধু উত্তোর দিলে ,—"সেই গণিয়ে এ ॥"
এই-না শুনে রাজমন্ত্রী, মহারাজের মনে।
লাগ্‌লো বড় খট্‌কা শিবের মূর্ত্তি দেখে শুনে ॥
খানিক ভেবে রাজমন্ত্রী শিবকে তখন বলে।—
"বড়া, ভেড়া, ওহে বাপু ! তুমিই গুণেছিলে ? ॥"
"আজ্ঞে—মশয়।" বোলে শিবে উত্তোর দিলে ভয়ে।
রাজমন্ত্রী বোল্লে তখন শিবের পানে চেয়ে ॥
"মহারাজের ছেলের গলার উজল হীরের হার।
আজ তিন দিন চুরি গেছে, খুঁজে পাওয়া ভার ॥
হার-চোরকে ধর তুমি ভুঁয়ে খড়ি পেতে।
দোল্লে পরে খোস্‌-বক্‌শিস্‌ পার্‌বে তুমি পেতে ॥
কিন্তু যদি ধোত্তে নারো, তবে তোমার শির।
রাজ-হুকুমে দু'খান হ'বে, মনে জেনো স্থির ॥"
এই-না শুনে বোকা শিবের চোম্‌কে ওঠে প্রাণ।
আঁউ মাউ কোরে আঁংকে ওঠে, গায়ে ছোটে ঘাম ॥
বোকা শিবের মূর্ত্তি দেখে মন্ত্রী তখন কয়।—
"খড়ি পেতে গোণো তুমি, কোচ্চো কেন ভয় ?॥"

শিবে বলে, "মন্ত্রী মশয় ! আজ্‌কে গোণা থাক্‌।
গোণার সময় উৎরে গেছে, লগন হ'ল ফাঁক ॥"
মন্ত্রী বলে,—"আচ্ছা, বাপু ! কাল্‌কে গোণা হ'বে।
কিন্তু তোমায় আজ্‌কে হেথায় থাক্তে হ'বে তবে ॥"
এই-না বোলে রাজমন্ত্রী হুকুম দিলেন পা'কে।—
"আজকে একে লাগিয়ে তালা ঘরে দিগে রেখে ॥
রাজমন্ত্রীর হুকুম পেয়ে রাধু মাধু মিলে।
একটা ঘরে শিবকে পুরে তালা এঁটে দিলে ॥
খাবার দাবার দেওয়া হোলো, শোবার তোষোক খাট।
ঘোট্‌লো শিবের ঘোর সঙ্কট ! ধোল্লো প্রাণে ফাট ॥
ক্রমে ক্রমে দিন ফুরুলো, সন্ধ্যে এলো ধীরে।
ঘরের ভিতর শিবকিঙ্কর ভাস্‌চে নয়ন-নীরে ॥
সাম্নে পোড়ে খাবার দাবার, ঘটী ভরা জল।
খাট মশারি তোষোক্‌ বালিশ, কোল্কে হুঁকো নল
হতাশ হোয়ে শিবকিঙ্কর কিছুই ছুঁলে না।
প্রাণ-পাখীটি উড়ে যা'বে, মুখটো ভয়ে হাঁ ! ॥
তালা আঁটা আঁধার গৃহ আরো আঁধারময়।
শিবকিঙ্কর অন্ধকারে দেখ্‌চে কেবল ভয় ॥
রাজবাড়ীতে জল-ঘড়ীতে দণ্ড প্রহর বাজে
হাত-ঘড়ীটের আওয়াজ যেন যম-ডঙ্কা গাজে ॥
প্রহর দু'য়েক রাত্‌টা গেলো, তিন প্রহরের পালা।
ক্রমে ক্রমে বোকা শিবের বাড়্‌লো প্রাণের জ্বালা ॥
রেতের ভোরে প্রাণের ভোরে একসা হোয়ে যা'বে।
আদরমণির মুখটি শিবে দেখ্‌তে কি আর পা'বে ॥
আড়াই প্রহর বাজ্‌লো যখন, তখন বোকা শিবে
পাগলপানা হোয়ে গেলো কেবল ভেবে ভেবে ॥
যা'র-পর-নাই প্রাণের ভয়ে শিবে আপন মনে।
নিশেস ফেলে বোল্‌চে কেবল বোসে ঘরের কোণে ॥—

"রাজার বাড়ীর বিষম চুরি! হয় হারি কি পারি
কাল সকালে মুণ্ডু যা'বে হুকুম হোলেই জারি॥
এমন সময় ঘরের দোরের কপাট-পাটের'পরে।
বাইরে থেকে ঘা দিলে কে ঠুকুস্ ঠুকুস্ কোরে॥
ভিতর থেকে শিবে বলে, "হয় হারি কি পারি!।
কাল সকালেই মুণ্ডু যা'বে, হোলেই হুকুম
জারি!॥"

দৈব লীলার কাণ্ডখানা বড়ই চমৎকার।
এক ঘটনায় ঘোটে পড়ে এক ঘটনা আর॥
হারি. পারী নামে দু' বোন কোত্তো দাসীগিরি।
সেই দু'জনে কোরেছিলো হীরের মালা চুরি॥
ষাট সত্তর দাসীর ভিতর হারী পারী দুটো।
কাজে কাজেই শক্ত ধরা খাঁটী কে আর ঝুটো॥
আজ কিন্তু শিবের প্রতি শিবের কৃপা ভারি।
'হয় হারি কি পারি' হোলো 'হয় হারী কি পারি'॥
দোষী যা'রা সদাই তা'রা সশঙ্কিতে রয়।
সদাই তা'রা মনে ভাবে কখন কি যে হয়॥
অপর লোকে অপর কথা কোথাও যদি কয়।
দোষী যা'রা, ভাবে তা'রা তা'দের কথাই হয়॥
এই রকমে ভ্রমের ঘুমে ধরা পড়ে দোষী।
শিবের 'হারি পারি' হোলো 'হারী পারী' দাসী॥
আড়াই প্রহর রেতের সময় হারী পারী এসে।
চুপটি কোরে দাঁড়িয়েছিলো কপাটগোড়ায় ঘেঁসে
ঘরের ভিতর দৈবজ্ঞ, কাজেই বড় ভয়।
জ্যোতিষ গুণে দুই দাসীকে ধোর্‌বে সুনিশ্চয়॥
শিবের মুখের হারি পারি শুনেই দুটোর মনে।
ধরা পড়ার ভয়টা জেগে উঠ্‌লো শত গুণে॥
অমি দু' বোন হারী পারী বাইরে থেকে বলে।—
"রোক্ষে কর, নৈলে মরি তুমি গুণে দিলে॥
হারী পারী আমরা দু বোন রাজার বাড়ীর দাসী
হীরের হারের চুরির দোষে আমরা দু'জন দুষী॥
ঘাট হোয়েচে—খৎ দি নাকে—এমন পাপের
কাজ।
আর কখনো কোর্‌বো নাকো, রোক্ষে কর আজ॥"
এই-না শুনে বোকা শিবে ভাবে মনে মনে।—
"জয় ভগবান্, দয়া দানে আজ বাঁচালে দীনে॥

এই-না ভেবে বোকা শিবে, দোষীকে তখন বলে।
"চুন্নী ছ্যাঁচোড় হারি পারি, মর্‌বি প্রভাত হ'লে।
আন্ শীগগির হীরের মালা, নৈলে সকাল বেলা
দুই বেটীরি কচাং কোরে কাটিয়ে দেবো গলা॥
বাঁচ্‌তে যদি ইচ্ছে থাকে, তবে হীরের হার।
জান্‌লা দিয়ে গলিয়ে দে য', হ'বি বিপদ পার॥"
হারী পারী দৌড়ে গিয়ে হারছড়াটা এনে।
জান্‌লা দিয়ে গলিয়ে দিলে শঙ্কাভরা প্রাণে॥
তা'র পরেতে বোল্লে তা'রা—"শোনো, গণক্কার!
তিরিশ টাকা দিচ্চি, মোদের নাম বোলো না
আর॥"
শিবে বলে,—"দে টাকা দে, বোল্‌বো নাকো
নাম।"
মনে ভাবে,—"হরির কৃপায় পুর্‌লো মনস্কাম॥"
হারী পারী পোঁট্‌লা বেঁধে গলিয়ে দিলে টাকা।
কোঁচার খুটে বেধে শিবে কাপড় দিলে ঢাকা॥
হীরের মালা নিয়ে শিবে ভাব্‌চে মনে মনে।
ভেবে ভেবে বুদ্ধি এলো হরির কৃপার গুণে॥
রাত পোহালো, ফর্‌সা হোলো ডাকলো ডালে
কাক।
জান্‌লা খুলে দেখলে শিবে ঘরের পাঁদাড় ফাঁক॥
কচু, ঘেঁটু, আসশেওড়া, সেয়াকুলের গাছে।
পেছন দিকের অনেক জমী ঝুপ্সী হোয়ে আছে॥
শিবকিঙ্কর পোঁট্‌লা-বাঁধা হারছড়াটা নিয়ে।
জান্‌লা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেখলে আবার চেয়ে
হার-পোঁট্‌লা পোড়লো যেথা, তা'রি দু'হাত দূরে
পোড়েছিলো একটা ছুচোহাঁড়ী ভেঙে চুরে॥
সেই জায়গা শিবকিঙ্কর পাঁচ সাত বার দেখে।
ঘরের ভিতর বোসলো আবার নিশেন কোরে
রেখে॥

সকাল বেলায় রাধু মাধু ঘরের কপাট খুলে।
চেয়ে দেখে শিবকিঙ্কর খাচ্চে খাবার তুলে॥
রাধু বলে, "সকাল বেলায় কোচ্চো, শিবু কি?"
শিবে বলে, "দাঁড়াও, দাদা! আগে খেয়ে নি॥"
এই-না বোলে শিবকিঙ্কর আশ মিটিয়ে খেলে।
পেট্‌টা শেষে ফেল্লে কোরে টইটুম্বুর জলে॥

তা'র পরেতে চোল্লো শিবে রাধু মাধুর সাথে।
মাধু দিলে টুক্‌রো খড়ি বোকা শিবের হাতে ॥
রাজসভাতে গিয়ে শিবে কৃতাঞ্জলি হোয়ে।
"জয় মহারাজ!" বোলে প্রণাম কোল্লে ভুঁয়ে
মুড়ে ॥

সিংহাসনে রাজা শোভেন, রাজার মাথায়
ছাতা।
রাজসভাসদ রাজসভাতে শোভে হেথা হোথা ॥
রাজার বামে রাজমন্ত্রী দাঁড়িয়ে তখন বলে।—
"খোস্ বক্‌শিস্ অনেক পা'বে চোরকে ধোরে
দিলে ॥"

শিবকিঙ্কর খড়ি দিয়ে রাশ-চক্র এঁকে।
বিড়বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে রেখা দেখে দেখে ॥
খানিক পরেই হাস্যমুখে শিবকিঙ্কর বলে।—
"পালিয়ে গেছে হারচোরটা হার-গাছটা ফেলে ॥
যেই বাড়ীতে কাল্‌কে ছিনু, তা'রি পাঁদাড়
ঝোপে।

হারগাছটা পোড়ে আছে নেক্‌ড়া-বাঁধা খোপে ॥
একটা ভাঙা ছুতো হাঁড়ী হারের কাছে আছে।
হারপুঁটুলী ঢাকা আছে নধর মানের গাছে ॥
চোর কিন্তু রাজার ভয়ে প্রাণে বেঁচে নাই।
জয় মা কালি! ঝোপে গেলেই হীরের মালা
পাই ॥"

এই-না শুনে রাজমন্ত্রী লোকজনকে নিয়ে।
সেই দিকেতে চোলে গেলেন কৌতূহলী হোয়ে
মন্ত্রী সনে রাধু মাধু হেথায় সেথায় খুঁজে।
দেখে পেলে হার-পুঁটুলী ঝোপে আছে গুঁজে ॥
পোঁট্‌লা নিয়ে রাজমন্ত্রীর হাতে তা'রা দিলে।
আশ্চর্য্য হোলেন তিনি পোঁটলা-বাঁধন খুলে ॥
তাড়াতাড়ি মন্ত্রী মশায় রাজার কাছে গিয়ে।
হীরের মালা দিলেন তাঁ'কে; রাজা দেখেন
চেয়ে ॥

"সাবাস্, গণক!" বোলে তখন আপ্‌নি
মহীপাল।
হাজার টাকা নগদ দিলেন, একটি যোড়া শাল ॥

খোস্ বক্‌শিস্ পেয়ে শিবে অবাক্ হোয়ে চায়।
"জয় মহারাজ!" বোলে শিবে রাজ-মহিমা
গায় ॥

[সাতের পালা হোলো।]

আটের পালা।

এই রকমে শিবে বোকা,
এক যোড়া শাল, হাজার টাকা,
হারী পারীর তিরিশ টাকা হস্তগত কোরে।
আহ্লাদেতে কি-যে হোলো,
রইলো বেঁচে কিম্বে মোলো,
বুঝে ওঠা বিষম লেঠা; চোল্‌লো শিবে ঘরে ॥
শাল যোড়াটা গায়ে দিয়ে,
টাকার তোড়া কাঁধে নিয়ে,
হাস্যমুখে মনের সুখে শিবকিঙ্কর যায়।
দেড় কোশ পথ হেঁটে এসে,
একটা গাঁয়ে ঢুকলো শেষে,
গাঁয়ের লোকে শিবের পানে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চায় ॥
শিবের কিবে নতুন হাল,
ভাদ্র মাসে গায়ে শাল,
গাঁয়ের লোকে কৌতুক হোয়ে শিবকে ডেকে
বলে।—
"ওহে শিবু! টাকার তোড়া,
গঙ্গাজলী শালের যোড়া,
কোথায় পেলে, বল খুলে, যাচ্ছো কোথায়
চোলে?॥"
শিবকিঙ্কর বলে,—"ভাই!
বিষ্টুপুরের রাজার ঠাঁই,
যোড়া তোড়া লাভ কোরেছি গুণে হীরের হার।"
গ্রামবাসীরে তাই না শুনে,
ভাব্‌লে তখন মনে মনে,—
"বোকা শিবে শিখলে কবে জ্যোতিষ চমৎকার ॥
এই না ভেবে জন্‌কএকে,
চোলে গিয়ে সেখান থেকে,
বোকা শিবের জ্যোতিষ-গোণা পরখ করার তরে

এটা ওটা সেটা ভেবে,
ঠোক্‌বে যা'তে বোকা শিবে,
সেই রকমের এক যুক্তি সবাই মিলে করে ॥
তা'দের মাঝে এক জনাতে,
একটা ফড়িঙ্‌ নিয়ে হাতে,
মুঠোর ভিতর বেশ্‌ টি কোরে রাখ্‌লে দিয়ে চাপা।
তা'র পরেতে সবাই মিলে,
শিবের কাছে গেলো চোলে,
ক্ষুদ্র ফড়িঙ্‌ যায় না মরে,* তেম্নি মুঠো ফাঁপা ॥
শিবকে হেথায় ঘেরে রেখে,
দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোকে,
জ্যোতিষ গোণার তারিফখানা শুন্‌চে পেতে কাণ
এমন সময় সেই থানেতে,
এলো তা'রা ফড়িঙ হাতে,
ফড়িঙধরা লোকটা বলে,"শোনো ওহে জান্‌ ! †
কি যে আছে আমার হাতে,
পারো যদি গুণে দিতে,
বুঝ্‌তে পারি জ্যোতিষ-গোণা সত্যি তোমার তবে
নৈলে মোরা সবাই মিলে,
শাল ঘোড়াটা নেবো খুলে,
টাকার তোড়া কেড়ে নেবো, শাস্তি আরো পাবে
শিবকে যদি সেই লোক্‌টা বোল্লে এমন কথা।
বোকা শিবে মনে ভাবে পেয়ে বিষম ব্যথা ॥—
"তাঁতের ঘরে আঁচড় পেড়ে গুণনু তালের বড়া।
বাহে বোসে ভাগা-দোষে গুণে দিলুম ভেড়া ॥
রাজার বাড়ীর হারটা চুরি, তা'তেও পেলুম প্রাণ
কিন্তু এ বার হ'লুম কাবার, নেইকো পরিত্রাণ ॥"
মুখটো ভারি কোরে শিবে ভাব্‌চে প্রাণের ডরে
মনের কথা মনেই চাপা, ঠোঁট দু'খানা নড়ে ॥
গউণ দেখে ধোম্‌কে উঠে গাঁয়ের লোকে বলে।—
"বল্‌ বোল্‌চি, নৈলে ঠেঙাই তোকে সবাই মিলে॥
শিবে বলে, "বাঁচাও, বাবা ! রক্ষে কর প্রাণ।
নৈলে এবার এ ফড়িঙের নেইকো পরিত্রাণ ॥"

* যায় না-মরে=যাহাতে না মরে।

† জান্‌=যে জানে অর্থাৎ গণনা করিতে জানে, গণক, দৈবজ্ঞ।

এই-না শুনে গাঁয়ের লোকে অবাক্‌ হোয়ে রয়।
শিবে বোকা গোণায় পাকা, সকল জনেই কয় ॥
ফল ফুলুরি মুড়্‌কি মুড়ি শাক সব্‌জি নুণ।
চাল ডাল ঘি তেল দিয়ে তা'র পূজ্‌লে তা'রা গুণ ॥
দৈবলীলার কেমন খেলা কেউ বুঝতে নারে।
বোকা শিবে বিপদ থেকে বাঁচলো বারে বারে ॥
সত্য কথা, দয়াল হরি যখন দয়ায় চান।
আপ্‌না হোতে সিদ্ধি এসে হয় মূর্ত্তিমান ॥
কে জান্তো, জ্যান্তো বোকা ঘোর অজ্ঞ শিবে।
ঠক্‌তে গিয়ে ঠকিয়ে দিয়ে জয়-টেক্কা নেবে ॥
তা'র পরেতে বোকা শিবে
মজা কোরে বাড়ী এসে।
আদরমণির কাছে গিয়ে
বোল্লে কালো মুখে হেসে ॥—
টাকার তোড়া, শালের ঘোড়া
এনেচি, গো আদরমণি !!
কিন্তু আমায় দিব্যি লাগুক,
যদি আবার জুতিষ গণি ॥"
এক এক কোরে বে-ওরা খানা
বোল্লে শিবে ঘুরে ফিরে।
শুনে আদর আদর কোরে
উঠ্‌লো হেসে ঠোঁটটি চিরে ॥
যা'র কাছে ধার যতেক ছিলো,
আসল সুদে শুধ্‌লে সব।
সাঁজের বেলায় তুলসী…লায়
হরিলুটের উঠ্‌লো রব ॥
তা'র পরেতে আদরমণি আগাম দাদন দি…
কারবারটা বাড়িয়ে দিলে ফালাও কোরে নি…
ভাল ভাল চাকর নফর কাপড় বোনে তাঁতে।
বোকা শিবে দিন রাত্তির থাকে হাতে ভাতে ॥
তালফুলুরির গুণে শিবে সময় কাটায় সুখে।
এই জন্যে তালফুলুরি …জ তোলে মুখে ॥
তালনবমীর দিনে আদর কোরে নিমন্ত্রণ।
গ্রামবাসীকে তালফুলুরি কোয়ে বিতরণ ॥

[আটের পালা হোলো।]

গ্রন্থাবলী।

[গদ্য ও পদ্য]

চতুর্থ ভাগ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৫

মূল্য ২৲ টাকা।

উপহার।

পিতৃপথানুবর্ত্তী শান্তশীল

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর

মহোদয়-করকমলে

সম্মানসহকারে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৫

বিজ্ঞাপন।

আমার গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ পূর্ব্বে প্রকাশিত হই-য়াছে। এই বার শেষ ভাগ বা চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীতে আমার যে সকল পুস্তক আছে, ইহার পর প্রয়োজন হইলে সে সকল পুস্তক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তক এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীর কোন ভাগেই নাই, অথচ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তক বরাবরই স্বতন্ত্র থাকিবে। ভবিষ্যতে যে সকল নূতন পুস্তক হইবে, তৎসমস্তও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইবে। এই চতুর্থ ভাগের পর আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে না। কেহ যেন আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলীর আশাও না করেন। এই আমার শেষ গ্রন্থাবলী।

যাঁহাদের ধারণা আছে যে, আমার দুই এক খানি করিয়া কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই, শেষে গ্রন্থাবলী আকারে একসঙ্গে সকলগুলিই পাইব, তাঁহারা সে ধারণা অনু-গ্রহ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করুন্। একসঙ্গে কতকগুলি পুস্তক গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করিবার আর আমার ইচ্ছা নাই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৫

সূচিপত্র।

চন্দ্রহাস।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক।] *

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চন্দ্রহাস... ... ...মৃত কেরলপতির পুত্র।
কৌন্তলক ... . কুন্তলপুরের রাজা।
ধৃষ্টবুদ্ধি (দুষ্টবুদ্ধি) ...কৌন্তলকের মন্ত্রী।
কুলিন্দ ... ...চন্দনাবতীর বনবিভাগের কর্ত্তা।
গালব ... ...কৌন্তলকের পুরোহিত।
মদন ... ...ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র।
দৈবজ্ঞ। কাঠুরিয়াগণ। চণ্ডালদ্বয়। অশ্বরক্ষক।
ঢুলিগণ। ভৃত্যগণ। দ্বারপালগণ। হরিভক্তগণ।
ব্রাহ্মণগণ। ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাণী... ... ... কৌন্তলকের স্ত্রী।
মেধাবতী... ... ... কুলিন্দের স্ত্রী।
বিষয়া ... ... ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা।
চম্পকমালিনী ... ... কৌন্তলকের কন্যা।
ধাত্রী। বনদেবী। বনদেবীর সহচরীগণ।
নারীগণ। সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর রাজবাটীস্থ ধাত্রীকক্ষ।

রুগ্নশয্যায় ধাত্রী উপবিষ্টা।

ধাত্রী।—হা অদৃষ্ট! কি হ'তে কি হ'ল,—
রাজপুত্র আজ দীনহীন পথের ভিখারী।
শত্রুহস্তে আমার প্রভু—
আমার প্রতিপালক কেরলপতি
প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন!
প্রভুপত্নী রাজমহিষীও পতির সহিত
জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।
তাঁ'দের একমাত্র পুত্র চন্দ্রহাস
অতি শৈশব কালেই অনাথ হ'ল!
আহা, বাপ গেল—মা গেল—
রাজ্য ধন সকলই গেল!
রাজকুমার চন্দ্রহাস কাঙ্গাল হ'ল!
শিশু চন্দ্রহাসকে নিয়ে
গোপনে গোপনে আমি পালিয়ে এলেম
এই কুন্তলপুরের রাজ সংসারে এসে,
দাসীবৃত্তি ক'রে বাছাকে মানুষ ক'ল্লেম,
কিন্তু কিছুই হ'ল না।
রাজা রাণীর শোকে
আর চন্দ্রহাসের দুর্দ্দশা দেখে,
ভেবে ভেবে আমার উৎকট রোগ হ'ল
এ রোগ হ'তে আর বাঁচ্‌বো না।
(সরোদনে)–চন্দ্রহাসের দশা কি হ'বে
কে তা'কে খেতে দেবে,
কে নাওয়াবে—কে পরা'বে?
হরি! হায় হায়, হরি!
রাজপুত্রের কপালে এ কি লিখেছিলে?
চন্দ্রহাস যে তোমার ভক্ত,
এই ছেলেবেলাতেই
দিনরাতই হরি হরি ব'লে
আপনা-আপনি নাচে—
আপনা-আপনি ভাবে—
আপনা-আপনি গান গায়।

* মদীয় বীণারঙ্গভূমিতে অভিনীত।

তবে হরি ! তুমি কেন তাঁকে বাম হ'লে ?
আমি তো আর বাঁচবো না,
দু' এক দিনের মধ্যেই প্রাণ যা'বে !
ওঃ ! শোক বড় অসহ্য হ'য়েচে !
বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।
চন্দ্রহাস গেল কোথা ?
না, তা'কে ডাক্‌বো না,
কোথায় বুঝি খেলচে—খেলুক।
এই যে জল নিয়ে আসচে ;
বাছা জলের কথা ভোলে নি।

জল লইয়া চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।—ধাইমা ! তুমি কাঁদ্‌চো কেন ?
এই যে আমি জল এনেচি।
বেশী খেয়ো না—একটুখানি খাও।
এখন কেমন আছ, ধাইমা ?

ধাত্রী।—(কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া)—আ !
আছি ভাল, বাবা !
(স্বগত)—হায় হায়, বাছা রে,
তোর দশা কি হ'বে ! (রোদন)

চন্দ্র।—ধাইমা ! কষ্ট হচ্চে ?
গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো ?

ধাত্রী।—না, বাবা, হাত বুলুতে হ'বে না,
বরং তুমি হরি হরি বল।

চন্দ্র।—হরি হরি হরি ! হরি হরি হরি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,
যদি আমার ভাল মন্দ হয়,
তবে তুমি এক কাজ ক'র,
আমার এই বিছানার নীচে
মাটি খুঁড়ে একটি কৌটো তুলে নিও ;
সেই কৌটোর ভিতর যা' আছে,
তা' মহারাজ কৌন্তলককে দিও।

চন্দ্র।—সে কৌটোয় কি আছে, ধাইমা ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—সেই কৌটোয়
তুমি যে কেরলপতির পুত্র,
তা'র প্রমাণ আছে ;
কিন্তু সে কথা তোমায় এখন ব'ল্‌বো না।
(প্রকাশে)—সে কৌটোয় যা' আছে,
তা' এর পর জান্‌তে পার্‌বে।

চন্দ্র।—এখন বুঝি দেখ্‌তে নেই ?

ধাত্রী।—না, বাবা !

চন্দ্র।—আচ্ছা।
আবার আমি হরি হরি বলি ?

ধাত্রী। বল

চন্দ্র।—হরি হরি হরি ! হরি হরি হরি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,
এখন তোকে আর একটি কাজ কোত্তে হ'বে

চন্দ্র।—কি কাজ, ধাইমা ?

ধাত্রী।—শুন্‌লেম,
আজ না কি মন্ত্রী মশায়ের বাড়ীতে
ব্রাহ্মণ ভোজন হ'চ্চে,
তুই গিয়ে ব্রাহ্মণদের পাদোদক আন্ দেখি ;
আমি পান কোরে দেহ পবিত্র ক'র।

চন্দ্র।—আচ্ছা, ধাইমা,
আমি এই খানি ক'রে বিপ্রপাদোদক আন্‌চি।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী।—ধাত্রি ! কেমন আছ এখন ?

ধাত্রী।—দেবি ! অবস্থা বড় ভাল নয়।
আমার আর বাঁচ্‌বার আশা নেই।
অন্তিমকালে আমার প্রার্থনা এই—
আপনি দয়া ক'রে
আমার চন্দ্রহাসকে পুত্রের মত
সর্ব্বদা স্নেহ কর্‌বেন।
আপনার হাতেই চন্দ্রহাসকে
অর্পণ ক'ল্লেম।

রাণী। ধাত্রি !
তুমি আজিও ব'ল্লে না চন্দ্রহাস কে ?
চন্দ্রহাস কি দরিদ্রের পুত্র সত্য ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—অবস্থা-গুণে সব করে,
এখন চন্দ্রহাস রাজপুত্র ব'ল্লে
কে বিশ্বাস কর্‌বে ?

বরং বৃথা পরিহাসই ক'র্‌বে।
কালের অপেক্ষা করে থাকা ভাল;
সুতরাং এখন কা'রো কাছে
চন্দ্রহাসের প্রকৃত ইতিহাস ব'ল্‌বো না।
হরি যদি দিন দেন,
তখন সকলে জান্‌তে পার্‌বে।

রাণী।—কই, ধাত্রি, তুমি উত্তর দিচ্চ না কেন?

ধাত্রী।—হাঁ, দেবি!
চন্দ্রহাস দরিদ্র-সন্তান।

রাণী।—দরিদ্র-সন্তান কি অমন দেখ্‌তে হয়?

ধাত্রী।—বিধাতার ইচ্ছা।
দেবি, আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে।

রাণী।—আচ্ছা, আমি দু'জন স্ত্রীলোক পাঠাচ্চি;
তা'রা তোমার সেবা ক'র্‌বে।

(গমনোদ্যোগ)

ধাত্রী।—রাজ্ঞি।
আবার বলি চন্দ্রহাস আপনার পুত্র,
তা'কে মার চোখে দেখবেন।

রাণী।—ধাত্রি! কোন চিন্তা নেই।
আমাদের একটি মাত্র কন্যা আছে,
পুত্র নেই;
তোমার কাছে অঙ্গীকার কচ্চি—
তোমার স্নেহের চন্দ্রহাস
আমার পুত্রস্থানীয়।

ধাত্রী।—হরি আপনার মঙ্গল করুন।

[রাণীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজপথ।

বালকগণের প্রবেশ।

১ বা।—দেখ্, ভাই,
চন্দ্রহাসের কাছে কি একটা নুড়ি আছে,
সে যখন সেই নুড়িটে মুখের ভিতর রাখে,
তখন তা'র গায়ে বড় জোর হয়;
আমি তা'র সঙ্গে ছুটিতে পারি নি।

২ বা।—হাঁ, ভাই, আমিও দেখেছি,
সেই পাথরের নুড়িটে খুব কাল।
আচ্ছা, ভাই, সে নুড়িটে কি?

১ বা।—তা, ভাই জানি নি,
কিন্তু তেমন নুড়ি আর কোথাও দেখি নি।
চন্দ্রহাস বলে,
সেই কাল নুড়িটে তা'র হরি ঠাকুর।
সে আবার সেটাকে
ফুল জল দে পূজো করে।

নেপথ্যে চন্দ্রহাস।— (গীত)
প্রাণ! গাও রে হরিনাম,
হরিনাম মধুর নাম।

১ বা।—ঐ, ভাই, চন্দ্রহাস আস্‌চে।

গাইতে গাইতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

(গীত)

প্রাণ! গাও রে হরিনাম,
হরিনাম মধুর নাম।
বোল্লে হরি দুঃখ যা'বে অন্তকালে মোক্ষ হ'
জীবন কালে শান্তি পা'বে, থাকবে সুখে অবিরা

২ বা।—চন্দ্রহাস, কোথায় যাচ্চিস্, ভাই?
তোর হাতে কিসের বাটি?

চন্দ্র।—আমি মন্ত্রী মশায়ের বাড়ী যাচ্চি।

১ বা।—কেন?

চন্দ্র।—সেখানে ব্রাহ্মণভোজন হ'চ্চে।

১ বা।—তুই বড় কেঙ্‌লা পেটুক।

চন্দ্র।—কেন, ভাই?

১ বা।—খাবার চাইতে যাচ্চিস্।

২ বা।—ওরে ভাই, তুই ঠিক বলেচিস্।
ক্ষীর ভিক্ষে ক'র্‌বে ব'লে,
এই দেখ্, একটা বাটি নিয়ে যাচ্চে

চন্দ্র।—না, ভাই,
আমি অমন সামান্য খাবারে

১ ব্রা।—কিন্তু, মহাশয়,
আমি ওর ললাটপট্ট দর্শন করে বুঝেচি—
ঐ বালক—বড় ভাগ্যবান্,
সময়ে
আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'বে।
আমার গণনা—আমার কথা মিথ্যা নয়।

ধৃষ্ট।—বলেন কি?
ওতো আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই নয়,
ওকে যে আদৌ চিনিই না!
পরপুত্র আমার ঐশ্বর্য্য পা'বে?

১ ব্রা।—ভাগ্যলেখা!
আমরা তবে এলম চ'ল্লেম।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—প্রণাম।
আমার দুই পুত্র এক কন্যা বর্ত্তমান থাকৃতে
অজ্ঞাতকুলশীল পরপুত্র
আমার ঐশ্বর্য্য পা'বে?
আমি যাবজ্জীবন পরিশ্রম ক'রে
যা' উপার্জ্জন ক'ল্লেম
তা' কি পরের জন্য?
না, তা' কখনই হ'তে দেবো না।
আমি এখনি এর প্রতিকার ক'চ্চি।
চণ্ডালগণকে বলি,
নির্জ্জন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে
ঐ বালকের মস্তকচ্ছেদন করুক।
এরূপ ভাবে এ কার্য্য ক'রবো যে
অপর কেহ আমাকে সন্দেহ কর্ত্তে পারবে না।
আর বিলম্ব ক'রবো না।
বিলম্বে বালক কোথাও চ'লে যেতে পারে।
আচ্ছা, আমার যেন স্মরণ হ'চ্চে,
ঐ বালককে দু' এক বার রাজবাটীতে
জনৈকা ধাত্রীর কাছে দেখেছি,
কিন্তু ওতো রাজবংশের কেউই নয়।
কি আশ্চর্য্য!
ধাত্রীপুত্র আমার বিষয়াধিকারী?
কখনই না—কখনই না।

[বেগে প্রস্থান।

বহির্দ্বার দিয়া মদনের বাহিরে আগমন।

মদন।—কই, পিতা যে এখানেও নাই।
গেলেন কোথায়?
মহারাজের নিকট কি কি সামগ্রী পাঠা'বেন
তা'ও ব'লতে পাল্লেম না।
বেলাও তো অনেক হ'লো;
বাড়ীর মধ্যেই আছেন কি?
দেখি আর একবার সন্ধান ক'রে।

[বাটীর মধ্যে পুনঃপ্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—চণ্ডালেরা আমার আদেশে
ছেলেটাকে যেন লুফে নিয়ে গেল।
যে ক'রে মুখে কাপড় বেঁধেচে,
কোন মতে চেঁচা'তে পারে নি।
আমি দূরে ছিলেম,
আমাকে দেখতেও পায় নি।
তা যা'ক্,
যতক্ষণ না তা'র বধকার্য্য শেষ হ'চ্চে,
ততক্ষণ আমার মন স্থির হ'বে না।
আজ আমার আর কিছু ভাল লাগচে না।
অ্যাঁ!
আমার বিষয়ের অধিকারী একটা পর?
এইবার অধিকারী যমের অধিকারে যা'বে।

[বাটীমধ্যে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

হস্তমুখবদ্ধ চন্দ্রহাসকে লইয়া চণ্ডালগণের প্রবেশ।

১ চ।—ওরে এর মুখের কাপড় খুলে দে।

২ চ।—দরকার ?

১ চ।—পরিচয় নি।

২ চ।—যদি চেঁচায়, তবে মুস্কিল যে।

১ চ।—এখানে চেঁচালে যমেও শুনতে পা'বে না।

(চন্দ্রহাসের মুখবন্ধন খুলিয়া)—তুমি কে ?

চন্দ্র।—ওগো,

তোমরা কেন আমাকে এখানে আন্‌লে ?

১ চ।—তোমার বাপ মা আছে ?

চন্দ্র।—ওগো, তোমাদের হাতে অস্ত্র কেন ?

তোমাদের মুখভঙ্গি এমন কেন ?

১ চ।—তোমার নাম কি ?

চন্দ্র।—হুঁ বুঝেচি,

তোমরা আমাকে হত্যা ক'র্‌বে।

ওগো, আমি তো কা'রো অনিষ্ট করি নি,

কেন আমাকে বিনাশ ক'র্‌বে ?

১ চ।—তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে

আমরা তোমাকে হত্যা ক'র্‌বো ?

চন্দ্র।—আমি জানি নি,

তোমরাই জানিয়েচ।

অস্ত্রধারী ব্যক্তি

যদি কা'রো মুখে কাপড় বেঁধে

এমন ক'রে বনে আনে,

তবে আর কি বুঝায় ?

১ চ।—না, আমরা তোমায় হত্যা ক'র্‌বো না।

চন্দ্র।—এরূপ ক'রে আন্‌বার নাম কি স্নেহ করা ?

১ চ।—তোমার পরিচয় দাও।

চন্দ্র।—যে এখনি মৃত্যুমুখে প'ড়্‌বে,

তা'র পরিচয়ে কি লাভ ?

১ চ।—তবু।

চন্দ্র।—হা ধাইমা !

তুমি যে রোগ-শয্যায় প'ড়ে আছ,

আমি বিপ্রপালোদক নিয়ে যা'ব,

তুমি সেই আশায় পথপ্রানে চেয়ে আছ।

কিন্তু, মা,

সব নিষ্ফল হ'লো,

উভয়ের মনের আশা মনেই র'য়ে গেল !

ধাইমা !

আমার মনে এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল,

মৃত্যুসময়ে

তোমার কোলে ম'র্‌তে পেলেম না !

হায় হায়, মা গো !

আমার শোকে তোরও প্রাণ যা'বে।

(গীত)

কোথা, হরি ব্যথাহারী, হর ব্যথা এ সময়।

দয়াল হ'য়ে ভীতের প্রতি ক'রো না হে নির্দয় ॥

অভয় চরণ তব, দেখাও মোরে, হে মাধব,

তা' হ'লে জীবন পা'ব, ঘুচে যা'বে মরণ-ভয়।

পাইয়ে করুণা তব, বেঁচেছে প্রহ্লাদ ধ্রুব,

তব ভক্ত চন্দ্রহাসে দয়া কর, দয়াময় ! ॥

১ চ।—(অপর চণ্ডালের প্রতি)—ভাই,

আমার মন কেমন ক'রে উঠ্‌লো !

দয়া স্নেহ কা'কে বলে কখন জান্‌তেম না,

আজ এই ছেলেটির কান্না শুনে,

তা' জান্‌তে পেরেচি।

এই শিশুর কান্নার সঙ্গে

আমারও প্রাণ কাঁদ্‌চে।

চল, আমরা একে এখানে রেখে

ফিরে যাই।

২ চ।—(প্রথম [illegible] ...কে)—

তা' হ'লে [illegible], আমাদের নিস্তার নেই।

যে রুক্ষি মন্ত্রির,

আমাদের মাথা নেবে।

১ চ।—(২ চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—

নেয় নিক্‌,

তবু আমি একে কাট্‌তে পার্‌বো না।

এই ছেলেটি হরি হরি বোলে

আমাকে কাতর ক'রে ফেলেছে,

চল, আমরা অন্তি দেশে পালাই।

২ চ।—(জনান্তিকে)—বাপ, যে মন্ত্রির,

ঠেড়্‌রা পিটিয়ে ধ'রে আন্‌বে,

আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বধে মার্‌বে।

জানিস্ তো
যম বা কোথায় লাগে!
যে খিট্‌বুদ্ধি! বাপ্!
১ চ।—(জনান্তিকে)—মারে মারবে,
তবু আমি
এ ছেলেটিকে কাট্‌তে পারবো না।
(চন্দ্রহাসের প্রতি)—তুমি আর ভেবো না।
চোক মেলে চেয়ে দেখ,—শোন।
চন্দ্র।—(সকাতরে)—হরি হরি!
হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব!
হে অনাথনাথ! হে জগৎপতে!
এই দেখ, প্রভু!
চণ্ডালেরা আমায় শাণিত খড়্গে
হত্যা ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েচে!
এমন সময়ে কোথা মধুসূদন!
কোথা দীনবন্ধু! কোথা দয়াময়!
আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর!
হরি! হরি!
১ চ।—ভয় নেই—ভয় নেই!
আমরা তোমাকে হত্যে ক'রবো না।
২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি)—ভাই!
আমারও মন কেমন ক'চ্চে,
আহা,
এমন ছেলেটিকে কেমন ক'রে কাট্‌বো?
কিন্তু ওদিকে——
তাইতো!—কি করি!
(ভাবিয়া)—দেখ্, ভাই,
এক কাজ করি আয়।
এই ছেলেটির বাঁ পায়ে
ছ'টা আঙুল দেখ্‌চি।
আয়,
পাশের বেশী আঙুলটা কেটে নিয়ে যাই।
তাই দেখিয়ে
সে ব্যাটাকে বোঝাবো—কেমন?
১ চ।—তবে তাই কর্।
(চণ্ডাল কর্তৃক চন্দ্রহাসের ষষ্ঠাঙ্গুলিচ্ছেদন ও গ্রহণ)

২ চ।—ঘাস চিবিয়ে বেঁধে দিচ্চি।—(তথা করণ)
১ চ।—কেঁদো না, কেঁদো না,
কি ক'রবো বল!
এরূপ করাতে সকলেরই প্রাণ বাঁচ্‌বে।
এখন তুমি এক কাজ কর,
বন দিয়ে বন দিয়ে
অন্য দেশে পালিয়ে যাও;
কুন্তলপুরে আর যেয়ো না।
তা' হ'লে প্রাণে বাঁচ্‌বে না।
আমরাও প্রাণে ম'রবো।
চন্দ্র।—ওগো, কেন তোমরা এমন ব'ল্‌চো?
১ চ।—তা' আর তোমার শুনে কাজ নেই।
এখন তোমার প্রাণ আমরা দিলুম,
তুমি আমাদের প্রাণ দেবে না?
চন্দ্র।—আচ্ছা, আমি আর কুন্তলপুরে যা'ব না।

[চণ্ডালগণের প্রস্থান।

(স্বগত)—কিন্তু আমার ধাইমার কি হ'বে?
আমায় না দেখ্‌লে যে——
তাইতো, কি করি!
হরি! হরি!
আমি যে উভয়-সঙ্কটে প'ড়লেম!
হরি! তুমি আমার ধাইমাকে সান্ত্বনা ক'র।
আমি
এর পর ধাইমাকে গোপনে সন্ধান দেবো।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিসূদন, কৌস্তভ-ভূষণ মুরারে!
বিপন্নপাল, গোপাল, প্রজাপাল, কৃপাল হরে!
বরদ, প্রাণদ, শারদ-নীরদ,
হৃদয়-দরদহারী, অভয়দ,
বিপদ্‌সাগরে, তরণী তব পদ,
হরি হে—হরি হে;—
এ ঘোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে,
করপুটে ডাকি তোমারে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বনদেবী ও তাঁহার সহচরীগণ।

বন।—(সুরে)—

আন আন সহচরি, বনফুল সাজী ভরি',

১ স।—(সুরে)—

আজি কি সাজিবে, দেবি, ফুল-আভরণে?

বন।—(সুরে)—

নিজে না সাজিব,সই,হের ওই হের ওই;—

হরিভক্ত চন্দ্রহাস আসে মোর বনে।

২ স।—(সুরে)—অপরূপ রূপ কিবা,

৩ স।—(সুরে)—জীবন্ত ফুলের বিভা,

বন।—(সুরে)—

ও ফুলে সাজা'ব ফুলে হরিনাম গান শুনে।

সহচরীগণ।—(সুরে)—

চল চল ফুল্ল ফুল তুলে আনি যতনে।

[নৃত্য করিতে করিতে সহচরীগণের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।— (গীত)

নগর চেয়ে কানন ভাল,নাইকো হেথায় কোলাহল।

ভক্তিভরে মধুর স্বরে মন রে আমার হরি বল্॥

প্রতিধ্বনি গভীর সুরে,

বল্‌বে হরি দূরে ঘুরে,

বনের পাখী ব'ল্‌বে হরি, দুল্‌বে প্রেমে কুসুমদল॥

বন।—(সুরে)—

ওরে হরিভক্ত শিশু, হরিনাম-সুধা-ধারে।

জুড়া'লি শ্রবণ মোর,জুড়াইব আমি তোরে॥

চন্দ্র।—(সুরে)—

কে মা তুমি বনমাঝে,সাজি'ছ উদ্ভিদসাজে?

বন।—(সুরে)—এ বনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী আমি।

চন্দ্র।—(সুরে)—প্রণিপাত করি পায়।

বন।—(সুরে)—আয় বাছা, কোলে আয়,

বিজয়-মালিকা দেবো, রাজা হ'বে তুমি।

গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের পুনঃপ্রবেশ।

সহচরীগণ।— (গীত)

যত্নে তুলে বনের ফুলে

হার গেঁথেছি মনের সাধে।

ভোমরা এসে কাছে ঘেঁসে

গুঞ্জরি' ফুল-সুধা সাধে॥

মৃদুল মৃদুল বই'ছে বায়,

ফুলের সুবাস উড়্‌ছে তায়,

লও, গো রাণি, ফুল-সাজনি,

সাজাও সাধের বালক চাঁদে॥

(বনদেবীর মালা গ্রহণ ও চন্দ্রহাসের কণ্ঠে প্রদান)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

কাঠুরিয়াগণ।

কাঠুরিয়াগণ।— (গীত)

আয় সকলে যুটে, কোসে কাপড় এঁটে,

মারি গাঁটে গাঁটে, এই কুড়ুলের ঘা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ॥

কোসে কুড়ুল ধর্, সাত টুক্‌রো কর্,

একটুখানি সর্, আঙ্গুলে রাখি পা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ॥

ভাই ভাই ভাই, মামার বাড়ী যাই,

(উঁহু) শ্বশুরবাড়ী যাই, ধুয়ে মুছে গা,

চুক্ চুক্ চুক্, চিক্ চিক্ চিক্,

আঃ আঃ আঃ॥

১ কা।—চল্ ভাই, ওদিকে কাট কাটি।

২ কা।—আর আমি পারি নি,

আমার হাতে বড় ব্যথা হ'য়েছে।

ব্যাটার জঙ্গল আর সাবাড় হয়

এক দিক কাটি—আর দিক বাড়ে,

যেন রক্তবীজের ঝাড়!

দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

১ কা।—ও ভাই, এ ছেলেটি কে?

২ কা।—আমার বোধ হয়,

এই বনের দেব্‌তা।

দেখ্‌চিস নি, কেমন রূপ,

কেমন চাঁদপারা মুখ।

১ কা।—দেব্‌তা তো কাঁদ্‌বে কেন?

দেব্‌তাও কি মানুষের মত দুঃখু পায়?

২ কা।—আর দেখি, তবে জিজ্ঞাসা করি।

তুমি কে?—কেন কাঁদ্‌চো?

চন্দ্র।—ওগো, আমি অনাথ কাঙ্গাল।

২ কা।—কাঙাল?

তবে আমাদের প্রভুর কাছে চল,

তিনি খেতে দেবেন, পরতে দেবেন।

১ কা।—এই যে প্রভু আস্‌চেন।

কুলিন্দের প্রবেশ।

কুলিন্দ।—এ বালকটি কে?

১ কা।—চিনি নি, মশয়!

কুলিন্দ।—(চন্দ্রহাসের প্রতি)—কে তুমি, বৎস?

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

যে হরি জগতের রাজা,

যে হরিকে জগৎ করে পূজা,

যে হরি তব হৃদয়ে রাজে,

যে হরি আমার প্রাণের মাঝে;

ওগো,

সেই হরি আমার পিতা,

সেই হরি আমার মাতা,

সেই হরি আমার মুক্তিদাতা।

কুলিন্দ।—বৎস, তুমি বালক বটে,

কিন্তু তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার ভক্তি-ভাণ্ডার।

ভাল, বৎস!

তুমি এমন হরিভক্ত হ'য়ে

বনে বনে কেন ভ্রমণ ক'রে কষ্ট পাচ্চ?

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—

হরি আমার ইচ্ছাময়;

তাঁ'র ইচ্ছাই মোরে ঘুরায়।

এতক্ষণে বুঝেচি আমি—

কষ্টে ভকতি পরীক্ষা হয়।

কুলিন্দ।—(স্বগত)—এ বালক পরম বৈষ্ণব।

আজ আমি বিনা আয়াসে

এমন হরিভক্তের সাক্ষাৎ পেলেম।

শিশুর হরিভক্তি প্রকৃত হরিভক্তি,

এই ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

আমি এই ভক্ত শিশুকে

আমার গৃহে ল'য়ে যাই।

আমার পুত্র নাই,

একেই পুত্রজ্ঞানে পালন ক'র্‌বো।

আর পত্নীর সহিত দিবানিশি

এর সুধামাখা কণ্ঠে

সুধাময় হরিনাম শ্রবণ ক'র্‌বো।

(প্রকাশে)—বৎস,

আমার সঙ্গে তুমি এস।

চন্দ্র।—কোথায় যা'ব?

কুলিন্দ।—আমার বাটীতে।

চন্দ্র।—না, মহাশয়,

আমি যা'বো না;—আমায় ক্ষমা করুন্।

কুলিন্দ।—কেন যা'বে না?

চন্দ্র।—লোকালয়ে আমার শান্তি হবে না।

আমি বনে বনে বেশ্ সুখে থাক্‌বো।

কুলিন্দ।—আমার গৃহে অশান্তি নাই, বৎস,

শান্তিময় হরিমন্দির আছে;

তুমি সেই স্থানে সর্ব্বদা থেকো,—

ভক্তিভরে হরিপূজা, হরিধ্যান কোরো।

চন্দ্র।—আপনি হরিভক্ত বৈষ্ণব?

কুলিন্দ।—হরিভক্তি বই প্রাণের শান্তি কৈ?

হরিভক্তি বই জীবের মুক্তি কৈ?

চন্দ্র।—আপনি ধন্য!

চলুন তবে আপনার সঙ্গে যাই।

আপনি হরিভক্ত, অতএব আমার পূজনীয়;
আপনি আজ হ'তে
আমার পিতা হ'লেন—রক্ষক হ'লেন।

[illegible]লিন্দ।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়!

[illegible]প্র।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়!

[illegible]কলে।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজান্তঃপুর।

রাজা ও রাণী।

রাণী।—মহারাজ,
বড় দুঃখ র'য়ে গেল মনে,
ধাত্রী মৈল চন্দ্রহাস-শোকে!
আহা,
সুকুমার শিশু হৈল নিরুদ্দেশ!
মৃত কি জীবিত,
কিছুই বুঝিতে নারি।
নিদারুণ পীড়ার সময়,
কহিল আমারে ধাত্রী;—
"মরণ শিয়রে মোর, মরিব নিশ্চয়।
এ রোগ আরোগ্য নাহি হ'বে।
তব করে শিশু চন্দ্রহাসে করিনু অর্পণ;
পুত্রসম স্নেহ ক'রো তা'রে,
মাতা তুমি তা'র।"
আহা! সে আশা না পূরিল আমার!
চন্দ্রহাস কি জানি কোথায় গেল!
ধাত্রী-বাণী হইলে স্মরণ,
অন্তরে যন্ত্রণা বাড়ে—
নাহি পারি নিশ্চিন্ত রহিতে।
রাজা! রাখ এ দাসীর কথা,
যথা তথা প্রের চর
আনিতে সত্বর সুসন্ধান।
ঘোষণা করিয়া দাও—
চন্দ্রহাসে যে আনিয়ে দিবে,
লক্ষমুদ্রা, শতগ্রাম পা'বে।

রাজা।—ভাল, রাণি!
অদ্যই পাঠাই চর।
এ বড় দুঃখের কথা,—
মোর গৃহে স্থান পেয়ে
হারাইল শিশু চন্দ্রহাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দনাবতী—পথ।

ছাত্রগণ।

ছাত্রগণ।—(সুরে)—
বেলা বেড়ে গেল ভাই, পাঠশালে চল যাই,
সবে মিলে মুখে ব'লে, ক, খ, গ, ঘ, ঙ।
লেখা পড়া শিখে যেই, সদা সুখে থাকে সেই,
লোকে তা'রে ভালবাসে, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।
লেখা পড়া শেখা ফেলে, খালি খেলে যেই ছেলে,
দুঃখ বড় পায় সেই, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।
আমরা বালক যত, হ'ব নাকো তা'র মত,
লিখিব পড়িব সদা, ত, থ, দ, ধ, ন।
পিতা মাতা গুরুজনে, পূজিব যতন মনে,
পালিব তাঁ'দের কথা, প, ফ, ব, ভ, ম।
ঝগড়া বিবাদ ভাই, কখন করিতে নাই,
সকলে রাখিব ভাব, য, র, ল, ব, শ।
চল পাঠশালে যাই, ষ, স, হ, ক্ষ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

১ বা।—ভাই চন্দ্রহাস।
তুমি আজ পাঠশালায় যা'বে না?

চন্দ্র।—না, ভাই, সেখানে গিয়ে কি হ'বে?
বরং আমি হরিমন্দিরে যাই।

১ বা।—গুরু মহাশয় বড় রাগী,
পাঠশালে না গেলে বেত মারবে।

চন্দ্র।—তা' মারুন, তা'তে ক্ষতি নাই।
১ বা।—বল কি! মার খা'বে, তবু যা'বে না?
চন্দ্র।—গুরু মহাশয় কি শেখান,
আমার তা' ভাল লাগে না।
বাল্যকালে যদি ধর্ম্মশিক্ষা না হয়,
তবে আর কখনই হ'বে না।
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে
মনোমধ্যে নানারূপ কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়,
তখন ধর্ম্মশিক্ষা বড় কঠিন।
সুতরাং বাল্যকালেই ধর্ম্মশিক্ষা চাই।
আমাদের গুরু মহাশয় তা' শেখান না,
তিনি শেখান
কেবল অর্থকরী বৈষয়িক বিদ্যা।
এ বয়সে ও বিদ্যা শিখ্‌লে
ভবিষ্যতে আর মঙ্গল-আশা নাই।
বা।—আচ্ছা, ভাই,
তুমি হরিমন্দিরে কি ধর্ম্ম শিক্ষা ক'র্‌বে?
চন্দ্র।—হরিমন্দিরই যথার্থ পাঠশালা,
সেখানে অর্থকরী বিদ্যা নাই,
কিন্তু মোক্ষকরী বিদ্যা আছে।
মোক্ষকরী বিদ্যাই বিদ্যা,
অন্য বিদ্যা নিষ্ফল অসার অবিদ্যা।
বা।—হরিমন্দিরে গুরু মহাশয় কই?
কা'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিখবে?
চন্দ্র।—হরিমন্দিরের গুরু মহাশয় স্বয়ং হরি,
আমি
তাঁ'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিক্ষা করি।
বা।—কোন্ হরি? কৃষ্ণ ঠাকুর?
চন্দ্র।—হাঁ, ভাই! তিনি গুরুর গুরু—পরমগুরু।
বা।—তিনি যে ঠাকুর; কথা কন্ না তো।
চন্দ্র।—ভাই, অমন কথা ব'ল না—
তিনি যেমন কথা কন,
তেমন আর কে কয়?
বা।—কই,
কখন তো তাঁ'কে কথা কইতে শুনি নি।
চন্দ্র।—আমার গুরুদেব কৃষ্ণ
মানুষের মত মুখে কথা কন না;
আমাদের বাহ্য কর্ণে
তাঁ'র কথা শোনা যায় না।
তিনি ধ্যানস্বরূপ,
ধ্যানই তাঁ'র পবিত্র কথা।
জীবের ভক্তিরূপ কর্ণে
তাঁ'র কথা শোনা যায়।
২ বা।—তোমার গুরু কৃষ্ণ কি কথা বলেন?
চন্দ্র।—তাঁ'র নাম গান ক'ত্তে বলেন,
জীবের প্রতি দয়া ক'ত্তে বলেন,
পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে
ভক্তি ক'ত্তে বলেন,
শত্রু মিত্র উভয়কেই শ্রদ্ধা ক'ত্তে বলেন,
হরিভক্তগণের সেবা ক'ত্তে বলেন,
একাদশীর উপবাস ক'ত্তে বলেন,
শালগ্রাম শিলার পূজা ক'ত্তে বলেন,
কুপথগামীকে সুপথে আস্‌তে বলেন,
মাদক দ্রব্য ঘৃণার সহিত ত্যাগ কত্তে বলেন,
যা' কিছু জীবের পক্ষে মঙ্গলকর,
তা'ই ক'ত্তে বলেন।
১ বা।—ভাল কথা বলেন তো।
আচ্ছা, ভাই,
আমাদের তাঁ'র কথা শোনাবে?
চন্দ্র।—আমার সঙ্গে হরিমন্দিরে গেলে
তাঁ'র কথা শুন্‌তে পা'বে।
২ বা।—ঐ গুরু মশায় আস্‌চে,
এখন কি ক'রে যা'ব, ভাই?
১ বা।—তাইতো—এখন তো যাওয়া হ'ল না।
আচ্ছা, কা'ল যা'ব।
এখন পাঠশালে যাই।

[ছাত্রগণের প্রস্থান।

গুরু মহাশয়ের প্রবেশ।

চন্দ্র।—গুরুদেব! প্রণাম।
গুরু।—চন্দ্রহাস,
কি হেতু বিলম্ব কর পথে?

পাঠশালে গেল ছাত্রগণ,
তুমি কেন না কর গমন?
আর আর বালকেরা
বর্ণমালা শিখিল কেমন,
কত গ্রন্থ পড়ে কত জন,
তুমি কেন কর অবহেলা?
পড়িবার বেলা
শুধু "হরি" এই বর্ণ দু'টি
কেন কর উচ্চারণ?

।—গুরুদেব,
"হরি" এই বর্ণ দু'টি
উচ্চারিলে সমস্ত অক্ষর উচ্চারিত হয়;
সমস্ত বর্ণের মূল "হরি" বর্ণ দু'টি,
"বিষ্ণু" বর্ণ দু'টি মধ্যভাগ,
"কৃষ্ণ" বর্ণ দু'টি অন্তভাগ।
হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই নাম
সমগ্র শাস্ত্রের প্রাণ—
সমগ্র শাস্ত্রের বীজ।
হেন নাম উচ্চারণ ছাড়ি'
বৃথা শাস্ত্র অধ্যয়নে
কি হেতু করিব কালক্ষেপ?
গুরু,
মানব-জীবন ছায়ার ছায়ার মত,
এই আছে, এই নাই,
পলকে প্রলয় হ'তে পারে।
বল তবে,
মোক্ষময় হরিনাম ছাড়ি'
কিসে পা'ব পরিত্রাণ?
যমের নরক-কুণ্ড ভয়ানক স্থান;
মরি যদি আজ,
কি— পা'ব ত্রাণ সে নরক হ'তে?
তেঁ
তা মোক্ষময় হরিনাম।
(শু
"হ হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

।—ই

এ কি রে বচন মুখে তোর?
হরিনাম হরিনাম মাত্র,
শাস্ত্রশিক্ষা কিসে হয় তা'র?
অগ্রে কর শাস্ত্র অধ্যয়ন;
শাস্ত্র-জ্ঞান বই
পণ্ডিত-সমাজে নাহি মান,
মূর্খ বলি' ঘৃণা করে লোকে।

চন্দ্র।—না, গুরু,
যেই শাস্ত্রে হরিনাম নাই—কৃষ্ণনাম নাই,
সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়,
যে পণ্ডিত হরিনাম কৃষ্ণনামহীন,
তা' হ'তে কে মহামূর্খ আছে?
হরিভক্তিশূন্য যেই পণ্ডিত-সমাজ,
সে সমাজ ভস্ম হ'য়ে যাক্।
গুরু,
কাজ নাই মোর এ হেন পণ্ডিত হ'য়ে,
কাজ নাই হেন শাস্ত্রজ্ঞানে;
আশীর্ব্বাদ কর মোরে,
চিরদিন হরিভক্ত হ'য়ে
হরিনাম গেয়ে হরির মন্দিরে থাকি।
হরিভক্ত মূর্খ
পূজনীয় দেবতা আমার।
হরিভক্তিহীন জ্ঞানিবর
মহামূর্খ ধর্ম্মের জগতে।
তেঁই বলি, গুরুদেব,
ছাত্রগণে ভক্তিসহ
শিক্ষা দাও হরিনাম।
জানিও নিশ্চয়,
হরিভক্তি বই মুক্তি নাই আর।

গুরু।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য,
এ বালক বলে কি?
ছাত্র হ'য়ে আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে চায়।

কুলিন্দের প্রবেশ।

(প্রকাশে)—মহাশয়।
আপনার পুত্র পাগল হ'য়েছে দেখছি।

অথবা এর শরীরে
কোন মহাভূতের সঞ্চার হ'য়েচে।
নহিলে বিদ্যা অধ্যয়ন পরিত্যাগ ক'রে
দিনরাত কেবল "হরি হরি" বলে কেন?
হরিনাম গেয়ে নৃত্যই বা করে কেন?
আমি কত যত্ন ক'রে শাস্ত্রশিক্ষা দিই,
আদৌ মনোযোগ দেয় না।
আপনি
চিকিৎসক আনিয়ে এর প্রতিকার করুন;
তা'তেও যদি কিছু না হয়,
তবে ওঝাও আনা'তে হ'বে।

কুলিন্দ।—(সহাস্যে)—মহাশয়, ভাব্বেন্ না,
আমার পুত্র উন্মত্তও নয়—ভূতগ্রস্তও নয়,
বাস্তবিক হরিভক্ত!
আমি একে দৈববশে প্রাপ্ত হ'য়েচি।
এর চরিত্র অতি বিচিত্র।
আমার চন্দ্রহাস গুরুজনের সহিত
কখনও আহার করে না;
একাদশীর দিনে
কদাচ অন্ন বা অমৃতও গ্রহণ করে না;
আমরাও এর সহিত একাদশী ব্রত করি।
বিপ্রবর,
চন্দ্রহাস হরিনাম ভালবাসে,
তা'ই শিখুক।
অনেকেই তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করে,
কিন্তু এমন বাল্যকালে
ক'জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
হরিনাম গান করে?—
হরি ব'লে নৃত্য করে?
আমার বড় সৌভাগ্য যে
এমন পরম বৈষ্ণব হরিভক্ত পুত্র পেয়েচি।
পূর্ব্বজন্মে অনেক সুকৃতি ক'রেছিলেম,
তা'রই পুণ্যময় ফলে
এমন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণগতচিত্ত কৃষ্ণধ্যান-রত
ধর্ম্মবীর পুত্র লাভ ক'রেচি।
মহাশয়,
এইরূপ একমাত্র পুত্রই যথেষ্ট,
এইরূপ পুত্রই পিতার নাম রক্ষা করে;
কুচরিত্র বহু পুত্রে প্রয়োজন কি?
আহা! ধন্য আমি, ধন্য আমি,
বৎস চন্দ্রহাস আমার পুণ্যফল।

গুরু।—(স্বগত)—
যেমন ছেলে, তেমনি বাবা!
বাপ মার নাই পেয়েই তো ছেলে বয়ে যায়।
আমি তো আমি—
আমার বাবাও
এ ছেলেকে কি ঢিট্ ক'র্ত্তে পারে?
কথায় বলে—
"বাপ মায় দিলে নাই"
গুরু মশায় পায় না থাই"।
তা'তে আবার একটি ছেলে—
সাক্ষাৎ আবদার অবতার!
এমন ছেলেরও লেখা পড়া হয়!
আমি শেখা'ব এক,
ছেলে শিখ্‌বে আর;
বাবাও আবার ছেলের দিকে।
এই যদি মনে মনে,
তবে আমায় পোড়ানো কেন?
এ ছেলের আবার বিদ্যে হ'বে?—
হ'বে ষাঁড়ের গোবর;
না যজ্ঞে—না হোমে।
(প্রকাশে)—মহাশয়,
তবে আমি এখন পাঠশালে যাই,
দেখি ছেলেরা খেলচে কি লিখ্‌চে।
[প্রস্থান।

কুলিন্দ।—বৎস! তুমিও পাঠশালে যাও;
গুরুদেব যা' শিক্ষা দেন, তা' শেখো।
হরিনাম তো তোমার স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যা,
পরসিদ্ধবিদ্যাও চাই।
আর এক কথা,
পাঠশালে না গেলে,
গুরুর মনে কষ্ট হ'বে।

বিশেষতঃ তোমার মত উপযুক্ত ছাত্র
গুরুর গৌরবস্বরূপ।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
আদেশ তব পালিব পিতা!
যা'ব গুরুর নিকটে গো।
কিন্তু মন মোর আকুল সদা
হরির মন্দিরে যা'বার তরে।
হরিময়, আহা, সকলি দেখি,
রসনা শুধু আমার হরি বলে,
হরিনাম পেলে সবি যাই ভুলে!
হরিনামে মন পাগল হ'ল,
হরি বল, পিতা, হরি হরি বল!

কুলিন্দ।—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
শোন, পিতা, নূপুর বাজে।
ঐ দেখ, একবার চেয়ে দেখ গো,
আমার হৃদয়মাঝে হরি বিরাজে।
আহা! আমি ধন্য হ'লেম,
আমার হৃদয়-মন্দিরে নাচি'ছে হরি।
আহা, হেন হরিমন্দির ছেড়ে
কোথা যা'ব?—পিতা! যা'ব না কোথা।
এই আমি যাই হরিমন্দিরে
জুড়া'তে আমার প্রাণের ব্যথা।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

কুলিন্দ।—ধন্য তুই, চন্দ্রহাস!
তোরে কুড়াইয়ে পেয়ে,
সাক্ষাৎ শ্রীহরিভক্তি-মণি
পেয়েছি কুড়া'য়ে পথে।
হরি দয়াময়!
পুত্র চন্দ্রহাসে মোর চিরজীবী কর, প্রভু!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুন্তলপুর—ধৃষ্টবুদ্ধির গৃহ।

ধৃষ্টবুদ্ধি।

ধৃষ্ট।—বুদ্ধি যা'র, শক্তি তা'র,
একমাত্র বুদ্ধিবলেই
আমি এত দূর আধিপত্য লাভ ক'রেচি।
মহারাজ কৌন্তলক নামমাত্র রাজা,
আমিই কুন্তলরাজ্যের ঈশ্বর।
রাজা কৌন্তলক যন্ত্র-পুত্তল,
আমি যেরূপে তাঁ'কে চালাই,
তিনি সেইরূপেই চলেন।
আমি মনে ক'র্‌লেই—
এখনি তাঁ'কে সর্ব্বস্বান্ত ক'র্ত্তে পারি,
পথের ভিখারী ক'র্ত্তে পারি,
ইহলোক থেকে বিদায়ও দিতে পারি।
কিন্তু সেটা করার আর প্রয়োজন নাই।
যে মৃত, তা'কে মার্‌লে কি লাভ?
বৃদ্ধ রাজার পুত্র নাই,
তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই
প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন।
সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য তো আমারই হ'বে;
তবে আর কেন রাজ-হত্যা?
মহারাজের একমাত্র কন্যা চম্পকমালিনী,
সে তো আমার পুত্রবধূ হ'বে।
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন থাকৃতে,
রাজার কি সাধ্য যে
চম্পকমালিনীকে
অন্যের হস্তে সম্প্রদান করেন?
সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকি,
সমস্তই আমার হ'বে।
হ'বেই বা কেন? হ'য়েই তো আছে।

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দ্বার।—জয় হোক, মহারাজ!

ধৃষ্ট।—(স্বগত)— খাসনের এমনি গুণ,

মন্ত্রী ব'ল্‌তে কা'রই সাহস হয় না।
'জয় হোক মহারাজ'
এ আমার ভৃত্য ব'লে নয়—
কুন্তলপুরের প্রজারাও
আমাকে মহারাজ বলে।
(প্রকাশ্যে)—কি সংবাদ?

দ্বার।—ভেট নিয়ে অনেকগুলি লোক এসেচে।

ধৃষ্ট।—সকলকে ভেট সমেত এখানে আস্‌তে বল।

দ্বার।—যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[দ্বারপালের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—কে ভেট পা'ঠালে?
কিসের ভেট?

নানাবিধ ভেট লইয়া কুলিন্দের
ভৃত্যগণের প্রবেশ।

সকলে।—জয় হোক্, মহারাজ!

ধৃষ্ট।—কে এ সকল ভেট পা'ঠালে?

১ ভৃ।—চন্দনাবতীর কুলিন্দ প্রভু।

ধৃষ্ট।—কুলিন্দ আছেন কেমন?

১ ভৃ।—ভাল আছেন।

ধৃষ্ট।—তাঁ'র পত্নী মেধাবতী?

১ ভৃ।—তিনিও ভাল আছেন।

ধৃষ্ট।—চন্দনাবতীর বনবিভাগের অবস্থা কিরূপ?

১ ভৃ।—বনের অনেকাংশ এখন পরিষ্কার হ'য়েচে,
ভূমি উর্ব্বরা হ'য়েচে;
লোকজনের বসতি হ'য়েচে।

ধৃষ্ট।—ভাল—ভাল।
(উচ্চৈঃস্বরে)—দ্বারপাল!

নেপথ্যে দ্বার।—মহারাজ!

দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—ভেট সমেত এই সকল লোককে
অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।

দ্বার।—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

ধৃষ্ট।—(ভৃত্যগণের প্রতি)—দেখ,
তোমরা আজ আমার গৃহে আহার ক'রে,
তা'র পর
চন্দনাবতী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র।

১ ভৃ।—মহারাজ, ক্ষমা করুন,
আমরা আজ আহার ক'র্‌বো না।

ধৃষ্ট।—(সরোষে)—কি! এত বড় স্পর্দ্ধা!
আমার বাক্যে অবহেলা!
আরে মূঢ় ইতরগণ!
আমার গৃহে আহার ক'ত্তে
কত লোক প্রার্থনা করে।
তোরা নীচ ভৃত্য হ'য়ে কিসের দর্প করিস্
অবিলম্বে প্রতিফল দিচ্চি।
যাও, দ্বারপাল,
এখনি এদের কারাগারে বদ্ধ কর।

১ ভৃ।—মহারাজ!
আপনার গৃহে আহার ক'ত্তে
আমাদের ইচ্ছা নাই—এ কি কথা!
তবে আজ একাদশী তিথি,
এ জন্য আমরা জলগ্রহণ ক'র্‌বো না—
আজ আমাদের নিরম্বু উপবাস।

ধৃষ্ট।—কি? একাদশী? নিরম্বু উপবাস?—
কে তোদের এ পরামর্শ দিলে?—
ওঃ, বুঝেচি,—তোদের দোষ নয়,
দোষ সেই পাপিষ্ঠ কুলিন্দের।
একাদশী ব্রতের ছলনা ক'রে
দুরাত্মা কুলিন্দ আমার অপমান ক'ল্লে!
এ তো তা'র ভেট পাঠান নয়,
আমার মাথা হেঁট করান!
কিসের একাদশী?
হ'লেই বা একাদশী।
আমার আদেশ অগ্রে—
না একাদশী অগ্রে?
যা'ই হোক,
তোদের আর কিছু ব'ল্‌বো না,
তোরা অবিলম্বে প্রস্থান কর্।

১ ভৃ।—মহারাজ,
আমাদের প্রভু কোন অংশে অপরাধী ন'ন।

তিনি আপনার অপমান ক'ত্তে
আমাদের পাঠান্ নি।
বাস্তবিক আজ হরিব্রত একাদশী।
আপনি রাগ কর্‌বেন না,
কল্য আমরা আপনার গৃহে আহার কর্‌বো।

।—দূর হ, নীচগণ!
আমি এ পাপ ভেট
হস্তে স্পর্শ ক'ত্তে চাই না।

[পদাঘাতে ভেটাধার সকল দূরে
নিক্ষেপ ও ভয়ে ভৃত্যগণের
প্রস্থান।

যাও, দ্বারী,
নীচদের শীঘ্র নগর হ'তে বহিষ্কৃত কর।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

এত তেজ!—এত অহঙ্কার!—
পাপিষ্ঠ কুলিন্দ!
আমাকে পরিহাস?—আমার অপমান?
জানিস, মূর্খ,
তুই আমার অধীন;
আমি মনে ক'ল্লে
তোর সর্ব্বনাশ ক'ত্তে পারি।
এ জেনেও এত স্পর্দ্ধা!
আচ্ছা, তুই থাক্,
আমি চন্দনাবতী গিয়ে
তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো।
মহারাজ তোকে বড় স্নেহ করেন,
নৈলে অদ্যই তোকে প্রতিফল দিতেম।
তা যা'ই হোক্, নির্ব্বোধ!
তোর একাদশী ব্রত
তোরই সর্ব্বনাশ ব্রত হ'ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চন্দনাবতী—হরিমন্দির।

বৃহৎ মন্দির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। বহির্ভাগে এক পার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী। বেদীর সম্মুখে দুইটী কাষ্ঠমঞ্চের একটিতে তুলসী বৃক্ষ ও গরুড়মূর্ত্তি এবং অপরটিতে সিংহাসনোপরি শালগ্রাম শিলা স্থাপিত। বেদীর উপর চন্দ্রহাস, নিম্নে ভক্তগণ উপবিষ্ট।

চন্দ্র।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—হে কেশব! হে মাধব!
হে শ্যামসুন্দর! তোমাকে নমস্কার।
জয় জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়!

সকলে।—জয় জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়!

(সকলের রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম)

চন্দ্র।—ভক্তগণ!
আজ আমাদের কি আনন্দের দিন,
আজ আমাদের কি প্রাণানন্দময় উৎসব।
সম্মুখে মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণ,
বেদীসম্মুখে বিষ্ণুমূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা,
তুলসী এবং বিষ্ণুবাহন পরমবৈষ্ণব গরুড়।
বৈষ্ণবগণ!
আজ আমার কি সৌভাগ্য!
আপনাদের ন্যায় হরিভক্তগণ মধ্যে
আমি উপবিষ্ট।
ধন্য আমি! ধন্য আমি!
একবার সকলে মিলে বলি—
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চন্দ্র।—ভক্তগণ,
মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর—
এই আছে—এই নাই;
এমন জীবন হেলায় হারিও না;

ভক্তিভরে সর্ব্বদা হরিনাম জপ কর।
যদি সর্ব্বদা অবকাশ না পাও,
তবে দিনান্তে একটি বারও ভক্তিভরে বল—
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
চন্দ্র।—ভক্তগণ,
জগদীশ্বর হরি
সকলের পিতা—সকলের মাতা—
সকলের প্রভু—সকলের রাজা।
হরি দীনের বন্ধু—দরিদ্রের ধন—
হতাশের আশা—ভীতের ভরসা।
হরি
জীবের প্রাণ—জীবের ত্রাণ—জীবের জ্ঞান।
হরি সকলের সৌভাগ্য—সকলের শিবস্বরূপ।
হরি ব্রহ্মা, হরি বিষ্ণু, হরি শিব, হরি শক্তি।
মানুষের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র,
সমস্ত দেবতার নাম উচ্চারণ ক'ত্তে পারে না;
এই জন্য একবার ভক্তিভরে
হরিনাম উচ্চারণ ক'ল্লে
তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম উচ্চারিত হয়।
তাই বলি, ভক্তগণ,
এক বার বল,
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

গুরুমহাশয় ও জনৈক দৈবজ্ঞের প্রবেশ।

দৈবজ্ঞ।—কেমন, মহাশয়,
আমার গণনা কি মিথ্যা?
যা' ব'লেচি, তা' সত্য কি না?
গুরু।—দৈবজ্ঞ মহাশয়, অদ্ভুত ব্যাপার!
আমি চন্দ্রহাসকে শিশু মনে ক'রে
তাচ্ছল্য ক'ত্তেম।
ভাব্‌তেম, বালকে আবার ঈশ্বর চিন্‌বে।
আজ স্বচক্ষে দেখে আমার ভ্রম ঘুচে গেল।
দৈবজ্ঞ।—আমি তো ব'লেছিলেম,
এই বালক অদ্বিতীয় হরিভক্ত হ'বে।
যা'রা আশৈশব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য
এবং কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিত,
এই বালক চন্দ্রহাস
তা'দের ধর্ম্মপথে স্থাপন ক'র্‌বে—
মুক্তিমূল হরিভক্তি শিক্ষা দিবে।
এই দেখুন,
আজ চন্দ্রহাসের নিকট শত শত হরিভক্ত।
গুরু।—বৎস, চন্দ্রহাস, ধন্য তুই!
তোর হরিনামরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নও ধন্য!
বৎস রে!
আজ তোর মুখে হরিনাম শ্রবণ ক'রে
আমি জ্ঞান লাভ ক'ল্লেম—নব প্রাণ পেলে
চন্দ্রহাস! বল্ বল্,
কে তোর এই হরিনামের শিক্ষাগুরু?
আজ তোর এই মোহান্ধ গুরু
তা'র শিষ্য হ'বে।
বল্, কে তোর সেই গুরু?
চন্দ্র।—গুরুদেব!
ঐ যে মন্দিরমধ্যে আমার গুরু,
এই দেখুন, সিংহাসনে আমার গুরু,
ইনিই আমার হরিঠাকুর—
ইনিই আমার গুরু।
গুরুদেব!
এই হরিঠাকুরকে আমি ছেলেবেলায়
নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।
এঁকে আমি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখি,
প্রাণ ভ'রে প্রেমভরে হরি ব'লে ডাকি।
বহিশ্চক্ষু মুদিত ক'রে
ধ্যানচক্ষে মনশ্চক্ষে এঁকে দেখি।
(নেত্র নিমীলন করিয়া কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, মধুর মধুর বাজি'ছে নূপুর
কমল চরণ যুগে;
বঙ্কিম ঠাম, নব ঘন শ্যাম,
ভালে তিলক জাগে।

'কটিতটে ধড়া, শিরে চারু চূড়া,
শিখিপাখা বেড়া তায় ;
মন প্রাণ-ভোলা গলে বনমালা,
বাঁকা নেচে যায়, হেসে চায়।
রাধা রাধা ব'লে কভু কেঁদে চ'লে,
কভু প্রেমে মাতুয়ারা ;
রাধা-প্রেম-ছলে শিখায় সকলে
ভকতি-মুকতি-ধারা।

চন্দ্র।—জীবগণ ! সাবধান হও—সাবধান হও।
মৃত্যু শিয়রে হুঙ্কার শব্দ ক'চ্চে।
যম ভীষণ দণ্ড উত্তোলন ক'রে আছে।
এই উভয়কে তাড়া'বার আর উপায় নাই,
উপায় কেবল হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিসঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনিতে
মৃত্যুপতি যম দূরে পলায়ন ক'র্‌বে।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিমন্দিরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

সকলে।—(মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খবাদ্য যোগে
হরিসঙ্কীর্ত্তন)
হরিনাম গুণগানে,
নামগান সুধাপানে,
একপ্রাণে মাতি, ভাই ! ।
দয়াময় হরি বই,
মুক্তির উপায় কই,
হরি বোলে ডাকি তাই ॥
আয় আয় বাহু তুলে,
হৃদয়-কপাট খুলে,
হরির দুয়ারে যাই !—
প্রাণের ভকতিভরে,
নতশিরে যোড়করে,
চরণে তাঁ'র লুটাই ॥

[কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের
প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চন্দনাবতী—কুলিন্দের গৃহ।

কুলিন্দ ও মেধাবতীর প্রবেশ।

মেধা।—স্বামিন্ !
আজ কেন চন্দ্রহাস এত বেলা ক'চ্চে ?
বেলা যে দুপুর হ'য়ে গেল।
বাছার কি খিদে তেষ্টা নাই ?
যাও, তুমি সঙ্গে ক'রে ডেকে আন।
বাছা এখনো মুখে জলটুকু দেয় নি।
আমি সব আয়োজন করি গিয়ে,
তুমি শীগ্‌গির ক'রে তা'কে ডেকে আন।

কুলিন্দ।—পত্নি !
চন্দ্রহাস এখন যদি
হরিগুণগানে মেতে থাকে,
তবে তা'কে আনা ভার ?

মেধা।—ভুলিয়ে নিয়ে এস না ?

কুলিন্দ।—সে ভোল্‌বার ছেলেই বটে !
হরিনাম পেলে সে অন্য সব ভোলে,
তবে অন্য প্রলোভনে ভুল্‌বে কেন ?
যাই, তবু একবার আন্‌বার চেষ্টা করি।
[কুলিন্দের প্রস্থান।

মেধা।—হরি !
আমার একমাত্র স্নেহের ধন চন্দ্রহাস
তোমার পরম ভক্ত।
সে তোমার জন্য পাগল হ'য়েচে,
সময়ে খায় না—সময়ে শোয় না ;
হরি !
এই অনিয়মে পাছে তা'র পীড়া হয়।
না, কেন পীড়া হ'বে ?
তোমার নাম-সুধাপানে যার তৃপ্তি,
কেন তা'র পীড়া হ'বে ?
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে আমার বাছা।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

আয় আয়, বাপ আমার ! বাপ আমার !

আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেচে,
গায়ে কত ধুলো লেগেচে।
(গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে)—
হ্যাঁ বাবা ! তুই কেমন ছেলে ?
দ্যাখ্ দেখি, কত বেলা হ'য়েচে।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
তাই তো, বেলা বেড়ে যে গেল,
আমার হরিভজন নাহি হ'ল।
হেলায় হেলায় বাড়িল বেলা,
ফুরিয়ে এল আয়ুর খেলা,
এখন কেমন ক'রে, ও মা !—
ধ'রবো হরির চরণ-ভেলা ?

মেধা।—বাছা ! তুই নিজেই তো ব'লেচিস্,
হরি আপনিই হরিভক্তকে
যেচে শ্রীচরণ-ছায়ায় রক্ষা করেন।

চন্দ্র —মা, তা সত্য বটে,
কিন্তু মানুষ ষড়রিপুর পীড়নে পীড়িত,—
সংসারের মোহে মোহিত।
পাছে মায়ার প্রলোভনে
হরিভক্তি চঞ্চল হয়,
তা' হ'লে তো আর
হরির শ্রীচরণ পা'ব না।

মেধা।—বাছা !
তোর মত হরিভক্তের যদি
হরিভক্তি চঞ্চল হয়,
তবে জগৎসংসার হরিভক্তিশূন্য হ'বে,
কেউ আর হরি ব'লে ডাক্‌বে না।
হরিভক্তিই হরির জগতের প্রাণ—
জগজ্জীবের ত্রাণ।
হরিই তাঁ'র জগতের প্রাণ রাখ্‌তে—
জগজ্জীবের ত্রাণ ক'ত্তে
হরিভক্তের সৃষ্টি করেন,
তবে তোমার কিসের ভয়, বাবা ?
এখন খা'বে চল।

।—পিতা কোথা, মা ?

।—তিনি তোমায় খুঁজ্‌তে গেছেন।

চন্দ্র।—আমায় খুঁজ্‌তে গেছেন ?
(কীর্ত্তনের সুরে)—
পিতার কাছে তুমি তো ছিলে,
আমায় খুঁজিতে কেন পাঠা'লে ?
যাঁরে যোগিবর হর, ও মা !—
যাঁ'রে বিধি আদি দেব, ও মা !—
যাঁ'রে মুনি ঋষিগণ খুঁজেন ধ্যানে,
এমন হরিরে না খুঁজে পিতা
আমায় খুঁজিতে গেলেন কেনে ?

মেধা।—(স্বগত)—হরিভাবময় শিশু
সব কথা তত্ত্বভাবে ভাবে।
কিরূপে বুঝাই এরে ?
হরিনামে ভুলাইয়ে
সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গিয়ে করাই ভোজন।
(প্রকাশে)—
হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
[প্রস্থান।

চন্দ্র।—মা ! দাঁড়াও—দাঁড়াও,
আমিও যা'ব।
হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি ও তদীয় অনুচরগণের সহিত
কুলিন্দের পুনঃপ্রবেশ।

কুলিন্দ।—অদ্য আমার কি সৌভাগ্য,
আপনার আগমনে চন্দনাবতী ধন্য হ'ল।
(স্বগত)—আজ ধৃষ্টবুদ্ধির মুখভাব দেখে
আমার মনে সন্দেহ হ'চ্ছে।
সে দিন একাদশী তিথিতে
আমার ভৃত্যগণ
উপহার নিয়ে গিয়েছিলো।
ইনি তা'দের আহার ক'ত্তে বলেছিলেন,
কিন্তু একাদশীর ব্রত ব'লে
কেউ কিছু খায় নি।
ভৃত্যদের মুখে শুনেচি,

তা'তে ইনি
আপনাকে অপমানিত জ্ঞান ক'রে
তা'দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন;
সেই ক্রোধ কি আজো বিলীন হয় নি?
বাসুদেব হরি এঁর ক্রোধ শান্তি করুন,
আমাদের রক্ষা করুন।
(প্রকাশে)—মন্ত্রী মহাশয়!
আপনি কুশলে আছেন তো?
মহারাজ কৌন্তলক ভাল আছেন তো?
প্রজাগণ সুখে আছে তো?
রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হ'চ্চে তো?
শত্রুগণ
রাজদণ্ড-ভয়ে ভীত হ'য়ে আছে তো?

ষ্ট।—কোন কোন শত্রু ভীত নয়,
তা'দের সমুচিত শাস্তি দিতে হ'বে।

লিন্দ।—(স্বগত)—আমার অনুমান মিথ্যা নয়;
বোধ হয়, আমাকেই লক্ষ্য ক'রে
ধৃষ্টবুদ্ধি এরূপ ব'ল্লেন।
তা' বলুন,
আমরা যদি পাপে থাকি,
অবশ্য ফলভোগ কর্‌বো।
হরি আমাদের সহায়।
(প্রকাশে)—মহাশয়!
কা'রা মহারাজ কুন্তলপতির
এবং আপনার সহিত শত্রুতাচরণ ক'চ্চে?

ষ্ট।—এর পর ব'ল্‌বো।
আচ্ছা, কুলিন্দ! বল দেখি
তুমি একাদশীর ভাণ কোথায় শিখ্‌লে?

কুলিন্দ।—(স্বগত)—সেই জন্যই মন্ত্রীর আগমন।
ধৃষ্টবুদ্ধি যেরূপ ধৃষ্ট,
আজ কোন বিভ্রাট বা ঘটায়।
হে কৃষ্ণ!
তোমার ব্রতাচরণে কি
শেষে বিপদ ঘট্‌লো!
ঘটে ঘটুক,
তথাপি মিথ্যা কথা ক'ব না।
(প্রকাশে)—মহাশয়!
আমি একাদশীর ভাণ করি নাই।
আমার হরিভক্ত পুত্র চন্দনাবতী নগরীতে
একাদশী ব্রত প্রচার ক'রেচে।
আমরা তা'রই পরামর্শ মতে
সেই পবিত্র ব্রত ক'রে থাকি।

ধৃষ্ট।—(সাশ্চর্য্যে)—তোমার পুত্র!
কবে তোমার পুত্র হ'ল?
কই, আমাকে তো সংবাদ দাও নি?

কুলিন্দ।—সে পুত্রটি আমার ঔরসপুত্র নয়,
স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র।
একদা আমি ভৃত্যগণের সহিত
অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কচ্চি,
এমন সময় তা'কে বনমধ্যে প্রাপ্ত হ'লেম।
প্রথম দর্শনেই তা'র প্রতি
আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট হ'ল।
তৎক্ষণাৎ আমি তা'কে
স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে পরিগ্রহ ক'রে
গৃহে এনে লালন পালন ক'ত্তে লাগ্‌লেম।
হরিভক্ত পুত্র গৃহে আসা অবধি
উত্তরোত্তর
আমার বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হ'চ্চে।

ধৃষ্ট।—কই, তোমার সে পুত্র?

কুলিন্দ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—চন্দ্রহাস! চন্দ্রহাস!
এই যে আস্‌চে।

মেধাবতীর সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ।

মহাশয়!
এইটি আমার পুত্র।
চন্দ্রহাস!
মন্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার কর।
(ধৃষ্টবুদ্ধিকে চন্দ্রহাসের নমস্কার করণ)

ধৃষ্ট।—কুলিন্দ!
এই বালকই তোমার পুত্র?

কুলিন্দ।—হাঁ, মহাশয়!

ধৃষ্ট।—(স্বগত)—এ বালক কে?
কেন একে দেখে আমার মন চঞ্চল হ'ল?
আঁা—আঁা! আবার সেই দুশ্চিন্তা!
কে যেন কাণে কাণে ব'লে গেল—
"ধৃষ্টবুদ্ধি! এই বালক চন্দ্রহাস
তোমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবে।"
ওঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!
আবার এ কি শুন্‌চি!
কে যেন ব'ল্‌চে—
"নিষ্ঠুর মন্ত্রিন্‌!
তুমি ব্রাহ্মণগণের কথা শুনে
নিতান্ত পামরের ন্যায়
যা'কে বনমধ্যে বিসর্জ্জন ক'রে
চণ্ডাল-হস্তে নিহত ক'ত্তে মনস্থ করেছিলে
এই সেই চন্দ্রহাস
তোমার উৎপাত-কেতুরূপে
কুলিন্দের গৃহে আবির্ভূত হ'য়েচে!
ওঃ! কি কুটিল রহস্য! কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!
(চন্দ্রহাসকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ
করিয়া)—
এই বালকই সেই বটে,
এর মুখভাবে
আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হ'ল।
যাই হোক,
এই আমার মহাশত্রু,
একে নিশ্চয় বিনাশ ক'ত্তে হ'বে।
কৌশলে বিনাশ না করে
লোকে আমার নিন্দা ক'র্‌বে।
কি ভয়ানক কথা,
আমার ঐশ্বর্য্যের প্রভু একজন পর!
তা' কখনই হ'বে না—কখনই হ'বে না।
(প্রকাশে)—কুলিন্দ!
আমি তোমার পুত্রকে দেখে
যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'লেম।
তোমরা পতি পত্নী
এই পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন কর,
এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

কুলিন্দ।—মহাশয়ের সন্তোষে
আমার পুত্রের অবশ্য মঙ্গল হ'বে।

ধৃষ্ট।—ও কুলিন্দ!

কুলিন্দ।—মহাশয়!

ধৃষ্ট।—আমি তাড়াতাড়ি আসাতে
বড় একটা ভুল ক'রে এসেচি।
মহারাজকে একটি বিশেষ কথা
ব'লে আস্‌তে বিস্মৃত হ'য়েচি।
আমার দিন কয়েক যাওয়া হ'বে না।
তোমার পুত্র চন্দ্রহাসকে
কুন্তলপুরে অদ্যই পাঠাও।
আমি এর হাতে একখানি পত্র পাঠাই।
সেই পত্রেই প্রয়োজনীয় কথা লিখে দি।

কুলিন্দ।—উত্তম।
চন্দ্রহাস অদ্যই পত্র নিয়ে যা'বে।

ধৃষ্ট।—(স্বগত)—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন
আমার বড় বিশ্বাসী।
চন্দ্রহাস যেমন আমার পত্র নিয়ে
তা'র নিকট উপস্থিত হ'বে,
সে অমনি পত্রপাঠমাত্র
বিষদানে একে বিনাশ ক'র্‌বে।
(প্রকাশে)—চন্দ্রহাস!
আমি
আমার পুত্র মদনের নামে পত্র লিখ্‌বো।
তুমি তা'কে সেই পত্র প্রদান ক'র্‌বে।
সে আবার মহারাজের নিকট
পত্রমধ্যস্থ রাজপত্র প্রদান ক'র্‌বে।
দেখ', বৎস!
রাজপত্র অতি গোপনীয়,
তুমি পাছে উন্মোচন ক'রে পড়?

চন্দ্র।—না, মহাশয়!
এরূপ অন্যায় কার্য্য ক'র্‌লে
আমার পাপ হ'বে।
হরি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'বেন।

ধৃষ্ট।—হাঁ, তুমি যেরূপ হরিভক্ত,

তোমাকেই বিশ্বাস হয় ব'লে
আর কা'কেও পাঠালেম না।
হরির শপথ কর, পত্র খুলবে না?
—হরির শপথ, পত্র খুল্‌বো না।
—(স্বগত)—
হরিভক্তিতেই হরিভক্ত নিপাত হ'বে।
এরূপ দেবভক্তি ও ধর্ম্মভয়
আত্মনাশের মূল;
কিন্তু, আমার পরম লাভ।
চন্দ্রহাস প্রস্থান ক'রে,
দুরাত্মা কুলিন্দ ও মেধাবতীকে
কারাবদ্ধ ক'র্‌বো।
পাপিষ্ঠ কুলিন্দ
আমার বড় অপমান ক'রেচে।
(প্রকাশে)—আমি পত্র লিখে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর—উদ্যানমধ্যে সরোবর।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

।—দয়াময় হরির দয়ায়
ছয় যোজনের পথ অতিক্রম করি'
আইনু কুন্তলপুরী।
আহা, এই সেই শৈশবের পুরী।
ধাত্রী মাতা পুত্রস্নেহে
পালন করিল হেথা মোরে।
ভৃত্যগণ যবে ভেট ল'য়ে আইল হেথায়
দুষ্টবুদ্ধি রাজমন্ত্রী-পাশে,
একটি বিশ্বাসী ভৃত্যে দিয়েছিনু ক'য়ে
গোপনে জানিতে ধাত্রী মাতার সন্ধান।

শুধু তা'র সন্ধানের তরে
মন্ত্রীর গোচরে
পাঠাইনু ভেট পিতারে কহিয়া।
আহা,
হতাশ সংবাদ দিল দূত—
রাজধাত্রী ত্যজিয়াছে প্রাণ।
হায় হায়,
শিশুর জীবনদাত্রী শৈশবের মাতা
চিরতরে গিয়াছে চলিয়া
আমারে ফেলিয়া হেথা!
হা, প্রাণে বড় র'য়ে গেল ব্যথা!
মা গো!
বড়ই অভাগা আমি,
নারিনু করিতে তোর অন্তিম শুশ্রূষা।
মা গো!
হরি হরি ব'লে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে
বিষ্ণুপদে করিয়াছি পিণ্ডদান;
শুনেছি, মা, হরিভক্ত-মুখে
ভক্তাধীন চিরদিন হরি।
তোর দত্ত স্তনদুগ্ধপানে
পেয়েছি, মা, যতটুকু জ্ঞান,
সেই জ্ঞানবলে পুন
যতটুকু হরিভক্তি পেয়েছি, মা,
সেই হরিভক্তি মাখাইয়া
প্রেতপিণ্ড দিয়েছি, মা, তোর!
ভক্তপ্রাণ হরি
শ্রীচরণে দিনু তোরে স্থান।
হরি! হরি!
তোমারি শ্রীপদ—গয়া গঙ্গা বারাণসী,
তোমারি শ্রীপদ—
মোক্ষ মুক্তি নির্ব্বাণ কল্যাণ,
তোমারি শ্রীপদ বই
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে কিছু নাহি জানি।
ধাই মারে মোর
ঐ পদে দাও মোক্ষপদ।

জনৈক অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।

অশ্বরক্ষক।—বেলা তো প্রায় তৃতীয় প্রহর হ'ল;
আজ্ঞা করেন তো
ঘোড়ার জন্যে কিছু ঘাস খুঁজে আনি।
এ রাজার বাগান,
এখানে তো ঘোড়া আন্‌তে পারি নি;
ঘাস কিন্তু ঢের আছে।

চন্দ্র।—কি! এখনো অশ্বকে তৃণ দাও নি?
নিষ্ঠুর!
জীবের আহারের জন্যও
আবার আমার আদেশ
প্রতীক্ষা ক'রে আছ?
আহা! অশ্ব বাক্যহীন জীব,
তা'কে অগ্রে না খাইয়ে
নিজের উদরজ্বালা শীতল ক'রেছ?
দেখ, অশ্বরক্ষক!
আমার বিবেচনায়—
মনুষ্যও যেমন,
সেইরূপ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ
সবাই হরির সৃষ্ট,
এ পৃথিবী বা পৃথিবীর সামগ্রী
কেবল মনুষ্যের নয়,
সমস্ত জীবের।
যে সকল লোক অবলা জীবকে—
বিশেষতঃ অধীনস্থ অবলা জীবকে
অগ্রে না আহার করিয়ে
আপনারা আহার করে,
তা'রা নরাকার পিশাচ,
তা'রা হরির অবমাননাকারী,
তা'রা হরিভক্তদের মহাশত্রু।
তুমি নিশ্চয় জেনো—
সকল জীবকে অন্নজল দান করা
বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ।
যাও, তুমি আর বিলম্ব ক'র না;
পাছে তৃণ আন্‌তে বিলম্ব হয়,
তুমি আমার খাদ্যদ্রব্য অশ্বকে দাও।
যাও—যাও।

[অশ্বরক্ষকের প্রস্থান।

বহুদূর পর্য্যটনে শরীর ক্লান্ত হ'য়েচে,
এরূপ ক্লান্ত অবস্থায়
মন্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে যাওয়া
উচিত নয়।
এই উদ্যানে একটু বিশ্রাম করি,
তা'র পর যা'ব।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)

আহা, আজ এ কি দেখি!
চন্দ্রহাস!
তুই হরিভক্ত ব'লে
কিসের অহঙ্কার করিস্?
তোর চেয়ে
উদ্ভিজ্জ জগতে অলৌকিক হরিভক্ত আছে।
ঐ দ্যাখ্,
অতি ক্ষুদ্র তৃণটি পর্য্যন্তও
হরিভক্তিতে তোকে পরাজিত ক'রেচে।
ঐ দ্যাখ্,
তরুলতাগণ অবনত মস্তকে
পুষ্পভার হরিপদে অর্পণ ক'চ্চে।
ঐ দ্যাখ্,
ক্ষুদ্র তৃণগুলি ভূতলে শিরস্পর্শ ক'রে
হরিকে প্রণাম ক'চ্চে,
কিন্তু তুই এখনো ঊর্দ্ধমস্তকে র'য়েছিস্।
না, চন্দ্রহাস!
ঊর্দ্ধশিরে হরি-সাধন হয় না।
এদের মত হরিকে প্রণাম কর্।
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(ভূমস্তক হইয়া প্রণাম)

ধন্য এই তৃণাচ্ছাদিত ধূলি!
আয় রে তৃণগণ!
আমি তোদের সঙ্গে
এই ধূলিতে দেহ লুটাই।

(শয়ন)

আহা, শরীর জুড়িয়ে গেল।

(ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ)

কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বরক্ষকের
পুনঃপ্রবেশ।

অশ্বরক্ষক।—ইনি ঘুমিয়ে প'ড়লেন নাকি?
(ঈষদুচ্চস্বরে)—প্রভুপুত্র! প্রভুপুত্র!
কই, সাড়া নাই,
ঘুমিয়ে প'ড়েচেন।
আহা, অনেক দূর এসে শ্রান্ত হ'য়েচেন,
ঘুমুন তবে একটু,
আমি এই অবসরে নগরের উপকণ্ঠে
অশ্বকে ভাল ক'রে
ঘাস জল খাইয়ে আনি।

[অশ্বরক্ষকের প্রস্থান।

বিষয়া ও সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।— (গীত)

কি সাধে ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে?
কি সাধে জুটেছে অলি ফুল্ল ফুল সনে?
ব'লে দে সজনি,
এ গূঢ় কাহিনী—
কেন ফুলে অলি,
পড়ে ঢ'লি ঢলি'
কেন দোলাদুলি করে দু'জনে?
প্রেমের নবীন হাসি জাগে দুহুঁ মনে।

বিষয়া।—সখি!
তোমরা এই সব ফুল নিয়ে যাও,
বেশ্ মনোহর মালা গাঁথ গিয়ে।
আমি আরও ফুল নিয়ে যাচ্ছি,
আজ সন্ধ্যের সময় হরপার্ব্বতীকে
ফুলের সাজে সাজাবো।

১ সখী।—প্রিয়সখি!
তুমি তবে বেশী বিলম্ব ক'র না।
আমরা জানি,
তুমি ফুলরাজ্যে এলে
তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভার।

২ সখী।—তা সত্যি, ভাই,
ফুলে ফুলে সব মিশে যায়,
কোন্‌টি আমাদের ফুল খুঁজে পাই না।

১ সখী।—এ বাগানে দিন দিন কত ফুল ফোটে,
কি জানি, ভাই!
আজ তুমি আবার কোন্ ফুলটি দেখে
তার প্রাণে নিজের প্রাণ রেখে
আপনহারা হও!

বিষয়া।—যদিই কপালক্রমে
মনোমত নতুন ফুল পাই,
সে তো বড় সুখের।
নতুন ফুল নিয়ে যা'ব,
আপন ভুলে ফুলের হ'ব।

সখীগণ।— (গীত)

সুন্দর সাজে এ প্রমোদ বন,
দেখ দেখ সেজেছে কেমন।
কুহু কুহু রবে, পিকবধূ সবে,
ঢালে মধু মোহিয়ে শ্রবণ।
তরু-কুল-ডালে, ফোটা ফুলজালে,
দুলে দুলে খেলে লতাগণ।
ফুলবাস ল'য়ে, পাগল হ'য়ে,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে উড়ায় পবন।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিষয়া।— (গীত)

অমল মলয়ানিল হিল্লোলি' ধায়।
ঋতু বসন্ত ফুল্ল কুসুমদলে
ভূষিছে কোমল কায়॥
পীত বসন পরি', প্রকৃতি সুন্দরী,
মধুর সুহাস মুখে সমুখে দাঁড়ায়।
গুঞ্জি' ভ্রমরকুল, পঞ্চমে কোকিল,
গাহি' প্রণয়-গীত ময়ূরী নাচায়॥

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

(সবিস্ময়ে)—এ কি! ইনি কে?
বনদেবতা কি?
না ফুলজগতের রাজা?

এঁকে দেখে আমার ভাবান্তর হ'ল কেন ?
আমি যত বার এঁর মুখপানে চাচ্ছি,
তত বারই যেন এঁরি হ'চ্চি।
প্রেম!—প্রেম!—আত্মসম্প্রদান!
ইনি কে?—বিষয়ার স্বামী।
এঁকে আমি চিনি না,
অথচ স্বামী ব'ল্লেম কেন ?
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।
ইনি নিদ্রিত,—
জাগরিত ক'র্‌বো কি ?
না,তা' হ'লে প্রাণ ভ'রে দেক্তে পাবো না
লজ্জা প্রথম দর্শনে
চার চক্ষু উন্মীলিত রাখে না,
ইনি যেমন চক্ষু উন্মীলন ক'র্‌বেন,
অমনি আমার চক্ষু নিমীলিত হ'বে,
আশ মিটিয়ে রূপ দেখা হ'বে না।
আমি দেখি,—নয়ন সার্থক করি।
এ কি ?
একখানি পত্র না ?
তাই তো, পত্রই তো বটে।
নিদ্রার ঘোরে হাত এলিয়ে পড়াতে
পত্রখানি মাটিতে প'ড়ে গেছে।
পত্রখানি প'ড়ে দেখ্‌বো ?—না।
না কেন ?
এঁকে যে কালে আত্মসম্প্রদান ক'রেচি,
সে কালে পত্র প'ড়্‌তে দোষ কি ?
পরেই পরের দ্রব্য
গোপনে নেয় না বা দেখে না,
কিন্তু ইনি তো আমার পর ন'ন্—স্বামী ;
তবে কেন দেখ্‌বো না ?—দেখি।

(পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ)

(সবিস্ময়ে)—কি সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ—এ কি!
আবার পড়ি—

(পুনর্ব্বার পত্রপাঠ)

"বৎস মদন!
"তোমার কল্যাণ হউক।
"এই পত্রবাহক চন্দ্রহাস
"আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু।
"আমি যা' লিখিলাম,
"তুমি তা' নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে।
"অতএব,
"জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, পদ, বয়স,
"~~পরাক্রম, শৌর্য, গুণ বা সৌন্দর্য্য~~
"কিছুই গণনা না করিয়া
"অবিলম্বে ইহাকে বিষ দান করিবে।
"তাহা হইলে
"আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।

"আশীর্ব্বাদক
"শ্রীধৃষ্টবুদ্ধি।"

পিতা!—পিতা!
ছিছি, এ কি তব মনোভাব!
কোন্ প্রাণে, পিতা!
দাদারে আমার লিখিলে এ হেন লিপি।
পিতা!
তোমারো তো পুত্র কন্যা মোরা,
পুত্র-স্নেহ জান তো তুমিও,
তবে পরপুত্রে বধিবে কেমনে ?
আহা, যাঁ'র পুত্র ইনি,
তাঁর স্নেহ স্নেহ কি গো নয় ?

(কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া)—

না না, পিতা মোর এ হেন নিঠুর ন'ন,
হৃদয় তাঁহার স্নেহের ভাণ্ডার।
বুঝিয়াছি আমি,
এঁরি করে সম্প্রদান করিতে আমায়
দাদারে আমার পিতা লিখিলা এ লিপি!
উপযুক্ত জামাতৃদর্শনে
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পিতা
"বিষয়াদানের" স্থলে
লিখিলেন "বিষদান"।
আর, তাই যদি নাহি হ'বে,
কেন তবে হেন পত্র পড়িল আমার করে ?
মন কেন বলে এঁরে স্বামী ?

গৌরীব্রত পূর্ণ মোর এবে,
জগন্মাতা গৌরীর কৃপায়
পাইলাম উপযুক্ত স্বামী।
এবে এক কাজ করি—
"বিষদান" স্থলে নয়নকজ্জলে লিখি
"বিষয়াদান"।

(তদ্রূপ করণ)

একবার প'ড়ে দেখি—
"অবিলম্বে ইহাকে বিষয়াদান করিবে।
"তাহা হইলে,
"আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।"
এইবার ঠিক হৈল লিপি।
পূর্ব্বমত মুদ্রা মুড়ি'রেখে যাই স্বামিকরে।
মা দুর্গে!
পুরাও বাসনা মোর।

[প্রস্থান।

ন্দ্র।—(ভগ্ননিদ্র হইয়া)—তাই তো,
সন্ধ্যা সমাগতা।
ছিনু আমি এতই নিদ্রিত?
তুরঙ্গরক্ষক কই?
শ্রান্ত হ'য়ে সেও বুঝি ঘুমায় কোথায়?
আহা, ঘুমাক্ আরামে;
ডাকিব না তা'রে।
সরোবর-নীরে মুখ হাত ধু'য়ে
নিজে যাই মন্ত্রীর আগারে।

(সরোবর সোপানে অবরোহণ করিয়া
মুখ হাত ধুইয়া গান করিতে
করিতে পুনরুত্থান)

(গীত)

জয় জয় বনমালী,
জয় জয় শ্যাম মুরলীধারী!
নীল-যমুনা-পুলিন-বাসী,
নীল-রতন-কিরণ-রাশি,
রসিক, রাধা-প্রেম-উদাসী,
নটবর হরি ব্রজবিহারী।
বঙ্কিম শিরে ময়ূর-পাখা,
বামে রাধিকা মাধুরী-মাখা,
মরকতে যেন কনক-রেখা
আঁকা বাঁকা হ'য়ে হাসে;—
সমুখে যমুনা বহে উজান,
উজানে ধাই'ছে আমারো প্রাণ,
প্রাণ গাই'ছে প্রেমের গান,—
জয় রাধা-প্রেম-সুধা-ভিখারী!

[পত্র লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দনাবতী—নগরোপকণ্ঠ।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

বেগে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—এই যে আমার ভৃত্যগণ
আমার আদেশ পালন ক'চ্চে।
চন্দনাবতী নিদারুণ আর্ত্তনাদে অস্থির;
এই আর্ত্তনাদ আমার পক্ষে পরম আহ্লাদ।
প্রতিজ্ঞা আমার,——
চন্দনাবতীর যথাসর্ব্বস্বলুণ্ঠন—
গৃহদাহন—প্রজাপীড়ন।
দুরাত্মা কুলিন্দ!
আজ তোর অহঙ্কার ছারখার ক'রে
তবে আমার অন্য কাজ।
পাপিষ্ঠ!
তুই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ হ'য়ে
ধৃষ্টবুদ্ধির দুর্দ্দমা ক্রোধরূপ অগ্নিতে
যে কালে ঝাঁপ দিয়েচিস,
সে কালে চন্দনাবতী নগরী সমেত
তোকে আজ উৎসন্ন হ'তে হ'বে।

(নেপথ্যে পুনরার্ত্তনাদ)

বেগে কুলিন্দের প্রবেশ।

কুলিন্দ।—মন্ত্রিবর!—মন্ত্রিবর!

পরিহর রোষ—পরিহর রোষ,
কিবা দোষ করিল আমার প্রজা?
কেন দাও হেন নিদারুণ সাজা?
হের হের, মহাশয়!
তব অনুচরগণ হইয়া নির্দ্দয়
সর্ব্বনাশ করিল আমার
আদেশে তোমার!
অহো!
সাধের চন্দনাবতী হ'লো ছারখার!
অচিরে নিবার সবে,
নতুবা না র'বে প্রজাগণ।
রাজমন্ত্রী! রাজকার্য্যে এসে
মজাইলে শেষে আমা'সবে!
দেহ ভিক্ষা প্রজাগণে—
কর ত্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে!

ধৃষ্ট।—আরে আরে দুষ্টমতি!
মুখে কাতরতা ভাণ,
অন্তরে শঠতা তোর।
রাজার সামান্য ভৃত্য তুই;
একাদশী উপবাস!
ভাল ভাল,
কারাবাসে করাইব চির-উপবাস।

কুলিন্দ।—অহো, সন্দেহ ঘুচিল মোর,
এই হেতু হেথা তব আগমন,
এই হেতু পুরী কৈলে নাশ,
এই হেতু প্রজাগণে ত্রাস!
অহো—অহো,
এই হেতু প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাসে মোর
পাঠাইলে কুন্তলনগরে!
অহো, সন্দেহ—সন্দেহ বাড়ে!
মন্ত্রী!
কি ছলে পাঠা'লে তা'রে?
ধরি পায়,
বল হে আমায়,—
মোর পুত্রের জীবনে
দুলক্ষ্য নাহি তো তব?
হা চন্দ্রহাস! বৎস রে!
না বুঝিয়া করিনু বিশ্বাস,
শেষে বুঝি ঘোর সর্ব্বনাশ!
হা পুত্র! হা পুত্র!—হা চন্দ্রহাস!
কোথায় পাঠা'লে তারে, মন্ত্রিবর!
কোথা গেল চন্দ্রহাস!
হরি! পুত্রে মোর দেখাইয়ে দাও!
অহো, অস্থির হ'য়েছি অতি!
চন্দ্রহাস!—চন্দ্রহাস!
ভয় নাই—এই যাই,
দেখি দেখি কত দূরে পুত্র মোর।
(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

ধৃষ্ট।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—
আরে আরে দুরাচার!
ছলা করি কোথায় পালাবি?
কে আছ কোথায়, আইস ত্বরায়।

কুলিন্দ।—ধৃষ্টবুদ্ধি! নামের সার্থক বটে!
ছি ছি, মন্ত্রী!
ধর্ম্মে নাহি সবে তব হেন অত্যাচার!

ধৃষ্ট।—আরে অধার্ম্মিক!
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি দেখা'স্ তুই?
দেখি,
ধর্ম্ম তোর কিরূপে বাঁচায় তোরে?
কে আছ, আইস ত্বরা?

অনুচরগণের প্র[illegible]শ।

বাঁধ দুষ্টে কঠিন নিগড়ে।
(অনুচরগণের তদ্রূপ করণ)

কুলিন্দ।—হা কৃষ্ণ!—হা কৃষ্ণ!
তোমারে পূজিয়া,
তব একাদশী ব্রত করি'
এ হেন দুর্গতি হ'ল শেষে!
প্রভু! সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি,
তুমিই আমার সাক্ষী।

বেগে মেধাবতীর প্রবেশ।

মেধা।—এ কি, মন্ত্রী!

কি করিলে, কি করিলে,
কি হেতু বাঁধিলে স্বামীরে আমার?
খুলে দাও দারুণ বন্ধন,
মন্ত্রীর মতন এই কি হে কাজ?
কি বলিবে মানবসমাজ?
কি বলিবে মহারাজ?

।—আরে দুষ্টে!
স্বামী তোর রাজদ্রোহী,
তুইও তা'ই।
এই হেতু দোঁহে ল'য়ে গিয়ে
দিব শূলে কুন্তলনগরে রাজার গোচরে।

ধা।—রাজদ্রোহী মোরা?
মন্ত্রী! হেন পাপ-কথা না কহিও আর।
হরি সাক্ষী,
চিরদিন রাজভক্ত মোরা।

।—প্রবঞ্চনা!

লিন্দ।—পত্নি!
যে জন না বুঝে ব্যথা,
তা'র সনে কেন কও কথা?
ধৃষ্টবুদ্ধি, নামের মহিমা
দেখাইল আমা দোঁহে।

।—আরে দুরাচার?
বার বার সেই কথা।
যা'বে মাথা,
তবু নাহি প্রাণে ডর!

া।—মন্ত্রী, পত্নীর গোচরে
পতিরে এ হেন বলা উচিত কি তব?
হায় হায়!
নগর ভাঙ্গিলে মোর,
অগ্নিদাহে পোড়াইলে গৃহ,
ক্ষত-দেহ কৈলে প্রজাগণে,
লুঠিলে ভাণ্ডার,
তবু না মিটিল আশা?
শেষে কৈলে স্বামীর দুর্দ্দশা?
নাহি কি হে ধর্ম্মভয় তব?

।—ভৃত্যগণ,
ইহারেও বাঁধ ত্বরা।

কুলিন্দ।—(অতি ক্রোধে)—মন্ত্রী,
নিতান্তই কাপুরুষ তুমি!

ধৃষ্ট।—(কুলিন্দকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া)—
পিশাচ!

মেধা।—হরি! হরি!
রক্ষা কর স্বামীরে আমার!
হরি! তোমা বই কেউ নাই;
মধুসূদন!
ত্রাণ কর বিপদ-পাথারে।

কুলিন্দ।—হরি,
প্রাণ যায়, সেও ভাল,
তবু না ভুলিব তব নাম।
তব নামে পড়িনু বিপদে,
তব নামে মরিতেও চাই।
হরি,
ধৃষ্টবুদ্ধি রুষ্ট তব নামে।
তব নামে পুত্রে মোর করিল বিনাশ।
শেষে তব নামে
আমা দোঁহে দিল শূলে।
দি'ক—ক্ষতি নাহি তা'য়,
লোকে তো বলিবে তবু—
এক হরিনামে
চন্দ্রহাস, মেধাবতী, কুলিন্দ মরিল।

ধৃষ্ট।—ভৃত্যগণ,
চল এ দোঁহারে ল'য়ে কুন্তলনগরে।
রাজদ্রোহী তরে শূল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—ধৃষ্টবুদ্ধির বাটীসম্মুখ।

মদন ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

মদন।—হরিভক্ত চন্দ্রহাস,
পিতার আদেশ-লিপি-মতে
তব করে মোর বিবয়া ভগিনী

করি' সম্প্রদান,
হইলাম আনন্দিত প্রাণ।
হরিপদে মতি রাখি' দোঁহে
সুখে রহ চিরকাল!

চন্দ্র।—মন্ত্রিপুত্র,
ইচ্ছু ময় হরির ইচ্ছায়
হৈনু আজ মন্ত্রীর জামাতা,
এ বড় সৌভাগ্য মোর!
(স্বগত)—রাজলিপি বলি'
কি হেতু লিখিলা মন্ত্রী হেন লিপি,—
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিবে দান?
নিজেও এ লেখা আমি পত্রে দেখিয়াছি।
স্পষ্টত সম্বন্ধ নাহি করি'
কৌশলে সচিব কেন প্রদানিলা সুতা?
বোধ হয়, স্পষ্ট কথা বলিলে, যদ্যপি
বিবাহেচ্ছা না হ'ত আমার,
এই সে কারণ
মন্ত্রীর এ কৌশল লিখন।
ঘটনা-স্বরূপ হরি,
তাঁহারি ঘটনা এই।

মদন।—চল এবে দোঁহে মিলি'
উৎসবাদি করি দরশন।

[উভয়ের প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—কুলিন্দেরে পত্নীর সহিত
আনিলাম করিয়া বন্ধন,
আজ্ঞায় আমার
ভৃত্যগণ ল'য়ে গেল
সে দোঁহারে কারাগারে।
রাজারে বুঝা'য়ে,
শূলে দিব এখনি সে দোঁহে।
এ দিকেও আমার আদেশ-পত্র পেয়ে
চন্দ্রহাসে বিষদানে ব'ধেছে মদন।
কণ্টক হইল দূর।
চন্দ্রহাস!
মম বিষয়ের তুই ভাবী প্রভু—না?
দুরাশয়, আমার বিষয় নয়,
যমালয় ভাগ্যে তোর লেখা।
বিপ্রের বচন সত্য নহে কভু,
প্রবঞ্চক শঠ বিপ্রজাতি,
মিথ্যাভাষে মজায় সবারে;
আর বিপ্রগণে না করি বিশ্বাস।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

এ কি? ও কিসের বাদ্য বাজে?
ওহো ঠিক—
মদন নন্দন মোর শত্রুনাশ করি'
আনন্দ-উৎসব বুঝি করে।
বাচনিক প্রশ্নোত্তর করিবার আগে
বাদ্যরবে বুঝাইল মোরে—
"পিতা, চন্দ্রহাসে ক'রেছি বিনাশ।"
মদন রে, ধন্য পুত্র তুই মোর,
ঐশ্বর্য্য আমার নিশ্চয় অর্দ্ধেক তোর।
বাকী অর্দ্ধ দুই ভাগ করি'
এক ভাগ কনিষ্ঠ নন্দনে দিব,
এক ভাগ দিব প্রিয় কন্যা বিষয়ারে।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকরগণের প্রবেশ।

কহ রে বাদকগণ,
কোথা মোর কুমার মদন?

১ বা।—(নমস্কার করিয়া)—
আপনকার জয় হোক্।

ধৃষ্ট।—ভাল ভাল,
পুরস্কার দিব আশাতীত,
কহ অগ্রে, কোথায় মদন?

১ বা।—তিনি এখানে এই কতক্ষণ
আপনকার জামাই মশয়ের সঙ্গে ছিলো।

ধৃষ্ট।—কি? আমার জামাই?

১ বা।—আজ্ঞে, দিব্যি জামাই।
যেমন আপনার মেয়েটি, তেম্নি ছেলেটি,
দিব্যি বর-ক'নে, মশয়!

আপনকার খুব পছন্দ যা হোক্ কিন্ত,
খুঁজে খুঁজে বেশ সমন্দ ক'রেচো।
আজ আমাদের বাজিয়েও
হাত সাথক হ'চ্চে।

(পুনর্ব্বাদ্যধ্বনি)

ধৃ।—আরে ব্যাটারা, থাম্ থাম্।

বা।—কেন, মশয়, থাম্‌বো কেন?
আপনকার কাণ বই
কে আমাদের ঢোলের বোল বুঝ্‌বে?
ভগমানের ইশ্ছেয় হ'ত যদি
আমাদের চাটে হাত,
আপনকার চাটে কাণ,
তা' হ'লে আজ,——
বাজা রে বাজা।

(সকলের পুনর্ব্বাদ্যধ্বনি)

ধৃ।—আরে মদোম্মত্তগণ,
কেন না শুনিস্ কথা?
বল্—কে মোর জামাতা?

বা।—সে কি, মশয়!
শ্বশুর হ'য়ে কি বলেন যা হোক্।
আপনকার জামাইয়ের নাম
আমরা জানি কি না তা'ই জান্‌তে চাও?
জামাই চন্দরহাঁস।

ধৃ।—কি? চন্দ্রহাস?
আরে দুষ্টগণ!
মোর সনে পরিহাস?
বাদ্যযন্ত্র সনে মস্তক করিব চূর।
পরিহাস?—পরিহাস?

(বাদ্যকরগণের মস্তকে ও বাদ্যযন্ত্রে পুনঃপুনঃ যষ্ট্যাঘাত)

১ বা।—দোহাই মশয়!—দোহাই মশয়!
চন্দরহাঁস নয় - শুদু চন্দর।

ধৃষ্ট।—(যষ্টি উত্তোলন করিয়া)—চন্দ্রহাস? অ্যাঁ!

১ বা।—দোহাই—দোহাই,
বরং মাথা ফাটান্, ঢোল না কাটে?
ঢোলের চামড়া কাট্‌লে - খা'ব কি?

ধৃষ্ট।—দূর হ, রে নীচগণ!

(পুনঃপ্রহার)

[বাদ্যকরগণের চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন।

ক্ষীরভাণ্ড, দধিভাণ্ড ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ ব্রা।—মন্ত্রী মহাশয়ের মঙ্গল হোক্।
অদ্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন
আমাদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ক'রে
উত্তমরূপ আহার করিয়েচেন।

(উদ্গার তোলন)

ধৃষ্ট।—কোন্ কার্য্য উপলক্ষে?

১ ব্রা।—আপনার কন্যা-বিবাহোপলক্ষে।
আপনি আস্‌বার অগ্রেই
তিনি আপনার অনুমতিক্রমে
এই শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রেচেন।
আপনার নব জামাতা চন্দ্রহাস
বড় হরিভক্ত—বড় সুশ্রী।

ধৃষ্ট।—কি!—চন্দ্রহাস জামাতা আমার?
আমারি খেয়ে আমারি অপমান?

[যষ্ট্যাঘাতে ভাণ্ড ভগ্ন করণ ও বেগে প্রস্থান।

১ ব্রা।—আহাহা, সব ক্ষীরটেই গেল!

২ ব্রা।—আঃ! পা-ময় দই মাখামাখি!

৩ ব্রা।—ঐ যা,
সন্দেশগুলো
পিণ্ডবৎ তাল পাকিয়ে গেলো হে!
দশ দশ গণ্ডা মোণ্ডা
একবারে চট্‌কে একটা!

১ ব্রা।—তবু তো, ভায়া, তোমার একটা,
আমার গোল্লাগুলো যে গোল্লায় গেল!
পেট ভ'রে না খেয়ে
কি ঝকমারিই ক'রেচি!

২ ব্রা।—মন্ত্রী কি সুরাপান ক'রে থাকেন ?

১ ব্রা।—অবশ্য,

নৈলে আজ এমন উন্মত্ত কেন ?

নেপথ্যে ধৃষ্টবুদ্ধি।—রহ, ধূর্ত্তগণ !

এক দড়িতে সকলকে বাঁধ্‌বো।

১ ব্রা।—ও ভায়া, গতিক ভাল নয়।

যঃ পলায়তি, স জীবতি।

[সকলের পলায়ন।

বেগে ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—ধিক্ ! ভীত বিপ্রজাতি।

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ।

কহ, নারীগণ,

বাদ্যরব, মহোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন

কিসের কারণ ?

১ স্ত্রী।—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে কোথা থেকে পেয়েচেন,

তাই এই বাদ্য।

ধৃষ্ট।—মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়েচে ?

১ স্ত্রী।—সামান্য ধন নয়,

আপনার পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে

আপনার কন্যা বিষয়া সম্প্রদান করেচেন।

আমরা বরবধূকে দেখ্‌তে যাচ্চি।

ধৃষ্ট।—আরে আরে নিশাচরীগণ,

আমার সম্মুখে এ কথা ব'ল্‌তে

তোদের লজ্জা হয় না ?

দূর হ—দূর হ !

১ স্ত্রী।—(স্বগত)—ওমা, কি ঘেন্না,

মন্ত্রীকে হনো কুকুরে কামড়েছে নাকি ?

ধৃষ্ট।—এখনো যে দাঁড়িয়ে ?

পুরস্কার চাস্ ? এই নে।

(যষ্টি উত্তোলন)

[স্ত্রীলোকগণের পলায়ন।

কি বিভ্রাট,

সকলেরি মুখে যে ঐ এক কথা !

ব্যাপার কি ! হ'ল কি ! মদন করেছে কি !

মদনের প্রবেশ।

পুত্র ! পুত্র ! কহ ত্বরা কিসের উৎসব ?

আজ্ঞা মোর ক'রেছ পালন ?

মদন।—পিতঃ ! আজ্ঞা তব করেছি পালন।

পত্র পাঠ করি' তব

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান।

কল্য নিশাকালে হইয়াছে মঙ্গল বিবাহ।

পিতঃ ! ধন্য তুমি,

বহু তপস্যার ফলে

পেলে হেন সুন্দর জামাতা।

ধর্ম্মবীর চন্দ্রহাস নব পত্নী সনে

পৌরজনগণে ল'য়ে আনন্দিত মনে

অন্তঃপুরে হরি-সঙ্কীর্ত্তনে

উঠিয়াছে একেবারে মাতি'।

পিতঃ ! পিতঃ !

হরিনামহীন এই কুন্তলনগর

শুনে নি কখন হেন হরিসঙ্কীর্ত্তন।

নব বরবধূ

হরিনামমধু ঢালিছে পিয়াসী জনে।

চল চল তুমিও শুনিবে, পিতা !

ধৃষ্ট।—আরে আরে পাপাত্মা কুমার !

ধিক্ তোরে কোটি কোটি বার।

দর্প তেজ গৌরব আমার

একেবারে কৈলি ছারখার !

ছিছি, কি লজ্জার কথা,—কি ঘৃণার কথা !

প্রাণে দিলি নিদারুণ ব্যথা !

দৃষ্টিপথ ছাড়ি'—গৃহ মোর ছাড়ি'

দূর হ রে দুরাচার !

আজ হ'তে ত্যাজ্য পুত্র তুই মোর।

মদন।—এ কি, পিতা, এ কি কথা ?

কি হেন অন্যায় কার্য্য করিনু সাধন ?

তোমারই স্বাক্ষরিত পত্রপাঠে

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান,

তবে, কিসে তব গেল গৌরব সম্মান ?

ধৃষ্ট।—ছিছি, ধিক্ মোরে,
হেন মহামূর্খ পুত্র জন্মিল আমার।
মূর্খ পুত্র হ'তে কি যে সর্ব্বনাশ ঘটে,
আজ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মদন।—মূর্খ নহি, পিতা!
তব লিপি আদ্যন্ত করিয়া পাঠ
চন্দ্রহাস সনে
বিষয়ারে বাঁধিয়াছি বিবাহ-বন্ধনে।

ধৃষ্ট।—মূর্খ হ'তে মূর্খ তুই,
বর্ণজ্ঞানমাত্র নাহি তোর।
ভাল,
কোথা পত্র দেখা ত্বরা মোরে।

মদন।—আমারি নিকটে আছে।
(বস্ত্রমধ্য হইতে পত্র লইয়া)—
এই লহ, পিতা!

ধৃষ্ট।—(পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে, স্বগত)—
কি আশ্চর্য্য! এ কি দেখি!
শিহরে পরাণ!
'বিষদান' স্থলে 'বিষয়াদান'!
আমারি ত হস্তাক্ষর এই,
এই তো পত্রের তলে
স্বাক্ষর ক'রেছি নিজ নাম!
না লিখিয়া 'বিষ'—লিখিনু 'বিষয়া'!
ওহো,
পত্র লিখিবার কালে আছিনু চঞ্চল,
বিষয়া অক্ষরচ্যুতি ঘটিয়াছে তাই।
বিষয়া তনয়া মোর,
স্নেহে সদা ভাবি তা'রে,
তেঁই পত্র লিখিবার কালে
বজ্রাঘাত কৈনু নিজ ভালে!
বিষয়া!
কেন তোর অন্য নাম রাখি নি, অভাগি!
ধিক্ ধিক্, কি কাজ করিনু নিজে!
অহো, আশা ভেঙে গেল,
হিতে বিপরীত হ'ল!
মহাশত্রু চন্দ্রহাস
করিল আমার সর্ব্বনাশ—
হইল জামাতা!
বিনাশিতে যা'রে কৈনু কুটিল মন্ত্রণা,
আমারেই সেই করিল বিনাশ!
বুঝিলাম,
ভাগ্যলিপি না হয় অন্যথা,
নহে কেন মোর লিপি মোরে দিবে ব্যথা?
যাই হোক্, তবু না ছাড়িব,
চন্দ্রহাসে নিশ্চয় বধিব,
হয় হোক্ বিষয়া বিধবা,
তথাপি পরের পুত্র
কভু না হইবে মোর বিষয়াধিকারী।
(প্রকাশ্যে)—যাও, পুত্র, অন্তঃপুরে।

মদন।—পিতা,
যদি আমি কোন অপরাধ ক'রে থাকি,
আমাকে ক্ষমা করুন।
বলুন, এ বিবাহে কি ত্রুটি ক'রেছি,
এখনি তা'র প্রতিবিধান করি।

ধৃষ্ট।—মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।
তিনি আমার প্রভু,
কিন্তু আমার কন্যার বিবাহ হওয়াটা
তাঁ'কে না জানিয়ে ভাল হয় নি।

মদন।—আপনার পত্রে তা' তো লেখা ছিল না।

ধৃষ্ট।—বৎস, তা' আমারই ত্রুটি,
তোমার দোষ নয়।
বৃথা তোমায় ভৎর্সনা ক'র্লেম,
দুঃখিত হ'য়ো না।

মদন।—আচ্ছা,
আমি মহারাজকে গিয়ে এখন বল্‌চি;
ভ্রমবশতঃ এরূপ ঘ'টেচে ব'লে
তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হ'বেন না।
আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে
নববরবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন।
আমি রাজবাটী চ'ল্লেম।

[মদনের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—নববরবধূকে আশীর্ব্বাদ!

এখন আমার আশীর্ব্বাদ অন্তরূপ—
চন্দ্রহাস নিহত হোক্ !
বিষয়া বিধবা হোক্ !
অন্তঃপুরে এখন যা'ব না,
যা'ব মহাশত্রু চন্দ্রহাস নিহত হ'লে।
চন্দ্রহাস আমার ঐশ্বর্য্যের ভাবী প্রভু ?
দেখ্‌বো দেখ্‌বো
কিরূপে সে আমার বিষয়াধিকারী হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজকক্ষ।

কুন্তলক ও গালব।

[illegible] ।—তপোধন,
কালের ঘটনা অতি অদ্ভুত,
চন্দ্রহাস কেরলরাজের পুত্র।
ধাত্রীর গুপ্তপত্রে
সমস্ত রহস্য ভেদ হ'য়েছে।
মন্ত্রিপুত্র মদনের প্রমুখাৎ
রাজপুত্র চন্দ্রহাস ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে
তাঁ'র ধাত্রী মাতার শয়নকক্ষে
মৃত্তিকার নিয়ে তৎসম্বন্ধে কি আছে।
আমি তা' শুনে মৃত্তিকা খনন করিয়ে
একটি কৌটা পেলেম।
কৌটামধ্যে একখানি পত্র দেখ্‌লেম।
চন্দ্রহাস ধাত্রীপুত্র নয়,
মহারাজ কেরলপতির পুত্র।
তপোধন, এই সেই চন্দ্রহাস।
[illegible]স কেবল রাজপুত্র ন'ন,
[illegible] অল্প বয়সে পরম ধর্ম্মশীল হরিভক্ত।
[illegible] মন্ত্রী দুষ্টবুদ্ধি যথার্থ বুদ্ধিমান্,
তাই এমন সৎপাত্রে কন্যাদান ক'রেছেন।
আমিও চন্দ্রহাসকে
আমার একমাত্র কন্যা চম্পকমালিনীকে
সম্প্রদান ক'রে পরম কৃতার্থ হ'লেম।
এমন হরিভক্ত রাজপুত্র চন্দ্রহাসকে
কন্যাদান করা আমার সৌভাগ্যের বিষয়।

গালব।—মহারাজ,
ভগবান্ হরির অলৌকিক লীলা।
তিনি এইরূপেই
ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।
মহারাজ,
আপনার ন্যায় আমিও ধন্য হ'লেম ;
আমার রাজ-পৌরহিত্য সার্থক হ'ল।

মদনের প্রবেশ।

কুন্ত।—বৎস মদন,
কুমার চন্দ্রহাস কোথা ?

মদন।—তিনি
যুগল নবপত্নী এবং পুরবাসিগণের সহিত
অনবরত হরিপূজা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ক'চ্চেন।
এক এক বার ব'ল্‌চেন,—
কুন্তলপুরের রাজগৃহে ও মন্ত্রিগৃহে
জীবের মুক্তিস্বরূপ হরিনাম প্রচারার্থে
হরিই আমাকে ধর্ম্মপত্নীযুগল দান ক'রেছেন।

কুন্ত।—ধন্য হরিলীলা !

গালব।—ধন্য হরিভক্ত প্রকৃতি পুরুষ !

সকলে।—ধন্য হরিলীলা !

কুন্ত।—মন্ত্রিপুত্র,
তুমি চন্দ্রহাসকে আমার নিকট
একবার পাঠিয়ে দাও।
আমরা হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌বো।

সকলে।—ধন্য হরিলীলা।

[একদিকে মদনের প্রস্থান।

[অন্য দিক দিয়া কুন্তলক
ও গালবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধৃষ্টবুদ্ধির বাটীর সম্মুখ।

চন্দ্রহাস ও ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—বৎস চন্দ্রহাস,
আমার বড় সৌভাগ্য,
নৈলে
তোমার মত হরিভক্ত জামাতা কি লাভ হয়?
আমার ন্যায় মহারাজ কৌন্তলকও সুখী,
তিনি তাঁ'র কন্যা চম্পকমালিনীকে
তোমার হস্তে প্রদান ক'রেচেন।
(স্বগত)—মহারাজ নিতান্ত মূর্খ,
নৈলে তোমাকেও কন্যা দান করেন?
(প্রকাশে)—আমি আশীর্ব্বাদ করি,
তুমি আমার প্রিয়তমা কন্যা বিষয়া
এবং রাজকন্যা চম্পকমালিনীর সহিত
চিরকাল সুখসচ্ছন্দে কালযাপন কর।
(স্বগত)—দুরাত্মন্,
তুই আমার মর্ম্মভেদ ক'রেছিস্।
যথাকথঞ্চিৎ
এখনো আমি জীবিত আছি বটে;
কিন্তু তুই জীবিত থাকলে
আমার চিন্তাজ্বরে মৃত্যু হ'বে।
আমি বিশেষরূপে অনুধাবন করে দেখলেম্—
আমাদের উভয়ের জীবন,
ইহলোকে থাকবার নয়।
এক জনের জীবনের জন্য নিশ্চয়
অপরকে অকালে জীবনবিসর্জ্জন কত্তে হবে।
পাপিষ্ঠ,
আমি তোর পিতা মাতাকে
এখনি শূলে দিতেম,
কিন্তু দৈববশতঃ তুই রাজজামাতা হ'লি,
সুতরাং এখন আমাকে সে বিষয়ে
কিছু দিন নিরস্ত থাকতে হ'ল।
অগ্রে তোকে বিনাশ ক'রবো,
তা'র পর ভাদের।
পরধনলোভী,
আমার ঐশ্বর্য্যের চেয়ে,
তোর ক্ষুদ্র জীবন কখনই শ্রেয় নয়।
অদ্যই তোর শেষ দিন উপস্থিত।
অদ্যই চম্পকমালিনী ও বিষয়া বিধবা হবে।
(প্রকাশে)—বৎস চন্দ্রহাস,
এখন তোমার একটি কার্য্য বাকী আছে।

চন্দ্র।—কি কার্য্য, বলুন?

ধৃষ্ট।—আমাদের কৌলিক প্রথা আছে—
বিবাহান্তে বরকে একাকী গিয়ে
আমাদের কুলদেবতা চণ্ডিকার
পূজা ক'ত্তে হয়।
অদ্য তুমি সন্ধ্যার সময় গন্ধপুষ্পাদি নিয়ে
দেবী চণ্ডিকাকে
পূজা ও নমস্কার ক'ত্তে যা'বে?
তা' না ক'ল্লে বিবাহ সফল হ'বে না।

চন্দ্র।—যে আজ্ঞে,
সন্ধ্যার সময়
মাতা চণ্ডিকার পূজা ক'ত্তে যা'ব।
কোথায় তাঁ'র মন্দির?

ধৃষ্ট।—এই কুন্তলনগরের বহির্ভাগস্থ অরণ্যে।

চন্দ্র।—যে আজ্ঞে—
আমি নিশ্চয় সন্ধ্যার সময় সেখানে যা'ব।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—এই বার আমার আশা পূর্ণ হ'বে।
চণ্ডালদের গোপনে গোপনে ব'লে দিয়েছি
তা'রা আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে হ'তেই
সশস্ত্রে
বনমধ্যস্থ চণ্ডিকামন্দিরে লুক্কায়িত থেকে,
আমার আদেশমত কার্য্য ক'র্বে।
আজ চণ্ডিকা দেবী
নররক্তে তৃপ্তিলাভ ক'র্বেন,
অথচ আমারও পরম শত্রু বিনষ্ট হ'বে।
মা চণ্ডিকে!
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা!

[প্রস্থান

মদনের সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ।

মদন।—সন্ধ্যাও তো প্রায় হ'য়ে এল,
মহারাজ যে তোমাকে ডেকেচেন,
তাই আমি তাড়াতাড়ি এলেম।
তিনি, তোমার মুখে হরিগুণগান শুন্‌বেন,
তাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
তোমার অপেক্ষায় আছেন।
তুমি অগ্রে মহারাজের নিকট যাও;
আমি ততক্ষণ তোমার হ'য়ে,
গন্ধপুষ্পাদি নিয়ে মা চণ্ডিকার মন্দিরে যাই;
তা'র পর তুমি সেখানে যেও।
উভয়ে দেবীদর্শন ও পূজাদি ক'রে
একত্রে গৃহে ফির্‌বো।

চন্দ্র।—দেবীপূজার পর
মহারাজের নিকট গেলে হ'বে না?

মদন।—মহারাজ যে তোমার জন্য অস্থির।

চন্দ্র।—আচ্ছা, তবে তাঁ'রই কাছে অগ্রে যাই,
তুমি দেবী-মন্দিরে আমার জন্য
কিয়ৎকাল অপেক্ষা ক'রে থেকো।
আমিই শীঘ্রই সেখানে যা'ব।

[মদনের প্রস্থান।

(গীত)

পরের তরে আপন ভুলে
পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম্ দয়াল পরমব্রহ্ম,
পরের তুমি নিজের নও॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের'পরে,
পরের তরে অগুণ হরি,
আকার ধ'রে সগুণ হও॥
পরের তরে কার্য্য কর,
পরের তরে কেবল ঘোর়া,
পরের চোখে চেয়ে দেখ,
পরের কথায় কথা কও;—
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়,
পরের তরেই চেয়ে লও॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির।

(ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত)

সশস্ত্রে দুইজন ছদ্মবেশী চণ্ডালের প্রবেশ।

১ চ।—কি গেরো!
কোত্থেকে সন্ধ্যেবেলা ঝড় বৃষ্টি এল!
চল্ চল্ শীগ্‌গীর মন্দিরের ভেতর ঢুকি।
মন্ত্রী মশয়ের আর দিন ক্ষ্যাণ নেই,
আজি কাট্‌তে হ'বে।

২ চ।—তা কি কর্‌বি বল্, ভাই,
বক্‌সিস্‌টে কত টাকার জানিস্ তো?

১ চ।—তা খুব বটে, চিরকাল ব'সে ব'সে মদ খা'ব।
চল্, এখন মন্দিরে ঢুকে,
দোরের কপাট এঁটে কোণে লুকিয়ে থাকি।

২ চ।—আচ্ছা ভাই,
শ্বশুর হ'য়ে জামাইকে কি কেউ খুন করে?

১ চ।—আরে শালা!
জামাই তো মেয়ে ম'লে পরের ব্যাটা,
আমরা নিজের ব্যাটাকেই
টাকার লোভে দফারফা করি।
বুঝ্‌লি টাকা এম্নি জিনিষ?

২ চ।—তা ঠিক্ কথা,
নৈলে
আমরাই বা এ কাজ ক'ত্তে আস্‌বো কেন?
নে—লুকুই চ, ভিজে মলুম্।

(উভয়ের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবদ্ধ করণ)

(পুনর্ব্বার বজ্রপাত ইত্যাদি)

পুষ্পাদি লইয়া মদনের প্রবেশ।

মদন।—সহসা এ কি দুর্য্যোগ?

বাছ, ... অপিয়ে।
চন্দ্রহাস ... ন?
আচ্ছা, আ... পাদি রেখে
আবার রাজ... আসি।
...ন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ... গ পুষ্পাদি
রাখিবার চেষ্টা; এ ... বেশী
চণ্ডালদ্বয়ের বাহি...
মদনকে পুনঃপুনঃ

উহু! প্রাণ যায়! প্রাণ

মা চণ্ডিকে,
আমি মহিষাসুর নই, শুম্ভনিশুম্ভ
মা, আমি যে তোর ভক্ত পুত্র।
ভক্তরক্তে কেন তোর ইচ্ছা হ'ল, ম
ওহো!—বড় যন্ত্রণা! প্রাণ গেল!
চন্দ্রহাস!—চন্দ্রহাস!
যদি এসে থাক, পালাও পালাও!
আমার প্রাণ যাক্, ক্ষতি নাই,
কিন্তু তোমার প্রাণে যেন আঘাত না লাগে।
আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক।
তুমি পরম হরিভক্ত;
হরিই তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন।
হরি! হরি!
আর কথা কইতে পারি নি!—
বড় কষ্ট!—উঃ!
হরি!—হরি!—

(মৃত্যু)

চ।—(সভয়ে)—অ্যাঁ, ক'প্লেম কি?
এ তো চন্দ্রহাস নয়—মদন যে?
হায় হায়,
মন্ত্রী মশয়কে পুত্রহারা ক'প্লেম!
আমরাও যে শূলে যা'ব!
কি হ'বে, ভাই?

চ।—দেশ ছেড়ে পালাই চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

দুষ্ট।—কই? কই?
কোথায় দুষ্টের মৃতকায়?
এই যে ভূতলে পড়ি' যায় গড়াগড়ি।
মনোবাঞ্ছা পূরিল আমার,
মহাবৈরী হইল সংহার।
আজ চণ্ডালগণেরে দিব আশাতীত পুরস্কা...
আরে আরে হরিভক্ত চন্দ্রহাস,
কোথা তোর হরি এবে?
এই বুঝি হরিভক্তি?
কই হরিভক্তি-বলে নারিলি জীবিতে?
মোর উপার্জ্জিত অর্থে গঠিত ভূষণ
দিয়াছে মদন এরে বিবাহ সময়,
ইহার শরীরে
এখনো সে সব আছে।
মস্ত খুলিয়া ল'ব
...ভক্ত ইহারে দিব আমার ভূষণ?
...ন করিতে গিয়া)—

আহা, এ কি হ'ল, এ ...
পুত্র ম'লো শত্রু বেঁচে গেল!
হা পুত্র!—হা পুত্র!—
কি হ'ল কি হ'ল তোর,
কোথা গেলি ফেলি' মোরে?
ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি,
আমা হ'তে মৈল পুত্র মোর!
ধিক্ ধিক্ মোরে!
কি ক'রে করিনু হেন কাজ?
এখনো কি হেতু বাজ নাহি পড়ে শিরে...
মা চণ্ডিকে,
পুত্রহারা করিলি আমায়,
এই কি মা ছিল তোর মনে?
মা না—আমিই পাতকী,

করিনু যেমন পাপ কর্ম্ম,
ধর্ম্ম তা'র দিল প্রতিফল!
করিতে পরের মন্দ
নিজ মন্দ অগ্রেই ঘটিল!
আহা,
বুঝিলাম এতক্ষণে—
হরিভক্ত বৈষ্ণবের হরিই জীবন;
সে জীবন কে পারে নাশিতে?
বুঝিলাম এতক্ষণে—
বৈষ্ণবের করি' অপমান,
হারাইনু আপন সন্তান!
পুত্র রে। উঠ উঠ,
পিতা বলি' ডাক একবার;—
দগ্ধ প্রাণ জুড়া রে আমার!
চন্দ্রহাস-করে দে রে বিষয়ারে,
আর তোরে কিছু বলিব না;
পিতা ব'লে জুড়া রে যন্ত্রণা!
হায় হায়,
পুত্র নাহি কথা কয়!
বৈষ্ণব-বিদ্রোহী বলি' মোরে
পিতা বলি' নাহি ডাকে আর!
কি কাজ আমার ছার প্রাণে?
মদন যেখানে
আমিও সেখানে যা'ব।
যে ঐশ্বর্য্য-লোভে মাতি' কৈনু মহাপাপ,
সে ঐশ্বর্য্য দিল শেষে মহা পরিতাপ!
স্বর্গসুখ ভেবেছিনু যা'য়,
এবে সে ঐশ্বর্য্য নরক-যন্ত্রণা!
শত ধিক্ সে পাপ ঐশ্বর্য্যে!
শত ধিক্ আমা হেন ধনলোভী জনে!
পুত্র রে!
একাকী যেও না,
পথে ধনপ্রলোভন আছে,
বিপদে পড়িস্ পাছে,
আমিও যাইব সাথে, দাঁড়া, বাপ!

(বক্ষে অস্ত্রবিদ্ধকরণ ও মৃত্যু)

বরবেশে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরিনামে পাপী তরে,
হরি বল মন মধুর স্বরে।
বনবাসী তরু লতা
গায় হরিনাম-গাথা;
করতালরূপে বাজে পাতা,
পবন বাজায় শিঙ্গা রে!
ভাব-আবেগে—ও মন!—
ভাব-আবেগে মেঘে মেঘে
মৃদঙ্গ-নাদ উঠে;
আহা,
জগজ্জননী শিবের ঘরণী তারা
হইয়ে আপনহারা
নির্জ্জন বনে অচল নয়নে
মগন হরির ধ্যানে।
আহা, এমন হরিরে ভুলে
কেন আছ, ভোলা মন?
মায়ার ছলন জীবন মরণ
সুখ দুখ ধন জন,
ও মন! ছাড় হেন মায়া,
পা'বি শান্তি-ছায়া,
এক বার ভক্তিভরে মধুর স্বরে
হরি হরি বল রে!
(কথায়)—আমার বিলম্ব দেখে
ধার্ম্মিক মদন কি রাগ ক'রেচেন?
না, তিনি রাগ করেন না,
আমি হরিনাম ভালবাসি ব'লে
বরং তিনি আমায় ভালবাসেন।
বৃষ্টিঝড়ের দুর্যোগ দেখে
তিনি একাকী দেবীমন্দিরমধ্যে আছেন।
আমিও যাই।
(অগ্রসর হইয়া)—এ কি! কে এ দু'জন
(দেখিয়া)—হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ,
রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র নিহত!
বস্ত্রময় রক্তচিহ্ন!

হায় হায়, পিতা পুত্রে প্রাণহীন!
মা চণ্ডিকে,
এ কি লোমহর্ষণ কাণ্ড, মা?
কে এঁদের হত্যা ক'রেচে?
কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি নি—
মনে দারুণ সন্দেহ হ'চ্চে।
মা,
তোমার পূজা ক'র্ত্তে আস্‌তে
আমার কিছু বিলম্ব হ'য়েচে ব'লে কি
তুমিই এঁদের হত্যা ক'রেচ?
জননি,
লোকে তোমায় রক্ত-পিপাসু বলে,
এ কি মা তা'রি দৃষ্টান্ত?
মা, তুমি তো রক্ত-পিপাসু নও,
তুমি হরির চিৎস্বরূপিণী পরমা বৈষ্ণবী,
তুমি নিজে কখনই তো জীবহত্যা কর না।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ
ইত্যাদিই জীবের শত্রু,
এরাই দৈত্য—এরাই যজ্ঞীয় পশু,
তুমি এদের হত্যা ক'রে
এদেরি রক্তে আপনাকে রঞ্জিত কর।
মাংসলোভী মনুষ্য
স্বকার্য্য সাধনের জন্ত
নিজে জীবহত্যা ক'রে
তোমাকে অন্যায়রূপে তা'র কারণ বলে;
কিন্তু তুমি নিজে জীবহত্যা কর না।
হরির স্বষ্ট জীবের প্রতি
তোমা হেন জীবপালিনী কখন নিঠুর নয়।
বল মা, এ কার্য্য কে ক'র্‌লে?
হায় হায়! আমা হেন অভাগাকে
জগন্মাতা চণ্ডিকা যে কিছুই ব'ল্লেন না!
ওহো, এতক্ষণে বুঝেচি—
আমা হেন পাতকীর হরিসাধন হয় নি।
আমি, বোধ হয়, কোন পাপ ক'রেচি—
হয় তো আমার নামসাধনের ত্রুটি ঘটেচে—
মুখে হরি হায় ব'লেচি,
মনে হয় তো সংসার-সুখে মেতেছি;
পাপকে পুণ্য ভেবে মনে স্থান দিয়েচি;
সেই পাপেই আজ এমন হ'ল!
ছি ছি, লোকে আমায় কি ব'ল্‌বে?
ব'ল্‌বে,—পাপিষ্ঠ চন্দ্রহাস,
তোর পাপে দু'টি জীবহত্যা হ'য়েচে।
হায় হায়! এ কি হ'ল?
হরি! হরি! আমি মহাপাপী,
আমি জীবিত থাক্‌লে,
না জানি,
আমার পাপে আরো কত জীবহত্যা হ'বে।
আমার এ পাপ জীবনে প্রয়োজন নাই।
মা চণ্ডিকে,
তুমি সকল কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ সাক্ষী;
আমি তোমারি সম্মুখে
আমার পাপ জীবন বিসর্জ্জন করি,
তুমি আমার হরিকে এ কথা ব'লো, মা!

(বক্ষে অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

সহসা মূর্ত্তিমতী চণ্ডিকার আবির্ভাব ও চন্দ্রহাসের হস্ত ধারণ।

চণ্ডিকা।—ক্ষান্ত হও, বাছাধন,
আত্মনাশ-আশা কর পরিহার।
চন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া)—মা!
কোন্ মুখে ধরিব এ ছার প্রাণ?
চণ্ডিকা।—তোমা হেন হরিভক্ত ত্যজে যদি প্রাণ,
তবে এই পাপ ধরাতলে
কে করিবে হরিনাম গান?
তাপিপ্রাণে কে ঢালিবে হরিনাম-সুধা?
কে খুলিবে পাতকীর মুক্তির দুয়ার?
ধন্য তুই!—ধন্য হরিভক্তি তোর!
চন্দ্র।—হরিভক্তি কই, মা, আমার?
পাপ-ভক্তিময় প্রাণ মোর।
আহা, মোর মহাপাপে
জীবহত্যা হরির সংসারে!
চণ্ডিকা।—না রে, বৎস, তোর পাপ নয়,

নিজ পাপে ধৃষ্টবুদ্ধি ত্যজিল জীবন।
জনকের পাপে পুত্রও ত্যজিল প্রাণ!
যা'ই হোক,
অনলে সুবর্ণশুদ্ধি যথা—
মরণে জীবের শুদ্ধি তথা।
ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্র সনে পাপমুক্ত হৈল এতক্ষণে।
শোক দুঃখ না করিও আর,
শুন বচন আমার,
প্রাণ-সঞ্জীবন হরিনাম
ধৃষ্টবুদ্ধি মদনের কাণে করাও শ্রবণ
করে স্পর্শি' দোঁহাকার শির।
পুন প্রাণ পাইবে দু'জনে।

চন্দ্র।—মা গো! এ কি লীলা তোর, জীবনদায়িনি?

চণ্ডিকা।—বৎস চন্দ্রহাস,
এ নহে আমার লীলা।
লীলাময় হরি,
এ—হরিলীলা।

চন্দ্র।—ধন্য হরিলীলা!

চণ্ডিকা।—শোন, বৎস,
ছদ্মবেশে এখনি যাইয়া আমি,
আনি হেথা পৌরজনগণে,
তব বাপ মায়ে,
নব পত্নীদ্বয়ে তব,
মহারাজ কৌন্তলকে,
আর আর নরনারীগণে।
সে সবার সনে
আমার মন্দিরে কর হরিসঙ্কীর্ত্তন।
এ নিবিড় বনে আছি বহুকাল,
কিন্তু হরিগুণগান কভু শুনি নাই।
আজ ধন্য হ'ব আমি
তোর মুখে শুনি' হরিগুণগান।
অলক্ষ্যে শুনিব হরিনাম,
তুই বই কেহ না দেখিবে মোরে।
জীয়াও এ দোঁহে।
চলিলাম আমি।

(চণ্ডিকার অন্তর্ধান)

চন্দ্র।—(মদন ও ধৃষ্টবুদ্ধির শিরস্পর্শ করিয়া, সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

মদন ও ধৃষ্টবুদ্ধির পুনর্জ্জীবন লাভ।

ধৃষ্ট।—(মদনের প্রতি)—
পুত্র রে,
কিরূপে জীবিত হ'লি?
যে তোরে জীবিত কৈল,
সে যা' চায়, দিব তা'রে তা'ই।
জননী চণ্ডিকা সাক্ষী।

চন্দ্র।—পূজনীয় শ্বশুরঠাকুর,
শুধু তব পুত্র নয়,
তুমিও নিহত হ'য়েছিলে।
এক মাত্র হরিনাম-বলে
পিতা পুত্রে পাইলে জীবন পুন।

ধৃষ্ট।—বৎস চন্দ্রহাস,
বটে বটে,
হরিনাম শুনিয়াছি কাণে।
কেবা শুনাইল অমৃতস্বরূপ হরিনাম?

চন্দ্র।—তোমার কিঙ্কর চন্দ্রহাস।

ধৃষ্ট।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,
কিবা চাও, করিব প্রদান।

চন্দ্র।—অন্য কিছু নাহি চাই,
এ সংসারে কেহ নহে কা'র,
ধন জন সকলি অসার,
একমাত্র হরিনাম সার,
হরিনাম জীবের জীবন,
হরিনাম মুক্তির সম্বল,
হরিনাম স্বর্গের সোপান;
চাই শুধু এই হরিনাম।
দেব! পেয়েছ নূতন প্রাণ,
পেয়েছ হারাণ-পুত্র যে নামের গুণে,
ভক্তিভরে বল সেই হরিনাম।
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ধৃষ্ট।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

রাজা, রাণী, কুলিন্দ, মেধাবতী, গালব, বিষয়া, চম্পকমালিনী, ভক্ত বালকগণ ও নরনারীগণের প্রবেশ।

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কুন্ত।—বৎস চন্দ্রহাস!

মম রাজ্যে অভিষেক করিনু তোমায়;
চণ্ডীর খড়্গের শুভসিন্দূর লইয়া
রাজটীকা দিনু তব ভালে।
বৃদ্ধ আমি,
চলিনু অরণ্যে এবে
হরিনামে কাটাইতে অন্তিম জীবন।

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চন্দ্র।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

জননী চণ্ডিকা হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনবেন;
এস এস, সকলে মিলে
ভক্তিভরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

সকলে।—(হরিসঙ্কীর্ত্তন)—

(জয়) নন্দদুলাল, ব্রজগোপাল,
ভূপ-ভূপাল হরি হে—
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন,
ভব-সাগর-তরী হে॥
রাধিকা-হৃদি-বিহারী শ্যাম,
বংশীধারী বঙ্কিমঠাম,
ফুল্ল বন্য কুসুমদাম,
পাতকি-পাপ হারী হে!॥
মনোমোহন, বাঁকানয়ন,
গোপিনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীত ধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া,
ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন;—
দৈত্যবিজয়ী হৃষীকেশ,
চন্দনমাখা মোহন বেশ,
গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা-বিপিন-চারী হে!॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

হরিদাস ঠাকুর।

[ঐতিহাসিক ধর্ম্মমূলক নাটক।]*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ। চৈতন্যদেব। হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস)। অদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীবাস আচার্য্য। গৌড়ের নবাব। কাজী। রহিমুদ্দিন। আতাউল্লা। ফত্তেউল্লা। রামচন্দ্র খাঁ। গদা। হিন্দুগণ। পাইকগণ। লোকগণ। গ্রাম্য বালকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী। দেববালাগণ। ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ। পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ। মোহিনী, ইত্যাদি।

অবতারণা।

গোলোকধাম।

সিংহাসনোপরি লক্ষ্মী নারায়ণ উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে দেববালাগণ দণ্ডায়মান।

দেববালাগণ।— (গীত)

জয় জয় হরি গোলোকবিহারী,
কমলা হৃদয়-রঞ্জন!
জয় বনমালী, কমল-ধারী,
ভকত-বিপদ-ভঞ্জন!
জয় রমা হরি-অঙ্ক-শোভিনী,
উজল-অচল-বিজলী-বরণী,
জয় জয় জয় প্রকৃতি পুরুষ,
করি পদযুগ বন্দন॥

নারায়ণ।—(সুরে)—

রমে! তব প্রেম-ঋণে বাঁধা মম মন,
এ ঋণ শুধিতে আমি নারিব কখন।
বৃন্দাবনে রাধারূপে তুমি হে যেমন,
প্রেমভক্তি দেখাইলে, কে পারে তেমন?
সেই প্রেমভক্তি এবে কলি-জীবগণে,
শিখা'তে বাসনা মোর হইয়াছে মনে।
প্রেমভক্তিঋণ তব কতক শুধিতে,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ হইব কলিতে।

লক্ষ্মী।—(সুরে)—

কে জানে তোমার লীলা,
কে জানে তোমার খেলা,
ভক্তের সম্বল তুমি, ভক্তের জীবন।
ভকতি শিক্ষার লেগে, ধর তুমি যুগে যুগে,
কত রূপ, বিশ্বরূপ, না হয় বর্ণন॥
মোরে উপলক্ষ করি', জীবগণে তার, হরি,
কলিতে কি মূর্ত্তি এবে করিবে ধারণ?
নিবেদি চরণে ধরি', কহ মোরে দয়া করি',
নব কৌতূহল মোর কর হে পূরণ॥

* নবীন বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনীত।

নারায়ণ।—(সুরে)—
তোমার বরণ নিয়ে, গৌরাঙ্গ হইব, প্রিয়ে,
অন্তরে থাকিব কৃষ্ণ, বাহিরে রাধিকা।
কমণ্ডলু ল'ব করে, সন্ন্যাসীর রূপ ধ'রে,
হরিনাম দিব তা'রে, পা'ব যা'র দেখা॥
শিখা'ব কলির জীবে, যে আমারে সদা সেবে,
তাহার অধীন আমি চিরকাল থাকি।
নিজরূপ লুকাইয়ে, সেই ভক্তে বাড়াইয়ে,
তাহার অঙ্গের বর্ণ নিজ অঙ্গে মাখি।
তুমি লক্ষ্মী, তুমি রাধা গৌরবরণা,
কলিতে গৌরাঙ্গ তেঁই হইতে বাসনা।

লক্ষ্মী।—প্রভু!
যুগে যুগে প্রতি অবতারেই
আমি তোমার চরণ সেবার জন্য
সঙ্গিনী থাকি,
এবার কলির জীবগণকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য
এ দাসীকে কি সঙ্গে নেবে না?

নারা।—কমলে!
তুমি আমি ভিন্ন নই,
তুমি আমার শক্তিস্বরূপিণী,
সুতরাং তুমিও এই কলিতে লক্ষ্মী নামে
আমার সহধর্ম্মিণী হ'বে।
তা' ছাড়া ব্রহ্মাদি দেবগণও যেমন
যুগে যুগে মর্ত্ত্যলোকে
আমার সাহায্য কর্‌বার জন্য
অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন,
এবারেও তাঁ'দের সঙ্গে ল'ব।

লক্ষ্মী।—কোন্ কোন্ দেবতা কোন্ কোন্ রূপে
তোমার সঙ্গে কলিযুগে
ভূলোকে অবতীর্ণ হ'বেন?

নারা।—ব্রহ্মা, হরিদাস ঠাকুর হ'বেন;
তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে
আমার স্বতঃসিদ্ধ ভক্ত হ'য়ে
পাপিত্রাণমূল হরিনাম প্রচার কর্‌বেন।
মহাদেব আচার্য্য অদ্বৈত হ'বেন,
আমার অংশাবতার বলরাম
অবধূত নিত্যানন্দ হ'বেন।
দেবর্ষি নারদ শ্রীবাস হ'বেন;
এইরূপে অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ
প্রয়োজনানুসারে
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বেন।
তাঁ'রা আমার সহিত
কলিযুগের পাপী জীবগণকে
ভক্তিমূল হরিনাম শিক্ষা দিয়ে
যমের নরক হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌বেন্।

লক্ষ্মী। ধন্য, নাথ! জীবের প্রতি আপনার দয়া!
ধন্য আপনার ভক্তবৎসলতা!
ধন্য আপনার নামমাহাত্ম্য!

দেববালাগণ।— (গীত)
প্রেমের হরি প্রেমের তরে
যা'বেন আবার মর্ত্ত্যধামে।
প্রেমভক্তি শিখিয়ে দেবেন,
প্রেমের মধুর হরিনামে॥
পাপী তাপীর পাপ ঘুচিবে,
হরিনামের স্রোত বহিবে,
মর্ত্ত্য আবার স্বর্গ হ'বে,
সবাই ফাঁকি দিবেক যমে॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বুড়ন গ্রাম—পথ।

রহিমুদ্দিন, ফতেউল্লা ও আতাউল্লার প্রবেশ।

রহি।—ওরে ফতেউল্লা! ওরে আতাউল্লা!
এ যে বড় মুস্কিল হোলো দেখ্‌চি।
মুসলমানের ঘরে জন্মে
নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে
লোকটা হোলো কি?—আঁ্যা! ছি ছি!

ফতে।—কত্তা মুশাই! বোল্‌বো কি বল,
হেঁদুর ঘরেও সেডার মত কাফের নেই।
কোরাণ ছাড়ি' পুরাণ পড়ে,—
আল্লা ফেলি' হরি বলে,
নিজের মোছলমানী নাম ছাড়ি'
নিজেকে হরিদাস ব'লে পরিচয় দেয়।

রহি।—তোবা তোবা!

আতা।—কত্তা গো!
কাফেরডা সবই বদ্‌লেচে,
ক্যাবল এড্ডা চিজ্ ঠিক্ রাকচে।

রহি।—কোন্ চিজ্?

আতা।—কাঁছা-খোলা।
ঐডেই ক্যাবল্ মোঁদের মোল্লাদের সঙ্গি
ঠিক্ আছে।

ফতে।—ও ভাই আতা! মোর সমঝ হয়,
কাঁছা-খোলাডাই যত নষ্টের ধাড়ী।
মোদের ধম্ম আর কাফের বৈরিগীর ধম্ম
ক্যাবল কাঁছা-খোলাতেই এক্‌সা হ'য়ে গেচে।
(রহিমুদ্দিনের প্রতি) মুন্সী জী!
এবার থেকে এড্ডা কাম ক'ল্লে হয় না?

রহি।—কি কাম?

ফতে।—কাঁছা-খোলার চাল তুলে দিয়ে
খুব পাক্কা কোরে কাঁছা-আঁটা।

রহি।—দূর পাগল!

বেগে একজন মুসলমানের প্রবেশ।

কি কোরে এলি রে?

মুস।—এজ্ঞে, হুজুরের হুকুমে
হরিদাস কাফেরের কুঁড়েখান
জ্বালিয়ে দিয়ে এলুম।

রহি।—আর চিজ্ উজ্?

মুস।—চিজ্ উজ্ তো কিছুই দেখি নি।
ক্যাবল এড্ডা ছেঁড়া কাঁথা,
দুডো মাডীর হাঁড়ী,
এড্ডা কলছী,
আরেড্ডা ভিখের ঝুলী।

রহি।—সেগুলো কি হোলো?

মুস।—বিল্‌কুল্ ভেঙে ফেলেচি,
জ্বালিয়ে ফেলেচি।

রহি।—যাক্, আপদ চুকে গেচে।
এবার কাফেরকে বুড়োন গ্রাম থেকে
তাড়িয়ে দিতে হ'বে।

গীত গাইতে ২ হরিদাসের প্রবেশ।

হরি।— (গীত)
আমার মন মজেছে হরিনামে।
আমার হরি বিরাজে হৃদয়-ধামে॥
আ-মরি কি মন-গলানো,
প্রাণ-ভুলানো নীরদ বরণ,
বাজ্‌চে নূপুর রুণু রুণু,
নাচ্‌চে তালে রাতুল চরণ,
বোল্‌চে রাধা সাধা বাঁশী,
দুল্‌চে কালা বাঁকাঠামে॥

রহি।—দেখ, যদি মঙ্গল চাও,
তো এখনো আমাদের কথা শোনো।
তুমি বুড়ো হ'য়েচ,
তবু তোমার একটু বুদ্ধি হোলো না?
জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে
পর-ধর্ম্মে কেন উন্মত্ত হ'য়েচ?
তোমার জ্বালায় যে
মুসলমান-সমাজে
আমাদের মুখ দেখানো ভার।

ফতে।—ঠিক্ কত্তা মুশাই, ঠিক্।
মোদের জেনানাদের মত
মোদেরকেও পর্দানসিন্ হতি হ'য়েচে।—
এম্নি এই বুড্‌ঢা কাফের।
কত্তা মুশাই!
আপনি খুব ভাল কাম কোরেচেন,
এই বদ্‌বখ্‌তের কুঁড়ে
জ্বালিয়ে দিয়েচেন।

হরি।—(সহাস্যে)—রহিমুদ্দিন!
তুমি আমার মন্দ ক'ত্তে গিয়ে

ভালই করেছ।
বাস্তবিক, তুমি আমার পরমহিতৈষী।
ভগবান্ হরি তোমার মঙ্গল করুন।

রহি।—তুমি নিতান্ত বাতুল।
ছি ছি, তুমি কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে
আমরা তোমাকে জব্দ কর্‌বার জন্য
তোমার বাসস্থান দগ্ধ ক'র্লেম,
অথচ তুমি ব'ল্‌চো,
তোমার ভাল ক'রেচি।

ক্ষেতে।—কত্তা মুশাই!
কাফের আপনাকে তামুসা ক'র্‌চে।

হরি।—হরি হরি!
এমন কথা ব'লো না, বাবা!
আমি সরল প্রাণে—
সরল বিশ্বাসে ব'ল্‌চি,—
উনি আমার ভালই ক'রেছেন।
কুঁড়েখানা থাকাতে
আমার মনে এক এক বার
সংসারের মায়ার ছায়া দেখা দিত,
তা'তে কোরে হরি-সেবার
কখন কখন ব্যাঘাত হোতো।
এখন হ'তে আমার মনে
আর ছার কুঁড়ের কথা জাগ্‌বে না,
সুতরাং হরিপুজারও
কোনরূপ বাধা ঘট্‌বে না।
তাই ব'ল্‌চি,
রহিমুদ্দিন!
তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী।

রহি।—(স্বগত)—তাইতো। বুড়ো যা ব'ল্‌চে
তা'র গূঢ় মর্ম্ম অতি বিচিত্র বটে।
(প্রকাশে)—দেখ,
তুমি যদি স্বধর্ম্মে থেকে
এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'র্ত্তে,
তা' হ'লে তোমার প্রতি
আমাদের এরূপ বিদ্বেষভাব হোতো না।

হরি।—রহিমুদ্দিন!
তুমি যেমন আমার কুটীর দগ্ধ ক'রেছ,
সেইরূপ
তোমারও একটি কুবস্তু দগ্ধ কর,
তা' হ'লে আমাদের উভয়েরই
যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে।

রহি।—কি কুবস্তু?

হরি।—এই যে তা'র নাম উচ্চারণ ক'র্লে।

রহি।—কি?

হরি।—বিদ্বেষভাব।

রহি।—না,
আমি কাফেরের কথা গ্রাহ্য করি না।

হরি।—হরি তোমার মঙ্গল করুন।

রহি।—দেখ,
তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও,
তবে বুড়ন গ্রাম ত্যাগ কর।
এখানে আর ক্ষণমাত্রও থাকলে
তোমার ঘোরতর বিপদ ঘট্‌বে।
তোমার বিপক্ষে
সমস্ত মুসলমান ক্ষিপ্ত হ'য়েচে।

[হরিদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হরি।— (গীত)

হরি হরি বোলে, কবে যা'ব চোলে,
ছাড়ি' এই ভব, তাই ভাবি মনে।
এ ভবের জ্বালা, করে ঝালা পালা,
বেড়ে গেল বেলা জীবন-গগনে॥
থাকিব না আর এ ছার ভবে,
এ ভবে কে সুখী হ'য়েছে কবে,
যেখানে প্রাণের শান্তি হ'বে,
চল্, মন, সেথা ত্বরিত গমনে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের পার্শ্বভাগ।

গ্রাম্য বালকগণ।

গ্রাম্য বালকগণ।— (গীত)

আয় রে কানু, মোহন বেণু বাজিয়ে, ভাই!।
চল্ রে ফিরে, ধীরে ধীরে ঘরকে যাই॥
ডুবলো ভানু, যতেক ধেনু, আর থাকে না গোঠে
ধেনুর আগে অনুরাগে বাছুরগুলি ছোটে,
আর বেলা নাই—আর বেলা নাই,
চল্ রে ফিরে, ধীরে ধীরে ব'লচি ভাই॥ ৮

হরিদাসের প্রবেশ।

হরি।—(সানন্দে)—ওরে বাপ সকল!
আহা, বড় মধুর গান গাইলি।
এই নে—ফল খা।
(ঝুলি হইতে ভিক্ষালব্ধ ফল লইয়া সকলকে প্রদান)
হাঁ রে বাবারা!
তোরা কা'র কাছে এই গানটি শিখেছিস?

১ বালক।—আমাদের ফুলগাঁয়ের
একজন বৈরিগী ঠাকুরের কাছে।

হরি।—এ মনোহর গানটি কে রচনা ক'রেচে!

২ বালক।—শুনেচি,
শান্তিপুরের অদ্বৈতি ঠাকুর।

হরি।—(উদ্দেশে নমস্কার করিয়া)—ধন্য তিনি!
ওরে বাপ সকল! ব'লতে পারিস,
অদ্বৈত ঠাকুর এখন্ কোথায় আছেন?

৩ বালক।—কেন বাবাজী?

হরি।—আমি তাঁ'কে দর্শন ক'রবো।

৪ বালক।—গোসাঞি ঠাকুর!
তা' আমরা ব'লতে পারি নি।
আমরা এখন যাই—ফল খাই গে।

হরি।—এস বাবারা!

[গ্রাম্য বালকগণের প্রস্থান।

হরি।— (গীত)

এক বাঁধনে বাঁধা আছি,
এম্নি আমার মনে লাগে।
নামটি শুনে আমার মনে
রূপটি গো তা'র কেন জাগে?॥
ধ'রবো তা'রে খুঁজে খুঁজে,
রাখ্‌বো সাথে প্রাণের মাঝে,
পুজ্‌বো তা'রে, ভজ্‌বো তা'রে,
মজ্‌বো তা'রি অনুরাগে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া-সন্নিহিত বেনাপোলের অরণ্য।

হরিদাস হরিধ্যানে উপবিষ্ট।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর সহিত রহিমুদ্দিন ও মুসলমান পাইকগণের প্রবেশ।

কাজী।—কই সে কাফের?

রহি।—এই যে, হুজুর!

কাজী।—এই ভণ্ড ব্যাটা
আমাদের মুসলমান জাতির কলঙ্ক?
আজ উপযুক্ত সাজা দেবো।
(নিকটে অগ্রসর হইয়া)—
আরে কাফের!

হরি।—(নিরুত্তর)

কাজী।—(হরিদাসের মস্তক সঞ্চালন করিয়া)—
এই কাফের!

হরি।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—কে, কাজী সাহেব?

কাজী।—কেন তুমি নিজধর্ম্ম ত্যাগ কোরে
পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেচ?

হরি।—তুমি বিচারপতি হ'য়ে
এ কি ব'লচো, বাবা?
আমি বড় দুঃখিত হ'লেম।

ধর্ম্মের আবার নিজস্ব পরস্ব কি ?
যখন ঈশ্বর এক বই দুই নয়,
তখন ধর্ম্মও এক বই দুই নয়;
ধর্ম্মই ঈশ্বর—ঈশ্বরই ধর্ম্ম।

কাজী।—তুমি আল্লা না বোলে হরি বল কেন ?

হরি।—যিনি আল্লা, তিনিই হরি,
যিনি হরি, তিনিই আল্লা।

কাজী।—তবে তুমি আল্লা বল না কেন ?

হরি।—বাবা !
ভগবান্ যা'র মনে যে নামে জাগেন,
সে, সে নামে তাঁ'কে ডাকে।
ফল কথা,
ঈশ্বরের নাম নাই—রূপ নাই—
তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।
কেবল জীবগণ নিজ নিজ তৃপ্তির জন্য
নিজ নিজ অভিরুচিমতে তাঁ'কে ডাকে।
তুমি যেমন আল্লা বোলে তৃপ্ত হও,
আমিও তেমন হরি বোলে তৃপ্ত হই।
আবার শোন, বাবা !

(গীত)

প্রাণে যে নাম আপ্‌নি জাগে,
সেই নামে হে ডাক তাঁ'রে।
ধার করা নাম নয় হে কিছুই,
প'ড়ে থাকে ফাঁকের ধারে॥
ধারের জিনিষ নয়কো নিজের,
তাই বলি হে ভক্তিভরে;—
নিজের ভেবে নিজের নামে
ডাক তাঁ'রে বারে বারে॥

হরি।—কাজী সাহেব !
আপনি কাফেরের কোন কথা
শুনবেন না।
বিধর্ম্মীর যথেষ্ট শাস্তি হওয়াই উচিত।

কাজী।—অবশ্য—অবশ্য।
এ যখন মুসলমান হ'য়ে
হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে,
তখন এর চুড়ান্ত শাস্তি হওয়াই উচিত।
পাইক !
তোমরা একে বন্দী ক'রে
নবাবের দরবারে নিয়ে চল।

১ পাইক।—যো হুকুম, খোদাবন্দ !

(হরিদাসকে বন্ধন)

হরি।— (গীত)

এ ভববন্ধন কবে হ'বে মোচন,
পরম করুণাময় হরি হে !।
পাপের মন্ত্রণা, দিতেছে যন্ত্রণা,
আর যে সহে না—মরি হে॥
হরি, তব শ্রীপদ, স্মরিলে বিপদ,
জীবের নাহি রয়, জানি ;—
হে প্রভু দয়াময়, খণ্ড শমন-ভয়,
দেহ অভয় মূল-চরণ-তরী হে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শান্তিপুর—রাজপথ।

কএক জন হিন্দুর প্রবেশ।

১ হিন্দু।—(সদুঃখে)—আহা, কি অন্যায় !
মুসলমানের হৃদয়ে
কি একটুও দয়া মায়া নাই ?
অমন পরমহরিভক্ত হরিদাসকে
বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্চে !
আমরা ওঁকে গুরুর মত ভক্তি করি।
হায় হায়, আমাদের চক্ষের সমক্ষে
গুরুর অপমান—গুরুর পীড়ন !

২ হিন্দু।—ভাই, যা' থাকে কপালে,
এস আমরা হরিদাস ঠাকুরকে
কাজীর হাত থেকে কেড়ে নি।

১ হিন্দু।—ভাই, যা' ব'ল্‌চো, তা' করা উচিত।
কিন্তু যদি কৃতকার্য্য না হই,
তা' হ'লে আমরা তো ম'রবই,

কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকেও যে
আমাদের মত ম'স্তে হ'বে ;
সে যে বড় কষ্টের বিষয়।
হঠাৎ শোক দুঃখ রাগের বশে
কোন কাজ করা ভাল নয়।
দয়াময় হরি তাঁ'র ভক্ত হরিদাসকে
এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার ক'র্‌বেন।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিদাস ঠাকুরের মুক্তির জন্য হরিলুট দি।
তোমরা একটু অপেক্ষা কর,
আমি বাতাসা, জল আনি,
আর ছেলেদের ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

৩ হিন্দু।—হে হরি দয়াময়!
যেন নির্ব্বোধ নিষ্ঠুরের হস্তে
তোমার ভক্তের অঙ্গে
একটি আঁচড়ও না লাগে।
কৃষ্ণ!
ভক্তের অঙ্গে ব্যথা লাগলে
তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক রটনা হ'বে।

বাতাসা ও জল লইয়া বালকগণের সহিত প্রথম হিন্দুর পুনঃপ্রবেশ।

২ হিন্দু।—(১ হিন্দুর প্রতি)—মুখুয্যে!
তুমি শ্রীহরিকে এই বাতাসা নিবেদন ক'রে
হরিলুট দাও।

১ হিন্দু।—(তদ্রূপ করিয়া)—ওরে ছেলেরা!
হরিবোল ব'লে হরিলুট কুড়ো।

(বালকগণের তদ্রূপ করণ)

২ হিন্দু।—(বালকগণের প্রতি)—বাবারা!
এই বার একটি হরিগুণগান গেয়ে
সকলে ঘরে যাও।

বালকগণ।— (গীত)
হরি দয়াময়, ভীত-জন-অভয়,
সঙ্কট-খণ্ডন কৃষ্ণ মুরারে!
নীল-জলদ-তনু, জ্যোতি অযুত ভানু,
কণ্ঠ শোভিত মোতিমহারে॥

বয়স্থগণ।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল।

বালকগণ।—
পীত বসন-ছটা, ভালে তিলক-ঘটা,
মোহন আস্যে হাস্য উগারে।
বঙ্কিম লোচন, কৌস্তুভ-লাঞ্ছন,
নূপুর রুণুঝুনু বাজে সুধারে॥

সকলে।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়নগর—নবাবের দরবার।

সিংহাসনে নবাব আসীন। যথাস্থানে সভাসদ্‌গণ, কাজী ও বন্দী হরিদাসকে ধারণ করিয়া পাইকগণ দণ্ডায়মান।

নবাব।—(হরিদাসের প্রতি)—বৃদ্ধ!
কেন তুমি নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি'
পরধর্ম্ম করিলে গ্রহণ?
হরিদাস! বল সত্য,
পরলোকে নিস্তার পাইবে কিসে?
আমার বচন ধর,
পরধর্ম্ম পরিহর,
কল্‌মা পড়ি' প্রায়শ্চিত্ত কর।

হরিদাস।—(হাস্যমুখে স্বগত)—
অদ্ভুত বিষ্ণুর মায়া!
নহে কেন গৌড়ের নবাব
হ'বে হেন মায়া-বিমোহিত?

(প্রকাশ্যে)—শুন, বাবা!
ঈশ্বর একই বস্তু,
সর্ব্বঘটে বিরাজেন তিনি।
এক বস্তু নাম-ভেদে
সকলেই মান্য করি' থাকে।
তিনি যা'রে করান যেরূপ,
সে সেরূপ করে, গৌড়পতি!
সেই নিত্য শুদ্ধ সত্য অনন্ত ঈশ্বর
সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছেন নিয়ত।
করিলে কাহার হিংসা,
তাঁ'র প্রতি হিংসা করা হয়।
যেরূপ লওয়ান তিনি মোরে,
সেইরূপ করি আমি।
ইথে যদি দোষ হয় মোর,
করহ বিচার, হে বিচারপতি!

নবাব।—বৃদ্ধ হরিদাস!
সন্তুষ্ট হইনু আমি যুক্তিতে তোমার।
গভীর তত্ত্বের সত্তা তোমার বচনে।

কাজী।—(স্বগত)—তাইতো,
নবাব বাহাদুর এ কি ব'ল্‌চেন!
কাফেরের প্রতি এত দয়া!
এ তো ভাল কথা নয়।
(প্রকাশ্যে)—খোদাবন্দ্‌!
একে বিশেষরূপ সাজা না দিলে,
এ লোকটা
আরো অনেক মুসলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'র্‌বে।
হয় একে শাস্তি দি'ন,
নয় এ কাফের কল্‌মা প'ড়ে
শুদ্ধ হ'য়ে স্বধর্ম্ম পালন করুক।

নবাব।—(চিন্তা করিয়া)—বাস্তবিক।
হরিদাস!
নিজধর্ম্ম করহ পালন,
কোরাণের প্রত্যেক অক্ষর
ভক্তিভরে কর পাঠ।
এক জনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হেরি'
অন্যে না করিবে দেখি
পরধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে।
তেঁই কহি,
বাক্য মোর না কর অন্যথা!
অন্যথা করিলে
দণ্ড পা'বে বিধিমতে।

হরিদাস।—ঈশ্বর ব্যতীত
আর কেহ নারে দণ্ড দিতে।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব দণ্ডভোগ করে।
শরীর যদ্যপি মোর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়,
তথাপি জানিও সুনিশ্চয়—
প্রাণারাম হরিনাম কভু না ছাড়িব।

নবাব।—বৃদ্ধ তুমি,
অবশ্যই আছে তব জ্ঞান।
কিন্তু, কেন মৃত্যু-ভয় নাই?

হরিদাস।—বৃদ্ধ আমি,
অবশ্যই আছে মোর জ্ঞান,
তেঁই আমি মৃত্যুরে না ডরি।

নবাব।—না, হরিদাস!
এখনো সতর্ক হও।
হের ওই,
মৃত্যু তব হুঙ্কারে শিয়রে।

হরিদাস।—জন্মিলেই অবশ্য মরণ;
কায়ার যেমতি ছায়া সাথী,
দিবসের সঙ্গী যথা রাতি,
তেমতি জন্মের সাথী মৃত্যু সুনিশ্চয়।
কি হেতু করিব ভয়?
যে দণ্ড ইচ্ছহ দিতে,
ল'ব আমি তুষ্ট চিতে।
কিন্তু, এ তুচ্ছ প্রাণের তরে
হরিনাম কভু না ছাড়িব।

নবাব।—ভাল!
(কাজীর প্রতি)—কহ, কাজী!
কোন্‌ শাস্তি উপযুক্ত এর?

কাজী।—খোদাবন্দ্‌!
মোর যুক্তি-মতে

প্রাণদণ্ড উপযুক্ত এর।

নবাব।—শুন রে পাইকগণ!
বাইশবাজারে নিয়ে গিয়ে
প্রহার করিয়া এর বধহ জীবন।
তাহে যদি নাহি মরে,
তা' হ'লে জানিবে সবে—
"এ যা' বলে, সত্য সে সকল।

হরিদাস।—(সুরে)—
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাইশবাজার।

কোলাহল করিতে করিতে কতকগুলি
লোকের প্রবেশ।

১ লোক।—(সদুঃখে)—হায় হায়!
কি অবিচার! কি অত্যাচার!
বিনা দোষে আজ সাধুহত্যা!
ধার্ম্মিকের প্রাণদণ্ড।

২ লোক।—ছি ছি!
নবাবের কি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নাই?

১ লোক।—নবাবের চেয়ে
সেই কাজী ব্যাটাই পাজী?

২ লোক।—এক ভস্ম আর ছার,
দোষ গুণ ক'ব কা'র।
মুসলমানের হৃদয় কি এতই কঠিন?
পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ,
তাঁ'রই প্রাণ-দণ্ড!
হায় হায়, কি হ'বে?

১ লোক।—এস, ভাই সকল,
যা'তে তাঁ'র গায়ে
পাইকেরা আঘাত না করে,
তা'রই উপায় করি!

(নেপথ্যে কোলাহল)

২ লোক।—এই যে পাইকেরা
বৃদ্ধ সাধুকে বেঁধে নিয়ে আস্‌চে।

যষ্টিহস্ত পাইকগণের সহিত বদ্ধহস্ত
হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস।— (গীত)
রে জীব! ভজ ভজ হরি ভয়হারী।
পাইবি প্রাণ, পাইবি ত্রাণ,
ঘুচিবে সঙ্কট লোচনবারি॥
জীবনে জাগিবে সাহস-রেখা,
যমদূত ভাগিবে না দিবে দেখা,
হৃদয়ে নাচিবে প্রাণের সখা,
নবজলধরতনু মুরলীধারী॥

১ লোক।—ও ভাই পাইক সকল!
দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের;
বৃদ্ধ সাধুর পবিত্র অঙ্গে আঘাত কোরো না।

২ লোক।—এঁর তো কোন অপরাধ নাই।
আমাদের মিনতি রাখ,
হরিভক্ত হরিদাসকে ছেড়ে দাও।

১ পাইক।—নবাবের হুকুম রদ ক'রে কি
আমাদের ম'ত্তে বলো?
তোমাদের এ মিনতি রাখা
আর আমাদের প্রাণ-খোয়ানো একই কথা।
আমরা তা' পারব না।

১ লোক।—আমরা তবে তোমাদের হাত থেকে
এঁকে কেড়ে নেবো।

১ পাইক।—তা' হ'লে নবাবের হুকুমে
এ বুড়োর দশা তোমাদেরও হ'বে।

১ লোক।—তা' হয় হোক্,
তা' ব'লে চোকের সামে
সাধুহত্যা কখন হ'তে দেবো না।
এখনও বল্‌চি,
কথা রাখ—সাধুকে ছাড়।

১ পাইক।—(অপর পাইকের প্রতি)—যা তো রে,

নবাব আর কাজীকে এ খবর দে তে।
হরিদাস।—(স্বগত)—তাইতো,
আমার জন্য হরিভক্তগণ
নবাবের হুকুমে মৃত্যুমুখে প'ড়্‌বে!
এক জনের জন্য
আজ শত শত লোকের সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে!
এতে যে আমি হরিপদে অপরাধী হ'ব।
না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।
(প্রকাশে)—ভাই সকল!
কেন তোমরা আমার জন্য দুঃখ ক'চ্চ?
নবাবের বা কাজীর ইচ্ছায় কি হয়?
হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।
পাইকগণ!
আমাকে আঘাত ক'রে বধ কর।

(হরিদাসকে প্রহার করিবার জন্য
পাইকগণের যষ্টি উত্তোলন)

লোকগণ।—(ব্যাকুল হইয়া পাইকগণের পদধারণ
করিয়া)—
তোমাদের পায়ে ধরি,
লাঠি ফেলে দাও, ভাই!
বরঞ্চ ওঁকে ছেড়ে আমাদের বধ কর।
পাইক।—সর—সর,
কোন কথা শুন্‌বো না।
(হরিদাসকে প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু হস্তগতি
[illegible] হইয়া উর্দ্ধে অবস্থিতি)
লোকগণ।—(সানন্দে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হরিদাস।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
পাইক।—(কষ্টে)—ও ভাই থাঁচু!
হাতের কজ্জির খিল আট্‌কে গেল যে!
পাইক।—আমারও যে তাই!
লোক।—কেমন—কেমন— খুব হ'য়েচে।
হরিভক্তকে মার্‌বি? মার্ এই বার!
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
পাইক।—ওঃ, হাত যে নড়ে না রে,
শিরে বজ্র টান ধ'রেচে!
চল্ চল্ নবাবের কাছে যাই।

[বেগে পাইকগণের প্রস্থান।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
হরিদাস।—ভগবান্ হরির কৃপায়
আমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।
এস, সকলে মিলে তাঁ'র নাম গান করি।
সকলে।— (সঙ্কীর্ত্তন)

জয় কৃষ্ণচন্দ্র দামোদর গোবর্দ্ধনধারণ।
বংশীবদন, কংসঘাতন, ভক্তমঙ্গলকারণ॥
রাধামোহন নন্দলালা,
হাস্যবদন চিকণ-কালা,
হর হর হরি ভবের জ্বালা,
পাতকিকুলতারণ॥

নবাব ও কাজীর সহিত পাইকগণের
পুনঃপ্রবেশ।

নবাব।—ফের লাঠি মার্।
১ পাইক।—খোদাবন্দ্!
হাত যে নামে না।
কাজী।—আল্‌বৎ নাম্‌বে।
১ পাইক।—না হুজুর! কিছুতেই নামে না!
কাজী।—তোরা এর কাছে ঘুস খেয়েছিস।
১ পাইক।—না, হুজুর! ঘুস্ খাই নি
না খেয়েই এই দশা,
খেলে না জানি আরও কি হোতো!
কাজী।—(নবাবের প্রতি)—জাঁহাপনা!
পাইক ব্যাটারা নিশ্চয় নিমকহারাম।
হুজুরের হুকুম রদ ক'রেছে।
নবাব।—হুঁ! আচ্ছা,
এ সব নিমকহারামকো শির লেও।

(পাইকগণের রোদন)

হরিদাস।—(ব্যাকুলচিত্তে নবাবের প্রতি)—
না বাপ! না বাপ!
এ গরিব নির্দ্দোষীদের বধ ক'র না।
ওরা আমার নিকট ঘুস্ খায় নি,

অথবা আমিও ওদের ঘুস্ দিই নি।
ঘুস্ দেওয়া বা ঘুস্ নেওয়া মহাপাপ।
ঘুসে সত্যের অপলাপ করা হয়,
প্রভুকে বঞ্চনা করা হয়।
সত্য এবং প্রভু ঈশ্বরস্বরূপ,
সুতরাং ঘুসে ঈশ্বরের প্রতিও
অবহেলা করা হয়।

নবাব।—আমি তোমার মত কাফেরের
কোন কথাই শুন্‌তে চাই না।
যে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে
খোদার অপমান ক'রেচে,
সে আবার ঘুস্ দিতে ভয় করে?

হরিদাস।—(স্বকর্ণে হস্ত দিয়া)—হরি—হরি—হরি!
ছি ছি, আর হরিনিন্দা সহ্য হয় না!
শোন, বাপ! যদি আমি ম'লে
তোমাদের মঙ্গল হয়,
আমি আপনা আপনি প্রাণত্যাগ ক'চ্চি।
কেন বৃথা সন্দেহ ক'রে
গরিব পাইকদের মাথা নেবে?
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—হরি দয়াময়!
এই সকল ভ্রান্ত জীবদের
কোন অপরাধ নিও না।
হরি! পাইকদের হস্ত পূর্ব্ববৎ সচল হোক্।
(স্বগত)—গভীর ধ্যানযোগে
ভগবান্ হরিকে স্মরণ করি।
বাহ্য চৈতন্য নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট না থাকলে,
ভ্রমান্ধ নবাব ও কাজীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না,
এবং নিরীহ পাইকগণও প্রাণ পা'বে না।
(প্রকাশে)—সকলে আমার মৃত্যু দর্শন কর।
(ধ্যানযোগে ক্রমে ক্রমে নিশ্চল হইয়া ভূতলে পতন)

নবাব।—(মুখ নাসিকায় হস্ত দিয়া)—কাজী!
সত্য সত্যই কাফের ম'রেছে।

কাজী।—(তদ্রূপে দেখিয়া)—
মুসলমান ধর্ম্মের কণ্টক দূর হোলো।

নবাব।—(পাইকগণের প্রতি)—
যা, একে নিয়ে গিয়ে
মাটিতে গোর দিয়ে আয়।

কাজী।—না, খোদাবন্দ্! তা' ক'র্‌বেন না।
তা' হ'লে ওর সদ্গতি হ'বে।
কাফেরের সদ্গতি হ'লে
আমাদের দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না।
আমার বিবেচনায়
একে গঙ্গায় ফেলে দেওয়াই উচিত।

নবাব।—আচ্ছা, তাই হোক্।
যা, কাফেরের লাস গঙ্গায় ফেলে দি গে।

১ পাইক।—যে আজ্ঞা।

[হরিদাসের নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া পাইকগণের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

হিন্দুগণের প্রবেশ।

১ হিন্দু।—(সদুঃখে)—হায় হায়,
কি সর্ব্বনাশ হ'ল!
কঠিনপ্রাণ দুরাত্মা নবাব ক'ল্লে কি!
ধিক্ তোমাকে, নবাব, ধিক্ তোমাকে!

২ হিন্দু।—ভগবান্ কি এর বিচার ক'র্‌বেন না?

১ হিন্দু।—ক'র্‌বেন বই কি।
এই তোমরা দেখো,—
নবাব ব্যাটা আর পাজী কাজী ব্যাটা
কুষ্ঠে হ'য়ে ম'র্‌বে!
জিব পোচে পোচে খোসে প'ড়্‌বে!
চক্ষু অন্ধ হ'বে!

৩ হিন্দু।—ব্যাটাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক্!
আমরা মা গঙ্গার পুজো দেবো।

২ হিন্দু।—আমর যদি ক্ষমতা থাক্‌তো,
তবে ও দু' ব্যাটাকে

সাত চুগুনে চোদ্দ টুক্‌রো কোরে
নেড়ী কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিতেম।

১ হিন্দু।—ঠিক্ বোলেচো,
নেড়ে কুকুরের পক্ষে নেড়ী কুকুরই ঠিক্!

৩ হিন্দু।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—চুপ কর।
পাক ব্যাটারা এ দিকে আস্‌চে।

২ হিন্দু।—(দেখিয়া)—ওঃ!
ব্যাটাদের চেয়ে ঠ্যাঙাগুনো ঢ্যাঙা দেখ!

১ হিন্দু।—বারো হাত কাঁকুড়ের
তেরো হাত বিচি!

৩ হিন্দু।—আঃ, চুপ কর।

পাইকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

১ হিন্দু।—(দেখিয়া)—ওহে,
ওরা বড় ঘাটের দিকে গেলো না?

২ হিন্দু।—তাইতো বটে।

১ হিন্দু।—চল, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গাতট।

নবাব, কাজী ও লোকগণের প্রবেশ।

কাজী।—খোদাবন্দ্!
কাফেরের লাস্‌টা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে
বড় ভাল কাজই হ'য়েচে।
এবার থেকে আর কোন মুসলমানই
কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে না।

নবাব।—যা'তে এ ঘটনা
শত শত লোকের কর্ণগোচর হয়,
তুমি তা'র উপায় কর।

কাজী।—আজ্ঞে, তা আর ব'ল্‌তে?
আমি আজই শত শত ঢেঁড়ারা পিটিয়ে
রাজ্যময় এ ঘটনার কথা রাষ্ট্র ক'রে দেবো।

পাইকগণের প্রবেশ।

কি রে!
কাফেরের লাসটা ডুবে গেছে,
না ভেসে গেছে?

১ পাইক।—হুজুর!
এই দিকেই ভেসে আস্‌চে।
ঐ দেখুন।

(সকলের নদীজলে দৃষ্টিপাত)

কাজী।—এই বার শুকনি হাড়গিলের পেটে যাবে

নবাব।—ওহে কাজী! দেখ দেখ,
এই কিনারার দিকেই আসচে।

কাজী।—হুজুর! তাই-ই বটে।
এই যে কিনারায় এসে ঠেক্‌লো।

হরিদাস।—(তটসংলগ্ন হইয়া)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নবাব।—(সবিস্ময়ে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ!
এ কি হ'লো!
হরিদাস ম'রে বেঁচে উঠ্‌লো যে!

কাজী।—(সবিস্ময়ে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ!
তাইতো! তাইতো!

হরিদাস—(জল হইতে উঠিতে উঠিতে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—(জল হইতে উঠিয়া)—

(গীত)

(যা'র) শীতল পায়ের শীতল ছায়ে
শীতল-কায়ে গঙ্গা বয়;
আজ্ সে হরির চরণ-তরীর
কোল পেয়েছি, কিসের ভয়?
পুণ্যভরা গঙ্গা-তোয়ে
পাতকরাশি গেছে ধু'য়ে,
এ বার ধোয়া মনকে নিয়ে,
গাই গে আবার হরির জয়॥

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—(সহাস্যে ও সানন্দে)—

নবাব ! তোমার মঙ্গল হোক্।
কাজী ! তোমার মঙ্গল হোক্।
রহিমুদ্দিন প্রভৃতি অপর যে সকল মুসলমান
আমার মৃত্যুকামনা ক'রেছিল,
তা'দেরও মঙ্গল হোক্।

নবাব।—(কাতরভাবে হরিদাসের পদধারণ করিয়া)
সাধুত্তম !
অদ্ভুত ক্ষমতা তব বুঝিলাম এবে।
সামান্য মানব নহ তুমি,
দৈবশক্তি তোমার জীবনে।
অপরাধ না লইও মোর,
এই নিবেদন করি পদে।
সাধুপতি !
মিনতি করিয়া বলি,
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমাশীল !
আপনার শত্রু মিত্র সকলি সমান।
সর্ব্বজীবে দয়া তব সমান বিরাজে।
এবে যথা ইচ্ছা তব,
সেই খানে কর অবস্থান।
এই গঙ্গাতীরে, সাধু !
গোফামাঝে কর অবস্থিতি।

কাজী।—(হরিদাসের পদধারণ করিয়া কাতরভাবে)
পুণ্যবান্ !
না বুঝি' ক'রেছি অপরাধ,
দয়া করি' ক্ষমা কর দাসে।

হরিদাস।—না, বাপ্ !
কেন দুঃখ ভাব মনে ?
হরিলীলা কে পারে বুঝিতে ?
তাঁ'র ইচ্ছামতে চলে জীবের জীবন।
এবে আমি চলিলাম ফুলিয়া গ্রামেতে।
তোমাদের হউক মঙ্গল।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রাম।

রামচন্দ্র খাঁর বৈঠকখানা।

গদার প্রবেশ ও মদিরা পানের উপকরণ
ইত্যাদি রক্ষা করিয়া প্রস্থান।

রামচন্দ্র খাঁর প্রবেশ।

রাম।—(সক্রোধে)—তোর বাবার কি রে ব্যাটা !
আমার খুসি,

(সুরাপান)

আমি মদ খা'ব, মাংস খা'ব,

(মাংসভক্ষণ)

বেশ্যা নিয়ে আমোদ ক'র্‌বো।
তোর বাবার কি রে শালা ?
আমার বাপ পিতামহ
কষ্টেস্বষ্টে আমার জন্যেই তো
এত জমীদারী, টাকা কড়ি, ধন দৌলত,
জিনিষপত্র রেখে গেছে।
কেন রেখে গেছে ?
তোর হরিপূজোর জন্যে,
না তোর বোষ্টম-সেবার জন্যে ?
এ সকল কেবল
আমার নিজের সখ মেটা'বার জন্যে।
ব্যাটা কোত্থেকে এসে যুড়ে বোসে
গ্রামখানাকে তোলপাড় কোরে তুল্লে।
আবার গুরুগিরি কোরে
আমাকে হিতশিক্ষে দিতে চায়।
ঐ হতভাগা বুড়ো ব্যাটা
আমার অনেকটা ক্ষেতি কোরেচে।
গ্রামের অনেক লোককে
ভোজং ভাজাং দিয়ে হরিভক্ত কোরেচে।
ভণ্ড ব্যাটার কুপরামর্শে
গ্রামের অনেক শালাই
ধর্ম্মের মুখোস পোরেচে।
পাজী শালারা

আমাকে ধর্ম্মধ্বজী বোলে গাল দেয়।
ঐ বুড়ো হরিদাস শালাই তো
এই সকলের মূল।
শালার জ্বালায়
আর তেমন মনের মতন এয়ার পাই নি যে
অষ্টপ্রহর তোখোড় এয়ারকি দি।
বোতল বোতল খাঁটী
পোচে পোচে মাটি হোলো,
একলা আর কত খা'ব, বাবা!
বুড়ো ব্যাটা
আমার সাধের সখে ধাক্কা দিয়েচে।
আমিও
ওর ভণ্ডামিতে ধাক্কা দিচ্ছি—দাঁড়াও।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—কই,
এখনও যে মোহিনী এলো না?
সে শালীও কি
বুড়ো শালার কুমন্তরে মজেচে?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(শুনিয়া)—কে ও?

নেপথ্যে মোহিনী।—আমি।

রাম।—এই যে মেঘ না চাইতে জল!
মোহিনি!
তুমি দেখ্‌চি আর ম'চ্চো না।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।—কেন?

রাম।—এই তোমার নাম কচ্ছিলেম।

মোহিনী।—(সহাস্যে)—তাই হোক্,
আমি ভাব্‌ছিলেম,
বুঝি অমর বর দিচ্ছিলে।

রাম।—সেটা তোমার পক্ষে নয়—আমার পক্ষে।

মোহিনী।—সে আবার কি?

রাম।—এই ত্রেতাযুগে
অশোক বনে সীতা হনুমান।

মোহিনী।—দূর মুখপোড়া।

রাম।—সেও তো তোমার আশীর্ব্বাদে।
তা যাক্,
একলা তো, ভাই, আর মদে মজা মজে না,
কেবল গেঁজে যায়।
কিন্তু, মোহিনি!
মনের মতন সুজন যদি পাই,
বোতল বোতল ওজন কোরে খাই।

(উভয়ের মদ্যপান)

মোহিনি!
এইবার একটা আনারসী গোছের গান গাও

মোহিনী।— (গীত)

আমায় ভ্রমর ভালবাসে,
প্রাণ দিতে চায় প্রাণে তুলে।
নিজের ভেবে নিজের মতন
সোহাগ করে হৃদয় খুলে॥
কাছে এসে মধুর লোভে,
বোকা ভ্রমর মরে ক্ষোভে,
শুক্‌নো গুঁড়োয় পালক ছিঁড়ে
ধড়্‌ফড়িয়ে পড়ে টোলে॥

রাম।—বাহবা—বাহবা!
এ গানে কা'র উক্তি?

মোহিনী।—কেতকীর উক্তি।

রাম।—কেতকী অর্থাৎ কেয়াফুল।
তুমিও আমার কেয়া।

মোহিনী।—তা' যাক্ এখন;
আমাকে ডাকিয়েছ কেন?

রাম।—তোমাকে
একটা বিশেষ কাজ ক'ত্তে হ'বে।

মোহিনী।—কি কাজ?

রাম।—বুড়ো হরিদাস ব্যাটার
ধর্ম্মনষ্ট ক'র্‌তে হ'বে।

মোহিনী।—ও মা! সে কি কথা!
তেমন ধার্ম্মিকচূড়ামণি গোসাঞি ঠাকুরকে
ধর্ম্মভ্রষ্ট করা আমার কর্ম্ম নয়।
আমার যে তা' হ'লে ধর্ম্মনষ্ট হ'বে।

রাম।—ভুল—ভুল—ভুল!
তোমার আরও ধর্ম্ম পষ্ট হ'বে।

মোহিনী।—না, তা' পারবো না ;
আমি চ'ল্লেম।

রাম।—না না, যেও না—যেও না।
আমার মাথা খাও—দাঁড়াও।
(অঞ্চলধারণ)

মোহিনী।—আঃ, ছেড়ে দাও না।

রাম।—(মোহিনীর পদধারণ করিয়া)—
তবে আমার গলায় ছুরী দিয়ে যাও।

মোহিনী।—আঃ, আঁচল ছাড় না ;
আমার অনেক কাজ আছে।

রাম।—এটাও কি একটা কাজ নয় ?

মোহিনী।—না।

রাম।—আচ্ছা,
তোমাকে আমি ৫০০৲ টাকা দিচ্ছি।

মোহিনী।—কি গেরো, ছাড় না।

রাম।—আচ্ছা, ১০০০৲ টাকা ?

মোহিনী।—তুমি
বরং আমার কাছে ১০০০৲ টাকা নিয়ে,
নিজে গিয়ে তা'র ধর্ম্মনাশ কর।

রাম।—আচ্ছা, ২০০০৲ টাকা ?

মোহিনী।—এ পাপের পেরাচিত্তি ক'ত্তেই তো
আমার ৫০০০৲ টাকা লাগ্‌বে।

রাম।—ছাই, তাই বোল্লেই তো হয়।
আচ্ছা, ৫০০০৲ টাকা প্রায়শ্চিত্তের জন্য
আর ৫০০০৲ টাকা তোমার বক্‌শিশের জন্য
আজই দিচ্ছি।

মোহিনী।—(স্বগত)—আজ কি শুভক্ষণেই
রাত পুইয়েছিলো।
একেবারে ১০,০০০৲ টাকা !
কেউ যদি আমাকে লাখ টাকা দেয়,
তা' হ'লে আমি
হরিদাসের হরিকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'ত্তে পারি।

রাম।—চল, টাকা দি গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট।

দূরে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।— (গীত)
মাথাটি খাও, চোক মিলে চাও,
ও রসময়! আমার পানে।
এসেছি তোমার কাছে
তুষ্‌তে তোমায় প্রণয় দানে ॥
কষ্ট কেন পাচ্ছ এত,
কি লাভ ক'রে হরির ব্রত,
উভয়ে প্রেমের ব্রত
ক'র্‌বো এস সুখের প্রাণে ॥

হরিদাস।—(স্বগত)—আবার আমার পরীক্ষা !
(প্রকাশে)—অয়ি নারি !
কিছু কাল তিষ্ঠ তুমি,
তিন লক্ষ হরিনাম জপি' একমনে,
পরে শুনিব তোমার কথা।

(মোহিনীর দূরে উপবেশন ও হরিদাসের প্রতি
নানারূপ হাবভাব ও কটাক্ষ প্রকাশ)
(হরিদাসের পুনরায় ধ্যানোপবেশন)

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—মায়ারণ্য।

গান গাহিতে গাহিতে ইহলৌকিক
মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ।—(গীত)
ও মোহিনি! মোহন বেশে
বোস্ লো গিয়ে কাছে ঘেঁসে।

আড়নয়নে ঘাড় বাঁকিয়ে
বাঁধ্ ফুলহার চিকণ কেশে ॥
আঁচলখানি দুলিয়ে দে না,
জিন্ নে চেনা—চিনে নে না,
প্রলোভনের ফাঁদটি পেতে
সাধ্‌টি মেটা হেসে হেসে ॥

[ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রস্থান।

মোহিনী।—আর আমার ভাবনা কি?
এই যে মনের ভিতর কা'রা এসে,
আমাকে আশা দিয়ে গেলো।
এই বার
বৃদ্ধ হরিদাসকে
নিজের বশে আন্‌বো।
অনেকক্ষণ বোসে আছি,
রাত্তির দুপুর হ'য়েচে।
এইবার আমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে
রামচন্দ্র খাঁরও মনস্কামনা পূর্ণ করি।

[পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট।

মোহিনী।—(স্বগত)—অ্যাঁ—তাইতো!
এখনো যে বুড়োর জপ শেষ হয় নি।
রাত পুইয়ে যা'বে না কি!
এমন পোড়া জপও তো কখন দেখি নি।
আর মিছিমিছি বোসে থাকতে পারি নি,
একবার ডাকি।
আমার বোধ হয়,
বুড়োর এ হরিনাম জপ নয়,
আমাকেই মনে মনে ভাবচে।
তা ভাবা কেন? একবার ডাকি।
(প্রকাশে)—ও ঠাকুর!
রাত যে পুইয়ে যায়?
বাকী জপ না হয় কা'ল সেরে নিও।
এখন আমার সঙ্গে প্রেমালাপ কর—
দুটো রসের কথা কও—
একটু মুচকি হাসি হাসো।
কাছে বোসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো কি?

হরিদাস।—(নীরব)

মোহিনী।—(স্বগত)—আ-মর্,
কই, সাড়া দেয় না যে?
কপটী কপট জপ ক'রে
আমাকে জ্বালাতন ক'চ্চে।
দূর হোক্ গে ছাই,
আর মিছিমিছি বোসে বোসে
মশার কামড় সইতে পারি নি।
গিয়ে জড়িয়ে ধরি।

(গাত্রোত্থান)

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—জ্ঞানারণ্য।

গান গাহিতে গাহিতে পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ।—(গীত)
ও মোহিনি! মোহের বশে
জড়া'স্ কেন পাপের ফাঁসে।
অন্ধ হ'বি আবার যদি
শব্দ করিস্ কাণের পাশে ॥
ফেল্ না টেনে পাপের বামাল,
ও পিশাচি! সামাল্ সামাল্;
ভক্তি পা'বি, মুক্ত হ'বি,
ধ'র্ গে সাধুর চরণ কোসে ॥

[পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রস্থান।

মোহিনী।—(ব্যাকুলভাবে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি!
কা'রা আমার মনের ভিতর এসে

আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেলো?
এতক্ষণে আমার ভ্রমরাশি ঘুচে গেলো,
কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশে
আমি মোহিত হ'য়ে প'ড়্লেম!
আমার পাপ দুরভিসন্ধির
অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেলো।
(অধিকতর ব্যাকুল হইয়া)—
হায় হায়, এ আবার কি!
ওঃ! কি ভয়ানক নরক!
যমদূতেরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে
সেই নরককুণ্ডের বিষ্ঠায় ডুবিয়ে দিলে!
আমার বক্ষে শত শত শূল বিদ্ধ ক'রে
ক্ষত বিক্ষত ক'ল্লে!
উঃ, কি নিদারুণ প্রহার!
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!
কি হ'বে!—কি হ'বে!
কে আছ—কে আছ—রক্ষা কর!

(ইতস্ততঃ ধাবমান)

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য।

কুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

হরিদাস।—ভয় নাই—ভয় নাই।

মোহিনী।—(দ্রুতপদে গিয়া হরিদাসের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)—
প্রভু!—প্রভু!
এই মহাপাপিনী পিশাচীকে রক্ষা কর।

হরিদাস।—কি হ'য়েচে?

মোহিনী।—ঠাকুর!
ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় নরককুণ্ডে ডুবেছি!
যমদূতের কঠোর পীড়নে
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!

(রোদন)

হরিদাস।—ভয় নাই, বৎসে!
একবার আমার সঙ্গে
ভক্তিভরে হরিনাম উচ্চারণ কর।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—বল সত্য,
কোন্ ভাব জাগে এবে তোমার অন্তরে?

মোহিনী।—প্রভু!
ফুটিয়া বলিতে নারি মনের সে ভাব,
কিন্তু এক নবানন্দে হইনু মোহিত!
নিবিড় আঁধার ঘুচি'
উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলো ফুটিল হৃদয়ে!
নাহিক নরককুণ্ড,
যমদূত-দণ্ড আর মুণ্ডে নাহি পড়ে!
ঘুচে গেল নিদারুণ ভয়,
শান্তির অভয়-ছায়ে
কি এক অপূর্ব্ব সুখে হইনু শীতল।

হরিদাস।—বৎসে!
এই যে অপূর্ব্ব সুখ,
যাহে চিরকাল শীতল থাকিতে পার,
পন্থা কর তা'র।

মোহিনী।—অজ্ঞান অবোধ নারী আমি,
মহাপাপে কাটা'য়েছি কাল।
সৎশিক্ষা নাহিক মোর,
কিসে পা'ব সে পথের দেখা?
তব পদে এই ভিক্ষা মাগি,
দীক্ষা-গুরু হও মোর,
শিক্ষা দাও সে পন্থার রক্ষার উপায়।

হরিদাস।—মন্দ অভিসন্ধি তব বুঝি'
ইচ্ছা ক'রেছিনু মনে ছাড়িতে এ স্থান;
কিন্তু তোমা হেন পাপিনীরে
হরিনাম লওয়াইব বলি'
যাই নাই চলি' সেই ক্ষণে।
এবে, আহা, হরির কৃপায়
হরিনাম বলিয়াছ তুমি।
এই সুপবিত্র হরিনাম
পাতকীর মুক্তির উপায়।
যদি এই হরিনাম
সম্বল করিতে চাহ, বাছা,

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর বিধিমতে।
বিলাসের বেশ ভূষা কর পরিহার,
ঐহিক বাসনা-সুখ কর বিসর্জ্জন,
ধনধান্য বস্ত্র আদি যা' আছে তোমার,
ব্রাহ্মণ দরিদ্রগণে কর বিতরণ।
মস্তক মুণ্ডন করি' একবস্ত্রা হ'য়ে
দিবানিশি থাকি' হেথা
করহ সাধন পতিতপাবন হরিনাম।

মোহিনী।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

উভয়ে—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—বৎসে! হেথা হ'তে চলিলাম আমি।

মোহিনী।—গুরুদেব!
প্রণিপাত করি পদযুগে।
অদ্যাই আদেশ তব করিয়া পালন,
তব এই সুপবিত্র সাধন-কাননে
ভক্তিভরে যাবৎজীবন
পতিতপাবন হরিনাম করিব সাধন।

হরিদাস।—হরিভক্তি অটুট হউক তোর, বাছা!

মোহিনী।—পিতা! প্রণিপাত করি পুনরায়।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[হরিদাসের প্রস্থান।

মোহিনী।— (গীত)

আমার মত পাপী যা'রা
আয় রে ত্বরায় ছুটে হেথা।
পাপ তাপ সব ঘুচে যা'বে
মুছে যা'বে প্রাণের ব্যথা॥
হরিনামের প্রেম-পারাবার
বইছে কাণে-কাণ;
ভক্তি-লহর হেলে দুলে
গাইছে নামের গান;
আয় ভেসে যাই, নাম-গুণ গাই,
জয় শ্রীহরি মুক্তিদাতা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শান্তিপুর—গঙ্গাতট।

এক দিক্ দিয়া হরিদাস ও অপর দিক্ দিয়া অদ্বৈতের প্রবেশ।

অদ্বৈত।—(সুরে)—
বহু দিন পরে সখা, পেয়েছি তোমার দেখা,
এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন।

হরিদাস।—(সুরে)—
বড় আশা ছিল চিতে, মূর্ত্তি তব নিরখিতে
সে আশা আমার আজি হইল পূরণ।
এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন॥

(উভয়ের আলিঙ্গন)

অদ্বৈত।—(সুরে)—
চল এবে দুই জনে, শ্রীচৈতন্য দরশনে,
পুণ্যধাম নবদ্বীপে যাই।

হরিদাস।—(সুরে)—
মোরো মনে সেই সাধ জাগে সদাই॥

অদ্বৈত।—(সুরে)—
আজ পেয়েছি প্রাণের আলো,
আঁধার আমার ঘুচে গেলো,
পথ চিনেছি সেই আলোতে,
চল্ রে ও মন নিত্যধামে।
নাইকো সেথা পাপের মেঘ,
প্রেমভক্তির উঠ্ছে বেগ,
কাজ কি হেথা পেয়ে ব্যথা
চল্ মজি গে হরিনামে॥

হরিদাস।—(সুরে)—
থাক্ প'ড়ে থাক্ ভবের বাসা,
ভবের আশা, ভবের নেশা।

অদ্বৈত।—(সুরে)—
যাক্ পুড়ে যাক্, হোক্ পুড়ে খাক্
তমোগুণের ভালবাসা।

উভয়ে।—(সুরে)—চল্ মজি গে প্রেমের নেশায়,
গউর-প্রেমে পাগল প্রাণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—শ্রীবাস ঠাকুরের বাটী।

শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস।—সঙ্কীর্ত্তন আয়োজন সমস্ত করিনু।
গঙ্গাদাস, বনমালী, নন্দন, বিজয়,
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গড়ুরাই,
মুরারি, জগদানন্দ, শ্রীমান্, শ্রীধর,
গোপীনাথ, জগদীশ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ,
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, সঞ্জয়,
ব্রহ্মানন্দ, শুক্লাম্বর, পুরুষ-উত্তম,
প্রভৃতি ভক্তেরা সবে আজি মোর গৃহে
মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের সনে
করিবেন হরিসঙ্কীর্ত্তন।
যাই আমি সর্ব্বজনে আহ্বান করিয়া
আনি ত্বরা গৃহে মোর।

[প্রস্থান।

চৈতন্যদেবের প্রবেশ।

চৈতন্য।— (গীত)
দেহি দেহি মুঝে দরশন!
হাম্ তুহুঁ বিনু, আকুল ভেঁইনু,
কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন!
তব বিরহানল, জ্বলত দিগুণ চিতে,
দিঠি মেরি শূন্য নেহারে!
গাঢ় তামস ঘন, বেড়ল চৌভিতে,
কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন!
অথির অধীর অতি, ভেইল পরাণ,
লোচন ভাসল নীরে!
কৈছন ধীরে ধরুঁ, কো মুঝে বাতায়ব,
কাঁহা মেরি শ্যাম প্রাণধন!
(ব্যাকুল ভাবে)—
হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ!
কোথায় লুকা'লে তুমি?
বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে
কোথা গেলে প্রাণের দেবতা?
তব শ্রীচরণ বিনা কিছুই জানি না, হরি!
কেন তবে দেহ মোরে বিরহ-যন্ত্রণা?
শূন্য হৃদি পূরাও আলোকে
গোলোকের হৃদি নারায়ণ!
জীবনসম্বল মোর তব শ্রীচরণ,
সে সম্বল কে নিল আমার
করিয়া আঁধার মনঃপ্রাণ?
কৃষ্ণ! কোথা গেলে?—কৃষ্ণ! কোথা গেলে?—
কৃষ্ণ! কোথা গেলে?

অদ্বৈত ও হরিদাসের প্রবেশ।

দেখেছ কি কৃষ্ণেরে আমার?
বল বল,
কোথা মোর আরাধ্য দেবতা?
নিরুত্তরে কেন দোঁহে?
সাড়া দেও—কথা কও,
বল ত্বরা,
কোথা মোর প্রাণের ঈশ্বর?
চিনিতে কি পার নি তাহারে?

(গীত)

(ও সে) শ্যামল-তনুধর, নীল-জলদবর,
বঙ্কিম-লোচন, ভঙ্গিম-ঠাম।
সুচিকণ কেশ, মোহন বেশ,
রূপ অশেষ প্রাণ-আরাম।
পীত-বসন-ছটা শ্বেত-তিলক-ঘটা,
নধর অধর জনু লোহিত বিম্ব;—
সুমধুর বাঁশরী, অধরহি বাজত,
কণ্ঠহি দোলত মোতিম-দাম।
(সানন্দে)—
ঐ যে—ঐ যে, আহা!
ঐ যে—ঐ যে, আমার কৃষ্ণ!
ঐ যে আমার হারাণ-নিধি!
এই বার পেয়েছি,
আর ছাড়্‌বো না—ছাড়্‌বো না।
হে ব্রজবিহারী হরি!

এই বার তোমাকে
হৃদয়ে গোপনে রাখ্‌বো।
(উন্মত্তভাবে)—ঐ—ঐ—হায়—হায়,
আবার, কৃষ্ণ! কোথায় গেলে?
পতিতপাবন হরি!
এই দীনহীন পতিতকে কি
স্পর্শ ক'র্‌বে না?
কৃষ্ণ! কোথা গেলে!—
কৃষ্ণ! কোথা গেলে! হায় হায়,—
কৃষ্ণ কোথা গেলে!
(মূর্চ্ছালক্ষণ ও অদ্বৈতকর্ত্তৃক চৈতন্যকে ধারণ
এবং হরিদাস কর্ত্তৃক বস্ত্রদ্বারা বীজন)

হরিদাস।—আচার্য্য!
অন্তরে যা' ভেবেছিনু,
সাক্ষাতে দেখিনু এবে তা'ই।
সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবে শ্রীচৈতন্য নামে
আসিলেন পাপিকুলে করিতে নিস্তার
প্রেমভক্তিময় হরিনামে।

অদ্বৈত ও হরিদাস।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

চৈতন্য।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

অদ্বৈত।—প্রভো!
আসিলেন হরিভক্ত হরিদাস
তোমার গোচরে।

চৈতন্য।—(সানন্দে)—
ধন্য আমি,
ধন্য মোর হরির সাধনা,
তেঁই আজ পাইলাম সাধু হরিদাসে।
আইস দক্ষিণ বাহু মোর,
দেহ কোল চৈতন্য সুজনে।

হরিদাস।—কোল দিতে যোগ্য নহি আমি।
যবনকুলেতে জন্মি'
কি সাহসে করিব এ অসম্ভব কাজ!

চৈতন্য।—না না, সাধু!
না কহিও হেন বাণী আর;
তুমিই প্রেমের ভক্ত হরির জগতে।
নহক কপট ভক্ত তুমি।
জানি আমি,
তোমা হ'তে পাপ কলিকালে
কোটি কোটি পাপী—কোটি কোটি তাপী
পাপতাপমুক্ত হ'য়ে
যা'বে চলি' বৈকুণ্ঠ-ভবনে।

অদ্বৈত।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিভক্তগণের সহিত শ্রীবাসের পুনঃপ্রবেশ।

অদ্বৈত।—শুন শুন, ভক্তগণ!
এই সেই হরিভক্ত হরিদাস প্রভু।

ভক্তগণ।—(সানন্দে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

শ্রীবাস।—এস এস, পূজ্যপাদ ভক্তচূড়ামণি!
কৃপা করি' দেহ আলিঙ্গন,
এ দেহ পবিত্র করি ও দেহ-পরশে।

হরিদাস।—ধন্য আমি আজ,
কলির জীবের মুক্তিদাতা
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন
দিয়াছেন কোল এই দীনহীন জনে।
ধন্য আমি আজ,
এই সব পূজনীয় হরিভক্তগণ
কৃপায় দিবেন কোল মোরে।
পবিত্র হইনু আমি,
পাপরাশি ঘুচিল আমার।

সকলে।—(আলিঙ্গন করিতে করিতে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

চৈতন্য।—চল এবে, ভক্তগণ!
পথে পথে ভক্তিভরে
করি গিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নবদ্বীপ—রাজপথ।

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ।—প্রাচীন মথুরা ছাড়ি'
নবীন মথুরা নবদ্বীপে এই তো আইনু।
সেথা যত ভক্তগণ-মুখে
শুনিয়াছি যাঁ'র নাম,
কোথা সেই গৌরাঙ্গ আমার?
প্রাণ মন চারি ধারে ধায়,
পাইব কোথায় তাঁ'রে?
হেরি' তাঁ'র পাদপদ্ম
নয়ন সফল করি কিসে?
কোথা, প্রভু! দেখা দাও দীনে।
অবধূত নিত্যানন্দ আমি,
কিন্তু আজ আনন্দবিহীন
বিনা তব দরশনে।
ভক্ত জনে দেখা দেহ, ভক্তের দয়াল!
যেই হরিনাম-মন্ত্র-দানে
তরাই'ছ পাপী জীবগণে,
যেই হরিনাম-গুণ-গানে
জাগাই'ছ মোহমুগ্ধ জনে,
যেই হরিনাম-ডঙ্কা বাজা'য়ে, নিমাই,
ধ্বনিত করি'ছ বঙ্গ-নভ,
যেই হরিনাম-সুধা-স্রোতে
শীতল করি'ছ সদা তাপিতের প্রাণ,
সেই হরিনাম—
আহা, সেই হরিনাম
শুনিতে এসেছি তব শ্রীমুখ-কমলে!
তব গুণে শত শত জীব
হ'য়েছে তোমার শিষ্য;
আমিও ক'রেছি বড় সাধ,
সাধুরাজ!
হইয়া তোমার শিষ্য পূজিব তোমারে।
কই কই—কোথা তিনি?
কে মোরে দেখা'য়ে দেবে তাঁ'রে?

নেপথ্যে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নিত্যানন্দ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে—এই যে মোর গুরু।
প্রভু! প্রভু! এস এস, পূজি ও চরণ।
অবধূত নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ কর দান।

বেগে চৈতন্য ও হরিদাস্ প্রভৃতি ভক্তগণের প্রবেশ।

চৈতন্য।—(সানন্দে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া)—
ধন্য আমি আজ,
সফল হইল স্বপ্ন মোর।
স্বপ্নে যেই দিব্যমূর্ত্তি ক'রেছি দর্শন,
প্রত্যক্ষ হেরিনু তাঁ'রে।
অবধূত নিত্যানন্দ!
অর্দ্ধেক শকতি মোর তুমি।
তোমার সাহায্যে এবে
হরিনাম প্রচারিব দ্বিগুণ সাহসে।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়!
জয় দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ
শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতের জয়!
(ভক্তগণকে নিত্যানন্দের আলিঙ্গন প্রদান)

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ব্যতীত সকলে।—(গীত)
নদের মাঝে প্রেমভক্তির বাজার ব'সেছে!
গৌর নিতাই দুই হাটুরে ভক্তি এনেছে!
কে নিবি আয়, কে নিবি আয়—
বিনি মূলে কিনিবি আয়,
ক'রে দেরি, ঠকিবি ভারি,
আয় চোলে আয়, চোলে আয়,
এই দেখ্ না চেয়ে, ধেয়ে ধেয়ে
দেশ বিদেশের লোক ছুটেছে॥

চৈতন্য।—(সানুরাগে)—
শুন শুন, ভক্ত হরিদাস!
শুন শুন, অবধূত নিত্যানন্দ ভাই!

অদ্য হ'তে নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে
হরিনাম করহ ঘোষণা।
প্রত্যেক লোকেরে বল,
এই ভিক্ষা আমা' সবাকার—
ভক্তিভরে সবে মিলি' হরি হরি বল।
ইহা ছাড়া অন্য কথা না আনিও মুখে,
ইহা ছাড়া অন্য কথা না শুনিও কাণে।
প্রতিদিন দিবা অবসানে
আমারে সংবাদ দিবে।
শুন সবে,
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—বৃন্দাবন-ধাম।

কুঞ্জমধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।

দুই পার্শ্বে গোপিনীগণ দণ্ডায়মানা।

গোপিনীগণ।— (গীত)

যুগল রূপমাধুরী হেরি' মন মোহিল।
শ্যামল জলদ অঙ্গে সৌদামিনী শোভিল॥
কা'কে দেখি, কা'রে রাখি,
উভয়েরি পানে চেয়ে থাকি,
দুহুঁ রূপ এক, এক রূপ দুহুঁ,
প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন;—
নয়নাভিরাম রাধাশ্যাম, ভকতিপ্রেমে মিশিল॥

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

অবসরসরোজিনী।

চতুর্থ ভাগ।

হরিনাম।

কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, জগতের কোন্ দিকে,
জান কেউ সন্ধান তাহার ?
ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, সপ্ত স্বরগের ঊর্দ্ধে,
জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠ বিহার।
পৃথিবীর এক কোণে দিবানিশি প'ড়ে আছি,
সপ্তস্বর্গ কেমনে বুঝিব ?
সপ্তস্বর্গ আগে বুঝে, তবে তো বৈকুণ্ঠ বোঝা,
এ বোঝা কেমনে সরাইব!
হা রে ভাগ্য! হা রে আশা! হা রে ও জ্ঞানের নেসা!
পৃথিবীর জালে বাঁধা তোরা!
আমা হেন মানুষের হৃদয়-অন্তরে মিশে,
আঁধারে হইলি দিশেহারা!
হা রে আমি ক্ষুদ্র জীব! আঁধারে ডুবিয়া আছি,
ধাঁধার ভুলনে ভুলে যাই;
কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, বুঝি বুঝি—বুঝি না যে,
পাই পাই—তবু যে হারাই।

ভয় নাই, ভয় নাই, পেয়েছি পেয়েছি, ভাই,
পেয়েছি রে, পা'বার যা' নয়;
রেখে দে শাস্ত্রের কথা, ভেঙেছে ধাঁধার বাঁধ,
বৈকুণ্ঠ তো আমার হৃদয়।
যেথা হরিনাম-ছাপা পরতে পরতে চাপা,
সেই তো রে হরির আসন;
যেথা হরিনাম-ছাপা, সেথা হরিনাম-লীলা,
খেলা করে হরিভক্তগণ।
যেথা হরিনাম-ছাপা, সেথায় পার্থিব ভাব
তিলমাত্র অণুমাত্র নাই;
কি এক স্বর্গীয় ভাব উথুলে উথুলে ওঠে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাই।
বাহির-হৃদয়ে চাই, হরিনাম-ছাপা পাই,
এই হরিনাম-ছাপা গুণে
অন্তর-হৃদয় মোর চেয়ে দেখি আঁখি মুদে,
মুগ্ধ হই হরিনাম শুনে।

ওই দেখ, ওই দেখ, অন্তর-হৃদয়ে মোর
বৈকুণ্ঠের জ্যোতির্ম্ময়ী রেখা;
তা'র অতি ঊর্দ্ধভাগে অনন্ত জ্যোতির যোগে
হরিবক্ষে হরিনাম লেখা।
কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় ফুল বরিষণ হয়
জ্যোতির্ম্ময় অন্তর-হৃদয়ে;
জ্যোতির বৈকুণ্ঠপুরী, জ্যোতির্ম্ময় হরিনাম,
জ্যোতির আনন্দ যায় ব'য়ে।
জ্যোতির প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জ্যোতির চৈতন্যদেব
জ্যোতির্ম্মুখে হরিনাম গায়;
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে জ্যোতির ত্রিমূর্ত্তি নাচে,
হরিনামে জ্যোতিরে ভাসায়।
জ্যোতির চতুরানন জ্যোতির্ম্ময় চতুর্ম্মুখে
জ্যোতির্ম্ময়ী শিঙা বাজাই'ছে;

জ্যোতির নারদ মুনি জ্যোতির্ম্ময়ী বীণা-মুখে
ওম্ হরিনাম বলাই'ছে।
জ্যোতির্ম্ময় ভোলা শিব জ্যোতির্ম্ময় করতালে
তাল দিয়ে বাঁকা হ'য়ে দোলে ;
জ্যোতির্ম্ময় গজানন জ্যোতির্ম্ময় চারি হাতে
জ্যোতির্ম্ময় খোলে রব তোলে।

হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর
কি এক ভাবের ঘোর,
আনন্দে হইনু ভোর, ভুলে গেল প্রাণ ;
ওই শুন, ওই শুন হরিনাম গান ;—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।

[কীর্ত্তন-গীতি]

(আস্থায়ী)

হরিনাম গান কর্ মনুয়া মেরো,
ভবডর ভরজ্বর ঘুচ্ গেই তেরো।

(অন্তরা)

ভুল্ যা রে মেরো মনুয়া !
পাপ নরক কি দুনিয়া,
লোভ লাভ সব ফেঁক দে না,
আপ্না মায়া ছোড়ো।

সকলে।— (শাখান্তরা)

হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম !

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য।

(সঞ্চারী)

যো জন হরিনাম গাওয়ে,
সো জন হরিপদ পাওয়ে,
আপদ বিপদ খোয়ে,
সুর নর পূজহি তাকো ;—

(আভোগ)

তা' সব কঁহি নহি মিলে,
হরিনাম-প্রেম-সলিলে
সো জন নিমগন হোই
করে বৈকুণ্ঠ বিহারো।

সকলে।— (শাখাভোগ)

হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম !

ছায়া-চিন্তা।

(জলপ্রপাতদর্শনে)

অহো !
কোথায় আইনু আমি ! কোথায় দাঁড়া'য়ে আছি !
এ কি দেখি সম্মুখে আমার !
অনন্ত আকাশ কেটে, কে এই উপরে ওঠে,
ভীম—ভীম—মহাভীমাকার !
নির্জ্জন গম্ভীর দেশ, মানবের দুষ্প্রবেশ,
প্রকৃতির গম্ভীর মূরতি ;
সে গম্ভীর মূর্ত্তি হ'তে পরতে পরতে স্রোতে
গাম্ভীর্য্যের ছায়ার স্ফূরতি।
যে এই সম্মুখে মোর, তমোময় তনু ঘোর,
ইহা সেই ছায়ার কণিকা ;
না জানি প্রকৃতি নিজে কি ঘোর, গম্ভীর কি যে,
বিস্ময়েরো বিস্ময়দায়িকা।
হরিমায়া প্রকৃতির ছায়াময়ী লীলা বই
এ ব্রহ্মাণ্ড আর কিছু নয় ;
ছায়ার তপন, চাঁদ, ছায়া-দিগঙ্গনা-বাঁধ
বাঁধিয়াছে ছায়া-দিক্‌চয়।
ছায়ার অনন্ত শূন্য, ছায়া বই নহে অন্য
গ্রহ তারা ছায়া-শূন্য-কোলে ;
মায়া-প্রকৃতির মায়া ছায়া—ছায়া—শুধু ছায়া,
ছায়ায় ছায়ার ধরা দোলে।
ছায়ার ধরায় পুন ছায়া-কণা ভাগে ভাগে
জন্মিয়াছে ছায়াবাজী কত ;—
ছায়ার সাগর, ভূমি, ছায়া-কণা তুমি, আমি,
সম্মুখে এ ছায়ার পর্ব্বত।

এই যে গিরির কায় মহাবন শোভা পায়,
ছায়া বই আর কিছু নয় ;
ছায়ার অসংখ্য শাখী, ছায়ার অসংখ্য পাখী,
ছোট বড় শিলা ছায়াময়।
ওই যে পর্ব্বত-হৃদি আপন বিক্রমে ভেদি'
জলের প্রপাত বাহিরায় ;
উহাও প্রকৃতি-ছায়া, ছায়ার তরল কায়া
মহাবেগে গড়াইয়া যায়।
ছায়ার শিলায় লেগে ছায়ার ভীষণ বেগে
ছায়ার গর্জ্জনে পড়ে জল ;
ছায়ার হুঙ্কার ছুটে, ছায়ার তরঙ্গ উঠে,
ছায়া-ফেনা ফুটে অবিরল।
অহো, কি অদ্ভুত কথা, ছায়ায় সকলি গাঁথা,
এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ছায়া !
এ পর্ব্বত ছায়া-কণা, এ প্রপাত ছায়া-ফেনা,
কোথা তবে প্রকৃতির কায়া ?
যেথা নাই দিবারাতি, যেথায় জ্যোতির জ্যোতি
বিভাসিত কি এক ছটায় ;
সে জ্যোতির ছায়া নাই, 'ছায়া নাই' ছায়া তাই,
পুরুষ-প্রকৃতি এক-কায়।
পুরুষের যেই ছায়া, প্রকৃতির সেই কায়া,
প্রকৃতির কায়া-ছায়া হেথা ;
পুরুষ স্বয়ম্ভূ হরি, সৃষ্টি-ইচ্ছা তাঁ'র নারী
হরিপ্রাণে একসূত্রে গাঁথা।
সে নারী প্রকৃতি নামে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ধামে
মায়া-ছায়া করিয়া বিস্তার,
জড়াজড় করে সৃষ্টি, ছায়ার অনন্ত বৃষ্টি
তুমি—আমি—ব্রহ্মাণ্ড অপার।

বিসর্জ্জন।

(গীতি)

১

মা গো ! কি দিয়ে তোর পূজ্‌বো রাঙা পা ?
আবার কেন এলি, মা ?
ওগো সময়রূপিণি !
যখন সময় দিয়েছিলি,
তখন পূজা পেয়েছিলি,
এখন্, অসময়ে কেন এলি ?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

২

আমার হৃৎ-কাননে দিবানিশি
ফুল ফুট্‌তো রাশি রাশি,
সেই ফুলে তোর চরণ দু'টি দিতেম সাজায়ে।
এখন্ হৃদয় ধূধূ করে,
ফুলের বাগান গেছে ম'রে,
কি দিয়ে আর পূজ্‌বো তোরে ?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৩

মা গো ! ভেঙে গেছে আশার হাট,
প্রাণ হ'য়েছে শ্মশান ঘাট,
যে দিক্ পানে চেয়ে দেখি,
শূন্যে শুধু চেয়ে থাকি,
জগৎ শ্মশানময় ;—
জ্বল্‌ছে চিতা ধূ ধূ ধূ ধূ,
জীবন করে হু হু হু হু,
শোণিতবিহীন হ'ল আমার গা,—
এমন সময় কেন এলি ?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৪

তুই নামে কেবল মা,
তুই নামে কেবল দাতার বেটী,
সিদ্ধিদাতার মা।
বেশ বুঝেছি, কিন্তু কাজে
তোর তুলনা কেবল বাজে !
'শক্তি' নাম তোর কে দিয়েছে ?
'শেল' বসাতে ভুলে গেছে ?
শক্তি নয় তুই—শক্তিশেলের মূল,
তোর পতি ফের ঘুরোয় মহাশূল ;
তা' ভাল হ'ল—বোঝা গেল নামের মর্ম্মটা,

নিঠুর বেটি! কেন এলি?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৫

আপ্‌নি মরি নিজের জ্বালায়,
প্রাণটা গেল ঝালায় পালায়,
ঘোর যাতনায় ক'চ্ছি হাহাকার!
পাঁচ ভূতে সব লুটে নিলে,
আমার খেয়ে ফাঁকি দিলে,
পথভিখারী হ'লেম আমি, তারা!
একটি কাণা কড়িও নাই,
বাড়া ভাতে প'ড়্‌লো ছাই,
ক্ষুৎপিপাসায় দেখ্‌ছি অন্ধকার।
মায়ের মায়া গেছে বোঝা
তুই গো বাঁকা, নয়কো সোজা,
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৬

কই, বেটি! কই গেলি না যে!
দাঁড়িয়ে কেন মুখটি গুঁজে?
এতই যদি পেটের জ্বালা,
বাবার কাছে সিদ্ধিগোলা
গিল্‌গে গিয়ে তুম্বী ভোরে ভোরে;
ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি!
ও তোর দু'টি পায়ে ধরি,
ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরের
পূজা করার কাণ্ডটা ঢের,
তেমন যোগাড় নাইকো আমার ঘরে।
এ কাঠমায় আর হোলো না,
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৭

শিলার বেটী কালা বেটী কালি!
নিজেও কালা—কাণে শিলার ঠুলি,
নৈলে আমার মর্ম্মব্যথা,
প্রাণবিদারী দুখের কথা
আকাশ-কাণে প'শ্‌লো নাকো তোর?
আচ্ছা, বেটি! খানিক দাঁড়া।
আন্‌তো, জালা! শক্ত দড়া,
বাঁধ্‌তো বেটীর টকটকে পা;
বাজা, ঢাকী, বাজা বাজা;
কাঁদে যদি নিঠুর বেটী,
শুন্‌বো না ওর কান্নাকাটি;
ঢাক বাজিয়ে কান্না ঢাক্‌,
বাঁধ্‌ দুটো পা দিয়ে ঝাঁক্;
আজ বেটীকে জ্যান্ত ধ'রে দিব বিসর্জ্জন।
যেমন বাবা, তেম্নি মা,
তেম্নি আবার তা'দের ছা;
যেমন মা, তেম্নি ছেলে,
কেউটের পেটে হয় নি হেলে;
আজ বেটীকে জ্যান্ত ধ'রে দিব বিসর্জ্জন।

৮

ঐ যা, অহো, এ কি হোলো!
মা আমার কি হোয়ে গেলো!
মাটি হোলো সোণার কায়,
একদৃষ্টে শূন্যে চায়!
আর যে সাড়া নাইকো মুখে,
নাইকো পলক উজল চোখে;
মা ব'লে, মা! ডাক্‌ছি কত,
দে মা সাড়া একটি বার!
ব'ল্‌বো না আর তীব্র কথা,
ব্যথা পেয়ে দিস্ নে ব্যথা,
ছেলে ফেলে গেলি কোথা?
আয় না ফিরে মা আমার!
আর আমার মা আস্‌বে না রে,
আমায় ফেলে শোক-আঁধারে
মায়ের বিসর্জ্জন!
মাকে ছেড়ে থাক্‌বো কোথা,
মোরো বিসর্জ্জন!

অভাগা দলীপ।

১

উথলিল সুখের স্বপন
প্রাণের ভিতরে ভরতরে;

বাসনার মরীচিকা-ছায়া
আপনা আপনি এল স'রে।
সুখ-সনে বাসনার দেখা
হৃদয়ের হৃদে আঁকে রেখা ;
দলীপের জাগিল ভরসা,
চেয়ে দেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে,
সাজাইল গৃহযাত্রী-বেশে
নির্ব্বাসিত অভাগা দলীপে !
সরাইল আশা বারম্বার
নিবিড় অটুট অন্ধকার
আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়া'য়েছে আসিয়া সমীপে ;
'এস এস, নূতন জীবন !
এস, দলীপের হারাধন !
রেখো না আমারে পর-দীপে।'

৩

আশা গড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বসায় ;
বায়ুকোণী সিন্ধুতট হ'তে
রণজিৎ অগ্নিকোণে চায়।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁ'রে বলে কাণে কাণে—
'দুখনিশি হ'ল তোর ভোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
মোর কোলে উঠে আয়,
রাখিব শান্তির ছায়,
যেথা হ'তে এসেছিলি হেথা,
হেথা হ'তে নিয়ে যা'ব সেথা।'
এতেক কহিয়া আশা তা'য়,
নিজ কোলে সাদরে উঠায়।

৪

কোলে তুলে পুন কাণে কাণে
কি বলিল সুচতুরা আশা ;
দলীপ লেখনী-মুখে ত্বরা
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা।
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তা'র দেশে ;
আশার দুরাশাময়ী ভাষা
অভাগার কাল হ'ল শেষে !
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসি'ছে দলীপ ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্য দিকে পিশাচের দ্বীপ।
মাঝখানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেথা দলীপে আনিল ;
চক্ষু রাঙাইয়া নিশাচরী
অভাগায় শিলায় ফেলিল !

৫

উথলিল দুখের স্বপন
প্রাণের ভিতরে তরতরে ;
বাসনার মরীচিকা-ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে।
দুখসনে দুরাশার দেখা ;
ভরা প্রাণ একেবারে ফাঁকা ;
দলীপের ভাঙিল ভরসা,
অভাগা আবার গেল ম'রে !

ফুলমালা।

চুপ্ কর্—চুপ্ কর্, সই !
দু'জনেই চুপ্ ক'রে রই।
রাশি রাশি শুষ্ক পাতা
চারি ধারে আছে পাতা ;

বাড়াস্ নি পা দু'খানি,
তা' হ'লে এখনি
মড় মড় শব্দ হ'বে; স্তব্ধ সমীরণ
জেগে উঠে জাগা'বে লো ও দু'টি নয়ন।

লুকিয়ে লুকিয়ে বায়ু ঘোরে,
নিশ্বাস ফেলো না, সখি, জোরে;
নিশ্বাসের শব্দ নিয়ে
এখনি ওখানে গিয়ে
ফুঁ দেবে ও দু'টি কাণে
নিঠুর বাতাস;
নিঝুম ঘুমন্ত আঁখি জাগিবে তাহায়,
চেয়ে দেখা হ'বে না যে, ও যদি লো চায়।

ওই বায়ু বহে সর্ সর্,
আমার আঁচলখানা ধর্,
নহিলে বায়ুর ঘায়
এখনি উঠিবে তা'য়
কেঁপে কেঁপে উড়ে উড়ে
পত পত রব।
পোড়া আঁচলের ডাকে ও জেগে উঠিবে,
লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিতে হইবে।

ধীরে তোর হাতখানি নেড়ে
দে তো ওই পাখীটেরে তেড়ে।
ঘাড় নেড়ে গলা ছেড়ে
শুব্ধতার তার ছিঁড়ে
চিচিকুচি কিচিমিচি
মিচিমিচি করে।
ওড়ে না যে পোড়া পাখী! দে তো ফুল ছুড়ে।
আমি লুফে ধরি ফুল, ভুঁয়ে পাছে পড়ে।

আয়, সই, দু'জনে মিলিয়ে,
চুপি চুপি মুডে মুডে মুডে
একটি একটি কোরে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
সরাইয়ে এক ধারে
রাখি পাতাগুলি;
তা'র পর চুপিচুপি গুটি গুটি গিয়ে
দিয়ে আসি ফুলমালা গলে দোলাইয়ে।

পলকে প্রলয়।

(২৬এ চৈত্র, শনিবার, ১২৯৪)
স্থান—ঢাকা। সময়—রাত্রি ৭টা।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ পশ্চিম গগন-গায়
ডুবে যায়—ডুবে যায়;—ওই ডুবে গেল।
সরল তরল মেঘ বিশাল গগন ছায়,
বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
বাসায় বসিয়া আছি, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
প্রাণ মন বাঁধা তা'য় র'য়েছে আমার;
কি এক আনন্দে ভোর, আসে যেন ঘুম-ঘোর,
হেন কালে আচম্বিতে উঠিল হুঙ্কার।
গৃহের জানালা খুলে, দেখিলাম অক্ষি তুলে,
পশ্চিম আকাশে ছোটে জলন্ত আগুন;
মাখা মাখি অগ্নি মেঘে, কি জানি কি শক্তি লেগে
দুর্ব্বল বায়ুর বল বাড়ে কোটি গুণ।
লোহিত স্তম্ভের সম, ঘূর্ণ্য বায়ু ধেয়ে আসে,
উৎকট গম্ভীর শব্দ তা' হ'তে ফুটি'ছে;
কি এক অনন্ত শক্তি, মানবের ভয় ভক্তি
তা'র চেয়ে শত গুণে অন্তরে উঠি'ছে।
বুড়ীগঙ্গা পরপারে, সেই বায়ুস্তম্ভখান
শতযমদণ্ড সম মারে পাকসাট;
দেখিতে দেখিতে, হায়, পলক না যেতে যেতে
ভেঙ্গে গেল দুই পারে আনন্দের হাট।
অট্টালিকা শত শত ভাঙ্গিয়া পড়িল ভূমে,
ছাদ বাড়ী উপাড়িয়া উড়িল আকাশে;
বৃহৎ বৃহৎ তরু উপাড়ি' পড়িল ভূমে,
কেহ বা উড়িয়া চলে প্রচণ্ড বাতাসে।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি, ডাক ছাড়ে নর নারী,
বালক বালিকা কাঁদে দারুণ তরাসে;

ঢাকা নগরীর বুঝি অন্তিম সময় আজ,
স্থাবর জঙ্গম গেল কালের গরাসে।
নদীর সলিল হ'তে, তুলিয়া নৌকার সারি
তীরের উপরি বায়ু ভাঙ্গি'ছে আছাড়ি';
দেখিতে দেখিতে এক ভীষণ শ্মশান দেখি,
চিনিতে না পারি হেথা ছিল কিনা বাড়ী।
অভেদ্য ধুলার রাশি, উড়ি'ছে দিগন্ত গ্রাসি',
হুহুঙ্কারে হাহাকারে হ'ল একাকার;
একটি নিশ্বাস ফেলে, এমনো সময় নাই,
কত নর নারী মরে করিয়া চীৎকার।
মার কোলে শিশু মরে, মা ভাসে নয়ন-লোরে,
কোথাও জননী মরে, ছেলে কাঁদে শোকে;
কোথাও মরিল পিতা, কোথাও মরিল পতি,
কোথাও মরিল পত্নী হাত রাখি' বুকে।
ইষ্টকের স্তূপ রাশি, চারি ধারে ছড়াছড়ি,
পথ ঘাট বন্ধ হ'ল না চলে চরণ;
এমন ভীষণ দৃশ্য, এমন শোকের মূর্ত্তি
এ জীবনে দেখি নাই—অচিন্ত্য স্বপন!
কত কি যে দেখে দেখে, আমার লেখনী লেখে
আমার মনের ভাব অজস্র ধারায়;
কিন্তু আজ সে লেখনী, লিখিতে অক্ষম হ'ল,
মনের উচ্ছ্বাস মোর মনেই মিলায়!
লিখিতে না পারি আর, কাজ নাই লিখে আর,
এ ঘোর ঘটনাশক্তি শুধু মনে ভাবি;
তা' হ'লে হয় তো কালে, ক্ষুদ্র মানবের কাছে
দেখা'তে পারিব এক নব মহা-ছবি।
দৈব শক্তি নার শক্তি এ দোঁহা ভিতর
দেখাইব সে ছবিতে, কত যে অন্তর।

ঢাকা। ২৭এ চৈত্র, ১২৯৪।

বঙ্গ-রবি।

১

অনন্ত বিষাদ-সিন্ধু, তট নাহি যায় দেখা;
তাহে পুন যন্ত্রণার নিবিড় আঁধার ঢাকা।
যত দূর দৃষ্টি ধায়
সুদূর আকাশ-গায়,
তত দূর চেয়ে দেখি—কেবল কেবল ফাঁকা,
কোথাও না পাই খুঁজে আশার একটি রেখা।

২

স্তরে স্তরে অন্ধকার ঢেকেছে আমার কায়া;
উবেছে কায়ার ছায়া—উবেছে ছায়ারো ছায়া!
শূন্য প্রাণ—মরুভূমি;
মরুভূমে কেবা তুমি
আচম্বিতে দেখা দিলে দেখাইতে দয়া মায়া?
পা'বে কি আশার দেখা বঙ্গভূমি নিরুপায়া?

৩

আশা যা'র বীজমন্ত্র, সেই কৃতকার্য্য হয়,
আশা যা'রে ছেড়ে গেছে, এ ব্রহ্মাণ্ড তা'র নয়।
ব্রহ্মাণ্ড তো বহু দূর,
একটি সর্ষপ-চুর
সহস্র সন্ধানে খুঁজে পায় না সে নিরাশ্রয়,
নিরাশার মহার্ণবে সদা সে যে ডুবে রয়।

৪

কে তুমি সাহিত্যসাথী? কিবা নাম?—"বঙ্গ-রবি"।
এ আঁধার বঙ্গাকাশে তুমি কি আশার ছবি?
আশাহারা প্রাণে মরা,
হৃদয়ে বিষাদ ভরা,
বঙ্গের সকলি গেছে, অথচ আছে তো সবি,
সকলি আবার কিন্তু অন্ধকারে আছে ডুবি'।

৫

বঙ্গ-রবি! বঙ্গ-রবি! দেখা দিলে হ'ল ভাল;
নূতন কিরণ জ্বাল, জ্ঞানের আলোক ঢাল।
অনন্ত অন্তরে হেথা
চাপা আছে কি যে কোথা
নিরাশার ভস্মোদ্যমে অন্ধকারে বহুকাল,
দেখাও সে সবে এবে; আলো জ্বাল, আলো জ্বাল।

৬

বীজমন্ত্ররূপা আশা কোথায় লুকা'য়ে আছে,
কত খুঁজি, পাই না যে; আলো জ্বেলে আন কাছে।

আশারে মিশা'য়ে প্রাণে,
ভাষারে জাগাও গানে,
কত রত্ন বিম্বিতিবে তব নব দেহ-ছাঁচে;
তোমার আসাতে যেন সাহিত্যের আশা বাঁচে।

জাগ।

ভারতসন্তানগণ, অলসে বসিয়ী কেন,
দেব-সাহায্যের তরে কেন অপেক্ষিত?
নিজ কার্য্যে রত হ'য়ে, উত্থান করহ সবে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

দাস কি তোমরা সবে, অথবা স্বাধীন সবে,
অন্ধকারে তোমরা কি হ'তেছ লুণ্ঠিত?
তোমাদেরি নিজ হাতে, শেষ ফল প'ড়ে আছে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

সকলেই কর দাও, কিন্তু কর দেওয়া গেলে,
কিবা বল সেই কর হইলে ব্যয়িত?
উঠ, কর দৃঢ় পণ! ন্যায় সদা লভে জয়,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

তোমাদের স্থান, প্রাণ, সকলই পণে যায়,
তোমরা খেলিতে নাহি হও আদেশিত;
তোমরা কি বোবা সবে? কথা কও, দাবি কর,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

তোমাদের ধনে আর বিদ্যায় কি আছে লাভ,
বৃথা ব্যবসায় আর শূন্য উপাধিতে?
কিন্তু সত্য আত্মবল, সকলের সার ফল,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিতে!

তোমরা কি দিশাহারা, অথবা দুধের শিশু,
কেন হামাগুড়ি, কেন জড়সড়, ভীত?
তোমাদের শিশুভাব থাকিবে কি চিরতরে?
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

চুপি চুপি কানাঘোষা, অলক্ষিত হামাগুড়ি,
জঙ্গলের কোণে যেন কীট লুক্কায়িত;
ইথে কভু না হইবে অন্যায়ের প্রতীকার,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

কষ্ট তো ভুঞ্জি'ছ সবে? বুঝি'ছ তো অধঃপাত?
সম্মুখে আসিয়া তবে হও উপনীত;
ভুঞ্জি'ছ যে অত্যাচার, কর তা'র প্রতীকার;
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

স্বর্গ বা নরক হ'তে সাহায্য না চাহ কেহ,
নিজের নিকটে হও সাহায্য-চেষ্টিত!
যে করে সাহস ইচ্ছা, সকলি তো আছে তা'র,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

ভারতসন্তানগণ, উঠ, নিজ কার্য্য কর,
গতি যেন কেহ নাহি করে নিবারিত;
হের ওই পূর্ব্বদিকে হইয়াছে সুপ্রভাত,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত!

(*Union.*)

বেহুলা।

"ভেসেছি নদীজলে, যা'ব যে কোথা চ'লে
জানি না, জানি না গো কোথা যে এসেছি;
কেবল জানি, পতি সহিতে ভেসেছি।
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'য়েছি পথহারা,
ভাসিনু সারানিশি, কাঁদিনু সারানিশি;
নদীর জলে গেল নয়ন-জল মিশি'।
বাড়িয়া নদীজল, ডাকি'ছে কল কল,
বলি'ছে মোরে যেন,—ভেসে যা, অভাগিনি!
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'লি গো পথহারা,
আবার পা'বি তা'রে, পোহালে নিশীথিনী।'
আশার ছলনায়, দারুণ ভাবনায়,
স্বপন একি দেখি,—'ভেসে যা, অভাগিনি!
আবার পা'বি তা'রে পোহা'লে নিশীথিনী।'

হইলে নিশি ভোরা, মেলে কি ধ্রুব তারা,
প্রভাত-আলোকে যে সে তারা ডুবে যায়;
পোহালে নিশিথিনী কেমনে পা'ব তায়!
না না না, তাই বটে, এ তারা দিনে ফোটে,
এ ধ্রুব নিশাকালে নয়ন মুদে রয়;
প্রভাতে জেগে করে আঁধারে আলোময়।

(রাগিণী জয়জয়ন্তী)

"তবে পোহা গো রজনি!
চ'লে যা চ'লে যা, মা! ছাড়িয়ে ধরণী।
খুলে ফেল্ তোর হীরার হার,
ভুলে যা তোর ধরা-বিহার,
তোর আশাকে ভুলে গিয়ে,
মোর আশাকে আশা দিয়ে,
যা, গো জননি!
তোর হৃদয়-মণি চাঁদ সরিয়ে নে,
ফিরে দে মোর হৃদয়-মণি।

"কই গো যামিনীদেবি! অভাগীর এ মিনতি,
শুনিলি না কাণে;
যে স্নেহে পাষাণ গলে, সে স্নেহের রেখাটিও
নাহি তোর প্রাণে?
মা মা ব'লে এত ডাকি, একদিঠে চেয়ে আছি,
মা গো, তোর পানে;
এ অভাগী মেয়েটিরে ফিরে চা, মা,যা না ফিরে
আপনার স্থানে।
মা আমার, মা আমার, কাঁদিতে পারি নে আর,
আকুল নয়ানে।
মৃতপতি কোলে নিয়ে, মৃতসম হ'য়ে আছি
জীবন্ত পরাণে।

"মা গো, মোর কেহ নাই, নাহি জুড়া'বার ঠাঁই,
পতিরে হারা'য়ে আমি হারা'য়েছি সবি;
আনন্দ-বাসরে মোর প্রবেশিয়া কাল-চোর
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে আনন্দের ছবি!
সেই তুই, এই তুই, সেই আমি, এই আমি,
সেই পতি এই পতি, সবি সেই এই;
কিন্তু এই অভাগীর দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
সেই-এই-এক-করা সেইটি তো নেই।
সেইটি পা'বার তরে কদলীর ভেলা'পরে
কত দিন ধ'রে ভাসি জলে;
যে দিকে নদীর গতি, সেই দিকে ভেসে যাই
সতীপ্রাণ মৃতপতি কোলে।
নিশি গো! জান তো তুমি, তোমারি অঙ্কতলে
সুকঠিন লোহার বাসরে,
রুষ্টা মনসার ভয়ে, হরিষে বিষণ্ণ হ'য়ে
ছিনু আমি প্রাণে যেন ম'রে।
কি জানি কি যেন হয়, পলে পলে এই ভয়
প্রবেশিল মনে খুলি' চিন্তার কপাট;
পতি মোর নিদ্রা যান, নব-বিবাহের গান
গাহিতে লাগিল তাঁ'র স্বপনের হাট।
হেন কালে কাল ফণী সূত্রের সঞ্চারে পশি'
লোহার বাসরে,
অলক্ষ্যে আমার, হায়, দংশিল পতির গায়
ক্ষুদ্র ফণা ধ'রে।
মনসার আশা পূর্ণ হইল, জননি!
শুভ বিবাহের দিনে
হারাইনু ধ্রুবতারা—হৃদয়ের মণি!

"দারুণ হতাশ শোকে, মা গো!
মান্দাসে চড়িয়া তাই, কোথায় যে ভেসে যাই,
কিছুই ঠিকানা নাই, মা গো!
মোর মত অভাগিনী, কেউ নাই ত্রিজগতে,
মোর মত কেবা অনাথিনী!
এমন বৈধব্য-দাহ কোথা কি ভুঞ্জি'ছে কেহ,
জান যদি, বল, নিশীথিনি?
তা' হ'লে তাহার পাশে এখনি যাইয়া আমি
ক'ব মোর বিষাদের কথা;
যে জন ব্যথার ব্যথী, সেই জন ব্যথা বুঝে,
পরে কি পরের বুঝে ব্যথা?
তা' যদি বুঝিত কেউ, তা' হ'লে কি তুই, নিশি,
পাষাণীর মত হ'য়ে এখনো থাকিস্?

এখনি যেতিস্ চ'লে, মঙ্গল-প্রভাত-প্রভা
এখনি ফুটিত পূবে উজলিয়া দিশ।
বড়ই অভাগী আমি, হায়,
তাই নিশি কৃপায় না চায়!

(রাগিণী সুরঠ)

"নদি গো! নিশি যায় না;
অভাগীর পানে চায় না।
তুমি মা, ব'লে দে না, ব'লে দে না—
নহে মেয়ে তোর ধ্রুবতারা পায় না।
তোরি কল-কল-কথা
বাঁচা'য়েছে মোর আশা-লতা,
কিন্তু নিশি বোঝে না ব্যথা
কঠিন পরাণে;—
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
ক্ষীণপ্রাণা আশা-লতা প্রাণে বুঝি রয় না।
আমার হ'য়ে যামিনীরে যেতে বল্,
মুছে দে মা আমার নয়ন-জল,
যেন আমি ধ্রুবতারা হই নে হারা,
ও মা ভয়হরা তটিনি!—
আশা মোর হতাশ হ'লো,
ভরসা দিতে আয় না।"

হ'য়ে বালা আকুলপরাণ,
গেয়ে হেন বিষাদের গান,
লক্ষেন্দ্র স্বামীর মৃতকায়
কোলে ল'য়ে জলে ভেসে যায়।
নদীকূলে তরুর উপর
ঘুমাইতেছিল পাখিকুল;
শুনে তা'রা করুণার স্বর
ছাড়ে স্বর হইয়া আকুল।
বেহুলার শোকোচ্ছ্বাস-গান,
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস-তান,
বিহঙ্গের স্বরোচ্ছ্বাস-তান
একসঙ্গে মিলিত হইয়া,
কি-এক হৃদয়ভেদী রবে
পূরিল নীরব দশ দিশি,
ঘুমন্ত আকাশে জাগাইয়া।
ধীরে ধীরে ত্রিবেণীর ঘাটে
বেহুলার ভেলা উপনীত;
সতীর পূরা'তে অভিলাষ
পূরবে তপন সমুদিত।
বেহুলার ধ্রুবতারা জাগা'বার তরে
আকাশের ধ্রুবতারা ডুবিল উত্তরে।

ভবের হাট।

ভবের ভীষণ হাটে, ষড়রিপু ঘেরিল আমায়, ভুলাইতে চায় তা'রা নিজ নিজ পরিচয় দিয়া, ছলনা করিয়া কত রূপ; করি বা কিরূপ আমি এবে, নাহি পাই ভেবে সদুপায়।
ছল-ফুল-ভূষা পরি', ফুল-ধনু-শর ধরি' কাম, দেখাই'ছে মায়া-তরু-তলে মায়াময়ী কামনারে; কামনা কামিনী গাঁথে মালা, সংসার-বন্ধন-ফুল তুলি', হাবভাবে আমারে ভুলায়॥
বিকটে চাহি'ছে ক্রোধ, মুক্তার বল্লম অসি ল'য়ে, বশীভূত করিতে আমায়; রজত কাঞ্চন মণি, তোড়া বাঁধি' কাঁধে ধরি' লোভ, দেখাই'ছে অঙ্গুলি তুলিয়া, মিনতি বিনতি করি' কত।
ঐন্দ্রজালিকের মত, মোহ মোরে মোহিবারে চায়, ল'য়ে ভ্রমের শিশু দু'টি; অহং ভাবেতে মদ, উচ্চে তুলি' আছাড়িতে চায়; মাৎসর্য্য সহায় হ'য়ে তা'র, ভাঙে মোর বিনয়ের ব্রত॥
ধর্ম্মঘোষী ধর্ম্ম-নীতি ধরি', বৈরাগ্য শিষ্যের সনে, পথহারা মন প্রাণে মোর, ডাকি'ছেন 'আয় আয় আয়'; কিন্তু মোর মূঢ় মন প্রাণ, কুপ্রবৃত্তি-আবাহনে পাপরাশি কিনিবারে ধায়।
আরে আরে মূঢ় মন প্রাণ! হ' রে হ' রে সাবধান! চেয়ে দেখ্ কুকার্য্যের দশা, ভোগ-প্রহরীর মারি খায়, নাহি পায় শান্তির দুয়ার; অজ্ঞান আঁধার ছাড়ি', ধাও জ্ঞান-আলোক-রেখায়॥

সেকন্দ্রা

বা

সম্রাট আক্‌বরের সমাধি-মন্দির।*

[স্থান—আগ্রার অন্তর্গত সেকন্দ্রাবাদ। সময়—মধ্যাহ্ন]

(দৃষ্ট ২৪এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)

ইতিহাস! প্রণিপাত করি আমি প্রত্যেক অক্ষরে তব; বিধাতার লীলার দর্পণ তুমি, ইতিহাস!
জানি আমি, অতীতের মহামূর্ত্তি তুমি এই বিশাল জগতে; তব অঙ্গে মানুষের উত্থান পতন পরকাশ।
সুখ দুঃখ, আলোক আঁধার, জীবনের জয় পরাজয়, প্রত্যেক অক্ষরে তব অঙ্কিত র'য়েছে চিরকাল;
বিধাতারে দেখি নাই, কিন্তু তাঁ'র কার্য্য দেখি; ইতিহাস! তুমি সেই কার্য্যের ভাণ্ডার সুবিশাল।
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তব মানুষের অদৃষ্টের জটিল ঘটনা, অক্ষরে অক্ষরে তব মানুষের অমানিশা-ছায়া;
কিবা ছিল—কিবা হ'ল; কিবা হয়—কিবা রয়; কিবা হ'বে—কিবা র'বে, শুধু এই ইন্দ্রজাল-মায়া।
ইতিহাস! ইতিহাস! বিদ্যালয়ে শৈশব সময়, প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'ই-তি-হা-স' এই চারি অক্ষরের সনে;
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরে জ্ঞানযোগে মর্ম্মযোগ, চিন্তার অস্ফুট রেখা দিল দেখা, হ'ল আঁকা শৈশবের
অস্ফুটন্ত মনে।

অস্ফুটন্ত মন মোর ক্রমে ক্রমে লাগিল ফুটিতে, লাগিল উঠিতে তা'য় কি এক নূতন চিন্তা-স্রোত;
অতীতের রাশি রাশি ছবি কে যেন খুলিয়ে দিল, বর্ত্তমান ভুলে গিয়ে অতীতেই হৈনু ওতপ্রোত।
অতীতের অতিথি হইনু, মিশাইনু অতীতের অনন্ত ছায়ায়; অতীতের তরে প্রাণ পাগল হইল একেবারে;
বর্ত্তমান-আলোকের ঝলা ঝালাপালা করিল আমায়; শুধু সাধ—ডুবে থাকি অতীতের অভেদ্য-আঁধারে।
সে সাধের এক অঙ্গ আজ পূর্ণ হ'ল মোর; ইতিহাস! সেথা ছবি দেখা দিল এত দিনে নয়নের পথে;
ভারত-ঈশ্বর আক্‌বর লুটি'ছেন কবরের মাঝে, মৃত্তিকার দেহ মৃত্তিকায় মিশিতেছে পরতে পরতে।

* আগ্রা (প্রাচীন অগ্রবন) নগরীর সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে সম্রাট্ আক্‌বরের সমাধি-মন্দির (কবর) অবস্থিত। এই সমাধি-মন্দির একটি ২০০ বিঘা-পরিমিত উদ্যানমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সমাধি-মন্দিরটি স্বয়ং ৪৪ বিঘা-পরিমিত। ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট। সম্রাট আক্‌বর সাম্যবাদী ছিলেন, হিন্দু মুসলমানের প্রতি তাঁহার মনোগত ভাব ভিন্ন ছিল না। এই জন্য বোধ হয়, তাঁহার অনুমতিক্রমে এই সমাধি-মন্দিরের গঠনপ্রণালী হিন্দু ও মুসলমানী ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৌদ্ধমন্দির-প্রণালীও এই মন্দিরে পরিলক্ষিত হয়। আমরা যখন এই সমাধি-মন্দির দর্শন করিবার জন্য সেকন্দ্রাবাদে উপনীত হইলাম, তখন তত্রত্য মুসলমানেরা কএকটি লণ্ঠন আনিয়া আমাদিগকে লইয়া একটি অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা কিছু দূর গিয়া সম্রাট আক্‌বরের সমাধি-বেদি দেখিতে পাইলাম। সেই বেদিটি একটি মনুষ্যপ্রমাণ অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত কোরাণ মন্ত্রে মণ্ডিত। বেদির নিম্নস্তরে অর্থাৎ ভূগর্ভে আক্‌বরের মৃতদেহ প্রোথিত আছে। বেদির মস্তকের দিকে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্ট হইল। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, এক জন মুসলমান বলিল, 'এই গর্ত্তের ঠিক নীচে বাদশাহের মস্তক আছে, সেই জন্য এই স্থলে একখানি বহুমূল্য বৃহৎ হীরকখণ্ড স্থাপিত ছিল। কিছু কাল পরে (কোন্ বাদশাহের সময় বলিল, এক্ষণে স্মরণ হইতেছে না) দিগের রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া ঐ হীরকখানি এবং সমাধি-মন্দিরস্থ অন্যান্য অনেক রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে'। এক্ষণে কেবল শূন্য-গহ্বরটি আছে।' সমাধি-বেদির সমস্ত অংশ একখানি উৎকৃষ্ট কিংখাপের আবরণে ঢাকা আছে। উহার মূল্য ১০,০০০, দশ হাজার টাকা। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল আর্‌ল নর্থব্রুক্ সরকারী খরচে সেই আবরণবস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-বেদির উপর দ্বিতীয় তল। সেখানেও একটি সমাধি-বেদি আছে। উহা ভূতলস্থ বেদির সহিত সম-সূত্রপাতে নির্ম্মিত। তাজমহল প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ সমাধি-মন্দির এইরূপ ধরণে নির্ম্মিত; তবে বাহ্য গঠনপ্রণালী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবাদি কতক কতক ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু গুম্বুজ ও মিনার, সকল সমাধি-মন্দিরে (কবর বা মসজিদে) আছে।

মহৈশ্বর্য্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয়-স্বজন, প্রজাগণ, রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, রাজোষ্ণীষ, রাজবেশ কই?
কোথা সে সম্রাট আক্‌বর?—তা' জানি না; কোথা তাঁ'র প্রাণ?—তা' জানি না; কোথা তাঁর দেহ?—
তা' জানি হে, ভূমিগর্ভে ওই!

হের ওই—হের ওই,—দূরব্যাপ্ত সেকন্দ্রা-সমাধি—প্রস্তরের বিশাল মন্দির উচ্চকায়;
নভস্পর্শী চারিটি মিনার* চারি কোণে দাঁড়াইয়া, জীবগণে জীবনের শূন্যভাব শূন্যেতে দেখায়।
রাজদণ্ড দু'দণ্ডের তরে, দেহখণ্ড দু'দণ্ডের তরে, এ ব্রহ্মাণ্ড দু'দণ্ডের তরে, সেই চারি স্তম্ভ-দণ্ড বলে;
শূন্য হ'তে আসে সব—শূন্য পথে ভাসে সব—দু'দণ্ডের তরে ঘুরি' পুনরায় দেহ ছাড়ি' শূন্যতায়
মিশাইয়া চলে।

সেকন্দ্রা! যাঁহারে তুমি শিল্পময় শৈল-আবরণে বিশেষ যতনে রাখিয়াছ কোলের মাঝারে,
সে বাদ্‌শাহ কোথা এবে?—সে আক্‌বর কোথা এবে?—ব'লে দাও; তাঁ'র তত্ত্ব জানিবারে আসিয়াছি
তোমার দুয়ারে।

বীণার উদ্বোধন।

(গীতি)

১

বহুদিন পরে, বীণা গো আমার!
আশার কথায় ডাকি যে আবার,
উঠ—জাগ, বীণা! উঠ—জাগ, বীণা!
তার-হারে পুন সাজা'ব অঙ্গ,
উঠে আয়, তোর লইব সঙ্গ,
আর ঘুমায়ো না—আর ঘুমায়ো না।

২

বীণা ঘুমাইলে, আমার সাধে
হতাশ আসিয়া বিবাদ সাধে;
প্রাণের ভিতরে বাঁধুনী বাঁধে,
কাঁদুনির স্রোত ছোটে।
বীণা সে জাগিলে, আমার সাধে
আশা সে আসিয়ে কতই সাধে;
প্রাণের ভিতরে তরে তরে তরে
আনন্দ-লহরী ওঠে।

৩

কেবল আনন্দ—নিছক আনন্দ
চাই না—চাই না আমি;
তেঁই কহি, বীণে, হরিষ বিষাদে
পুন জেগে ওঠ তুমি।

৪

হরিষ বিষাদ জগত-প্রাণ,
হরিষ বিষাদ প্রাণের গান,
হরিষ বিষাদ মায়ার মায়া,
হরিষ বিষাদ হরি।
যেই বলে হরি হরিষ শুধু,
সে জানে না কিসে জনমে [illegible]
সে জানে না কোথা গোলাপ ফুটে,
সে জানে না কোথা তটিনী ছুটে,
সে জানে না কি যে হরি।

৫

তেঁই, বীণে! আমি হরিষ চাই,
তেঁই, বীণে! আমি বিষাদ চাই,
হরিষ বিষাদ জীবনের সাধ,
সে সাধে সেধো না বাদ।

* মিনার অর্থে উচ্চ স্তম্ভ। মুসলমানেরা নমাজ করিবার সময় মিনারের সর্ব্বোর্দ্ধভাগে আরোহণ করিয়া আজান্ দেয় অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমানগণকে নমাজ পড়িতে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে।

হরিষে বিষাদে তোলো গো তান,
হরিষে বিষাদে গাহ গো গান,
হরিষে বিষাদে খোলো গো প্রাণ,
চিরজীবনের সাধ।

৬

হরিষে হাস, কাঁদ বিষাদে,
হাসি কান্না বিনে কি আছে, বীণে?
বিষাদ—রোদন-মূরতি রাতি,
হরিষ—হাসি-মূরতি দিনে।
দিনে হাসে রবি, কাঁদে নিশায়,
রেতে হাসে চাঁদ, কাঁদে গো দিনে;
আঁধারে তারারা কতই হাসে,
চাঁদিনীতে কাঁদে আঁধার বিনে।
বরিষায় নদী গরবে হাসে,
সীমা ডিঙাইয়া সে হাসি ছুটে;
সে নদী গ্রীষ্মে কাঁদে হতাশে,
ক্ষীণ আঁখিধারা গড়ায় লুটে।
কোন ফুল দিনে কতই হাসে,
কোন ফুল দিনে কেঁদে আকুল;
কোন ফুল রেতে কতই হাসে,
কোন ফুল রেতে কেঁদে আকুল।

৭

হরিষ বিষাদ পলকে পলকে
মরত-জীবনে বাঁধা;
কখন হরিষে, কখন বিষাদে
বিপরীতে লাগে ধাঁধা।
হরিষের প্রাণ বিষাদ কভু,
বিষাদের প্রাণ হরিষ কভু,
তবু কেন লোক বোঝে না?
বিষাদ না হ'লে হরিষ নেই,
হরিষ না হ'লে বিষাদ নেই,
হরিষ বিষাদ উভয়ে সেই,
দোঁহে কেন লোক খোঁজে না?

৮

বীণে!
হরিষ বিষাদ দুই ছবি আজ
আমার হৃদয়ে ধর্;
দোঁহে দুঁহু সনে মিলাইয়ে বাজ্,
বাতাসে উড়া'য়ে স্বর।
নহে, বীণে! তুই রহিবি আধা,
হ'বে না গো তোর আলাপ সাধা,
তার জড়াইয়ে পড়িবে বাধা,
ভাঙা বীণে! আরো ভাঙ্গিয়ে যা'বি।
তাই বলি হাস্—তাই বলি কাঁদ্,
হরিষের বুকে বিষাদেরে বাঁধ্,
প্রকৃতির হাসি—কান্নার ছাঁদ
পরতে পরতে দেখিতে পা'বি।

৯

প্রকৃতির ছায়া তোমার অঙ্গে
পড়িবে এখনি আমার সঙ্গে;
দু'জনে হাসিব—দু'জনে কাঁদিব,
তোরে বাজাইয়ে, নিজেও বাজিব,
হরিষ বিষাদে ধরিয়ে প্রাণে।
আয়, বীণে! আয় আমার কোলে,
বাজ্, বীণে! বাজ্ নূতন বোলে,—
"জয় জয় হরি! জয় সরস্বতী!
জয় কবিপ্রাণ! প্রাণের প্রকৃতি!
করুণায় চাও বীণার পানে।"

বীণা আমার।

১

বীণা আমার বাজ্‌বে গো!
আয় প্রকৃতি, আয় গো ছুটে,
সুর বেঁধে দে বীণার তারে;
বাজ্‌তে বড় ভালবাসে
সাধের বীণা তোরি করে।
আয়, প্রকৃতি! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
বাজা বীণা মনভুলানো প্রাণভুলানো ললিত সুরে।
আস্‌চে ঊষা পূর্ব্ব-নভে,
ডাক্‌লো পাখী মধুর রবে;

আয়, গো ঊষা ! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
রোদ উঠ্‌লেই পালিয়ে যা'বি,
বাজা বীণা ভোরে ভোরে।
আয়, রে পাখী ! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
সুরে বেঁধে দে বীণায় আমার
তোদের গলার মোহন সুরে।
হাম্‌গুড়ি দে আয়, রে লতা !
আয়, রে তরু, পাতার ছাতা !
আয়, রে তৃণ ! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
বীণার কাছে সেজে দাঁড়, ফোটা ফুলের ভূষণ প'রে
আয়, রে কমল ! পুকুর ছেড়ে,
আয়, সৌরভ ! হাওয়ায় উড়ে ;
আয়, রে আলো ! আকাশ যুড়ে,
ঝক্‌মকা রে বীণার তারে।
আয়, গো নদি ! ধীরে ধীরে,
সুর ঢেলে দে বীণার সুরে,
দু'টি সুরে একটি হ'য়ে যাক্‌,
একটি হ'য়ে কাণের ভিতর থাক্‌ ;
কাণের ভিতর খানিক থেকে
ঘুমা'ক গিয়ে প্রাণের ঘরে।
পূরো ফোটা—আধা-ফোটা ফুল !
আয় ছুটে আয় বীণার কাছে ;
আয়, রে পাতাচাপা কুঁড়িফুল !
পাতায় চেপে বীণার কাছে ;
আয়, রে ফুলের খোলা হাসি !
ফুলের সনে স'রে স'রে ;
আয়, রে কুঁড়ির চাপা হাসি !
মুখটি চেপে লাজের ভরে।

২

বীণা আমার বাজ্‌লো গো !
আয় গো যত স্বভাব-শোভা
স্বর্গসুধা কুলবালা !
বীণার গলায় পরিয়ে দে যা
তোদের রূপের উজল মালা।
সরল প্রেমের সরল গান
যা শুনে যা ভুল্‌বে প্রাণ ;
এই গান ফের সরল সুরে
শুনিয়ে দিও প্রাণেশ্বরে,
হয় বাড়্‌বে,নয় ছাড়্‌বে প্রাণের দারুণ করুণ জ্বালা।
আয় গো স্নেহময়ী মা !
ঘুমপাড়ানো শিখে যা ;
কোলে তুলে সোণার ছেলে,
বীণার গানের লহর তুলে
ফুটফুটে মুখ পানে চা ;—
বীণার তালে দুলে দুলে
স্নেহের খোঁকায় আস্তে দোলা।
আয়, রে নধর কচি ছেলে মেয়ে !
বাজ্‌লো বীণা, আয় রে ধেয়ে ধেয়ে,
বীণার সুরে মিলিয়ে দে রে
তোদের গলার সুরের খেলা।
যুবক যত আছ যেথা
একবারটি এস হেথা,
শুন্‌তে পা'বে সাধের কথা,
দেখ্‌তে পা'বে প্রাণটি খোলা।
এস, রসিক ! রস যদি চাও,
কাণ দিয়ে রস প্রাণ ভোরে খাও ;
ভক্ত ! এস বীণার কাছে
তোমার সাধের জিনিষ আছে ;
বৃদ্ধ ! এস, তোমার তরে
বাজ্‌লো বীণা চরম সুরে ;
আয়, ভণ্ড ! পাপ-ষণ্ড !
উঠ্‌লো বীণায় বিষের শলা।

৩

বীণা আমার বাজ্‌লো গো !
সুপ্ত আশা উঠ্‌লো জেগে বীণার নতুন সুরে ;
হরিষ বিষাদ নিয়ে আশা আবার এলো ঘুরে।
আয়, গো আশা ! আয় গো কাছে,
তোরি আশায় বীণা বাঁচে ;

সবাই যদি ছেড়ে যায়,
কিছুই ক্ষতি নাইকো তায়;
কিন্তু, আশা! ভরসা তুমি বীণার তারের সুরে।

৪

বাজ্‌লা বীণা একটি সুরে—
কিন্তু বাকী অনেক সুর;
চল্‌লো বীণা লক্ষ্য-পথে,
যেতে হ'বে অনেক দূর।
উঠ্‌লো বীণার একটি তান,
গাইতে হ'বে অনেক গান;
যাচ্চে দেখা একটি রেখা—
অনেক রেখা আছে বাকী;
তাই বলি, গো সাধের আশা!
দিস্ নি আমার বীণায় ফাঁকি।
সুখের দুখের যত ছবি
বীণার তারে বাঁধিস্ সবি;
অমর সুধা, মরণ বিষ
বীণার সুরে ছড়িয়ে দিস্;
ছাঁকাছাঁকা * সোজা বাঁকা
লোকচরিত্র কাঁচা পাকা—
খুঁজে খুঁজে আন্, গো আশা!
বীণার সুরে ছড়িয়ে ভাসা;
বাজুক্ বীণা চমক দিয়ে;
আমি কেবল লিখে রাখি।

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

[অষ্টাবক্রসংহিতার গীতানুবাদ।]

প্রথম প্রকরণ।

মহর্ষি অষ্টাবক্র ও রাজর্ষি জনক।

জনক।—(গান্ধার রাগ—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
কিসে জ্ঞান লাভ হয়,
কিসে মুক্তি হয়,
বৈরাগ্য কিসে পাওয়া যায়,
প্রভু হে! তা' বল আমায়। ॥ ১ ॥

অষ্টাবক্র।—(বাগেশ্রী—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
তাত! মুক্তি যদি ইচ্ছা কর,
তবে বিষ-সম বিষয় পরিহর।
সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, তোষে
সুধাসম সেবা কর ॥ ১ ॥
তুমি পৃথিবী নহ, সলিল নহ,
অনল, অনিল, আকাশ নহ।
সাক্ষী পরমাত্মা এ সবার তুমি—
চিৎস্বরূপ তুমি হে আর;
এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয় ॥ ২ ॥
যদি দেহেরে পৃথক্ করি' চিন্মাত্রে বিশ্রাম লভ,
তা' হ'লে এখনি তুমি হে
সুখী শান্ত বন্ধমুক্ত হ'বে ॥ ৩ ॥
তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নহ,
আশ্রমী তো নহ তুমি,
ইন্দ্রিয়গোচর তুমি নহ হে।
তুমি সঙ্গহীন, নিরাকার, সাক্ষী জগতের,
এই জেনে সুখী হও ॥ ৪ ॥

(কেদারা—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ এ সব মনের ধর্ম্ম,
তোমার এ ধর্ম্ম নহে, রাজা!

জনক উবাচ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ব্রূহি মে প্রভো। ॥ ১ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত। বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ ॥ ১ ॥
ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌ র্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ৪ ॥

* ছাঁকা অছাঁকা (আছাঁকা)।

তুমি কর্ত্তা নহ, ভোক্তা নহ,
নিয়ত বিমুক্ত তুমি হে ॥ ৫ ॥
তুমি এক=অদ্বিতীয়,
তুমি দ্রষ্টা সবাকার,
তুমি মুক্তপ্রায় অবিরত।
এই শুধু বন্ধন তোমার—
তুমি দ্রষ্টারে না দ্রষ্টা ভাবি'
অন্যরূপ ভাবি'ছ হে ॥ ৬ ॥
'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কাররূপ
মহাকাল-সর্প দংশেছে তোমায়।
'আমি কর্ত্তা নহি' এই সে বিশ্বাস-সুধা
পান করি' তুমি সুখী হও হে ॥ ৭ ॥
'আমি একমাত্র শুদ্ধ-বোধ'
এই সে নিশ্চয় অনল-যোগে,
অজ্ঞান-গহন ভস্মীভূত করি'
শোকহীন হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ৮ ॥

(কল্যাণ—কীর্ত্তনাঙ্গ)—

রজ্জুতে যেমতি অহিজ্ঞান হয়,
তেমতি এ বিশ্ব যাহাতে, রাজা,
কল্পিত হইয়ে ভাতি'ছে হে,
তুমি সে আনন্দ-পরমানন্দরূপী,
তুমি সেই জ্ঞানরূপ—
ইহা জানি' সুখী হও, হে ভূপ! ॥ ৯ ॥
যে মুক্তাভিমানী—মুক্ত সেই জন,
যে বদ্ধাভিমানী—বদ্ধ সেই জন।—
এই যে প্রবাদ, সত্য ইহা, রাজা,
যেমন মতি, তেমনি গতি ॥ ১০ ॥
আমি সাক্ষিরূপী, আমি সর্ব্বব্যাপী,
পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিৎ, ক্রিয়াহীন,
অসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, পরমাত্মা ;
নিজেরে সংসারী ভাবি' পড়ি ভ্রমে ॥ ১১ ॥
কূটস্থ,* অদ্বৈত-বোধস্বরূপ
আপনারে তুমি ভাব হে।
অন্তরের বাহ্য ভাব তেয়াগিলে,
ভ্রম হ'তে তুমি বিমুক্ত হইলে,
নিজেতে নিজেই প্রকাশ পা'বে ॥ ১২ ॥

(ধানশ্রী—কীর্ত্তনাঙ্গ)—

পুত্র! তুমি দেহ-অভিমান-ডোরে
চিরকাল-তরে আছ যে বাঁধা।
অহংজ্ঞান-খড়্গে সে ডোর কাটিয়া
বোধরূপী হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ১৩ ॥
তুমি সঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন,
তুমি স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন ;
যে সমাধির তুমি কর অনুষ্ঠান,
ইহাই তব বন্ধন হে ॥ ১৪ ॥
এ জগত তুমি ব্যাপিয়া আছ,
এ জগত স্থিত তোমাতে হ'য়ে
যথার্থরূপেতে প্রতীত হয়।
শুদ্ধবুদ্ধরূপ তুমি, হে রাজ'

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো!।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥ ৬ ॥
অহং কর্ত্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৭ ॥
একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দ-পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৯ ॥
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিং বদন্তীতি সত্যোয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গোনিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১১ ॥
কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽয়ং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥ ১২ ॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।।
বোধোঽহংজ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৩ ॥
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৪ ॥

* মায়ার আধার।

তেঁই কহি—
ক্ষুদ্রচেতা নাহি হইও তুমি ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষ তুমি, নির্ব্বিকার তুমি,
ভয়হীন, তুমি শীতলাশয়; *
অক্ষুব্ধ-অগাধ-বোধময়;
এইরূপ তুমি হ'য়ে, রাজা,
চিন্মাত্রে বাসনা স্থাপন কর ॥ ১৬ ॥
ইতি উপদেশ-ষোড়শক।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুপদেশষোড়শকম্।

বীণার রোদন।

১

বীণা গো আমার! কেন তুই
ফিরাইলি আনন্দের সুর?
কি ব্যথা বাজিল তোর প্রাণে?
এখনো আনন্দ তোর, বীণে!
মিটে নি মিটে নি তত দূর,
এখনো মাতে নি প্রাণ গানে।
এই তো বাঁধিনু তার আমি,
এই তো ঝঙ্কার দিনু তা'য়,
গা'ব ব'লে আনন্দের গান;
কিন্তু, হায়! আনন্দের সুর
আচম্বিতে আকাশে মিশায়,
সুখ-তান হ'ল শোক-তান।
কেন, বীণে! হ'লি গো এমন,
কেন হেন করিস্ রোদন!

২

জগত জাগিয়ে ভোর বেলা,
চাহিয়ে উষার মুখ পানে,
উষা নাথ-নাথে স্মরি' মনে,
কি-এক আনন্দময় ভাবে
প্রাণ মাতাই'ছে দেবগানে,
প্রেম-অশ্রু বহি'ছে নয়নে।
সে অশ্রু এ অশ্রু এক নয়,
স্বর্গ পাতাল ব্যবধান,
সে অশ্রু কোথায় তোর, বীণে!
এ অশ্রু কোথায় পেলি তুই,
ব'লে দে রে নিগূঢ় সন্ধান?
কে তোরে এ অশ্রু দিল এনে?
সেই তুই—সেই তোর তার,
কই সুখ?—কেন শোক-ধার?

৩

এ ব্রহ্মাণ্ডে ফুলের হৃদয়
মধু কীট উভয়ের স্থান,
শশিবক্ষ উজ্জ্বল মলিন;
দিবসে প্রকৃতি রূপময়ী—
যামিনীতে মলিন-বয়ান,
এ সবার ছায়া তুই, বীণ!
তাই বুঝি হাসিতে হাসিতে,
আচম্বিতে উঠিলি কাঁদিয়া
সুখের বিরহে শোকভরে?
শুনিবারে আনন্দের গান,
তার দিনু পঞ্চমে বাঁধিয়া,
কোমল গান্ধারে এলো স'রে।
এ নবীন আনন্দের দিনে
কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে?

৪

"কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে?"
এই কথা বলিনু যেমন,
গভীর বিষাদে মোর
তারে তারে করে হাহাকার,
হাহাকারে মিশিল রোদন,
রোদনে বদন হ'ল ঘোর!

* স্থিরান্তঃকরণ।

সে ঘোর বদনে কোটি কোটি
ফুটে উঠে নিরাশার রেখা,
উদাসে আকাশ পানে চাই!
সেই রেখা স্মৃতিমাঝে গিয়ে
দেখাইল এই শোক-লেখা,—
"জ্ঞানসিন্ধু রাজকৃষ্ণ নাই!
কবিমণি রাজকৃষ্ণ নাই!
গর্ব্বহীন রাজকৃষ্ণ নাই!
সৌম্যমূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ* নাই!"

নিরাশ প্রেম।

(গীতি)

[ভাবানুবাদ]

অকপট প্রেম মোর লক্ষ্যহারা হ'য়ে, হায়,
কোথা গেছে গো চলিয়ে;
সকলি বিষাদময়—সকলি দুখের ছায়—
কোথা রহিনু ডুবিয়ে!
বোধ হয়, প্রেম মোর ধূলায় লুটায়;
আমার এ শূন্য হৃদি কাঁদে যাতনায়।

কণ্টক সূচীর মুখে কত ধার আছে?
কতটুকু বিঁধে তা'রা?
কিন্তু ছলময়ী জিহ্বা বড় বিঁধিয়াছে,
ক'রেছে যে প্রাণহারা!
অনল অঙ্গারে নাই এ দারুণ জ্বালা;
ছিঁড়িল আমার প্রেম-হেম-ফুল-মালা!

বাপ মায়ে বৃথায় বুঝা'নু কত আমি
সরমে অফুট ভাষে;
কিন্তু তাঁরা ইচ্ছিলেন মোর ধনী স্বামী,
জানি না কিসের আশে।
যাই হোক, ধনী জনে ভাল না বাসিব,
হৃদয় ভাঙিল মোর! আমিও মরিব!

একজনে ভালবাসি, অপরে আবার
ভালবাসা কেন দিব দান?
আমি যা'রে ভালবাসি, আমিই তো তা'র,
তা'রেই তো সঁপিয়াছি প্রাণ।
ছায়া-ভরা কুঞ্জমাঝে মৃত্তিকার তলে
প্রাণ সহ লুকাইব ডুবি' আঁখি-জলে।*

(*The Ladies' Treasury*, Vol. III.)

শ্রীপঞ্চমী।

প্রভাতের শিশু সমীরণ
ফুলে ফুলে বুলি' বুলি', ফুল-বাস তুলি' তুলি',
আনন্দে হইয়া নিমগন,
অবশেষে পথ ভুলি', ভুলিয়া আপন,
মরুভূমে করে গো গমন!
গ্রীষ্মের দুপুর বেলা, প্রতপ্ত বালির খেলা,
কালানল সূর্য্যের কিরণ,
দিগন্ত দহিয়া যেন অগ্নি-বরিষণ!
দূর-দূর-দূরন্তরে, ঝলা শুধু ঝাঁঝাঁ করে,
নয়নের দৃষ্টির মরণ!
সৃষ্টির বিনাশ যেন করে আস্ফালন!
হেন মরুভূমির বুকেতে
পতিত হ'য়ে সে সমীরণ,
দগ্ধ হ'য়ে থাকে বিলম্বিতে,
কষ্টে করে হু হু অনুক্ষণ;
যতই ছুটিয়া যায়, ততই যন্ত্রণা পায়,
নাহি মেঘ—বারি-বিন্দু—পাদপের ছায়,
'উহু! হু হু' বলি' কেবল চেঁচায়!

আমারো রে এবে সেই দশা!
সুখের 'শৈশব বেলা' খেলি' খেলি' ফুল-খেলা,
ছিল ধরি' প্রাণে সুখ-আশা;
ভেবেছিল ফুলে ফুলে, চিরকাল বুলে বুলে,
অনন্ত সুখের রাজ্যে করিবে নিবাস;
সুখ যেন সুখ তা'র হ'বে বার মাস;

পাখিগুলি শাখায় বসিয়া
দিবে তা'রে সদাই ঢালিয়া
স্বর্গের চুয়ানো সুধা শ্রুতিকণ্ঠে তা'র,
শৈশবের সহচর যত
শৈশবেই রহিবে নিয়ত,
অস্ফুট আনন্দ-নেসা র'বে অনিবার;
কিন্তু সে 'শৈশব বেলা' বোঝে নি এমন জ্বালা
ঘটিবে তাহার,
খেলার পুতুল তা'র হ'বে চূরমার!
সংসারের মহামরুভূমে
আমার শৈশব এবে লোটে;
যে বুকে দুলা'ত ফুলমালা,
জ্বালার কণ্টক এবে ফোটে!

'শৈশব বেলা'র এবে শৈশবত্ব নাই,
শৈশব পুড়িয়া মোর হ'য়েছে গো ছাই!
শৈশবের স্মৃতিটুকু মোর
জেগে আছে, তবু ঘোর ঘোর;
সেই স্মৃতি লুটে লুটে আজি গো কোথায় ছুটে,
যেন কোন হারানিধি পেয়েছে দেখিতে,
তাই মোরে টেনে নিয়ে ধায় চারি ভিতে।
কিবা হারানিধি সেই? এই যে—এই যে—এই
সম্মুখে আমার
শৈশবের শ্রীপঞ্চমী স্বপ্নের ভাণ্ডার!
সে ভাণ্ডারে কে ওই দেবতা?
শৈশবের সরস্বতী মাতা।
আয়, ভাই, কে কোথায়, আয় আয় ছুটে আয়,
সে 'শৈশব বেলা' স্মৃতি দিয়াছে আনিয়া;
স্মৃতির করুণা-বলে, শিশু হ'য়ে ফুল তুলে,
ছোট ছোট অঙ্গুলিতে সে ফুল ভরিয়া
মায়ের ও রাঙা পায়
পুষ্পাঞ্জলি দি রে আয়,
ভক্তিভরে এই মন্ত্র সকলে বলিয়া;—
"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

জুবিলী।

[ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অর্দ্ধশতাব্দিক রাজ্যভোগ-মহোৎসব উপলক্ষে]

বহুপদী দীর্ঘরেখা ছন্দ।

জুবিলী জুবিলী শব্দ, কি হেতু চৌদিকে, উঠিতেছে অনিবার, সুদূর ছাইয়া ওই অনন্ত আকাশ?
বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে জুবিলী জুবিলী; কণ্ঠে কণ্ঠে ওই রব; সেই রব বহে পুন চলন্ত বাতাস।
যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিল গো পড়িয়া, আমাদের অভাগিনী ভারতজননী এক পাশে,
কেবা এবে ধাইয়া আসিয়া, দিল শুনাইয়া, কর্ণে তা'র নব রব জুবিলী জুবিলী উচ্চ ভাষে?
মর্ম্মান্তিক প্রপীড়নে প্রাণে মরা হ'য়ে, জননীর কোলে আমি আছিনু পড়িয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া বিঘোরে;
জুবিলী জুবিলী শব্দে জাগিল জননী, অচঞ্চল কোল মা'র হইল চঞ্চল, আচম্বিতে জাগাইয়া মোরে।
কেন তুই জাগিলি, জননি? কেন তুই জাগা'লি আমায়? সম্মুখে যে চমকি'ছে, দিগন্ত ঝলিয়া তীব্র দুরন্ত বিজলী।
এখনি পলকে পুনরায়, ডুবিবি, ডুবিব অন্ধকারে। সে আঁধার মৃত্যুর উদর। সেই উদরের মূর্ত্তি এ ঘোর জুবিলী!
Jubilee=আনন্দোৎসব। আনন্দ যেথায়, সেথা সেই; হেথা নেই আনন্দের কণা, তবে কেন জুবিলী-ছলনা?
রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ে! মানা কর ভৃত্যগণে তোর, আর যেন তা'রা আমা' সবে, নাহি করে কলের খেলনা।
মর-মর, জর জর হ'য়ে, যে ক'দিন প'ড়ে থাকি ভারত-শ্মশানে; সে ক'দিন ক্ষীণকণ্ঠে 'মা! মা!' ব'লে তোরে—
ডাকিব কাঁদিয়া, মা গো! স্নেহে সাড়া দিস। তাহা ছাড়া কিছুই না চাই। কাজ নাই জুবিলী বা বিজুলীর ঘোরে।

জুবিলী।

৫ই ফাল্গুন, ১২৯৩। ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

নগরসঙ্কীর্ত্তন।*

(তেওট)

হরি হে, দয়াময়, হৃদয়-আনন্দময়!
তোমার কৃপায় আজি ভারতে আনন্দোদয়।
প্রাণের মাঝে, আজ বিরাজে,
অতুল আনন্দ ছবি;—
আনন্দের যেন, নন্দন কানন,
আনন্দ-ভুবন যেন ভারতেরে মনে হয়।
আজি, রাজরাজেশ্বরী, ভারত-ঈশ্বরী,
পরম করুণাময়ী—
তোমার প্রসাদে, সার্দ্ধ শতাব্দীর,
সীমায় আসিয়ে রাজসিংহাসনে শোভা পায়।
সুশাসনে তাঁ'র, আমা সবাকার,
নাহি অমঙ্গল ভয়;—
ভাই ভাই মিলে, তাঁ'রে মা ব'লে,
তাঁ'র পদতলে ঢালি হৃদয়ের ভক্তিচয়।
জগদীশ হরি! করুণা বিতরি',
করিলে সৃজন তুমি আমা' সবাকায়;—
সৃজনের পরে, পালনের তরে,
ভার দিলে দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া মায়।
জননী না হ'লে, স্নেহমাখা বোলে,
কেবা কোলে তুলে লয়?—
আমাদের চিতে, পূর্ণ স্নেহ দিতে,
মাতা ভিক্টোরিয়ারূপে হরি হে এলে ধরায়।
জয় জয় হরি! ভারত-ঈশ্বরি!
জয় রাজপরিবার!—
যে যেথায় আছ, আনন্দেতে নাচ,
ভক্তিভরে সপ্তস্বরে গাও ভারতের জয়॥

রাধিকার মূর্চ্ছা।

১

সায়ম বেলি রকত বরণ রবি
ডুবল নীল-নভ-মাঝ;
নীল যমুনা-জল মৃদুল মৃদুল বহে,
কুলু কুলু মধুর আওয়াজ।
ফুল্ল কমলদল মুদল আঁখি,
অলিকুল আকুল ভেল;
ঝিল্লি ঝিঁঝায়ত তরু'পরি লুকি',
চন্দ্রমা দরশন দেল।
হীরক টুকুরা ভরল আকাশ,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি উজল ভাতি।
সোহি চন্দ্রমা, হীরক টুকুরা
চমকি' চকায়ল যমুনা-ছাতি।

২

ফুল-কুল-সৌরভ লুটই লুটই,
শীতল পওন খেলত ছুটই
যমুনা-জল'পরি ধীরে;
ঐছন মধুরিম সায়ম বেলি,
শ্যাম-বিধুরা রাধা আওই একলি,
পঁহুছল যমুনা-তীরে।
কনক-বিজলী আজু ঝামর-দেহা,
কমল-বদন-মাঝ কালিমা-লেহা,
ঝর ঝর আঁখি-নীর ঝুরে;
সঁওরি পুরব কথা উদাস পরাণী,
আঁখি-জল মুছহি সজল নয়ানী,
থির দিঠি রহল দূরে।

৩

যমুনা-তীর'পরি কেলিকদম্ব,
যমুনা-জল'পরি ভাসহি বিম্ব;
সো তরুবর-তল আয়ল রাই,
'হরি! হরি!' বোলি' পড়ল মুরছাই;

* চুঁচুড়াস্থ রাজভক্ত ভদ্র জনগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত।

কনক-লতা জনু তরুবর ছোড়ি'
উলট পলট হোই পড়ল মুচড়ি';
একজন সখী অব নাহি রাধা সঙ্গে,
কোজন ইহ ঘোর মূরছা ভাঙে?
নিঠুর বিধি ভেল রাধাকো বাম,
ততোধিক নিঠুর সুকঠিন শ্যাম।

৪

যো দিন চলি' গেল শ্যাম মথুরা,
সো দিন তক গোরী ভেইল বিধুরা।
শাশ-ননদী-ডর থরপর ভাবি,
তেঁই তাঁহা নাহি রহে ইহ বরনারী।

একলি আয়ল তটিনী-তটি,
হরি হরি বোলহি পড়ল লুটি'।
গম্ভীর মূরছা, ক্ষীণ নিশ্বাস,
বাহির নিশ্চল, অন্তু উছাস।
লটপট তনুয়া ধূলি-ধূসরা,
উড়য়তি ধীরি ধীরি নেত আঁচরা।
ফুয়ল কবরী খোলি' পড়ই,
ফুরু ফুরু আপন মনহি উড়ই।
কোজন আওব অব রাই পাশ?
কোজন করব মূরছা বিনাশ?

সম্পূর্ণ।

অশ্বায়নের কবিতাবলী।

[THE POEMS OF OSSIAN.]

কাথ্-লোদা।

(কাব্য)

প্রথম ডুয়ান্।*

বিবরণিকা—(ARGUMENT.)।

পিঙ্গলের বাল্যাবস্থায় অর্কি দ্বীপে যাত্রা এবং লকলিনের রাজা স্তর্ণোর রাজভবনের নিকট স্কন্দনাভীয় উপসাগরে প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জলযান সমেত প্রবেশ।—পিঙ্গলকে স্তর্ণোর ভোজন-নিমন্ত্রণ।—রাজ-নিমন্ত্রণে পিঙ্গলের সন্দেহ এবং স্তর্ণোর পূর্ব্ব-শঠ-আতিথ্য চিন্তা করিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার।—স্তর্ণোর স্বজাতীয় লোকসংগ্রহ; পিঙ্গলের আত্মরক্ষণ-প্রতিজ্ঞা।—নিশা-গমন; পিঙ্গলকে শত্রুগতি লক্ষ্য করিবার জন্য দথ্-মারুণোর প্রস্তাব।—পিঙ্গলের তদ্রূপ করণ।—শত্রুর দিকে গমনসময়ে তুর্থরের গহ্বরমধ্যে সহসা পিঙ্গলের আগমন; উক্ত গহ্বরমধ্যে স্তর্ণো কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ একজন প্রতিবেশী প্রধান ব্যক্তির কন্যা কনবান্-কারগ্লার বিবরণ।— মূলাংশের কতকটা বিনষ্ট হওয়াতে কনবান্-কারগ্লার উপাখ্যানের অসম্পূর্ণতা।—একটি পূজা-স্থানে পিঙ্গলের আগমন; সেই স্থানে স্বীয় পুত্র সুবরণের সহিত স্তর্ণো কর্ত্তৃক লোদার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট যুদ্ধাদেশ-প্রার্থনা।—পিঙ্গল ও সুবরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।—স্কন্দনাভীয় দেশের অমূর্ত্তিত ওদিন দেবতা=ক্রথ্-লোদা দেবতার বায়বী-সভা-বর্ণনের সহিত প্রথম ডুয়ানের সমাপ্তি।

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনী!

কেন, ওহে অদৃশ্য ভ্রমণকারী!
লোরার কণ্টক-তরু আছ বাঁকাইয়া?
কেন, বায়ু উপত্যকাচারী!
শ্রবণের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া?
স্রোতের সুদূর কলরব
কি হেতু নীরব? কেন শুনিতে না পাই?
পর্ব্বত হইতে বীণা-রব
নাহি আসে কাণে মোর; শব্দহীন ঠাঁই।
এস গো এস গো, মলভিনা!
জানি আমি, তুমি গো লুথার [illegible]কারিণী;
ডাক ফিরে আত্মা তাঁ'র ভূমি
কবি প্রতি আজি, ওগো উৎসাহদায়িনি!
হ্রদ-আবেষ্টিত লকলিন্,—
তা'র পানে চেয়ে আছি স্থিরদৃষ্টি-দানে;
পুন আমি চাহি উ-থর্ণোর
নিবিড় তরঙ্গময় সাগরের পানে;
সেথায় পিঙ্গল নেমে আসে
সিন্ধু আর সমীরের আওয়াজ হইতে।
এ অজানা—এ অচেনা দেশমাঝে, হায়,
মরুভেনের গুটিকত বীর দেখা যায়!

* যে সকল মূল-ঘটনা-বর্ণনায় আনুসঙ্গিক উপঘটনা (Episode) এবং বাক্যালঙ্কার বিশেষ (Apostrophe) নিবৃত্ত হইত, কবিগণ তত্তাবৎকে 'ডুয়ান্' (Duan) নামে অভিহিত করিতেন।

পিঙ্গলেরে আসিবারে ভোজ্য-নিমন্ত্রণে,
স্বর্ণো পাঠাইলা লোদাবাসী এক জনে।
স্মরিলা অতীত কথা পিঙ্গল তখন,
জাগিল তাঁহার ক্রোধ যেন হুতাশন।
কহিলা পিঙ্গল সেই রোষে,—
"গর্ম্মালের শৈবাল-আবৃত উচ্চ বাস,
অথবা সে স্বর্ণো দুরাচার
পিঙ্গলেরে দেখিবার ছাড়ুক প্রয়াস।
ভ্রমে মৃত্যু-ছায়ার সমান
স্বর্ণোর সে অত্যাচারী আত্মার শিয়রে!
ভুলিতে কি পারি আমি সেই
আলোর কিরণ—চারু রাজতনয়ারে?*
যাও তুমি, লোদার কুমার!
স্বর্ণো-বাণী বায়ুমাত্র পিঙ্গলের কাণে;
বায়ু শুধু শরতের নিবিড় গহ্বরে
কাঁটা ছড়াইয়া ফেলে এখানে ওখানে।
লোদাবাসী! করহ শ্রবণ,—
দথ্-মারুণো—মৃত্যুর অটুট ভীম কর।
ক্রম্-গ্লস্—লৌহময় ঢাল!
স্রথ্মর নিবসে রণ-পঙ্কের উপর!
সমুদ্রে যাঁহার যুদ্ধতরী,
সে কর্ম্মার, ঘন-ঘূর্ণ্য ঘনের উপরে
উল্কার গতির সম ভ্রূক্ষেপ না করে!
উঠ উঠ, বীরপুত্রগণ!
এ অজ্ঞাত দেশমাঝে চৌদিকে আমার।
রণপতি ত্রেমরের মত
নিজ নিজ ঢাল পানে চাহ বারম্বার।"

কহিলা ত্রেমর,—"আইস নামিয়া,
বীণাযন্ত্র মধ্যবাসী!
জানি আমি, তুমি দিবে গড়াইয়া
দূরে এই স্রোতরাশি,
অথবা আমার সহিত মাটিতে
মিশাইবে তুমি এরে!
আইস নামিয়া, আইস নামিয়া,
না রহিও আর দূরে!"

রাজার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল রোষে;
কোন কথা নাই কা'রো মুখে;
খরধার বল্লমাস্ত্র ধরিল সকলে,
চাহিতে লাগিল রুখে রুখে।
প্রতি প্রাণ আপনাতে লাগিল গড়া'তে
উৎসাহে মাতিয়া বারম্বার।
শেষে উঠে তা'সবার প্রতিনাদী ঢালে
আচম্বিতে বিকট চীৎকার।
নিশাকালে পাহাড়ে চড়িল প্রতি জন,
হেথা হোথা আঁধারে দাঁড়ায়।
আওয়াজী হাওয়ার মাঝে গানের আওয়াজ
ধীরে ধীরে চারি ধারে ধায়।

তা'সবার মাথার উপর
উঠিল সুগোল শশধর।

পিঙ্গলের বাহু যুগ মাঝে
দীর্ঘকায় দথ্-মারুণো হৈলা উপনীত;
শৈলময় ক্রোমা হ'তে তিনি
শূকর-শিকারী বলী বলি' সুবিদিত।
আঁধিয়া নৌকায় চড়ি' তিনি
চড়িয়াছিলেন ঘোর তরঙ্গ উপরে,
ক্রুমথর্ম্মো যে কালে ক্রোমার
অরণ্য জাগা'য়েছিল ঘুরি' চারি ধারে।
দথ্-মারুণো মৃগয়ার কালে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিলা অরিকুল-মাঝ।
দথ্-মারুণো! মহাবীর তুমি,
ভয়-লেশ প্রাণে তব কভু না বিরাজে!

দথ্-মারুণো কহে,—
"নির্ভীক কোমহল-পুত্র পিঙ্গল ধীমান্!
আজেরি নিশায়

* রাজা স্বর্ণোর কন্যা অগন্দিকা। ইনি পিঙ্গলের সহিত, পিতৃ-প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্র করাতে, স্বর্ণো ইঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

হ'বে কি আমার পদক্ষেপ আগুয়ান্?
এই ঢাল ধরি'
দেখিব কি আমি ওই দীপ্ত অরিঠাটে?
স্বর্ণো ভূপতি,
স্বর্ণো-সুত সুবরণ এসেছে নিকটে।
লোদার পাষাণ-শক্তি-সম
ও দোঁহার বাক্য কভু বৃথা মিথ্যা নয়।
দথ-মারুণো যুদ্ধে গিয়া আজ
ফিরিবে, কি না ফিরিবে—না জানি নিশ্চয়।
দথ্-মারুণো হেথা যা'বে রণে,
গৃহে সেথা পত্নী তা'র আছে বিষাদিনী;
ক্রথ্মো-ক্রোলো ভূমি বহি' সেথা
একত্রে মিশেছে দু'টি নদী নিনাদিনী।
চারি ধারে ছোট ছোট গিরি,
আওয়াজী অরণ্য হাসে গিরিদের গায়;
ডাগর সাগর নাচে কাছে,
উত্তাল তরঙ্গগুলি বুকেতে গড়ায়।
স্নেহের ছেলেটি মোর সেথা
চেয়ে দেখে সঙ্করিত সিন্ধুপাখী পানে;
শিশুর পর্য্যটক পুত্র মোর
মাঠে মাঠে ইতি উতি ধায় ফুল্ল মনে।
একটি শূকর-শির কন্দোনেরে দাও,
পিতার আনন্দ তা'র তা'রে দিয়া কও।
যে সময়ে তাহার পিতার
উত্তোলিত খরধার ভীম বর্সা-মুখে
ই-থোর্ণোর শোকর শকতি
গড়াইল যন্ত্রণায় ঘন ঘন ঝুঁকে;
সে কালের আনন্দের কথা
কহ মোর কন্দোন নন্দনে সর্ব্বজন।
কহ তা'রে রণ-কর্ম্ম মোর,
কহ তা'রে কোথা তা'র পিতার পতন!"

পিঙ্গল কহিলা,—
"পূরবপুরুষগণ, মনে জাগে অনুক্ষণ,
যাত্রা করিয়াছি আমি সাগর-উপরে।
মম পূর্ব্বপুরুষেরা আছিলেন পূর্ব্বকালে
সঙ্কটের সময়ের কোলের ভিতরে।
যদিও কৈশোর মোর কেশেতে প্রকাশ পায়,
তবু অরি-অগ্রে মোরে না ঢাকে আঁধার।
ক্রথমো-ক্রেলোর বীর! শুনহ বচন মোর,
যামিনী-সংগ্রাম চির অধীন আমার।"

ধরিয়া সমস্ত অস্ত্র পিঙ্গল তখন
দূর-সীম তরথোর স্রোতের উপরে
চলিলা প্রবেশি' বলে। তরথোর স্রোত
নিশাকালে গর্জ্জালের কুজ্ঝটিকাময়
উপত্যকা-মাঝে ধীরে পাঠাইতেছিল
অস্পষ্ট গভীর রব। পর্ব্বত-উপরে
চন্দ্রের কিরণ-রেখা পড়িল উজলি'।
একটি সরল-মূর্ত্তি ছিল দাঁড়াইয়া
মধ্যভাগে; ভাসা ভাসা কেশগুচ্ছ তা'র
শোভা বাড়াইতেছিল, লকুলিনুবাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালামালার সমান।
সে বালার পদভঙ্গিপ্রকার অতুল।
সে কামিনী অবিরত চলন্ত বাতাসে
ভাঙা ভাঙা গানগুলি দিতেছে ছড়া'য়ে।
থাকিয়া থাকিয়া সেই ভুবনসুন্দরী
চারু শ্বেত বাহু দু'টি উৎক্ষেপণ করে,—
কারণ, হৃদয়ে তা'র জাগে গো যন্ত্রণা।

বলিল সে বালা,—"সূর্য্য কুর্ল্-তরণো!
লুলানের কাছে তব পদক্ষেপ কই?
কনুবনু-কারয়ার পিতা! পড়িয়াছ তুমি
তোমারি আঁধারময় স্রোতের মাঝারে!
কিন্তু, লুলানের রাজা! আমি পুনঃ পুন
লোদার প্রাসাদ-পাশে দেখি গো তোমারে
মৃগয়া করিতে, যবে আঁধারে মুড়িয়া
বিভাবরী নীলাম্বর-কোলেতে গড়ায়।
কভু কভু ঢাক তুমি ঢালে শশধরে।
দেখেছি চন্দ্রেরে আমি আকাশে মলিন।
উল্কাসম জ্বালি' তুমি তব কেশপাশে
গভীর রজনীকালে শূন্যে উড়' ধাও।

কেন মোরে ভুলে আছ গুহায় আমার?
লোদার প্রাসাদ হ'তে দেখ গো চাহিয়া
একমাত্র কন্যারে তোমার একবার।"

কহিলা পিঙ্গল,—"তুমি কে রজনী-রব?"
কাঁপি' সে রমণী ফিরি' চলিল তখনি।
"কে গো তুমি তব এই অন্ধকার-মাঝে?"
সে কামিনী মগ্ন হ'ল গুহার ভিতরে।

খুলিয়া দিলেন রাজা কর হ'তে তা'র
চর্ম্মের বন্ধনী। পরে জিজ্ঞাসিলা তা'রে
তা'র পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়।

উত্তর করিল বালা,—"তর্কুল্-তরণো
লুলানের ফেনময় চলন্ত প্রবাহে
এককালে ক'রেছিলা বাস; কিন্তু এবে
নিনাদেন শঙ্খ তিনি লোদার প্রাসাদে।
লকুলিনের স্বর্ণোরে সমরে পিতা মোর
আহ্বানিলা। দুই জনে হৈল মহারণ।
নীল-ঢালধারী পিতা হত হৈলা রণে
ভাসিয়া নিজের রক্তে! হা পিতা! হা পিতা!
তুলিয়া বিশাল শিলা লুলানের স্রোতে
সীমাবদ্ধ মীনডিম্ব বিন্ধিলাম আমি।
বাতাসে আমার কেশ আছিল উড়িতে,
মম শ্বেত হস্ত তাহা নিল গুছাইয়া।
একটা শবদ আমি করিনু শ্রবণ।
নয়নযুগল মোর হইল উত্তার।
কোমল হৃদয় মোর উচ্চে সমুত্থিল।
সম্মুখে হইল মোর চরণ বিক্ষেপ
লুলানের দিকে, পিতা! দেখিতে তোমারে।
লকুলিনের স্বর্ণো অতি ভয়ঙ্কর রাজা!
মোর প্রতি ঘুরে প্রেমে রক্ত চক্ষু তা'র।
স্বর্ণোর সঞ্চিত হাসিরাশির উপরে
নিবিড় তরঙ্গায়িত লোমময় ভুরু।
কোথায় আমার পিতা? বলিলাম আমি,—
রণদক্ষ পিতা মোর রণে কি এক্ষণে?
ওগো তুই তর্কুল্-তর্ণোর প্রাণসুতা!
প'ড়েছিস্ এবে একা শত্রুকুলমাঝে!
ধরিল সে কর মোর। তুলিল সে পা'ল।
এই সে গুহার মাঝে রাখিল সে মোরে।
সময়ে সময়ে সে গো আসে মোর পাশে,
আসে যেন কুজ্ঝটিকা-গঠিত মূরতি।
উপনীত হ'য়ে সে গো সম্মুখে আমার
আমারি পিতার ঢাল উঠাইয়া ধরে।
কিন্তু মোর গুহা হ'তে দূরে—বহু দূরে
যৌবনের প্রভা এক বারম্বার যায়।
স্বর্ণোর কুমার পড়ে দৃষ্টিপথে মোর।
সে যুবা হৃদয়ে মোর নিবসে নির্জ্জনে।"

বলিলা পিঙ্গল,—"ওগো লুলান্-ললনে,
ওগো শ্বেতভুজে, ওগো দুঃখের কুমারি!
এক খণ্ড মহামেঘ অগ্নির রেখায়
অঙ্কিত হইয়া ঘুরে হৃদয়ে তোমার।
না হেরিও ওই ম্লান-পরিচ্ছদী চাঁদে;
না হেরিও আকাশের ও সব উল্কারে।
আমার প্রদীপ্ত অসি তোমার চৌদিকে;
এ অসি শত্রুর তব সাক্ষাৎ সঙ্কট!
দুর্ব্বলের অসি নহে এ অসি আমার,
কিম্বা প্রাণে যে আঁধার, তাহারো এ নহে।
আমাদের নারীগণ স্রোতের গুহায়
কভু নাহি বদ্ধ থাকে। বিষাদে তাহারা
কভু নাহি করে শ্বেত ভুজ উৎক্ষেপণ।
আমাদের রমণীরা বীণাযন্ত্র যবে
বাজায় অঙ্গুলি-ঘায় আনত হইয়া,
তখন তা'দের শোভা চিকুরকলাপে
বড়ই সুন্দর হয়। নির্জ্জন জঙ্গলে
তা'সবার কণ্ঠরব কভু নাহি উঠে।
আমরা মোহিত হই মনোহর রবে।"

— — —

পিঙ্গল আবার ক্রমে ক্রমে
রজনীর বিশাল অঙ্কেতে
অগ্রসর হইলেন পদ বিক্ষেপিয়া।

সে আঁধারে ঝটিকার ঘায়
লোদার যতেক তরুগণ
কাঁপিয়া উঠিতেছিল অস্থির হইয়া।
তিন খণ্ড মহাশিলা সেথা
র'য়েছে শৈবালে ঢাকি' মাথা;
ছুটে স্রোতস্বিনী এক ফেনিল প্রবাহে;
তরু, শিলা, নদীর চৌধারে
ঘুরিতেছে ভীষণ আকারে
লোদার বিকট মেঘ গাঢ় রক্ত দেহে।
সে মেঘের উচ্চ চূড়া হ'তে
একটা প্রেতাত্মা আচম্বিতে
চাহিয়া দেখিতেছিল সম্মুখের পানে;
ছায়াময় ধুঁয়ায় সে ভূত
অর্দ্ধাকার ধরি' অদ্ভূত
দাঁড়াইয়াছিল ঘোর বিকট নয়নে।
সে প্রেতাত্মা থাকিয়া থাকিয়া
দিতেছিল গর্জ্জন ঢালিয়া
গর্জ্জনগমনা স্রোতস্বিনীর মাঝার।
নিকটে, ঝটিকা-অবনত
তরুতলে হ'য়ে সমাগত
দু' বীর শুনিতেছিল বচন তাহার।
সে দোঁহার মাঝে এক জন
হ্রদপতি বীর সুবরণ,
স্বর্ণো সে অপর জন, বিদেশীর অরি।
স্বর্ণো আর সুবরণ দোঁহে
নিজ নিজ কৃষ্ণ-ঢাল-দেহে
রেখেছিল নিজ নিজ দেহ ভর করি'।
উভয়ের বর্সা খরধার
ভেদ করি' নিবিড় আঁধার
অগ্রমুখ হ'য়েছিল সে ঘোর নিশায়।
আঁধারের ঝটিকার ঝটা
স্বর্ণোর শ্মশ্রুতে লটাপটা
হইয়া চেঁচা'তেছিল তীব্র ঘোষণায়।

পিঙ্গলের পদশব্দ শুনিল উভয়ে।
অমনি দাঁড়ায় দোঁহে অস্ত্র করে ল'য়ে।
গর্ব্বভরে স্বর্ণো কহে,—"শুন, সুবরণ!
ওই আগন্তুকে কর সমরে শাসন।
তোমার পিতার এই ঢাল ধর করে।
এ ঢাল সাক্ষাৎ শৈল সঙ্কট সময়ে।"

দীপ্ত বর্সা সুবরণ নিক্ষেপিল বলে,
বৃক্ষেতে বিন্ধিল বর্সা, আর নাহি চলে।
তখন উভয় শত্রু ধরি' তরবার,
পিঙ্গলের দিকে ত্বরা হৈল আগুসার।
সম্মুখ হইল তবে যুদ্ধে তিন জনা;
আঘাতে আঘাতে ওঠে অসির ঝঞ্চনা।
লুনোর অসির ফলা * হ'য়ে উৎপতিত,
ভেদিল ফলক-চর্ম্ম সুবরণ-ধৃত।
ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাল পড়িল ভূমিতে;
উষ্ণীষ কাটিয়া পড়ে লুটিতে লুটিতে।
পিঙ্গল উন্নত অসি কৈলা নিবারণ।
নিরস্ত্র হইয়া রোষে রহে সুবরণ।
নিস্তব্ধ নয়ন দু'টা ঘুরা'তে লাগিল;
করধৃত তরবারি ভূমে ফেলি' দিল।
অনন্তর ধীরে ধীরে স্রোতের উপরে
গেল চলি' বৃথা গর্ব্বে তূরীধ্বনি ক'রে।

পুত্রের সে দশা স্বর্ণো দেখিল নয়নে।
ভয়ঙ্কর ক্রোধ তা'র উপজিল মনে।
প্রবল রোষের ভরে স্বর্ণোর তখন
লোমশ ভ্রূযুগ কম্পে ঘোর ঘন ঘন।
লোদার পাদপ স্বর্ণো বিঁধিল বর্সায়,
দর্পভরে গরজিয়া বীর গান গায়।
প্রত্যেকে† নিজের পথে মহাবেগে আসে
লকুলিনের সুসজ্জিত সৈন্যগণ-পাশে।
বরিষা-প্লাবিত যেন উপত্যকা হ'তে
দুই স্রোত ধেয়ে আসে ফেন বহি' মাথে।

* লকুলিনুনিবাসী লুনো এই অসি (তরবারি) নির্ম্মাণ করিয়া পিঙ্গলকে দিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা এখানে নির্ম্মাতার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† স্বর্ণো এবং সুবরণ।

তুর্থোর ভূমির'পরে ফিরিলা পিঙ্গল।
পূর্ব্বের কিরণ-রেখা উঠিল উজ্জ্বল।
সে চারু কিরণরেখা উজলিয়া দিল দেখা
লকলিনের লুঠ করা দ্রব্যের উপরে ;
সেই সব দ্রব্য শোভে ভূপতির করে।
তর্কুল-তর্ণোর সুতা বিথারি' রূপের লতা,
বাস-গুহা হ'তে তা'র বাহিরে আইল।
বাতাসে উড়িল চুল, হাতে গুছাইল।
সে রমণী তা'র পরে ধরিল আরণ্য-সুরে
মনের সাধের গান ছাইয়া আকাশ।
লুলানের সেই গান, যেথা তা'র স্নেহপ্রাণ
পিতা এক দিন সুখে ক'রেছিল বাস।
স্বর্ণোর রক্তাক্ত ঢাল হেরিল সে বালা ;
ভাতিল বদনে তা'র আনন্দের খেলা।
অনন্তর সেই বালা করিল দর্শন
বিদীর্ণ উষ্ণীষ, যা' পরিত সুবরণ।
তা' দেখি' তাহার প্রাণ আকুল হইল,
ম্লানমুখে অশ্রুচোখে কহিতে লাগিল,—
"হায় হায়, এ কি গো ঘটনা!
যাতনার উপরে যাতনা!
প'ড়েছ কি তুমি রণাঙ্গনে
শত শত অস্ত্রের তাড়নে!
বিষাদিনী অভাগিনী আমি,
কেমনে ভুলিলে মোরে তুমি!"

উ-থোর্ণো! দাঁড়া'য়ে আছ জলের হৃদয়ে!
রজনীর উল্কামালা তোমার চৌদিকে!
গাঢ়োজ্জ্বল চন্দ্রে আমি হেরি নামিবারে
তোমার শঙ্কিত বনভূমির পশ্চাতে।
উ-থোর্ণো! চূড়ায় তব কুজঝটিকাময়
লোদা করে বসবাস সৌন্দর্য্যে সাজিয়া;
মানব-আত্মার লোদা বাস-নিকেতন।
ক্রুথ-লোদা খড়্গধারী, সম্মুখে ঝুঁকিয়া,
নিজের মেঘাল সভা-শেষভাগে শোভে।
তরঙ্গিল কুজঝটিকা-মাঝে মূর্ত্তি তাঁ'র
ঘোরাল ছায়ার মত ক্ষীণ দেখা যায়।

তাঁহার দক্ষিণ হস্ত শোভে ঢাল'পরি ;
অর্দ্ধদৃশ্য শঙ্খ শোভে বাম হস্তে তাঁ'র।
ক্রুথ-লোদার ভয়ঙ্কর প্রাসাদের ছাদ
নৈশ অগ্নিজালে সদা ঝলসে ভীষণ!

ক্রুথ্-লোদার বংশ, বৃদ্ধি লভেছে বিশেষ,
নিরাকার ছায়ার জাঙ্গাল, হেন মানি।
যাহারা সমরে হয় বিখ্যাত বিশেষ,
তা'সবার প্রতি তিনি আনন্দিত চিতে
গম্ভীর শঙ্খের ধ্বনি করেন বিস্তার।
কিন্তু, তাঁ'র আর যত দুর্ব্বলের মাঝে
ভীম ঢাল উঠে তাঁ'র কৃষ্ণচক্রাকারে।
যাহারা সমর-অস্ত্রে বলহীন অতি,
স্থায়ী উল্কাসম তিনি তা'সবার প্রতি।

স্রোতের উপরে যথা দীপ্ত রামধনু,
তেমতি আসিল সেই লুলানবাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালা সুধীর গমনে।

দ্বিতীয় দুয়ান্।

বিবরণিকা।

পরদিবস দথ্-মারুণোর প্রতি পিঙ্গলের যুদ্ধাদেশ।—শক্র-সৈন্যের সহিত দথ্-মারুণোর যুদ্ধ ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তুর্থোর নদীপারে তাড়িত করণ।—আত্মপক্ষীয় লোকদিগকে পুনরাহ্বান করিয়া দথ্-মারুণোকে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পিঙ্গলের মঙ্গলকামনা; কিন্তু সেই মহাবীরকে রণকর্ম্মে সাজ্যাতিকরূপে আহত দর্শন—দথ্-মারুণোর মৃত্যু।—মৃত বীরের সম্মানার্থ উল্লীন নামক কবিকর্ত্তৃক কল্গর্ম্ম ও স্রিনা-দোনার উপাখ্যান-বর্ণন; তদুপাখ্যানে দ্বিতীয় দুয়ানের সমাপ্তি।

কৃষ্ণকেশ দথ্-মারুণো বলিলা বিষন্ন মনে,—
"কোথা তুমি, রাজার নন্দন?
সন্ধ্যার নবীন রবি! কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে
চিরতরে হইলে মগন?

কালরাত্রি-কোল হ'তে নাহি যে ফিরিলা তিনি!
উ-থোর্ণোতে প্রভাত হইল।
উদয়-গিরিতে ভানু কুজঝটিকা-ঢাকা ওই,
বীরগণ ফলক তুলিল।
ও রবি পড়িবে নাই আকাশের উল্কা-সম,
ভূতলে উহার স্থান নহে তো অঙ্কিত।
ওই আসে রাজপুত্র, ঈগল পক্ষীর মত
ঝড়ের কিনার হ'তে হইয়া ধাবিত।
রাজকুমারের করে জয়লব্ধ দ্রব্য শোভে;
এস এস, সেল্মার ঈশ্বর!
তোমা বিনে আমরা কাতর।"

পিঙ্গল আসিয়া সন্নিকটে
কহিলেন,—"দথ্-মারুণো! হও সাবধান,
শত্রুগণ কাছাকাছি হয় আগুয়ান।
নীচে ধাওয়া বাষ্পের উপর
তরঙ্গের সম ওরা ধাইয়া আসি'ছে,
কুজঝটির মাঝে যেন তরঙ্গ ভাসি'ছে।
গতি ছাড়ি' পালায় পথিক,
জানে না সে কোন্ দিকে পালাইতে হ'বে।
কম্পিত পথিক নহি কিন্তু মোরা সবে।
তোলো ঢাল, বীরপুত্রগণ!
পিঙ্গলের অসি এবে হ'বে কি উত্থিত?
কিম্বা এক যোদ্ধা রণে হইবে ধাবিত?"

দথ্-মারুণো কয়,—"রাজার তনয়!
প্রাচীন কালের প্রথা
আমাদের চক্ষে, আমাদের পক্ষে
মুক্ত পথ, মহারথা!
মহাঢালধারী ত্রেন্মর এখনো
দূর সময়ের ছায়
লক্ষিত হইয়া কতই উৎসাহ
দেন আমা'সবাকায়।
আত্মা সে রাজার ছিল না দুর্ব্বল,
ছিলা তিনি বীর-রবি।
অজ্ঞাত করম ঘটে নি কিছুই,
প্রকাশ্যে হইল সবি।
শত স্রোত হ'তে জাতি বাহিরিয়া
কল্যমানুক্রোণায় এলো।
সে সব জাতির প্রধান বীরেরা
তা'দের সম্মুখে ছিলো।
সে সব বীরের প্রতি জন স্পর্দ্ধা
ক'রেছিল যুঝিবারে।
তা'সবার অসি অর্দ্ধমুক্ত ছিল
সুকঠিন কোষাগারে।
রক্তবরণে চক্ষু তা'সবার
রোষে হ'ত ঘূর্ণমান।
আলাদা আলাদা দাঁড়া'য়ে তাহারা
গাহিত ক্রোধের গান।—
"একতা আমরা কেন তেয়াগিব?
একতা মোদের প্রাণ;
মো'সবার পিতৃপিতামহগণ
রণে ছিলা বলবান্।"
আছিলা ত্রেন্মর বীর সেই থানে
নিজ জনগণ সনে;
যৌবনের কেশ শিরসে ধরিয়া
সবল সতেজ মনে।
দেখেছিলা তিনি আপন নয়নে
ধাবিত অরাতিকুলে।
জাগিল তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা,
রোষ-স্রোত গেল খুলে।
বীরদলে তিনি দিলা অনুমতি,—
এক-পরে একে যেতে;
চলিল বীরেরা; কিন্তু একেবারে
চলি' গেল কোন্ স্রোতে।
শৈবালমণ্ডিত শৈলবর হ'তে
ত্রেন্মর তখন নিজে
নীল ঢাল ধরি' ধড়বড় করি'
নামিলেন বীর-তেজে।
নিম্নতলে আসি' ধরি' ঢাল অসি
আরম্ভিলা মহারণ।
অরিগণ তাঁ'র হৈল ছারখার,

কত কৈল পলায়ন।
চারি ধারে তাঁ'র অসিতভ্রূধারী
যোদ্ধারা আইল ছুটি'।
তা'রা পরস্পরে ফলকে আঘাত
করিল আনন্দে লুটি'।
রাজভূমি সেথা হইতে তখন
মনোহর বায়ু মত
বীরগণ-বাণী প্রবলে ধাইল
ক্ষণকালে ইতস্তত।
ক্রমে পালাক্রমে বলী বীরগণ
মাতিল সমর-রসে।
ক্রমে ক্রমে রণ হইল ভীষণ
বিপদ বাড়িল শেষে।
রাজার তখন যুঝিবার কাল
রণভূমে উপনীত;
জয়শ্রী লভিতে যুদ্ধমদে তাঁ'র
নাচিয়া উঠিল চিত।

ঢালধারী ক্রেম্‌-গ্লস্‌ বলিলা তখন,—
"আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ সবাকার
বীরকর্ম্ম অবিদিত নহে তো কাহারো।
কিন্তু এবে কোন্‌ বীর আমা'সবা-মাঝে
রাজবংশ্যদের তরে যুদ্ধ চালাইবে?
এ চারি নিবিড় শৈলে কুজ্‌ঝটিকারাশি
আপতিত হইয়াছে স্তরে স্তরে স্তরে।
এই কুজ্‌ঝটির মাঝে প্রত্যেক সমরী
সবলে নিজের ঢালে করুক্‌ আঘাত।
শক্তিদেবী স্বর্গ হৈতে অচিরে উরিয়া
রণ-চিহ্নে আমা'সবে করুন অঙ্কিত।"

কুজ্‌ঝটিকাময় শৈলে চলিল প্রত্যেকে।
কবিগণ জনে জন লৌহ-ফলকের
নিনাদ গণনা করে সুরের স্বননে।
দথ্‌-মারুণো! বস্‌ যন্ত্র বাজাও গম্ভীরে।
তুমিই অবশ্য এবে মাতিবে সংগ্রামে।

জল-কোলাহল-সম উ-থোর্ণোর লোক
মহাবেগে সারি সারি আসিল নামিয়া।
স্তর্ণো আর সুবরণ যুদ্ধ চালাইল।
ঝড়ময় দ্বীপপুঞ্জ প্রভু সুবরণ।
দেখিতে লাগিল দোঁহে লৌহঢাল দিয়া,
যেইরূপ অগ্নি-অক্ষি ক্রথ্‌-লোদা নিরখে
সুনিবিড় শশাঙ্কের পশ্চাৎ হইতে
নিশায় ছড়া'য়ে তাঁ'র ক্ষমতা-লক্ষণ।
তুর্থোর তটিনীতটে শত্রুরা মিলিল।
উন্নত তরঙ্গ সম বাড়িল তাহারা।
তা'দের শব্দিত অস্ত্র-আঘাত মিশিল।
সৈন্যদের শির বাহি' মৃত্যু ছায়াকারে
উড়িতে লাগিল। শত্রুগণ পরস্পরে
জয়ের জলদ যেন ঝঞ্ঝা-বায়ু-মাঝে।
তা'সবার অস্ত্রবৃষ্টি একত্রে গরজে।
গভীর উন্মত্ত সিন্ধু গর্জ্জিয়া গড়ায়
তা'সবার পাদমূলে তটের তলায়।

বনময় উ-থোর্ণোর সমর-বিবাদ!
কেমনে তোমার ক্ষত চিহ্নিত করিব!
বহু কাল ধরি' তুমি আসিতেছ চলি';
আমার জীবন তুমি করিতেছ ক্ষীণ!

সমরে মাতিল স্তর্ণো অগ্রসর হ'য়ে,
সুবরণ সৈন্যগণে আনিল ঝটিতি।
দথ্‌-মারুণো অসিহস্তে হইলা প্রস্তুত;
সংহারক অগ্নি ছুটে অসিমুখে তা'র।
বহুসংখ্য স্রোতোমধ্যে লক্‌লিন্‌ গড়ায়।
রোষময় রাজগণ সমর-চিন্তায়
হইলেন আত্মহারা; নিস্তব্ধ নয়ন
ঘুরাইতে লাগিলেন স্বদেশের পানে;
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেশ যায় যায়।
পিঙ্গলের রণশৃঙ্গ বাজিল সঘনে।
অলবিয়ন্‌-পুত্রগণ ফিরিয়া আসিল;
তুর্থোর নদীর তীরে কিন্তু অনেকেই
নিজ নিজ রক্তে ভাসি' রহিল নীরবে।

কহিলা পিঙ্গল তবে,—"ক্রথ্ মোর ঈশ্বর !
দথ্-মারুণো মহাবীর শূকরশিকারী !
অবশ্যই তুমি মোর ঈগল-পতাকা
কদাচ ফিরাও নাহি—ফল-শূন্যতায়
শত্রুর সম্মুখ হ'তে ; এই সে কারণে
বিশদ-হৃদয়া সেই লাসুল হরিষে
উজ্জ্বলিত হ'বে তা'র স্রোতের কিনারে।
কন্দন আনন্দ কত লভিবে জীবনে
দথ্-মারুণো ক্রথ্মো-ভূমে ফিরিবে যখন।"

সেনাপতি দথ্-মারুণো কহিলা তখন,—
"আমার বংশের আদি কল্গর্ম্ম্ আছিলা
বন্য অল্‌বিয়ন্ মাঝে। গভীর সাগরে
বীচি-উপত্যকা-মাঝে ধাইতেন তিনি।
নির্মুণ্ড করিলা তিনি ভ্রাতারে তাঁহার
ই-থোর্ণোতে* মহারোষে। পৈতামহ ভূমি
পরিত্যাগ কৈলা তিনি চিরকাল তরে।
শৈলময় ক্রথ্মো-ক্রৌলো-সন্নিহিতে তিনি
নির্জ্জন স্থানেতে বাস কৈলা নির্ব্বাচন।
কালে কালে বংশ তাঁ'র হইল বিস্তার।
তদুদ্ভূত বংশীয়েরা সময়ে সময়ে
করিল সংগ্রাম, কিন্তু ত্যজিল শরীর।
হে পিঙ্গল দ্বীপেশ্বর ! জানিও নিশ্চয়,—
মম পিতামহদের আঘাত আমারি।"

এতেক কহিয়া বীর নিজ কুক্ষি হ'তে
উখাড়ি' পাড়িলা এক খরধার শর ;
বিপক্ষ-ক্ষেপিত সেই বিষময় বাণ !
উপাড়িবা মাত্র সেই প্রাণান্তক শর
কাতর হইয়া বীর পড়িলা ভূতলে !
ফোয়ারা সমান রক্ত শরক্ষত হ'তে
বাহির হইয়া দেহ নীরক্ত হইল !
অজ্ঞাত দেশেতে বীর ত্যজিলা জীবন !
পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁ'র নিবসে যেথায়,
আত্মা তাঁ'র উপনীত হইল সেথায়।
দাঁড়াইল বীরগণ ঘেরিয়া নীরবে,
চূড়াবলী স্থির যথা পর্ব্বত উপরে।
পথিক নির্জ্জন পথে গোধূলি সময়ে
নিরখিল সেই সব স্থির বীরগণে।
পথিক তা'সবে হেরি' চিন্তিল অন্তরে
যেন তা'রা প্রেত-আত্মা বৃদ্ধ সবাকার,
যেন তা'রা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার।

উরিল রজনী ক্রমে উ-থোর্ণো উপরে।
তখনো বীরেরা সহি' যন্ত্রণা অপার
একভাবে স্থির হ'য়ে রহিল দাঁড়া'য়ে।
প্রত্যেক যোদ্ধার কেশ বাহিয়া সঘনে
দমকা বাতাস শব্দ করিতে লাগিল।
অবশেষে অন্তরের চিন্তা-স্রোত হ'তে
ছিন্ন ভিন্ন হইলেন বীরেন্দ্র পিঙ্গল।
আহ্বান করিয়া তিনি উল্লীন কবিরে
আদেশিলা সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিতে।—
"এই যে সম্মুখে হের, ইহা কভু নহে
পতন-উন্মুখ অগ্নি ; এ অগ্নির রেখা
নিস্তেজ হইয়া নাশ না পায় নিশায় ;
যিনি আজ ভূমিতলে লুটান শরীর,
না ছিলা চলন্ত উল্কা কদাচই তিনি।
স্ববাস পর্ব্বত'পরি বহুকাল সুখে
তীব্রকর রবি সম আছিলা এ বীর।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একরবে এবে
এঁ'র পূর্ব্বপুরুষগণের পূত নাম
আহ্বান করহ পূর্ব্ব-নিবাস হইতে।"

কহিলা উল্লীন কবি, "ই-থোর্ণো ! ই-থোর্ণো !
উত্থিত হ'য়েছ তুমি সমুদ্র-মাঝারে।
সৈন্ধব কুজঝটি-মাঝে কি হেতু তোমার
উচ্চ শির হইয়াছে নিবিড় মলিন ?
তব উপত্যকা হ'তে উৎপন্ন হইল

* স্কান্দিনাভীয়া-(স্কন্দনাভীয়)-র অন্তর্গত একটি দ্বীপ।

এক বীরজাতি, যেন তোমারি পালিত
নির্ভীক কঠিনপক্ষ ঈগলের দল।
লৌহ-ঢালী কল্‌গর্ম্মের কুলোদ্ভূত তা'রা,
লোকার প্রাসাদমাঝে তা'দের নিবাস।

"তর্ম্মপের নিনাদিত দ্বীপের মাঝারে
লুর্থান্ দাঁড়া'য়ে আছে—স্রোতোময় গিরি।
লুর্থান্ অরণ্যময় মস্তক তাহার
ঝুঁকাইয়া আছে এক উপত্যকা'পরে;
সে মহতী উপত্যকা নিস্তব্ধ—নীরব।
সেথায় ক্রুথ্রু-তটিনীর মূলস্থলে
রুর্ম্মর শূকরনাশী করিতেন বাস।
স্ত্রিনা-দোনা কন্যা তাঁ'র বিশদ-হৃদয়া,
ভানু-ভাতি সম তা'র ছিল রূপরাশি।

"কত শত বীর রাজা, কত শত বীর
লৌহ-ঢালধারী, কত শত মহাকেশী
যুবা আসিতেন তাঁ'র প্রতিধ্বনিময়
বিশাল সভার মাঝে আশায় মজিয়া।
স্ত্রিনা-দোনা লভিবার আশা সে সবার।
কিন্তু ওগো স্ত্রিনা-দোনা! উন্নত-হৃদয়ে!
তোমার চরণক্ষেপে নিরখি তোমায়
ভ্রূক্ষেপ না কর তুমি কাহারই প্রতি।

"যদি সেই স্ত্রিনা-দোনা গুল্মবিমণ্ডিত
বনমাঝে বেড়াইত, তা' হ'লে তাহার
বক্ষোদেশ শুভ্রতর হ'ত ক্যানা* চেয়ে;
যদি সে বেড়া'ত সিন্ধু-বিঘাতিত তটে,
তা' হ'লে তাহার রূপ হ'ত শুভ্রতর
তরঙ্গনর্ত্তিত সিন্ধু ফেনকের চেয়ে।
আলোকিত তারাতুল্য অক্ষিযুগ তা'র।
বদনমণ্ডল তা'র বর্ষা সময়ের
স্বর্গের উজ্জ্বল ধনু সমান সুন্দর।
সে মুখের ইতিউতি ঝুলিত কেমন
কৃষ্ণকেশগুচ্ছ, প্রবাহিত মেঘ সম।
শুভ্রভুজে স্ত্রিনা-দোনা! ধন্য গো রূপসি!
মানসবাসিনী তুমি, ভুবনমোহিনি!

"নিজ জলযানে চড়ি' কল্‌গর্ম্ম আইলা;
আসিলেন শঙ্খপতি কর্কল্-শূরণ।
তর্ম্মপ-অরণ্য-ভূমি-বাসিনী দোনার †
পাণি লভিবারে সেই বীর ভ্রাতৃযুগ
ই-থোর্ণো হইতে ত্বরা কৈলা আগমন।
স্ত্রিনা-দোনা সে দোঁহারে করিল দর্শন
সে দোঁহার শব্দকারী অসির মাঝারে। ‡
নীলনেত্র কল্‌গর্ম্মের রূপের সাগরে
স্ত্রিনা-দোনা রূপসীর ভেসে গেল প্রাণ।
উল্-লক্লিন্ তারকার § নিশিজাগা আঁখি
দেখিতে পাইল স্ত্রিনা-দোনা সুন্দরীর
বিস্তারিত বাহু দু'টি গর্ম্মলের দিকে।

"ক্রোধান্ধ যুগল ভ্রাতা বাঁধিল ভ্রূকুটী।
দোঁহার জলন্ত চক্ষু চাহিল নীরবে।
ভীম অস্ত্র ধরি' দোঁহে লাগিল ঘুরিতে।
পরস্পরে আঘাতিল ঢালের উপরে।
অসিমুষ্টিধৃত ভুজ লাগিল কম্পিতে।
দীর্ঘকেশী সুরূপসী স্ত্রিনা-দোনা তরে
দুই বীর উন্মত্ত হইল ঘোর রণে।

* ক্যানা (Cana) এক জাতীয় তৃণবিশেষ। এই তৃণ য়ুরোপের উত্তরপ্রদেশের ক্ষুদ্র তরু(গুল্ম)ময় আর্দ্রভূমিতে ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয়, আমাদের দেশের কেসে ও উলু-ঘাসের শ্বেতবর্ণ শীষের ন্যায় ক্যানা ঘাসেরও শীষ শ্বেতবর্ণ।

† স্ত্রিনা-দোনার।

‡ অর্থাৎ স্ত্রিনা-দোনা, কল্‌গর্ম্ম ও কর্কল্-শূরণকে তল্লাভ-জনিত রোষে যুদ্ধ করিতে দেখিল। মহাভারত আদিপর্ব্ব-বর্ণিত তিলোত্তমার জন্য সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধ-ঘটনার সহিত ইহার কতকটা ঐক্য আছে।

§ উল্-লক্লিন্ তারকা লক্লিনের নিয়ন্ত্রী।

"কর্কল্-শূরণ শূর পড়িলা সমরে ;
নির্জীব হইল দেহ শোণিত অভাবে।
ইহা শুনি' ই-থোর্ণোতে জনক তাঁহার
জ্বলিয়া উঠিলা রোষে কুমারের শোকে।
পিতৃদেব, কল্‌গর্ম্মেরে এই সে কারণ
ই-থোর্ণো হইতে দিলা বহিষ্কৃত করি'।
কল্‌গর্ম্ম তখন ছাড়ি' পিতার নিবাস
ক্রথ্‌মো-ক্রোলোর শৈলময় ভূমিতলে
বাস কৈলা একটি অজানা নদীতটে।
কল্‌গর্ম্ম করে নি বাস আঁধারে সেথায়।
আলোকের কররাশি ছিল তাঁ'র পাশে।
তর্ম্মথ্ দেশের কন্যা স্ত্রিনা-দোনা বালা
গর্ম্মলের সে আঁধারে ছিল চির-আলা।"

তৃতীয় দুয়ান্।

বিবরণিকা।

কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনার পর অশ্বায়ন কর্ত্তৃক পিঙ্গলের অবস্থান এবং লক্লিন্ নামক স্থানের সৈন্যগণের অবস্থা বর্ণন।—স্তর্ণো-সুবরণ-সংবাদ।—কর্ম্মন্-ক্রনর্ ও ফয়না-ব্রাগলের উপাখ্যান।—নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি প্রত্যাগত পিঙ্গলকে ভয়চমকিত করিবার জন্য আত্মদৃষ্টান্ত-যোগে সুবরণকে স্তর্ণোর অনুরোধ।—স্তর্ণোর অনুরোধ রক্ষায় সুবরণের অস্বীকার।—পিঙ্গলকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য স্বয়ং স্তর্ণোর গমন।—পিঙ্গল কর্ত্তৃক স্তর্ণোর পরাজিত হইয়া অবরুদ্ধ হওন।—স্বীয় নিষ্ঠুরাচরণের জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইয়া পিঙ্গল কর্ত্তৃক স্তর্ণোর মুক্তি-লাভ।

কোথা হ'তে আসে বর্ষরাশির প্রবাহ ?
কোথায় সে বর্ষরাশি গড়াগড়ি খায় ?
কোথায় লুকা'ল তা'রা কুজ্‌ঝটি-মাঝারে
তা'সবার নানাবর্ণী শরীরের ভাগ ?*

প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া,
কিন্তু তাহা অশ্বায়ন-চক্ষের উপর
ঘোর ঘোর বোধ হয়, যেন দূরস্থিত
হ্রদের উপরি চন্দ্র-কান্তি বিভাসিত।
হেথায় যুদ্ধের রক্ত-কিরণের ছটা।
সেথায় নিবসে এক বলক্ষীণ জাতি
নীরবে নীরবে, আহা, অস্পষ্ট আঁধারে !
তাহারা তা'দের কার্য্যে করে নি চিহ্নিত
সময়েরে ; ধীরে ধীরে চলি' যায় তা'রা !
ওগো ঢালমধ্যনিবাসিনি চারু বীণে !
ওগো ও কোণার বীণে !† ভাল জানি আমি,—
পতন-উন্মুখ প্রাণ তুমিই জাগাও ;
তেঁই কহি, এস উরি' দেওয়াল হইতে
তব স্বরত্রয় সনে।‡ আইস অচিরে

* নানাবর্ণী শরীরের ভাগ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু ; মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল ইত্যাদি।

† ভারতবর্ষীয় বীণার ন্যায় ঠিক্ ইহার আকার নহে।

‡ দেওয়াল হইতে—আমাদের বীণার ন্যায় পাশ্চাত্য বীণা(Harp. Lyre, Gitter)ও দেওয়ালে টাঙ্গান থাকে, সেই জন্য এই কথা বলা হইয়াছে। আমাদের ভরত বীণার সহিত ইয়ুরোপীয় Gitterএর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

স্বরত্রয় সনে—তিন স্বরের সহিত। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে য়ুরোপের বাদকেরা বীণাতে তিনটি মাত্র তন্ত্র (তাঁত) বাঁধিত। সেই তিন তাঁতে তিন প্রকার সুর বাঁধা থাকিত। এ দেশেও পূর্ব্বকালে বীণাতে তিনটি মাত্র তার বা তাঁত থাকিত। এই জন্য বীণার অপর নাম ত্রিতন্ত্রী। পারস্য ভাষায় 'সে' অর্থে 'ত্রি' বুঝায় ; এই জন্য এক জাতীয় বীণার নাম সেতার। এক্ষণে প্রয়োজনানুসারে এদেশের ও য়ুরোপের বীণাতে তার বা তাঁতের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সচরাচর ভারতবর্ষীয় বীণাতে পাঁচটি মূল তার (দুইটি লোহ বা ইস্পাৎ ও তিনটি পিতলের তার) দেখা যায়। তাহা ছাড়া কোন কোন বীণার একটি, দুইটি বা তিনটি পার্শ্বতন্ত্রিকা (চিকারীর তার) থাকে। চিকারীর তারগুলি লোহনির্ম্মিত। ভারতবর্ষে যত-গুলি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহতী বীণা (ইহাতে অধোর্দ্ধে দুইটি অলাবু [তুম্বী] থাকে), কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার), রুদ্রবীণা (রবাব্), ভরত বীণা, শারদী বীণা (শরদ্), রঞ্জনী বীণা ইত্যাদিই প্রধান। দেবর্ষি নারদের মহতী বীণা (বীণ্) এবং দেবী সরস্বতীর কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার)। সারঙ্গী, এস্‌রার প্রভৃতি কয়েকটি ততযন্ত্রও বীণাজাতীয়। বীণ্, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্গুলি-আঘাতে এবং সারঙ্গী, এস্‌রার প্রভৃতি যন্ত্র ধনুর্ঘর্ষণে (ছড়ির টানে) বাদিত হয়।

তা'র সনে, অতীতেরে যে দেয় জাগা'য়ে।
প্রাচীন কালের সেই বীরমূর্ত্তি যত
দেখাও তুলিয়া, বীণে! ঘোর ঘোর ভাবে
তা' সবার সুনিবিড় কালের শরীরে।

উ-থোর্ণো! ঝঞ্ঝার গিরি তুমি চিরদিন;
আমার বংশীয়গণে দেখি তব পাশে।
গভীর নিশীথকালে ভূপাল পিঙ্গল
দথ্-মারুণো বীরেন্দ্রের সমাধি উপরি
ম্লানমুখ নত করি' আছেন বসিয়া।
তাঁহার নিকটে তাঁ'র প্রিয় বীরগণ
নীরবে দাঁড়া'য়ে আছে অবনত মুখে।
তুর্থোর তটিনীপাশে ছায়ায় মিশা'য়ে
লক্লিনের সৈন্যগণ র'য়েছে গম্ভীরে।
দুই শৈলে দাঁড়াইল রুষ্ট ভূপগণ;
ঢাল ধরি' পরস্পরে লাগিল চাহিতে।
আকাশ-পশ্চিমে রক্ত তারাদলপ্রতি
চাহিতে লাগিল তা'রা অচল লোচনে।
মেঘমাঝে নিরাকার উল্কার সমান
ক্রেথ্-লোদা পড়িলা ঝুঁকি' উচ্চস্থল হ'তে।
প্রেরিলা চৌদিকে তিনি দ্রুত বায়ুগণে
নিজ চিহ্নে সুচিহ্নিত করিয়া সে সবে।
দেখিলেন স্বর্ণো রাজা বিশেষ চিন্তিয়া—
মর্ভেন্-ভূপতি বীর পিঙ্গল নিশ্চয়
কদাচই যুদ্ধে নাহি নিরস্ত হইবে।

এই সে কারণে তিনি অতি রুষ্টমনে
এক বৃক্ষে দুই বার করিলা আঘাত।
আপন পুত্রের দিকে গেলা দ্রুতবেগে।
গাহিলা সংগ্রাম-গান উচ্চ সুর তুলি';
বুঝিলেন, কেশ তাঁ'র উড়ি'ছে সমীরে।
পিতাপুত্রে দাঁড়াইলা ফিরি' পরস্পরে,
যেন দুই ওক বৃক্ষ প্রতিকূল বাতে
পরস্পরে মুখামুখি হইল সহসা।

হ্রদেশ্বর স্বর্ণো কহে,—"বীরেন্দ্র অন্নির
আছিলা সাক্ষাৎ বহ্নি প্রাচীন সময়ে।
যুদ্ধভূমে প্রতিযোগী শত্রুগণ'পরে
চালিতেন মৃত্যু তিনি অক্ষি হ'তে তাঁ'র।
আনন্দ হইত তাঁ'র মনুষ্য-পতনে।
রক্তরাশি তাঁ'র পাশে গ্রীষ্মের তটিনী।
লুথ্-কর্ম্মো হ্রদের তীরে এসেছিলা তিনি
কর্ম্মন্-ক্রনার সনে সাক্ষাৎ করিতে।
নদীময় উলর্ব্ব হইতে গতি তাঁ'র*,
সমর-পক্ষের'পরি তাঁহার নিবাস।"

গর্ম্মালে আসিয়াছিলা উলর্ব্ব-ভূপতি
লইয়া আঁধার-বক্ষ জাহাজ নিচয়।
অন্নিরের কুমারীরে হেরিলেন তিনি।
ফইনা-ব্রাগল্ বালা অন্নির-কুমারী।
সে বালার চক্ষু দু'টি তরঙ্গ-আরূঢ়
উর্লরের ভূপ পানে রহিল অচল।
ফইনা-ব্রাগল্ পরে ঘোর অন্ধকারে
দ্রুতবেগে গেল তাঁ'র জাহাজ ভিতরে,
নৈশ উপত্যকা-মাঝে যেন শশি-কর।
অবিলম্বে অন্ধকারে ধাইল অন্নির;
শূন্যের সমীরগণে ডাকিলেন তিনি।
রাজা নাহি ছিলা একা। স্বর্ণো ছিলা পাশে।
উথোর্ণোর যুব ঈগলের সম আমি
আমার পিতার পানে ফিরা'নু নয়ন।

শঙ্কিত উর্লরমাঝে পশিনু আমরা।
কর্ম্মন্-ক্রনার এল নিজ দল ল'য়ে।
যুঝিনু আমরা সবে; কিন্তু শত্রুচয়
ছড়া'য়ে পড়িল ভয়ে রণভূ-মাঝারে।
পিতা মোর ক্রোধ সহ ছিলা দাঁড়াইয়া।
খড়্গে পিতা বিন্ধিলেন বৃক্ষ শত শত।
ক্রোধে তাঁ'র চক্ষুযোড় লোহিত হইল।
রাজার অন্তর আমি পারিনু বুঝিতে,

* কর্ম্মন্-ক্রনারের।

ফিরিনু আবার আমি সেই নিশাকালে।
রণক্ষেত্র হৈতে এক ভগ্ন শিরস্ত্রাণ
আনিলাম তুলি' আমি বিশেষ যতনে।
বর্শাবিদ্ধ ঢাল এক আনিনু তুলিয়া।
আমার হাতের বর্শা ভোঁতা হ'য়েছিল।
প্রস্থান করিনু আমি শত্রু-অন্বেষণে।

শৈলোপরে এক বৃক্ষ আছিল জলিতে
কর্ম্মন্-ক্রনার বীর বসিল সেথায়।
তাঁহার নিকটে এক বৃক্ষের তলায়
ফইনা-ব্রাগল বালা বসিল নীরবে।
ভগ্ন ঢাল নিক্ষেপিনু তাহার সম্মুখে।
সন্ধিস্থাপনের বাক্য কহিনু তখন।

(অসম্পূর্ণ)

পঞ্জাবী কাহিনী।*

১।—গেঁও তাঁতি।

এক দিনে এক গেঁও তাঁতি ভাত রাঁধ্‌বে বোলে।
কাঠ কাট্‌তে বনে গেলো পেটের জ্বালায় জ্বোলে॥
একটা গাছে উঠে পোড়ে একটা ডালে গিয়ে।
ডাল কাট্‌তে কোল্লে সুরু ভোঁতা কুড়ুল দিয়ে॥
যে দিক্ পানে দাঁড়িয়েছিলো, উল্টো দিকে তা'র।
গুঁড়ি ঘেঁসে কুড়ুলখানা কোপায় বারম্বার॥
এমন সময় জনেক পথিক সেই দিকেতে যায়।
বোকা তাঁতির কাণ্ডখানা দেক্তে চোখে পায়॥
পথিক বলে, "ও ভাই তাঁতি! এ কি তুমি করো।
দাঁড়িয়ে ডালের ডগার দিকে গোড়ায় কুড়ুল
মারো? ॥

একটুখানি পরেই তুমি এই ডালটার সনে।
হুড়মুড়িয়ে পোড়ে যা'বে, থাকে যেন মনে॥"
বোকা তাঁতি শুন্‌লে নাকো সেই পথিকের কথা।
হাতের জোরে কুড়ুল মারে, নোড়্‌চে তা'তে
মাথা॥

খানিক পরেই মড়্‌মড়িয়ে ডালটা গেলো ভেঙে।
ডালের সনে বোকা তাঁতি পোড়ে গেলো ভুঁয়ে॥
"গেলুম—গেলুম!" বোলে তাঁতি চেঁচিয়ে তখন
ওঠে।

সেই পথিকের পায়ের'পরে পোড়্‌লো গিয়ে লুটে॥
যোড়হাত কোরে বোল্লে তা'রে,—"বুঝ্‌নু
সুনিশ্চয়।

দেব্‌তা তুমি—দেব্‌তা তুমি, মানুষ তুমি নয়॥
তোমার কথা ফোল্‌লো,ঠাকুর! পলক নাহি যেতে।
দেব্‌তা তুমি—ধন্যি তুমি! বুঝ্‌নু আমি চিতে॥"
পথিক বলে,—"তাঁতি ভায়া! দেব্‌তা আমি নয়।"
তাঁতি বলে,—"উহুঁ, তুমি দেবতা সুনিশ্চয়॥
এই নিবেদন করি এখন তোমার পায়ে আমি।
কবে আমার মরণ হ'বে, আমায় বল তুমি? ॥"
বোকা তাঁতির কাণ্ড দেখে পথিক তখন কয়।—
"রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়॥"
এই-না বোলে পথিক তখন সেখান থেকে গেলো।
গেঁও তাঁতি কাঠের বোঝা নিয়ে ঘরে এলো॥

দিন কএকের পরে তাঁতি তাঁতশালাতে ঢুকে।
রাঙা কাপড় বুন্‌তে বসে কোসে গুড়ুক ফুঁকে॥
রাঙা সূতো চিরতে সুরু কোল্লে দাঁতে ধোরে।
দাঁতের ফাঁকে একটু সূতো রইলো কেমন কোরে॥
খানিক পরে গেঁও তাঁতি টিপ্ পোর্‌তে গিয়ে।
মুখটি নিজের দেখ্‌লে চেয়ে আয়না হাতে নিয়ে॥
দৈবাত্তির দাঁতের গোড়ায় দেখ্‌লে চেয়ে তাঁতি।
রক্ত-রেখা যাচ্চে দেখা! উঠ্‌লো কেঁপে ছাতি! ॥
লাল সূতোটা আট্‌কে আছে বুঝ্‌লে নাকো মনে
রক্ত উঠে মরবে তাঁতি, পথিক দেছে গুণে॥
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতি দৌড়ে তখন যায়।
বৌকে ডেকে বলে,—"ও বৌ! মোর্‌বো অচিরায়॥
সেই যে সে দিন বনের মাঝে কাঠ কাটবার কালে।
কোথেকে এক দেবতা এসে আমায় গেছে বোলে॥
"রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়।"
আজ্ রক্ত উঠ্‌লো মুখে, ঢুক্‌লো বুকে ভয়॥

* নৌশেরার সৈনিক-পাদরী Rev. C. Swynnerton, M. R. A. S. সাহেবের "Folktales from the Upper Punjab" হইতে অনুবাদিত।

আর বেশী ক্ষণ নয়,গো ও বৌ! মিত্যু এলো এলো
ত্বরায় কোরে শ সাজা'তে শ্মশান-ঘাটে চলো॥"
এই-না বোলে বোকা তাঁতি ঘরের ভিতর ঢুকে।
চাটাই পেতে পোড়্লো শুঁয়ে বিষাদভরা মুখে॥
দেয়াল পানে পাশ ফিরিয়ে চক্ষু দুটো বুজে।
অনড় হোয়ে রইলো পড়ে মুখ্‌টো ঘাড়ে গুঁজে॥"

বোকা তাঁতির ভাব ভঙ্গি যেমন চোখে দেখা।
অম্নি বোকা তাঁতির বোয়ের লাগ্‌লো ভ্যাবাচ্যাকা॥
এমন সময় হঠাৎ সেথায় এলো জনেক লোক।
দেখ্‌লে চেয়ে তাঁতি-জায়া কোচ্চে বেজায় শোক॥
তাঁতি-বোয়ের মুখে শুনে তাঁতির ব্যাপারখানা।
তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলো, রৈলো কাপড় কেনা॥
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে চেয়ে পোড়ে আছে তাঁতি।
চক্ষু বোজা, মুখ্‌টো গোঁজা, কিন্তু নড়ে ছাতি॥
এই-না দেখে সেই লোক্‌টা বোল্লে তখন তা'রে।—
"ও ভাই তাঁতি! নড়্‌চে ছাতি,চক্ষু মিলে চা রে॥"
তাঁতি বলে,—"চাইতে নারি, হেরাহেরি প্রায়।
বৌকে আমার শ সাজা'তে বোল্‌গে অচিরায়॥"
লোক্‌টা বলে,—"না হয় জেলে আমিই দেবো শ।
তুই একবার হাঁ কর্ তো?" তাঁতি বলে,—"র॥"
এই-না বোলে বোকা তাঁতি মুখ্‌টো করে হাঁ।
লোক্‌টা বলে হেসে হেসে,—"রুচু-পোড়া খা!॥
আরে বোকা! রক্ত কোথা? এ যে রাঙা সুতো।"
এই-না বোলে উঠোয় তা'রে মেরে কনুই-গুঁতো॥
সন্না দিয়ে রাঙা সুতো কোল্লে টেনে বা'র।
সুতো দেখে বোকা তাঁতির লাগ্‌লো চমৎকার॥
"বাঁচ্‌নু, দাদা!" বোলে তাঁতি হাস্‌লো হি হি কোরে।
সত্যিপীরের সিন্নি দিলে দুদ্‌ বাতাসা ধোরে॥

২।—তিন তাঁতি।

তিন তাঁতিতে বাস কোত্তো একটা গ্রামের মাঝ।
তিন জনেতেই ভাই তাহারা,কোত্তো বোনার কাজ
এক দিন সে সবার বড় চোলে গেলো হাটে।
দুগ্ধবতী মোষ কিন্‌তে টাকা বেঁধে গাঁটে॥
মোষওলাকে টাকা দিয়ে দুগ্ধবতী মোষ।
কিনে নিয়ে ঘরে এলো, চিত্তে পরিতোষ॥

মেজো ভ্রাতা মোষটা দেখে তুষ্ট হোলো অতি।
মোটা সোঁটা শৃঙ্গ দু'টা, আর দুগ্ধবতী॥
এই-না দেখে মেজো বলে, "মোষটা,দাদা! ভাল।
নধর গতর, নাদুস্ নুদুস্, রঙ্‌টা চিকণ কালো॥
আমায় যদি দয়া কোরে কর ভাগীদার।
তবে আমার ভাগ্যি ভাল, বেশী কিবে আর?॥"
জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওলাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্‌নু কিনে মোষের হাটে গিয়ে॥
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওলাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে॥"

এই রকমে কয় দু'জনে ভাগাভাগির কথা।
এমন সময় সেথায় এলো সবার ছোট ভ্রাতা॥
জ্যেষ্ঠকে সে বোল্লে, "দাদা! আমিও করি আশা।
এই মোষটির অংশী হ'তে; মোষটি বড় খাসা॥"
জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওলাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্‌নু কিনে মোষের হাটে গিয়ে॥
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওলাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে থোকে॥"

মেজো ছোট দু'জন তখন চোলে গেলো হাটে
প্রত্যেকেতে বাইশ টাকা এঁটে বেঁধে গাঁটে॥
মোষওলাকে মেজো ছোট টাকা দিলে গুণে।
মোষ-ব্যাপারী আমোদ ভারী লাভ কোল্লে মনে॥
মুচ্‌কি হেসে মোষ-ব্যাপারী মনে মনে কয়।—
"লাভ কোন্‌নু তেহাই টাকা! বুড়ো মোষের জয়॥"

তা'র পরেতে তিন ভেয়েতে ঠিক্ কোল্লে সলা।
এক্ এক্ দিনে এক্ এক্ ভেয়ের দুদ্ দুইবার পালা
যে যা'র নিজের কেঁড়ে এনে দুদ্‌টো দু'য়ে নেবে।
পরের কেঁড়ের দুদ্ দুইতে অন্যে নাহি পা'বে॥
প্রথম দিনে বড়র পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুদ্‌টো দু'য়ে নিলে বড় বাঁট চারটে টেনে॥
দ্বিতীয় দিনে মেজোর পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুদ্‌টো দু'য়ে নিলে মেজো বাঁট চারটে টেনে॥
তা'র পরেতে তৃতীয় দিনে ছোটর পালা পড়ে।
দুদ্‌টো দোয়া শক্ত হোলো; নাইকো ছোটর কেঁড়ে

জ্যেষ্ঠকে সে বোল্লে তখন,—"উপায় করি কিবে।
দুদ্ দুইবার নেইকো কেঁড়ে, আকুল হোলুম
ভেবে॥"

ছোট ভেয়ের কথা শুনে বড় তখন কয়।—
"তাইতো, ভায়া! ব্যাপারখানা শক্ত সুনিশ্চয়॥
কেঁড়ে ছেড়ে দুদ্‌টো যদি দু'য়ে ফেল তুমি।
সব দুদ্‌টোই নষ্ট হ'বে, শুষে নেবে ভূমি॥
সেই জন্যে দিচ্চি আমি এক যুক্তি তোরে।
এই মোষটার দুদ্ দু'য়ে নে মুখ্‌টো নিজের জোরে॥"
"বেস্ যুক্তি বোল্লে, দাদা!" বোলেই ছোট ভাই।
বাঁটের কাছে মুখ্‌টো রেখে কোরেও নিলে তাই॥

এই রকমে দুদ্‌টো দু'য়ে ছোট গেলো ঘরে।
এমন সময় ছোটর জায়া বোল্লে'এসে তা'রে॥—
"অংশী হোলে মোষের তুমি বাইশ টাকা দিয়ে।
দুদ কিন্তু কেন তুমি আনুচো নাকো দু'য়ে?॥"
ছোট তখন বোল্লে তা'কে,—"ও বৌ! ক'ব কি।
নেইকো কেঁড়ে, কাজেই আমি মুখে দু'য়েচি॥"
এই-না শুনে অভিমানে পত্নী তখন কয়।—
"আমায় ছেড়ে একলা তোমার খাওয়া উচিত নয়॥
খুব কোরেচো,বেস্ কোরেচো, খাও গে তুমি ফের।
এক ছটাকো দিলে নাকো, নিজেই দু' তিন সের॥
কাজকি আমার হেথায় থাকা? বাপের বাড়ী যাই।"
এই বোলে সে রাগের ভরে কোল্লে কাজেও তাই॥

ছোট বোয়ের কাণ্ড দেখে তিন ভেয়েতে তবে
গাঁয়ের মোড়ল যেথায় ছিলো, সেথায় গেলো
ভেবে॥

বড় মেজো বোল্লে তা'কে—"মোড়ল মহাশয়!।
ছোট ভেয়ের বৌকে ফিরে আনাও যা'তে হয়॥"
মোড়ল বলে,—"ব্যাপারখানা আমায় বল আগে।
তা'র পরেতে আনাই তাকে ছোট ভেয়ের লেগে॥"
বড় মেজো তখন তা'রে সব বোল্লে খুলে।
ছোট ভেয়ের বৌকে মোড়ল ডাকিয়ে এনে দিলে॥
বিচার কোরে বোল্লে মোড়ল বৌকে তখন
ডেকে।—

"ওগো মেয়ে! শোন্ গো কথা কাণের কোণে
রেখে॥

তোর স্বোয়ামীর মতন তুইও পা'বি দুদের ভাগ।
পত্নী হোয়ে পতির প্রতি কোত্তে আছে রাগ?॥
তোর স্বোয়ামী সকাল বেলা দুদ্ দুইবে মুখে।
সন্ধ্যে বেলা তুই দুইবি নিজের মুখে সুখে॥"

এই-না শুনে ছোটভেয়ের বৌটো বলে
তা'রে।

"মিচ্চে কেন এমন কথা কয় নি তখন মোরে?॥
যা' হোক্, এখন গোল চুকলো; তা' ছাড়া ফের
মোর।

ঘুচে গেলো মাখন-তোলার পরিশ্রমের ঘোর॥"

সম্পূর্ণ।

অদ্ভুত গল্প।

রাজকুমারী সরলা।

অবন্তীপুরের রাজা মহেন্দ্রবিক্রম,
সাতটি সুন্দরী কন্যা আছিল তাঁহার।
সবার কনিষ্ঠা কন্যা, সকলের চেয়ে
রূপে গুণে মনোহরা। একাধারে যেন
লক্ষ্মী সরস্বতী আসি' বিরাজেন ভূমে।
নামেও সরলা কন্যা গুণেও সরলা।

একদা প্রভাতকালে অবন্তী-ঈশ্বর
সাতটি কন্যারে ডাকি' আপনার পাশে
কহিলেন,—"কন্যাগণ! কহ তো আমারে
সত্য করি' একে একে, আমারে তোমরা
কি প্রকার ভালবাস?"
অগ্রজা তনয়া
কহিল,—"তোমারে, পিতা! চিনির সমান
সদা ভালবাসি আমি, কহি সত্য কথা।"
এইরূপে ছয় কন্যা কহিল রাজারে।
শুনিয়া ভূপতি হৈলা আনন্দিত অতি।
অবশেষে কহে' রাজা সরলারে ডাকি',—
"কহ, বৎসে! ভালবাস তুমি বা কেমন?"

সরলা কহিল,—"পিতা! কর গো শ্রবণ,
তোমারে লবণ সম ভালবাসি আমি।"
এ কথা শুনিয়া রাজা রুষ্ট হৈলা অতি,
বলিলা আরক্তনেত্রে,—"আরে লজ্জাহীনে!
সামান্য লবণ সম আমি তোর পাশে?"
এতেক কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে
অবিলম্বে চলি' গেলা। ডাকি' ভৃত্যগণে
কহিলা গোপনে,—"শুন, আমার বচন,
ডুলীতে তুলিয়া মোর কনিষ্ঠা সুতারে
নিবিড় অরণ্যমাঝে আইস রাখিয়া।"
রাজার আদেশ পেয়ে রাজভৃত্যগণ
সরলারে বস্ত্রাবৃত ডুলীতে তুলিয়া
লইয়া চলিল এক নিবিড় জঙ্গলে।
দূর—দূর—বহু দূর করিয়া গমন
অরণ্যে পশিয়া তা'রা নামাইল ডুলী।
তা' দেখি' সরলা কহে সশঙ্কিত চিতে,—
"রে বাহকগণ! মোরে কোথায় আনিলি?
পথ নাই—লোক নাই—ভবনাদি নাই,
কেবল নিবিড় বন দেখি যে চৌদিকে!"
কহিল অনেক ভৃত্য,—"শুন, রাজসুতে!
জল-পিপাসায় মোরা কাতর হইয়া
নামাইনু ডুলী হেথা। না ভাবিও মনে,—
এই ঘোর বনে তুমি র'বে একাকিনী।
ক্ষণকাল তিষ্ঠ হেথা ডুলীর ভিতরে।
দেখি, কোথা সরোবর। জলপান করি'
আবার আসিব হেথা। তখন তোমারে
লইয়া যাইব পুন নগর-মাঝারে।"
সরলা সরল মনে করিল বিশ্বাস।
রাজভৃত্যগণ গেল সে স্থান হইতে;
আর না ফিরিল তা'রা সরলার পাশে।
রাজকন্যা একাকিনী এক বৃক্ষতলে
ডুলীর ভিতরে থাকি' ভাবে ভীত মনে।
যে দিকে ভৃত্যেরা গেল, সেই দিকে চাহি'
অপেক্ষা করিয়া বালা রহিল একেলা।
ক্রমে ক্রমে দিন গেল; সন্ধ্যা উপনীত,
তথাপি ভৃত্যেরা নাহি আইল ফিরিয়া।
সন্ধ্যার ঘোরাল মূর্ত্তি দরশন করি'

সরলা শিহরি' উঠি' লাগিল কাঁদিতে।
কেঁদে কেঁদে বলে বালা,—"এখনি আমারে
ব্যাঘ্র আদি বন্য পশু খাইয়া ফেলিবে।
হায় হায়, কিবা করি! কোথায় বা যাই!
এ বনে জীবন-আশা আর মোর নাই!"
এরূপে সরলা বালা আকুল অন্তরে
ডুলীর ঢাকনী ঢাকি' কেঁদে কেঁদে ভাবে।
ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে হইল রজনী।
ক্রমশ আঁধারস্তর জমিল কাননে।
হতাশ অন্তরে কন্যা ভাবিতে ভাবিতে
ঘুমা'য়ে পড়িল লুটি' ডুলীর ভিতরে।
মুহূর্ত্ত পরেই পুনঃ জাগিয়া উঠিল;
দেখিল ডুলীর মধ্যে একখানি থালে
ভোজ্য বস্তু কতগুলি আছে থরে থরে,
একটি ঘটীর মধ্যে সুশীতল জল।
বুঝিতে নারিল বালা এ অদ্ভুত খেলা।
কিন্তু ভগবান্ তাঁ'রে এই খাদ্য জল
দিয়াছিলা পাঠাইয়া ঘুমন্ত সময়।
সেই খাদ্য জলে বালা ক্ষুধা তৃষা নাশি'
জুড়াইল মনপ্রাণ। ভাবিল অন্তরে,—
"এমন মধুর খাদ্য এ বিজন বনে
অন্নদাতা হরিবই কেবা দিতে পারে?"
নিদ্রা জাগরণে ক্রমে পোহা'ল রজনী,
পূর্ব্ব দিকে জাগিলেন দেব দিনমণি।
প্রভাত-আলোক হেরি' সরলা তখন
ডুলী ফেলি' গেল চলি'। ক্রমে ক্রমে বালা
নিবিড় অরণ্যমাঝে করিল প্রবেশ।
সহসা এমন কালে সেই বনমাঝে
হেরিল প্রাসাদ এক অতি মনোহর।
সে প্রাসাদ সরলার জনকের নহে,
অন্য এক ভূপতির অধিকৃত তাহা।
প্রাসাদের দ্বারদেশ আবদ্ধ আছিল।
সরলা সে দ্বার খুলি' পশিল ভিতরে;
প্রাসাদের চারি ধার করি' দরশন
ভাবিল সরলা মনে,—"আহা, কি সুন্দর
এই অট্টালিকা! আহা, উদ্যান, সরসী
কিবা মনোহর! হেন হেরি নাই কভু!"
নানাবিধ দ্রব্য ছিল সে প্রাসাদমাঝে,
সমস্ত দ্রব্যই বহুমূল্য অতি চারু।
কিন্তু কোন ভৃত্য কিম্বা অন্য কোন লোক
দেখিবারে না পাইল সরলা সেথায়।
প্রাসাদভিতরে বালা প্রবেশ করিয়া
প্রত্যেক গৃহের মাঝে করিল গমন।
ক্রমে ক্রমে কৌতূহল বাড়িল তাহার।
অনন্তর এক গৃহে গিয়া নিরখিল
মধ্যাহ্ন-ভোজন-দ্রব্য র'য়েছে সজ্জিত;
কিন্তু খাইবার লোক নাহিকো সেথায়।
অবশেষে অন্য এক গৃহের ভিতরে
পশিয়া দেখিল বালা সুবর্ণের খাট;
এক জন রাজপুত্র সে খাটে ঘুমায়।
রাজার পুত্রের দেহ শালে আচ্ছাদিত।
সরলা সে শালখানি উত্তোলন করি'
দেখিল, সুন্দর মূর্ত্তি সে রাজসুতের।
কিন্তু সেই রাজপুত্র নহেক জীবিত!
সমস্ত শরীর তাঁ'র বিদ্ধ সূচীজালে।
তখন রাজার কন্যা সরলা সুন্দরী
বসিল সে খাটপাশে বিষাদিত মনে।
সাত দিন দিবানিশি উপবাসে থাকি'
তৃষা নিদ্রা পরিহরি' লাগিল তুলিতে
সেই তীক্ষ্ণ সূচীরাশি, এক এক করি'
মৃত রাজকুমারের বর বপু হ'তে।

হেন কালে এক ব্যক্তি আইল সেথায়
একটি বালিকা ল'য়ে আপনার সনে।
কহিল সে আগন্তুক ধীরে সরলারে,—
'ওগো! তুমি এ কন্যারে ক্রয় কি করিবে?
ইহারে বেচিতে আমি করেছি বাসনা।"
সরলা কহিল,—"টাকা নাহি মোর পাশে,
কি দিয়া কিনিব আমি তব বালিকারে?
দু'গাছি হীরার বালা আছে মোর হাতে,
ইহা ল'য়ে বেচ যদি এই কন্যাটিরে,
তবে তো কিনিতে পারি।

বালিকাবিক্রেতা
কহিল তখন,—"ভাল, তাহাই হউক।
দাও বালা, লও বালা, চলি' যাই আমি।"
সরলা দু'গাছি বালা দিয়া তা'র করে
সে বালারে ক্রয় করি' রাখিল নিকটে।
বালিকাবিক্রেতা পেয়ে হীরকের বালা,
সে স্থান হইতে ত্বরা করিল প্রস্থান।
সরলা ভাবিল মনে,—"হরির কৃপায়
সঙ্গিনী পাইনু আমি এ বিজন স্থানে।"
সারাদিন সারানিশি বসি' একাসনে
রাজার দুহিতা তুলে তীক্ষ্ণ সূচী যত।
ক্রীত কন্যা অন্য কাজে হইল ব্যাপৃত।
রাজপুত্রী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহে
রাজপুত্র-দেহ হ'তে এক এক করি'
তুলিল সমস্ত সূচী সুকোমল করে।
অবশিষ্ট রৈল শুধু সেই সূচীগুলি,
যেগুলি আছিল বিদ্ধ যুবার নয়নে।
তখন রাজার কন্যা নিকটে ডাকিয়া
দাস-তনয়ারে কহে,—"শুন মোর কথা,
ক্রমশ একুশ দিন স্নান করি নাই।
স্নানের যোগাড় মোর করহ অচিরে।
যতক্ষণ স্নান মোর শেষ নাহি হয়,
ততক্ষণ রাজপুত্র-পাশে রহ তুমি।
কিন্তু সাবধান, অঙ্গে নাহি দিও হাত,
না তুলিও সূচীগুলি নয়ন হইতে।
স্নানপরে নেত্র-সূচী আমিই তুলিব।"
রাজকন্যা-মুখে শুনি' এ হেন বচন,
দাসকন্যা বলে,—"দেবি! যা' বলিলে তুমি,
অবশ্য পালিব তাহা, না তুলিব সূচী।"
এতেক কহিয়া কন্যা স্নান-আয়োজন
করি' দিল স্নান-গৃহে করিয়া গমন।
রাজকন্যা খাট ছাড়ি' স্নান করিবারে
গমন করিল ত্বরা। দাসকন্যা হেথা
বসিয়া রহিল খাটে রাজপুত্র-পাশে।
কিন্তু সেই দুষ্ট কন্যা অঙ্গীকার ভাঙি'
নেত্রবিদ্ধ সূচীগুলি তুলিয়া ফেলিল।

যেমন চক্ষের সূচী হৈল উত্তোলিত,
অমনি রাজার পুত্র মেলিল নয়ন।
যেমন মেলিল চক্ষু, অমনি সম্মুখে
দেখিতে পাইল দাসকন্যারে নয়নে।
খট্টা'পরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল,
কহিল প্রফুল্ল মনে দাস-তনয়ারে,—
"কে মোরে করিল সুস্থ? কেবা সূচীরাশি
শরীর হইতে মোর করিল বাহির?"
দাসকন্যা বলে,—"আমি করিনু বাহির।"
হেন শুনি' রাজপুত্র কৃতজ্ঞ অন্তরে
শত শত ধন্যবাদ অর্পিল তাহারে।
তা' ছাড়া কহিল,—"শুন, হে হিতকারিণি!
তুমি মোর পত্নী হ'বে কৈনু অঙ্গীকার।"
এ দিকে করিয়া স্নান রাজার কুমারী
নব বাসে অঙ্গ ঢাকি' রাজপুত্র-পাশে
পুনর্ব্বার উপনীত হইল অচিরে।
মনে জাগে অক্ষিসূচী খুলিবার আশা।
কিন্তু, হায়, সে আশায় সাধিয়াছে বাদ
মিথ্যাবাদী দাসকন্যা প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া।
গৃহের দুয়ারে পশি' রাজার কুমারী
দেখিল, রাজার পুত্র দাসকন্যা সনে
বাক্যালাপ করিতেছে বসিয়া খট্টায়।
এ দৃশ্য দেখিয়া যেন শত বজ্রপাত
হৈল রাজপুত্রী-শিরে! অনন্ত বিষাদ
ঢাকিল অন্তর তা'র! শুকাইল মুখ!
কিন্তু কোন কথা মুখে না ফুটিল তা'র।
নীরব নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়া'য়ে রহিল।
পার্শ্বে উপবিষ্টা দাসকন্যারে তখন
রাজপুত্র কহে,—"কহ, কে এই বালিকা?"
দাসকন্যা কহে হাসি',—"এ আমার দাসী।"
অমনি তখন হ'তে রাজার কুমারী
কিঙ্করী হইল! এ কি বিধি-বিড়ম্বনা!
আর সেই ক্ষণে সেই দাসের কুমারী
রাজার কুমারে কৈল বিবাহ হরিষে!
এও বিধি-বিড়ম্বনা নিশ্চয় নিশ্চয়!
বিবাহের দিন হ'তে প্রত্যেক দিনেতে

রাজপুত্র মনে মনে লাগিল বলিতে,—
"এমন সুন্দরী বালা দাসের কুমারী?
আমার পত্নীর চেয়ে এ যে মনোহরা!।"
এক দিন রাজপুত্র ভাবিলেন মনে
অন্য দেশে যাইবেন সমীর-সেবনে।
জাল-রাজকুমারীরে—যেটা পত্নী তাঁ'র—
ডাকিয়া কহিলা,—"আমি বায়ু সেবিবারে
অপর রাজ্যেতে যা'ব। বল, মোরে, প্রিয়ে!
আসিবার কালে আমি তোমার কারণ
কোন্ বস্তু আনিব হে? কিবা চাহ তুমি?"
সে কহিল,—"চাহি আমি বহুমূল্য শাড়ী,
হেম-রৌপ্য-অলঙ্কার রতন-মণ্ডিত।"
"ভাল ভাল, তাই হ'বে" বলি' রাজসুত
কহিল,—"ডাকহ তুমি দাসীরে তোমার।
কহ তা'রে, কোন্ দ্রব্যে জাগে তা'র আশা?
তা'রেও তা' আনি' দিব,—আনিতে উচিত।"
আসিল নিকটে তবে সত্য-রাজসুতা।
রাজা কহে,—"হের, আমি যা'ব অন্য দেশে
সমীর-সেবন-তরে। ফিরিবার কালে
কিবা সে আনিব আমি তোমার কারণ?"
বিষাদিনী রাজপুত্রী কহিল তখন,—
"মহারাজ! যদি তুমি অঙ্গীকার কর
আনিবারে সেই দ্রব্য, যাহা মাগি আমি,
তা' হ'লে বলিব, নহে বলিতে না চাই।"
রাজা বলে,—"বল তুমি, কোন ভয় নাই,
যা' তুমি কহিবে, তাহা অবশ্য আনিব।"
রাজকন্যা কহে,—"রাজা! এনো মোর তরে
ভানু-মণি পেটারিকা; অন্য নাহি চাই।"
ভানু-মণি পেটারিকা কি যে গুণ ধরে,
রাজকন্যা একাকিনী জানিতেন তাহা।
রাজা কিম্বা দাসকন্যা কিছুই তাহার
না জানিত, নামো তা'র শুনে নি কখন।
অনন্তর রাজা গেলা সমীর-সেবনে।
নানা স্থানে ভ্রমিলেন নিজ-ইচ্ছামত।
নানা অলঙ্কার শাড়ী করিলেন ক্রয়;
ভানু-মণি পেটারিকা কিন্তু না মিলিল।
কত স্থানে কত জনে করিলা জিজ্ঞাসা,
কেহই কিছুই তা'র নারিল বলিতে।
কাজে কাজে মহারাজ হইলা চিন্তিত
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-ভয়ে আকুল হইয়া।
মনে মনে বলিলেন,—"কিবা এবে করি,
কি ক'বে সে দাসবালা! উভয় সঙ্কট!"
প্রবাস-নিবাসে গিয়া ভাবিতে ভাবিতে
ক্লান্তিহেতু শয্যা'পরি পড়িলা ঘুমা'য়ে।
ঘুমঘোরে দেখিলেন অদ্ভুত স্বপন।
একটি অরণ্য তিনি হেরিলা স্বপনে।
সে বনে সন্ন্যাসী এক করেন নিবাস।
যখন নিদ্রিত হ'ন সে সন্ন্যাসী বনে,
দ্বাদশ বৎসর কাল গোঙাইয়া যায়।
আবার জাগেন যবে, তখন তাহার
দ্বাদশ বৎসর কাল গোঙাইয়া যায়।
এইরূপ পালাক্রমে নিদ্রা জাগরণ।
এখন নিদ্রার পালা। জাগিবার আর
বড় দেরি নাই, শুধু চতুর্দ্দশ দিন।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ বুঝিলেন মনে
সে সন্ন্যাসী ভানু-মণি পেটারিকা দিবে।
তিনি ছাড়া সাধ্য নাই অপর কাহার
দিতে সে অজ্ঞাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া।
অনন্তর নিদ্রাভঙ্গে চন্দ্ররশ্মি রাজা
কহিলেন সৈন্য আর কিঙ্করনিকরে,—
"তিষ্ঠ সবে এই ঠাঁই, যত ক্ষণ আমি
ফিরিয়া না আসি হেথা, না যাইও কোথা।
পুনর্ব্বার ফিরি' আমি তোমা' সবাকারে
ল'য়ে যা'ব নিজ রাজ্যে হরিষ অন্তরে।"
এতেক কহিয়া রাজা অশ্ব আরোহণে
যাত্রা কৈলা দুর্গা বলি' নিবিড় কাননে,
যে কানন নিরখিলা অদ্ভুত স্বপনে।
বরাবর গিয়া রাজা পশি' বনমাঝে
স্বপ্নের প্রত্যক্ষ ফল করিলা দর্শন,
সন্ন্যাসী নিদ্রিত আছে গভীর নিদ্রায়।
দেহের উপরে তাঁ'র, দীর্ঘকাল তরে
নিদ্রাহেতু জন্মিয়াছে গুল্মতৃণরাজি,

স্তরে স্তরে জমিয়াছে মৃত্তিকার স্তূপ।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ বসি' তাঁ'র পাশে
ক্রমাগত চৌদ্দ দিন বিশেষ যতনে
তৃণ গুল্ম মাটিরাশি কৈলা পরিষ্কার।
নির্ম্মল হইল দেহ পূর্ব্বের সমান।
চতুর্দ্দশ দিন পরে জাগিলা সন্ন্যাসী,
দেখিলা নিজের অঙ্গ অতি পরিষ্কৃত,
কাদা মাটি ঘাস গাছ দেহে কিছু নাই।
অতিশয় আনন্দিত হইয়া তখন
কহিলেন সম্বোধিয়া উপবিষ্ট ভূপে,—
"নরবর! দ্বাদশ বৎসর কাল আমি
পালাক্রমে নিদ্রা যাই, পালাক্রমে জাগি;
এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ আছিনু নিদ্রিত,
জাগিয়া নিরখি এবে শরীর আমার
অতিশয় পরিষ্কৃত; নিদ্রা যাইবার
সময়ে যেরূপ থাকে পরিষ্কৃত অতি।
যখন সুদীর্ঘ নিদ্রা হ'তে আমি জাগি,
তখন শরীর মোর পরিষ্কার করি
তৃণ গুল্ম কাদা মাটি দেহ হ'তে তুলি'।
কিন্তু এই বার আমি অতি পরিষ্কৃত,
মলামাটি অঙ্গ হ'তে না হ'ল তুলিতে।"
মহারাজ চন্দ্ররশ্মি ক্রমে সাত দিন
সন্ন্যাসীর সনে সেথা করিলা নিবাস।
নিয়ত শুশ্রূষা সেবা করিয়া যতনে,
নিয়ত আদেশ তাঁ'র করিয়া পালন
তুষিতে লাগিলা তাঁ'রে নিজে মহারাজ।
রাজার সেবায় যোগী তুষ্ট হ'য়ে অতি
কহিলেন সম্বোধিয়া,—"ওহে নরেশ্বর!
তুমি অতি সজ্জন সুধীর সেবাপর।
ভাল, রাজা! কহ মোরে, কিসের কারণ
এ নিবিড় বনে তুমি কৈলে আগমন?
জানি আমি তুমি, রাজা! ধনবান্ অতি;
আমার গোচরে তব কিসের কামনা?"
কহিলেন চন্দ্ররশ্মি,—"শুন, যোগিবর!
ভানু-মণি পেটারিকা মাগি তব পাশে,
তুমি বই আশা মোর নহিবে পূরণ।"
সন্তুষ্ট হইয়া যোগী কহিলেন তাঁ'রে,—
"মহারাজ! তব সম সচ্চরিত্র জনে
ভানু-মণি পেটারিকা অবশ্য অর্পিব।
এখানে অপেক্ষা তুমি কর কিছু কাল,
ভানু-মণি পেটারিকা আনিতে চলিনু।"
অনন্তর যোগিবর কিছু দূর গিয়া
একটা গভীর কূপে নামিলা অচিরে।
সে কূপের তলদেশে উপস্থিত হ'য়ে
একটি সুন্দর স্থান করিলা দর্শন।
সেই স্থানে আছে এক চারু অট্টালিকা;
এক লাল-পরী সেথা করে বসবাস।
সে পরীর দেহবর্ণ কিন্তু লাল নহে,
সুন্দর গউরবর্ণ অঙ্গশোভা তা'র।
কেন তবে লাল-পরী নামে সে বিখ্যাত?
পরিচ্ছদ, অট্টালিকা, সাজ-বস্ত্র সব
লালবর্ণ তা'র; তেঁই সে সুন্দরী পরী
লাল-পরী নামে খ্যাত পরীকুলমাঝে।
যোগীরে হেরিয়া পরী হৈল হরষিত;
কহিল,—"কি হেতু, প্রভু! আসিলে এখানে?"
যোগী কহে, "বৎসে! আমি তোমার গোচরে
ভানু-মণি পেটারিকা মাগিতে আইনু।"
পরী বলে,—"যথা আজ্ঞা, যোগিকুলপতি!
বাসনা তোমার আমি করিব পূরণ।"
এতেক কহিয়া পরী আনি' দিল তাঁ'রে
ভানু-মণি পেটারিকা হরিষ অন্তরে।
পেটারিকা-মাঝে সাজে সাতটি পুতুল,
সাতটিই ছোট ছোট, দেখিতে সুন্দর।
তা' ছাড়া একটি ছোট বাঁশী আছে তা'য়।
সন্ন্যাসীর মুখে পরী শুনেছিল সবি,
তেঁই সে কহিল,—"প্রভু! কর গো শ্রবণ,
যে নারী চেয়েছে এই অদ্ভুত পেটারী,
সে বই অপর কেহ নারিবে খুলিতে
এই পেটারীর তালা কভু কোন মতে।
রাজারে বলিয়া দিও, যেন সে রমণী
নির্জ্জনে একাকী রেতে এ পেটারী খুলে।"
এতেক বলিয়া পরী বলে অবশেষে

সন্ন্যাসীরে, যা' যা' ছিল পেটারীর মাঝে।
ধন্যবাদ করি' যোগী পরীরে তখন
ভানু-মণি পেটারিকা করিয়া গ্রহণ,
চন্দ্ররশ্মি ভূপ-পাশে করিলা গমন।
যোগীরে হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
ভানু-মণি পেটারিকা দিলা যোগী ভূপে।
বাসনার বস্তু পেয়ে তুষ্ট হৈলা রাজা,
কোটি কোটি ধন্যবাদ কহিলেন তাঁ'রে।
পরে যোগী কহিলেন,—"শুন, মহারাজ!
যা'রে তুমি দিবে এই বিচিত্র পেটারী,
সে বই অপরে ইহা খুলিতে নারিবে।"
এই মাত্র বলি' যোগী হইলা নীরব,
না বলিলা পেটারীর অন্য কোন কথা।
অনন্তর চন্দ্ররশ্মি পেটারিকা ল'য়ে
সৈন্য-ভৃত্যগণ-পাশে করিলা প্রস্থান।
তা'সবারে সঙ্গে নিয়া আপনার পুরে
হরষিত চিতে ত্বরা করিলা গমন।
যথাকালে নিজ পুরে করিলা প্রবেশ।
ডাকিলা পত্নীরে—জাল-রাজপুত্রী যেই—
দিলা তা'রে বেশ ভূষা, যা' তা'র প্রার্থিত।
তা'র পর ডাকিলেন দাসীরে নিকটে—
প্রকৃত রাজার পুত্রী সরলা সুন্দরী—
দিলা তাঁ'রে রাজা ভানু-মণি পেটারিকা।
বাসনার বস্তু পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রণিপাত কৈলা ভূপে সরলা সরলা।
অনন্তর ভানু-মণি পেটারিকা ল'য়ে
সেথা হ'তে গেলা চলি' আপনার গৃহে।
রাজার সম্মুখে কিম্বা ক্রীতা-বালা-পাশে
না খুলিলা পেটারিকা রাজার কুমারী।
পেটারী-রহস্য জানা আছিল তাঁহার,
তেঁই তিনি না খুলিলা অদ্ভুত পেটারী।
অনন্তর সুগভীর রজনী সময়ে
একেলা সরলা সেই পেটারিকা নিয়া
প্রবেশিলা বনমাঝে নির্ভীক অন্তরে।
খুলিয়া পেটারী সেথা রাজার কুমারী,
যেই ক্ষুদ্র বাঁশী ছিল তাহার ভিতরে,
সেই বাঁশী করে ধরি' নবর অধরে
আরোপিয়া বাজাইলা ধীরে সুমধুরে।
যেমন বাজিল বাঁশী, অমনি তখন
পেটারীর মধ্য হ'তে হইল বাহির
সপ্ত ক্ষুদ্র পুত্তলিকা মনোহর বেশে।
পেটারীর মধ্যে ছিল গালিচা, কেদারা,
তাম্বুর যোগাড়যন্ত্র। সপ্ত পুত্তলিকা
সে সব বাহির করি' অদ্ভুত কৌশলে
সাজাইল যথাযথ বৃহত আকারে।
তা'র পর তা'রা যত্নে রাজকুমারীরে
স্নান করাইয়া, অঙ্গে বেশ পরাইল,
নানাবিধ অলঙ্কার করিল অর্পণ,
কেশগুচ্ছ বাঁধি' তাহে ফুলগুচ্ছ দিল।
সরলা সুন্দরী হ'ল আরো গো সুন্দরী।
কিন্তু কি ভাবিয়া বালা, এত যতনেও
আনন্দিত না হইয়া, বরঞ্চ বিষাদে
লাগিল কাঁদিতে, চক্ষু লাগিল মুছিতে।
অনন্তর পুত্তলীরা তাম্বুর সম্মুখে
আনিয়া রাখিল এক সুচারু কেদারা।
সেই কেদারার'পরে রাজকুমারীরে
বসাইল তা'রা অতি যতন করিয়া।
এক পুত্তলিকা ল'য়ে একটি বাঁশরী
সুমধুর রবে কিবা বাজা'তে লাগিল।
বাকী পুত্তলিকাগণ আনন্দিত মনে
সরলার সম্মুখেতে লাগিল নাচিতে,
গাহিতে লাগিল কত সুধাভরা গান।
এততেও কিন্তু, হায়, তথাপি সরলা
আকুলি বিকুলি করি' লাগিল কাঁদিতে।
অবশেষ যামিনীর চতুর্থ প্রহরে
সরলারে কহিলেক এক পুত্তলিকা,—
"রাজকন্যে! কেন তুমি করি'ছ রোদন?"
সরলা কহিল,—"শুন, ওগো পুত্তলিকে!
চন্দ্ররশ্মি ভূপতির শরীর হইতে
একে একে সূচীগুলি তুলিলাম আমি,
কেবল চক্ষের সূচী কয়টি তুলিতে
বাকী ছিল মোর। কিন্তু স্নান করিবারে

গিয়াছিনু যবে আমি, সেই অবকাশে
আমার কিঙ্করী তাহা তুলিয়া ফেলিল।
সেই কিঙ্করীরে আমি হীরা-বালা দিয়া
কিনিয়াছিলাম এক লোকের নিকটে।
সে কিঙ্করী মিথ্যা-ভাবে ব'লেছে রাজারে,—
সেই তুলিয়াছে তাঁ'র দেহ নয়নের
সূচীরাশি, পাশে বসি' বিশেষ যতনে,
জীবন দিয়াছে তাঁ'রে এই সে উপায়ে।
তা' ছাড়া সে বলিয়াছে, আমি তা'র দাসী।
এরূপে সে বিপরীতে মিথ্যা কথা কহি'
আমারে ডুবা'য়ে দেছে বিষাদ-সাগরে।
মহারাজ চন্দ্ররশ্মি বুঝিতে না পারি'
হিতৈষিণী ভাবি' তা'রে করিলা বিবাহ।
ভাগ্যদোষে দাসী হৈনু আমি অভাগিনী।"

রাজকন্যা সরলার হেন বাণী শুনি'
বলিল সে পুত্তলিকা,—"ওগো রাজবালা!
কেঁদ না—কেঁদ না তুমি। তব শুভতরে
সমস্তই ক্রমে ক্রমে হ'বে সঙ্ঘটিত।"

ক্রমে উষা-সমাগম হইল তখন।
সরলা ত্বরিতে ধরি' অধরে সে বাঁশী
যেমন ছাড়িল শব্দ, অমনি তখনি
গালিচা, কেদারা, তাম্বু, সপ্ত পুত্তলিকা
ক্ষীণাকারে প্রবেশিল পেটারী-ভিতরে।
সরলা সে ক্ষুদ্র বাঁশী রাখি' তা'র মাঝে
আবদ্ধ করিয়া ডালা, আঁটিল পেটারী।
তা'র পর গেল চলি' রাজার প্রাসাদে।

অনন্তর পুনরায় রজনী সময়ে
সে বনে যাইয়া খুলি' সেই পেটারিকা
সেরূপ অদ্ভুত খেলা লাগিল খেলিতে।
এক জন কাঠুরিয়া এ হেন সময়
বাটীতে আসিতেছিল কাঠ কাটি' বনে।
অরণ্যে অসুখহেতু ঘুমাইয়াছিল,
তেঁই তা'র দেরি আজ ফিরিতে ভবনে।
দূর হ'তে বনমাঝে হেরি' এ ঘটনা
বিস্মিত হইল অতি দীন কাঠুরিয়া।
সে অদ্ভুত ঘটনাটি বিশেষ করিয়া
দেখিবারে কৌতূহল জাগিল তাহার।
এই হেতু কিছু দূরে এক বৃক্ষ'পরি
ধীরে ধীরে আরোহণ কৈল কাঠুরিয়া।
বিগত নিশায় যা' যা' ঘ'টেছিল বনে,
আজেরো নিশায় ঠিক্ হইল সেরূপ।
বিস্ময়ে আদ্যন্ত হেরি' কাঠুরে তখন
মনে মনে কত কি যে লাগিল ভাবিতে।

অনন্তর রাজপুত্রী সরলা সুন্দরী
পেটারিকা আঁটি' ভোরে ফিরিয়া চলিল।
কাঠুরেও অন্য পথে আপন ভবনে
প্রস্থান করিল নানা চিন্তা করি' মনে।

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই কাঠুরিয়া
চন্দ্ররশ্মি ভূপালের নিকটে আসিয়া,
নিশার অদ্ভুত কাণ্ড করিল প্রকাশ।
মহারাজ শুনি' তাহা হইলা বিস্মিত।
বলিলা তখন রাজা,—"ওরে কাঠুরিয়া!
যদি তুই সে ঘটনা পারিস্ দেখা'তে,
তবে তোরে দিব আমি নানা পুরস্কার।"
কাঠুরে বলিল,—"রাজা! অবশ্য দেখা'ব,
কৃপা করি' যাও যদি আমার সহিত
আজের নিশায় সেই নিবিড় কাননে।"
সম্মত হইলা রাজা তাহার বচনে।

অনন্তর নিশাকালে সরলা সুন্দরী
তাম্বু-মণি পেটারিকা ধরি' চারু করে
সেই বনে একাকিনী করিল গমন।
পূর্ব্বসম আরম্ভিল অদ্ভুত ঘটনা।
এ দিকে ভূপতি আর কাঠুরিয়া দোঁহে
গোপনে একটি বৃক্ষে আরোহণ করি'
সরলার সে অদ্ভুত সমস্ত ঘটনা
দেখিতে লাগিল। রাজা বিস্ময়ে মগন।
পুত্তলিকা পরী সনে যখন সরলা
কহিতে লাগিল কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তখন রাজার মনে উপজিল ব্যথা,
লজ্জিত হইলা তিনি আত্মনিন্দা করি'।
বুঝিতে পারিলা রাজা,—"সরলা সুন্দরী
যথার্থই রাজকন্যা মম হিতৈষিণী;

আর সেই পত্নী মোর অনৃতভাষিণী
সরলার ক্রীতদাসী ; রাজকন্যা নহে।
প্রবঞ্চনা করি' সেই অধমা রমণী
ভুলা'য়ে আমারে, মোর হইয়াছে রাণী।
যা'ই হৌক্, তা'রে আমি পরিত্যাগ করি'
রাজকন্যা সরলারে বিবাহ করিব।"
মনে মনে হেনরূপ করিয়া বিচার
কাঠুরেকে বলে রাজা,—"চল, কাঠুরিয়া!
এ স্থান হইতে এবে করি রে প্রস্থান ;
গৃহে গিয়া দিব তোরে নানা পুরস্কার।"
রাজা আর কাঠুরিয়া চলি' গেল দোঁহে,
সরলাও ভোরে ভোরে ফিরিল ভবনে।
অনন্তর প্রাতঃকালে চন্দ্ররশ্মি রায়
নিজে সরলার পাশে করিয়া গমন
কহিলেন সম্বোধিয়া,—"হে রাজকুমারি!
বুঝিতে না পারি' আমি মোহের ছলনে,
আহা, কত নিদারুণ যন্ত্রণা তোমারে
দিয়াছি হে! এবে মোরে ক্ষমা কর তুমি!
সাক্ষী ওই নভশ্চর দেব দিবাকর,
তুমিই হইবে মোর সহধরমিণী।"
রাজার বদনে শুনি' আশ্বাসের কথা,
অন্তরে আনন্দ, চক্ষে সরমের ভার
হইল সে সরলার। পূরিল বাসনা।
অনন্তর চন্দ্ররশ্মি সরলার মুখে
আদ্যোপান্ত পরিচয় লইয়া তাহার,
অবন্তীনগরে দিলা দূত পাঠাইয়া
সরলার পিতামাতা দোঁহার সমীপে
করে দিয়া শুভ-পরিণয়ের পত্রিকা।
অবন্তীনগরে দূত করিয়া গমন
মহেন্দ্রবিক্রম ভূপে প্রণিপাত করি'
শুভ-পরিণয়-পত্র করিল অর্পণ।
পত্র পড়ি' মহারাজ তুষ্ট হৈলা অতি,
সরলার জননীও হৈলা পুলকিত।
অনন্তর মহীপাল মহেন্দ্রবিক্রম
পত্নী, ছয় কন্যা আর দাসদাসীগণে
সঙ্গে করি' চলিলেন সরলার পাশে।
বহুদ্রব্য ল'য়ে চলে ভৃত্য শত শত।
যথাকালে পঁহুছিয়া মহেন্দ্রবিক্রম
চন্দ্ররশ্মি ভূপ-করে সরলা কন্যারে
শাস্ত্রমতে করিলেন সুখে সম্প্রদান।
রাজপুরে পড়ি' গেল আনন্দের রোল।
পিতা মাতা ভগ্নীগণে বহু দিন পরে
দেখিতে পাইয়া চক্ষে সরলা সুন্দরী
কি যে আনন্দিত হ'ল, কে পারে বর্ণিতে?
অনন্তর পরদিনে আপনি সরলা
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন
পিতারে খাইতে দিল। কিন্তু ব্যঞ্জনেতে
লবণের পরিবর্ত্তে দিল চিনি ঢালি'।
ভোজনে বসিয়া তবে মহেন্দ্রবিক্রম
একটি একটি করি' পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
লাগিলা বদনে দিতে। কিন্তু কিছুতেই
তৃপ্তি না লভিলা মনে ; জঠর-অনল
না নিভিল। তাহা দেখি' সরলা সরলা
লবণমিশ্রিত নানা ব্যঞ্জন আনিল।
সে ব্যঞ্জন অন্ন-সনে ভক্ষণ করিয়া
তৃপ্ত হৈলা তবে রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।
সরলা তখন যুড়ি' চারু ভুজ দু'টি
কহিল পিতারে,—"পিতা! অগ্রের ব্যঞ্জন
কেন না রুচিল তব ক্ষুধারো সময়?
কিন্তু, পিতা! শেষের ব্যঞ্জনে কেন তুমি
তুষ্ট হৈলে—তৃপ্ত হৈলে, কহ তা' আমারে?'
মহেন্দ্রবিক্রম বলে,—"পূর্ব্বের ব্যঞ্জন
চিনিতে মিশ্রিত, তেঁই ভাল না লাগিল।
শেষের ব্যঞ্জন কিন্তু লবণ-মিশ্রিত,
এই সে কারণে অতি সুমিষ্ট হ'রেছে।"
সরলা তখন বলে,—"পিতা গো আমার
তেঁই সে বলিয়াছিনু, তোমারে লবণ-
সমান সতত অতি ভালবাসি আমি।
কিন্তু তুমি লবণেরে তুচ্ছ বস্তু ভাবি'
বিসর্জ্জন দিলে মোরে নিবিড় কাননে।
শুন, পিতা! পুন বলি, আমি চিরকাল
লবণ-সমান ভালবাসিব তোমারে।"

কনিষ্ঠা কন্যার বাক্য করিয়া শ্রবণ
লজ্জিত হইলা রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।
কহিলেন,—"মা আমার! ভুলে যা সে কথা,
বুঝিতে পারি নি, তেঁই করেছি অন্যায়।
তুই মোর সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিময়ী সুতা
বুঝিতে পারিনু আজ। স্বামীর সহিত
চিরকাল সুখে থাক্ দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
এই আশীর্ব্বাদ করি অকপট মনে।"

অনন্তর কন্যা আর জামাতারে রাখি
মহেন্দ্রবিক্রম রাজা নিজ জন সনে
ফিরি' গেলা নিজ পুরী অবন্তীনগরে।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ সরলা বালারে
পাটরাণী করিলেন। সেই ক্রীতদাসী,
যেই ক্রীতদাসী পুন সেই ক্রীতদাসী।

সম্পূর্ণ।

সাময়িক কবিতা।

১

আবার ছাব্বিশে।

বাঙ্গালী ইংরেজী মাসে প'ড়েছে তফাত্।
ছাব্বিশে তারিখে কিন্তু সম সূত্রপাত ॥
আবার ঢাকিল ঢাকা অনন্ত রাবিশে।
তাই আমি বলিতেছি 'আবার ছাব্বিশে' ॥
কুরুক্ষেত্র যোগ, ভাই! আর কিছু নয়।
ছাব্বিশে ছাব্বিশে যোগ, তুর্ণডের ভয় ॥
সে ছাব্বিশে এ ঢাকার যে দশা ঘটিল।
এ ছাব্বিশে সেই দশা ফুটিয়া উঠিল ॥
সে ছাব্বিশে দেহ গেছে, এ ছাব্বিশে প্রাণ।
ঢাকা বুড়ী মরিল রে! তুর্ণডের টান !!!

তুর্ণড হে, এই কি বিচার,
মরারে মারিলে পুনর্ব্বার?
সে ছাব্বিশে নিরাকারে, গুঁড়াইলে ঢাকাটারে
উড়াইলে ঢাকাটারে সাকারে এ বার।
বুঝিতে লীলার মর্ম্ম নারিনু তোমার ॥
কি যে হে তোমার ধর্ম্ম, কি যে হে তোমার কর্ম্ম,
কি যে হে তোমার মর্ম্ম, বুঝে সাধ্য কা'র?
তোমার ধারের কাছে হারে ক্ষুর-ধার ॥
সাবাস্ তোমার জেদ, মনে মুখে তব ভেদ,
হিন্দু মুসলমানে ভেদ ঘটা'লে ঢাকায়।
পিশিলে মনের মিল চাতুরী-চাকায় ॥

একে ঘোর দলাদলি ঢাকারে দলি'ছে।
নিরন্তর অগ্নি-জ্বালা অন্তরে জ্বলি'ছে ॥
ঘৃতাহুতি দিলে তা'য়, দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়,
কি গুণ করিলে তুমি, ওহে গুণমণি!
আগুনে পুড়া'য়ে দিলে মিলন-বন্ধনী ॥

বিকৃতির প্রিয় তুমি, অপ্রিয় মূরতি!
'DACCA'=ধাক্কা, নামে ঢাকা তোমার যুকতি ॥
তাই কি হে ধাক্কা দিয়ে, ঢাকার ভাঙ্গিলে হিয়ে,
অন্তরে বাহিরে এর করিলে দুর্গতি।
তুলসীর পত্ররূপে তুমি হে বিচ্ছুতি ॥
দফা দফা ঋণ কোরে, তোমার সেবার তরে,
দফা রফা হ'য়ে গেল এবার ঢাকার।
দফা ঋণে ফাঁপা হ'ল ঢাকার ভাণ্ডার ॥

আর না, আর না, প্রভু! দোহাই দোহাই।
যেথা হ'তে এলে তুমি, যাও সেই ঠাঁই ॥
আমিও আবার ফিরি, ঢাকা হ'তে ধীরি ধীরি,
যদ্যপি ঢাকায় আমি আসি হে আবার।
দেখিতে না পাই যেন ব্যাপার তোমার ॥
ঢাকেশ্বরী জননীরে, পূজা দিব নত শিরে,
যে দিন যাইবে তুমি সাগরের পার।
তুর্ণড হে তূর্ণ ফেরো, দোহাই তোমার ॥

ঢাকা।
২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

২

বাঘের মুখে মেঘ।

"সুখ্ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল" বড্ড পাকা কথা।
এই কথা সে বুঝবে ভাল, যা'র লেগেছে ব্যথা ॥
লোক দেখানো রঙ মাখানো ধ্বজায় কি আর হবে?
তেলের আলো জ্বাললে কি আর মনের আঁধার যাবে?
ভিতর ভাঙ্গা বাইরে রাঙ্গা জাঁকজমকে আর।
মন মজে না, বাইরে মোজে নাইকো মজায় সার ॥

সবাই মিলে রাশি রাশি ঢাল্‌ছে টাকার কাঁড়ি।
রাত পোহা'লে ফাঁকা হ'য়ে, প'ড়্‌বে ঘোড়া দাঁড়ি॥
গোটা কয়েক মোটা-পেটা সাগর-পেরো লোকে।
ঘুরিয়ে মেলে কিলে কিলে্ লাগিয়ে ঠুলি চোখে॥
তা'দের কুহক-কলের চাকায় প্রাণটা পিশে গেলো।
গরীব ধনী ঘোর যাতনায় ছট্‌ফটিয়ে মোলো॥
জোর ক'রে হায়, চাঁদা নিয়ে সাধ্‌ছে মনের সাধ।
মিষ্টি কথায় তুষ্ট কোরে বাঁধ্‌ছে বালির বাঁধ॥
যা' খুসী তা'ই কোচ্চে তা'রা কর্ত্তা কোরে খাড়া।
প্রাণ মান ধন সব যে গেলো, এম্নি কপাল পোড়া॥
বুকের মাঝে আগুন জেলে মন মিলুতে চায়।
ভুলিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে শিকুলি বাঁধে পায়॥
ছুঁচটী হোয়ে ঢুকে, বেরোয় ফালটা হোয়ে শেষে।
কা'রা এরা কোয়ে সারা মুখোসপরা বেশে?॥
আর সহে না আর সহে না, দোহাই ভগবান্।
বাঘের মুখে আর দিও না ক্ষুদ্র মেষের প্রাণ॥

ঢাকা।
২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

৩

বড় সুখে রেখে গেলে।

বড় সুখে রেখে গেলে, মনে গাঁথা র'বে।
কি জাগ্রত, কি স্বপনে
জেগে তুমি র'বে মনে,
জপমালা সম জিহ্বা তব নাম ল'বে॥
ব্যঞ্জন খা'বার কালে,
নুনশূন্য ঝোলে ঝালে,
আলুনির স্বাদে, প্রভু! তুমি দেখা দিবে।
পেট্রোলিয়ম করে,
আলো না জ্বলিবে ঘরে;
আঁধারে ভারতবাসী তোমারে ভজিবে॥
ইনকম্‌ ট্যাক্সের সুখে,
তোমারে তুলিয়া বুকে,
নাচিবে ভারতবাসী দিবস রজনী।
ভাল সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি!

তিব্বতে সিকিম শৈলে,
বড়ই বাহবা নৈলে,
কৃষ্ণ শৈলে কৈলে ভাল বীরত্ব ঘোষণা।
ব্রহ্মের থিবরে ধোরে
রাখিলে ভারতে পূরে,
রাজারে রাজার পূজা! কে বলে লাঞ্ছনা?॥
রেওয়ার রাজার রাণী,
হইয়ে আকুল প্রাণী,
শুনিতে তোমার বাণী এলো ইষ্টেশনে।
সান্ত্বনা করিবে তুমি, এই আশা মনে॥
কিন্তু তুমি ঘুমাইলে,
রাণীরে না দেখা দিলে,
ধন্য তব লীলা খেলা, ওহে লীলাময়!
জগত্‌ ভরিয়া তব উঠিয়াছে জয়॥
পুর বন্দরের কথা
চিরকাল র'বে গাঁথা,
তোমার শাসনপ্রথা—রহস্যের খনি।
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি!

কি করিতে এসেছিলে,
কি করিয়ে ফিরে গেলে,
আঁধার নাশিতে এসে বাড়া'লে আঁধার।
ভাঙ্গারে যুড়িতে এসে কৈলে চুরমার!
আমাদের ভাগ্যলেখা,
তাই তব সঙ্গে দেখা,
তোমার দয়ার রেখা কভু না মুছিবে।
যাবৎ তপন শশী, তাবৎ রহিবে॥
যত দিন র'বে প্রাণ,
গাহিব তোমার গান,
জপিব তোমার জপ দিবস রজনী।
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি!॥

ঢাকা।
২৮এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গভূষণ।*

(বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী
চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

———

"————I will tell you now
What never yet was heard in tale or song,
From old or modern bard, in hall or bower."
MILTON.

"————it pursues
Things unattemped yet in * * * rhyme."
MILTON.

———

পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলঙ্কার-বাগীশ। †

স্বর্ণকার মনোহর গঠিয়া ভূষণ
(শিল্পতার পরিচয়) শরীর সাজায়
যেমতি, নিরখি তাহা জুড়ায় নয়ন,
হর্ষে স্বর্ণকার-গুণ সকলেই গায়;
তেমতি, গো বিশ্বনাথ! এ বিশ্ব-মাঝারে
সংস্কৃত সাহিত্যের চারু অলঙ্কার—
অতুলিত—গঠি' তুমি পূজ্য সবাকার,
বুধকুল নিরবধি ঘুষি'ছে তোমারে।
ধন্য তুমি, ধন্য তব বুদ্ধি অতুলন!
মূল্যহীন অলঙ্কার গৌড়জন-করে
অরপিলে, মহাদাতা, সুখ্যাতি-ভাজন
নরকুল মাঝে তুমি! সুদীননিকরে
ভূপ যথা হেম-ভূষা করি' বিতরণ,
অক্ষয় সুযশ সহ সসুখে বিহরে।

—

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ‡

সুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর
সুধামাখা কর দানে ধরারে হাসায়;
তেমতি, ভারতচন্দ্র! ভারতভিতর,
বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায়
পূর্ণিমার চন্দ্র-সম কাব্য-কর সনে
সুধা বরষিলে যত বঙ্গ-জনগণে।
বঙ্গ-কবি-চূড়া তুমি বঙ্গের হৃদয়ে;
সর-নীর-সুশোভিত পদ্মিনী মতন,
কিম্বা দীপ-শিখা সম আঁধার আলয়ে
রাখি' গেলে, কবি, কাব্য-কীর্ত্তি সুরতন!

* এই পুস্তকখানি ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে লক্ষ্ণৌ নগরে লিখিত হইয়াছিল।

† ইনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত "সাহিত্য-দর্পণ" নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণেতা।

‡ ইনি বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র। ইনি পারসিক, সংস্কৃত, উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন। ইনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোর পঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন ইঁহার কবিতা কাব্যপ্রিয়গণের উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ইনি রাজকবি ছিলেন এবং তিনি ইঁহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। জ, ব, শং ১৬৩৪। মৃ, ব, শং, ১৬৮২।

শুভক্ষণে লেখনীরে ধরেছিলে করে,
যে লেখনী সুধা-ধারে মানব সকলে
ভিজাইল চির তরে, যথা হিম-জলে
প্রকৃতি ভিজায় সদা তরু পরিকরে।

ভিষগ্বর মাধব কর। *

আয়ুর্ব্বেদ হ'তে বাছি' রচিলে 'নিদান',
সংক্ষেপে শিখা'তে যত বঙ্গ-কবিরাজে
আময়-লক্ষণচয়; তোমার সমান
অপূর্ব্ব হিতাশী এই বঙ্গ-ভূমি-মাঝে
নাহি মিলে তপাসিলে, বৈদ্য-কুল-ধন!
আর কি পাইব গুণী তোমার মতন?
পোতারোহী দরিদ্রের ভিক্ষা-উপার্জ্জিত
রতন পড়িলে যথা তটিনী-সলিলে,
কোথায় তলিয়া যায়, আর কি তা' মিলে?
হাহাকারে কাঁদে দীন ব্যাকুলিত চিত;
তেমতি কালের গর্ভে তোমা হেন ধনে
হারা'য়ে বাঙ্গালা কাঁদে শোকে দিবা রাতি;
আর কি তোমারে বঙ্গ হেরিবে নয়নে?
সে আশে দিয়াছে কাঁটা শমন অরাতি!

ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত। †

কি দিয়া তোমার ঋণ, হে মধুসূদন,
শুধিবে এ বঙ্গবাসী! যে হিত করিলে
ইংরাজি চিকিৎসা শিখি', এ বঙ্গে যখন
বাঙ্গালী করিত ঘৃণা এ নাম শুনিলে।
কিন্তু তুমি সে ঘৃণারে ঘৃণা করি পুন,
সাহসে করিয়া ভর অস্ত্র করি' করে
ছেদিলে শবের দেহ; ঘুষিল দ্বিগুণ
তোমারে ইংরাজ জাতি প্রফুল্ল অন্তরে।
এই যে এখন দেখি অসংখ্য ডাক্তার,
তা' সবার তুমি আদি, তুমিই দেখা'লে
ধরম লাভের পথ, তুমিই শিখা'লে
প্রাণ-দান-বিদ্যা করি' বঙ্গ-উপকার।
শুক্র তারা দীপ্ত যথা তারাদল-মাঝে,
তেমতি তুমিও খ্যাত ডাক্তার-সমাজে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ‡

কবিরাজ-কুল-ফুল, ওহে কবিবর!
হাস্য রস কবিতায় তোমার সোসর
নাহি দেখি আর কা'রে; তোমার মতন
কবিতা-মরন্দ দানে তুষিবে কে আর
পিপাসিত বাঙ্গালারে? ভিজা'বে শ্রবণ
দ্বি-অর্থ কবিতা-বারি কে করি' আসার?
গুপ্ত হ'য়ে, গুপ্ত! তুমি আজো গুপ্ত নও,
গুণের প্রভাবে ব্যাপ্ত আছ দেশময়;
কবিতা-সুরভি দানে অদৃশ্যেতে রও,
ফুল বাস ছড়াইয়া বায়ু যথা বয়।

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁর পিতার নাম ইন্দ্র কর। যবন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে নিদান, দ্রব্যগুণচন্দ্রিকা, রসকৌমুদী, রসদীপিকা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। নিদান সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

† সর্ব্বপ্রথমে ইনিই ইংরাজি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালী মাত্রেই উক্ত চিকিৎসাকে ঘৃণা করিত। ইংরাজ ডাক্তারেরা ইহাঁকে প্রথমে ডাক্তার হইতে দেখিয়া ইংরাজি বাদ্যাদি দ্বারা ইহাঁর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিতে ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

‡ ইনি কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) গ্রামে হরিনারায়ণ গুপ্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ নাটক দুই খণ্ড, কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত, কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সংবাদপ্রভাকর ইহাঁ দ্বারাই প্রথমে প্রকাশিত হয়। জ, ব, বং ১২১৬। মৃ, ব, বং ১২৬৫, ১০ই মাঘ।

প্রভাকরে ঈশ্বরের নৈপুণ্য যেমন
বিরাজি'ছে উজলিয়া ভূতল, আকাশ ;
হে ঈশ্বর! তব প্রভাকরেও তেমন
তোমার চাতুরী-প্রভা হ'য়েছে প্রকাশ।

বাবু রামগোপাল ঘোষ।*

বাঙ্গালা রতনগর্ভা, যে গর্ব্বে তোমার
শুভজন্ম, তোমা হেন তনয় পাইয়া
বঙ্গভূমি বড় সুখী—আনন্দ অপার
ল'ভেছিল। সুবিশাল গগন ছাইয়া
উঠেছিল ধন্যবাদ ধ্বনি চারি পাশে ;
সঙ্গীত-লহরী যথা বায়ুযোগে ভাসে।
অসীম সাহস সনে দেশ-হিত-হেতু
বক্তৃতা-সমর ঘোর করিলে নির্ভয়ে,
তাই ত উড়িল তব সুযশের কেতু
ধন্য ধন্য রবে এই বাঙ্গালা-নিলয়ে।
প্রকৃত বাঙ্গালী তুমি প্রকৃত হিতাশী,
প্রকৃতি-প্রদত্ত তব প্রকৃত সাহস।
জ্ঞাত ছিলে স্বদেশের যত দুঃখরাশি,
সদাই রহিতে তাই হইয়া বিরস।

পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।†

শাস্ত্র-জলধির জলে নির্ভীক মানসে
ডুবিয়া লভিলে তা'র সুগভীর তলে
জ্ঞান-মুক্তাপরিকর মানসিক বলে,
তাই ত বিশদ রাগে এ বঙ্গ-সরসে
ভাসিল তোমার, বুধ, সুযশ-কমল
অমল, কোমল, পরিপূর্ণ পরিমল!
পণ্ডিত যেমন তুমি তেমতি আবার
শ্রুতিধর ছিলে, তাহা বঙ্গে কে না জানে?
যদি না বঙ্গের হ'বে কপাল অসার,
তবে কি বিরহে তব বাঁচে পোড়া প্রাণে?
অর্ক যথা খর করে ঝলসে সকলে,
তর্কপঞ্চানন! তুমি তর্কে গো তেমতি
সতর্ক হইয়া যত প্রতিবাদিদলে
জ্বালাইতে, পালাইত পদে করি' নতি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।‡

বঙ্গ-কবি-কুল-ধন, হে মধুসূদন!
নব মধু বরষিলে এ বঙ্গ-সমাজে
প্রকাশি' অমিত্রাক্ষর ছন্দ সুরতন,
সাজা'য়ে তাহারে চারু নব নব সাজে।
ছিল না বঙ্গেতে যাহা, গুণেতে তোমার
এ বঙ্গ লভিয়া তাহা মাতিল হরষে ;
দীন যথা করে পেলে গজ-মতি-হার
সন্তরে বিভোর হ'য়ে আনন্দ-সরসে।
তব সুলেখনী-মুখে বীর-রসময়
"মেঘনাদবধ কাব্য" হইল প্রসব ;

* ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। রামগোপাল বাবু ইংরাজি ভাষা উত্তম শিখিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির হিতার্থে টাউন-হল প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থলে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইঁহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। জ, ব, খৃঃ ১৮১২। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৬৮।

† ইনি ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত বিদ্যায় ইনি বিশিষ্টরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার স্মরণশক্তির বিষয় অতি আশ্চর্য্য ; ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা বুঝিতেন না বটে, কিন্তু যেরূপ শুনিতেন, অবিকল সেইরূপ শুনাইতেন।

‡ ইনি বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদি পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ক্রমান্বয়ে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন নাটক ; একেই বলে সভ্যতা? ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া প্রহসন ; তিলোত্তমা-সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মেঘনাদবধ কাব্য ; চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী এবং গদ্য হেক্টর-বধ প্রণয়ন করেন। ইনি যশোহর—সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। জ, ব, বং ১২৩৫। মৃ, ব, বং ১২৮০, ১৬ই আষাঢ়।

মৃগরাজ-বধূ বই কেশরী ভৈরব
শৃগালী হইতে কভু জনম কি লয় ?
তব গুণ-গুণে বঙ্গ আজীবন হেতু
আবদ্ধ রহিল তুলি' তব যশ-কেতু।

মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।*

যে কুলে জনম তব প্রসিদ্ধ সে কুল
এ বঙ্গে, হে নৃপমণি! মধুর আসব
হৃদয়ে যেমতি ধরে পারিজাত ফুল,
সে রাজ-কুলেতে তথা তোমার সম্ভব।
শশাঙ্কে যেমতি শোভে সুধা মনোহর,
অথবা কুসুমে যথা নিশার তুষার,
কিম্বা যথা সুতিলক ললাট-মাঝার,
তেমতি তোমার নাম পঞ্জিকা-উপর।
বাঙ্গালা পঞ্জিকা, ভূপ! তোমার আদেশে
জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ করিয়া প্রকাশ,
বঙ্গের পরম হিত সাধিল বিশেষে,
উঠিল তোমার খ্যাতি ভরিয়া আকাশ।
রাখিল তোমার নাম এ বাঙ্গালা দেশে
বাঙ্গালা পঞ্জিকা; নাম হ'বে না বিনাশ।

মহাত্মা লালাবাবু।†

অন্তর-প্রাসাদে, আহা, ঈশ্বর-প্রসাদ
নিহিত যখন হয়, আর কি তখন
ভাল লাগে ভোগ-সুখ, নশ্বর প্রাসাদ,
স্বপন-সমান ক্ষণকালস্থায়ী ধন ?
সকলি পড়িয়া রহে, অন্তর না চায়
পরশিতে সে সকলে; নয়ন না চায়
ফিরেও তা'দের পানে। নিরঞ্জন তুমি
এ সকল চেয়ে হয় সুখের তখন,
তাই, গো ধার্ম্মিক-মণি! গৃহ,ধন তুমি
পরিহরি' বৃন্দাবনে যাপিলে জীবন।
রাখিলে মহতী কীর্ত্তি সে সুখের ধামে,
প্রতিদিন কত দীন করি'ছে আহার;
রবিত হই'ছে দিক্ সদা তব নামে,
বঙ্গের তিলক তুমি পুণ্যের আধার।

কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার।‡

সুন্দর তোমার, কবি, লেখনী-নিঃসৃত
কবিতা-সুধার এই বাঙ্গালা ভবনে!
যাহা পাঠে পাঠকের কত ভাব মনে
উদিত হইয়া করে চিত্ত পুলকিত।
কবি-কুল-মাঝে তুমি গণনীয় হ'লে
বুধবর! বিরচিয়া "বাসবদত্তায়";
তোমার অপূর্ব্ব লেখা খ্যাত বাঙ্গালায়;
তোমার সুযশ গায় মানব সকলে।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ আনন্দ-সাগরে
সন্তরিল মুহুর্মুহু, হে তর্কালঙ্কার!

* ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র। ইনি নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বাঙ্গালা পঞ্জিকা ইহাঁরই আদেশে প্রকাশিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত ইহাঁর নাম বহন করিতেছে। যদিও ইনি জীবনের শেষাংশ স্বেচ্ছাচারিতায় নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ইনি বঙ্গদেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি। মৃ, ব, বং ১২৭৭, কার্ত্তিক।

† ইনি বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়ার রাজপরিবার ইহাঁর বংশোদ্ভব। কলিকাতা—জগন্নাথ-ঘাটে জগন্নাথ দেবতা ও তাঁহার মন্দির ইহাঁর স্থাপিত। ইনি জীবনের শেষাংশ বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। তথায় একটা অশ্বের পদাঘাতে ইহাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। বৃন্দাবনে ইহাঁর প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। তাহার দৈনিক ব্যয় এক শত পাঁচ মুদ্রা।

‡ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইনি জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। ইংরাজি ভাষাও বেস্ জানিতেন। বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিণী ও বালকগণের শিক্ষোপযোগী তিন ভাগ শিশুশিক্ষা ইহাঁর প্রণীত। ইনি পরিশেষে বহরমপুর জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন। জ, ব, বং ১২২২। মৃ, ব, বং ১২৬৪, ২৭এ ফাল্গুন।

চকোরী যেমতি পেলে পূর্ণ শশধরে,
অধরে ধরে না হাসি, আনন্দ অপার।
গত তুমি কিন্তু খ্যাতি এ বঙ্গ-ভিতরে
গীত হইতেছে তব শেষ নাহি যা'র।

—

পণ্ডিতবর বাসুদেব সর্ব্বভৌম।*

তাপস পরশুরাম শান্তনু-কুমারে
(জিতেন্দ্রিয়, বীর-চূড়া, যশস্বী, ধীমান্,)
প্রিয় শিষ্য-পদে বরি' করি' মন্ত্র দান
শিখাইলা রণ-বিদ্যা—বিখ্যাত সংসারে—
যেমতি ; পণ্ডিত-মণি ! তুমি গো তেমন,
শচী-সুত শ্রীচৈতন্যে প্রচুর যতনে
সংস্কৃত বিদ্যা-ধন করি' বিতরণ,
বঙ্গ-গুরু-গুরু হ'লে ধরণী-ভবনে !
উর্ব্বর ভূভাগে যবে পরিমিত জল
জলদ বিতরে, তবে জনমে তাহায়
যথেষ্ট ফসল, তথা তুমি অবিরল,
অতুলিত জ্ঞান-দান-সলিল-ধারায়
চৈতন্যের চিত-ক্ষেত্র—উর্ব্বর, বিমল,—
ভিজা'লে, ফলিল ধর্ম্ম-ফসল ইহায়।

—

কবিবর কাশীরাম দাস।†

কথকতা শুনি' শুধু কথকের মুখে,
বিরচিলে মহাকাব্য ভারত পুরাণ
বাঙ্গালা ভাষায় গাঁথি"; পড়ি' ভাসি সুখে,
হৃদি পুলকিত হয়, নেচে উঠে প্রাণ।
সাবাসি তোমারে, কবি ! বঙ্গে যে সময়
কবিতাবিহীন প্রভা আছিল নিশ্চয়,
জননী-গরভ ছাড়ি' সে সময়ে তুমি
কাব্য-রস-ভাণ্ড ল'য়ে বঙ্গে সমুদিলে,
সে রস অঞ্জলি ভরি' পিয়ি' বঙ্গভূমি
মুহুর্মুহুঃ সন্তরিল সুখের সলিলে।
প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণ তব কবিতায়
প্রপূরিত রহিয়াছে ; যথা অবিরল
সুরভি, আসব সহ প্রফুল্ল কমল
অন্তর মোহিত করি' রূপে শোভা পায়।

—

কবিবর দাশরথি রায়।‡

সরস পাঁচালী রচি' কবি-কুল-মাঝে
রাখিলে হে নাম তুমি, মৃত কবিবর !
তব কৃত গীত-ধারা বঙ্গীয় সমাজে
ঝরিতেছে, যথা ধারা ঢালে জলধর।

—

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি (কাণ ভট্ট) ইঁহার প্রসিদ্ধ
ছাত্রদ্বয়। বাসুদেব মিথিলায় গমন করিয়া তথায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তথাকার
পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে এবং ষোড়শ
শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

† বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যস্থিত কাঁটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সিঙ্গিগ্রামে
কমলাকান্ত দেবের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাম বঙ্গদেশে দাস উপাধিতে বিখ্যাত।
ইনি বঙ্গভাষায় বৃহৎ মহাভারত কাব্য প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। মূল মহাভারতের
সহিত ইঁহার মহাভারতের অনেক স্থানে মিলে না। ইনি কথকতা শুনিয়া বাঙ্গালা ভারত রচনা
করেন। ইঁহার রচিত মহাভারত পাঠে বোধ হয়, ইনি ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

‡ জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইঁহার পৈতৃক নিবাস।
ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলীর
নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ইনি একাদিক্রমে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী
লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও ইঁহার কবিতার অনেক স্থলে মিল দোষ এবং কোন কোন স্থলে অশ্লীলতা
দোষ দৃষ্ট হয়, তথাপি ইনি প্রশংসনীয় কবিদিগের মধ্যে এক জন গণনীয় কবি ছিলেন। ইঁহার কবিতার
অনেক স্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। জ, ব, খৃঃ ১৮০৪। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৫৭।

অনুপ্রাস আদি গুণ তব কবিতায়
শোভিতেছে, মন ভুলে, জুড়ায় শ্রবণ,
হরষ-সরসী-জলে দেহ ডুবে যায়,
শ্রোতাগণ শুনে হয় ভাবেতে মগন।
অশ্লীলতা দোষে বটে লেখনী তোমার
দূষিতা হ'য়েছে কিছু, যদিও সে দোষ
ধরে কেহ, কিন্তু লভে তখনি সন্তোষ
হেরি' তব সুকবিতা-ছটার বাহার।
দোষী হ'য়ে দোষী নও গুণের বিভায়,
খনিজাত খাদমাখা হীরা কে ফেলায়?

ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীচৈতন্যদেব।*

আঁধারে ধরণী-হৃদি যবে আবরিত
হইয়া নিবিড় ভাবে করে কালক্ষয়,
হইলে কিরণ-মালী গগনে উদিত,
আর কি সে তমোরাশি ধরাতলে রয়?
তেমতি, হে দ্বিজবর, রবিরূপে তুমি
বৈষ্ণব-ধরম-করে এই বাঙ্গালার
নাশিলে কৃত্রিম ধর্ম্ম ভীষণ আঁধার!
পবিত্র আলোকে পূর্ণ হ'ল বঙ্গভূমি।
জীবের শুভাশী হ'য়ে সহি' বহু ক্লেশ
স্থাপিলে মানব-চিত্তে পরম রতন,
সত্যালোক প্রচারিলে ভ্রমি' কত দেশ,
অবশেষে লীলাচলে ত্যজিলে জীবন।
আজিও তোমার মত চলি'ছে হেথায়,
আজিও তোমার নাম বৈষ্ণবেরা গায়!

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।†

শক্তি-ভক্তি-রসাত্মক কবিতা-লহরী
ভক্ত-চিত-সরোবরে খেলাইলে তুমি,
চণ্ডী-গুণ-বিমণ্ডিত "চণ্ডী" (মরি মরি!)
তব পরিচয় দিল ব্যাপি' বঙ্গভূমি।
ভীষণ কলুষে যবে মানুষ-মানস
পীড়িত, তাড়িত হয়, শুনিলে তখন
তোমার চণ্ডীর গান, হৃদয়-বেদন
দূর হয়, লভে চিত শান্তি-সুখ-রস।
ভগবতী-পরসাদে জগতী-নিলয়ে
লভিলে পবিত্র গাথা-গুণ অতুলন,
যে গুণ দ্বিগুণ হ'য়ে পাপীর হৃদয়ে
দুরিত-আগুন-জ্বালা করে নিবারণ।
তটিনী যেমতি দেয় সুশীতল জল;
তব চণ্ডী দেয় তথা আনন্দ বিমল।

---

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম শচীদেবী। চৈতন্যদেবের ন্যায় প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রায় দেখা যায় না। ইনি জাতিভেদ মানিতেন না। রাধাকৃষ্ণ ইহাঁর উপাস্য দেবতা। নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, মাধব, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। ইনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। ইনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাঁটোয়া (কণ্টকনগর)-নিবাসী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। জ, ব, খৃঃ ১৪৮৬। মৃ, ব, খৃঃ ১৫২৭। বঃ ৪৮ বঃ। মৃত্যুভূমি লীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র।

† ইনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যা গ্রামে হৃদয়মিশ্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র, কিন্তু এতদ্দেশে চক্রবর্ত্তী বলিয়াই বিখ্যাত। ইনি সম্রাট আকবরের সময় জীবিত ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি আঁড়্রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। চণ্ডী-কাব্যই ইহাঁর অচলা কীর্ত্তি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর।*

শক্তি-ভক্তি-অনুরক্ত তুমি, হে রাজন্,
আছিলে এ বঙ্গভূমে! তন্ত্র অনুসারে
হিন্দু-ধর্ম্ম-মর্ম্ম তব বুঝেছিল মন,
সুবিজ্ঞ জহরী চিনে যেমতি হীরারে।
রাজ-কুল-শিরোমণি! বিদ্যা-বিভূষণে
ভূষিত যেমন ছিলে, তেমতি আবার,
বিদ্যার উন্নতি হেতু মানস তোমার
যতন সহিত রত ছিল প্রতিক্ষণে।
"পঞ্চরত্ন" সভা তব খ্যাত বাঙ্গালায়,
পঞ্চরত্ন সম দীপ্ত আছিল বিভায়।
বাঙ্গালা-কবিতা-প্রিয় তোমার মতন
এ কালে বিরল; এ যে হেরি বিপরীত,
বিদেশীয় কবিতায় বঙ্গ-সুতগণ
মোহিত এখন,— ধন্য ইহাদের রীত!!!

রাজা রামমোহন রায়।†

রজনীসময়ে যথা বিমল গগনে
জ্যোতির্ম্ময় তারাদল ঝক্‌মক্ করে;
অথবা ভূপতি-শির-মুকুট-ভূষণে
উজ্জ্বল হীরকরাজি যথা শোভা ধরে;
তেমতি তোমার, ভূপ, অম্বর-আকাশে
বহু ভাষা বিভাতিল! তুমি, হে রাজন্!
বঙ্গের অঙ্গের ভূষা, গুণী, মহাজন;
আজিও তোমার নাম সবে সুখে ভাষে।
সর্ষপপ্রমাণ বীজে কালেতে যেমতি
সুবিশাল বটতরু জনয়ে ভূতলে;
তব উপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজেতে তেমতি
ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরুবর জন্মিল সদলে।
বঙ্গ-হিত সাধিবারে যাইয়া বিলাতে
ত্যজিলে শরীর, হায়, বঙ্গেরে কাঁদা'তে।

ভিষগ্বর বিজয় রক্ষিত।‡

বিধি-বলে পেলে যথা চিরান্ধ নয়ন,
সকলি নূতন যাহা প্রথমে নেহারে,
অবাক্ হইয়া রহে, বুঝে না কারণ,
বুঝাইয়া দিলে ভাসে আনন্দ-পাথারে।
তেমতি নিদান শাস্ত্র মাধব-রচিত—
আময়-লক্ষণ যাহে নিহিত বহুল—
দেখিল এ বঙ্গবাসী কবিরাজ-কুল
অতি গূঢ়; বুঝাইলে তুমি যথোচিত
সদ্ব্যাখ্যা লিখিয়া টীকা। তাই গো তোমায়,
সুপণ্ডিত! গৌড়জন সকৃতজ্ঞ চিতে
ভিজাই'ছে সুযশের অজস্র ধারায়।
তব গুণ-গান শুনি বৈদ্য-মণ্ডলীতে।
কেন বা না গা'বে গুণ, বল গো আমায়?
গুণ-গ্রাহী গুণ গায় জানি অবনীতে;

* ইহাঁর জন্মভূমি কৃষ্ণনগর এবং রাজধানী ভারতপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ। ইনি বঙ্গদেশের এক জন প্রসিদ্ধ, দেশহিতৈষী, বিদ্বান্, রসজ্ঞ ও গুণি-গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্র, সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রসরাজ গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইহাঁর পারিষদ ছিলেন। কথিত আছে ইনিই দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমা পূজা বঙ্গদেশে প্রচার করেন।

† হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদী হন। ইনি সাত আট প্রকার ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কএকটি ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁ দ্বারাই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লিখনারম্ভ হয়। জ, ব, খৃঃ ১৭৭৪। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৩৩। মৃত্যুভূমি ইংলণ্ড। সমাধিস্থল ইংলণ্ডস্থ ব্রিষ্টল নগরের সমাধিমন্দির। ইহাঁ দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন খৃঃ ১৮২৮ ও ইহাঁর ইংলণ্ড-যাত্রা খৃঃ ১৮৩০।

‡ ইনিও প্রথমতঃ ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। অবশেষে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌপাড়িয়া গ্রামে আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। নিদান শাস্ত্রকার মাধবকরের ইনি জামাতা এবং তাঁহার নিদান শাস্ত্রের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

বাবু মতিলাল শীল।*

অবিদিত খনি-গর্ভে রতন যেমন
সামান্য দশায় থাকি' শেষে শোভা পায়
ভূপতির শিরে হ'য়ে মুকুট-ভূষণ,
দেখিলে তখন তা'রে আঁখি ভুলে যায়।
তেমতি, সুবুদ্ধি, তুমি স্বীয় গুণ-বলে
বঙ্গদেশে পরিচিত হইলে বিশেষ!
ভাল কাজ করি' যশ রাখিলে অশেষ,
ধন্যবাদ দেয় তোমা' মিলিয়া সকলে।
হিন্দুচিত ধর্ম্মে তব রত ছিল মন
বিদ্যালয় আদি কীর্ত্তি গিয়াছ রাখিয়া;
সাধে কি তোমার যশ গায় বঙ্গজন?
সাধে কি তোমারে ঘোষে লেখনী লিখিয়া?
অধ্যবসায়েতে হয় উন্নতি যেমন;
প্রমাণ তাহার তুমি জ্ঞাত সর্ব্বজন।

গানবিৎ রামনিধি গুপ্ত।†

বসন্তে কোকিল যবে নিকুঞ্জ-মাঝারে
ঝঙ্কারে, সে রব তা'র শুনিলে তখন
কা'র না অন্তর ডোবে সুখ-পারাবারে?
কা'র না শীতল হয় বিরক্ত শ্রবণ?
জগদীশ-দত্ত কণ্ঠে, হে গায়কবর,
কি যে মধুমাখা গীত গেয়েছিলে বসি'
এ বঙ্গ-কাননে! তাহা নর-কাণে পশি'
ঢালিত সুধার ধার—জুড়া'ত অন্তর।
সরস রসাল তরু (তরুকুল-সার!)
মধুর রসাল ফল মানবনিকরে
দান করি' লভে যথা সুযশ-সুধার;
তেমতি, গায়ক-নিধি! ভারত-ভিতরে
মধুমাখা গীতাবলী করিয়া প্রচার
জুড়াইলে মানবের তৃষিত অন্তরে।

অনরেবল্ স্যার্ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই।‡

প্রসন্ন! প্রসন্ন তুমি ছিলে অতিশয়
বাঙ্গালার প্রতি, তব অন্তর সদাই
সাধিয়াছে হিত এর; তাই দেশময়
তোমার যশের গান শুনিবারে পাই।
"ভারত-নক্ষত্র" খ্যাতি স্বীয় গুণ-বলে
লভেছিলে বঙ্গ-হিত করি' সুসাধন;
তপন-তাপিত ম্লান ফুল্ল ফুলদলে
স্নিগ্ধ করি' বায়ু লভে সুগন্ধ যেমন।
দেশের হিতাশী তুমি যেমতি আছিলে,
বিদ্যার উন্নতি হেতু নিরখি তেমন,
তিন লক্ষ মুদ্রা দান উইলে লিখিলে,
প্রেসিডেন্সি কলেজের হইল সে ধন।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি! ধন্য তব দান!
যথা যাই, শুনি তথা এ দানের গান।

---

* ইনি কলিকাতা—কলুটোলানিবাসী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র। স্বীয় অধ্যবসায় ও যত্নে মনুষ্যের যত দূর উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল বাবু তাহার অন্যতর নিদর্শন। ইনি বেলগাছিয়ায় একটি অতিথিশালা এবং কলিকাতায় 'শীলস্ ফ্রী কলেজ' (Seal's Free College) স্থাপন করিয়া বিশিষ্টরূপ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। জ, ব, খৃঃ ১৭৯২। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৫৪।

† ইনিই নিধুবাবু বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতা—কুমারটুলিতে ইনি বাস করিতেন। কিন্তু পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী চাঁপ্তা নামক গ্রামই ইঁহার প্রকৃত বাসস্থান। ইনি জীবিতকাল মধ্যে অনেকগুলি আদিরসঘটিত গীত রচনা করেন। গীতগুলি অতি মধুর ভাবপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। এবং ঐ গীতগুলি "সঙ্গীত-রত্নাকর" গীতগ্রন্থ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। জ, ব, বং ১১৪৮। মৃ, ব, বং, ১২৪৫। বঃ ৯৭ বঃ।

‡ ইনি কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটানিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি আজীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনে যেরূপ নিরত ছিলেন, সেইরূপ দানশক্তিও ইঁহার যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে উইলে অনেকগুলি দান, সদ্বিষয়ের জন্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মূলাযোড় প্রভৃতি স্থানে ইঁহার বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেকগুলি কীর্ত্তি আছে। ইনি ইংরাজি ভাষায় বিশিষ্টরূপ নিপুণ ছিলেন।

পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।*

শাস্ত্রবিৎ, দর্শনেতে এ বঙ্গ-ভবনে
প্রতিষ্ঠা লভিলে ভাল! তোমারে সবাই
এ কারণে ঘুষিতেছে হরষিত মনে,
তব গুণ-গান শুনি যেই খানে যাই।
দরপবিহীন ছিলে, কখন কাহায়
না দেখা'তে বিদগ্ধতা অভিমান তুমি;
এ গুণে তোমায়, দ্বিজ, এই বঙ্গভূমি
বিতরি'ছে যশোরাশি মধুর ধারায়।
অপরূপ ভাব তব ছিল, দ্বিজবর,
সকলেরে সমভাবে হেরিতে নয়নে!
সকলের জ্ঞানদানে তোমার অন্তর
অবিরত রত ছিল; মধুর স্বননে
জগতেরে জগতের জীবন যেমন
নিয়ত বহিয়া করে তৃপ্তি বিতরণ।

বিষগ্বর চক্রপাণি দত্ত।†

বৈদ্য-কুল-ধন, তুমি বঙ্গের হিতাশী
আছিলে অতীব; তব কৃত উপকার
এ বঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর মাঝার
কে না বল, লভিতেছে, হে রোগবিনাশী!
শার্দ্দূল, কেশরী আদি ভীম পশুকুলে
বধিবারে ব্যাধ যথা নানাবিধ বাণ
বাণাধারে সযতনে সদা রাখে তুলে,
সময় পাইলে মারি' কাড়ি' লয় প্রাণ;
তেমতি, গো চক্রপাণে, ব্যাধিপরিকরে
নাশিতে রেখেছ তুমি "চক্রদত্ত" মাঝে
ভেষজ ভীষণ অস্ত্র লিখি' থরে থরে,
মরে রোগ এ আয়ুধ যবে শিরে বাজে।
"চক্রদত্ত" নাম তব বঙ্গের ভিতরে
রাখিবে, শুক্তিতে যথা মুকুতা বিরাজে।

দেওয়ান্ কৃষ্ণকান্ত নন্দী।‡

বিধাতা স্বজিলা যথা প্রফুল্ল কমল
কমলারে বসাইতে তাহার উপর,
যে কমলে বিষ্ণুপ্রিয়া (রূপ নিরমল)
ধন-পাত্র ল'য়ে বসে, প্রফুল্ল অন্তর;
তেমতি, দেওয়ান্, তুমি সুভাগ্যের বলে
স্বজি' গেলে রাজবংশ-কমল সুকম,
সুরভি যাহার ছুটে ভারতমণ্ডলে,
যে কমল-যশোমধু অতি নিরুপম;
কমলারূপিণী কৃষ্ণ§ প্রিয়া মহারাণী
স্বর্ণময়ী সে কমলে ধনাধার ল'য়ে

---

* ইনি সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামধেয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ইঁহার স্বভাব, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি সকলেই ইঁহাকে বিশেষরূপে যশোভাগী করিয়াছে। ইনি কাশীধামে বাস করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃ, ব, বং, ১২৭৯, কার্ত্তিক।

† ইনিও ময়ূরেশ্বর গ্রামে মাধবকরের সমবর্ত্তী কালে বাস করিতেন। তদনন্তর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চৌপাড়িয়া গ্রামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন। ইনি মাঘ, কাদম্বরী ও ন্যায় শাস্ত্রের টীকা-রচয়িতা। কিন্তু ইঁহার প্রণীত "চক্রদত্ত" নামক ঔষধগ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ দেশীয় কবিরাজদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সাতিশয় উপযোগী।

‡ ইনিই এতদ্দেশে কান্ত বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারে বাস করিতেন। ইঁহার পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী। যৎকালে দুরাত্মা নবাব সিরাজুদ্দৌলা ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল্ হেষ্টিংস্ সাহেবের প্রাণ বধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন তৎকালে কান্ত বাবু উক্ত গবর্ণরকে স্বভবনে লুকায়িত রাখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উক্ত গবর্ণর কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ কান্ত বাবুকে বিস্তর ধন ও বাহিরবন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি জমিদারী প্রদান করেন। ইনিই কাশীমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ। মৃ, ব, বং, ১১৯৫, পৌষ।

§ মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর। ইনি কান্ত বাবুর প্রপৌত্র।

বিরাজেন; দীন, দেশ-হিতে যাঁ'র পাণি
বিতরি'ছে ধন-ধারা ভারত-আলয়ে।
কান্ত বাবু, এই হেতু তোমারে বাখানি,
রহিল তোমার নাম ক্ষয়হীন হ'য়ে।

অনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত। *

দিনে দিনে কলা কলা লভিয়া কিরণ
কলাধর পূর্ণ যথা পূর্ণিমা নিশায়,
সেইরূপ বিদ্যা-কলা লভি' অনুক্ষণ
তব জ্ঞানশশী চারু উজ্জ্বল বিভায়
বিভাতিয়াছিল এই বাঙ্গালা-গগনে।
সুদক্ষ নিরখি' তোমা' অতীব সাদরে
বসাইল সকলেতে বিচার-আসনে,
উজ্জ্বল হীরক যেন মুকুট উপরে।
সুবিচার-গুণে খ্যাতি বাড়িল তোমার—
অসীম—বাঙ্গালা-মাঝে; যথা বিকশিত
সুন্দর কুসুম চারু মরন্দপূরিত—
তুষি' অলিকুলে শোনে মধুর ঝঙ্কার।
তব গুণে বঙ্গ বাঁধা নিয়ত রহিল,
তব যশ-সমীরণ চৌদিকে বহিল।

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। †

চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা যথা নিশারে যতনে
বিশদ বিভায়, মরি, সাদরে সাজায়;
তেমতি "চন্দ্রিকা" তব আজো বাঙ্গালায়
সাজাই'ছে রাজ-নীতি-বিভা বিতরণে।
দেশ-হিতে ব্রতী হ'য়ে যুঝিলে বিস্তর
বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অস্ত্র-বল
আছিল "চন্দ্রিকা" রব; গদাতে সম্বল
করি' যথা ভীম দলে অকুরুনিকর।
যা' কিছু সম্বাদ পত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা-প্রকাশিত বঙ্গের ভিতরে,
তোমার "চন্দ্রিকা", দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নির্ব্বিঘ্নে আজিও বঙ্গে নিয়ত বিহরে।
এ বঙ্গে বিরল লোক তোমার মতন,
তাই ত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে।

পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। ‡

হে পণ্ডিতবর, তব যশের নির্ঘোষে
চারি ধার আরাবিত হই'ছে নিয়ত!
বিবিধ পুস্তক-রত্ন রচি' বঙ্গ-কোষে
নিহিত করিলে, দ্বিজ! রাখয়ে যেমত

* ইনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কলিকাতা প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইতে পারেন নাই। ইনিই দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের (প্রধানতম বিচারালয়ের) জজ হয়েন। ইনি জীবদ্দশাতে অনেকগুলি সৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। মৃ, ব, শং ১৭৮৮।

† ইনি "সমাচার-চন্দ্রিকা" পত্রের আদি সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকা আজি পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে যত বাঙ্গালা সমাচার পত্র দেখা যায়, তন্মধ্যে "সমাচার-চন্দ্রিকা" প্রাচীনতম। ভবানীচরণ বাবুর সময়ে চন্দ্রিকা খৃষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে এবং সতীদাহের সপক্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার যত্নে "চন্দ্রিকা" বঙ্গদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিল এবং এখনো যথানিয়মে বহির্গত হইয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে (বং ১২৯৫) "সমাচার চন্দ্রিকার" বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর।

‡ ইনি অনেকগুলি ভিন্ন ভাষাস্থ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। "সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত পুরাণাদির অনুবাদ এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যত্নে "শব্দাম্বুধি" অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নানাবিধ ধন ধনী ধনাগার-মাঝে,
যে ধনের বলে তিনি গণিত ভূতলে;
তুমিও পুস্তক রূপ রতনের বলে
গণনীয় হইয়াছ বঙ্গীয় সমাজে।
সংস্কৃত পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদি' করিলে গো বঙ্গ-উপকার
প্রাণ-পণে! এই গুণে সাবাসে তোমায়
দেশবাসী তব খ্যাতি করিয়া প্রচার।
হ'য়েও বিগত জীব—জীবিত দশায়
র'য়েছ কীর্ত্তির গুণে ভুবন-মাঝার।

অনরেবল্ স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই।*

ধার্ম্মিক-তিলক তুমি, ভুবন-বিদিত
তব নাম, হে রাজন্, ধন্য জনমিলে
বঙ্গের মাঝারে! কত সাধিলে সুহিত
স্বদেশের, তব সম জ্ঞানী নাহি মিলে।
হে বিদ্বান্-কুল-ধন, যতন প্রচুর
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার!
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর
"শব্দ-কল্প-দ্রুম" নাম অভিধান সার;
অপূর্ব্ব এ অভিধান; - মূর্খতা বিষম
উপশম হয় এর পাইলে আভাস;
এ বঙ্গ-মাঝারে তব যশ অনুপম
এ হেতু হ'তেছে রবি-সম সুপ্রকাশ।
আর কি পাইবে বঙ্গ গুণী তব সম?
বিধাতা সে আশা, হায়, করেছে বিনাশ!

পণ্ডিতবর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।†

গগনে ভাস্কর যথা উজ্জ্বল কিরণে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাশে অবনী-আঁধার;
তেমতি "ভাস্কর" তব এ বঙ্গ গগনে
তোমারি লেখনী-বলে চলি' চারি ধার
নেশেছিল সমাজের অনুন্নতি-তমঃ
তোমার সময়ে, দ্বিজ! ওগো বুধোত্তম,
গদ্য লিখনেতে তুমি আছিলে চতুর
এ বঙ্গ-ভবন-মাঝে! তাই গো তোমায়
সুবিজ্ঞ লেখক বলি' ঘুষি'ছে প্রচুর
এখনো বাঙ্গালাবাসী! যশের বিস্তায়
তব নাম বিস্থিতেছে ব্যাপি' বহু দূর
এ বঙ্গ-হৃদয়ে আজো; যথা আয়নায়
পড়িলে তপন-কর বিম্ব-বিভা তা'র
ঝকমকে অবিরত অতি চমৎকার।

রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়।‡

রসিক-চতুর তুমি রসের ভাষায়
ভাষিতে, ভাসিত সবে শুনিয়া হরষে

* এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সর্ব্ববিষয়ে হিতৈষী ছিলেন। ইঁহার হিন্দু-ধর্ম্ম-চর্চ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। ইনি শব্দ-সুধি নামক অভিধান প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধান ইঁহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ইনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। জ, ব, খৃঃ, ১৭৮৩। মৃ, ব, খৃঃ, ১৮৬৭,—২১এ এপ্রিল।

† ইনি খর্ব্বাকার ছিলেন, এজন্য ইঁহাকে সকলে "গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিত। ইনি সুলেখক ছিলেন; ইঁহার গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। ইঁহা দ্বারা অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। ইঁহা দ্বারাই ১২৪২ সালে "সংবাদ ভাস্কর" পত্র প্রথম উদয় হয়। ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত পত্রখানি চালাইতেন। এক্ষণে ভাস্কর অস্তমিত হইয়াছে।

‡ কথিত আছে যে, গোপাল ভাঁড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অন্যতর পারিষদ ছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিজাত হাস্যরসগর্ভ প্রশ্নোত্তর দ্বারা মহারাজকে এত দূর সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, মহারাজ ইঁহাকে যথেষ্ট আদর এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতেন। আমাদিগের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই গোপালের বাক্‌চতুরতার বিষয় জ্ঞাত আছে।

সাগরে। সদাই মিষ্ট কথায় কথায়
হাসা'তে বিরস মুখ হইত সরস।
খর্জ্জূর পাদপ হ'তে যথা মধুময়
রসরাশি ক্ষরে, যাহা দিলে রসনায়,
রসনা রসিত হয়; বাক্য-রসচয়
তোমার রসা'ত সদা মানস-জিহ্বায়।
মনোহর সদুত্তর প্রদানি' সকলে
যেমন তুষেছ তুমি, তেমনি তোমায়
তুষিল মানবগণ যশের ধারায়;
কুসুম-কেশর সিক্ত যথা পরিমলে।
হে গোপাল ভাঁড়! তুমি রস-ভাঁড় ছিলে,
রস বিনিময়ে বঙ্গে সুযশ কিনিলে।

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র।*

কবিতা-কুসুম-বনে ভ্রমি' নিরন্তর
কবিতা-প্রসূনরাজি তুলিয়া যতনে
ছন্দোডোরে গাঁথিলে হে হার মনোহর,
পরিল বাঙ্গালা তাহা হরষিত মনে!
অতি সুমধুর ভাব তব কবিতায়
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন,
ঝরণার ধারা সম নিরত ক্ষরণ
হইয়া কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায়।
যেমতি আছিলে কবি, তেমতি আবার
সম্পাদকীয়তা করি' সাধি' দেশ-হিত
রাখিলে অক্ষয় নাম; যথা হিম-ধার
হিমালয়-গিরি-শিরে চির আবরিত।
অকালে কালের গ্রাসে যদি না পশিতে,
তা হ'লে দেশের হিত আরো হে সাধিতে!

পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক।†

দুর্গম উন্নত গিরি তুঙ্গ কলেবরে
যতন-রচিত সিঁড়ি-রচনের মত
রচিলে, পণ্ডিতবর, টীকা-সিঁড়ি কত
সুকঠিন সংস্কৃত সাহিত্য উপরে।
অতীব ধীমান্ তুমি ছিলে, টীকাকার!
বুদ্ধির সাগর ছিল মস্তিষ্ক ভিতরে
তোমার, যেমতি সুবিশাল পারাবার
মুকুতা প্রভৃতি ধনে ধরায় বিহরে।
দুর্ভেদ্য প্রাচীর যথা তোপের গোলায়
বিদ্ধ হয়, সেইরূপ তব জ্ঞান-বল
দুর্জ্ঞেয় সাহিত্য-শ্লোক করেছে সরল,
বিদ্যার্থী অনা'সে পশে ঘুষিয়া তোমায়।
টীকা-রবি ঘুচাইলে বচনের ভার,
তাই ত সকলে গায় প্রশংসা তোমার।

বাবু গোবিন্দরাম মিত্র।‡

হিন্দু-কুলে জনমিয়া হিন্দুচিত কাজ,
হে হিন্দু-তিলক, তুমি সাধিলে যতনে;

* ইহাঁ দ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কীচকবধ কাব্য, রামায়ণ—আদিকাণ্ড, বীরবাক্যাবলী, সীতা-নির্ব্বাসন কাব্য, কবিরহস্য, জানকী নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবিকলাপ ইত্যাদি পুস্তক সমূহের রচয়িতা। পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে ইনি বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। হিন্দু-হিতৈষিণী, ঢাকাদর্পণ, হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র ইহাঁ দ্বারা সম্পাদিত হইত।

† ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভব গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র। ইনি কালিদাস-প্রণীত মেঘদূতের "সুবোধা" নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন এবং অমরকোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি অপরাপর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত গ্রন্থাধ্যায়ীদিগের পক্ষে ইহাঁর টীকা বিশেষ উপযোগী।

‡ ইনি কলিকাতা—কুমারটুলির মিত্রবংশের আদি পুরুষ। কলিকাতা নগরী স্থাপনকর্ত্তা জব চার্ণক সাহেব ইহাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া ইহাঁকে ইংরাজ সরকারের কতকগুলি কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কুমারটুলির নিকটস্থ "যোড় বাঙ্গালা" ও "নবরত্ন" প্রভৃতি দেবালয় ইহাঁরই স্থাপিত। ইনি দুর্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয়ে দীন দুঃখীদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন।

সে হেতু তোমায় ঘোষে হিন্দুর সমাজ
সমস্বরে, সাদরেতে, সানন্দিত মনে।
ভগবতী-পদ পূজি' বরষে বরষে
বহু ধন ব্যয় তুমি অনা'সে করিলে;
তোমার সে পূজা, মিত্র, বারেক স্মরিলে,
অন্তর সন্তরে সদা আনন্দ-সরসে!
"নবরত্ন", "শিবালয়" কীর্ত্তি হে তোমার
কলিকাতা নগরীতে আজো মূর্ত্তিমতী।
তা' হেরি' তোমারে মনে হয় হে সবার,
চন্দ্রিকা হেরিলে মনে চন্দ্রমা যেমতি!
ধন্য জনমিলে তুমি বঙ্গের মাঝার,
বঙ্গের হৃদয়-রত্ন, হে মিত্র সুমতি!

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।*

পর্ব্বত-শিখর হ'তে বরষা সময়ে
গভীর গর্জ্জনে নদী ভাসাইয়া কূল
বহে যথা, সেইরূপ বেগবান্ হ'য়ে
লেখনী-প্রবাহ তব বহিল তুমুল,
ঘোর রবে বিজাতীয় অত্যাচার-তীর
আক্রমণ করি'; যথা কাটি' শত্রু শির
অসিপত্র ঝক্‌মকে। বাঙ্গালা মাঝারে
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ
করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা-সুধারে।
আনন্দিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিতে,—
তোমা হ'তে হ'বে আরো মঙ্গল সাধন;
কিন্তু নিরদয় কাল (ভীম দরশন!)
হরিল তোমারে আশা পূর্ণ না হইতে।

কবিবর কৃত্তিবাস।†

কবি-গুরু বাল্মীকির লেখনী-সম্ভূত
রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত ধরায়,
তুমি, কবি, তা'রে সহ যতন প্রভূত
অনুবাদ করিলে হে বাঙ্গালা ভাষায়!
যদিও করেছ তুমি ছন্দের পতন
হীন মনোযোগ হ'য়ে, তথাপি তোমায়
কে না করিবে হে বল কবিত্বে বরণ?
কে বা না ভিজা'বে তোমা' যশের ধারায়?
সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ যে সকল নর,
অথচ পড়িতে চাহে রাম-গুণ গান,
তব রামায়ণ পড়ি' পুলকিত প্রাণ
হইয়া কৃতজ্ঞ হয় তোমার গোচর।
সরোবর-নীরে শোভে কমল যেমন,
কৃত্তিবাস, কীর্ত্তি তব রহিল তেমন!

---

* ইনি ভবানীপুরে জন্মপরিগ্রহ করেন। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান্ হন। বর্ত্তমান "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের ইনিই স্থাপনকর্ত্তা। ইনি এই পত্রে বাঙ্গালিদের পক্ষে ও অত্যাচারী ইংরাজদের বিপক্ষে অনেক বিষয় লিখিয়াছিলেন।

† বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া যাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে পারা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন, তাঁহারা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সুবিস্তীর্ণ কাব্য কেহই রচনা করিতে পারেন নাই। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ইনি ছন্দোবন্দের প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, তথাচ ইহাঁর ভাষা রামায়ণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রায় তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসী রামায়ণ সৃষ্ট হইয়াছে।

ধার্ম্মিকবর নিত্যানন্দ।*

তাহারে প্রকৃত নর সকলেই কয়,
অন্তর যাহার সদা জ্ঞান-বিভূষণে
ভূষিত হইয়া গায় ধরমের জয়,
শুদ্ধ হয় চিত্ত তাহা শুনিলে শ্রবণে।
তুমি, গো ধার্ম্মিক-মণি, শ্রীচৈতন্য হ'তে
পরমেশ-তত্ত্ব-ধন যতনে লভিয়া,
হরষ অন্তরে তাহা কীর্ত্তন করিয়া,
রাখিলে পবিত্র যশ বিশাল ভারতে।
ঈশের প্রসাদে তুমি ঈশ-পরিচিত
হইয়াছ ধর্ম্মরূপ কুসুম-কাননে,
হইলে ধরম-গুণে ভুবন-বিদিত,
শশী পরিচিত যথা সুধার কারণে।
তত্ত্ব বই কিছু আর না ছিল তোমার,
প্রকৃত ধার্ম্মিক তুমি বাঙ্গালা-মাঝার।

কবিবর জয়দেব।†

সুধাপানে আশা যা'র, আসুক সে জন
আমার সমীপে, তা'রে দিব দেখাইয়া
তব "গীতগোবিন্দেরে", যাহে অতুলন
সুধা-ধারা ঝরিতেছে সদা উছলিয়া;
সুখে সে করুক পান; ঘুচেও পিপাসা—
ঘুচিবে না, পুন পানে বাড়িবেক আশা।
মালাকার গাঁথি' যথা সুগন্ধ কুসুমে
সুচারু মালিকা দেয় গুণ-পরিচয়;
তেমতি তোমার গুণপনা বঙ্গভূমে
তোমার ললিত ছন্দ সুধারাশিময়।
ইংরাজাদি জাতিগণ জাতীয় ভাষায়
তব "গীতগোবিন্দেরে" অনুবাদ করি'
গাই'ছে সুযশ তব দিব বিভাবরী,
ধন্য, কবি, জনমিলে তুমি বাঙ্গালায়!

গণিত-শাস্ত্রবিৎ শুভঙ্কর দাস।‡

শুভঙ্কর! শুভঙ্কর ছিলে বাঙ্গালায়,
শুভকরী অঙ্ক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া,
সূক্ষ্ম সুনিয়মগুলি বুদ্ধিতে সাধিয়া,
শিখা'লে তা' বঙ্গ-জনে। সাবাসে তোমায়
এ হেতু এ বঙ্গবাসী। বড় উপকার
করেছ যেমন তুমি, লভিলে তেমন
বঙ্গ-মুখ-বিনিঃসৃত প্রশংসা অপার,

* ইনি চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর। চৈতন্যের ঈশ-ভক্তি দেখিয়া, ইনি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ অপেক্ষা ইহাঁর ঈশ্বর-চিন্তা যথেষ্ট ছিল, এজন্য সকলে ইহাঁকে চৈতন্য-দেবের প্রধান শিষ্য করিয়াছিলেন। ইনি বিভু-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরা ইহাঁর বংশোদ্ভব।

† ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এদেশে যে সকল সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাঁর "গীতগোবিন্দ" ইহাঁকে অত্যুচ্চ কীর্ত্তি-শৈলে উঠাইয়াছে। ইহাঁর জীবনী বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। ইহাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। কথিত আছে যে, ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

‡ ইনি কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে জীবিত ছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ বাঙ্গালা ভাষা-বিরচিত কবিতায় ইনি অনেকগুলি অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর অঙ্ক কসিবার আর্য্যাগুলি অতি সুন্দর এবং কবিতায় ঐ সকল লিখিত হওয়াতে সকলের বিশেষরূপে কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে। ইনি বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের একজন বিশিষ্ট অঙ্কবিৎ ছিলেন। ইহাঁর রচিত আর্য্যাগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, যবনদিগের দ্বারা বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইলে পর ইনি প্রাদুর্ভূত হন। বোধ হয়, ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

তব যশে প্রপূরিত এ বঙ্গ-ভবন।
তব নিয়মানুসারে প্রতি পাঠশালে
পাঠার্থী কিশোরমতি বালকনিচয়
শিখি'ছে গণিত বিদ্যা, ব্যবসায়কালে
যাহাতে লভিবে তা'রা সুফল নিশ্চয়।
দীন ধন পেলে যথা প্রশংসে দাতারে,
তথা বঙ্গ-ব্যবসায়ী ঘোষে গো তোমারে!

কবিবর চণ্ডীদাস।*

হে কবি! কবিতা-রসে বঙ্গ-জনগণে
ভিজাইলে ভালমতে, তোমার সুযশ
সে হেতু ঘুষি'ছে সবে সানন্দিত মনে,
সে রবে পূরিত সদা বঙ্গ-দিগ্-দশ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত তুমি, রচিলে হে তাই
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-গান কবিতা-ছটায়।
হৃদয় আনন্দ লভে যত পড়ি তা'র
ভকতি-রসেতে পূর্ণ—কপটতা নাই।
"শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস" রচিয়া
কবিকুলে পরিচিত হইলে বিশেষ;
বৈষ্ণব ভকতবৃন্দ সে গ্রন্থ পড়িয়া
অমেয় আনন্দ লভে—নাহি তা'র শেষ।
শাখে ফুলকুল রহে যেমতি শোভিয়া,
তথা তব যশ শোভা করে বঙ্গদেশ।

রাণী ভবানী।†

অতল সাগর-জল তপন যেমন
নির্জ্জল করিতে নারে শুষিয়া স্বকরে;
তেমতি করাল কাল পারে না কখন
শুষিবারে মানবের কীর্ত্তি-সরোবরে।
দয়াবতী রাণি, তুমি এ বঙ্গ-ভবনে
দান-কীর্ত্তি-বলে নাম অক্ষয় করিয়া,
অলোকসামান্য-লোকে হরষিত মনে
গিয়াছ ধরমরূপ মুকুট পরিয়া!
তোমার বিরহে বঙ্গ সদাই দুঃখিত;
কাদম্বিনী বিনা যথা চাতকীর চিত।
বঙ্গের কুদিন, হায়! যদি না ঘটিবে,—
তবে কি গো তোমা ধনে কভু হারাইত?
যদি না নিয়তি তোমা ল'য়ে পালাইবে,
তবে কি বঙ্গের আঁখি শোকেতে কাঁদিত?

মহারাজ প্রতাপাদিত্য।‡

বঙ্গদেশ-চূড়া-মণি তুমি, হে ভূপাল,
আছিলে বিভবে, মানে, বীরত্ব-ভূষণে!
তব যশে পরিপূর্ণ এ বঙ্গ বিশাল
হ'য়েছিল, আজো যশ ঘোষে গৌড়জনে।
প্রতাপ-আদিত্য তব প্রতাপ ভীষণ
উৎকণ্ঠিত করেছিল অরুকুনিকরে!

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী সাকুল্লিপুর থানার অধীন নান্নুর (নান্দুর) গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নান্দুর গ্রাম প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত। ইহাঁর "বড়ু" উপাধি ছিল। ইনি প্রথমে বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক ছিলেন; পরে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। ইতি কৃষ্ণলীলাবিষয়িণী অনেক পদাবলী ও "শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। জ, ব, খৃঃ, ১৪১৭।

† ইনি জেলা রাজসাহীস্থ নাটোরের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব রাজা রামকান্ত রায়ের সহধর্ম্মিণী। স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অধীন প্রজাদিগের প্রতি ইনি সাতিশয় মুক্তহস্তা ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইহাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন অতি প্রাচীন ব্যক্তি ইহাঁকে দেখিয়াছিলেন। কাশীধামে ইনি বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর অসীম দান-শক্তি ইহাঁকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়াছে।

‡ ইনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। ইহাঁর সময়ে বঙ্গদেশের সীমা সুন্দরবনের কতক দূর পর্য্যন্ত ছিল। ইহাঁর রাজধানীর নাম যশোহর নগর। ইনি আকবর সম্রাটের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর অসীম বিভব ও সৈন্য ছিল। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীহরি (উপাধি মহারাজ বিক্রমাদিত্য)। ইহাঁরা বঙ্গজ কায়স্থ বংশোদ্ভব ছিলেন।

প্রচণ্ড নিদাঘ-জাত আদিত্যের করে
আকুলিত যথা ধরাবাসী জীবগণ।
হায়, এবে বঙ্গবাসী তোমার বিহনে
আনন্দ-রতন-শূন্য, হে বীর-রতন!
চকোরনিকর যথা শশি-অদর্শনে
বিষাদিত হ'য়ে করে সময় যাপন।
আজিও তোমার নাম এ বঙ্গ-ভবনে
প্রগীত হই'ছে শুনে জুড়ায় শ্রবণ।

——

কবিবর বিদ্যাপতি।*

সংস্কৃত কবিতার আদি-গুরু বলি',
বাল্মীকি তাপস খ্যাত ভারত-ভবনে
যেমতি, যাঁহার কাব্য-বিজলী উজলি'
খেলিতেছে মানবের যুগল নয়নে;
তেমতি এ বঙ্গদেশে, ওগো বিদ্যাপতি!
বঙ্গ-কবিতার তুমি আদি-গুরু হ'য়ে
প্রসিদ্ধ হইলে, তব ঝকে যশোজ্যোতি
আমাদের মাতৃ-ভূমি এ বঙ্গ-আলয়ে।
তোমার প্রসাদে, দ্বিজ, যত গৌড়জন
গৌড়ীয়-কবিতা-রস আস্বাদ পাইল!
ধন্য তুমি জনমিলে, কোবিদ-রতন!
এ বঙ্গ ব্যাপিয়া তব সুযশঃ রহিল।

যথায় তথায় তব সুকীর্ত্তি ঘোষণ
শুনি' বঙ্গবাসি-মন সুতৃপ্ত হইল।

——

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।†

ব্যাস-বিরচিত মহাভারত পুরাণ,
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার?
জলধি-গরত-সম গরভ যাহার
রতননিকরে ভরা, যাহার সমান
পৌরাণিক ইতিহাস দুর্লভ ভুবনে;
অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গ-জনগণে
বিনা মূল্যে, তব নাম রহিল ভারতে।
যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এ হেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ? দোষাকরে যেমতি সুধায়
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হ'য়ে
বালার্ক বিভার সম এ বঙ্গ-নিলয়ে।

——

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।‡

চকোরেরে সুধা দানে যথা সুধাকর
ক্ষুধা নাশে, তেমতি গো বাঙ্গালা-বাসীর

* দেশীয় জনরবে শুনা যায় যে, ইনি যশোহরনিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভবানন্দ রায়ের পুত্র। বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম বসন্ত রায়। ইনি বঙ্গদেশের আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর সময়ে বাঙ্গালা ভাষা বহু পরিমাণে হিন্দি ভাষার সহিত মিশ্রিত থাকাতে ইহাঁর কবিতাগুলিও হিন্দি ভাষার সহিত অধিকাংশ মিশ্রিত। ইনি রাধাকৃষ্ণবিষয়িণী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছেন। জ, ব, খৃঃ ১৪৩৩। মৃ, ব, খৃঃ ১৪৮১।

† ইনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংস্কৃত "বিক্রমোর্ব্বশী নাটক" বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক প্রকার নূতন রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে উহা বিতরণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মহাভারতই ইহাঁর দৃঢ়তর কীর্ত্তিস্তম্ভ।

‡ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাঁকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করেন। ইনি বিদ্যাসুন্দর, কালীসংকীর্ত্তন এবং অপরাপর অনেকগুলি শক্তিবিষয়িণী পদাবলী রচনা করেন। ইহাঁর কালীসংকীর্ত্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইহাঁর রচিত নূতন সুর অতি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ও ভক্তিরসাত্মক। আনুমানিক জ, ব, খৃঃ ১৭২২ বা ২৩ এবং মৃ, ব, খৃঃ ১৭৭৮ বা ৭৯।

জুড়া'লে অন্তর ঢালি' কালী-নাম-নীর
গীত-ছলে। মরি মরি, কিবা মনোহর
তোমার গানের ভাব! শুনি যত বার,
ততই মানস লভে আনন্দ বিমল,
ভগবতী-ভকতির সুশীতল ধার
ফুটায় নীরস, শুষ্ক হৃদয়-কমল।
এরূপ প্রবাদ বঙ্গে আছে প্রচলিত,—
পার্ব্বতী দিতেন দেখা সদাই তোমারে;
যেরূপ তোমার গীত অমিয়-পূরিত,
সে কথা অলীক নহে—হইতেও পারে।
তব কৃত সুধামাখা সুর শ্রুতিহর
জানাই'ছে তব নাম বাঙ্গালা-ভিতর।
কি আছে এ ধরা-মাঝে জিনিস এমন?
ধন্যবাদ বই, দেখি, কিছু নাহি আর।

বাবু রামকমল সেন।*

হে হিতাশী! বাঙ্গালীরে ব্রিটনীয় ভাষা
শিখা'বার তরে তুমি বিপুল যতনে,
দ্বিভাষিক অভিধান—জ্ঞানগর্ভ, খাশা—
বিরচিলে; চির হেতু এ বঙ্গ-ভবনে
পরিচিত হ'লে তুমি; গৌড়-জন-চিত
সাদরে তোমার নাম ঘোষে যথোচিত।
বঙ্গের সুভাগ্য তাই তোমা হেন ধনে
পেয়েছিল, বৈদ্য-কুল-কুসুম-রতন!
যে গ্রন্থ গাঁথিলে তুমি, এ বঙ্গে তেমন
ব্রিটন-বঙ্গীয় কোষ না হেরি নয়নে।
যে হিত সাধিলে, বল, কি দিয়া তাহার
প্রতি-উপকার বঙ্গ করিবে এখন?

পণ্ডিতবর রঘুনাথ শিরোমণি।†

অগাধ-সাগর-হৃদে অসংখ্য লহরী
দিবানিশি খেলে যথা সফেন আননে;
তেমতি গো, বুধ, তব অন্তর-ভিতরি
বুদ্ধির বিচিত্র বীচি খেলিল সঘনে!
পণ্ডিতমণ্ডলী-মাঝে এ বঙ্গ আগারে
অসামান্য ছিলে তুমি তুলনাবিহীন,
কল্পনা-নিপুণ, সূক্ষ্ম জ্ঞানেতে প্রবীণ
তব সম মেলা ভার ভূভাগ-মাঝারে।
তপন-লপন-প্রভা প্রভাত সময়
লোহিত বরণে ঝকে উজলি' আকাশ;
"দীধিতি" দীধিতি তব এ বঙ্গ-আলয়
উজলিল পূর্ণরূপে হইয়া প্রকাশ।
বঙ্গ-বুধ-সমাজেতে তব গুণচয়
কখন হ'বে না লয়—র'বে বার মাস।

দেশ-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী।‡

সার্থক জীবন তাঁ'র, পরহিত তরে
মরত ভুবনে যিনি রত চিরকাল;
তাঁহারি সুযশ ঘোষে নরপরিকরে,
যাঁহার গুণেতে দেশ লভে সুখজাল।

* ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। ইনি যে একখানি ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহাঁর নাম চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

† ইনি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে জীবিত ছিলেন। ৩৭৭ বৎসর অতীত হইল, ইনি সংস্কৃত "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থের "দীধিতি" নামক একখানি টীকা করেন। বোধ হয়, দীধিতির তুল্য গ্রন্থ পূর্ব্বে হয় নাই এবং পরে হইবে এমত সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ ইহাঁর ন্যায় কল্পনানিপুণ, অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত-লেখক গ্রন্থকর্ত্তা আর দ্বিতীয় অনুভূত হয় না। কিন্তু উক্ত টীকা অতিশয় কঠিন।

‡ ইনি প্রসিদ্ধ অনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের রাণীগঞ্জনিবাসী ভ্রাতা মৃত জমীদার বাবু গোবিন্দ রাম পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী। ইনি দেশহিতকর কার্য্যে এবং দীনদুঃখীদের প্রতি বিশেষ মুক্তহস্তা ছিলেন বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সদ্বিষয়ে ইনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন।

তুমি, দয়াবতি দেবি, এ বঙ্গ-মাঝারে
স্মরণীয়া হইলে গো দেশ-হিত-গুণে,
তব কৃত উপকার শ্রুতিযুগে শুনে
তৃপ্ত হ'য়ে চিত যশ বরষে তোমারে।
রমণীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিলে,
রাখিলে অক্ষয় নাম এ বঙ্গ-ভবনে,
দয়াশীলা হ'য়ে বহু ধন বিতরিলে,
যাপিলে জীবন দেশ-উন্নতি সাধনে।
আলোক নিভিলে গৃহ আঁধার যেমতি
তোমারে হারা'য়ে বঙ্গ হ'য়েছে তেমতি।

মহারাজ আদিশূর।*

বঙ্গের প্রধান রাজা তুমি, হে ভূপাল!
হিন্দুধর্ম্মে চিত তব ছিল অনুরত;
যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্ম কর্ম্মে যাপিলে নিয়ত-
সময় পবিত্র চিতে আজীবন কাল।
তুমিই আনা'লে হেথা কনৌজ ব্রাহ্মণ
করিতে পুত্রেষ্টি যাগ শাস্ত্র-সুবিহিত;
তোমা হ'তে বঙ্গদেশ পাইল দর্শন
বিশুদ্ধ চরিত দ্বিজ বেদ-পরিচিত।
কামিনী-হৃদয়-শোভী সাতনর-মাঝে
মধ্যমণি ঝকে যথা উজ্জ্বল কিরণে;
শোভেছিলে সেইরূপ এ বঙ্গ-সমাজে
তুমি, ভূপ, অতুলিত বিদ্যা, জ্ঞান সনে!
আজিও তোমার যশ-পতাকা বিরাজে
এ বঙ্গে ব্যাপিয়া'নভ বিশদ বরণে।

মহারাজ বল্লাল সেন।†

হে রাজন্, তব সম সুবুদ্ধি, চতুর
মিলে না এ বঙ্গ-ভূমে! কি দিয়া তোমার
শুধিবে বাঙ্গালা ঋণ,—কি আছে প্রচুর
জিনিস এমন এই বঙ্গের মাঝার?
কুলীনগণের কুল-মান রাখিবারে
যে নব লক্ষণ, ভূপ, ব্যবস্থা করিলে!
সে নব লক্ষণ সম এ বঙ্গ-আগারে
কুল-মান রাখিবার কিছু নাহি মিলে।
কিন্তু, হায়, কালে এবে কুলীনমণ্ডলী
সে ব্যবস্থা নাহি পালি' বৃথা করে জাঁক!
তোমাতে আরোপে দোষ কত কটু বলি'
বৃথা লোক—কা'র দোষে কাটে কা'র নাক।
ইদানীর কুলীনেরা যেন কুল-কালি!
বিষ নাই চক্র আছে!—বিদ্যা, গুণে ফাঁক!!!

---

* ইনি ৯৯৯ শকে পুত্রেষ্টি যাগ করিবার জন্য কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে বাণভট্ট, চান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও দক্ষনামা বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। উক্ত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের ঔরস হইতে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা উদ্ভব হইয়াছেন। পঞ্চ কায়স্থ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সহিত আগমন করেন। বঙ্গদেশের ঘোষ, বসু ও মিত্র উপাধিধারী কুলীন কায়স্থেরা ইহাঁদের বংশোদ্ভব।

† মহারাজ আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজারা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সেই বংশোদ্ভব বিজয় সেনের পুত্র। ইহাঁর সময়ে ক্রমে ক্রমে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন; তন্নিবারণ জন্য ইনি কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন; যথা—"আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥" কিন্তু এক্ষণকার কুলীনেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অথচ কুলীনাভিমান ষোল আনা আছে!!!

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন।*

উষায় আকাশ পানে চাহিলে যেমন
শুক্র তারা বিনা আর অন্য উড়ুগণে
নাহি হেরি; পরক্ষণে সে তারা মগন
গগন-সাগরে হয় প্রভাত লোকনে;
এ বঙ্গ-গগন-শোভী ভূপতিমণ্ডলে
তুমি গো তেমতি শেষে আছিলে স্বাধীন!
দুরন্ত যবনরূপ আসিয়া কুদিন
আচ্ছাদিল তোমা', হায়, নিন্দনীয় বলে!
তোমার সহিত বঙ্গ-স্বাধীনতা ধন
চলিয়া গিয়াছে, হায়, চিরদিন তরে!
আর কি বাঙ্গালা তা'র পা'বে দরশন?
সে ধন কালের চক্রে হরিয়াছে পরে।
ব্যাধ-জাল-ধৃত মৃগী আকুল যেমন,
এ বঙ্গ তেমতি এবে অধীনতা-ভরে।

বাবু গৌরমোহন আঢ্য।†

এ বঙ্গে তোমার যশ আজো বিরাজি'ছে
বিভাতিয়া চারি পাশ; এ কলিকাতায়
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজি'ছে,
যাহে বালকেরা শোভে বিদ্যার বিভায়।
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা-ভবনে
পর-হিত-কামনায় করিলে স্থাপন,
যাহা হ'তে তব খ্যাতি হ'তেছে ক্ষরণ,
নির্ঝর যেমতি ঝরে মৃদুর ঝরণে।
যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতির ছিলে,
এ বঙ্গে তা' কে না জানে?—সবে অবগত;
মানবজনম তুমি সার্থক করিলে,
সফল করিলে সুখে জীবনের ব্রত।
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে,
গাই'ছে তোমার গুণ বঙ্গবাসী যত।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।‡

শাণ-সুশাণিত যথা সুধার কৃপাণ
সবলে বিপক্ষকুলে ক্ষয় করে কাটি';
তব জ্ঞান-সুনিশিত চিত—পরিপাটী—
অনুন্নতি অঙ্কুরে করি' খান খান
সাধিল বঙ্গের হিত। বঙ্গের ভিতরে
ভরিল তোমার খ্যাতি; সুরভি যেমতি
নিমেষে ছড়া'য়ে পড়ে বিমল অম্বরে।
দেশের হিতাশী তুমি, সুবিজ্ঞ, সুমতি!
ধন্য তুমি, ধন্য তব ছিল অভিলাষ!
মানব-উচিত কাজে রত অনুক্ষণ
আছিল মানস তব; তাই গো সাবাস
দিইল তোমারে সবে। উন্নতি সাধন,
জ্ঞান, বিদ্যা দান করি' হ'লে পূর্ণ-আশ
এ বঙ্গে; সার্থক তব অমূল্য জীবন।

* ইনিই বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন রাজা। ইঁহার রাজসভায় কবিবর জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দিন বাদশাহ প্রেরিত বখতিয়ার খিলিজি আসিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করে; ইনি তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে প্রস্থান করেন। বঙ্গদেশ সেই দিন হইতে বিজাতীয় শাসনে আজি পর্য্যন্ত শাসিত হইয়া আসিতেছে। কবিবর হলায়ুধ ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

† ইনি প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রমশঃ স্বকীয় বুদ্ধিবলে জীবনের উন্নতি সাধন করেন। ইনি ইং ১৮২৯ সালে কলিকাতা নগরীতে "ওরিএণ্টাল্ সেমিনারী" নামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের অন্যতর ছাত্র।

‡ ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে ইনি একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমানের রাজ-সংসারে ইনি অনেক দিন উচ্চ-পদের কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাতাপচাঁদ ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

বর্দ্ধমান-রাজবংশাদিপুরুষ আবু রায়।*

প্রতিপদে শশী যথা কলামাত্র করে
বিশদ বরণ ধরে, ক্রমে তিথিচয়
অতিক্রমি' পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরে,
উজ্জ্বল আলোকে ব্যাপ্ত ধরণী-নিলয়।
তেমতি, গো আবু রায়! তোমার দ্বারায়
বর্দ্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া
ভুবন-প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায়,
পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া।
এ রাজকুলের তুমি আদিম পুরুষ,
তুমিই স্থাপিয়া এই রাজ সুবিশাল
চিরখ্যাত হ'লে—তব রহিল পৌরুষ।
এ গৌড়ে গৌড়ীয়গণ গা'বে চিরকাল
তব যশ; গাহিলেন যথা লব, কুশ
জনক-তনয়া-পতি-রাম-গুণজাল।

পণ্ডিতবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।†

ধরা-দেহ-রস লভি' যথা তরুবর
কালেতে সুফল দেয়, তেমতি, বাণেশ!
সংস্কৃত বিদ্যা লভি' তুমি গো বিশেষ
জ্ঞান-ফল জন্মাইলে বাঙ্গালা-ভিতর।
উপযুক্ত জ্ঞানাকর গুরুর সকাশে
শিখিলে প্রচুর বিদ্যা; বুদ্ধি সুশাণিত
হইল তোমার। বুধ, এ বঙ্গ-আবাসে
গুণিগণ-সমাজেতে তুমি পরিচিত!
নানা গ্রন্থ বুদ্ধি-ডোরে আয়ত্ত করিয়া
শাস্ত্রবিৎ হইলে গো, প্রশংসে তোমায়
নিঃসংশয়ে দেশবাসী; সমাজ ভরিয়া
বহি'ছে তোমার খ্যাতি নির্ম্মল ধারায়।
রহে যথা ফুল্ল ফুল উদ্যান শোভিয়া,
তেমতি তোমার নাম এই বাঙ্গালায়।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।‡

স্বদেশের বহু হিত সাধিলে, সুমতি!
সে হেতু তোমার খ্যাতি-পতাকা উড়ি'ছে
এ বঙ্গ-গগন-গর্ভে; বাঙ্গালার প্রতি
অতিশয় স্নেহী ছিলে। হৃদয় পীড়ি'ছে
সকলের, তোমা হেন গুণীরে হারা'য়ে।
নির্দ্দয় আচার সতী-দাহ উঠাইলে
যুক্তি দান করি', তাই ঘোষে সবে মিলে
আজো গো তোমারে, দ্বিজ, হরষিত কায়ে!
দেশের উন্নতি তরে স্থাপিলে সমাজ;
স্বজাতির শুভ ইচ্ছা করিয়া অন্তরে
দুই বার গিয়াছিলে বৃটনের মাঝ,
শেষ বারে কাল তব প্রাণ তথা হরে!
নহিলে এ বঙ্গ সুখী হ'ত কত আজ।
মরিয়া অমর তুমি জগত-ভিতরে।

* ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। আপনার জন্মভূমি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান নগরে বাস করেন। এবং সাবনিক ১০৬৮ সালে উক্ত নগরে বাদশাহের "পিক-আবি" নামক উদ্যানে চৌধুরী ও কোতওয়ালের পদে, বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ইহাঁর পুত্রের নাম বাবু রায়।

† ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইহাঁর বুদ্ধি প্রখরা হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাঁর বিশেষ বিদ্যাবত্তা দেখিয়া ইহাঁকে আপনার রাজসভার সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন।

‡ ইনি কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁ দ্বারা কলিকাতায় "ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্ক" স্থাপন খৃঃ ১৮২৯; "কার ঠাকুর কোম্পানি" নামে কলিকাতায় বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন খৃঃ ১৮৩৫; "ল্যাণ্ড্ হোলডার্স এসোসিয়েসন" (বর্ত্তমান ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন) নামক সভা স্থাপন খৃঃ ১৮৩৮। ইহাঁর প্রথম বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪২; দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪৫ এবং বেলফাষ্ট্ নগরে মৃত্যু খৃঃ ১৮৪৬। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাঁর পুত্র।

বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল।*

স্বধর্ম্মপালক, দেশ-হিত-পরায়ণ
ছিলে তুমি বঙ্গমাঝে; তোমার যতনে
বঙ্গের মঙ্গল বহু। কত দীনজন
পালিত হইল, সাধো, তোমার সদনে!
তোমার এ গুণ হেরি' সানন্দ অন্তরে
বঙ্গবাসী ঘোষে তব যশ নিরন্তর,
ব্যাপ্ত তাহা দেশময়; তরঙ্গনিকর
উদি' নীর-গর্ব্বে যথা তীর স্পর্শ করে।
সরল, সুজন আর হিত-অভিলাষী
যে জন, সে জন যদি ধনরাশি পান,
স্বধর্ম্ম, স্বদেশ-হিতে নিয়ত বিলান,
ধর্ম্মান্ধ কৃপণ সম সদা রাশি রাশি
না করে সঞ্চয়। জল পেলে জলধর
রাখে কি গোপনে কভু হইয়া কাতর?

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।†

হে বিজ্ঞ, বিদ্বান্, তুমি এ বঙ্গমাঝারে
ধন্য জনমিলে! তব যশে বঙ্গদেশ
প্রপূরিত। বঙ্গবাসী প্রশংসার ধারে
ভিজাইল তোমা ধনে। আনন্দ অশেষ
লভেছিল সকলেতে তুমি যত দিন
জীবিত থাকিয়া সাধিলে হে দেশহিত!
বিদ্যা-পরিচয়, গুণী, দিলে যথোচিত!
এবে বঙ্গ তোমা বিনা বারিহীন মীন।
রহিবে তোমার নাম উজ্জ্বল হইয়া
এ গৌড়-ভাণ্ডার-মাঝে, যথা আভাময়
মণিগণ রাজালয়ে থাকয়ে শোভিয়া।
ইংরাজি বিদ্যার গুণে বঙ্গদেশময়
রহিল তোমার যশ সদা উজলিয়া,
মতিমান্, কভু তাহা হ'বে না বিলয়!

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।‡

নাটকের আদিগুরু ভরত তাপস
শুভক্ষণে জনমিলা ভারত-ভবনে;
হৃদয়-শীতল-কর মধুময় রস
নাট্যছলে বরষিলা মানব-শ্রবণে।
সে ঋষির বরে (আমি অনুমান করি)
বঙ্গ-জন-মিত্র হ'য়ে, মিত্র বাহাদুর!

---

* ইনি জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী পুঁটীয়া নামক স্থানে বাস করিতেন। ইহাঁর জীবদ্দশা হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্মেই অতিবাহিত হইয়াছিল। দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি ইনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। ইনি মৃত্যুকালে উইলে স্বীয় বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দেবসেবার জন্য লিখিয়া যান। পুঁটীয়া-নিবাসিনী দেশবিখ্যাতা দানপরায়ণা ৺ রাণী শরৎসুন্দরী দেবী ইহাঁর কন্যা।

† কলিকাতা,—নিমতলা ষ্ট্রীটে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে পারসী ও সংস্কৃত কিছু শিক্ষা করিয়া ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে পরে পূর্ব্বতন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতে বিশিষ্ট কৃতবিদ্য হয়েন। টাউনহল প্রভৃতি সভাতে ইনি দেশের হিতার্থ অনেকগুলি ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড," "কলিকাতা রিবিউ" প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইনি উত্তমোত্তম বিষয় লিখিতেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কেবল ইনিই মেট্রোপলিটান্ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। জ, ব, খৃঃ ১৮২২,—২৬এ মে। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৭৩,—৬ই আগষ্ট।

‡ জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী চৌবেড়া নামক গ্রামবাসী কালাচাঁদ মিত্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হুগলী কলেজে পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু কলেজে কিছু দিন শিক্ষকতার কার্য্য করেন। পরে পোষ্ট আফিস সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ইনি নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জামাই বারিক ও কমলে কামিনী নামক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। জ, ব, শং ১৭৫১। মৃ, ব, শং ১৭৯৫,—১৭ই কার্ত্তিক। বঃ ৪৪ বঃ।

বাঙ্গালা নাটক তুমি—আহা, মরি মরি!—
রচিলে ঘৃণিত রীতি করিবারে দূর।
যত পড়ি বাড়ে তত বাসনা পড়িতে,
মিটে না মনের সাধ; পাইলে যেমতি
সুধারস রসনার না হয় বিরতি,
কিম্বা জ্বর-বিকারীর যেরূপ বারিতে।
এমনি নাটক তুমি করিলে রচন,
পড়ি' কভু হাসি—করি কখন রোদন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।*

ব্রিটনীয় ভাষা শিখি' পরিচয় তা'র
দিলে তুমি ভালরূপে, যোষজ সুজন!
গাঁথিয়া অপূর্ব্ব, চারু কবিতার হার
ইংরাজি ভাষায়। শ্রুতি-পথ-বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূর-বন-জাত
ফুল্ল ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয় দাম (দাম প্রচুর তাহার)
ভুলা'তে নয়ন, মন;—হারে পারিজাত।
তেমতি সাগর পার বিদেশী ভাষায়
কবিতা মালিকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হ'য়ে। পরি' অন্তর-গলায়
এ তব গুম্ফিত হার, আনন্দ-সলিলে
সন্তরে পাঠক সদা; সুধার ধারায়
তব যশ গায় সবে। সুকীর্ত্তি রাখিলে।

কবিবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ।†

আনন্দিত চিতে নন্দী আনন্দ-দায়িকা
দক্ষের নন্দিনী সতী-চরণ যুগলে
রক্তরাগসুরঞ্জিত জবার মালিকা
গাঁথিয়া যেমতি দিল; (পূর্ণ পরিমলে!)
তেমতি, কবীশ! তুমি অতীব যতনে—
সংস্কৃত ভাষা ফুলে (অতুলিত ফুল!)—
গাঁথিয়া কবিতা-হার পরা'লে চরণে
জননী বঙ্গের;—শোভা ভাতিল অতুল!
কে আর এমন, হায়, হার মনোহর
গাঁথি' জন্ম-ভূমি-পদ করিবে শোভিত!
এস এস, ফিরে এস, কাব্য-মালাকর,
গাঁথ মালা, দাও পদে! কাতর অন্তর
তিনি যে বিহনে তব। সবে বিষাদিত
না হেরি' তোমায়,—কোথা গেলে, কবিবর

সঙ্গীতকেশরী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।‡

গভীর জলধি-জলে ডুবারী ডুবিয়া
মুকুতা যেমতি তুলে বহু শ্রম সনে,

* ইনি কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ কায়স্থবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। প্রথমে পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হন। পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। যৌবন সময়ে কবিবর মিলটনের মুখশ্রীর ন্যায় ইহাঁর মুখশ্রী ছিল। ইনি ইংরাজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই লিখিতেন। ইংরাজি কবিতা লিখিবার জন্য সকলে ইহাঁকে "ইণ্ডিয়ান্ বার্ড" কহিত। ডাক্তার উইলসন্, হেনরি, র‍্যাটারি প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ইংরাজ কবিগণের সহিত ইহাঁর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইনি "হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সার" নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। জ, ব, বং ১২৯০। ম, ব, বং ১২৮০, অগ্রহায়ণ। বঃ ৭০ বঃ।

† ইনি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর সময়ে ইনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। ইনি নৈষধচরিত, রাঘব পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়া পরলোকগত হন। ম, ব, শং ১৭৮৮।

‡ ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল ভাষায় নানা প্রকার রাগরাগিণীসংযুক্ত গীত ও কবিতা রচনা করেন। ইনি সংস্কৃত বিদ্যায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, ইহাঁর সময়ে বিষ্ণুপুরের

সে মতি উজ্জ্বল জ্যোতির্জালেতে জ্বলিয়া
কণ্ঠেরে শোভিত করে বিশদ বরণে ;
সঙ্গীত-সাগর-নীরে তুমি, দ্বিজবর !
ডুবিয়া সঙ্গীত বিদ্যা অতুল রতনে
তুলিলে তেমতি। বঙ্গ-হৃদয়-উপর
ছিলে তুমি বিভূষিত সঙ্গীত-ভূষণে।
কুসুম-কাননে যথা ফুলে ফুলে বসি'
মধু জড় করে অলি গুন্ গুন্ রবে ;
সঙ্গীত-আরামে তুমি ঝঙ্কার বরষি',
তেমতি করিলে লাভ সঙ্গীত-আসবে।
হে সঙ্গীত-প্রিয়-পূজ্য ! প্রসাদে তোমার
যে লাভ লভিল বঙ্গ, তুল্য নাহি তা'র।

বাদ্যবিশারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী।*

শুভক্ষণে তুমি, বাদ্য-বাদন-কুশল !
এ উর্ব্বর বঙ্গভূমি-অঙ্কের উপর
জনম লভিয়াছিলে। তোমার সোসর
সর্ব্ব-চর্ম্ম-যন্ত্রবিৎ অতীব বিরল।
স্বেচ্ছাধীন চর্ম্ম-যন্ত্র যে যা' গো তোমায়
বাজাইতে দিত, তুমি নির্ভীক অন্তরে
বাজাইতে, মজাইতে সে যন্ত্রের স্বরে
শ্রোতাগণ-শ্রুতি ;—শ্রোতা চমৎকৃত তা'য়।
গাজন-তলায় ঢাক—রাস-মঞ্চে খোল—
ডাগর নাগারা উচ্চ নবাব-তোরণে—
সঙ্গীত-সমাজে চারু মৃদঙ্গের বোল—
জগঝম্প, কাড়া, ডম্ফ বিবাহ-ভবনে—
ঢোলক যাত্রার দলে—পূজা-গৃহে ঢোল
বেজেছিল তব করে, ধন্য সে কারণে !

পরিশিষ্ট।

মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্ট চতুর্দ্দশপদী কবিতার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম। সেই জন্য মৃত কবিবরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পুস্তকের কতকগুলি টীকাতে নিম্নলিখিত পুস্তক কএকখানি হইতে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি :—

কবিচরিত ; বঙ্গভাষার ইতিহাস ; সঙ্গীতসার ; Indian Antiquary ; Calcutta Review ; বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম খণ্ড ; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ; ইত্যাদি।

সাঙ্কেতিক বাক্য।

জ,	ব,	বং	...	জন্ম	বৎসর	বঙ্গাব্দ।
জ,	ব,	খৃঃ	...	,,	,,	খৃষ্টাব্দ।
জ,	ব,	শং	...	,,	,,	শকাব্দ।
মৃ,	ব,	বং	...	মৃত্যু	,,	বঙ্গাব্দ।
মৃ,	ব,	খৃঃ	...	,,	,,	খৃষ্টাব্দ।
মৃ,	ব,	শং	...	,,	,,	শকাব্দ।
বঃ ( )	বঃ		...	বয়ঃক্রম	( )	বৎসর

কোন সংগীতবিদ ব্যক্তিই ইহাঁর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ তবলাবাদক বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ইহাঁর মিত্র এবং সঙ্গকার ছিলেন। সঙ্গীতসার, গীতগোবিন্দ-স্বরলিপি, ঐকতানিক স্বরলিপি-প্রণেতা বঙ্গসঙ্গীতাচার্য্য ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইহাঁর বিখ্যাত ছাত্র এবং তিনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মৃ, ব, বং ১২৬৮। বঃ ৭৭ বৎসর।

* ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র। ইনি সকল প্রকার চর্ম্মযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। কথিত আছে, ইনি একটা বৃহৎ কূপের মুখভাগ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে নানা প্রকার বোল বাজাইয়াছিলেন। ১৬৫ বৎসর অতীত হইল ইনি জীবিত ছিলেন।

☞ বঙ্গভূষণ বর্ত্তমান ১২৯৫ সালে ৪র্থ ভাগ গ্রন্থাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। অতএব কোন্ কোন স্থলে সাময়িক বৎসর সংখ্যা ১২ বৎসর হিসাবে বাড়াইয়া লওয়া হইল।

সম্পূর্ণ।

আগমনী।*

হিমালয় পর্ব্বত।

শয়নাগার।

মেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী দর্শন।

বিমল গগনতল সুনীল বরণ।
নেহারি' মানস মোহে জুড়ায় নয়ন॥
শারদীয় পূর্ণ শশী মাঝে শোভা পায়।
কষিত রজত সম, হীন তুলনায়॥
রমেশ-উরসে যথা কৌস্তুভ রতন।
ঝক্‌মকে উজলিয়া গোলোক ভুবন॥
অথবা সরস-সরে কমল সরস।
শোভা পায় সিত রাগে মোহি' দিগদশ॥
কিম্বা রৌপ্য ফুল যথা কামিনী-কুন্তলে।
শোভা করি' কেশপাশে সদা ঝলমলে॥
কিম্বা গজমতি যথা নিগ্রো-কর-মাঝে।
নশ্বর বিশদ রাগে নিয়ত বিরাজে॥
হীরাখণ্ড সম চারু তারকানিচয়।
বিশাল আকাশে শোভে, অতি শোভাময়॥
যেন মণি-সুখচিত নীলাম্বর পরি'।
স্মিতমুখে বিহরেন প্রকৃতি সুন্দরী॥
শীতল সমীর বহে মৃদু সঞ্চরণে।
জুড়ায় তাপিত দেহ তা'র পরশনে॥
তরুকুল ফুলে ফলে হিমাদ্রি-শিখরে।
নবীন হরিত রাগে কম শোভা ধরে॥
তাহে পুন শশি-কর পরশি' হরষে।
হসিত আননে যেন ভাসে প্রেমরসে॥
গগনে নিরখি' চাঁদে কোকিলকলাপ।
দিবাবোধে কুহুরবে করি'ছে আলাপ॥
উন্নত তমাল-ডালে চকোরী চকোর।
সুধাকর-সুধাপানে হই'ছে বিভোর॥
ধরামধ্যে গিরিকুলে হিমাদ্রি প্রধান।
কোন্ দেশে কোন্ গিরি এ নগ-সমান?॥
ভারতের শির-ভূষা অতুল শোভন।
হেরিলে মোহিত হয় ভাবুকের মন॥
প্রকাণ্ড উপলপুঞ্জ ভীষণ আকার।
বেড়ি' অদ্রি-দেহ, আহা, শোভে অনিবার॥
নানাবিধ শিলাখণ্ড বিচিত্র বরণ।
নিমেষে মনের ভাব করয়ে হরণ॥
নিয়ত হিমানীরাশি প্রবল আকার।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরোপরে হই'ছে আসার॥
সিত রাগে নগপতি শোভে মনোহর।
যেন যোগাসনে বসি' ধ্যানে মগ্ন হর॥
সুন্দর বিটপি-রাজি রাজে সারি সারি।
নন্দন কানন যায় তুলনায় হারি'॥
যেন গিরি মরকত-খচিত ভূষণ।
পরিয়া বিরাজে, আহা, ভুলে যায় মন!॥
অচল-নিতম্ব হ'তে ঝরি'ছে নির্ঝর।
জুড়ায় শ্রবণ কিবা সুমধুর স্বর॥

* ১২৭৮ সালের ভাদ্র মাসে রচিত।

হেন বোধ হয় যেন গন্ধর্ব্বনিকর।
হরিষে বাজায় বীণা শ্রুতিমনোহর॥
কোন খানে অন্ধকার গহ্বর ভীষণ।
মৃত্যুমুখ সম রূপ হেরে ভীত মন॥
অবিরল জলরাশি তাহার মাঝারে।
ভীমনাদে গরজি'ছে অবিরাম ধারে॥
পবিত্রা তটিনী গঙ্গা সলিল বিমল।
পবিত্র পাতকিকুল স্পর্শি' যাঁ'র জল॥
যমুনা গণ্ডকী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি।
পূজ্য নদীপুঞ্জ বহে মৃদুল নিনাদি'॥
হিন্দু-পূজনীয় গিরি পবিত্র আলয়।
স্বর্গ সম যা'র শোভা চির সুখময়॥
এ হেন পার্ব্বতদেশে চন্দ্রিকা-বিভায়।
সাজিয়া যামিনী সতী চারু শোভা পায়॥
গিরিবাসী জীবকুল সুখে নিদ্রা যায়।
নিশাচর পশুগণ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
হেন কালে গিরিপুরে গিরীশ-দয়িতা।
বিচিত্র শয়ন'পরি আছিলা শয়িতা॥
সহসা স্বপনে রাণী হেরিলা উমায়।
দাঁড়ায়ে পর্য্যঙ্ক-পাশে চেনা নাহি যায়॥
বিকচ-চম্পকনিভ গউর বরণ।
হ'য়েছে মলিন যথা নলিন আনন॥
পরশি' শিশির ঋতু বিরসে শুকায়।
মানস কাঁদিয়া উঠে নিরখিলে তা'য়॥
হাসিলে যে বিধুমুখে বরষিত সুধা।
নিরখি' ঘুচিয়া যেত নয়নের ক্ষুধা॥
বিরস সে মুখখানি বিষাদে এখন।
সজল জলদ যথা ছাইয়া গগন॥
ঝাঁপে পূর্ণশশী সদা চক্ষে বহে ধার।
আহা, সে সলিলে বক্ষ ভিজে অনিবার॥
যে হেমসন্নিভ দেহে চারু আভরণ।
অহরহ সুশোভিত, ভুলিত নয়ন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা চুণি মরক্ত হীরক।
করিত যে দেহে, মরি, সদা ঝক্‌মক্॥
বোধ হ'ত যেন ছাড়ি' সুনীল আকাশ।
বিরাজি'ছে তারাবলী সৌদামিনী-পাশ॥

সে শরীরে সাজে এবে রুদ্রাক্ষের ফল।
নেহারিয়ে হেন ভূষা চক্ষে আসে জল॥
যেন রে শৈবালদল সোণার অচলে।
অসিত বরণে শোভে; হেরে হিয়া গলে॥
যে দেহ দুকূলবাসে সাজিত সুন্দর।
নেহারি' ভুলিত আঁখি, জুড়া'ত অন্তর॥
এবে সে সুবর্ণ দেহে শোভে বাঘছাল।
হেমলতা ঢাকিয়াছে জলধরজাল॥
আগুল্‌ফলম্বিত চারু কেশপাশ-পাশে।
শোভিত রতন ফুল সুন্দর বিকাশে॥
নশ্বর কমল ফুল ভ্রমেতে ভ্রমর।
ভ্রমিত সে ফুল-পাশে করি' গুনৃস্বর॥
এবে সে রুচির কেশে নাহি স্বর্ণফুল।
নাহি আর রবকারী মধুকর কুল॥
কটা রঙে জটাজূট শিরেতে এখন।
বিকট আকারে শোভে লোটায় কখন॥
বিশীর্ণ হয়েছে কায়, কি কহিব কা'য়।
উমা ব'লে ভবানীরে চেনা নাহি যায়॥
হেরি' শিবানীর হেন রূপ বিপরীত।
মেনকার চিত্ত হ'ল বিষাদে পূরিত॥
না সরে বদনে বাণী, জ্ঞানহীন প্রায়।
গালে হাত গিরিজায়া নিরখে উমায়॥
কতক্ষণ পরে ভব-উর-বিলাসিনী।
কহিলা করুণস্বরে যথা ভিখারিণী॥
গৃহস্থ জনের নিজ দুখ-পরিচয়।
ম্লানমুখে অর্দ্ধস্ফুট মৃদুভাষে কয়॥—
"ওঠ, মা মেনকে! তোর অভাগিনী মেয়ে।
আসিয়া ডাকি'ছে হের দুখিনীরে চেয়ে॥
ক্ষুধায় জঠর জলে, আকুল জীবন।
অসহ্য দুঃখের দাপে ঝুরি'ছে নয়ন॥
মেয়ে ব'লে মনে কি গো আছে, গিরিজায়া!।
বুঝেছি আমার প্রতি তোর যত মায়া॥
জনক পাষাণ-কায়া, কাতরে না গলে।
কঠিন হৃদয় তাঁ'র যথা আঁখিজলে॥
গলে কি নিদয়-প্রাণ? অথবা যেমন।
দীন-দুঃখে নাহি দ্রবে কৃপণের মন॥

শুনেছি সুতার চেয়ে সুত অতিশয়।
স্নেহপাত্র জনকের, কিন্তু খেদ হয়॥
নেহারি' পিতার মম ভাব বিপরীত।
মৈনাক তনয় ইহ ভুবন বিদিত॥
বাসবের ভয়ে ভাই সাগর-মাঝারে।
ডুবি' আছে চিরকাল, দুখ ক'ব কা'রে॥
আমার যে দুখ তাহে! জনক তাহায়।
ছেলে ব'লে একবার ভ্রমেও না চায়॥
আমি এক অভাগিনী তনয়া তাঁহার।
ম'লেও পড়ে না মনে কি কহিব আর॥
পাছে ভাল বাস পরি, পাছে ভাল খাই।
পাছে কিছু জনকের ধন কড়ি চাই॥
তাই মোরে তাড়াতাড়ি পাগলের করে।
সঁপিয়া মনের সুখে র'য়েছেন ঘরে॥
মনে ভেবেছেন পিতা শিব সর্ব্বক্ষণ।
ছাই মাখে, করে ভাঙ ধুতুরা ভক্ষণ॥
উমারেও শিখাইবে সিদ্ধি খাওয়াইতে।
উন্মাদিনী হ'বে উমা নারিবে চিনিতে॥
ভাল মন্দ দ্রব্যগুণ সবি একাকার।
ভাবিবে, নারিবে মোরে চিনিবারে আর॥
সে যা' হোক্, জননি গো, আশা নাহি ধনে।
যে পতি পেয়েছি শিবে সেবে একমনে॥
যুগল চরণে তাঁ'র কত সুখ পাই।
তুচ্ছ ধনে মেয়ে তোর ইচ্ছা করে নাই॥
পতিই সতীর প্রাণ সুখের আকর।
পতি বিনা রমণীর সকলি অপর॥
কি দরিদ্র দুঃখী পতি কিবা ধনবান্।
পতিরতা কামিনীর সকলি সমান॥
যে নারী সরল মনে সেবে পতিপদ।
ধরাধামে পূজ্য সেই, পায় মোক্ষপদ॥
কিবা শোভা ধরে শশী শরতসময়।
কমলে কমল কিবা হয় শোভাময়॥
কি ছার নন্দন বনে পারিজাত ফুল।
স্বর্ণচাঁপা কিবা শোভা করে নারী-চুল॥
ভূপতি-মুকুটে মণি কিবা শোভা পায়।
সকলি পতির কাছে হীন তুলনায়॥

একমাত্র রমণীর পতিই সকল।
পতিরে না সেবে যেই, সে নারী বিফল॥
তাই বলি, জননি গো, শিব বিনা আর।
কিছুই না লাগে ভাল সকলি অসার॥
শঙ্কর মাখেন ছাই আমিও তা' মাখি।
যুগলে মিলিয়া সদা প্রেতভূমে থাকি॥
কঙ্কালগ্রথিত মালা পরেশ-গলায়।
দেখাদেখি আমিও, মা, গলে পরি তা'য়॥
শার্দ্দূল-অজিন যাহা কটিদেশে তাঁ'র।
শোভা পায় নীলকণ্ঠে রুদ্রাক্ষের হার॥
অহরহ সুবিরাজে শিরে জটাজাল।
চরণ পর্য্যন্ত লম্ব দোলে চিরকাল॥
আমিও, জননি, সদাশিবের মতন।
ও সব শরীরে পরি করিয়ে যতন॥
পতির কৃপায় মম সকলি প্রতুল।
কেবল হৃদয়ে এক বিষাদের শূল॥
ফুটিতেছে, সে জ্বালায় ছটফটে প্রাণ।
কি ক'ব কহিতে গেলে ঝরে গো নয়ান॥
একমাত্র আমি তোর দুখিনী কুমারী।
বিবাহ দিয়াছ পুন দেখিয়া ভিখারী॥
কিরূপে র'য়েছি তা'র তত্ত্ব নাহি লও।
পিতারেও মোর কথা ভুলেও না কও॥
যা' হোক্, জেনেছি ভালবাসা তোমাদের।
তা'ই বা কি ক'রে বলি, মোর ভাগ্যের॥
শ্বশুর-ভবন হ'তে আনি' [illegible]তায়।
সমাদরে পিতা মাতা ভালবাসে তা'য়॥
কোলে ক'রে মাতা তা'রে আনন্দ-সাগরে।
ডুবে যায়, ঘন চুম্বে নধর অধরে॥
কিন্তু মোর পোড়া ভাগ্যে ঘটে না সে সব
যে জ্বালায় জ্বলে মরি কা'রে আর ক'ব॥
জনক জননী মম থাকিতেও নাই।
ইচ্ছা হয় ডুবে মরি কিম্বা বিষ খাই॥
বৎসরেও নাহি খোঁজ কি তোর পরাণ।
পাষাণের নারী তুই পাষাণ-সমান॥
যদি গো তোদের ইহা ছিল মনে মনে।
নির্ব্বাসিতা করিবারে এ দুখিনী জনে॥

তবে গো ভূমিষ্ঠকালে খাওয়াইয়া নুন।
কেন কেন অভাগীরে কর নাই খুন? ॥
নিশ্চিন্ত হইতে দোঁহে, ঘুচিত যাতনা।
আমারেও এত দুখ সহিতে হ'ত না ॥
কিন্তু এবে মোর প্রাণ তোমাদের চেয়ে।
আকুল হ'য়েছে সদা আসে হেথা ধেয়ে ॥
তোদের মত না মায়া আমার উপর।
তা' হ'তেও শত গুণে আমার অন্তর ॥
ভালবাসে তোমাদের কি ক'ব সে কথা।
পিতা মাতা প্রতি মোর যতেক মমতা ॥
কিন্তু, মা গো, তোমাদের স্নেহলেশ নাই।
বিশীর্ণা মলিনা ভেবে হইয়াছি তাই ॥
মা হ'য়ে মায়ের মত নাহি কর কাজ।
শুনিলে কি ক'বে লোক? দিবে তোরে লাজ ॥
যা' হোক্, জননি, তোর কি দৃঢ় পরাণ।
পাষাণের নারী ব'লে এত কি পাষাণ? ॥"
এইরূপে মহামায়া স্বপ্নে মেনকায়।
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী করুণ ভাষায় ॥
সম্ভাষি' সহসা পুন হৈল অন্তর্ধান।
রাণীরো ভাঙ্গিল ঘুম আকুল পরাণ ॥—
"হা উমে! কোথায় উমে! আয় পুনরায়।
বিরহ-অনলে প্রাণপাখী পুড়ে যায়! ॥
স্বপনেতে দেখা দিয়ে লুকালি কোথায়।
কাতরা জননী তোর ডাকে রে হেথায় ॥
কে বলে তোমারে আমি মনে করি নাই।
অশনে বসনে শু'য়ে ভাবি, মা, সদাই ॥"
এইরূপে গিরিরাণী করেন বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ছাড়ি'ছেন হাঁপ ॥
নিকটে শুইয়া গিরি সুখে নিদ্রা যান।
রাণীর কি দশা কিছু টের নাহি পান ॥

প্রভাত।

দিবাপতি-দূতী ঊষা মনোহর বেশে।
পশিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগদেশে ॥
জাগিল বিহগকুল মধুর কূজনে।
কূজি' আমোদিল যত বন উপবনে ॥
গহ্বরে গম্ভীরভাবে হিংস্র পশুগণ।
একে একে পশিতেছে ধাবিত গমন ॥
বহি'ছে শীতলানিল বহি' ফুলবাস।
আ-মরি, কি নব ভাবে শোভিল আকাশ! ॥
নিষ্প্রভ রজনীপতি মলিন আননে।
পশিলা বিষাদে, আহা, গগন-ভবনে! ॥
ক্রমে নগ-পূর্ব্বদিক অরুণ বরণে।
লোহিত করিয়া রবি উজলে কিরণে ॥
একচক্র রথে চড়ি' উদিলা আকাশে।
বিভাতিল চারি দিক বিমল বিভাসে ॥
মানস-সরস-সরে সরসে কমল।
ফুটিল বিশদ-রাগে ঝরে পরিমল ॥
মধুগন্ধে অন্ধ হ'য়ে অলি তাহে বসে।
যেন রে কলঙ্ক-রেখা শশাঙ্ক-উরসে ॥
ভানু-ভাতে বিভাতিয়া ঝরণার জল।
ঝলমলে, আহা, যেন হীরকের দল! ॥
নিশির শিশিরে যত তরু শোভা পায়।
যেন রাম-কণ্ঠ শোভে মুকুতা-মালায় ॥
এরূপে প্রকৃতি সতী সাজি' চারু বেশে।
শোভিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগ-দেশে ॥
শ্রীদুর্গা স্মরিয়া যত মানবনিচয়।
উঠিতেছে একে একে সানন্দ হৃদয় ॥

রাজসভা।

হেথা হিমালয়-রাজ, সাধিবারে রাজকাজ,
চলিলেন সভাপুরে দ্বিরদগমনে।
মেনকার ভাব যত, না হইল অবগত,
হরষে বসিলা ভূপ রাজসিংহাসনে ॥
স্বর্ণছাতা শির'পরে, আ-মরি, কি শোভা ধরে,
সুচারু চামর ধীরে চাকরে ঢুলায়।
রেশম-রচিত চারু, মনোহর কত কারু,
পাখাদ্বয় শোভা পায় সোণার শলায় ॥

শিথিপালকের দণ্ড, হেরিলেও দশ দণ্ড
নাহি মিটে মানবের নয়নের আশ।
আ-মরি, কি সুধাময়, রাজসভা শোভাময়,
ঝুলি'ছে ঝালররাশি বিকাশি' বিভাস ॥
বিচিত্র আসন পাতা, কৃত্রিম কুসুমে গাঁথা',
নানা রঙে শোভা পায় তাহার উপর।
অষ্ট-কোণ-নিরমিত, সিংহাসন সুশোভিত,
ঝলমলে মণি চুনি হীরকনিকর ॥
তদুপরি বসি' রায়, ইন্দ্র-সম শোভা পায়,
অপরূপ রূপ নারী-মানস-মোহন।
রতন মুকুট মাথে, পদ্মরাগ মণি তা'তে,
শোভা পায় উজলিয়া রাজনিকেতন ॥
গলে দোলে মতি-হার, কি ক'ব বাহার তা'র,
দেখি নাই দেখিব না কখন তেমন।
আ-মরি, কি রাজ-বেশ, সুষমার একশেষ,
অঙ্গে শোভে রত্নময় কত বিভূষণ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, শাস্ত্রালাপ নানা মত,
করি'ছেন চারি পাশে বসি' সভাসনে।
নেহারি' সে সভালয়, মনে হেন বোধ হয়
যেন বাসবের সভা অমর-ভুবনে ॥
ভীমকায় দ্বারপাল, উরসে শোভি'ছে ঢাল,
হাতে তরবাল শোভে ভীষণ আকার।
সদা কড়া দৃষ্টিপাত, হুঙ্কারে করি'ছে নাদ,
পাচারি করিয়া সদা রাখি'ছে দুয়ার ॥

শয়নাগার।

মেনকার বিরহ ও সখী কর্ত্তৃক সান্ত্বনা।

হায় রে, কি জ্বালা আর সহনে না যায় রে!।
কেন হেন হেরিলাম সোণার উমায় রে! ॥
মলিন হ'য়েছে কায়,
জটা শিরে শোভা পায়,
মরি রে, বিদরে বুক মনে হ'লে তা'য় রে!।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে? ॥

যে মুখে দিতাম ক্ষীর মাখন ছানায় রে!।
যে মুখে বলিয়ে মা মা ডাকিত আমায় রে! ॥
আহা, সেই চাঁদ-মুখে,
বাণী না নিঃসরে দুখে!
দেখে হৃদি ফেটে যায়, কি ক'ব কাহায় রে!।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে? ॥

সাজা'তেম যেই দেহ রতন-ভূষায় রে!।
যে গলা শোভিত চারু মুকুতা-মালায় রে! ॥
এবে রুদ্রাক্ষের হার,
দোলে গলে অনিবার!
কটিদেশে বাঘছাল দেখে ভয় পায় রে!।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে? ॥

যে উমা শুইত সদা চারু বিছানায় রে!।
এবে সেই স্বর্ণ দেহ লুঠি'ছে ধুলায় রে! ॥
যে উমা প্রাসাদ'পরি,
নিবাসিত শোভা করি',
এবে কি না রহে বাছা তরুর তলায় রে!।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে? ॥

এরূপে মেনকা বিলাপে কত।
কি ক'ব আমি সে যাতনা যত ॥
কভু ভূমে পড়ি' গড়'য়ে যায়।
কভু করাঘাত করে মাথায় ॥
কভু বসে, কভু সবেগে ধায়।
কভু আঁখি মুদে, কখন চায় ॥
কভু দুখে ছিঁড়ে কবরী-পাশ।
কভু ঘন ফেলে অনল শ্বাস ॥
কভু বলে মুখে 'হা উমে!' বাণী।
এইরূপে কত বিলাপে রাণী ॥

মেনকা ও দাসীর কথোপকথন।

হেন কালে দাসী, নিকটেতে আসি'
নিরখি' রাণীর দুখ।

গালে হাত দিয়া, রহিল চাহিয়া,
বলে,—হেরে ফাটে বুক॥
রাজার কামিনী, কেন বিষাদিনী,
এ কি চোখে দেখা যায়।
কি হেতু ভূতলে, পাতিয়া আঁচলে,
শুয়ে কর হায় হায়॥"
বসনে তখন, মুছিয়ে বদন,
ধুইয়া শীতল জলে।
পাখা নাড়ি' ধীরে জুড়ায় শরীরে,
শেষে মৃদু ভাষে বলে॥—
"ওগো রাজরাণি! আকুলিত প্রাণী
কি হেতু তোমার হ'ল।
কেন হেন বেশ, বল সবিশেষ,
সুধাই আমারে বল॥
ভূপ কি তোমায়, কঠোর কথায়,
দিয়াছেন মনোজ্বালা?।
অথবা কি তরে, পড়ি' ধরা'পরে,
কহ মোরে, রাজবালা?॥"
মেনকা তখন, মুছিয়া নয়ন,
কহিলেন ধীর ভাষে।—
"শুন, ওরে দাসি! উমা কালি আসি',
স্বপনে আমার পাশে॥
কহিল কাঁদিয়া, বিদরে রে হিয়া,
তা'র কথা মনে হ'লে।
নাহি সেই রূপ, হ'য়েছে বিরূপ,
সদা ভাসে আঁখি-জলে॥
'হায়, গো জননি! পাষাণ-রমণী,
কি কঠিন প্রাণী তোর।
ভুলেও কখন নাহি দরশন,
যতেক যাতনা মোর॥
বারো মাস প্রায়, যায় যায় যায়,
তবু না করহ খোঁজ।
দেখে তোর ভাব স্বভাবে অভাব
হইতেছে ভাব রোজ॥'
এইরূপ কত দেখিয়াছি যত
শয়নে স্বপনে কা'ল।
এক এক ক'রে কহিতে বিদরে,
বুকে বেঁধে শোক-শাল॥
প্রিয় অনুচরি! যা রে ত্বরা করি',
যথা ব'সে মহারাজ।
বল্ গিয়ে তাঁ'রে, মেনকা তোমারে,
ডাকি'ছে ক'র না ব্যাজ॥"
রাণী এত বলি,' পড়িলেন ঢলি',
ধাইয়া চলিল দাসী।
রাজ-সভালয়, যথা হিমালয়,
উপনীত তথা আসি'॥
কহিল রাজায়,— "ডাকেন তোমায়,
ত্বরা করি' মহারাণী।
করিলে গউণ, হইবেন খুন,
ত্যজিবেন শোকে প্রাণী॥"

—

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গন।

দাসী সহ রাজার প্রবেশ।

এত শুনি' দাসীমুখে ধেয়ে হিমালয়।
সভা ভাঙ্গি' চলিলেন রাণীর আলয়॥
কি ক'ব গতির কথা গায়ের বসন।
ধ্বজাসম উড়িতেছে যেন রে পবন॥
নিরখি' রাজার গতি সরমে হারিয়া।
টানিয়া রাখি'ছে ভূপে বসন ধরিয়া॥
দেখিলা আকুলা রাণী, হাহাকার মুখে।
ঘন ঘন শ্বাস-পাত, করাঘাত বুকে॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে রড়ে ধায়।
কভু ধরা-ধূলি মাখি' ভূতলে গড়ায়॥

—

রাণীর প্রতি রাজার উক্তি।

যাও যাও, মহারাজ! লাজ কি হে পায় না।
নামের মতন কাজ এখনো কি যায় না॥
চিরকাল রাজকাজ বিনা মন রয় না।
আছে কি মেয়েটা ম'লো, খোঁজ তা'র হয় না॥

দিয়েছ শিবের করে, ভাঙ বই খায় না।
চিরকাল ছাই মাথে, চুয়া পানে চায় না॥
সাপুড়ে ডমরু বিনা বাজনা বাজায় না।
ববম্ ববম্ বম্ ব্যতীত চেঁচায় না॥
পরনে বাঘের ছাল সাত দিনে নায় না।
হা হা করি' হেসে উঠে যদি হেরে আয়না॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে, ভাল খেতে পায় না।
ভ্রমেও শ্মশান ত্যজি' ভাল পথে ধায় না॥

গিরিরাজপ্রতি মেনকার উক্তি।

দেখে হেন বর, দিগম্বর হর,
তবু দিলে মেয়ে তা'য় হে তা'য়।
সোণার উমারে, ভাসা'লে পাথারে,
হেরে বুক ফেটে যায় হে যায়!॥
বিরূপাক্ষ কাছে, কিরূপে মা আছে,
হেরিবারে মন চায় হে চায়।
আনিয়ে উমায়, বাঁচাও আমায়,
নতুবা জীবন যায় হে যায়!॥
গত নিশাযোগে, স্বপনের ভোগে,
দেখিয়াছি আমি তা'য় হে তা'য়।
হ'য়েছে মলিন, হেম-দেহ ক্ষীণ,
কি ক'ব সে কথা, হায় হে হায়!॥
নাহিকো সে রূপ, হ'য়েছে যে রূপ,
সেরূপ কহিব কা'য় হে কা'য়।
অশনের আশে, আসি' মোর পাশে,
হাত পেতে ভিক্ চায় হে চায়॥
আহা, মহারাজ, উমার এ কাজ,
নেহারি' কাঁদিনু, হায় হে হায়!।
সবে এক মেয়ে, নাহি দেখ চেয়ে,
মম প্রাণ কেটে যায় হে যায়!॥
তুমি ত পাষাণ, নাহি গায়ে সান,
কি কঠিন প্রাণ, হায় হে হায়!।
আমি জেতে নারী, তাই যেতে নারি,
নৈলে আনিতাম তা'য় হে তা'য়॥
যদি চাও মোরে, আন ত্বরা ক'রে,
নহে পড়ি' তব পায় হে পায়।
বিহনে সে তারা, হ'ব প্রাণহারা,
ছাড়িব এ পোড়া কায় হে কায়॥

রাজার উক্তি।

শুনিয়া রাণীর বাণী খেদে হিমালয়।
দুহিতা-বিরহে হ'ল বিষাদ হৃদয়॥
কে বলে পাষাণ গিরি দয়া নাহি হয়?।
বাহ্যিক পাষাণ বটে অন্তরে তা' নয়॥
কাঁদিলা, তুষার-ছলে নয়ন-আসার।
ঝর ঝর স্বরে ঝরি' পড়ে চারি ধার॥
কতক্ষণে মেনকারে কহিলা রাজন্।—
"উঠ প্রিয়ে! ধরা ত্যজি' ধরহ বচন॥
আনিব প্রাণের উমা ভাবনা কি তা'র।
উঠ ধরাধর-প্রিয়ে, মুছ বারিধার॥
যা'র তরে এত দুখ, আনিয়া তাহায়।
এখনি করিব সুখী, প্রেয়সি! তোমায়॥"
এত কহি' নগপতি করিয়া উদ্যোগ।
সাজিলা স্বগণ সহ দেখি' শুভযোগ॥

গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা।

মহীধর মহীপাল মিলিয়া [illegible]দলে।
চলিলেন সহরিষে কৈলাস অচলে॥
যত দাস দাসী চলে সোণার থালায়।
সাজা'য়ে মিষ্টান্ন নানা বিবিধ শোভায়॥
কেহ বা মধুর ফলে পূরি' ফলাধার।
দুর্গা ব'লে স্মিতমুখে হ'ল আগুসার॥
দধি ক্ষীরে ভরি' কেহ রজত কলস।
চলিল ঈশান মুখে ত্যজিয়া অলস॥
কত নারী সারি সারি ফুলসাজি করে।
চলিল হরিষচিতে সহাস অধরে॥
পান গুয়া জায়ফল কেহ ল'য়ে চলে।
কেহ খেলা ল'য়ে চলে রজত অচলে॥

ভারবাহী চলে বহি' বসনের ভার।
এইরূপ কত ঘটা কি কহিব আর॥
শুভদায়িনীরে গিরি আনিবারে যান।
চারি ধারে শুভদৃশ্য দেখিবারে পান॥
শব শিবা বাম পাশে রমণীনিকর।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করি' শোভে নিরন্তর॥
'তা' সবার পাশে আসি' শিবাপরিকরে।
শিবা আসিবেন বলি' শিব রব করে॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর দক্ষিণ বিভাগে।
দ্বিজকুল স্বস্তি বাণী কহে অনুরাগে॥
ভূপের মঙ্গল তরে সরে মীনদল।
শির তুলি' সন্তরি'ছে বিলোকিয়া জল॥
এইরূপ কত শুভ দেখিলা রাজন।
পুলকে পূরিল বপু, সানন্দিত মন॥
ক্রমে ক্রমে চলি' পরে দেখিলা কৈলাস।
অন্তরে বাড়িল আরো বিমল উল্লাস॥

কৈলাস বর্ণন।

আহা, সে অচল কিবা, শিরে ধরি' শিব শিবা
রাজি'ছে রজনী দিবা, চারু সুধাময় রে।
মৃদু মন্দ সমীরণ, প্রবাহি'ছে অনুক্ষণ,
পরশি' জুড়ায় মন, কায় সুখী হয় রে॥
নানাবিধ ফুল ফল, শোভা করে গিরিতল,
বায়ুভরে টলমল, অবিরল করি'ছে।
খগকুল বসি' তা'য়, শিবদুর্গা নাম গায়,
কেহ বা চারু শোভায়, প্রাণ মন হরি'ছে॥
গিরির কি গুণ, মরি, অরি সনে খেলে অরি,
দ্বেষলেশ নাহি করি', সুখে সবে বিচরে।
ফণীর ফণার তলে, ভেক বসি' কুতূহলে,
শিব শিবা নাম বলে, নিরভয় অন্তরে॥
ময়ূর ভুজগগণে, খেলে হরষিত মনে,
নিরাকুল করিগণে, ভ্রমে সহ কেশরী।
এইরূপ কত শত, জীবকুল অবিরত,
মিত্রভাবে সদা রত, বরণিব কি করি'॥

বিল্ব বট তরুগুলি, নভোভাগে শাখা তুলি',
শোভা পায় কভু দুলি' অনিলের বহনে।
দেখায় রূপের ঘটা, অপরূপ চারু ছটা,
একাকী কহিব ক'টা, শেষ নারে কহনে॥
তা' সবার তল-মাঝে, সুপবিত্র বেদি সাজে,
তদুপরি সুখে রাজে, হর-বামে ভবানী।
নন্দী আদি ভূত প্রেত, হ'য়ে সবে সমবেত,
বলিতেছে রূপ হেরি, জুড়াই'ছে পরাণী॥
দূর হতে এইরূপ, হেরি' মোহিলেন ভূপ,
উথলিল ভাব-কূপ, আনন্দিত মানসে।
মনে শিব শিবা স্মরি', দাস দাসী সঙ্গে করি',
উঠিলা অচল'পরি, উমা যথা নিবসে॥

ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন।

জনকে সম্মুখে হেরি' গাত্রোত্থান করি'।
বিজলী-লপন সম আইলা শঙ্করী॥
বহু দিন পরে হ'ল পিতৃদরশন।
সেই হেতু অভিমানে ঝরিল নয়ন॥
কহিলেন মহামায়া যাঁহার মায়ায়।
ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতি পুন লয় পায়॥—
"মায়া কি শরীরে নাই, পিতা গো তোমার?।
ভুলেও পড়ে না মনে কি দশা আমার॥
জননীও নিদারুণা দয়ালেশ নাই।
অভাগীরে ভুলে তিনি আছেন সদাই॥
ধিক্ সে বিধিরে, যেই বিধি বিধাতার।
নিরবধি বাদী উহা কপালে আমার॥"
এত বলি' জগদম্বা আনত আননে।
রহিলা দাঁড়ায়ে বারি ঝরি'ছে নয়নে॥

গিরিরাজের উক্তি।

কেন, বাছা, করি'ছ রোদন?।
পিতা বল তুলিয়া বদন॥
আমি কি মা ভুলিবারে পারি।
কার্য্য-হেতু আসিবারে নারি॥

কিন্তু সদা তোরে মনে মনে।
কি শয়ন অশন ভ্রমণে ॥
মনে মনে চিন্তি গো তোমায়।
কি তা' ক'ব, কহনে না যায় ॥
তুই মোর একমাত্র মেয়ে।
কত সুখী তোরে কোলে পেয়ে ॥
অন্ধ যথা পাইলে নয়ন।
কালা যথা পাইলে শ্রবণ ॥
কত সুখ ভাবে মনে মনে।
আমিও সেরূপ তোমা ধনে ॥
বিশেষ মেনকা তোর প্রতি।
ও মা উমে! ভালবাসে অতি ॥
কা'ল তোরে দেখিয়ে স্বপনে।
ব্যাকুলতা হইয়াছে মনে ॥
তাই হেথা পাঠাইল মোরে।
ত্বরা করি' নিয়ে যেতে তোরে ॥
গউণ হইলে বাঁচা ভার।
বধিবে জীবন আপনার ॥

ভগবতীর উক্তি।

রাজার বচন শুনি' রাজরাজেশ্বরী।
কহিলা মধুর স্বরে যথা মধুকরী ॥—
"আহা, পিতঃ! বাঁচিলাম, জুড়াইল মন।
এত দিনে মোরে কি গো হইল স্মরণ? ॥
তোমাদের হেরিবারে মনে আশা ছিল।
এত দিন পরে তাহা পূরণ হইল ॥
যাও তুমি, জননীরে বল গো ত্বরায়।
আসিবে দুখিনী উমা হেরিতে তোমায় ॥
পাছে মাতা ত্যজে প্রাণ, ত্বরা করি' যাও।
আমাদের শুভ বার্ত্তা তাঁহারে জানাও ॥"
এতেক কহিয়া দেবী মহেশের পাশে।
আলো করি' রত্নবেদি চলিলা সহাসে ॥
নিরখি' যুগলরূপ প্রেমে হিমালয়।
গদগদ হইলেন সানন্দ হৃদয় ॥
চলিলেন অদ্রিনাথ ভাবি' মনে মনে।
গৃহে বসি' এ যুগলে হেরিব নয়নে ॥

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্ববন।

ভূতগণের আনন্দ।

পিতৃগৃহে ত্রিলোচনী করিবে গমন।
শুনি' যক্ষ ভূত দানা সানন্দিত মন ॥
কেহ বলে, "আমি ভাই আমি আগে যা'ব।"
কেহ বলে, "আমি গিয়ে পেট ভ'রে খা'ব ॥"
আর এক ভূত বলে, "তোর এক মুখ।
কতই বা খা বি তুই কিবা পা'বি সুখ ॥
দেখ্ কত মুখ মোর গিজিগিজি করে।
পেটে পিঠে হাতে পায়ে নাকের উপরে ॥
কোসে কোসে লুচি মোণ্ডা হাসিয়া লুষিব।
টোকো দই গালে ঢেলে পরাণ তুষিব ॥"
তা'র কথা শুনে এক সেকালের ভূত।
দাঁত-ভাঙা ডোঙা-পেট খেতে মজবুত ॥
বলে, "ভাই, আর কিছু খাইতে নারিব।
যত পা'ব পাকা কলা কেবল খাইব ॥"
আর ভূত বলে, "তোরা বড়ই পেটুক।
পর-গৃহে যা'বি লাজ নাহি একটুক ॥
কেবল করিস্ তোরা খাই খাই খাই।
এত যদি খিদে, তবে খানা কেন ছাই? ॥
আমি ত তোদের মত খা'ব না সেখানে।
কেবল বেড়া'ব ঘুরে এখানে ওখানে ॥
কভু এক ডুবে ডুবি' মান-সরোবরে।
ছিঁড়িয়া কমল ফুল গাঁথিয়া স্বকরে ॥
পরিব গলায়, কভু ধবল-শিখরে।
দাঁড়াইব হাত তুলে এক পা'র ভরে ॥"
এইরূপে ভূতদল সানন্দিত প্রাণ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তান ॥
কেহ বাজী করে, কেহ অপরেরে ধরি'।
ফেলে দেয় প্রাণপণে পাষাণ-উপরি ॥
কি ক'ব একাকী আমি তাহাদের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা ॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

গিরিরাজার পুরপ্রবেশ।

এখানে নগেন্দ্রনাথ, মিলি' দাস দাসী সাথ,
উপনীত হ'লেন আলয়ে।
পুরে প্রবেশিল পতি, হেরি' রাণী আশুগতি,
কহিলেন বিষাদ হৃদয়ে॥—
"কেন, নাথ, একা এলে, উমারে কি এলে ফেলে,
এই বার প্রাণ বুঝি গেল।
না দেখি উপায় আর, মরণই হ'ল সার,
হায়, উমা কেন নাহি এল?॥"
কাতরা হেরি' রাণীরে, কহে গিরি ধীরে ধীরে,
"কেন, প্রিয়ে, করি'ছ রোদন?।
আসিবে দুহিতা তব, পরিহর শোক সব,
শান্ত কর বিষাদিত মন॥
যাহা যাহা প্রয়োজন, কর তা'র আয়োজন,
আর কেন মিছে কাল হর।
উমা সহ উমাপতি করিবেন শুভগতি,
উঠ উঠ, শোক পরিহর॥"
এইরূপে পর্ব্বতেশ, কহিলেন সবিশেষ,
পরে দোঁহে প্রফুল্লিত মনে।
দাস দাসী সহ মিশি', রহিলেন দিবানিশি,
উমা মা'র শুভ আয়োজনে॥

কৈলাস পর্ব্বত—বটবৃক্ষতল।

শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা।

"আশুতোষ! আশু মোরে দাও হে বিদায়।
দেখিলা স্বচক্ষে পিতা বলিলা আমায়॥
যাইব যাইব আমি জনক-ভবন।
ত্বরা আজ্ঞা দেহ, নাথ! করি নিবেদন॥
উড়ু উড়ু করিতেছে পরাণ আমার।
হেরিবারে স্নেহময় চন্দ্রমুখ মা'র॥
সহে না বিলম্ব আর যাইব ত্বরায়।
বাসনা হ'য়েছে বড় হেরিবারে মায়॥"

শিবাণীর বাণী শুনি শশাঙ্কশেখর।
তুষিয়া কহিলা,—"সতি, ক্ষণেক সম্বর॥
একা কোথা যা'বে তুমি কিরূপে তোমায়।
পাঠাইয়া ভোলানাথ রহিবে কোথায়॥
মনে নাই দক্ষালয়ে গিয়ে একাকিনী।
কি দশা ঘটিল তব বল, হে তারিণি!॥
পাছে পুন তাই ঘটে মনে ভয় হয়।
যেও না একেলা, সতি, হইয়ে নিদয়॥
সঙ্গে যা'ব আমি সুখে বাজা'য়ে বিষাণ।
বৃষ'পরে বসি' দোঁহে করিব প্রস্থান॥"
হর-ভাষ শুনি' সতী হাসিলা হরষে।
উলিল বিজলী যেন আনন্দ সরসে॥
কহিলেন মহামায়া,—"শুন, পশুপতি।
বিলম্ব সহে না, নাথ! চল আশুগতি॥"
এতেক কহিয়া দেবী বসি' শিব সনে।
চলিলেন হিমাচলে বৃষভ বাহনে॥
বিমল কমল করে কমলবাসিনী।
চলিলেন দেবী সহ মধুরহাসিনী॥
শ্বেত-রাগে সরস্বতী শ্বেত-বীণা করে।
চলিলা কোবিদ-মাতা সানন্দ অন্তরে॥
মূষিক বাহনে সুখে চলে গজানন।
শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় করে শরাসন॥
এইরূপ চারু রূপে সাজিয়া সকলে।
আলো করি' দিগ দশ চলে হিমাচলে॥
সুরপুরে সুরকুল হরষ মানসে।
শিব দুর্গা নাম বলি' ভাসে ভক্তিরসে॥
আগে আগে ভূত প্রেত চলে পালে পালে।
কেহ জ্বালে অগ্নিজাল হাঁ করিয়া গালে॥
কুড়াইয়া ধূলি কেহ আকাশে উড়ায়।
কুমড়ার মত কেহ ভূতলে গড়ায়॥
কারু মুখে অট্টহাস, কেহ উবে যায়।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে কেহ বেগে ধায়॥
এইরূপে ভূতগণ আগে আগে চলে।
কতক্ষণে উপনীত হিমালয়াচলে॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

উৎসব।

চলিলা আনন্দময়ী চিদানন্দ সনে।
জনকভবনে হাসি' সানন্দিত মনে॥
দ্বিজগণ মিলি' তথা অগ্রসর হ'য়ে।
উমাসহ উমানাথে লইলা আলয়ে॥
সহাসে গণেশে কোলে করিয়া রাজন।
কুমারের করযুগ করিলা ধারণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সুখে সহাস বদনে।
চলিলা ভূপের সহ অন্তর-সদনে॥
বাজিল মঙ্গলবাদ্য, পূরিল ভূধর।
শিব শিবা হেরি' সবে সানন্দ অন্তর॥
দ্বিজগণ রক্তজবা তুলিয়া হরষে।
সতীর সোণার অঙ্গে সঘনে বরষে॥
এইরূপে মহামায়া পশিলা ভবনে।
ধাইয়া আইলা রাণী আনন্দিত মনে॥
"উমে! কি আইলি বাছা, আয় আয় আয়।
জুড়া, মা, তাপিত প্রাণ মা ব'লে আমায়॥
তোমা বিনে বহু দুখ পেনু এত দিন।
জল ত্যজি' স্থলে যথা ছটফটে মীন॥
এবে, মা গো! চাঁদমুখ নিরখি' তোমার।
তিরোহিত হ'ল যত যাতনা আমার॥
আয় বাছা, কোলে আয়, জুড়া'ক হৃদয়।
তোরে পেয়ে আজি মম কত সুখোদয়॥"
এইরূপে গিরিরাণী গিরিজা পাইয়া।
অতুল আনন্দ-নীরে গেলেন ভাসিয়া॥

সম্পূর্ণ।

সঙ্গীত-স্বপ্ন।*

প্রথম সর্গ।

ভারতসম্ভূত কবিকুলের জননী,
আদিকবি বাল্মীকির রসনাবাসিনী।
ভারতে ব্যাসের কৃত ভারত-ভারতী,
তোমারি কৃপায় তাহা, অয়ি মা ভারতি!
তোমার কৃপায় হয় মূর্খ জ্ঞানবান্,
মহাকবি কালিদাস তাহার প্রমাণ।
মূক-মুখে সরে বাণী, বাণি গো, তোমার
করুণা হইলে, ঘুচে জড়তার ভার!
তুমি যা'র রসনায় হও আবির্ভাব,
সার্থক সে জন, তা'র কিসের অভাব?
সেই হেতু তব কৃপা যাচি, শ্বেতকায়ে!
পূরাও বাসনা, মাত, নতি রাঙা পায়ে।

কল্পনে! বাণীর তুমি প্রিয় সহচরী,
তোমারেও ডাকিতেছি, এস দয়া করি'।
হৃদয়-আসনে আসি' উপনীত হও,
বর্ণিবারে চিন্তারূপ লেখনীরে লও।
ভেলা চড়ি' ইচ্ছি যেতে সাগরের কূল,
সে হেতু তোমায় ডাকি, হও অনুকূল।

একদা নিশীথকালে ফাল্গুনের মাসে
শয়নে শয়ান আছি শয়ন-আবাসে।
নির্ম্মল আকাশ, তা'য় চন্দ্র প্রকাশি'ছে,
সরোনিধি-সরে যেন সরোজ ভাসি'ছে।
বাতায়ন-ছিদ্র দিয়ে চাঁদের কিরণ
ধীরে ধীরে আসিতেছে ধবল বরণ।
দক্ষিণ সমীর কিবা বহি' ভুর ভুর,
শীতল করি'ছে দেহ, শ্রান্তি হয় দূর;
কামিনীকুলের চারু চিকুর-গৌরব
গোলাপ চম্পক আদি কুসুম-সৌরভ
মিশি' সে বায়ুর সহ পশিল নাসায়,
কতই আনন্দ তা'য় হ'ল সে নিশায়।

হই নাই তখনও ঘুমে অচেতন,
দেখিতেছিলাম চেয়ে বাহির-গগন।—
চলি'ছে জলদজাল অনিল-প্রবাহে,
প্রতিক্ষণে কতরূপ হইতেছে তাহে।
কখন শশীরে ঢাকি' আঁধারি'ছে ধরা,
পুন হয় অন্য রূপ নানা চিত্র করা।
কভু হয় হয় হস্তী রথ মনোহর,
নিসর্গ চলি'ছে যেন করিতে সমর।
এইরূপ দেখিতেছি, কতক্ষণ পরে
নিদ্রা আসি' বিরাজিল ...

খানিক
উপনীত ...
বিচিত্র ...
মনুষ্যে ...
অমরে ...
নিরখি ...
অপরূপ ...
পলকবিহীন ...

নগরের চারি ...
সীমাবদ্ধ হ'য়ে ...
মর্ম্মর পাষাণে বাঁধ ...
বিরাজি'ছে; তদুপরি ...
সুবর্ণ কলস কক্ষে বারি আনিবারে
মরালগমনে চলে, হীরকের হারে
সাজায়ে কোমল কণ্ঠ; সে কণ্ঠে সতত
বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি হ'তেছে সঙ্গত।
ভালে হেমসঁীথি হংস-পদিকা তাহায়
রতনে খচিত হ'য়ে চারু শোভা পায়।

* ১১১৮ সালের চৈত্র মাসে লিখিত।

কমলিনী-ভ্রমে ভানু ভাস্বর কিরণ
করিতেছে তাহাদের মুখে বিতরণ।
কর্ণ-অলঙ্কার রবি-কিরণে উজ্জ্বল
হইয়ে বিম্বিত করে বদনমণ্ডল;
মনোরম নাসিকায় দুলি'ছে নোলক
নিরখিয়ে তা'য় নেত্রে পড়ে না পলক!
কে জানে কি সিধি দিয়ে যুগল কপোল
গ'ড়েছেন বিধি,আহা, নিখুঁত নিটোল!
প্রকৃতি দিয়াছে তা'য় অলক্ত-বরণ;
[illegible]

[illegible]
নামিতেছে ধীরে ধীরে সলিল সকাশ।
যত উলে, তত দুলে তাবিজের খুঁটে
কলসে লাগি'ছে—রব বাহিরি'ছে ফুটে।

আহা, কি মধুর ধ্বনি ঠন্ ঠন্ ঠন্!
শ্রবণ জুড়ায় শুনে—ভুলে যায় মন।
এইরূপে দেব-কুল চিত-বিমোহিনী
অনুপমা মনোরমা সুরমা কামিনী
শোভা করি' চারি দিক নামিতেছে জলে,
পড়িতেছে প্রতিবিম্ব জলনির্মলে।

দেবদারু তরুরাজি ঘাটের উপর
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে শোভে; নীড়জনিকর
বসিয়া তা'দের শাখে ধ্বনি করে সুখে,
আদরে আদার কেহ দেয় শিশুমুখে।
কেহ বা প্রফুল্ল মনে ছাড়িতেছে তান,
শুনে শ্রান্তি দূর হয়, শান্ত হয় প্রাণ।
নবীন হরিত রাগে পাতা ছোট বড়,
আবরণ করিয়াছে তরু-কলেবর;
এমনি নিবিড়, তা'য় প্রখর দিনেশ
পারে নাই স্বীয় কর করা'তে প্রবেশ।

কাল উপলের যত বিরাজে সরণি,
বেণী বিনাইয়ে যেন হাসি'ছে ধরণী।
পথের দু'পাশে শোভে বকুলের বন,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি নয়নরঞ্জন।
স্বভাবের সেনাদল যেন দাঁড়াইয়ে,
শাখারূপ বর্সা তীর উচ্চে বাড়াইয়ে।
সে সব গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়,
যে জন দেখে নি তাহা, শুনিলে আস্থায়।
মাঝে মাঝে ভানুভাতি, মাঝে মাঝে ছায়া,
পথিকের বড় সুখ, স্নিগ্ধ করে কায়া।
প্রতি কিসলয়-শিরে ফুটেছে বহুল
সুরভি-কণিকা-মাখা বকুলের ফুল;
নাসাছিদ্রে প্রবেশিলে নেচে উঠে প্রাণ,
আ-মরি, বকুল, তোর কি অতুল ঘ্রাণ!
ধীরে ধীরে গন্ধহর সেই থানে এসে
চুপি চুপি গন্ধ হরে তস্করের বেশে;
দমকা বাতাসে ফের পালাইয়া যায়,
শাখাবাসী পাখীগুলি উড়িয়া চেঁচায়;
যেন একতানে তা'রা করে এই স্বর,—
"পালায় পবন চোর, ধর ধর ধর।"

আমাদের দেশে যত ঘেঁসাঘেঁসি ঘর,
সে দেশে তেমন নয়, দেখি অন্যন্তর।
প্রতি উদ্যানের মাঝে প্রত্যেক ভবন,
মহিষ-অসুর-বক্ষে যেন রে চন্দন।
দ্বিরদ-রদনে গড়া সদনের দ্বার,
রতনখচিত তা'য়, দেখিতে বাহার!
রতন-রচিত কত ছবি সমুজ্জ্বল
ঝকে তা'য়, গঙ্গাজলে যেন শতদল।
প্রতি ভবনের চূড়া মন্দিরের তুল্য,
সোণার চাদরে মোড়া হ'বে বহুমূল্য।
উড়ি'ছে চূড়ার অগ্রে নেতের নিশান,
আঁকা আছে তা'য় চারু শিবের বিষাণ।
দেখে তাহা ভাবিলাম শৃঙ্গ-চিহ্ন-কেতু,
প্রতি নিকেতন-চূড়ে উড়ি'ছে কি হেতু?
বোধ হয় ত্রিশূলীর হ'বে এ নগর,
নতুবা বিষাণে কেন শোভে প্রতি ঘর?
ফলে তাহা হ'ল বটে, পেনু পরিচয়,
শুন, হে পাঠক, বলি, শুন সে বিষয়!
মন্দিরের চূড়া হ'তে অতীব সুন্দর,
ঝুলিয়া প'ড়েছে এক দুকূল অম্বর।
ধূর্জ্জটির জটা যেন কিরূপে খুলিয়া,
পড়েছে লম্বিত হ'য়ে নিম্নেতে ঝুলিয়া।
সোণার জরিতে বড় সুচারু অক্ষরে,
লেখা আছে এই কথা তাহার উপরে।—
"শঙ্করের পুরী এই আনন্দ-আকর,
সঙ্গীতচর্চ্চার হেতু 'সঙ্গীত নগর'
এই আখ্যা দিয়াছেন এরে ত্রিলোচন,
প্রতি গৃহে হয় রোজ সঙ্গীত সাধন।"

দেখিলাম তা'র পর গৃহ-চারিপাশে,
মনোহর কলেবর উদ্যান প্রকাশে।
সরু সরু পথগুলি পাথরেতে মোড়া,
সেথানে রজতে মোড়া যেথানেতে যোড়া।
পথের দু'পাশে হেম-নিরমিত খুঁটি,
বিরাজি'ছে, আভাপুঞ্জ বাহিরি'ছে ছুটি'।
তাহাদের শিরে দুলি' সোণার শিকল,
কণ্ঠমালা সম শোভে অতীব উজল।
প্রতি মোড়ে দুটি ক'রে মার্ব্বেল পাথর-
বিরচিত থাম শোভে উচ্চকলেবর।
লতা যথা ঘুরে ঘুরে উঠে তরুকায়,
হেমাক্ষরে এইরূপ লেখা আছে তা'য়;—
"পুত্র-শোক নিবারিতে দয়ালু বিধাতা
সৃজিলেন মহারত্ন সঙ্গীতের গাথা।
শোক-আকর্ষণী শক্তি সঙ্গীতে যেমন,
ত্রিভুবনে আর কিসে আছে রে তেমন?
শক্ত লৌহ গ'লে যায় যেরূপ অনলে,
সুতশোক লয় তথা সঙ্গীতের বলে।
অতএব এস সবে করিয়ে যতন,
হৃদয়ভাণ্ডারে রাখি সঙ্গীত-রতন।
যদি কভু পুত্র-শোক মনে পেতে হয়,
সঙ্গীতে সহায় ক'রে করিব হে জয়।"
ঘুরে ঘুরে পড়ি নাম আলেখ্যের হারে,
ভক্ত যথা প্রদক্ষিণ করে দেবতারে।

দেখিলাম অবিদূরে বিচিত্র গঠন,
ফোহারা দু'টিতে হয় সলিল-স্রাবণ;
তলায় দুইটি কুণ্ড অতি মনোহর,
ফোহারার বারি তা'য় পড়ে ঝর ঝর।
প্রকৃতি পাইয়ে যেন নিরভিত স্থান,
বাজা'য়ে সুরবী বীণা করিতেছে গান।
হীরাখণ্ডসম পয় পড়ি'ছে ঝরিয়ে,
রবি-করে ক্ষুদ্র কায় উজ্জ্বল করিয়ে।
অনন্ত বিশ্রান্ত বুঝি ধরণীর ভারে
হইয়ে সরোষে স্বীয় মুকুতার হারে
ফেলি'ছে ছুড়িয়ে উচ্চে পৃথিবী বিদারি',
পড়ি'ছে কুণ্ডের জলে ঝর ঝর করি'।
ফোহারা দু'টির মাঝে পাষাণনির্ম্মিত,
গোলাকার বেদি এক আছে সুশোভিত।
কৃষ্ণাক্ষরে লেখা আছে এই কথা তা'য়,
(ভ্রমরনিকর যেন কমলের গায়;)
"ফোহারার ঝরি' জল ছাড়িতেছে তান,
এস, ব'সে এই খানে করি বিভু-গান।"

সহসা এমন কালে করি' গরজন,
বাজিল বিষাণ এক ভেদিয়ে গগন।

তেমন আরাব কভু শুনি নে কোথায়,
কাঁপিল হৃদয় তাহে, কি ক'ব কথায়!
নীরবে বসিয়ে শাখে ছিল পক্ষিকুল,
শুনি' সে নিনাদ সবে হইল আকুল;
একত্রে মিলিয়ে সবে চকিত-কূজন
করিতে লাগিল, তাহে পূরিল গগন।
হইল তুমুল শব্দ দুই রবে মিশে,
শুনে লাগে কাণে তালা, চোকে লাগে দিশে।
হইল বিষাণ ক্ষান্ত; যেন শরদের
জলধর গরজিয়ে মৌনী হয় ফের।
যেমন থামিল উহা,—অমনি আবার
বাজিল বাদিত্ররাজি, যেন জলধার
জলধর হ'তে ঝরে মধুর নিক্বণে,
শুনিয়ে তধ্বনি নিদ্রা প্রবেশে নয়নে।
শুনিলাম প্রতি গৃহে একতানে সবে,
ধ্বনিত করি'ছে ধাম তূর্য্যকের রবে।
কোথাও শুনি নে পূর্ব্বে তেমন বাদন,
দূরে থাক্ নর, মোহে পাষাণেরো মন।
এ দেশের মানুষের মত তা'রা নয়,
কাল, কটা, বেঁটে, কুঁজো, দীর্ঘ অতিশয়;
এ দেশের মত ভুঁড়ি তাহাদের নাই,
তোলোপারা মুখ নয়, হাসি'ছে সদাই;
সরল, প্রসন্ন আঁখি, হাসি হাসি মুখ,
দেখে বোধ হয়, সদা সম্ভোগি'ছে সুখ;
সবল, মঞ্জুল, দীপ্ত সকলের কায়া,
মানুষের মত ভূমে নাহি পড়ে ছায়া।
আমাদের দেশে যা'রা রূপের গরবে
মাতিয়ে তৃণের তুল্য জ্ঞান করে সবে;
যদি তা'রা তাহাদেরে করে বিলোকন,
লজ্জায় গরল ভখি' ত্যজিবে জীবন।
পুনরায় শুনিলাম বাদ্যনাদ-সনে
বামাকণ্ঠ-বিনির্গত সঙ্গীত-স্বননে।
যেন মৃদুরবকারী অনিলে মিশিয়ে,
বিহঙ্গম ধ্বনি যায় আকাশে ভাসিয়ে।
এমনি গাহি'ছে তা'রা চিত্তবিনোদন
গীতাবলী, শুনে হয় শোকাপনোদন।
মাঝে মাঝে কোন নারী ছাড়িতেছে তান,
নিমেষেতে শ্রোতাদের কাড়িতেছে প্রাণ।
শুনে সে সঙ্গীতধ্বনি চলিত পবন,
নীরবে অচল হ'য়ে জুড়ায় শ্রবণ;
সুরপ্রিয় মৃগকুল শিশু সঙ্গে করি',
নির্ভয়ে শুনিতে যায় সঙ্গীত-লহরী;
শাখাখণ্ড সম শৃঙ্গ উঁচুতে তুলিয়ে,
রহে তথা; পাখীকুল সঙ্গীতে ভুলিয়ে
শাখা বোধে বসে তা'য়; যেন মৃগগণ
মুকুটমালায় করি' শৃঙ্গ সুশোভন,
নাচিতে বাসনা করে, হেন বোধ হয়;
সাবাস্ সঙ্গীত তুই সুখ-সুধাময়!
পুন শুনিলাম, আহা, অতি সুমধুর
বাজি'ছে কামিনী-পদে কনক ঘুংঘুর;
বাজনার তালে তালে ফেলি'ছে চরণ,
সলিলে লোহিত পদ্ম খেলি'ছে যেমন।
ঝম্ ঝম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝমক্ ঝমক্;
শুনে রসিকের মনে লাগে রে চমক্!
বাদ্য, নৃত্য, গীতনাদ একত্রে জুটিল,
গৃহে যেন মধুরবী তরঙ্গ উঠিল;
সংযোগীর সুখফুল হৃদয়ে ফুটিল;
মৃতপ্রায় বিয়োগীর জীবন টুটিল;
বায়ুসনে সঙ্গীতের নিনাদ ছুটিল;
মোহিয়ে সবার মন নিমেষে লুটিল।
সঙ্গীতে যা'দের মন সদাই কুটিল,
শুনে তা'রা জ্ঞানহারা, বলে 'কি ঘটিল?'
সঙ্গীত-বিরোধী যেই, কি সুখ তাহার?
ধিক্ তা'রে, দাও কোরে পৃথিবীর পার।
আবার বাজিল সেই গভীর বিষাণ,
অমনি থামিল সব সঙ্গীত-বিধান;
হরি-গরজন শুনি' যথা মৃগগণ
আপন আপন স্বর করয় গোপন।
নীরব হইল যত সঙ্গীত-ভবন,
কেবল গাছের ডালে ডাকে পাখীগণ।
চলিলাম সেই দিকে ত্বরিত গমন,
করিল বিষাণ যেই দিকে গরজন,

দেখিলাম দূর হ'তে শ্বেত জলধর-
সদৃশ শোভি'ছে এক উচ্চ গিরিবর।
বাড়িয়া উঠিল মনে নব কৌতূহল,—
দেখিবারে দৃষ্টি-পথ-শোভিত অচল;
দ্রুতপদে চলিতেছি, এমন সময়
জনেক পুরুষ যেন তপ্তহেমময়
আসিয়ে সম্মুখে মম মধুর বচনে
কহিলেন,—"কোথা যাও ধাবিত গমনে?
আশা বুঝি সঙ্গীতাদ্রি'পরে চড়িবারে?
কি সাধ্য যে মর্ত্ত্যবাসী নরে উহা পারে?
ছাড়, পান্থ, এ বাসনা গৃহে যাও ফিরে!
সাধু সঙ্গ লভ যদি উঠিবে অচিরে
পবিত্র গিরির ওই মনোহর কায়,
নতুবা বিফল, সত্য কহিনু তোমায়।"
হৃদয়ভেদিনী বাণী শুনিয়ে তাঁহার,
ফিরিলাম মনে বহি' নিরানন্দ-ভার।

দ্বিতীয় সর্গ।

আ-মরি, স্বপন, তব বিচিত্র প্রভাব!
ঐন্দ্রজালিকের মত ধর কত ভাব।
কখন দেখি নি যাহা, দেখাও তাহায়,
কভু যাই নাই যেথা, পাঠাও সেথায়।
এ জগতে তুমি, স্বপ্ন, সুখের আধার,
সদা কর নব নব সুখের সঞ্চার।
নিমেষে প্রদান কর আনন্দ অতুল,
তাই বলি কেউ নাই তব সমতুল।
এক স্থানে নাহি রাখ কাহারে কখন,
পথিকের মত সবে করাও ভ্রমণ।
এই ত ছিলাম আমি 'সঙ্গীত-নগরে',
যাইতেছিলাম পুন মহীধর'পরে;
ফের্ কি না তড়িতের মতন আমায়
হেথায় আনিলে, স্বপ্ন, সাবাস্ তোমায়!
দেখিলাম, হে পাঠক, করহ শ্রবণ,
যেরূপ বিচিত্র কাণ্ড দেখা'লে স্বপন!

স্বচ্ছজলা নদী এক মধুরনাদিনী
বহি'ছে মৃদুল স্রোতে ঋজুপ্রবাহিনী;
সুধার সমান বারি অতীব সুতার,
রসনায় দিলে হয় সুখের সঞ্চার।
কাঞ্চন কমলাবলী ফুটিয়াছে জলে,—
অধরে ধরিয়া তৃপ্তিকর পরিমলে;
প্রকৃতি হাসি'ছে যেন ঝরিতেছে সুধা,
হেরে ভাবুকের ঘোচে নয়নের ক্ষুধা।
মধুরবী মধুকর করি' গুন্ গুন্
বসি' তা'য় মধু খায় রসিক নিপুণ;
লোলুপ সমীর পুন আসব-আশায়
ঝড় বহি' ভ্রমরেরে দূরেতে তাড়ায়;
অনিলের তেজে যত নলিনীনিকর
একে একে ডুবে যায় সলিল ভিতর;
দুরন্ত বায়ুর ভয়ে যেন রে সকলে
লুকাইতে তাড়াতাড়ি ডুবিতেছে জলে।
মধুপানে সমীরণ হইয়া হতাশ,
চলি' যায় বহু দূর ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সমীর হইলে ক্লান্ত তখনি আবার,
হেসে হেসে ভেসে উঠে কমলের হার।
পুনরায় দিবাকর প্রখর কিরণ
কমল কোমল মুখে করি' বরিষণ,
শোষে মধু সারাদিন হইয়ে নির্দ্দয়,
ইস্ কি রবির, ছি ছি, পাষাণ হৃদয়!
দুর্ব্বলার প্রতি দয়া হয় না উদয়,
অবলার নাহি কেউ, তাই এত সয়।
তটিনীর এক পারে শোভি'ছে পুলিন
রজত-সিকতাময়; বিশদ তলিন
পেতেছে প্রকৃতি যেন শয়নের আশে,
দেখি' তাহা ভাবুকের কত ভাব আসে।
অন্য পারে অল্প উঁচু পাড় শোভা পায়,
সমীরজনিত ঢেউ লাগি'ছে তাহায়;
নদী যেন নিজ দেহ বাড়া'বার তরে,
ঠেলিয়া দিতেছে পাড় তরঙ্গের করে।
লহরী-আঘাত, তা'র সলিলের টান,
ভাঙি'ছে পাড়ের ধস্ হ'য়ে শতখান;

ব্যথিত হইয়ে যেন নদীর জ্বালায়
ঢেলা মেরে পাড় কের পেছুতে পালায়।
পাড়ের উপরে নানা পাদপের দল
বিরাজে শাখায় ধরি' চারু ফুল, ফল;
হেলিয়ে-প'ড়েছে ডাল জলের উপর,
বিচিত্র সে দৃশ্য ভাবগ্রাহী মনোহর!
শাখাচ্যুত বিকসিত কুসুমনিচয়
টুপ্ টাপ্ পড়ে জলে মৃদু রব হয়;
দেখে তাহা বোধ হয়, নদী অবিরল
তীরবাসী তরুমূলে সেচে শীত জল,
তা'রি কৃতজ্ঞতা বুঝি দেখা'বার তরে,
তরুকুল ফোটাফুল দেয় নদী-করে।
অথবা নিদাঘে যবে প্রচণ্ড তপন
পোড়াইয়ে তরুকুলে করে জ্বালাতন,
সাগর তরুর ক্লেশ করি' বিলোকন,
স্বদেহজনিত মেঘে করয়ে প্রেরণ,
স্ফটিকসমান বর্ণ শীত জলধার
দগ্ধ তরুদের শিরে করিতে আসার।
আসিয়ে বরষাকালে সাগরপ্রেরিত
ঘনদল গাছে জল ঢালে যথোচিত।
তাই বুঝি তরুরাজি কৃতজ্ঞতা তা'র
দেখা'বার তরে জলে ফেলে ফুলহার।
সাগরের পাশে নদী করি'ছে গমন
তরুদত্ত ফুল-ভেট করিয়ে বহন।
উপনীত যবে নদী হইবে সাগরে,
'লহ, নাথ, তরুভেট!' বলি দিবে করে।
তরুদের ধন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন!
শিক্ষা কর, হে মানব, করি' বিলোকন!
এইরূপে নদী-শোভা দেখিতে দেখিতে,
তীরবাহী হ'য়ে আমি লাগিনু চলিতে।
কত দূরে গিয়ে দেখি অতি মনোহর
সুশোভি'ছে ঘাট এক নদীকূল'পর;
সুবর্ণ সোপান সারি সাজি'ছে সুঠাম,
কভু দেখি নাই হেন নয়নাভিরাম।
হেমবিনির্ম্মিত এক বিচিত্র আসন
ঘাটের উপরে শোভে উজ্জ্বল বরণ;
মরকত, হীরা, মণি, চুণি নানাজাতি
চারি পাশে শোভে তা'র প্রকাশিয়ে ভাতি;
দেখে তাহা বোধ হয়, যেন রে রাধার
সমীচীন গলে দোলে মুকুতার হার।
গেলাম হরিষ চিতে আসনের কাছে,
দেখিলাম তদুপরি এই লেখা আছে;—
"পবিত্রসলিলা এই নদী মন্দাকিনী,
প্রবাহি'ছে অবিরত মৃদুলনাদিনী;
ইহাঁর তটেতে এই ঘাট মনোহর
ব্রহ্মার স্থাপিত ইহা জ্ঞাত পূর্ব্বাপর;
জগত সৃজন কালে যবে পঞ্চানন,
স্বীয় পঞ্চমুখ হ'তে করিলা সৃজন
পঞ্চরাগ—চিত্তামোদী অতি অনুপম
শ্রীরাগ, ভৈরব, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম।
পার্ব্বতী সৃজিলা রাগ নটনারায়ণ;
বীররসে প্রপূরিত হৃদয়কম্পন।
পিতামহ ব্রহ্মা পরে উক্ত রাগ ছয়
শিখিলেন হেথা বসি' সানন্দ হৃদয়;
গান্ধর্ব্ববেদেরে পুন সৃজিলেন পরে,
তপের সঙ্গীত-অঙ্গ রাখি' অভ্যন্তরে।
নারদ, ভরত ঋষি, গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু,
হুহু, রম্ভা, এ পাঁচের বিধি হ'য়ে গুরু,—
গান্ধর্ব্ববেদের শিক্ষা লাগিলেন দিতে;
পঞ্চজনে শিখিলেন সমাহিত চিতে।
ঋষিদ্বয় করিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রের
অধ্যাপনা—ছাত্রগণে শিক্ষা দিতে ফের;
তুম্বুরু সহিত হুহু হ'য়ে হৃষ্টমন,
যন্ত্রে, কণ্ঠে করিলেন সঙ্গীত সাধন;
নৃত্য শিখিলেন রম্ভা অতি সমাদরে,
অপর অপ্সরাগণে শিখা'বার তরে।
এইরূপে পঞ্চজন বিধির সহিত
কৃতবিদ্য হইলেন সাধিতে সঙ্গীত।
তা'র পর গেলা সবে নিজ নিজ ধাম,
বিরিঞ্চি সঙ্গীত তীর্থ রাখি' এর নাম।
প্রত্যহ প্রদোষকালে ঋষির প্রধান
নারদ আসিয়ে হেথা করে বিষ্ণুগান।"

পড়ি' তাহা ভাবিলাম, ভাল হ'ল আজ,
সাক্ষাৎ হইবে হেথা এলে ঋষিরাজ।
সন্ধ্যার অপেক্ষা হেতু রহিলাম তথা,
চিন্তা-সখীসহ একা কহি' নানা কথা।
দেখিনু ঘাটের ধারে সপ্ত দেবালয়
রবিকরে বিভাতি'ছে, দেহ স্বর্ণময়।
প্রথম মন্দিরদ্বারে দেখিলাম গিয়ে
সিংহাসনে অগ্নিদেব আছেন বসিয়ে,
লোহিত পাষাণে মূর্ত্তি র'য়েছে খোদিত,
প্রভাতে বালার্ক যেন হ'তেছে উদিত।
মন্দিরের চূড়া শোভে লাল পতাকায়,
'ষড়্জ অগ্নির কৃত' লেখা আছে তা'য়।
দ্বিতীয় মন্দিরদ্বারে করিনু দর্শন,
বিরাজি'ছে চতুর্ম্মুখ মরালবাহন;
ইঁহারো শরীর দীপ্তরক্তশিলাময়,
হংসদেহ সিতশিলা, স্বর্ণচঞ্চুদ্বয়।
মন্দিরের চূড়া শোভে রক্তপতাকায়,
'ঋষভ ব্রহ্মার কৃত' লেখা আছে তা'য়।
দেখিলাম তা'র পর তৃতীয় ভবনে
মনিময় শতদল উজ্জ্বল কিরণে
ফুটিয়ে র'য়েছে; তা'য় দেবী সরস্বতী
বিরাজেন বীণা করে; করিনু প্রণতি।
ধবলপ্রস্তরময় শরীর তাঁহার,
পরিহিত শ্বেতবাস, গলে মুক্তাহার।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায়,
'গান্ধার বাণীর কৃত' লেখা আছে তা'য়।
চতুর্থ মন্দিরদ্বারে গিয়ে তা'র পর,
দেখিলাম মহাদেব ধবল ভূধর-
সমান আছেন বসি' রজত মূরতি;
শ্বেতশিলাময় পাশে আছে বৃষপতি।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেত পতাকায়,
'মধ্যম শিবের কৃত' লেখা আছে তা'য়।
পরেতে পঞ্চম গৃহে দেখিনু লক্ষ্মীরে
পদ্মাসনে বিরাজেন সুবর্ণ শরীরে;
পরিহিত রক্তবাস, মুকুট মাথায়,
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ তা'য়।
মন্দিরের চূড়া শোভে পীত পতাকায়,
'পঞ্চম লক্ষ্মীর কৃত' লেখা আছে তা'য়।
হরসুত গণপতি ষষ্ঠ নিকেতনে,
চতুর্ভুজে বিরাজেন মূষিক বাহনে;
রক্তশিলাময় দেহ, বিশদ বদন,
বঙ্কিম কুঞ্জরশুণ্ড, রজত রদন।
মন্দিরের চূড়া শোভে চিত্রপতাকায়,
'ধৈবত গণেশকৃত' লেখা আছে তা'য়।
অবশেষে দেখিলাম সপ্তম ভবনে
মণিময় একচক্র রথ আরোহণে
বসিয়া আছেন সূর্য্য, রত্নময় কায়,
অচলা বিজলী যেন খেলি'ছে তাহায়।
শিরে ঝকে রত্নময় কিরীট ভূষণ,
তাহার কিরণে দীপ্ত হ'য়েছে ভবন,
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায়,
'নিষাদ সূর্য্যের কৃত' লেখা আছে তা'য়।
এইরূপে দেখিলাম সপ্ত দেবতায়,
সপ্ত গ্রাম জন্মিয়াছে যাঁ'দের দ্বারায়।
পূর্ব্বদৃষ্ট আসনের কাছে পুনরায়
বসিলাম আসি' এক গাছের তলায়;
অপরূপ ফুল তা'র কাঞ্চনের মত,
বাহিরি'ছে তা'য় মিষ্ট সুরভি নিয়ত।
অতীব উন্নত তরু সুহরিত কায়া,
বহু দূর ব্যাপি' ভূমে পড়িয়াছে ছায়া।
শাখায় শাখায় পাখী করি'ছে কূজন,
অতি সুললিত স্বর শ্রবণরঞ্জন!
বসিলাম তলে তা'র বিশ্রামের তরে;
কাণ জুড়াইল সেই পাখীদের স্বরে।
ফুল-পরিমল-মাখা মলয় সমীর
প্রবাহি' করিল মম শীতল শরীর।
দিনের বিলয় আর প্রদোষ-আশায়,
রহিলাম একা আমি বসিয়ে তথায়।
কতক্ষণে তেজোময় দীপ্ত দিবাকর
পরিধান করি' দেহে লোহিত অম্বর,
পশ্চিম সাগরে স্নান করিবার তরে,
ক্রমশঃ নামিল তেজোহীন কলেবরে।

বাঁচিল পদ্মিনী সতী জুড়া'ল হৃদয়,
ভানুর পীড়ন এবে হইল বিলয়;
সুস্থির হইয়ে আর মুদিয়ে নয়ন,
সলিল-শয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পশ্চিম আকাশ এবে অলক্ত বরণে
রঞ্জিত হইল, যেন লোহিত বসনে
সাজাইল নভস্তল প্রকৃতি সুন্দরী,
আসিয়া বসিবে বলি' সন্ধ্যা সহচরী।

গগনের লাল রঙ মন্দাকিনী-নীরে
এপার ওপার যুড়ে পড়িল অচিরে;
মনে অনুমান হয় হেরি' সেই নীর,
গোপীরা গুলেছে যেন সলিলে আবীর;
কিম্বা হেন বোধ হয় কৃষ্ণ বুঝি ফের
কালীয় এখানে আছে মনে পেয়ে টের,
ডুব দিয়ে নদীগর্ভে চড়ি' তা'র মাথে,
দমি'ছেন ভুজঙ্গেরে ভীম পদাঘাতে;
পীড়নে বিচূর্ণ হ'য়ে সাপের শরীর,
বিপুল শোণিতে লাল করিয়াছে নীর।

স্বজনে মিলিত হ'য়ে বিহঙ্গমদল
ফিরিল নীড়ের দিকে করি' কল কল;
যেন রে নীরদ-খণ্ড অনিল হিল্লোলে,
কোথা হ'তে আসিতেছে, কোথা যায় চোলে;
অথবা আকাশে যেন কুসুমের হার
সহসা পড়েছে ঝুলে—আহা কি বাহার!
ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিহঙ্গ পালে পালে,
পশিল যাপিতে নিশি তরুবর-ডালে।

অন্তর্হিত হ'ল ভানু, দৃষ্ট নাহি হয়,
জগতের এক ভাব হইল বিলয়;
এখনো সম্পূর্ণ বিশ্ব হয় নাই কালো,
মন্দ মন্দ অন্ধকার, মন্দ মন্দ আলো।
উজ্জ্বল তারকা এক উদিল আকাশে,
গোধূলির ভালে যেন হীরক বিকাশে।
হেরি তা'রে বোধ হয় ছাড়ি' পূর্ব্ব দ্বীপ,
প্রদোষ আসি'ছে যেন হাতে ক'রে দীপ।
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব হইল আঁধার,
দূরের জিনিষ নাহি দেখা যায় আর।

শুনিলাম এ হেন সময়ে বহুদূর
হইতে বাজিল এক বীণা সুমধুর।
চৌদিক নীরব, শুধু বীণার নিক্কণ
ছাইল গগন-গর্ভ সহ সমীরণ;
সুধার সুধারা সম শ্রবণ-কুহরে
আসিতে লাগিল উহা প্রভঞ্জন-ভরে।
ক্রমে ক্রমে নিকটে আইল বীণানাদ,
মিলিত তাহায় হরিনামগুণবাদ।
দেখিলাম ঋষি এক গীতবিশারদ
আসি' উপনীত তথা, তিনিই নারদ।
সুপক্ক কদম্ব সম দেহের বরণ,
যজ্ঞসূত্র বাম স্কন্ধে অতীব শোভন;
তুলসীমালায় কণ্ঠ জড়িত হ'য়েছে,
হরিনামাঙ্কিত ছাপা হৃদয়ে র'য়েছে;
চন্দন-তিলক ভালে, যেন বিরিঞ্চির
স্বর্ণকমণ্ডলু মাঝে সুরধুনী-নীর।
তাম্রবর্ণ জটাজাল—অতীব দীঘল—
লম্বিত হ'য়েছে শির হ'তে ভূমিতল;
যেন স্বর্ণ সুমেরুর চূড়া-বিনিঃসৃত
নদীকুল প্রবাহি'ছে গৈরিক-মিশ্রিত।
পাকিয়ে হ'য়েছে শাদা দীর্ঘ গোঁফ, শ্মশ্রু,
তদুপরি আঁখি হ'তে ঝরে প্রেম অশ্রু,
শরতের কাশে যথা শিশিরের হার,
সেইরূপ ঠিক সেই দাড়ির বাহার।
পরিহিত পট্টবাস গৈরিক-রঞ্জিত,
দেহে শোভে নামাবলি হরিনামাঙ্কিত।
লোলিত হ'য়েছে চর্ম্ম, ত্রিবলী উদরে
নাভি-বিরাজিত লোম সহিত বিহরে।
শুনেছিনু ইতিপূর্ব্বে যে বীণার স্বর,
সেই বীণা বাজিতেছে শোভি' ঋষি-কর।

অগ্রসর হ'য়ে আমি, নারদ-চরণে
প্রণিপাত করিলাম ভকতির সনে।
আশীষ করিল ঋষি 'জয়োস্তু' বলিয়ে,
সুবর্ণ আসনে পরে বসিলেন গিয়ে।
বীণাতন্ত্রে বাঁধি' সুর মুনি-চূড়ামণি,
সারঙ্গিনী, চিত্রাগৌরী, শ্রীরাগ, ত্রিবণী

প্রভৃতি রাগিণী, রাগে হরিগুণগান
গাহিতে লাগিল মুদি' যুগল নয়ান।
একে ত নারদ ঋষি সঙ্গীতকুশল,
তাহে পুন বীণা বাজে শোভি' করতল।
উভয়ে মিলিয়ে শুদ্ধ বিভুগুণগান
করিতে লাগিল, শুনে জুড়া'ল পরাণ।
পাখীরাও সে সময় নয়ন মুদিয়ে
নীরব হইল ঈশগানে মন দিয়ে।
কতক্ষণ পরে ঋষি বীণার সহিত
বিরাম-বাসনা করি', নিবারিল গীত।
'বিরিঞ্চি-সঙ্গীত-ঘাট' নীরব তখন
হইল, চলিল ফিরে ঋষি-কুল-ধন।
জগদীশ-প্রেমভরে অধীর হইয়ে,
যাইতে লাগিল ঋষি চলিয়ে চলিয়ে;
যাইতে যাইতে মুনি বলিল স্বগতে,—
"যাই আজি দেখে আসি মহর্ষি ভরতে;
নাটক সঙ্গীত রসে তিনি বিচক্ষণ,
যাঁহার কৃপায় মর্ত্যবাসী নরগণ
লভেছে নাটক আর সঙ্গীত-রতন,
যাই আজি করে আসি তাঁরে দরশন।"

তৃতীয় সর্গ।

মন্দাকিনী-তীর হ'তে স্বপন আমার
নিশাকালে ল'য়ে গেল ভরত যথায়।
দেখিলাম তপোবন সুরবন-সম
লোচন-আনন্দ কর অতি অনুপম।
বিশাল পাদপজাল শোভে চারি ধারে
জড়িত করিয়ে অঙ্গ লতিকার হারে;
যেন তরুবররাজি প্রিয়তমা সনে
রজনী বিহার করে আনন্দিত মনে।
ভানুভাতি-অভিলাষী মহীরুহকুল
আমলকী, বক আর জয়ন্তী, তেঁতুল,
পত্ররূপ আঁখি সবে মুদেছে এখন,
রজনী এদের নহে সুখদরশন।
পবিত্র অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি পাদপ
শশীর শীতল করে করে ধপ্ ধপ্।
শঙ্করের জটাসম কটা জটাজাল
ঝুলিয়ে পড়েছে ভূমে বিশাল বিশাল।
শিমুল লোহিত ফুলে শাখা সাজাইয়ে
অপত্র হইয়ে কোথা আছে দাঁড়াইয়ে।
আরো কত তরু শোভে ফলফুলময়,
চিনি নে, আবার তা'য় যামিনী সময়।
দেখিলাম মাঝে মাঝে শোভে সরোবর,
শীতল সলিল পূর্ণ, যৌবনের ভর।
কোন সরোবরে শুধু নিরমল জল
সুধীর সমীর-তোড়ে করে ঢল ঢল;
শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব নীল নভ সহ
ভাসি'ছে সরসী-জলে অতি সুখাবহ;
যেন রে দ্বিতীয় শশী, দ্বিতীয় আকাশ
ভাবুকে ভুলা'তে জলে হ'য়েছে প্রকাশ।
কোন সরে সারি সারি কুমুদিনীকুল
নিশাকর-ভাতি পেয়ে হ'য়েছে প্রফুল;
যেন অলি-জ্বালাতনে সলিল-শয়নে
আছিল দিবায় সবে মুদিত নয়নে,
নিশায় দুরন্ত অলি নাহি আসে আর,
নিরভয়ে এবে তাই কুমুদিনীহার
হাসি'ছে বিশদ মুখে শোভি' সরোবর;
সুনীল গগনে যথা তারকানিকর।
কোন সরে কমলিনী কমল-আসনে,
ঢাকিয়া কোমল অঙ্গ বিশদ বসনে,
নয়ন মুদিয়ে আছে,—যেন দেহ, মন
ভক্তিসহ বিভু-পদে করেছে অর্পণ।
এইরূপ প্রতি সরে শোভা অনুপম
হ'য়েছে কতই, একা বলিতে অক্ষম।
অবিদূরে দেখিলাম গিয়ে তা'র পর,
'সঙ্গীত-মণ্ডপ' নামে অতি মনোহর
শোভি'ছে কুটীর এক তরুপুঞ্জমাঝে,
দৈত্যদলমাঝে যেন প্রহ্লাদ বিরাজে।
বিবিধ-সুরভি-রস-অভিষিক্ত ফুল
শাখারূপ করে করি' শোভে তরুকুল;

মৃদু মন্দ বহিতেছে শীত সমীরণ,
আঘাতে কুসুমরাজি ঝরে অনুক্ষণ;
বিচ্যুত কুসুম পুন উটজ উপরে
দলে দলে বদ্ধ হ'য়ে অবিরত ঝরে;
পবিত্র কুটীর'পরি যেন সুরগণ
স্বর্গজ প্রসূনাবলী করে বরিষণ।
বিশাল শালের পাতে কুটীরের চাল
আচ্ছাদিত রহিয়াছে হ'তে বহুকাল;
তরুভগ্ন পত্র সহ সরু সরু ডাল
মণ্ডপের তিন দিকে হ'য়েছে দেয়াল;
সুর-নদী-মৃত্তিকায় কুটীরের তল
পরিষ্কৃত রহিয়াছে, অতীব শীতল।
কোথা কোথা কুশী পড়ি', কোথা কুশাসন;
কোথাও র'য়েছে পড়ি' কৌপীন বসন;
কোথাও ঝুলি'ছে পূত তুলসীর মালা;
কোথাও পড়িয়ে আছে কুসুমের ডালা;
কমণ্ডলু কোন খানে র'য়েছে ঝুলিয়ে
বিমল সরসীজল উদরে ধরিয়ে।
জ্বলি'ছে ঘৃতের এক প্রদীপ উজ্জ্বল,
হ'য়েছে তাহায় দীপ্ত কুটীরের তল।
কুটীরের দ্বারদেশে করিয়ে গমন,
দেখিনু ভরত বসি' ঋষিকুলধন;
নারদের মত তাঁ'র সর্ব্ব অবয়ব,
বর্ণ বিভিন্নতা, কিছু বয়স লাঘব;
তা' বই কিছুরি আর রূপান্তর নাই,
নারদ, ভরতে যেন যমজ দু' ভাই।
আশীর্ব্বাদ লভিবারে ভরত ঋষির,
করিলাম প্রণিপাত নত করি' শির।
সুধীর বচনে আর বিষন্ন বদনে
আশীষ করিলা মোরে নিরানন্দ মনে।
অবাক্ হ'লেম আমি দেখি তাঁ'র ভাব,
ঋষির আবার ফের কিসের অভাব?
বুঝিতে কারণ তা'র নাহি পারিলাম,
নীরবে দাঁড়া'য়ে দ্বারে একা রহিলাম।
দেখিনু ঋষির কাছে সঙ্গীত-পুস্তক,
নবরসপরিপূর্ণ বিবিধ নাটক
র'য়েছে অনেক, পুন সুরবী বাজানা
বহুল রয়েছে সেই কুটীরে সাজানা।
নীরব সকল বাদ্য,—কাজে কাজে হ'বে,
বাদ্যকার যিনি, তিনি বসিয়ে নীরবে।
দেখে সে কালের ভাব হয় অনুভব,
ঋষি-দুখে বাদ্যযন্ত্র বুঝিও নীরব।
দেখিলাম ভরতের খানিক অন্তরে
ভদ্র নামে ছাত্র তাঁ'র 'গীতরত্ন' করে
করিয়ে র'য়েছে বসি', নটের প্রধান,
নাটকনিপুণ আর গীতে জ্ঞানবান্।
দাঁড়াইয়ে আছি তথা—এমন সময়,
আইলা নারদ মুনি প্রফুল্ল হৃদয়;
সেইরূপ করে বীণা বাজে অবিরাম,
অন্য কথা নাই মুখে, শুধু হরিনাম।
উপনীত হইলেন ভরত-সকাশে;
ভরত তুষিলা তাঁ'রে সুধার সম্ভাষে।
স্বাগত কুশল আদি ধীরে ধীরে ক'য়ে,
মহর্ষি ভরত রহিলেন মৌনী হ'য়ে।
ভদ্র নট অকপট ভদ্র আচরণে
প্রণিপাত করিলেন নারদ চরণে।
কহিলেন দেবঋষি নারদ তাঁহায়,—
"কহ, বৎস ভদ্র! আমি জিজ্ঞাসি তোমায়;—
কেন আজি ভরতের দেখি হেন বেশ?
ত্বরায় আমায় তাহা কহ সবিশেষ।"
কহিলেন ভদ্র শুনি' নারদ-বচন;—
"জিজ্ঞাস গুরুরে নিজে, ঋষিকুলধন!
কি হেতু বিমর্ষ উনি ক'বেন তোমায়।"
এত কহি' নীরবিলা ভদ্র পুনরায়।
ভদ্র-মুখ-বিনির্গত এই ক'টি বাণী
শুনিয়ে ভরতপানে চাহি' বীণাপাণি
হাসি' হাসি' মিষ্ট ভাবে লাগিলা কহিতে;—
"মহর্ষি ভরত, কহ, কি ভাবি'ছ চিতে
মৌনী হ'য়ে? বল বল ইহার কারণ,
শুনিতে বাসনা মম করিতেছে মন।
আর আর দিনে সুখী নিরখি তোমায়,
আজি কেন বিপরীত, জানাও আমায়?"

নিরানন্দ মনে আর বিষণ্ণ বদনে
কহিলা ভরত তবে চাহি' তপোধনে ;—
"দেবর্ষে! কি ক'ব, সখে, যে দুঃখে অন্তর
বিষম যাতনা সহ জ্বলে নিরন্তর!
সকলি তুমি তো জান আমার বিষয়,
নখদর্পণের মত, মুনি মহাশয়!
'ব্রহ্মা হ'তে শিখিলাম আমরা ক'জন,
মধুর গান্ধর্ব্ববেদ সঙ্গীতরতন ;
গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু, হুহু, তুমি, রম্ভাপ্সরী,
চারি জনে গেলে চলি' অধ্যয়ন সারি'।

"একা রহিলাম আমি ইহ নরলোকে,
প্রদীপ্ত করিতে নরে সঙ্গীত-আলোকে ;
প্রাণপণে যত্ন করি' নাটকাদি কত
রচিলাম, সৃজিলাম রাগ নানামত ;
এই যে দেখি'ছ, ঋষি, বসি' ভদ্র নট,
প্রথমে নাটক, গীত আমার নিকট
শিখিলেক, তা'র পর আরো কত জন
শিখিল আমার কাছে হ'য়ে হৃষ্টমন।
প্রভাতের ভানু-ভাতি পৃথিবী উপর,
যেরূপে বিস্তৃত হয় ব্যাপি' দিগন্তর।
আমারো সঙ্গীত-রবি-চ্যুত করচয়
সেরূপে করিল দীপ্ত ভারত-হৃদয়।

"বহুকাল পরে, হায়, কাল দুরাশয়
ভারতে কুদিনরূপ জলদ উদয়
করিয়ে ঢাকিল মম সঙ্গীত-তপন,
বিলয় হইল ক্রমে সঙ্গীত-সাধন।
দুরাচার সেকেন্দর বাদশা ভারতে,
এসেছিল, হায়, সখে, কাঁদা'তে ভরতে!
তা' হ'তে হইল মম পণ্ড-পরিশ্রম,
তা' হ'তে ঘুচিল মম আদর, সম্ভ্রম।

সেই গীতঘাতী আসি পূজ্য হিন্দুগণে
ছারখার করিলেক অসদাচরণে ;
তাহারি সময় হ'তে যত আর্য্যগণ,
(সঙ্গীত, নাটক ছিল-যা'দের জীবন)
ক্রমে হীনবল হ'ল, হ'ল পরাধীন,
নাটক সঙ্গীত কাজে হইল বিলীন।
অতীব প্রেমের ধন সঙ্গীত আমার,
দুরন্ত কালের বশে হ'ল ছারখার!
এখন ভারতে আর নাহিকো তেমন,
পূর্ব্ব হিন্দুদের কালে আছিল যেমন।
এখন ভারতে কিবা দরিদ্র, কি ভূপ,
সকলেই হইয়াছে বিভব-লোলুপ ;
দেখে শুনে ঘুচে গেল সকল ভরসা,
হায়, কি হইল এই সঙ্গীতের দশা!"
এতেক নারদে কহি' ভরত তাপস,
নীরব হইলা মুখ করিয়ে বিরস।

ভরত-বিলাপ-বাক্য শুনিয়ে নারদ,
পাইলেন অতিশয় হৃদয়ে দরদ।
কহিতে লাগিলা মুনি করি' সম্বোধন ;—
"পরিহর দুঃখ, অহে তাপসভূষণ!
আছে সদুপায় এক শুন সবিশেষ,
শুনিলে সে কথা তব শোক হ'বে শেষ ;
কিছু দিন গত হ'ল 'সঙ্গীত নগরে'
গিয়াছিনু দেখিবারে দেব দিগম্বরে ;
'সঙ্গীতাদ্রি' শিখরেতে শিবানীর সনে
বিশাল বিষাণ খুয়ে হসিত আননে
বাজা'তেছিলেন, আমি এমন সময়
গেলাম তথায় হ'য়ে প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রণিপাত করিলাম দোঁহার চরণে
করযুগ যোড় করি' ভক্তিযুক্ত মনে।

(অসম্পূর্ণ)

হেঁয়ালি অভিনয়।

বিজ্ঞাপন।

গত ১২৯৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে আমার বীণা রঙ্গভূমিতে এই হেঁয়ালি অভিনয় হইয়াছিল। আমি উল্লিখিত ছয়টি হেঁয়ালি রচনা করিয়া এই অভিনয় করাইয়াছিলাম। দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা উপহার পাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত উত্তরদাতারা অভিনয়ের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় মধ্যে নিম্নলিখিত হেঁয়ালির উত্তর দিয়া, অভিনয়ান্তে নিম্নলিখিত উপহার পাইয়াছিলেন।

দর্শকের টিকিট নম্বর, নাম ও ঠিকানা।	হেঁয়ালির নম্বর।	উপহার।
৮৭ নং। শ্রীযুক্ত বাবু বাবুরাম মান্না, শিবঠাকুরের গলী—কলিকাতা ...	... তৃতীয় ...	... ছবি ও কম্ফর্টার।
৯০ নং। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, নিমতা স্কুল (২৪ পরগণা)	... প্রথম ও তৃতীয়	ঘড়ী, ছবি ও কম্ফর্টার।
১০১ নং। শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সরকার, ২৩ নং গোপীমোহন বসুর লেন, বহুবাজার—কলিকাতা	... দ্বিতীয় ...	... ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
১১০ নং। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন, পটলডাঙ্গা—কলিকাতা	... দ্বিতীয় ...	... ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
১১১ নং। শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দবন্ধু রায়, ৩৯ নং পঞ্চাননতলা লেন—কলিকাতা ...	ষষ্ঠ ...	... প্রণয়পরিণাম।
১২৩ নং। শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইম্দাদ্ আলী, ১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা—কলিকাতা ...	দ্বিতীয় ...	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
৪৩৯ নং। শ্রীযুক্ত বাবু নটবর মণ্ডল, ঢাকাপটী—কলিকাতা	তৃতীয় ...	ছবি ও কম্ফর্টার।

এই রজনীতে "হরধনুর্ভঙ্গ" নাটকের অভিনয়ান্তে উল্লিখিত হেঁয়ালির অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্বন্ধের হাণ্ডবিলে (Handbill) যে প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

To-day's entertainment will conclude with a grand novelty
never before produced in any Stage!
THEATRICAL REPRESENTATIONS OF RIDDLES.

☞ অদ্য রজনীর কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। আরো সর্ব্বাংশে নূতন রকমের অভিনয় আছে; যাহা এপর্য্যন্ত কোন রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয় নাই।

হেঁয়ালি অভিনয়।

এই অভিনয় বাক্যে ও চক্ষে হইবে।

FURTHER ATTRACTIONS! FURTHER ATTRACTIONS!!

Among the audience those who can solve the
riddles will get prizes varying from
RUPEES ONE HUNDRED IN CASH.

আরো নূতন! আরো নূতন!

নূতন রকমের উপহার! নূতন রকমের উপহার!!

অদ্য রজনীর হেঁয়ালি কয়েকটির উত্তর টিকিটক্রেতা দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যে কেহ দিতে পারিবেন, তিনিই নিম্নলিখিত উপহার পাইবেন।

হেঁয়ালির নম্বর।	উপহারের নাম।
ছয়টি হেঁয়ালির উত্তরদাতা	১০০৲ এক শত টাকা নগদ।
১ম হেঁয়ালি	ঘড়ী।
২য় "	গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ।
৩য় "	ছবি ও কম্ফর্টার।
৪র্থ "	দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস।
৫ম "	৫০০ পৃষ্ঠার পকেট কবিতা।
৬ষ্ঠ "	প্রণয়পরিণাম উপন্যাস।

যদি এক জনের বেশী দর্শকে ৬টি হেঁয়ালির উত্তর দেন, তবে ঐ ১০০৲ টাকা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হেঁয়ালির উত্তর লিখিবার জন্য সকলে একটি করিয়া উডেন পেন্সিল সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ৫ মিনিটের হিসাবে প্রত্যেক হেঁয়ালির উত্তর দিবার সময় দেওয়া যাইবে। রাত্রি ৯টার সময় সকলকে হেঁয়ালির ছাপা কাগজ দেওয়া যাইবে; ৯॥০ টার সময় উত্তর পত্র ফেরৎ লওয়া হইবে। সর্ব্বশেষে হেঁয়ালির অভিনয় হইয়া উত্তরদাতাগণকে উপহার দেওয়া যাইবে।

হেঁয়ালি অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

হেঁয়ালিকার ও উত্তরদাতার প্রবেশ।

হেঁয়ালিকার। হেঁয়ালিকে ইংরেজিতে কি বলে?

উত্তরদাতা। আমি ইংরেজি জানি না।

হেঁ। রিড্‌ল্ (Riddle) বলে। আচ্ছা, হেঁয়ালিকে সংস্কৃত ভাষায় কি বলে বল দেখি, ভাই?

উ। প্রহেলিকা।

হেঁ। আর কি বলে?

উ। জানি না।

হেঁ। প্রবহ্লি বা প্রবহ্লী ও প্রবহ্লিকা। তা যাক্, তোমার নিকট আজ ছয়টি হেঁয়ালি বোল্‌বো। তুমি যদি উত্তর দিতে পার, তোমাকে খুব বাহাদুর বোল্‌বো। উত্তর দিতে পার্‌বে?

উ। পার্‌বো।

হেঁ। যদি না পার।

উ। হার্‌বো।

হেঁ। হার্‌লে পরে?

উ। কি?

হেঁ। (সহাস্যে) মার্‌বো।

উ। আচ্ছা, আগে হেঁয়ালি বল তো?

হেঁ। বেশ্ কথা প্রথম হেঁয়ালি এই,—

"দুই অক্ষরের সে বস্তুটি কি? সোজা দিকে অতি কোমল, মস্তকে ধারণ করিলে বড় আনন্দ হয় এবং তিন চক্ষের উহা অতিশয় প্রিয়? কিন্তু বিপরীত দিকে অতি কঠিন, মস্তকে ধারণ করিতে বড় ভয় হয় এবং দুই চক্ষের অতিশয় অপ্রিয়?"

উ। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) তাই তো, কি ফেঁসাদে হেঁয়ালি আওড়ালে? কিছুই যে খুঁজে পাচ্চি নি।

হেঁ। খোঁজো খোঁজো।

উ। পেয়েছি।

হেঁ। কি?

উ। দানা।

হেঁ। (উচ্চহাস্যের সহিত সপরিহাসে) দূর্ বোকা!

উ। তবে কি? তুমিই এর উত্তর বল।

হেঁ। আমি উত্তর বোল্‌বো না; উত্তর দেখাবো।

উ। উত্তর আবার দেখাবে কি? উত্তর তো মুখের কথা।

হেঁ। আমার হেঁয়ালির উত্তর চোখের দেখা।

উ। আচ্ছা, তাই দেখাও।

হেঁ। (ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "জবা" (ফুল) উত্থিত হইল)

উ। (সহাস্যে) এই "জবা" উত্তর?

হেঁ। সত্য মিথ্যা প্রথম হেঁয়ালির সঙ্গে ওলট-পালট কোরে মিলিয়ে দেখ।

উ। সোজা দিকে "জবা" এবং উল্টো দিকে বাজ"। (সানন্দে) তাই তো, ভাই, বড় মজা তা। খাসা হেঁয়ালি। আর একটা বল।

হেঁ। আচ্ছা, এই বার দ্বিতীয় হেঁয়ালির ত্তর দাও।

তিনাক্ষরে নাম তা'র, বৃক্ষে বাস করে।
হু পুত্র দেখি তা'র গর্ভের ভিতরে॥
সই গর্ভ ফাড়ি' যদি পুত্রগুলি খাও।
ক্ষের মধুর স্বাদ রসনায় পাও॥
ধ্যাক্ষর ফেলে দিলে ফলয়ে সুফল।
লাঙ্গুল-সলাঙ্গুল-প্রিয় অবিরল॥
প্রথম অক্ষর যদি কাড়ি' লহ তা'র।
া' হ'লে সে বস্তু হয় অপ্রিয় সবার॥"

উ। বেদানা।

হেঁ। আরে ছ্যা!

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখ দাও।

সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "কমলা" লেবুর আবির্ভাব)

উ। এই "কমলা" উত্তর?

হেঁ। হেঁয়ালির শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

উ। (আঘ্রাণ করিয়া, সহাস্যে) আরে বাহবা, যে!

হেঁ। এই বার তৃতীয় হেঁয়ালির উত্তর দাও।

তিনাক্ষরে নাম তা'র, কক্ষে করে বাস।
বস রজনী ছাড়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস॥
থম অক্ষর তা'র ছেড়ে দাও যদি।
ভকায় জলাশয়, কিন্তু নহে নদী॥
ধ্যের অক্ষর যদি ছাড়, মহাশয়!।
ভকায় জলাশয় তথাপি ও হয়॥
ষের অক্ষর তা'র কৈলে বিসর্জ্জন।
তির পদবী তাহে হয় সংঘটন॥"

উ। বড় শক্ত। অক্ষি সক্ষি পাচ্ছি নি।

হেঁ। আচ্ছা, আমিই এর উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "জানালা"র আবির্ভাব)

উ। এই "জানালা" উত্তর?

হেঁ। মিলিয়ে দেখ না।

উ। (আঘ্রাণ করিয়া) সাবাস, ভায়া! আচ্ছা কায়দা! ঠিক্ সে হে!

হেঁ। এই বার চতুর্থ হেঁয়ালির উত্তর কর।

"দ্বি অক্ষরে নাম তা'র, কিন্তু তিন ধার।
উলটি' পড়িলে চক্ষে বহে জলধার॥"

উ। আমার কর্ম্ম নয়।

হেঁ। আচ্ছা, আমি উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা পটপরিবর্ত্তন ও একটি "নদী" বহমানা)

উ। "নদী" উত্তর?

হেঁ। মেলাও।

উ। তুমি মেলাও।

হেঁ। "নদী"র এ পার এক ধার, ও পার এক ধার এবং মধ্যে জলধার, এই তিন ধার। আর উল্টাইয়া দেখিলে "দীন" হয়। দীন অর্থাৎ দরিদ্র। দরিদ্রের চক্ষে জলধার বই কি পাইবে?

উ। বাহবা! ঠিক্ ঠিক্।

হেঁ। এই বার পঞ্চম হেঁয়ালির উত্তর দাও।

"চারি বর্ণে নাম তা'র, খাদ্যে পরিচয়।
প্রথম চতুর্থ গেলে অর্দ্ধ পদ হয়॥
প্রথম দ্বিতীয় গেলে খায় সকলেতে।"
দ্বিতীয় তৃতীয় গেলে খায় যবনেতে॥

উ। আনারস।

হেঁ। দূর হাঁদা!

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একখানি "পাঁউরুটি"র আবির্ভাব)

উ। (সবিস্ময়ে) "পাঁউরুটি"?

হেঁ। হুঁহুঁ। মিলিয়ে না পাও তো, আমার নাক মোলে দিও।

উ। (মিলাইয়া) তাই তো, এটাও ঠিক্ হোলো যে।

হেঁ। এই বার শেষ হেঁয়ালির উত্তর দাও। এ হেঁয়ালিটাকে দ্বৈত হেঁয়ালি বলে।

উ। দ্বৈত কি? দৈত্য?

হেঁ। (সহাস্যে) দূর্ রাক্ষস! দৈত্য নয়। দ্বৈত অর্থাৎ দুইটার যোগে যেটা নিষ্পন্ন হয়।

উ। আচ্ছা, কিরূপ তোমার দ্বৈত হেঁয়ালি দেখি?

হেঁ। দেখ।

(সহসা পটপরিবর্ত্তন এবং একটি নদী দৃশ্যমানা। সেই নদীতে একজন রজক কাপড় কাচিতেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ মাটীর কলসী লইয়া জল তুলিতেছেন। এখন হঠাৎ রজক ব্রাহ্মণের কলসী ছুঁইয়া ফেলিল)

"ব্রাহ্মণ। (সরোষে) আরে নীচ! তুই আমার কুম্ভ স্পর্শ কল্লি কেন? দে কুম্ভের মূল্য দে।

রজক। কেন দেবো?

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে রজকের ক[illegible] ধারণ করিয়া) তবে রে বেল্লিক ব্যাটা!

রজক। (যন্ত্রণায় অধীর হইয়া) ওগো, আমায় মেরে ফেল্লে গো! বে[illegible] আছ গো, এসে আমায় রক্ষে কর।"

উ। ও বাবা! এ আবার তোমার কি দ্বৈত হেঁয়ালি! এ যে গোলোকধাঁধার চোদ্দপুরুষ!

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা "কুম্ভকর্ণের" আবির্ভাব)

উ। (সভয়ে) ও বাবা! এ যে রাবণে[র] ভাই "কুম্ভকর্ণ"। এই বুঝি তোমার উত্তর?

হেঁ। বুঝ্‌তে পার নি?

উ। না।

হেঁ। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণে[র] "কুম্ভ" ও রজকের "কর্ণ"। তা হোলেই হোলে[া] কুম্ভ + কর্ণ = কুম্ভকর্ণ।

উ। বা ভাই, বা! বাহবা তোমার দ্বৈত হেঁয়ালি।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

দুই শিকারী।

প্রথম অধ্যায়।

এক দেশে দুই ভাই ছিলো। তা'দের মধ্যে একজন খুব বড় মানুষ আর একজন খুব গরিব। যে ভাই বড় মানুষ, সে সোণারূপোর কারবার কোত্তো, কিন্তু তা'র মন বড় কু। আর যে ভাই গরিব, সে ঝুড়ী বুনে, তাই বিক্রী কোরে কাল কাটা'তো, কিন্তু তা'র মন বড় সু। গরিব ভাই-টির দু'টি যমজ পুত্র হোয়েছিলো। দু' ফোঁটা জল যেমন [illegible]তে ঠিক এক সমান, তা'র যমজ ছেলে দু'[illegible] ঠিক্ সেইরূপ। যমজ ভাই দু'টি যখন তখন তা'দের বড় মানুষ জেঠার বাড়ীতে যাওয়া আসা কোত্তো আর এঁটো পাতে শেষ যা' কিছু থাকো, তাই কুড়িয়ে খেয়ে কতই খুসী হোতো। কিন্তু জেঠা বেটা এমনি ইতর যে, একটি দিনও ছোট ছোট ভাই-পো দু'টিকে ভাল কোরে খেতে দিতো না।

ছেলে দু'টির দরিদ্র পিতা, রোজ রোজ বনের ভিতর গিয়ে কাঠ ভেঙে আন্তো। সেই কাঠে তা'র স্ত্রী, মোটামুটি গোছের রসুইবাস কোরে তা'দিগে খাওয়াতো। এক দিন সেই গরিব লোকটি বনের ভিতর কাঠ ভাঙ্‌চে, এমন সময় গাছের ডালে হঠাৎ একটি পাখী দেখ্‌তে পেলে। সেই পাখীটি একে তো সোণার, তা'তে আবার দেক্তে সকল পাখীর চেয়ে সুন্দর। সেই গরিব লোকটি, সেই পাখীটিকে দেখে, ধর্‌বার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছুক হোলো। একটা মাটির ঢেলা তুলে পাখীটিকে ছুঁড়ে মার্‌লে; কিন্তু পাখীটি উড়ে পালা'লো। কেবল ঢেলা লেগে তা'র একটা সোণার পালক খোসে পোড়্‌লো। সে সেই পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে, মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো;—"আমি দাদার কাছে এটা নিয়ে গেলে, তিনি অবিশ্যি টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।" এই ভেবে সে বরাবর তা'র দাদার বাড়ী গেলো। তা'র দাদা সেই পালকটা নিয়ে, অনেক ক্ষণ উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌লে;—তা'র পর কষ্টি পাথরে ঘোষে পরখ্ কোল্লে। পরখে ঠিক হোলো, পালকটা খুব ভাল সোণার। সে তখন তা'র ভাইকে বোল্লে,—"তুমি এই সোণার পালক কোথায় পেলে?" সে বোল্লে,—"বনে কাট ভাঙ্‌তে গিয়ে, একটা ডালে একটি সোণার পাখী দেখ্‌তে পাই; [illegible] তা'কে ঢিল ছুঁড়ে মারি; কিন্তু সে উড়ে গেলো; কেবল এই পালকটা তা'র ল্যাজ থেকে খোসে পোড়্‌লো। এটা সোণার পালক, তাই তোমার কাছে আন্‌লেম। তুমি এর যথার্থ দাম দিয়ে কিনে নিতে পার।"

বড় মানুষ ভাই গরিব ভাইয়ের কথা শুনে, তা'কে একশ' টাকা দিলে আর বোলে দিলে, "হ্যা দেখ, ভাই, তুমি আবার এখনি সেই বনে যাও। যদি সেই সোণার পাখীটি মেরে আমাকে এনে দিতে পারো, তা' হোলে তোমাকে আমি এক হাজার টাকা দেবো।" গরিব ভাই, তা'র সেই কথা শুনে আর পালকের একশ' টাকা নিয়ে বাড়ী গেলো। তা'র স্ত্রীর হাতে সেই টাকা দিয়ে, তখনি আবার বনে চোলে গেলো। গিয়ে এ দিক্ ও দিক্—এ গাছ সে গাছ খুঁজে পেতে, আবার সেই পাখী-টিকে একটা মাঝামাঝি গোছের সেগুন্ গাছের ডালে ব'সে থাক্তে দেক্তে পেলে। পেয়েই আস্তে আস্তে একটা ঢিল তুলে, তাগ কোরে ছুঁড়ে মার্‌লে। এ বার আর তাগ ফস্‌কালো না; পাখীটি ঢিলের ঘায়ে মাটিতে পোড়ে ছট্‌ফট্ কোরে মোরে গেলো। সে তখন সেই পাখীটি নিয়ে

আবার তা'র দাদার কাছে গেলো। তা'র দাদা তা'কে এক হাজার টাকা দিয়ে পাখীটি কিনে নিলে। গরিব ভাই দু'বারে এক হাজার একশ' টাকা পেয়ে বড় খুসী হোলো, আর মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"এত দিনে ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রের কষ্ট দূর হ'বার পথ হোলো। আর আমাকে ঝুড়ী বুনে দুঃখু পেতে হ'বে না।" সে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিজের ঘরে চোলে গেলো।

বড় মানুষ ভাইটে বড় ধূর্ত্ত আর চতুর। সে পূর্ব্বে শুনেছিলো যে, সোণার পাখী রেঁধে খেলে রোজ রোজ অনায়াসে সোণা পাওয়া যায়। তাই সে তখন সেই মারা পাখীটি নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'র স্ত্রীকে গোপনে গোপনে বোল্‌লে,—"দেখ, তুমি আজ নিজের হাতে পাখীটির মাংস আমাকে রেঁধে দাও। আমি এর মাংস খেলে, রোজ রোজ সকালে সোণা পা'বো।" এই কথা বোলে সে বার-বাড়ীতে চোলে গেলো।

তা'র পর তা'র স্ত্রী বেস্ কোরে সেই পাখীর মাংস ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে, নিজেই রান্নাঘরে রাঁধ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে। তাতে ভাল ভাল মসলা ঢেলে দিলে। মসলার সুগন্ধে রান্নাঘর একেবারে ভর হোয়ে উঠ্‌লো। রাঁধুনী রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে, খানিক পরে কি কাজের জন্যে আর একটা ঘরে গেলো। এমন সময়ে তা'র জেঠতুতো দু'টি—সেই গরিব ভাই দু'টি—ঘটনাক্রমে সেই রান্নাঘরে ঢুক্‌লো। রাঁধুনী তা'র কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না। ছেলে দু'টি রান্নাঘরে ঢুকেই দেখ্‌লে উনোনের উপর মস্‌লাদার মাংস রান্না হোচ্চে, কিন্তু সেখানে কেউই নাই। তখন দু'জনে পরামর্শ কোরে মাংসের হাঁড়িটে নিয়ে চুপ চুপ খিড়কী দোর দিয়ে পালিয়ে গেলো। খিড়্‌কীর বাইরে একটা ছোট জঙ্গল ছিলো। তা'রা দু'জনে তা'র ভিতর গিয়ে, জেঠার বড় সাধের সোণার পাখীর মাংস ভাগ কোরে খেয়ে ফেল্‌লে। খেয়ে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে, খানিক খানিক [illegible] খেয়ে, নিজেদের বাড়ী চোলে গেলো। জেঠার বাড়ীর জনমানুষ তা'দিগে দেখ্‌তে পেলে না।

এ দিকে খানিকক্ষণ পরে তা'দের জেঠাই-মা আবার রসুই-ঘরে এলো। এসেই অবাক! খালি উনোন ধুধু কোরে জ্বোল্‌চে, মাংসের হাঁড়ি নেই। তখন সে আর কি করে, স্বামীর ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা হাঁস মেরে, আবার একটা হাঁড়ি কোরে উনোনে চোড়িয়ে দিলে। আর রান্নাঘর থেকে বাইরে গেলো না। যথা সময়ে মাংস তোইরি হোলো। তা'র পর ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। সন্ধ্যে উৎরে গেলে পর, তা'র স্বামী আবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'কে বোল্লে,—"মাংস হোয়েচে কি?" সে বোল্লে,—"অনেক ক্ষণ।" স্ত্রীর সেই কথা শুনে স্বামীর বড় আনন্দ হোলো। তা'র পর তা'র স্ত্রী একখানি ভাল আসন পেতে, রূপোর গেলাসে কোরে জল আর রূপোর বড় বাটিতে কোরে সোণার পাখীর বদলে হাঁসের মাংস সাজিয়ে দিলে। স্বামী মনের সুখে পেট ভোরে সেই মাংস খেলে, একটু-খানি টুক্‌রোও ফেলে না। তা'র পর হাত মুখ ধুয়ে, পান তামাক খেতে খেতে, কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"এই বার আমায় আর পায় কে? আমি অল্প দিনের মধ্যেই কুবের হ'বো। এখন যা'রা আমার চেয়ে বড় মানুষ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি তা'দিগে ডিঙিয়ে উঠ্‌বো।" এই কথা বোলে, সে শোবার ঘরে গিয়ে শুলো। শুয়েও ঐ সব কথা কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌লো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্রমে তা'র নিদ্রা এলো। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঐ সব কথা স্বপ্নে ভেবেছিলো কি না, তা' আমি বোল্‌তে পারি না। বোধ হয় ভেবেছিলো।

ক্রমে ক্রমে রাত পুইয়ে গেলো। পাখীগুলো কিচির মিচির কোরে চার দিকে ডেকে উঠ্‌লো। কাজে কাজে তখন সেই আশা-মোহিত লোক-টারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে তখন জেগে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার বালিশের নীচে হাত দিয়ে যেই সোণা খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু সমস্তই ভোঁ ভাঁ।

তাই না দেখে, তা'র মনে মনে কেমন এক রকম সন্দেহ হোলো। বিছানা ওলোট পালোট কোর্‌লে, ঘরের সমস্ত জিনিষ ঘেঁটে ঘুঁটে দেখ্‌লে, তবুও কোথাও এক সরষে-ভোর সোণা পেলে না। কাজেই মনটা বড় খারাপ হোয়ে উঠ্‌লো, যা'র পর নাই দুঃখুও হোলো। কিন্তু কি আর কোরবে? উপায় তো কিছুই নেই। স্ত্রীকে কাছে ডেকে, সোণা না পা'বার কথা ভেঙে চুরে বোল্লে। স্ত্রী উত্তর দিলে,—"তাই তো, কেন এমন হোলো? আমি তো তোমার সেই সোনার পাখীই রেঁধে, তোমায় খেতে দিয়েছিলেম। তা' বোধ হয়, তুমি যা' ভেবেছিলে, তা' সত্যি নয়—গল্প গুজোব।

"যা' হোক্‌, যা' হ'বার, তা' হোলো, এ সব কথা আর কা'রো কাছে তুলো না। তা' হোলে, উল্টে লোকে তোমাকে আর আমাকে পাগল বোল্‌বে।" লোকটা কেমন এক রকম; সে স্ত্রীর কথা শুনেও মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। এই রূপে তিন চার দিন চোলে গেলো, কিন্তু তা'র ভাবনা আর গেলো না; বরং এক এক দিনে এক এক গুণ বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এ দিকে যমজ ভাই দু'টির যে কপাল ফিরেচে, তা' তা'রা না অন্য কেউই জানতে পাল্লে না। তা'রা দু'জনে বাড়ীতে এসে, খেয়ে দেয়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমুলো। সকাল বেলা উঠে দেখে, ঘরের মেজেতে দু'খানা সোনার টুক্‌রো পোড়ে আছে। তা'রা সেই দু'খানা টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে পরস্পরে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, "এ দু'খানা কি, ভাই? কোথেকে এলো? কেমন ঝক্‌মক্ কোচ্চে দেখো।" এই রকম আরো কত কি বোল্‌তে বোলতে তা'দের পিতার কাছে গেলো। সে তখন ছেলে দু'টির হাত থেকে সেই দু'খানা টুক্‌রো নিয়ে বেস্ কোরে দেখে বুঝ্‌তে পাল্লে—সোণা। জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"তোরা এ দু'খানা কোথা পেলি?" তা'রা বোল্লে,—"এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, এই দু'খানা ঘরের মেজেতে পোড়ে আছে। আমরা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তোমার কাছে এলেম। হ্যাঁ, বাবা, এ দু'খানা কি গা?" সোণা যে কা'কে বলে, তা' তা'রা তখনো ভাল কোরে জান্‌তো না। তাদের পিতা বোল্লে,—"এ যে সোণা রে!" তা'রা বোল্লে,—"বাবা! তুমি এই দু'খানা নেও, কিন্তু খাবার না দিলে দেবো না।" তা'দের পিতা এই কথা শুনে হাঁস্‌তে লাগ্‌লো। তা'র পর তা'দিগে পেট ভোরে খাবার দিলে। তা'রা খাবার পেয়ে মনের আনন্দে পিতাকে সোণা দিয়ে, খেতে খেতে খেলা কোত্তে গেলো। এইরূপে তিন চার দিন গত হোয়ে গেলো। প্রত্যহই যমজ ভাই দু'টি সকালবেলা পূর্ব্বের মত সোণা পেতে লাগ্‌লো। রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরের মেজেতে সোণা পাওয়া যায় দেখে, পিতার মনে হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হোলো। সে চার দিনের দিন মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো,—"কে রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরে রাত্রে এমন ধর সোণার টুক্‌রো ফেলে যায়? এর কারণ কি? কা'র কাছেই বা এর তদন্ত করি? যা' হোক্‌, দাদা সোণার কারবার করেন, তিনি সোণার বিষয়ে অনেক জানেন, সুতরাং আজ এই টুক্‌রোগুলো নিয়ে তাঁরই কাছে যাই; তা' হ'লেই হয় তো সমস্ত সন্দেহ মিটে যা'বে।" এইরূপ ভেবে, সে তা'র জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাড়ী গেলো। গিয়ে, তা'র হাতে সোণার টুক্‌রোগুলো দিয়ে, সমস্ত ঘটনা খুলে বোল্লে। তা'র দাদা তাই শুনে, মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো,—"আমার ভাই-পো দু'টোই সে দিন সোণার পাখীর মাংস খেয়ে গেছে, আর আমার স্ত্রী আমাকে অন্য পাখীর মাংস খাইয়েছে। যা' হ'বার তা' হোয়েছে, এখন তো তা'র আর কোনো উপায় নেই। উপায় নেই বটে, কিন্তু আমি সহজে ছাড়্‌চি নে। অবশ্যি আমি এর শোধ তুল্‌বো। একে তো আমার এক হাজার একশ' টাকা মিছিমিছি বর-

বাদ হোয়েছে, তা'তে আবার বড় সাধের আশায় ছাই পোড়েছে। আমার প্রাপ্য সোণা আমার ছোট ভেয়ের ছেলে দু'টোর কপালে পোড়লো! এখন দেখ্‌চি, অল্প দিনের মধ্যেই আমার ছোট ভাই আমার চেয়েও বড় মানুষ হ'বে। তা' আমি সইতে পারবো না। যা'তে কোরে হোক্‌, ছেলে দু'টোকে এর হাত-ছাড়া কোরে মেরে ফেল্‌তে হোচ্চে।" সেই দুরাত্মা খল এইরূপ ভেবে চিন্তে, তার ছোট ভাইকে বোল্‌লে—কৃত্রিম ভয় ও সন্দেহ প্রকাশ কোরে বোল্‌লে,—'তাই তো, এ যে বড় বিষম সমিস্যে! এ লক্ষণ তো ভাল নয়! আমি শুনেচি, ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি হোলেই এই রকম সোণা পাওয়া যায়। তোমার ছেলে দু'টিকে ভূতে পেয়েছে, সুতরাং ওরূপ ছেলে ঘরে থাক্‌লে তোমাদের বড় বিপদ্‌ ঘোট্‌বে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত হারা'তে হ'বে। তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমার ছেলে দু'টি এখন মানুষ নয়, ভূত। আজই এদিগে বনে রেখে এসো।"

অগ্রজের এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে, কনিষ্ঠের মনে বড় ভয় ও সন্দেহ হোলো। একে সে লোকটা শাদাসিদে, তা'তে আবার কতকটা হাবাগোবা, কাজেই ভয় আর সন্দেহ না হোয়ে হয় কি? তখনই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে কিছু না বোলে, ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলো। মায়ের প্রাণ, পাছে ছেলে দু'টিকে না ছাড়ে, এই জন্যে সে স্ত্রীকে কিছুই বোল্লে না। যখন সে পুত্র দু'টিকে সঙ্গে কোরে বনে চোলে গেলো, তখন তা'র স্ত্রীও তা'কে কিছু বোল্লে না, কেন না, সে জানতো যে, পূর্ব্বে তা'র স্বামী মধ্যে মধ্যে সেই দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে কাট ভেঙে আনতে যেতো।

এ দিকে তা'রা তিন জন বাপ বেটায়, খুব একটা বড় বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন সেই লোকটি ছেলে দু'টিকে কতক কতক খাবার দিয়ে, একটি গাছতলায় বসিয়ে রেখে বোল্লে,—"তোরা দু'জনে এই খানে বোসে খাবার খা আর খেলা কর্‌ বা কাট কুড়ো, আমি আরও ভিতর বনে গিয়ে ভাল ভাল শুক্‌নো কাট খুঁজে আনি। দেখিস্‌, আর কোথাও যাস্‌ নি।" পিতার কথায় তা'রা সম্মত হোলো। পিতা, পুত্র দু'টির মুখচুম্বন কোরে, সেখান থেকে নিবিড় বনের মধ্যে গিয়ে, অন্য দিক্‌ দিয়ে বেরিয়ে চোলে গেলো; কিন্তু তা'র মনের ভিতর কত যে কষ্ট হোতে লাগ্‌লো, তা' আর কি বোল্‌বো!—হাজার হোক্‌, পিতা কি না?

এ দিকে ছেলে দু'টি খাবার খেয়ে, কত রকম খেলা ধুলো কোত্তে লাগ্‌লো—এখান থেকে, সেখান থেকে ছোট ছোট ডালপালা কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় কোরে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে বেলা বোয়ে গেলো, আবার খিদে পেলে। তখন তা'রা পিতাকে খুঁজ্‌তে আরম্ভ কোল্লে। কিন্তু সমস্তই বৃথা আর পণ্ডশ্রম হোয়ে গেলো। দেক্তে দেক্তে প্রায় সন্ধ্যে হোয়ে এলো; কাজেই তখন তা'দের মনে বড় ভয় হোতে লাগ্‌লো। একে ক্ষুধিত, তা'তে আবার বন্যজন্তুদের ভয়ে ভীত, কাজেই আকুল হোয়ে দু'জনে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময়ে সেই দিক্‌ দিয়ে একজন বৃদ্ধ শিকারী, বনে বনে পক্ষিশিকার কোরে, বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলো। সে, ছেলে দু'টিকে রোদন কোত্তে দেখে, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে গেলো। তা'দিগে দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তখন তা'দিগে বোল্‌লে,—"আহা, কেন তোমরা কাঁদ্‌চো? আর কি জন্যেই বা এই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর এসেচো?" তা'রা তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে,—"আমরা বাবার সঙ্গে কাঠ ভাঙ্‌তে এসেছিলেম। বাবা আমাদিগে এখানে রেখে ঐ ও দিক পানে কাঠ ভাঙ্‌তে গেলো, কিন্তু এখনো আর ফিরে এলো না। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ খুঁজ্‌লেম, কিন্তু দেখা পেলেম না।" তখন শিকারী নিজেও এ দিক্‌ ও দিক্‌ ভাল কোরে খুঁজে দেখ্‌লে, কিন্তু কোথাও তা'দের পিতাকে

দেখ্‌তে পেলে না। তখন সে মনে মনে ঠিক্ কোল্লে যে, নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু তা'কে মেরে খেয়েছে। এইরূপ ভেবে, সে, ছেলে দু'টিকে বোল্‌লে,—"তোমরা আর কেঁদো না। আমি তোমাদের দু'টি ভাইকে নিজের ছেলের মত লালন পালন কোর্‌বো। তোমাদের আর কোন ভয় নেই।" এই বোলে সেই শিকারী, যমজ ভাই দু'টিকে নিয়ে বরাবর আপনার বাড়ী গেলো। যখন তা'রা সকলে বাড়ী পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যে হোয়ে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিকারীর ছেলে মেয়ে কিছুই ছিলো না, সুতরাং সে সেই দু'টিকে পেয়ে বড় খুসী হোলো। তা'র স্ত্রীকে তা'দের বিষয় বিশেষ কোরে বুঝিয়ে বলাতে, সেও অতিশয় আহ্লাদিত হোলো। তা'র পর স্ত্রীপুরুষে মিলে খুব যত্ন তোয়াজ কোরে যমজ ভাই দু'টিকে অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংসের ঝোল খাওয়ালে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমুলো। তা'র পর সকাল বেলা শিকারী বিছানা থেকে উঠে দেখে, ঘরের মেজেতে দু'টুক্‌রো সোণা পোড়ে আছে। সে সেই দু'খানা কুড়িয়ে নিয়ে পালিত-পুত্র দু'টিকে বোল্লে,—"এই দু'খানা সোনার টুক্‌রো কি তোমাদের কাপড় চোপড় থেকে খুলে পোড়ে গেছে?" তা'রা বোল্লে,—"না গো, তা' নয়। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হোলো, আমরা যেখানে রাত্রে শুই, সকালবেলা সেখানে এই রকম দু'খানা টুক্‌রো দেক্তে পাই, কে যে দেয় বা কোত্থেকে যে এই টুক্‌রো দু'খানা আসে, তা' আমরা জানি না।" তা'দের মুখে এই রকম কথা শুনে, শিকারী ভাব্‌লে যে, "হয় তো সেই যমজ ছেলে দু'টি খুব সৌভাগ্যবান্, পরমেশ্বরই তা'দের ভবিষ্যৎ ভাল করবার জন্যে রোজ রোজ এই দু'খানা সোণার টুক্‌রো দিতে আরম্ভ কোরেছেন। তা' ভালই হোলো, আমি এখন থেকে রোজ রোজ সোণা কুড়িয়ে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে দেবো; তা'র পর এরা বড় হোলে, দু'জনে ভাগ কোরে নেবে।"

অনন্তর শিকারী প্রত্যহই সে দৈবদত্ত সোণা নিয়ে মাটির ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। যমজ ভাই দু'টি প্রথম অবস্থায়, পালক পিতা শিকারীর যত্নে, কিছু কিছু লেখা পড়া শিখে নিলে। তা'র পর তা'রা প্রত্যহ শিকারীর সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে পশুপক্ষী শিকার করা শিখ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে অনেক দিন গত হোলো। এখন তা'দের দু'জনের বয়স কুড়ি বৎসর। তা'রা শিকারীর বাড়ীতে দশ বৎসর বয়সের সময় গিয়েছিলো। সুতরাং এই দশ বৎসর কাল তা'দের আপনার পিতা মাতা তা'দিগে আর দেখ্‌তে না পেয়ে, তা'দের মৃত্যুই যে ঠিক্ কোর্‌বে, তা'র আর আশ্চর্য্য কি?

তা'দের কুড়ি বৎসর বয়সের সময় এক দিন শিকারী বোল্লে,—"বাপু! তোমরা অনেক দিন ধোরে আমার কাছে শিকার করা শিক্ষে কোচ্চো, আজ তা'র পরীক্ষে দিতে হ'বে।" তা'রা স্বীকৃত হোলো। অনন্তর সকাল সকাল তিন জনে আহারাদি কোরে শিকার কোত্তে বেরুলো। এমন সময় পথে যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেলে, আকাশ দিয়ে তিন কোণ আকারে এক দল বক উড়ে যাচ্চে। সে তখনি বড় ছেলেটিকে বোল্লে,—"ঐ পাখীর দলের তিন কোণ থেকে তিনটে বক মারো দেখি।" বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তিন বার তিন তীরে তিন কোণ থেকে তিনটে বক বিঁধে ফেল্লে। বক তিন্‌টে মাটিতে পোড়ে গেলো। তা'র পর আবার খানিক দূর যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেলে, আকাশের উপর দু'টো চিল জড়াজড়ি কোরে লড়াই কোচ্চে। সে তখন ছোট ছেলেটিকে বোল্লে,—"তুমি এক তীরে ঐ দু'টে চিলকে বিঁধে ফেলো দেখি।" সে তাই কোল্লে তখন শিকারী খুব খুসী হোয়ে বোল্লে,—"এত

দিনে তোমাদের দু'জনের শিকার-শিক্ষে ভরপুর হোয়েছে। এই বার তোমরা আপনা আপনি কোরে খেতে পারবে। এখন চল, আমরা বাড়ী ফিরে যাই। আজ আর আমি শিকার কোত্তে যাবো না। আজ তোমাদের দু'জনকে ভাল কোরে পাঁচ রকম জিনিষ খাওয়াবো। কাল তোমরা দু'জনে অন্য দেশে যেও, আর এখানে থাকবার দরকার নেই। দেশ বিদেশে না ঘুর্‌লে, লোকে চালাক আর রোজগারী হয় না।" এই বোলে সে ছেলে দু'টিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলো। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে নানা রকম খাবার তোইরি কোল্লে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। সন্ধ্যের পর তিন জনে মিলে আহ্লাদ আমোদ কোরে আহার কোত্তে লাগ্‌লো। শিকারীর স্ত্রী খুব যত্ন কোরে পরিবেশন কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর আহারাদির পর সকলে শয়ন কোল্লে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

সকালবেলা শিকারী পালিত পুত্র দু'টিকে ডেকে বোল্লে,—"বাপু! তোমরা দু'জনে এই দু'টো শিকেরী কুকুর নেও—এই দু'খানা ধনুক আর এই সকল তীর নেও—আর এত কাল ধোরে আমি তোমাদের যে সকল সোণার টুকুরো কুড়িয়ে রেখেছিলেম, তাও দু'জনে সমান ভাগে ভাগ কোরে নেও।" তখন তা'রা শিকারীর আদেশে, সমান অংশে কুকুর, তীর, ধনুক ও স্বর্ণখণ্ড সকল ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর, দু'জনে পরামর্শ কোরে শিকারী ও তা'র স্ত্রীকে বোল্লে,—"তোমরা আমাদের দু'জনকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার কোরে আজ দশ বছর কাল পিতা মাতার মত স্নেহ দয়া কোরে আস্‌চো—আপনারা না খেয়ে, না পোরে, আমাদের খাওয়াচ্চো, পরাচ্চো; আমরা তোমাদের এই গুণে চিরকাল বাধ্য রোইলেম। আমরা কোন রকমে তোমাদের ধার শুধতে পার্‌বো না; তবে নিতান্ত অনুরোধ, এই সকল সোণার টুকুরো তোমরা দু'জনে নেও, না নিলে বড় দুঃখিত হবো।" তখন শিকারী বোল্লে,—"বাবা! তোমাদের জিনিষ তোমরা নিয়ে যাও, নৈলে পথে ঘাটে কষ্ট হ'বে। আমরা বুড়ো বুড়ী, ভগবান তোমাদের কল্যাণে এক রকমে দিন চালিয়ে দিবেন।" তা'রা বোল্লে,—"আমরা ত প্রত্যহই সোণা পা'বো, তা'তেই আমাদের কষ্ট দূর হ'বে; তবে বোল্‌চো তুমি, আচ্ছা, আমরা সিকি অংশ দু'জনে ভাগ কোরে নিচ্চি।" এই বোলে সমস্ত স্বর্ণখণ্ড চার ভাগে সমান ভাগ কোরে বৃদ্ধ শিকারীকে তিন অংশ দিলে আর সিকি অংশ আবার সমান দু'ভাগ কোরে দু'জনে নিলে। শিকারী তা'দের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, সেই সকল স্বর্ণখণ্ড মাটির ভিতরে আবার পুঁতে রাখ্‌লে। তা'র পর তা'দের গুহযাত্রার উদ্‌যোগ হোলো। তা'রা যা'বার সময় শিকারী ও শিকারীর স্ত্রীকে প্রণাম কোল্লে। তা'রাও তা'দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোল্লে। তখন শিকারী একখানা বড় ছোরা নিয়ে, বড় ছেলেটির হাতে দিয়ে বোল্‌লে,—"দেখ, তোমরা দুই ভেয়েই সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকবে। তবে কখন যদি স্বতন্ত্র হোতে ইচ্ছে কর, তা' হোলে যে স্থানে স্বতন্ত্র হ'বে, সেই স্থানে কোন একটা বড়গাছের গুঁড়িতে এই ছোরাখানা ফুঁড়ে রেখে যেও। এই ছোরার গুণ এই, এর যে দিকে মোর্চ্চে পোড়্‌বে, সেই দিকে যে ভাই যা'বে, তা'র নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘোটেচে, বুঝে নিতে হ'বে। সুতরাং তোমরা যে যখন সুবিধে পা'বে, মাঝে মাঝে এসে এই ছোরাখানা দেখে যেও।" তা'রাও তাই কোত্তে সম্মত হোলো। তা'র পর তা'রা আবার পালক পিতা মাতাকে প্রণাম কোরে সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লে। অনেক কাল এক সঙ্গে থাকাতে চার জনেরই মায়া মমতা অতিশয় দৃঢ় হোয়েছিলো, সুতরাং সকলেই রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। শিকারী গ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে, পালিত পুত্র দু'টিকে অগ্রসর কোরে রেখে এলো। আগ্‌-

বার সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে,—"বাবা! অনেক মেরেচি, অনেক ধোম্‌কেচি, অনেক বোকেচি, কিছু মনে কোরো না। আবার কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসো। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করুন।" এই বোলে বৃদ্ধ শিকারী বাড়ী ফিরে গেলো। তা'রাও ওদিকে দু'টো শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে, বনের পথ দিয়ে দক্ষিণ দেশে যেতে লাগ্‌লো।

কিছু দূর গেতে যেতে বড় ভাই একটি খরগোস দেক্তে পেলে। তা'কে মার্‌বার জন্যে ধনুকে তীর যুড়্‌লে। খরগোস তাই দেখে, প্রাণের ভয়ে তা'কে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

বড় ভাই খরগোসের কাতর বাক্য শুনে, আর তীর মাল্লে না। তখন খরগোস তা'কে নিজের দু'টি বাচ্চা সওগাদ দিলে। তা'রা সেই শাবক দু'টি নিয়ে চোল্লো। তা'র পর তা'রা একটা শেয়াল দেক্তে পেয়ে, তা'কেও যেমন তীর মাত্তে যাবে, সেও অমি তখন প্রাণের ভয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

শেয়ালও খরগোসের মত তা'দিগে দু'টি বাচ্চা দিয়ে প্রাণ পেলে। তা'র পর তা'রা একটা নেক্‌ড়ে বাঘ দেক্তে পেয়ে, বেঁধ্‌বার যোগাড় কোল্লে। সেও প্রাণের ভয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

নেক্‌ড়ে বাঘও দু'টি ছানা দিয়ে প্রাণে বাঁচ্‌লো। তা'র পর তা'রা একটা বড় ভালুক দেক্তে পেলে। দেক্তে পেয়েই তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর যুড়ে, তা'কে শিকার করবার জন্যে উদ্যত হোলো। তাই দেখে ভালুক ভীত হোয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

আর তা'রা তা'কে মাল্‌লে না; তা'র কাছ থেকে দু'টি বাচ্চা নিয়ে বরাবর যেতে লাগ্‌লো। খানিক দূর গিয়ে একটা সিংহ দেক্তে পেলে। অমি দু'জনে তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ধনুকে তীর যুড়্‌লে। তীর ছোড়ে ছোড়ে, এমন সময়ে সিংহ অত্যন্ত ভয় পেয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো।"

সিংহকে ভীত দেখে আর তা'রা তা'কে বধ কোল্লে না। সে তখন আদর কোরে দু'টি শাবক দিলে। এইরূপে দুই ভাই, খরগোস, শেয়াল, নেক্‌ড়ে বাঘ, ভালুক এবং সিংহ এই পাঁচ প্রকার পশুর দুই দুই শাবক আর শিকারীর দেওয়া দু'টো কুকুর সর্ব্বসমেত বারটা জন্তু সঙ্গে নিয়ে গমন কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর তা'রা এ বন সে বন, এ মাঠ সে মাঠ, এ জায়গা সে জায়গা ঘুরে ঘুরে অনেক দিনের পথে গিয়ে পোড়্‌লো। খিদের সময় পাখী প্রভৃতি শিকার কোরে রেঁধে খায় আর সহচর সিংহ কুকুরদিগেও খেতে দেয়। ঘুমের সময় কোন গাছতলায় বা পাহাড়ের গর্ত্তে শুয়ে থাকে। কুকুর, সিংহ, শেয়াল, নেক্‌ড়ে বাঘ, ভালুক আর খরগোস প্রভৃতি জন্তুগণ সে সময়ে তা'দের চৌকী দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত মাস গত হোয়ে গেলো। কিন্তু এত দিনেও তা'দের কোন রূপ সুবিধে হোলো না। তখন কাজেই এক দিন দু'জনে মিলে বলাবলি কোল্‌লে,—"দেখ, ভাই! এত দিনেও কই আমাদের ভাগ্য ফির্‌লো না

তো। এখন দেখ্‌চি, দু'জনের আলাদা হোয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়াই ভাল।" তা'র পর দু'জনে আলাদা হোতে রাজী হোলো। বড় ও ছোটতে মিলে সমস্ত জিনিষ ও পশু সমান ভাগে ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর দু'জনে একটা বড় রাস্তার ধারে গিয়ে একটা বড় বটগাছের গুঁড়িতে শিকারীর দেওয়া ছোরাখানা ফুঁড়ে রেখে, বড় ভাই পূর্ব্বদিকে আর ছোট ভাই পশ্চিমদিকে চোলে গেলো। বড়র সঙ্গে ছ'টি আর ছোটর সঙ্গে ছ'টি পশুও চোল্‌লো।

চতুর্থ অধ্যায়।

বড় ভাইটি যে কোথায় গেলো, তা' বোল্‌তে পারি না, কিন্তু ছোট ভাইটি দিন দু'য়ের পর একটি খুব বড় শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে পোঁছেই দেখ্‌লে যে,সমস্ত শহরটা কেমন এক নিজ্‌ঝুম্ হোয়ে রোয়েচে। শহরের লোকগুলোর মনে একটুও সুখ বা সোয়াস্তি নেই। দেখে বোধ হয়, যেন কি এক ভয়ানক বিপদ ঘোটেচে। ছোট ভাইটি শহরের এই রকম ভাব দেখে, মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাল্‌লে না। তা'র পর সে থাক্‌বার জায়গা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ক্রমে শহরের ভিতরে যেতে লাগ্‌লো। এমন সময়ে একটা রাস্তার মোড়ে একটা সরাই দেক্তে পেলে। সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ কোরে সরাইওয়ালাকে বোল্‌লে,—"ভাই সরাইওয়ালা! আমি কিছু দিন তোমার সরাইয়ে থাক্‌বো। আমার এই সকল সঙ্গী পশুরাও আমার কাছে থাক্‌বে। অতএব তুমি আমার থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দাও।" তখন সরাইওয়ালা একটা ঘরে তা'র, আর অন্য একটা ঘরে তা'র পশুদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। ছোট ভাইটি তখন সরাইওয়ালাকে আগাম ঘরের ভাড়া আর খাওয়া দাওয়ার জন্য কিছু খরচ দিলে। সরাইওয়ালা তা'কে এবং তা'র পশুদের যথাযোগ্য খাবার যোগালে। সকলের খাওয়া হোলো। তা'র পর শিকারী যুবা, সরাইওয়ালাকে কাছে বসিয়ে বোল্‌লে,—"হ্যাঁ হে ভাই! আজ আমি তোমাদের শহরে এসে সকলকে এত ভাবিত ও দুঃখিত দেখ্‌চি কেন? আর সমস্ত শহরটাই বা এত নিজ্‌ঝুম্ হোয়ে আছে কেন?" সরাইওয়ালা তা'র কথা শুনে, দুঃখিত-মনে বোল্‌লে,—"আর, ভাই! সে দুঃখের কথা কও কেন! কাল আমাদের রাজার কন্যেটির মৃত্যু হ'বে, তাই আমরা সকলে বড়ই বিমর্ষ হোয়ে আছি। বিশেষতঃ মহারাজের দুঃখু শোকের আর শেষ নেই।" তা'র কথা শুনে, শিকারী যুবা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে বোল্‌লে,—"তবে বোধ করি, রাজকন্যের কোন রূপ সাংঘাতিক রোগ হোয়েচে,—কেমন, না?" সরাইওয়ালা বোল্লে,—"না ভাই! তাঁ'র কোন ব্যেরাম হয় নি, কিন্তু সুস্থ শরীরেই তাঁ'কে কাল মোর্ত্তে হবে।" শিকারী যুবা এ কথা শুনে বোল্লে,—"সে কি! আমি তোমার কথার কোন অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—খুলে বল।" তখন সে বোল্লে,—"ভাই! এই শহরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে একটা মস্ত পাহাড় আছে। প্রতি বছর, বছরের প্রথম দিনে একটা সাতমুণ্ডু রাক্ষস সেখানে আসে। তা'র হুকুম আছে যে, সেই সময় এই শহর থেকে একটি খুব সুন্দরী কুমারী তা'কে দিয়ে আস্‌তে হ'বে। যদি কেউ না দিতে চায়, তা' হোলে সে সমস্ত শহর ও শহরের লোককে নষ্ট কোরে ফেল্‌বে। কাজে কাজে বছর বছর নগরবাসীরা একটি কোরে সুন্দরী মেয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচে। এ বার আবার সে হুকুম পাঠিয়েচে যে, রাজার কন্যেটিকে তা'কে দিতে হ'বে; কাল সেই কাল দিন। তাইতে এ বার সকলের অন্য অন্য বছরের চেয়ে বেশী দুঃখু হোয়েচে; কিন্তু আর কোন উপায় নেই। কাল সকালেই রাজকুমারীকে সেই রাক্ষসের হাতে পোড়্‌তে হ'বে।" সরাইওয়ালার এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে কনিষ্ঠ শিকারী যুবা অতিশয় দুঃখিত হোয়ে বোল্‌লে,—"আচ্ছা, সেই নির্দ্দক-

রাক্ষসটাকে কি কেউ মেরে ফেল্‌তে পারে না?" সরাইওয়ালা বোল্লে,—"কত কত বীর তা'কে বধ কোত্তে গিয়েছিলো, কিন্তু তা'কে বধ করা দূরে থাক্, বরঞ্চ তা'রই হাতে উল্টে নিহত হোয়েচে।" শিকারী যুবা তা'র সেই কথা শুনে তা'কে আর কিছুই বোল্‌লে না, মনে মনে বোল্‌লে,—"ভাল, আমিই কাল সেই পাহাড়ে গিয়ে তা'কে বধ কোর্‌বো; দেখি, তা'কে কে রক্ষে করে।" এই বোলে সে সরাইওয়ালাকে বোল্‌লে,—"ভাই! আমার ঘুম পাচ্ছে, রাতও অনেক হোয়েচে, এই বার আমি একটু ঘুমুই।" সরাইওয়ালা আপনার ঘরে চোলে গেলো।

শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে শয়ন কোল্‌লে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। সারা-রাত্রি কেবল ঐ এক মহাভাবনাতেই কেটে গেলো। ক্রমে ক্রমে আকাশের পূর্ব্বদিকে উষা-দেবী দেখা দিলেন। গাছে গাছে পাখীরা উষা-দেবীর স্তব পাঠ কোত্তে লাগ্‌লো। তা'দের সেই মধুমাখা স্তবপাঠের শব্দে শিকারী যুবা জান্‌তে পাল্‌লে, ভোর হোয়েচে। তখনই সে বিছানা ছেড়ে উঠে, মুখ হাতে জল দিয়ে, বেরুবার বেশ পোর্‌লে,—হাতে তীর ধনুক ও স্বর্ণখণ্ডগুলির তোড়া নিলে। তা'র পর একটি শিশ্ দিলে, আর অমনি তা'র ছয় জন পশু সঙ্গী কাছে এসে, কেউ তা'র গা চাট্‌তে লাগ্‌লো—কেউ আহ্লাদে ল্যাজ নাড়্‌তে লাগ্‌লো—কেউ প্রভুর মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাকিয়ে রইলো—কেউ বা কুঁকুঁ কোরে মনের ভাব প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর শিকারী যুবা সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ কোরে, 'জয় মা কালী' বোলে পাহাড়ের দিকে বেগে যেতে লাগ্‌লো। পশু ছয়টিও অগ্র পশ্চাৎ হোয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লো। সরাইওয়ালা এ ঘটনার কিছুই জানে না। কারণ, সে লোকটা চীনে আপিংখোর, রাত্রে তা'র পোড়া চোখে ঘুম আসে না—উষা এলেই সে কুম্ভকর্ণ হয়।

এ দিকে ভরপুর উৎসাহ ও তেজে শিকারী যুবা এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে সেই শত্রুপুরী পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হোলো। তখন সূর্য্যোদয় হোয়েচে, কিন্তু আলোর তত তেজ হয় নি। অনন্তর সেই ছোট শিকারী, সিংহ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে, খুব সতর্ক হোয়ে, চার দিকে চেয়ে চেয়ে পর্ব্বতের উপর উঠতে লাগ্‌লো। দশ বারো মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে পোড়্‌লো, কিন্তু কোথাও সেই সাত-মুণ্ডু রাক্ষসটাকে দেক্তে পেলে না। তা'র পর সে পর্ব্বতের এ দিকে ও দিকে তা'কে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটা গহ্বরে ঢুক্‌লো, কিন্তু গহ্বরের ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার দেখে, একটু গিয়েই আবার বাইরে ফিরে এলো। এসে দু'টো বড় বড় পাথরে ঠোকাঠুকি কোরে, আগুন বার কোরে কতকগুলো শুক্‌নো লতা পাতা ঘাস জ্বেলে আবার ভিতরে গেলো। এবার বেশ আলো হোলো। সে সেই আলোতে ক্রমে ক্রমে অনেকটা ভিতরপানে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে, একটি ছোট মন্দির রোয়েচে। মন্দিরের ভিতর একটা সোণার খুব বড় প্রদীপে ঘিয়ের বাতী জ্বোল্‌চে। সম্মুখে একখানি পাষাণময়ী কালী-মূর্ত্তি। কালী ঠাকুরাণীর হাতে একখানা মস্ত ধারালো খাঁড়া রোয়েচে। শিকারী যুবা ভক্তি-ভরে কালীদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কোল্‌লে। তা'র পর দাঁড়িয়ে উঠে, পাশপানে চেয়ে দেখে, একটা শাদা পাথরের বেদীর উপর তিনটি ছোট ছোট সোণার ঘট রোয়েচে। ঘটের ভিতর জল। আর সেই বেদীর পাশে লেখা আছে, "যে এই তিন ঘট জল পান করিবে, সে পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বলবান্ হইবে এবং এই পাষাণ-ময়ী কালীদেবীর হস্ত হইতে অসি খুলিয়া লইতে পারিবে। কেহই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না; কিন্তু সে যাহাকে ইচ্ছা, পরাজয় করিতে পারিবে।"

শিকারী যুবা সেই লেখাটি দেখে অতিশয় বিস্মিত হোলো, কিন্তু সেই তিন ঘট জল পান না কোরেই কালীদেবীর হাত থেকে খাঁড়াখানা খুলে

নিতে চেষ্টা কোল্‌লে,—প্রাণপণে চেষ্টা কোল্‌লে, কিন্তু কৃতকার্য্য হোলো না। কাজেই তখন তাড়াতাড়ি সেই তিন ঘট জল পান কোল্‌লে। গায়ে বল হোলো কি না, পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে আবার কালীর খাঁড়া খুল্‌তে উদ্যত হোলো। এ বার অনায়াসে কৃতকার্য্য হোলো। তাই দেখে, তা'র মনে যে কত দূর আনন্দ হোলো, তা'র আর বর্ণনা করা যায় না। তখন সে আবার কালীকে প্রণাম কোরে বোল্‌লে,—"মা! তোমার প্রসাদে যেন আজ আমি দুরাচার সাতমুণ্ডু রাক্ষস ব্যাটাকে বধ কোত্তে পারি। দেখো, মা! তোমার এই দৈব অসি যেন লজ্জা পেয়ে তোমাকে লজ্জিত করে না।" এই বোলে সে খাঁড়া নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। পশুরা তা'র সঙ্গ ছাড়ে নি। তা'রা যেন তা'র বহিঃপ্রাণ। তা'র পর শিকারী যুবা কালীর খাঁড়া হাতে কোরে পর্ব্বতের চূড়োয় উঠে দাঁড়ালো।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর এ দিকে প্রভাত হোতে দেখে সেই শহরের রাজা তাঁ'র কন্যাকে কালস্বরূপ রাক্ষসের গ্রাসে অর্পণ কর্‌বার জন্যে দুঃখিত-চিত্তে অনেক লোকজন সঙ্গে কোরে পর্ব্বতের কিছু দূরে এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁ'র সঙ্গে তাঁ'র প্রাণের কন্যা, সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্যগণ এবং সমস্ত প্রজাও দুঃখু কোত্তে কোত্তে উপস্থিত হোলো। সকলে সেখানে উপনীত হোয়ে পর্ব্বতের চূড়োর দিকে চেয়ে দেক্তে পেলে, কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই তা'কে দেখে মনে কোল্লে, ঐ বুঝি সেই রাক্ষস। সকলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষতঃ রাজা ও রাজকুমারীর রোদনে সেই পাষাণময় পর্ব্বতও যেন গোলে গেলো। রাজকুমারী পিতার গলা জড়িয়ে, মুখপানে চেয়ে, যখন অশ্রু ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন, তখন সকলের বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। কেউ আর সে শোকের দৃশ্য চোক তুলে চেয়ে দেক্তে পাল্লে না। রাজাও আর অশ্রুময় চক্ষু দু'টি মেল্‌তে বা কোন উত্তর কোত্তে পাল্লেন না। চার দিকেই হাহাকার রোদন ধ্বনি আর দীর্ঘ নিশ্বাস। এইরূপে অল্পক্ষণ গত হোয়ে গেলো। পর্ব্বতের চূড়োর উপরে যে, শিকারী যুবা দাঁড়িয়ে আছে, তা' আর তাঁ'রা কেমন কোরে বুঝ্‌বেন?

অনন্তর রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোরে বোল্লেন, "বাবা! জন্মের মত বিদায় হই; তোমার এই একমাত্র অভাগিনী মেয়েকে মনে রেখো। মা আস্‌তে চেয়েছিলেন, তা' তুমি যে, তাঁ'কে আস্‌তে দেও নি, তা' ভালই হোয়েচে। তিনি এখানে এলে এই দৃশ্য দেখে হয় তো প্রাণত্যাগ কোত্তেন। কিন্তু আমি তাঁ'কে মর্‌বার সময়ে এক বার দেক্তে পেলেম না, এই বড় দুঃখু রইলো! বাবা! ঐ সেই দুরাচার নির্দ্দয় রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। এখনি ও আমাকে খেতে খেতে শূন্যে উড়ে যা'বে। বাবা! আর কেন! তোমরা ঘরে ফিরে যাও, আমি জন্মের মত চোল্লেম। আর তোমাদের অগ্রসর হ'বার প্রয়োজন নাই; আমি একাকিনী ওর করাল গ্রাসে পড়ি গে।"

এই বোলে রাজকুমারী অধোমুখে রোদন কোত্তে কোত্তে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'র পদ্ম-চক্ষু বোয়ে অশ্রুবিন্দু [illegible] পাথরের উপর পোড়্‌তে লাগ্‌লো। রাজা কন্[illegible] শোকে হাহাকার কোরে মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়্‌লেন। মন্ত্রী ও অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁ'কে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। প্রজারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোল্লো। কেবল সেনাপতি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বীর কি না! লোকে কথায় বলে,—

"ভীতু পালায় আগে ঘরে।
বীরের গতি সবার পরে॥"

এ দিকে রাজকুমারী ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপর উঠে, যেখানে শিকারী যুবা দাঁড়িয়েছিলো, তা'রই

কিছু দূরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন। তখন সেই মহাসাহসী পরোপকারী দয়ালু শিকারী যুবা আস্তে আস্তে রাজকন্যার সম্মুখে দাঁড়া'লো। রাজকুমারী তা'কে দেখেই মূর্চ্ছিত হোয়ে শিলার উপরে পোড়ে গেলেন। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে ঝর্‌ণা থেকে জল নিয়ে তাঁ'র মুখে চোকে দিয়ে, বাতাস কোত্তে লাগ্‌লো। খানিক পরে রাজকুমারীর চৈতন্য হোলো। তখন তিনি বিশেষ কোরে যুবার মুখপানে চেয়ে দেখে চিন্‌তে পাল্লেন, সাতমুণ্ডু রাক্ষস নয়, একজন যুবা পুরুষ। তাঁ'র মন আশ্বস্ত হ'লো। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"তুমি কে?" যুবা হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলে,—"আমি একজন দরিদ্র শিকারী। আজ তোমার মহাবিপদের দিন দেখে তোমায় উদ্ধার কর্‌বার জন্যে এই পর্ব্বতে আরোহণ কোরেচি। আজ এই খড়্গে তোমার জীবন-সংহারী নির্দ্দয় রাক্ষসকে সংহার কোর্‌বো। এখন বেশী কথা ক'বার সময় নয়, তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমায় নির্জ্জন স্থানে রেখে, তা'র পর পাপীকে পাপের প্রতিফল দেবো।" এই বোলে সে, রাজকুমারীকে কালীর মন্দিরে গোপনে রেখে এলো। এসে পশুদের সঙ্গে আবার সেই খানে রাক্ষসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময়ে হঠাৎ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে একটা ভয়ানক শব্দ হোতে লাগ্‌লো। দেক্তে দেক্তে একটা খুব বড় ছায়া পর্ব্বতের উপর পোড়্‌লো। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ উপর পানে চেয়ে দেখ্‌লে, সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষস। দেক্তে দেক্তে সেই রাক্ষসটা একটু দূরে নাম্‌লো। শিকারী যুবা অম্নি তখনি তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে তা'র দিকে দৌড়ে গেলো। পর্ব্বতের নীচে রাজার সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি প্রথমে শিকারী যুবাকেই সেই রাক্ষস বোলে ঠিক্ কোরেছিলেন। সে যখন রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোলে গিয়েছিলো, তা'ও তিনি দেখেছিলেন। এখন তাঁ'র ভ্রম ঘুচে গেলো। এখন জান্‌তে পাল্লেন, সে সাতমুণ্ডু রাক্ষস নয়—একজন মানুষ। এই বার তিনি যথার্থ সাতমুণ্ডু রাক্ষসকে এবং তা'র কাছে সেই মানুষটিকে দৌড়ে যেতে দেখ্‌লেন; কিন্তু রাজকুমারীর কোন চিহ্ন পেলেন না। এই সকল কারণে তাঁ'র মন ভয়ে, সন্দেহে এবং চিন্তায় তোলপাড় হোয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু হঠাৎ পর্ব্বতের দিকে এগুতে সাহস হোলো না। কেন হোলো না?—বাবা রে, রাক্ষস!

এ দিকে সাতমুণ্ডু রাক্ষসটা সম্মুখের একজন পুরুষকে দৌড়ে তেড়ে আস্‌তে দেখে, রেগে উঠে বোল্লে,—"নির্ব্বোধ! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুচ্ছ একটা সামান্য মানুষ হোয়ে, কি সাহসে এখানে এলি? যা, তোকে কিছু বোল্‌বো না। ভাল, বল্ দেখি, রাজকুমারীকে তুইই কি এখানে এনেচিস্? কই সে? শীঘ্র দেখা। আজ তা'র নরম মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করি।" দুরাচার রাক্ষসের এরূপ কথা শুনে, শিকারী যুবার আপাদ-মস্তক একবারে যেন জ্বোলে উঠ্‌লো। সে সগর্ব্বে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরে রাক্ষসকে বোল্লে,—"ওরে পামর! আর তোকে নরমাংস খেতে হ'বে না। তুই অনেক দিন হোতে অনেক অবলা স্ত্রীলোকের মাংস খেয়ে তোর পাপ উদর পূর্ণ কোরেচিস্, কিন্তু আজ আমার এই সঙ্গী পশুগুলি আর এই পর্ব্বতের সমস্ত জন্তু তোর মাংস খেয়ে সুখী হ'বে।" শিকারী যুবার এই-রূপ অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে সাতমুণ্ডু রাক্ষস আরও রেগে উঠে, হুহুঃ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে আগু-নের ঝল্‌কা বেরুলো, পাহাড়ের ঘাসগুলো জ্বোলে উঠ্‌লো। রাক্ষসের ইচ্ছা যে, বেড়া আগুনে শিকারীকে পুড়িয়ে মার্‌বে। কিন্তু কাজে তা' হোলো না। যেমন ঘাসগুলো জ্বোলে উঠ্‌লো, শিকারী অম্নি সঙ্গী পশুদের ইঙ্গিত কর্‌বামাত্রই, তা'রা সেই জ্বলন্ত ঘাসগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ো-দৌড়ি কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। তা'দের পায়ের

থাবার চাপনে সমস্ত আগুন নিবে গেলো। তা' দেখে, রাক্ষসটা রাগে সাতটা মুখ হাঁ কোরে শিকারীকে গিল্‌তে এলো। শিকারী অমনি কালীর খাঁড়ার ঘায়ে একেবারে এক কোপে তা'র তিনটে মুণ্ডু কেটে ফেল্লে। রাক্ষসটা যাতনায় আরও ক্রোধে দ্বিগুণ জোরে তেড়ে এলো। শিকারীও আবার এক কোপে তা'র দু'টো মাথা উড়িয়ে দিলে। এ বার দুরাত্মা রাক্ষস বড় ক্লান্ত হোয়ে পোড়্‌লো। বাকী কেবল দু'টো মুণ্ডু। সে আর যাতনায় দাঁড়া'তে পাল্লে না, ভুঁয়ে ধড়াস্‌ কোরে চিত্‌ হোয়ে পোড়ে গেলো। শিকারী যুবা আবার তেড়ে গিয়ে, সে দু'টো মাথাও দু'খানা কোরে ফেল্লে। তখন রাক্ষসটার মস্ত শরীরটে এক দিকে আর সাতটা মুণ্ডু সাত দিকে রক্তে লুটু-পুটু হোতে লাগলো। কত যে রক্ত, তা' আর কি বোল্‌বো? যেন ফোয়ারার মত কল্‌কল্‌ কোরে পাহাড় ভাসিয়ে দিলে। শিকারীর সঙ্গীরা তা'র সেই শরীরটে দাঁতে আর নখে ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেল্লে।

অনন্তর যুবা দ্রুতবেগে মন্দিরের ভিতরে রাজকুমারীর কাছে গেলো। কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমারী আবার অচেতন হোয়ে মন্দিরের এক কোণে পোড়ে আছেন। যুবা তাঁ'কে সেরূপ অবস্থায় পোড়ে থাকৃতে দেখে, আবার যোগাড় যন্ত্র কোরে তাঁ'র মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লে। তখন রাজনন্দিনী আস্তে আস্তে উঠে বোস্‌লেন। যুবা জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"রাজকুমারি! আবার কেন মূর্চ্ছিত হোয়েছিলে?" তিনি বোল্লেন, "রাক্ষসের ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন আর আস্ফালন শুনে। এখনো আমার বড় ভয় হোচ্চে! সে কি এ দিকে আস্‌বে?" সরলা রাজকুমারীকে এরূপ ভীত দেখে, যুবা হেসে বোল্লে,—"সে কি আর আছে? এই তীক্ষ্ণ অসিতে তা'র সাতটা মাথা কেটে ফেলেচি। এখন তুমি অনায়াসে আমার সঙ্গে গিয়ে তা'র দুর্দ্দশাটা একবার দেখ্‌বে চল,—কোন ভয় নেই।" এই বোলে, সে রাজকন্যাকে সঙ্গে কোরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

রাজকুমারী এসেই দেখ্‌লেন, বাস্তবিক তাঁর যম যমালয়ে গিয়েচে। তাঁ'র আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। তিনি যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ কোল্লেন। শিকারী যুবাকে অন্তরের সহিত—প্রাণের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। আত্ম-প্রশংসা শুনে যুবা গর্ব্বিত না হোয়ে বরং লজ্জিত হোলো। তা'র পর রাজকুমারী নিজের গলা থেকে মহামূল্য মুক্তোর মালা ছড়াটি খুলে, হাতে কোরে প্রাণদাতা যুবাকে বোল্‌লেন,—"আজ থেকে তুমি আমার স্বামী হোলে। আমার পিতার এরূপ আদেশ আছে যে, যিনি আমাকে এই সাতমুণ্ডু রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচা'তে পারবেন, তাঁ'র গলায় এই মুক্তোর মালা দেবো, তিনি আমার স্বামী হ'বেন। অতএব তুমি আমার স্বামী।" এই কথা বোলে তিনি নিতান্ত প্রীতিভরে সৌভাগ্যবান্‌ শিকারী যুবকের গলায় মুক্তোর মালা গাছটি পরিয়ে দিলেন। কালীদেবীকে সাক্ষী রাখ্‌লেন। যুবা রাজকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ কোরে যা'র-পর-নাই সুখী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী ওড়নার জরির পাড় খুলে স্বামি-সহচর সিংহের গলায় বেঁধে দিলেন। স্বামীকে একখানি রুমাল দিলেন। সেই রুমালখানিতে জরির অক্ষরে রাজকুমারীর নাম লেখা। যুবা সেই রুমালখানি নিয়ে নিহত রাক্ষসের সাতটা মাথা থেকে চোদ্দটা চোক [illegible]র কোরে, কোসে বেঁধে রাখ্‌লে। অনন্তর সে রাজকুমারীকে বোল্লে,—"আমরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েচি, অতএব এই দু'খানা পাথরের উপর দু'জনে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে, তা'র পর এখান হোতে তোমার পিতার নিকট যাবো।" রাজকুমারী সম্মত হোলেন। দু'জনে দু'খানি বড় বড় পাথরের উপর ঘুমিয়ে পোড়্‌লেন। যুবা নিদ্রা যা'বার পূর্ব্বে সিংহকে জেগে থেকে চৌকী দিতে বোলেছিলো। যদি আবার কোন বিপদ হয়, তা' হোলে সে তা'কে তৎক্ষণাৎ জাগিয়ে দিবে। সিংহও প্রভুর আদেশ পালন কোত্তে লাগ্‌লো; কিন্তু পশুরাও অত্যন্ত ক্লান্ত

হায়ে পোড়েছিলো; সুতরাং সিংহ খানিকক্ষণ জেগে থেকে আর পাল্‌লে না; ভালুককে ভার দিয়ে, ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। ভালুক আবার নেকড়ে বাঘকে, নেকড়ে বাঘ কুকুরকে, কুকুর শেয়ালকে, শেয়াল খরগোসকে, পরে পরে এই রকম ভার দিয়ে ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। কেবল ছোট খরগোস বেচারীই দায়ে পোড়্‌লো, কেন না তা'র পরে আর কেউ নেই যে, সে ভার দেবে। যা' হোক্‌, সেও আর বেশীক্ষণ থাকৃতে পাল্লে না; চক্ষু দু'টি বুজে একটি ধারে ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। কি যুবা, কি রাজকুমারী, কি সিংহ, কি ভালুক, সকলেই হয়ে বেহুঁস। দেক্তে দেক্তে অনেকক্ষণ চোলে গেলো।

এ দিকে রাজার সেনাপতি, এতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নীচে খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য অন্য বৎসর সাতমুণ্ড রাক্ষসটা পর্ব্বতের উপর এসেই শিকার নিয়ে চোলে যেতো; এ বার এলো, কিন্তু গেলো না। তাই দেখে সেনাপতির মনে বড় সন্দেহের গোলযোগ বেঁধে গেলো। তিনি আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে, "যা' থাকে কপালে, এক বার দেক্তে হোলো" বোলে, খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে, পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'র মনের ভিতর ভরসা, ভয় দুড়-দুড় কোত্তে লাগ্‌লো। তিনি উপরে উঠে, আস্তে আস্তে এ দিকে ও দিকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময়ে এক জায়গায় দেক্তে পেলেন, হুহু কোরে রক্তের স্রোত গড়িয়ে আস্‌চে। তাই দেখে, প্রথমে ভাব্‌লেন, এ রক্ত রাজকুমারীর। কিন্তু তা'তে তাঁ'র তত বিশ্বাস হোলো না; কেন না চোদ্দ পোনর বৎসরের মেয়ের শরীরে অত রক্ত থাক্তে পারে না। তবে এ রক্ত কা'র? তা'র পর তিনি আর একটু উপরে উঠে দেক্তে পেলেন, সাতমুণ্ড রাক্ষস খণ্ড-বিখণ্ড হোয়ে পোড়ে আছে—এ দিকে ও দিকে সাতটা মাথা গড়াগড়ি যাচ্চে। এই বার আর সেনাপতিকে প্রাণ কে? ভরসাই বা কত! আর তাঁ'কে পা টিপে টিপে চোল্‌তে হোলো না,—দু'খানা পা যেন দু'খানা হোয়ে সাঁ সাঁ কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লো। সেনাপতি আর একটু উপরে গিয়ে দেক্তে পেলেন, রাজকুমারী ঘুমে অচেতন হোয়ে পোড়ে আছেন। তাঁ'র খানিক দূরে একজন শিকারী যুবা এবং সিংহ প্রভৃতি ছ'টা পশুও ঘুমিয়ে রোয়েচে। এই বার সেনাপতির বীরত্ব ও বাহাদুরী দেখা'বার সময় হোলো। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ আর কালবিলম্ব না কোরে, নিজের তলো-য়ারখানায় ঘুমন্ত শিকারী যুবার মাথা কেটে ফেলে, ঘুমন্ত রাজকুমারীকে কোলে তুলে, তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগ্‌লেন। খানিক দূর নাম্‌তেই সেনাপতির গায়ের দোলা পেয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি চক্ষু চেয়ে দেখেন, তাঁ'র পিতার সেনাপতি তাঁ'কে কোলে কোরে নেমে যাচ্চেন। তিনি তাই দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হোলেন। বোল্লেন,—"সেনাপতি! তুমি কেন আমাকে এমন কোরে নিয়ে যাচ্চো? আমার শিকারী স্বামী কই? ফেরো ফেরো, তাঁ'র কাছে চল। তিনি কি আমায় ত্যাগ কোল্লেন? আর নেমো না, দাঁড়াও।" তখন দুষ্টমতি সেনাপতি রাজকুমারীকে ভয় দেখিয়ে বোল্লে,—"আমিই তোমার স্বামী; আবার কে?" রাজকুমারী অবাক্‌। খানিকক্ষণ পরে কেঁদে কেঁদে বোল্লেন,—"সে কি, সেনাপতি? তুমি বীর হোয়ে কাপুরুষের মত এ কি বোল্‌চো? আমার স্বামী তুমি নও। যিনি সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে বধ কোরেচেন, তিনিই আমার পতি,—তিনি তুমি নও,—তিনি সেই যুবা শিকারী।" রাজকুমারীর এরূপ কথা শুনে, দুরাচার সেনাপতি রেগে উঠে বোল্লে,—"আমি তোমার কোন কথাই শুন্‌তে চাই না। এখন আমি যা' বলি, শোন, তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমায় বোল্‌তে হবে, 'এই সেনাপতিই সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে, আমায় উদ্ধার কোরেচেন।'" রাজ-কুমারী দুঃখিত হোয়ে বোল্লেন,—"তা' আমি কখ-নই পার্‌বো না।" সেনাপতি আরও রেগে উঠে বোল্‌লে,—"তা' না বোল্‌লে, এই দণ্ডেই এই

তলোয়ারে তোমাকে দু' টুক্‌রো কোরে ফেল্‌বো।" রাজকন্যা তখন দেখ্‌লেন, সেনাপতি তাঁ'র মিত্র নয়,—পরম শত্রু। সে যে এক জন কু অভিসন্ধির লোক, তা' আর তাঁ'র বুঝ্‌তে বাকী রইলো না। তিনি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বোল্‌লেন,—"আচ্ছা, সেনাপতি! আমি তাই বোল্‌বো, আমায় বধ কোরো না।"

অনন্তর সেনাপতি রাজনন্দিনীকে নিয়ে মহারাজের নিকট উপস্থিত হোলো। রাজা প্রাণের কন্যাকে জীবিত ফিরে আস্‌তে দেখে, অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হোলেন। সেনাপতির নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনে, তা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সেনাপতিই যে সাতমুণ্ড রাক্ষসসংহারী এবং তাঁ'র কন্যার একমাত্র প্রাণদাতা, এটি তাঁ'র অন্তঃকরণে ঠিক্ হোলো। তখন তিনি কন্যাকে বোল্‌লেন,—"বাছা! আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যিনি সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে মেরে তোমায় উদ্ধার কোত্তে পার্‌বেন, তিনি যিনিই হোন্ না, তোমার স্বামী হ'বেন। অতএব অদ্য আমার এই পরমোপকারী সেনাপতির সঙ্গে তোমার শুভ বিবাহ হ'বে।" তখন বুদ্ধিমতী রাজকুমারী পিতাকে বোল্‌লেন,—"বাবা! তোমার আদেশ কখনই অন্যথা হ'বার নয়, তুমি যা' বোল্‌চো, তাই হ'বে; তবে আমার নিবেদন এই, আজ থেকে এক বৎসর এক দিন পরে দ্বিতীয় দিনে আমি সেনাপতিকে বিবাহ কোর্‌বো।" রাজা তা'তেই সম্মত হোলেন। সেনাপতির মনটা কিছু চঞ্চল হোলো, কিন্তু এক বৎসর এক দিন পরে রাজকুমারীর সঙ্গে তা'র নিশ্চয় বিবাহ হ'বে জেনে হতাশ হোলো না। অনন্তর রাজকুমারীর পুনরাগমন শুনে শহরময় আনন্দ-কোলাহল হোতে লাগ্‌লো। প্রাণদাতা শিকারী যুবার কি হোলো, তাই জান্‌বার জন্যে কৌশল কোরে রাজকুমারী এই এক বৎসর এক দিন সময় নিলেন।

—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এ দিকে পর্ব্বতের উপর আর এক নূতন ঘটনা উপস্থিত। শিকারীর অনুচর সিংহ প্রভৃতি পশুরা এখনো গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তা'দের প্রভুর যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘোটেচে, তা'রা তা'র কিছুই জান্‌তে পাচ্চে না। এমন সময়ে কোত্থেকে হঠাৎ একটা বড় মৌমাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত খরগোসের নাকের উপর বোস্‌লো। খরগোস ঘুমের ঘোরেই মাথা নেড়ে সেটাকে উড়িয়ে দিলে। আবার সে তা'র নাকের উপর বোস্‌লো। খরগোস আবার তা'কে তেম্নি কোরে উড়িয়ে দিলে, তবু জাগ্‌লো না। তখন মৌমাছি অমন কোরে বোসে তা'কে জাগাতে পাল্‌লে না দেখে, তৃতীয় বার বোসে নাকে হুল ফুটিয়ে দিলে। নাক জ্বোলে উঠ্‌লো—জ্বালায় ঘুম ভেঙে গেলো—খরগোস ধড়ফড় কোরে উঠে পোড়্‌লো। মৌমাছিটে ভোঁ কোরে উড়ে পালালো। খরগোস উঠে চেয়ে দেখে, পশুরা সকলেই ভোঁস্ ভোঁস্ কোরে ঘুমুচ্চে; কিন্তু শিকারী ছিন্ন-মস্তক হোয়ে পোড়ে আছে। খরগোস তাই দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো; তাড়াতাড়ি সকলকে জাগিয়ে দিলে। তা'রা সকলে তখন ধড়্ফড় কোরে উঠে পোড়্‌লো। উঠেই দেখে সর্ব্বনাশ হোয়েচে! "কে এমন কাজ কোল্লে,—কে এমন সর্ব্বনাশ কোল্লে" বোলে সকলে কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। সিংহ একে তো বড় রাগী, তা'তে আবার তা'র চক্ষের কাছে তা'র প্রতিপালক নিহত হোয়েচে, সুতরাং সে যেন একেবারে ক্রোধে খেপে কেমন তর হোয়ে উঠ্‌লো। কখনো ভালুককে ধম্‌কাতে লাগ্‌লো—কখনো নেকৃড়ে বাঘকে শাস্‌তিতে লাগ্‌লো—কখনো কুকুর, শেয়াল আর খরগোস্‌কে মাত্তে উদ্যত হোলো। তখন ভালুক প্রভৃতি পশুরা খরগোস বেচারীর ঘাড়ে প্রভু-হত্যার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে কেন না সে সকলের শেষে জেগেছিলো, ~~সুতরাং~~ তা'রই এই কাজ। তখন পশুরাজ সিংহ যথার্থ

পশুর মত ব্যবহার কোরে, নিরীহ খরগোস্‌কে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলে। খরগোস্ মহাসঙ্কটে পোড়্‌লো—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—নিজে দোষী নয় প্রমাণ কোত্তে লাগ্‌লো। অবশেষে সিংহ কিছু শান্তমূর্ত্তি ধোরে বোল্‌লে,—"এ কাজ তবে কা'র?" খরগোস্ কাতর হোয়ে বোল্‌লে,—"ভগবান্ জানেন। তা' যা' হবার হোয়েচে, এখন এক কাজ কর। এখান থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে একটা কালো পর্ব্বত আছে, তাতে এক রকম লতা জন্মায়। তা'র ফুল শাদা, একটি বোঁটায় তিনটি পাতা। এখন কেউ অবিলম্বে গিয়ে সেই লতার শিকড় আন্‌তে পারে, আমি আমাদের প্রতিপালক শিকারীকে বাঁচা'তে পারি।" তা'র কথা শুনে সকলে খুসী হোলো, কিন্তু অন্যে গেলে, পাছে সে লতা চিন্তে না পারে, এই জন্যে সিংহ খরগোস্‌কেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই লতার শিকড় আন্‌তে বোল্‌লে। খরগোস্ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দ্রুতবেগে চোলে গেলো। তা'র পর যথাসময়ে সেই লতার শিকড় দাঁতে কাম্‌ড়ে নিয়ে এলো। অনন্তর সিংহ শিকারী যুবার ধড়ের সঙ্গে কাটা মাথাটি ঠিক্ কোরে যুড়ে ধোরে রইলো এবং খরগোস্ তা'র গলার কাটা দাগে সেই মহৌষধ তিন বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলিয়ে, আবার তিন বার নাকের ডগায় ছুঁইয়ে দিলে। সেই মৃতসঞ্জীবনী লতার শিকড়ের গন্ধে শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বেঁচে উঠ্‌লো। পশুরা অতুল আনন্দে হৈ হৈ কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।

নিজের যে কি সর্ব্বনাশ হোয়েছিলো, তা' শিকারী কিছুই জান্‌তে পারে নি, সুতরাং কেউ তা'কে এতক্ষণ ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দেয় নি বোলে, পশুদের উপর রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। বিশেষতঃ ঘুমন্ত রাজকন্যাকে পাশে দেক্তে না পেয়ে রাগের সঙ্গে অতিশয় বিষন্ন হোলো। তা'র মনের ভিতর যেন কি হোতে লাগ্‌লো। সিংহ প্রভৃতি পশুরা বুঝি তা'কে মেরে খেয়ে ফেলেচে ভেবে, সে তা'দিগে মাত্তে উদ্যত হোলো। কিন্তু তা'দের মুখে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ কোরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। খরগোস্‌টিকে কোলে কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"বাছা! তুমি আমার মৃতদেহে প্রাণ-দান কোরে আমাকে চিরকালের জন্যে কিনে রাখ্‌লে, কিন্তু আমাকে না বাঁচা'লেই ভাল হোতো। আহা, রাজকুমারীকে বাঁচিয়েও বাঁচা'তে পাল্‌লেম না! বোধ হয়, সাতমুণ্ডু রাক্ষসের কোন সঙ্গী এসে এখান থেকে তাঁ'কে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেচে। আমি কেন নিদ্রা গিয়েছিলেম! হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ হোলো!" এই বোলে শিকারী যুবা কেঁদে কেঁদে কতই যে শোক পরিতাপ কোত্তে লাগ্‌লো, তা'র আর বর্ণন করা যায় না। পশুরাও তা'র সঙ্গে আপন আপন স্বরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। কিয়ৎ কালের জন্যে সেই পর্ব্বত যেন শোকের মূর্ত্তি হোয়ে উঠ্‌লো।

অনন্তর শিকারী যুবা পশুদিগে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দির, এবং পর্ব্বতের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু রাজকুমারীকে কোথাও পাওয়া গেলো না। অবশেষে সে তাদের সঙ্গে মলিনমুখে পর্ব্বত থেকে নেমে এসে, রাজকুমারীর অনুসন্ধানের জন্যে দক্ষিণ দিকে চোলে গেলো। তা'র মনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণ দিকে গেলেই হয় তো রাজকন্যার কোন তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে, কেন না সাতমুণ্ডু রাক্ষস সেই দিক্ দিয়ে পর্ব্বতে এসেছিলো। আহা, বেচারী যদি শহরে যেতো, তা' হোলে আর কোন গোলযোগই থাকতো না। তা' আর কি হ'বে;—বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে কে? অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই শিকারী যুবা এ বন সে বন, এ পর্ব্বত সে পর্ব্বত, এ দেশ সে দেশ কোরে কত জায়গাতেই ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু তবুও রাজকন্যার কোন সন্ধান পেলে না। এক এক কোরে যত দিন যেতে লাগ্‌লো, এক এক কোরে তা'র আশা, ভরসাও যেন লোপ হোয়ে গেলো। এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হোয়ে এলো। অবশেষে সে

ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে সেই রাজকন্যার পিতার শহরে এসে উপস্থিত হোলো। যে দিন সে শহরে এলো, সেই দিনে ঠিক্ এক বৎসর পূর্ণ হোয়েচে।

সপ্তম অধ্যায়।

কনিষ্ঠ শিকারী পশুগুলির সঙ্গে শহরে প্রবেশ কোরেই দেখ্‌লে যে, এ শহর যেন সে শহর নয়। কেন না, সে গত বৎসর যখন এখানে আসে, তখন সকলেই বিমর্ষ ছিলো, এখন সমস্ত লোকই যার-পর-নাই আনন্দিত হোয়েচে। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি জান্‌বার জন্যে সে তাড়াতাড়ি তা'র পূর্ব্ব-পরিচিত সরাইওয়ালার কাছে গেলো। অনেক দিন পরে পরস্পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে নানারূপ কথাবার্ত্তা হোতে লাগ্‌লো। অনন্তর শিকারী যুবা সেই সরাইয়ে বাসা নিলে। সরাইওয়ালা পূর্ব্ববৎ তা'র আহারাদির যোগাড় কোরে দিলে। যথাসময়ে আহারাদি চুকে গেলো। তা'র পর সন্ধ্যের পরে শিকারী যুবা সরাইওলাকে আপনার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে,—"ভাল, ভাই! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, আজ তোমাদের শহরে এত ধুমধাম কিসের? আর বৎসরও তো আমি স্বচক্ষে এমন দিনে এই শহর দেখেচি, আর আজও দেখ্‌চি, কিন্তু তা'তে আর এতে যেন অন্ধকার আর আলো বোলে তফাৎ বোধ হোচ্চে; তখন বিষাদ আর এখন আহ্লাদ, এর কারণ কি?"

বৃদ্ধ সরাইওয়ালা শিকারী যুবার কথা শুনে হেসে হেসে বোল্‌লে, "সে কি, তুমি কি আমাদের এখনকার এই আহ্লাদের কারণ জান না? পরশু যে আমাদের রাজার মেয়ের বিবাহ হ'বে। সেনাপতি মশায় গত বৎসর পর্ব্বতের উপর সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে, রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেছিলেন, তাই মহারাজ তাঁ'র সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দেবেন। এ বিবাহ কোন্ কালে হোয়ে যেতো, কেবল রাজকন্যে এক বছর এক দিন সময় নিয়েছিলেন বোলে হয় নি। কাল তাঁ'র মেয়াদ ফুরিয়ে যা'বে, পরশু শুভ বিবাহ হ'বে। ভাই হে, তাই আজ আমাদের এত আনন্দ।"

সরাইওয়ালার এরূপ কথা শুনে ছোট শিকারী যার-পর-নাই বিস্মিত হোলো; বুঝ্‌তে পাল্‌লে যে, পাপাত্মা সেনাপতিই তা'কে কেটে ফেলে, রাক্ষস মেরে রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেচি বোলে মিথ্যে বীরত্ব প্রকাশ কোরেচে। সে তখন সেনাপতির সমস্ত দুরভিসন্ধি এবং চতুরতা বুঝ্‌তে পাল্‌লে। পেরে মনে মনে বোল্‌লে, "কি ঘৃণার কথা! কত দূর কাপুরুষের কাজ! ছিছি, সে এক জন না বীর! ধিক্ তা'র বীরত্বে! ধিক্ তা'র জীবনে! বীরপুরুষ যে, এরূপ বীরত্ব ফলিয়ে বিবাহ কোর্ত্তে ইচ্ছে করে, আমি এই প্রথম তা'র পরিচয় পেলেম। ভাল, দেখা যাক্, কা'র ধন কে ভোগ করে।" সে মনে মনে এইরূপ ভেবে আবার শিকারীকে বোল্‌লে,—"আচ্ছা, এই এক বৎসর কাল রাজকুমারীও তোমাদের চেয়ে বোধ হয়, বেশী আনন্দ ভোগ কোরে আসচেন, কেমন না?" বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বোল্‌লে,—"উঁহু; রাজকুমারীর মনে একেবারেই আনন্দ নেই বোল্‌লেই হয়। দিন যত ফুরিয়ে এসেচে, তিনিও তত যেন বেশী অসুখী হোয়েচেন। কেন যে এমন হোয়েচেন, তা'র কারণ কেউই জানে না। আমাদের কথা দূরে থাক্, তাঁ'র পিতা পর্য্যন্তও জান্তে পারেন নি।" এত ক্ষণে শিকারী যুবা বুঝ্‌তে পাল্‌লে যে, রাজকুমারী বড় বুদ্ধিমতী, কেবল তা'রই সন্ধান জান্‌বার জন্যে এক বৎসর এক দিন সময় নিয়েছিলেন। সে মনে মনে রাজকুমারীকে কতই প্রশংসা কোর্ত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, শয়ন কোর্‌লে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। মনের ভিতর চিন্তার সাগর সৃষ্টি হোলো। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে শিকারী যুবা, সরাইওয়ালার কাছে কাগজ, কলম, কালি চেয়ে নিয়ে

রাজাকে একখানা পত্র লিখ্‌লে। সে পত্রের মর্ম্ম এই ;—"মহারাজ! আমিই গত বৎসর পর্ব্বতের উপর সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে বধ কোরে আপনার কন্যাকে উদ্ধার কোরেছিলেম। তিনি বিপদমুক্ত হোয়ে আপনার আদেশমত তদ্দণ্ডেই আমাকে বিবাহ কোরেছিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে পরিশ্রান্ত হোয়েছিলেম বোলে, শিলাতলে নিদ্রিত হোয়ে পোড়েছিলেম। সেই অবস্থায় আপনার সেনাপতি পর্ব্বতে উঠে, আমাকে নিহত কোরে, আপনার কন্যাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেচেন। আমার সহচর খরগোস্ আমাকে দৈব ঔষধে বাঁচিয়েচে। আমি বেঁচে উঠে, সেখানে আপনার কন্যাকে না দেখে, নিতান্ত দুঃখিত হোয়ে, নানা স্থানে অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্ছিলেম। গত কল্য ঘটনাক্রমে আপনার রাজধানীতে ফিরে এসে আপনার সেনাপতির দুরভিসন্ধির বিষয় জানতে পাল্লেম। এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণে এই জটিল ব্যাপারের বিচার-ভার অর্পণ কোল্লেম।" এই পর্য্যন্ত লিখে তা'র নীচে নিজের নাম সই কোল্লে। অনন্তর একটি লোকের মারফৎ সেই পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে।

পত্র-বাহক পত্র নিয়ে রাজার নিকট অর্পণ কোল্লে। রাজা সেই পত্রখানি নিজে পোড়ে দেখে একবারে অবাক্ হোয়ে গেলেন। কা'কেও কিছু না বোলে তা'র উত্তর লিখে, সেই লোক মারফৎই পাঠা'লেন। পত্র-বাহক শিকারীর নিকট ফিরে গেলো। শিকারী তা'র হাত থেকে রাজার পত্রখানি নিয়ে পাঠ কোরে জান্‌তে পাল্লে, মহারাজ তা'কে অবিলম্বে রাজসভায় আহ্বান কোরেচেন। তখন সে তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে অনেকগুলো সোণার টুকরো বেচে ভাল ভাল পোশাক কিনলে। তা'র পর বাসায় ফিরে এসে, স্নানাদি কোরে, সেই বহুমূল্য নতুন পোশাকে শরীর সাজালে। ভাল ভাল ছ'খানা যুড়ী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কোল্লে। তা'র মধ্যে যেখানা সকলের চেয়ে ভাল, সেখানায় সে খরগোস্‌কে কোলে কোরে বোস্‌লো। বাকী পাঁচখানা গাড়ীর একখানায় সিংহ, একখানায় ভালুক, একখানায় নেকড়ে বাঘ, একখানায় কুকুর, এবং আর একখানায় শেয়াল চোড়ে বোস্‌লো। অনন্তর শিকারীর হুকুম পেয়ে গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। শিকারীর গাড়ী সকলের আগে আগে চোল্লো। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ছ'খানা গাড়ী রাজবাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকে, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে দাঁড়ালো।

এ দিকে রাজা, পত্র-বাহকের মারফৎ উত্তর পাঠিয়ে, রাজসভায় সকলকে উপস্থিত হোতে আদেশ কোল্লেন। তাঁ'র আদেশে রাজকুমারী, সেনাপতি, মন্ত্রী এবং অন্য অন্য সভ্যগণ সভাতলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন কোল্‌লেন। আর একখানি ভাল আসন রাজার পাশে রাখা হোলো। কা'র জন্যে তা' রাখা হোলো, সভ্যগণ বুঝতে না পেরে, পরস্পর কাণাকাণি কোত্তে লাগ্‌লো। সভার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে নিজে মহারাজ বোসে রোইলেন। আজ রাজকন্যার বিবাহের দিন, রাত্রে মহাসমারোহে সেনাপতির সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ হ'বে—সকলের এই বিশ্বাস। সেনাপতির আজ পোয়াবারো—সোণায় সোহাগা! কিন্তু রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ! মস্তকে বজ্রপাত! চার দিক অন্ধকার! সেনাপতি ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"কত ক্ষণে সূর্য্যাস্ত হয়।" রাজকুমারী ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।" সভ্যগণ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"আজকের দিন রাত, দুইই আমাদের পক্ষে কত সুখেরই না জানি!" আর রাজা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"হে জগদীশ্বর! যে যথার্থ আমার কন্যার প্রাণদাতা, তা'কেই তা'র স্বামী কর।"

অনন্তর রাজা, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে অনেকগুলো গাড়ী পৌঁছুবার শব্দ শুনতে পেয়ে, চার জন দরওয়ানকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। তা'রা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে, বিশেষ সম্মান দেখিয়ে শিকারী যুবাকে রাজসভায় নিয়ে গেলো। পশুরাও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্‌লো। তা'র পর

রাজা আপনি স্নেহ ও সমাদর কোরে শিকারীকে সেই খালি আসনের উপর বোস্‌তে বোল্‌লেন। শিকারী মহারাজকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম কোরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কোল্‌লে, পশুরা তা'র আসনের নীচের চার দিকে ঘেরে ঘুরে পশুসভা সাজিয়ে বোস্‌লো দৃশ্যটি দেখ্‌তে বড় নতুন রকমের হোলো। সেখানে পশুদের সেরূপ কোরে বোস্‌তে দেখে রাজা শিকারীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, —"তোমার এই সিংহ প্রভৃতি পশু স্বাভাবিক বড় হিংস্রক, এরা তো কা'কেও কিছু বোল্‌বে না?" শিকারী বোল্‌লে,—"মহারাজ! বরঞ্চ আপনার এই সভা-গৃহের কোন মানুষ অপর মানুষের সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে পারে, কিন্তু আমার অনুচর এই পশুরা বিনা দোষে একটি পিঁপ্‌ড়েকেও কিছু বলে না।" তা'র এই কথা শুনে রাজা বড় খুসী হোলেন। রাজকুমারী তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। সভাসদেরাও হাঁ কোরে তা'র মুখপানে চেয়ে, মনে মনে তা'র সেই কথার মীমাংসা কোর্ত্তে বোস্‌লো। কিন্তু সেনাপতি তীব্র দৃষ্টিতে তা'র মুখের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে দেখে চিন্‌তে পাল্লে, কাজে কাজে তা'র কথারও মর্ম্ম বুঝ্‌তে বাকী রোইলো না। তৎক্ষণাৎ সেনাপতির মুখের চেহারা বোদ্‌লে গেলো, মনে বড় ভয় হোলো, আসন ছেড়ে উঠে যা'বার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু রাজার আদেশ হোলো,—"যেও না, বোসো।" কাজেই সেনাপতিকে আবার বোস্‌তে হোলো। রাজকুমারী এতক্ষণ শিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু আর পাল্‌লেন না, মুখ নীচু কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা কন্যাকে সেরূপ অবস্থায় দেখেও তখন কিছু বোল্‌লেন না। সভ্যগণ কি কাণাকাণি কোর্ত্তে লাগ্‌লো।

অনন্তর রাজা শিকারী যুবার প্রেরিত পত্রখানি আপনিই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। পড়া শেষ হোলো। সকলেই অবাক্! তা'র পর তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,— "কেমন, সেনাপতি! এ পত্রের লেখা সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে সত্য কোরে শপথ কোরে বল।" দুরাচার সেনাপতি সম্পূর্ণ অপরাধী হোয়েও, অনায়াসে মিথ্যা কথা কোয়ে বোল্লে,—"মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনাকে ওরূপ পত্র লিখেচে, সে আপনার এবং আমার পরম শত্রু, সে মিথ্যাবাদী।" সেনাপতির এই কথা শুনে রাজা শিকারী যুবাকে বোল্লেন,—"কেমন, শিকারী! সেনাপতি যা' বোল্লেন, তা' সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে— সত্য কোরে—শপথ কোরে বল।" শিকারী যুবা স্বাধীনচিত্তে সাহস কোরে বোল্লে,—"ধর্ম্মাবতার! জগদীশ্বর তো সর্ব্বসাক্ষী, তা' ছাড়া আপনার কন্যাও আমার পার্থিব প্রধান সাক্ষী, সুতরাং উনিই যথার্থ বলুন,কে সাতমুণ্ডু রাক্ষস নিহত কোরে ওঁকে উদ্ধার কোরেচে। আমি মিথ্যাবাদী সেনাপতির কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।" তখন রাজা নিজ তনয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"বাছা! তুমিও ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল, কে তোমার যথার্থ উদ্ধারকর্ত্তা?" পিতার কথা শুনে রাজকন্যা বোল্লেন,—"বাবা! আমি ধর্ম্মপানে চেয়ে যথার্থ বোল্‌চি, এই শিকারী যুবা বীর আমার উদ্ধারকর্ত্তা! ইনিই সেই দুরাচার রাক্ষসকে বধ কোরেচেন। আপনার সেনাপতি জোর কোরে অস্ত্রভয় দেখিয়ে আমাকে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বোলিয়েচেন।" রাজা কন্যার কথা শুনে বোল্লেন,—"আচ্ছা, তোমার উদ্ধার-কর্ত্তা শিকারীর নিকট এ বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে?" রাজকন্যা রাজার এ কথার উত্তর দিতে না দিতে শিকারী বোলে উঠ্‌লো,—"মহারাজ! অবশ্য পাওয়া যেতে পারে।"

এই বোলেই রাজকুমারীর দেওয়া মুক্তোর মালা, এবং রাক্ষসের চোদ্দটা চোক বাঁধা ও রাজকুমারীর নামলেখা রুমালখানি বা'র কোরে রাজার নিকট রাখ্‌লে। রাজা ভাল কোরে দেখে সমস্ত চিন্‌তে এবং বুঝ্‌তে পাল্লেন। তা'র পর তিনি বিচার শেষ কোরে, এই রায় প্রকাশ কোল্লেন,—

"যথার্থ সাক্ষী ও প্রমাণ-মতে আমার বিচারে বাদী শিকারী যুবা নির্দ্দোষী এবং প্রতিবাদী আমার সেনাপতি দোষী। অতএব আমার একমাত্র এই কন্যা পত্নীরূপে এই শিকারীরই প্রাপ্য আর এই সেনাপতি এই মহাপরাধের জন্য বধদণ্ড-যোগ্য। অতএব অদ্যই এই পাপাত্মা মত্ত হস্তীর পদতলে দলিত হোয়ে স্বকৃত পাপের প্রতিফল ভোগ করুক্।" এই বোলে রাজা তৎক্ষণাৎ জল্লাদগণকে তাই কোত্তে হুকুম দিলেন। তা'রা অবিলম্বে সেনাপতিকে মশানে নিয়ে গেলো। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করে? কোথায় সেনাপতি আজ রাজকন্যা লাভ কোর্বে, তা' না হোয়ে কোথায় মৃত্যুদণ্ড লাভ কোত্তে হোলো! পাপীর কিছুতেই নিস্তার নাই। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের 'হরিষে বিষাদের' চেয়েও আজ রাজ-সেনাপতির 'হরিষে বিষাদ' শত গুণ বেশী। জল্লাদেরা সেনাপতিকে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ কোর্লে। দুরাত্মা দেক্তে দেক্তে হস্তিপদে দলিত হোয়ে যমালয়ে গেলো। ধর্ম্মের জয় হোলো—অধর্ম্মের পরাজয় হোলো।

অনন্তর রাজা আনন্দিতমনে সেই দিন রাত্রে শুভ লগ্নে ছোট শিকারী যুবা বীরের সঙ্গে আপনার প্রাণতুল্য কন্যার শুভ বিবাহ দিলেন। চার দিকে বাদ্যরব ও হুলুধ্বনি হোতে লাগ্লো। শহরের সমুদায় লোক ভরপুর আনন্দে মেতে উঠ্লো। রাজবাড়ীতে শহরশুদ্ধ লোক মনের সাধে ভাল ভাল খা'বার জিনিষ খেয়ে সুখী হোলো। এইরূপে বিবাহের রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। পরদিন রাজা, নতুন জামাইকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা কোর্লেন।

অনন্তর রাজজামাতা এবং রাজকুমারী সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন কোত্তে লাগ্লেন। ক্রমে ক্রমে এক দিন দু' দিন, এক মাস দু' মাস গত হোয়ে গেলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতীর প্রণয়-ভক্তি মনোমিলন গাঢ় হোতে লাগ্লো।

অষ্টম অধ্যায়।

এমন সময়ে আর একটা ঘটনা উপস্থিত। রাজবাড়ীর প্রায় দু' ক্রোশ দূরে একটি মায়া-কানন ছিলো। সেই বনে একটা ডাকিনী (ডাইনী) বাস কোত্তো। যে কেউ সেই বনের ভিতর ঢুক্তো, আর বেরুতে পাত্তো না, গোলোক-ধাঁধায় পোড়ে প্রাণ হারাতো। এই রকমে সে বনটার ভিতর যে কত লোক মারা গিয়েছিলো, তা'র আর সংখ্যা হয় না। এক দিন ছোট শিকারী যুবা, সেই বনের ভিতর শিকার কোত্তে যাবার জন্যে নিতান্ত ইচ্ছুক হোলো। কিন্তু তা'র শ্বশুর এবং পত্নী তা'কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কোত্তে লাগ্লো। তবু শিকারী ক্ষান্ত হোলো না। বরঞ্চ বোল্লে,—"কোন ভয় নেই, আমি যেমন যাবো, তেমনি ফিরে আস্‌বো। মায়াকাননের ভিতর কি আছে, আমাকে একবার দেক্তে হবে।" তখন রাজা এবং রাজকুমারী অনিচ্ছায় সম্মত হোলেন। অনন্তর শিকারী আপনার পশু সঙ্গিগণ এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, একটা তেজী কালো ঘোড়ায় চোড়ে প্রস্থান কোল্লে। খানিক পরে সেই বনের ধারে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে গিয়েই দেক্তে পেলে, বনের ধারে অথচ ভিতরে একটি বড় সুন্দর রূপোর হরিণ খেলা কোরে বেড়াচ্চে। তা'কে দেখে শিকারী মোহিত হোয়ে, মার্‌বার জন্যে ধনুকে বাণ যুড়্লে।

হরিণ তা' দেখে, যেন ভয় পেয়ে, বনের ভিতর দৌড়্লো। শিকারীও অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বনের ভিতর ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে। হরিণ আগে আগে আর শিকারী পাছে পাছে দৌড়ুতে লাগ্লো। শিকারী লক্ষ্য কোরে কত বাণ ছাড়্লে, কিন্তু সেই মায়ামৃগকে কোন মতে বিঁধ্তে পাল্লে না। এক জন খুব ভাল শিকারী হোয়ে,কৃতকার্য্য হোতে পাল্লে না বোলে মনে মনে বড় লজ্জা হোলো, কিন্তু তবুও হরিণের পেছনে দৌড়ুতে ক্ষান্ত হোলো না। এমন সময়ে হঠাৎ হরিণটে কোথায়

যে চোলে গেলো, আর সে দেকে পেলে না। কি আর করে, মনের দুঃখে, লজ্জায় বাড়ীর দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে; কিন্তু বনটা এত বড় বোধ হোলো যে, সারাদিন ঘুরে ঘুরেও বেরুবার পথ পেলে না। সমস্ত যেন অচেনা বোধ হোলো। এইরূপে ঘোড়ায় চোড়ে সে কত ক্রোশ পথ ঘুরে বেড়ালে, তবুও বনের শেষ নেই—বেরুবার পথ নেই। ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। দেকে দেকে চার দিক ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। আর ঘোড়া হাঁকা'বার উপায় নেই। তখন সে নিরুপায় হোয়ে ঘোড়া থেকে নাম্‌লো। তা'র পর একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে, আর একটা গাছতলায় নিজে গিয়ে বোস্‌লো। সকলেই অতিশয় ক্লান্ত। সিংহ প্রভৃতি পশুগণ, শিকারীর কাছে শুয়ে পড়ে, হাঁফাতে লাগ্‌লো। একে পৌষ মাস, তা'তে আবার ভাগ্যক্রমে সে দিন বড় শীত। কাজেই শিকারী কতকগুলো শুক্‌নো ডাল পালা জড় কোরে আগুন পোয়াতে লাগ্‌লো।

এমন সময়ে একটু দূরে একটা বড় ঢিবির উপর কে যেন কেঁপে কেঁপে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"উহু, বড় শীত! উহু, বড় শীত!" শিকারী চেয়ে দেখ্‌লে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতে কাঁপ্‌চে। তা'র গায়ে গরম কাপড় চোপড় নেই। তা' দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তৎক্ষণাৎ তা'কে বোল্‌লে,—"আহা, তোমার বড় কষ্ট হোচ্চে, তুমি এই খেনে এসে আগুন পোয়াও। কাল সকালে তোমাকে বনের বাইরে নিয়ে যাবো।" বুড়ী বোল্‌লে, "বাছা! আমি তোমার পশুগুলোকে দেখে বড় ভয় পাচ্চি, তাই তোমার কাছে যেতে পাচ্চি নি। তুমি যদি ওগুলোকে মেরে, দূরে তাড়িয়ে দেও, তা' হোলে যেতে পারি, নৈলে পারি নি, অথচ শীতেও বাঁচি নি।" শিকারী বোল্‌লে,—"ওগো, আমার পশুরা কা'কেও কিছু বলে না। তোমার ভয় নেই, নেমে এসো।" সে বোল্‌লে,—"না, বাবা! বনের পশু, বিশ্বাস কি? তুমি এই গাছের ডালটা নিয়ে ওদের মেরে মেরে সরিয়ে দেও।" এই বোলে সে, শিকারীকে একটা গাছের ডাল ভেঙে দিলে। যদিও শিকারী জান্‌তো যে, তা'র পশুরা কা'কেও কামড়ায় না, তথাপি বুড়ীর বিশ্বাসের জন্যে, তা'র কাছ থেকে গাছের ডালটা নিয়ে সিংহ প্রভৃতি পশুগুলোকে যেমন ঠেলে তাড়িয়ে দেবে, আর অম্নি সেই ডালের ছোঁয়া লেগে তা'রা সকলেই পাথর হোয়ে গেলো। তা' দেখে শিকারীর মনে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহ হোলো। তৎক্ষণাৎ সে বুড়ীকে ডাইনী বোলে বুঝ্‌তে পেরে, তাড়াতাড়ি যেমন ঘোড়ায় চোড়ে সেখান থেকে পালাবে, আর অম্নি বুড়ী ঢিবি থেকে দৌড়ে নেমে এসে, আর একটা ডাল ছুঁইয়ে শিকারীকে ঘোড়া শুদ্ধ পাথর কোরে ফেল্‌লে। তা'র পর সে সেই পাথরগুলো নিয়ে একটা বড় গর্ত্তের ভিতর ফেলে দিলে। সেই গর্ত্তে যে, এই রকম কত পাথর আছে, তা'র আর সংখ্যা নাই।

নবম অধ্যায়।

এ দিকে এক দিন দু' দিন কোরে সাত আট দিন চোলে গেলো। কিন্তু শিকারীর আর দেখা নাই। রাজা এবং রাজকুমারী, তাই দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন তাঁ'রা যা' ভেবেছিলেন, তাই ঘোটলো। শহরশুদ্ধ সমস্ত লোকেই রাজ-জামাতার মায়াকাননে মৃত্যু হোয়েচে, নিশ্চয় কোরে দুঃখিত হোলো। রাজকুমারী পতিশোকে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোরে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। এই রকমে আরো ক' দিন গত হোয়ে গেলো।

ও দিকে বড় শিকারী, ছোট ভেয়ের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হোয়ে এত দিন যে কোথায় ছিলো, তা' জানা যায় নি। কিন্তু এই বার তা'র সন্ধান পাওয়া গেলো। কে না জানে যে, আত্মীয়-স্বজনের কোন কিছু ভাল মন্দ হোলে, মনটা উড়

উড়ু করে? বড় শিকারীরও তাই হোলো। এক দিন হঠাৎ তা'র মনের ভিতর যেন 'কি হারিয়েছি, কি হারিয়েছি' বোধ হোতে লাগ্‌লো; মন বড় চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো। বুঝি ছোট ভেয়ের কোন বিপদ ঘোটেচে, এই ভেবে সে সকল কাজ ফেলে, সেই ছোরাপোঁতা গাছের কাছে ফিরে এলো। এসে দেখে, বাস্তবিক তা'র মনের ভাবনা ঠিক্ হোয়েচে। সে দেখ্‌লে, তা'র ছোট ভাই স্বতন্ত্র হ'বার দিন পশ্চিম দিকে গিয়েছিলো, ছোরার সেই দিকের আধখানায় মোর্চ্চে পোড়েচে—আধখানা খুব্ চক্‌চকে আছে। তখন সে বুঝ্‌তে পাল্‌লে, ছোট ভাই বিপদে পোড়েচে বটে, কিন্তু বিপদ উদ্ধারের পথ আছে; কেন না ছোরার পশ্চিম দিকের সমস্ত ধারে মোর্চ্চে পড়ে নি। সে তখন আর কালবিলম্ব না কোরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে চোলে গেলো। তা'রো ভাগে দু'টা পশু পোড়েছিলো; তারাও তা'র সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লো। নানা স্থানে ছোট ভেয়ের খোঁজ কোত্তে কোত্তে কিছু দিন পরে, সে ঘটনাক্রমে সেই শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

বড় শিকারী যুবা শহরে প্রবেশ কর্‌বামাত্রই শহরবাসীরা "এই যে রাজার জামাই, এই যে রাজার জামাই" বোলে আনন্দে কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। কেউ বা রাজার নিকট পুরস্কার পা'বে বোলে, রাজবাটীতে আগে দৌড়ে গেলো। কেউ বা বড় শিকারীর কাছে এসে যোড়হাতে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"মহাশয়, আপ্‌নি এত দিন পরে মায়াকানন থেকে ফিরে এলেন, আপ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নতুন জীবন আর আনন্দও ফিরে এলো। সে বনটা বড় ভয়ানক, তা'র ভিতর ঢুক্‌লে, কা'কেও আর ফির্‌তে হয় না। আমরা ভাগ্যে ভাগ্যে আপনাকে ফিরে পেলেম।" বড় শিকারী তা'দের এরূপ কথার মর্ম্ম প্রথমে বুঝ্‌তে পাল্‌লে না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ঠিক্ কোল্‌লে যে, "আমার ছোট ভাই আর আমি যমজ-সন্তান, সুতরাং দেক্তে ঠিক্ এক রকম। এরা আমাকে যেরূপ সম্বোধন কোচ্চে, তা'তে বোঝা যাচ্চে, আমার ছোট ভেয়ের সঙ্গে এখানকার রাজকুমারীর বিবাহ হোয়েচে, কিন্তু ভাইটি আমার মায়াকাননের মধ্যেই বিপদে পোড়েচে, আজও ফেরে নি। মায়াকানন কোথা? এখানকার রাজাই বা কে? রাজকুমারীই বা কে? যা' হোক্, ভাল কোরে দেক্তে হোলো।" এই ভেবে সে বুদ্ধি খাটিয়ে তা'দিগে বোল্‌লে,—"প্রজাগণ! কেন ফিরে আস্‌বো না? আমার আবার মায়াকাননে ভয় কি? যে আগম নিগম জানে, তা'র কোন কাননেই কোন বিপদ হয় না। তা' যা' হোক্, তোমরা আমার সঙ্গে রাজবাটী পর্য্যন্ত এসো। আমি তোমাদিগে দেক্তে পেয়ে বড় সুখী হোয়েচি। চল, তোমাদিগে দেক্তে দেক্তে রাজার কাছে যাই।" বড় শিকারী বড় বুদ্ধিমান্, তাই কৌশল কোরে প্রজাদের দ্বারা রাজার নিকট যা'বার যোগাড় কোরে নিলে। প্রজারা তখন প্রফুল্লচিত্তে চতুর শিকারীকে সঙ্গে কোরে রাজসমীপে উপস্থিত হোলো। রাজা কোনরূপে তা'কে অন্য লোক বোলে চিন্‌তে পাল্লেন না; কাজেই বড় শিকারীর রাজার কাছে জামাই-আদরের সীমা পরিসীমা রোইলো না। তা'র পর দাসীরা এসে তা'কে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলো। সেখানে রাজকুমারী তা'কে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাঁ'র আনন্দসাগর যেন উথলে উঠ্‌লো। বড় শিকারী ক্রমে ক্রমে মনে মনে সব বুঝে নিলে। কিন্তু অন্তরে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, মুখেই কেবল আনন্দপ্রকাশ। কারণ একে ভ্রাতৃশোক, তা'তে আবার রাজকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতারই পত্নী—শাস্ত্রমতে সম্বন্ধে কন্যা।

অনন্তর রাত্রিকালে বড় শিকারী রাজকুমারীর নিকট ছদ্মস্বামিভাবে কনিষ্ঠ সহোদরের সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়ে, বোল্‌লে,—"দেখ, আজ আমি সারারাত্রি শিবপূজা কোর্‌বো। দাসীরা পূজার আয়োজন কোরে দি'ক্। তুমি আমাকে আজ স্পর্শ কোরো না, কিছু দূরে বোসে তোমার স্বামীর

ও তোমার মঙ্গল কামনা কর।" রাজকুমারী বড় ধর্ম্মশীলা, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাই স্বীকার কোল্লেন। ক্রমে পূজার আয়োজন হোলো। জ্যেষ্ঠ শিকারী ভ্রাতৃমঙ্গলের জন্য ভক্তিপূর্ণ মনে সমস্ত রাত্রি শিবপূজা কোল্লে। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে জ্যেষ্ঠ শিকারী যুবা, রাজা এবং রাজকুমারীকে বোল্লে,—"আমি আজ আবার মায়াকাননে শিকার কোত্তে যা'বো।" তাঁ'রা তা'র সে কথা শুনে আবার অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে বোল্লেন,—"না না, আর ও বনে গিয়ে কাজ নেই। এক বার গিয়ে আমাদিগে মহাবিপদে ফেলেছিলে, আজ আর যেও না।" জ্যেষ্ঠ শিকারী বোল্লে,—"আমি যে কালে ফিরে এসেচি, সে কালে ভয়ের কোন কারণই নেই।" এই রূপে আরো কত রকম ওজর আপত্তি কোত্তে লাগ্‌লো। কাজেই তখন রাজা ও রাজকুমারী আর কিছু বোল্লেন না, অসন্তোষের সহিত বিদায় দিলেন। তখন বড় শিকারী ঘোড়সোয়ার হোয়ে, পশুদিগে সঙ্গে নিয়ে মায়াকাননের দিকে প্রস্থান কোল্লে। কিঞ্চিৎ কাল পরে তথায় উপনীত হোয়ে, ছোট শিকারী যেমন দেখেছিলো, সেও সেইরূপ একটা রূপোর হরিণ দেক্তে পেলে। দেখে মনে বড় সন্দেহ হোলো। ভাব্‌লে,—"আমার ভাই বুঝি এইরূপ হরিণ শিকার কোত্তে গিয়ে, এই বনের ভিতর বিপদে পোড়েচে। যা' হোক্, এক বার আমাকেও দেক্তে হোলো। হয় আজ তা'কে উদ্ধার কোর্‌বো, নয় তো তা'রও যে দশা—আমারও সেই দশা।" এই বোলে সে সেই হরিণটার প্রতি বাণ লক্ষ্য কোরে বনের ভিতর দৌড়ুলো। তা'র পর বনের ভিতর ঢুক্‌লে, তা'র ছোট ভেয়ের যা' যা' ঘোটেছিলো, তা'রও তাই তাই ঘোট্‌লো। সন্ধ্যের পর সেও আলো জেলে, পশুদের সঙ্গে কোরে একটি গাছতলায় রাত্রিযাপন কোত্তে লাগ্‌লো।

এমন সময়ে সেই মাটির ঢিবির উপর থেকে শব্দ এলো,—"উহু, বড় শীত!—উহু, বড় শীত!" এই রূপ শব্দ শুনে বড় শিকারী ঢিবির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতে কাঁপ্‌চে। দুই ভেয়েরই সমান দয়া। সুতরাং সে তা'কে নিজের কাছে আগুন পোয়াতে ডাক্‌লে। তখন সেই বুড়ী, ছোট শিকারীকে যা' বোলেছিলো, তা'কেও তাই বোল্লে। তা'র সেই সব কথা শুনে মনে বড় শিকারীর বড় সন্দেহ হোলো। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"তাই তো, এ বুড়ী কে? কেন আমার পশুগুলিকে মেরে তাড়িয়ে দিতে বোল্‌চে? আবার ও এদিগে মার্‌বার জন্যে গাছের ডাল ভেঙে দিতে চাচ্চে। এর কারণ কি? আমার বোধ হয়, এ বুড়ী মাগী ডাইনী, তা' নৈলে এমন কথা বলে কেন? আমি শুনেচি, ডাইনীরা ভালুকের লোম ছুঁলে কাণা হয়; তাই এ মাগী কাছে আস্‌চে না। যা' হোক্, এক বার পরীক্ষা কোরে দেক্তে হোলো।" এই রূপ ভেবে, সে চুপ্‌চুপ্ ভালুকের গা থেকে গোটা কএক বড় বড় রোয়াঁ ছিঁড়ে, একটা ভোঁতা তীরের মাথায় বেঁধে, বুড়ীর বুকে ছুঁড়ে মার্‌লে। বুকের উপর আচম্‌কা বাণ পোড়তে দেখে, বুড়ী চীৎকার কোরে উঠ্‌লো, যেই চীৎকার আর অমনি দুটো চোকের মাথা খাওয়া। চক্ষু দু'টি গেলো দেখে, বুড়ী বুঝ্‌তে পাল্লে, শিকারী ভালুকের লোম-জড়ানো বাণ মেরেচে, কাজেই রাগে একেবারে জোলে উঠ্‌লো। সে শিকারীকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে হাঁ হাঁ কোরে তেড়ে এলো; কিন্তু শিকারীর কুকুর তৎক্ষণাৎ তেড়ে গিয়ে তা'র পায়ে কাম্‌ড়ে দিলে। ডাইনী বুড়ী ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো।

জ্যেষ্ঠ শিকারী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে কতকগুলো শক্ত লতা ছিঁড়ে, বুড়ীর হাত পা বেঁধে ফেল্লে; পরে সে তা'কে ভয় দেখিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"যদি তুই প্রাণে বাঁচ্‌তে চা'স্, তবে আমার ছোট ভাইকে ফিরিয়ে দে, নৈলে এই জলন্ত আগুনে তোকে পুড়িয়ে মার্‌বো।" পাপিনী ডাকিনী তবুও জব্দ হোলো না। সে বোল্লে,—

"কে তোর ভাই? আমি জানি না তা'কে। আমাকে খুলে দে, নৈলে তোকে এখনি মেরে ফেল্‌বো।" তা'র এরূপ কথা শুনে বড় শিকারী অত্যন্ত রেগে উঠে, তা'র বুকের উপর জোরে লাথি মার্‌তে লাগ্‌লো এবং তা'র পর তা'কে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বার জন্যে পা ধোরে টেনে আন্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে। তখন ডাইনী বুড়ী মরণ-ভয়ে ভীত হোয়ে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"মেরো না—আমায় মেরো না; আমি তোমার ভাইকে বাঁচিয়ে দিচ্চি। তুমি এক কাজ কর,—এইখান থেকে এক রসি মাপ দূরে ঈশান কোণে একটা বড় পাৎকো আছে। তা'র মুখে ঘাসের চাপ্‌ড়া চাপা আছে, তা' কেউ জানে না। তুমি যাও; যেতে যেতে সেখানে একটা তাল গাছের গুঁড়িতে ছোট ছোট তিনটে আগুন গাছ দেখ্‌তে পা'বে; ঠিক্ তা'র নৈর্ঋত কোণ খুঁড়্‌লেই সেই চাপা কোয়া দেখ্‌তে পা'বে। তুমি তা'র ভিতর থেকে জল তুলে এনে, আমার বাঁ দিকে যে গর্ত্তটা দেখ্‌তে পা'বে, তা'তে ছড়িয়ে দাও। তা' হোলেই তোমার ছোট ভাইকে পা'বে।" ডাকিনীর এরূপ কথা শুনে, বড় শিকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাৎকোর জল এনে পাথর-ভরা গর্ত্তে ছড়িয়ে দিলে। দেবামাত্র তা'র ভিতর থেকে কনিষ্ঠ শিকারী, তা'র অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি সাতটা পশু এবং আরও শত শত লোক জীবিত হোয়ে বেরিয়ে এলো। তা' দেখে বড় শিকারী নিতান্ত বিস্মিত হোলো। অনন্তর সে অতিশয় আহ্লাদিত হোয়ে স্নেহভরে ছোট ভাইটিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন কোর্‌তে লাগ্‌লো। এ দিকে নবজীবনপ্রাপ্ত লোকেরা, বড় শিকারীকে মনের সাধে আশীর্ব্বাদ কোর্‌তে লাগ্‌লো। আহা, তখনকার সেই দৃশ্যটি দেখ্‌লে স্বর্গের দৃশ্যও তুচ্ছ বোধ হয়! অনন্তর সমস্ত লোক তেড়ে গিয়ে ডাকিনীকে আক্রমণ কোরে মেরে ফেল্‌লে। মায়াকাননের কণ্টক দূর হোলো। তা'র পর শিকারী ভাই দু'টি, পশুদিগে সঙ্গে কোরে বনের ভিতর থেকে বেরুতে লাগ্‌লো—পরস্পরে মনের কত কথাই কইতে লাগ্‌লো। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

দশম অধ্যায়।

এই বার আর এক ঘটনা উপস্থিত। রাজকন্যার প্রণয়-লোভী দুরাত্মা রাজসেনাপতি রাজাজ্ঞায় হস্তিপদতলে নিহত হোলে পর, তা'র কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে অতিশয় রাগ, দ্বেষ ও প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিলো। সে ভ্রাতৃনিধনের দিন হোতে সর্ব্বদা রাজা, রাজকুমারী ও কনিষ্ঠ শিকারীর অনিষ্ট সাধনের জন্যে উৎসুক ছিলো; কিন্তু এত দিন কোনরূপে কৃতকার্য্য হোতে পারে নি। আজ তা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বার পন্থা হোলো। সে ভ্রাতৃশোকে রাত্রে নিদ্রা যেতো না, কেবল সারারাত্রি যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। সে দিন যখন সে মায়াকাননে রাজ-জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলো, তখন তা'র আর আনন্দের সীমা ছিলো না। কিন্তু তা'র পর যখন আবার তা'র সেখান থেকে ফিরে আস্‌বার সংবাদ পেয়েছিলো, তখন আবার দুঃখেরও অন্ত ছিলো না। সে জান্‌তো যে, মায়াকাননে প্রবেশ কোর্‌লে, মানুষ তো অতি সামান্য, দেবতারও আর ফিরে আস্‌বার যো নেই; কিন্তু রাজার জামাই কি কোরে ফিরে এলো, আবার গেলো, এর কারণ কি, তাই জান্‌বার জন্যে মায়াকাননের সীমার বাইরে এসে সারাদিন অপেক্ষা কচ্ছিলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার সাহস হয় নি। সে সেখানে সারাদিন অপেক্ষা কোরে অবশেষে হিংস্র জন্তুদের ভয়ে একটা বড় তমাল গাছের উপর উঠে বোসেছিলো। এমন সময়ে দু'জন শিকারী বনের ভিতরে থেকে বেরিয়ে এসে, সেই তমাল-তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালো।

বড় ভাই ছোট ভাইকে বোল্লে,—"ভাই! এই বার তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাও। আমি আর ওখানে

যাবো না। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্যে আমি এখনই আমার পূর্ব্বস্থানে যাত্রা কোর্‌বো। কিছু দিন পরে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চেষ্টা কোরবো। এখন তুমি যাও, আর বিলম্ব কোরো না।" অগ্রজের এইরূপ কথা শুনে, অনুজ আগ্রহের সহিত বোল্‌লে,—"সে কি, দাদা! এক বার তোমাকে যেতে হ'বে, নৈলে আমি নিতান্ত দুঃখিত হবো। তুমি আমাকে পুনর্জ্জীবন দান কোর্‌লে, অতএব তোমাকে একবার মহারাজের নিকট যেতেই হবে।" বড় শিকারী মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো,—"আমি যে, কৌশল কোরে আমার ভাইকে উদ্ধার কোরেচি, তা' এ কিছুই জান্‌তে পারে নি। এখন যদি আমি রাজবাড়ী যাই, তা' হোলে রাজা, রাজকুমারী এবং এই বা কি মনে কোর্‌বে? আমি নির্দ্দোষী, কিন্তু ঘটনা-চক্রে পোড়ে এরা সকলেই লজ্জিত হ'বে। সুতরাং আমার যাওয়া কখনই উচিত নয়। কিন্তু তা'ও বলি, শিবপূজা প্রভৃতি নিদর্শনে আমি সেখানে প্রকাশ পা'বো। তা' যা' হোক্, এর পর আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর কোর্‌বো। আজ তো কোন মতেই যাবো না।" সে এইরূপ ভেবে অনুজকে বোল্লে,—"ভাই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝো না। আমার নিতান্ত প্রয়োজন আছে, না গেলেই নয়। আবার আমি আসবো।" তখন কোন মতে স্বীকৃত কোত্তে না পেরে কাজে কাজে ছোট শিকারী আর কিছুই বোল্‌লে না; অগ্রজকে প্রণাম কোরে, অশ্বারোহণে রাজগৃহে প্রস্থান কোল্লে। তা'র পশুগণও সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লো। এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারীও অশ্বারোহণে, আপনার পশুগণকে সঙ্গে কোরে অন্য দিকে চোলে গেলো।

তা'রা প্রস্থান কোরলে পর, সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃক্ষ হোতে অবতরণ কোরে নীচে দাঁড়ালো। সে এতক্ষণ তমাল-শাখে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে, উভয় শিকারীর অবয়ব দেখেছিলো—সমস্ত কথা শুনেছিলো। এখন সে একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"অ্যাঁ, কি আশ্চর্য্য, দু'জনেই ঠিক এক রকম। বোধ হয়, এরা যমজ ভাই। তা' যা' হোক, এই বার আমি দাদ্ তোল্‌বার পথ পেয়েচি। আমার ভ্রাতৃঘাতী কনিষ্ঠ শিকারীর জ্যেষ্ঠ গত কল্য ওর স্ত্রীর গৃহে ছিলো। আমি কনিষ্ঠ শিকারীকে এ বিষয়ে একখানা পত্র লিখি। তা' হোলে সে, স্ত্রীর উপর সন্দেহ কোরে তা'কে মেরে ফেল্‌বে। তখন রাজা অবশ্য ক্রুদ্ধ হোয়ে ওর মস্তক ছেদন কোত্তে হুকুম দেবে,—আমার পরম শত্রু যমালয়ে যা'বে। তা'র পর রাজাও কন্যা-শোকে মোরে যা'বে। এই রকমে আমার তিন শত্রুই নিপাত হ'বে। ভাগ্যে আমি এখানে এসেছিলেম, নৈলে এক বাণে তিন শত্রু মোত্তো না।" এই বোলে সে, ছোট শিকারী যে পথ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে লাগ্‌লো। এমন সময়ে খানিক দূরে একটা আলো দেক্তে পেলে। সেটা কিসের আলো জান্‌বার জন্যে, সেনাপতির ভাই সেই দিকে চোল্‌লো। গিয়ে দেখে একটা ছোট বাড়ী। সে সেই বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে, দু'খানা চৌকীর উপর দু'জন পুরুষ মানুষ বোসে কি কথা বলাবলি কোচ্চে। তা'র পর সে ভাল কোরে দেখ্‌লে, তা'দের মধ্যে এক জন সেই ছোট শিকারী আর এক জন অপরিচিত যুবা। তা'র পর সে সেই জানালায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রোইলো। এমন সময়ে শিকারী সেই যুবাকে বোল্‌লে,—"বন্ধু! আমার দাদা আমাকে মায়া-কানন থেকে পুনর্জ্জীবন দান কোরে চোলে গেলেন আমি তাঁ'কে ডাক্‌লেম, কিন্তু তিনি এলেন না। যা' হোক, আজ আমি রাজবাড়ী যাচ্চি না, এই খানে শুয়ে থাক্‌বো, কাল সকালে যাবো।" গৃহ-স্বামী যুবা বোল্‌লে,—"বন্ধু! তাই ভালো—আমা-রও তাই ইচ্ছে।" এই বোলে শিকারীর শয্যাদির আয়োজনের জন্যে অন্য ঘরে চোলে গেলো। সেনাপতির ভাই আর সেখানে অপেক্ষা কোল্লে না, বরাবর নিজের বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে

একখানা উড়ো চিঠি লিখে, আবার সেই বাড়ীর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন রাত তিনটে বেজেচে। সে এ বার এসে দেখ্লে, জানালা বন্ধ, কিন্তু একটু একটু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্চে অথচ কারো আর কথা শোনা যাচ্চে না। তখন সে, পত্রখানা জানালা গলিয়ে ঘরের ভিতর ফেলে দিলে। আর দাঁড়ালো না, চোলে গেলো।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। অনন্তর কনিষ্ঠ শিকারী শয্যা হোতে গাত্রোত্থান কোরে যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, আর অম্নি সেই পত্রখানি দেখ্তে পেলে। কিসের পত্র জান্বার জন্যে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলে। দেখ্লে, পত্রের শিরোনামে তা'রই নাম লেখা আছে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে পোড়্তে লাগ্লো,—

"তুমি যা'কে পতিব্রতা পত্নী বোলে বিশ্বাস কর, সেই রাজকুমারী গত কল্য আর এক জন যুবা পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে রাত্রি যাপন কোরেচে। তুমি মনে কর যে, তুমিই রাজার একমাত্র জামাই; কিন্তু তা' নয়, রাজকুমারীর গুণে রাজা এখন আবার একটি নতুন জামাই পেয়েচেন। আমরা হোলে অমন বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে শত খণ্ড কোরে ফেল্তেম্। জানি না তুমি কি কোর্বে। এই বার জানা যা'বে, রাজার মেয়ে তোমার, কি নতুন জামাইয়ের।"

এই পত্রখানা পোড়ে, কনিষ্ঠ শিকারী যেন কি হোয়ে গেলো। ক্রোধে সমস্ত শরীর জোলে উঠ্লো। এক এক বার ভাব্তে লাগ্লো,—"আমার স্ত্রী কি এরূপ?—না।" আবার ভাব্লে,—"না, এর আশ্চর্য্যই বা কি? স্ত্রীচরিত্র দেবতাদেরও অগোচর। আচ্ছা, আজিই এর প্রতীকার কোর্বো।" এই বোলে সে, পত্রখানা পোসাকের ভিতর লুকিয়ে রেখে, বন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে, অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোল্লে।

ও দিকে সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পত্রখানা ঘরের ভিতর ফেলে দিয়ে, বাড়ী গিয়ে কতকগুলো কাগজের টুক্রোয় "রাজার নতুন জামাই!" এই কথা কয়টি লিখে, রাত না পোহাতে পোহাতে, রাস্তা ও গলিগুলোর মোড়ের বাড়ীর দেওয়ালে লেটকে দিয়েছিলো। সে এত সতর্ক ও গুপ্তভাবে ঐ কার্য্য কোরেছিলো যে, কেউ তা' জান্তে পারে নি। রাত্রি প্রভাতে শহরবাসীরা সেই লেখা দেখে অবাক্ হোলো, কিন্তু রাজভয়ে কেউ আর প্রকাশ্যে সে কথার আন্দোলন কোত্তে সাহস পেলে না, গোপনে গোপনে কাণ-ঘোষা কোত্তে লাগ্লো। অবিলম্বে কি রকমে আবার সেই কথা রাজারও কর্ণগোচর হোলো। তা'তে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত, লজ্জিত ও বিচলিতচিত্ত হোলেন। কোন রাজবিদ্রোহী শত্রু প্রজা যে তাঁ'র অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপের চেষ্টা কোরেচে, তা' তাঁ'র আর বুঝ্তে বাকী থাক্লো না; কিন্তু কিসে যে, তা'র প্রতীকার হবে, তা'ও হঠাৎ ঠিক্ কোত্তে পাল্লেন না।

এমন সময়ে, কনিষ্ঠ শিকারী বন্ধুর গৃহ পরিত্যাগ কোরে, ক্রুদ্ধচিত্তে শহরে প্রবেশ কোল্লে। একে ত মনের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ ও আক্রোশ, তা'তে আবার শহরে প্রবিষ্ট হোয়ে মোড়ে মোড়ে লেখাগুলো দেখে দ্বিগুণ রুষ্ট হোলো। তখন তা'র চেহারা দেখ্লে, তা'কে যেন উন্মত্ত ভৈরবের মত বোধ হয়। সে কারো সঙ্গে কোন রূপ বাক্যালাপ না কোরে, বরাবর রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হোলো। সেখানে গিয়ে একেবারে শয়নগৃহে প্রবেশ কোল্লে। সে যখন সেখানে যায়, তখন রাজকুমারী শয্যা হোতে গাত্রোত্থান কোরে, তা'রই বিষয় চিন্তা কোচ্ছিলেন। নিকটে কেউই ছিলো না। তিনি চিন্তার ধন স্বামীকে সম্মুখে দেখে আনন্দে বোল্লেন,—"নাথ! তুমিও ফিরে এলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশা ভরসা, প্রাণ সমস্তই ফিরে এলো। আমি কেবল তোমাকেই ভাব্ছিলেম।" এমন পতিপ্রাণা স্ত্রীর, এমন অমৃতমাখা কথা শুনলে কোন্ স্বামীর হৃদয় না অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করে?

কিন্তু ছলমুগ্ধ কনিষ্ঠ শিকারী বরং এরূপ কথা শুনে অগ্নিবৎ জ্বোলে উঠ্‌লো। সে রোষ-কর্কশ বাক্যে বোল্লে—"কি, পাপীয়সি! তুই আমাকে ভাব্‌ছিলি? আমি কি এত নির্ব্বোধ যে, তোর ছলনা বুঝ্‌তে পারি নি? তুই দুশ্চারিণী। স্বামীকে বঞ্চনা কোরে পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিস্।"

এই কথা শোন্‌বামাত্র সরল-হৃদয়া রাজকুমারী একবারে নির্ব্বাক্ হোয়ে গেলেন। মুখে বাক্যনিঃসরণ হোলো না, কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যেতে লাগ্‌লো। তখন কনিষ্ঠ শিকারী পূর্ব্বের মত রোষভরে বোল্লে,—"আর মায়াকান্না কাঁদ্‌লে কি হ'বে? আজ তোর মস্তকচ্ছেদন কোরে আমার কলঙ্ক ঘোচাবো।" রাজকুমারী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন,—"নাথ! আমি তোমার স্ত্রী, মার্‌তে হয় মারো—রাখ্‌তে হয় রাখো, কিন্তু অগ্রে আমার দোষ সাব্যস্ত কর।" শিকারী বোল্লে,—"দোষ সাব্যস্তের আর বাকী কি? তুই পরশু রাত্রিকালে আমার অবিদ্যমানে এক জন পরপুরুষের সঙ্গে এক গৃহে ছিলি। আমি সে সম্বন্ধে একখানা পত্র পেয়েছি আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তা'র প্রমাণও রোয়েছে।" এই কথা শুনে রাজকুমারী অত্যন্ত বিস্মিত হোয়ে বোল্লেন,—"সে কি! তুমিই সে ক'দিন পরে, সে দিন মায়াকানন থেকে ফিরে এসে, রাত্রিকালে এই ঘরের ঐ খানে বোসে সকাল পর্য্যন্ত শিবপূজা কোরেছিলে। আজ আবার এ কি বোল্‌চো? নাথ! আমি কি আমার পরমদেবতা স্বামীকে চিনি নি? আমি তোমা ভিন্ন আর কা'কেও জানি নি। তুমি ভিন্ন পরপুরুষ আমার স্বামী নয়—পিতা।" রাজকুমারীর এরূপ অনুনয়, বিনয় ও শপথেও কনিষ্ঠ শিকারীর মনে বিশ্বাস হোলো না—ক্রোধের উপশম হোলো না। সে স্ত্রীহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলো।

এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারী গত রাত্রে মায়াকাননের সীমায় কনিষ্ঠের নিকট বিদায় নিয়ে অন্য দিকে অনেক দূর চোলে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু অবিলম্বে তা'র মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আর বেশী দূর যেতে পাল্‌লে না। সে তখন যা' মনে ভেবেছিলো, এখন তা' আর ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে পাল্‌লে না। সে এখন ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমার ছোট ভাই বয়সের গুণে এখনও সমস্ত তলিয়ে বুঝতে পারে না। যদি শ্বশুরের গৃহে গিয়ে রাজনন্দিনীর সম্বন্ধে আমাকে নিয়ে তা'র অন্তঃকরণে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা' হোলেই তো সর্ব্বনাশ। হয় তো নিরপরাধে রাজকন্যার প্রাণ নিয়েও টানাটানি ঘোট্‌তে পারে। সুতরাং আমাকেও রাজবাড়ী যেতে হোলো। দোহাই ঈশ্বর! রাজকুমারীকে রক্ষা কর। দোহাই ঈশ্বর! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিস্থ কোরে রাখো।" সে এই রূপ ভাবতে ভাব্‌তে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে। অনেক ক্রোশ পথ চোলে যাওয়াতে, কাজেই তা'র এ দিকে রাজধানীতে ফির্‌তে ভোর হোয়ে গেলো। সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রবেশ কোরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখ্‌লে,—"রাজার নতুন জামাই।" দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লো। মনে মনে ভাবলে,—"কি সর্ব্বনাশ! যা' ভেবেচি তা'ই। আর বিলম্ব করা ভাল নয়। এখনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করি।" এই বোলে সে ঘোড়া থেকে নেমে, তৎক্ষণাৎ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লে। কেউ তা'কে কোন বাধা বাগড়া দিলে না। কারণ, ভ্রম সকলের চোক ঢেকে রাখ্‌লে। জ্যেষ্ঠ শিকারী তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর শয়ন-গৃহে প্রবিষ্ট হোয়ে দেখ্‌লে, ভাতৃহস্তে ভ্রাতৃপত্নীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো,—"ক্ষান্ত হও, ভাই!—ক্ষান্ত হও, ভাই!" বোলেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধোল্লে। তৎক্ষণাৎ ছোট শিকারীর হাত থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি খোসে পোড়ে গেলো। সে অগ্রজের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হোয়ে চেয়ে থেকে লাগ্‌লো। রাজকুমারী

যুগপৎ দু'টি অভিন্ন মূর্ত্তি দেখে, কি যে হোয়ে গেলেন—কি যে ভাবতে লাগ্‌লেন, তা' বর্ণন করা আমার সাধ্য নয়। আমি কেবল এই বোল্‌তে পারি যে, তিনি এক পাশে সোরে গিয়ে বেশী কোরে ঘোমটা টেনে দিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠকে বোল্লে,—"ভাই! আমি যা' ভেবে এসেচি, এখনি তা'ই হোতো। বিনা দোষে সরলা রাজকুমারী তোমার এই আঘাতে প্রাণত্যাগ কোত্তেন। ঈশ্বর আমাকে এ সময়ে এখানে এনে তাঁ'র কন্যার প্রাণ রক্ষা কোল্লেন। ভাই! তোমার পত্নী দুশ্চারিণী নন, উনি পরম সতী। তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে—তোমার সন্ধান জানবার জন্যে আমি পরশু রাত্রে এই গৃহে তোমার পত্নীর সহিত অনেক কথা কোয়েছিলেম—তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিয়েছিলেম। তা'র পর আমি সমস্ত রাত্রি এই খানে বোসে শিবপূজা কোরেছিলেম। কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দাসীরাও সাক্ষী। তা'তেও যদি সন্দেহ হয়, তবে এই দেখ।" জ্যেষ্ঠ শিকারী এই কথা বোলেই তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠের হস্ত ধারণ কোরে, সেই গৃহস্থিত একটা লোহার সিন্দুকের নিকট নিয়ে, তা'র পশ্চাৎ দিকে চেয়ে দেখ্‌তে বোল্লেন। কনিষ্ঠ শিকারী সেখানে চেয়ে, বাস্তবিক কতকগুলি বিল্বপত্র, আকন্দ ফুল ও একখানি শিবমূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলে। তা'র পর জ্যেষ্ঠ শিকারী তা'কে বোল্লে,—"কেমন, ভাই! এতেও কি বিশ্বাস হয় না? বৎস! তুমি কি জানো না যে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তোমার পত্নী আমার মাতা বা কন্যা সম্বন্ধে? তোমার পত্নী সে দিন রাত্রে আমাকে চিন্‌তে পারেন নি। উনি আমাকে ভেবেছিলেন যে, আমিই—তুমি। সেই জন্যেই তো আমি কৌশল কোরে শিবপূজা কোরে সমস্ত রাত্রি এই স্থানে বোসেছিলেম। ওঁকে আমাকে স্পর্শ কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেম। উনিও তাই কোরেছিলেন। এখন আমার কথা রাখো, তোমার পত্নীর প্রতি আর কোন সন্দেহ কোরো না—রাগ কোরো না।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সমস্ত কথা শুনে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হোলো বটে, কিন্তু একবারে সন্দেহ ত্যাগ কোত্তে পাল্লে না। জ্যেষ্ঠ শিকারী তা' বুঝ্‌তে পাল্লে।

এমন সময়ে সেই গৃহে রাজা, রাজমন্ত্রী ও অমাত্যগণ উপস্থিত হোলেন। তাঁ'রা দু'জন শিকারী যুবাকে এক রকম দেখে অবাক্ হোয়ে গেলেন। অনন্তর সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হোতে লাগ্‌লো। সে সকল আর এখানে বল্‌বার আবশ্যক নাই। তার পর কনিষ্ঠ শিকারী তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোল্লে,—"আচ্ছা, আমি আমার পত্নীকে এবং তোমাকে নির্দ্দোষী বোলে স্বীকার কোর্‌বো, কিন্তু আমার পত্নীকে একটি কাজ কোত্তে হ'বে।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোল্লে,—"কি কাজ, ভাই?" কনিষ্ঠ বোল্লে,—"এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটি পর্ব্বত আছে। তা' থেকে ঝরণার জল ঝোরে ঝোরে একটি বড় জলাশয় হোয়েচে। সেই জলাশয়ের নাম 'সতীকুণ্ড'। যে স্ত্রীলোক সতী, সে অনায়াসে তা'তে অবগাহন স্নান কোরে তীরে উঠে আসতে পারে, কিন্তু যে অসতী, সে জলে নাম্‌বামাত্রই পাষাণ হোয়ে যায়। আমার স্ত্রীকে সেই কুণ্ডের জলে নেমে নাইতে হ'বে।" তা'র এই কথা শুনে, তখন রাজকুমারী সকলের অগ্রে নিজে বোল্লেন,—"আমি এখনি প্রস্তুত।" অনন্তর সকলে সেখানে গমন কোল্লে। পরে রাজকুমারী নিঃশঙ্কমনে সেই সতীকুণ্ডের জলে নেমে, তিন বার ডুব দিয়ে, তীরে উঠে এসে, স্বামীকে প্রণাম কোল্লেন। তখন সকলেই আহ্লাদভরে ধন্য ধন্য বোল্‌তে লাগ্‌লো। কনিষ্ঠ শিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা কোরে, সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হোলো। কিন্তু অগ্রজের উপর অন্যায় সন্দেহ কোরেছিলো বোলে, তা'র পা দু'টি ধোরে, পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো। তখন জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলে সানন্দচিত্তে কোলাকুলি কোল্লে।

অনন্তর রাজা প্রভৃতি সকলে জ্যেষ্ঠ শিকারীর বুদ্ধি-কৌশল, সচ্চরিত্রতা ও ভ্রাতৃস্নেহের অনেক প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। তা'র পর সকলে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রাজা রাজসভাতে উপবিষ্ট হোয়ে সকলকে বোল্‌লেন,—"সভাসদ্‌গণ! এখন তোমাদিগে একটি গুরুতর কার্য্য সাধন কোত্তে হ'বে। কোন্ পাপাত্মা নীচাশয় রাজদ্রোহী জাল-পত্র লিখে আমার জামাতাকে আমার কন্যার উপর, তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর এরূপ সন্দিগ্ধ কোরিয়েচে—আমার পরমসতী কন্যাকে কলঙ্কিনী কর্‌বার চেষ্টা এবং আমার উপর দারুণ কলঙ্কভার চাপা'বার কৌশল কোরেচে. তোমরা বিশেষরূপে তা'র অনুসন্ধান কর। যে ব্যক্তি সেই দুরাত্মাকে ধো'রে এনে দিতে পারবে, আমি তা'কে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।"

রাজার এই আদেশ পেয়ে, সকলেই অনেক অনুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে প্রায় এক মাস গত হোয়ে গেলো, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হোতে পাল্লে না। অনন্তর একদিন জ্যেষ্ঠ শিকারী রাজাকে বোল্লে,—"মহারাজ। সকলেই যথামত চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু আমি এত দিন চুপ কোরে আছি। কিন্তু এই বার আমি এক বার চেষ্টা কোর্‌বো। আমার চেষ্টা স্বতন্ত্র। আপনি এক কাজ করুন; আপনার সমস্ত প্রজা ও অমাত্যগণকে ডাকিয়ে এনে এক জায়গায় জড় করুন। তা'র পর আপনি তা'দিগে নিয়ে আমার সঙ্গে এক স্থানে চলুন। কোথায় সকলকে যেতে হ'বে—কি কোত্তে হ'বে, তা' আমি এখন ভেঙ্গে বোল্‌বো না।" জ্যেষ্ঠ শিকারীর এইরূপ কথা শুনে, রাজা ঢেঁড়্‌রা পিটিয়ে দিলেন। রাজধানীর পাশে একটা খুব বড় মাঠে প্রজা প্রভৃতি সমস্ত লোক একত্র হোলো। রাজার হুকুম ছিলো যে, যে না আস্‌বে, সেই দোষী, তা'কে শূলে দেবেন। সুতরাং সকলকেই আসতে হোলো।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী সকলকে সঙ্গে কোরে, প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। সেই বনের ভিতর একটি শিবমন্দির। বড় শিকারী পূর্ব্বে শুনেছিলো যে, সেই শিবমন্দিরের একটি অতি চমৎকার গুণ আছে। কেউ কারো কিছু চুরি কোল্লে,—কেউ কোন বিষয়ে অপরাধী হোলে, সেই মন্দিরের কপাট কোন মতে ঠেলে খুলতে পারে না, কিন্তু অন্য লোকে পারে। মন্দিরের কপাট সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী মন্দিরের কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে বোল্লে,—"একে একে সকলে হাতে কোরে এই মন্দিরের কপাট ঠেলো। যা'র হাতের ধাক্কায় কপাট খুল্‌বে, সে নির্দ্দোষী, কিন্তু যে খুলতে পার্‌বে না, সে দোষী—সে এই মিথ্যা অপবাদের মূল। সুতরাং সে মহারাজের বিচারে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ কোর্বে। যে এই কপাট খুলতে চা'বে না, সে অপরাধী না হোলেও অপরাধী।" অনন্তর সকলে কপাট ঠেলে ঠেলে খুলতে লাগ্‌লো।

যেমন এক এক জন খোলে, আবার তখনি কপাট বন্ধ হোয়ে যায়। এই রূপে সমস্ত লোক নির্দ্দোষী বোলে প্রমাণিত হোলো। কিন্তু সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কপাট ঠেল্লে, আর অমনি ছিট্‌কে পোড়ে গেলো। আবার উঠে ঠেল্লে, ফের পোড়ে গেলো; কিন্তু কিছুতেই খুলতে পাল্লে না। তখন সকলেই তা'কে দোষী বোলে কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। তা'র মুখ শুকিয়ে গেলো—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কোত্তে লাগ্‌লো। তখন রাজা তা'কে বাঁধ্‌তে হুকুম দিলেন। হাতে হাতকড়ি—পায়ে পায়কড়ি দিয়ে বাঁধা হোলো। অনন্তর সকলে সেই দুরাত্মা সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো।

অনন্তর রাজা হুকুম দিলেন,—"এই পাপাত্মা

।অপরোধীকে অবিলম্বে শূলে দাও।" তৎক্ষণাৎ ল্লাদগণ সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে গিয়ে, হরের মধ্যস্থলে একটা সর্ব্বোচ্চ শূলে চোড়িয়ে লে। দেক্তে দেক্তে দুরাত্মা প্রাণত্যাগ কোর্লে। ম মর্‌বার সময় এই কথা বোলেছিলো,—"ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ কাজ কখন ঢাকা থাকে না। এক দিন না এক দিন পাপীকে পাপের প্রতিফল পেতে হয়।"

অনন্তর রাজা, এক জন আত্মীয়ের পরমসুন্দরী কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ শিকারীর শুভবিবাহ দিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী স্ব স্ব পত্নীর সহিত রাজবাড়ীতে পরমসুখে কালযাপন কোর্ত্তে লাগ্‌লো। জ্যেষ্ঠ শিকারী রাজার আর এক জন প্রধান মন্ত্রী হোলো। নব মন্ত্রীর সুপরামর্শে রাজ্যের অনেক রকম উন্নতি হোতে লাগ্‌লো। প্রজারা খুব সুখী হোলো। অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী, পিতা মাতা ও পালক পিতা মাতাকে রাজধানীতে আনিয়ে একসঙ্গে সুখে অবস্থান কোর্ত্তে লাগ্‌লো।

সম্পূর্ণ।

চীনের কলসী।

প্রথম অধ্যায়।

বহুকালের কথা বোলচি—যখন এই বাঙ্গালা দেশে পালরাজারা রাজত্ব কোত্তেন—সেই সময় এ দেশের এক শ্রী ছিলো। সে শ্রী আর এখন নেই। কখন যে হ'বে কি না, তা'ই বা কে বোল্‌তে পারে? সেই পালরাজাদের মধ্যে এক জন যে খুব বীর ছিলেন—তিনি যে অনেক দেশ বিদেশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, তা' বোধ হয়, যিনি বাঙ্গালার ইতিহাস পোড়েচেন, তিনিই জানেন।

সেই রাজা এক সময় আমাদের ভিতর দিয়ে তিব্বত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌তে যান। আস্‌বার সময় ঐ দেশ থেকে কতকগুলি কারীকরকে কয়েদ করে আনেন। সেই কারীকরেরা চীনের বাসন তোইরি কোত্তো। রাজার ইচ্ছা ছিলো যে, বাঙ্গালা দেশেও চীনের বাসন তোইরি হয়।

সেই কয়েদীদের মধ্যে একটি ১৩।১৪ বছরের মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়েটি চীনের বাসনের উপর খুব সরেস্ কাজ কোত্তে পাত্তো। রাজা তা'র কাজ দেখে তা'কেও এনেছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি এ দেশে এসে আর তেমন সরেস কাজ কোত্তে পাত্তো না।—সে সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাক্‌তো—আর কি ভাব্‌তো। কেন যে ভাব্‌তো, তা' কেমন কোরে জান্‌বো—কিন্তু তা'রা যে কারণ বলে, রাজা কোন রকম কষ্ট দিতেন তা' নয়—বরং তা'দের সুখে থাক্‌বার সুবন্দোবস্ত কোরে দিয়ে-ছিলেন। যে কারখানা ঘরে তা'রা কাজ কোত্তো, সেইখানে রাজা তা'দের এক জন ওপোর-ওয়ালা রেখেছিলেন। সে, কে কেমন কাজ করে তাই দেখ্‌তো। এক দিন সে সেই মেয়ে-টিকে বোল্‌লে,—"দেখ, বাছা! তোমার কারীকুরী এখন আর সাবেকের মত হয় না কেন? ঐ দেখ কেমন সুন্দোর চিত্তির করা! এখানে এসে পর্য্যন্ত ত তুমি একটি দিনও অমন কাজ কোল্‌লে না। রাজাকে কি জবাব দেবে বল দেখি?"

কিন্তু মেয়েটি তা'র কথার কোন উত্তরই দিলে না, কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো; সেও আর কোন কথা না বোলে চোলে গেলো। ঐ সময় এক দল যুবা সেই কারখানায় বেড়া'তে এলো। তা'দের মধ্যে এক জন রাজসংসারে থাক্‌তেন। রাজা তাঁকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁর নাম বিজয়চন্দ্র। তা'রা এসে দেখলে যে, ঐ মেয়েটি কাঁদচে।

বিজয় গিয়ে তা'কে জিজ্ঞেস্ কোল্লেন, "হাঁগা বাছা! তুমি কাঁদচো কেন? কেনই বা মন দিয়ে কাজ কোরচো না? তুমি যখন দেশে ছিলে, তখন ত বেশ কাজ কোত্তে?—ঐ ঘটিটি ত তোমার চিত্তির করা?"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "হাঁ মশাই! আমিই ওটি চিত্তির কোরেছিলুম—হায়! মহারাজ যদি ওটি না দেখ্‌তেন"—এই কথা বোল্‌তে বোলতে আর বোল্‌তে পাল্‌লে না—খুব চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

বিজয় বোল্‌লেন,—"রাজা না দেখলে তুমি দেশে থাক্‌তে—কিন্তু তা' ভেবে আর কোর্‌বে কি বল? এখন যা'তে এই দেশেই সুখে থাক্‌তে পার, তা'র চেষ্টা কর। রাজাও আর তোমায় জেলে কয়েদ কোরে রাখেন নি।"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে—"মশাই! দেশের কথা ভুল্‌বো কেমন কোরে?—দেশে যে এই পোড়াকপালীর বুড়ো বাপ মা আছেন—তাঁ'রা যে না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পা'বেন, সেই সব কথা মনে হোলে আর আমার কাজ কোত্তে ইচ্ছে করে না। আমি মনে মনে ঠিক্ কোরেচি, আর

ই মেরে ফেলেন, ভালুই—আমার জ্বালা যন্ত্রণা ব একবারে ঘুচে যা'বে।"

আর একটি কারীকর সেখানে ছিলো। সে মেয়েটিকে বোল্লে,—দিদি, কি কর্‌বি বল্‌?—রাজা, ' ইচ্ছে তা'ই কোত্তে পারেন। তা' বোলে আপ-র প্রাণ খোয়ানো কেন?"

এই কথা শুনে বিজয় বোল্লেন,—"রাজার যা' চ্ছে তিনি তাই কোর্‌বেন, তিনি কি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেল্‌বেন? তা' যদি করেন, তিনি ঘোর অত্যাচারী!"

এই কথা ক'টি শুনে বালিকাটির ভরসা হোলো, সে বিজয়ের পায় ধোরে বোল্লে,—"মশাই! আপনি আমায় বাঁচান।—অথবা আমায় এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনি মনে কোল্লে পারেন।"

বিজয় বোল্লেন,—"দেখ্‌বো! প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তবু তোমায় উদ্ধার কোরে, তোমার বাপ মার কাছে পাঠাব।"

ঐ সময় আর একটি যুবক বোল্‌লে,—"ভাই! এমন ভাল কাজে চেষ্টা কোর্‌বে খুব ভাল। কিন্তু, ভাই! অমন উগ্রমূর্ত্তিতে এ কাজে হাত দিলে কি ফল হ'বে বলো? রাজার কাছে যদি এমন অবস্থায় কোন কথা বলো, তা'তে হিতে বিপরীত হ'বে।"

বিজয় পূর্ব্বমত তেজেই বোল্‌লেন,—"তুমি কি কোত্তে বলো সুবোধ? এই বালিকাটি এমনি কোরে কষ্ট সইবে—দেখে, কে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে?"

সুবোধ বোল্‌লেন,—"নিশ্চিন্ত থাকৃতে বলি নে। কৌশলে কার্য্যসাধনের চেষ্টা দেখো।"

বিজয় বোল্‌লেন,"কৌশল!—কৌশল তোমার ন্যায় ব্যবহারাজীবীর সম্বল। আমার ন্যায় লোকের সাহসই বল।"

সুবোধ একটু হেসে বোল্‌লেন,—"যুদ্ধেও কি কৌশলের প্রয়োজন হয় না?"

বিজয় বোল্‌লেন,—"যাও, ভাই! তোমার সঙ্গে আমি তর্কে, পার্‌বো না।" কিন্তু এই বার তাঁ'র ভাব কিছু নরম বোধ হোলো।

সুবোধ হেসে বোল্‌লেন,—"ভাই! তর্কই আমার ব্যবসা—তর্কই আমার বল।"

বিজয় "কিন্তু আমার অন্য বল আছে" বোলে, কটিস্থ অসিতে হাত দিলেন।

সুবোধ।—কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ওতে কোন্ কাজ হ'বে? বরং আমার কথা শোনো—আমার তর্ক-বল আগ্রহ কোরে একবার দেখো, তা'তে যদি কোন ফল হয়। আমার দ্বারা তোমার যখন যে কোন কাজ হোতে পারবে, আমি তা'তে অনায়াসে প্রস্তুত আছি।

তা'র পর দু'জনে মিলে বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রণা কোরে মেয়েটির হোয়ে রাজার কাছে এক দরখাস্ত কোল্লে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই দিন বিকেল বেলা বিজয় সেই দরখাস্ত-খানি হাতে কোরে রাজার কাছে গেলেন। রাজা দরখাস্তখানি হাতে কোরে হাসতে হাসতে বোল্‌লেন,—"বিজয়! আমি তোমায় পুত্রাপেক্ষা ভালবাসি। তুমি কি আমাকে অত্যাচারী স্থির কোচ্চো?"

বিজয় কুণ্ঠিত হোয়ে বোল্‌লেন,—"মহারাজ! আপনাকে অমন কথা কে বোল্‌লে?"

রাজা বোল্‌লেন,—"বলবার লোকের অপ্রতুল কি? তুমিও আর লুকিয়ে বল নি।"

বিজয় বোল্‌লেন,—"মহারাজ! অমন কথা আপনাকে যে শুনিয়েচে, সে মিথ্যে শুনিয়েচে। আমি তা' বলি নি। আমি একটি মেয়ের কষ্ট দেখে বোলেছিলেম—তিনি যদি এই অনাথ বালিকাটিকে মেরে ফেলেন তো তিনি ঘোর অত্যাচারী। মহারাজ! এই সেই মেয়েটির পক্ষে দরখাস্ত।"

রাজা সেই দরখাস্তখানি পাঠ কোরে বোল্‌লেন—"বিজয়! এই দরখাস্তখানি কে লিখেচে?"

বিজয়।—আমার বন্ধু সুবোধ।

রাজা।—সুবোধ! সে তো বিচারশাস্ত্রে বেশ দক্ষ হোয়েচে। যা'ই হোক্, এ দরখাস্তর যা' উত্তর

দেবো, তা' তোমায় বলি শোনো। কাল এই আদেশ বেরোবে যে, যে এক মাসের মধ্যে একটি সুন্দর চীনের কলসী প্রস্তুত কোত্তে পারবে, তাকে হয় দেশে যেতে দেওয়া যা'বে, নয় ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। এ দু'য়ের যা' ইচ্ছা, সে নিতে পারবে; আর ঐ কলসীতে তা'র নাম খোদা থাকবে।"

বিজয় তাই শুনে তখনি সেই কারখানায় গিয়ে মেয়েটিকে এই খবর দিলেন।

মেয়েটি শুনে তখনি কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

তা'র পরদিন রাজার হুকুম বেরুলো। হুকুম পেয়ে সকলেই কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। কিন্তু, বোলতে কি, মেয়েটির মত একাগ্র হ'য়ে কেউ কাজে এগুতে পাল্লে না। কেন না, আর সকলের লোভ টাকার উপর, কিন্তু, মেয়েটির মা বাপকে দেখবার ইচ্ছা।

ক্রমে সকলের কলসী প্রস্তুত হোলো। বিজয় সেই মেয়েটির কলসীর নীচে লিখে দিলেন—

"ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ!
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে শুদ্ধ যত অরিগণ
তব জয়নির্ঘোষ রবে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রমে মাসের শেষ দিন হোয়ে এলো—শেষ দিনে রাজা কলসীগুলি দেখবেন।

কলসীগুলি একটি ঘরে সাজানো হোয়েচে। কারখানাকর্ত্তা উপস্থিত আছেন। কারীকরেরা কা'র কপাল প্রসন্ন হয় দেখবার জন্যে সবাই হাজির।

এমন সময় মহারাজ মন্ত্রিদের সঙ্গে সেখানে এলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে, বিজয় ও সুবোধ ছিলেন।

তাঁ'রা সকলে ঘরের ভিতর গেলেন।

রাজা একে একে কলসী গুলো অনেকক্ষণ ধোরে দেখতে লাগলেন। তা'র পর বোল্লেন,—

"বিজয়! দেখ তো ও কলসীটা কা'র?"

বিজয় গিয়ে একটি সুন্দর কলসী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এইটে?"

রাজা।—হাঁ।

বিজয়।—এইটি সেই মেয়েটির।

রাজা।—দাও দিকি দেখি?

রাজা কলসীটি নিলেন—অনেকক্ষণ ধোরে দেখলেন। তা'র পর একে একে সকলে কলসী দেখতে লাগলো।

সকলের দেখা হোলে রাজা সেই কারখানার কর্ত্তাকে বোল্লেন,—"তুমি এই কলসীটে ঝেড়ে রাজসভায় নিয়ে এসো। আমরা চোল্লেম। এটা চীনদেশের রাজার কাছে পাঠা'তে হ'বে। চীন-রাজ দেখুন, আমার দেশেও চীনের বাসন হয়।"

এই কথা বোলে রাজা চোলে গেলেন।

কারখানার কর্ত্তা একজন লোককে সেটা মাজতে বোল্লেন।

সে জল দিয়ে ধু'তে ধু'তে এক বার সেই কলসীটে এনে কর্ত্তাকে দেখা'লে; বল্লে,—"কর্ত্তা মশাই! এই জায়গার রং উঠে যাচ্চে।"

কর্ত্তা।—কৈ দেখি?

সে লোকটা কলসীটা এনে দিলে। কর্ত্তাটি আপনার চাদর দিয়ে একটা জায়গা খানিকক্ষণ মুছে বোল্লেন,—"মোয়েচে, আর যায় কোথা? এই বার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।"

এই কথা বোলে কলসীটা নিয়ে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

এ দিকে বিজয় ও সুবোধ রাজার কাছ থেকে ছাড়চিটি নিয়ে সেই মেয়েটিকে খোলোসা কোরে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। মেয়েটির যে আহ্লাদ হোয়েছিলো তা' আর কি বোলবো! সে

পরে সুবোধের মার কাছে বিজয় সুবোধের কত প্রশংসাই কোত্তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ এমন সময় রাজবাড়ী থেকে লোক এসে বিজয়কে বোল্‌লে,—"রাজার হুকুম,—আপনি আর এই মেয়েটি কয়েদ হোলেন।"

শুনে বিজয় রেগে বোল্লে,—"কেন—কি জন্যে? কারণ না শুনিয়ে আমায় কয়েদ করে কে?"

লোকটি বোললে,—"কারণটি যে কি, তা' আমি কেমন কোরে জান্‌বো। রাজা হুকুম কোরেচেন, আমি এয়েচি; ক্ষমতা হয়, আপনাদের কয়েদ কোরে নিয়ে যাবো, না পারি, ফিরে গিয়ে বোল্‌বো পাল্লেম্ না।"

এই সময় একটি দু'টি কোরে প্রায় সাত আটটি পাইক্ এসে উপস্থিত হোলো।

এ কালে সমনের পেয়াদা মানুষের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পারে না, সে কালে রাজার হুকুম হোলে, দরজা ভেঙে ঘুমন্ত মানুষকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তা'তে দায় কৈফেয় ছিলো না।

সুবোধ বোললে,—"ভাই বিজয়! এ ক্ষেত্রেও অস্ত্র বল দেখা'বার দরকার নেই। আমার তর্ক-বলে তোমাদের উদ্ধার কোর্‌বো।"

বিজয় বন্ধুর কথাগুলি যথার্থ ভেবে, কাজে-কাজেই কয়েদ হোলেন। মেয়েটিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোল্‌লো। রাজার হুকুম ছিলো না, তাই তা'রা বেঁধে নিয়ে গেলো না।

এ দিকে সুবোধ আর দেরি না কোরে রাজদরবারে গেলেন এবং বিজয় কেন কয়েদ হোয়েচেন, তা'র কারণ জান্‌বার জন্যে দরখাস্ত কোল্লেন।

দরখাস্তে উত্তর এলো,—"বিজয় ঐ বালিকাটির কথামত সেই কলসীর গায়—

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ।
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
'চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে॥"

এই কবিতাটি লিখেছিলেন, তাই তাঁ'দের কয়েদ করা হোয়েচে।"

সুবোধ পোড়ে কি ভাব্‌লেন। তা'র পর তাড়াতাড়ি সেই কারখানায় গিয়ে একে' তা'কে কত কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন্। তা'র পর আবার রাজসভায় এসে বোল্‌লেন্,—"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুর পক্ষে বিচার প্রার্থনা করি।"

রাজা বোল্‌লেন্,—"যখন দেখা যাচ্চে যে, বিজয় আমাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্যে এই কাজ কোরেচে, তখন তা'র আর বিচার কি? তবে যদি এই ভাবে দরখাস্ত কর যে, যদি তা'কে নির্দ্দোষ প্রমাণ না কোত্তে পার, তা' হোলে তুমিও কয়েদ হ'বে। তা' হোলে আমি বিচারপতিদের অনর্থক কষ্ট দিতে পারি।"

সুবোধ তা'ই কোল্লেন।

স্থির হোলো পরদিন বিচার হ'বে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিন বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য। রাজ বিচারকদের নিয়ে বোসে রোয়েচেন। এক ধার বিজয় হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সময় রাজা প্রধান মন্ত্রীকে সুবো দরখাস্তখানি দিয়ে বোল্‌লেন,—"মন্ত্রী! তু এখানি সকলের সুমুখে পাঠ কর।"

মন্ত্রী পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেন্—

"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুকে নির্দ্দে জেনে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কো যদ তা'কে নির্দ্দোষী বোলে প্রমাণ কোত্তে না প তা' হোলে বিচারকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেও অপরাধে বন্ধুর সহিত কারাবাস কোর্‌বো।"

তা'র পর মন্ত্রী বোল্‌লেন,—"রাজার আ আজ বিচার হ'বে। বিজয়ের অপরাধ এই মহারাজকে অত্যাচারী বোলেচে। বোধ সকলেই জানে, মহারাজ চীনের সীমান্তবাসী ক গুলি লোককে কয়েদ কোরে আনেন। স

মহারাজ হুকুম দিয়েছিলেন যে, তা'দের মধ্যে যে কেউ একটি সুন্দর কলসী প্রস্তুত কোরে রাজাকে তুষ্ট কোত্তে পারবে, রাজা তা'কে খোলোসা কোরে দেবেন, আর যদি সে এ দেশে থাকুতে চায়, তা'কে ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেবেন। ঐ বালিকাটি একটি কলসী প্রস্তুত করে। রাজার সেইটি মনোনীত হয়। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট দেখ ;—সে এই বিজয়কে দিয়ে তা'র উপর এই কয় ছত্র লিখিয়েচে—

(কলসীটি তুলিয়া পাঠ)

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ !
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে ॥"

এই কয়টি কথা পাঠ হ'বা মাত্র বিজয় বোল্-লন,—"মিথ্যা কথা, প্রথমের কয়টি কথা আমি খনই লিখি নাই।"

মন্ত্রী।—লিখেচ কি না, তা'রি বিচার হ'বে। ন্তু এই সমস্তুটিরই হস্তাক্ষর একরূপ, বিশেষত সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে বিজয় যে পূর্ণ দোষী, ত'র তো আর কোন সন্দেহই হয় ; এখন ঈশ্বর করুন, যেন সে নির্দোষী হয়।"

এই কথা বোলে মন্ত্রী বোস্‌লেন। তা'র পর জন উঠে বোল্‌লেন,—"আপনারা সকলে নে, বিজয় দোষী কি না ?"

এই কথা বোলে তিনি কারখানার কর্ত্তাকে ডা'লেন।

কারখানার কর্ত্তা উপস্থিত হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"আপনি এই কলসীটি আর কখন দেখে-লন ?"

উত্তর।—অবশ্য দেখিচি। ওটি ঐ মেয়েটি ার সুমুখে কারখানায় বোসে তোইরি কোরে-ছা।

প্রশ্ন।—এতে যখন লেখা হয়, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে ?

উত্তর।—হাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন।—কে লেখে ?

উত্তর।—ঐ বিজয়।

প্রশ্ন।—কি লেখেন, তা' তুমি জান ?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মহারাজকে এই কবিতাটি দেখায় কে ?

উত্তর।—আমি।

প্রশ্ন।—কবে তুমি কবিতাটি পোড়েছিলে ?

উত্তর।—যে দিন মহারাজ এই কলসীটি দেখেছিলেন।

প্রশ্ন।—মহারাজ তো উপরের ছত্র দেখ্‌তে পান নাই ?

উত্তর।—তখন ওটি নীল রঙে ঢাকা ছিলো।

প্রশ্ন।—তুমি দেখ্‌তে পেলে কি কোরে ?

উত্তর।—মহারাজ আমাকে এটি মেজে ধুয়ে রাজসভায় আনতে বোল্লেন। আমি আমার ঐ চাকরকে এটি মাজতে বলি। সে মাজতে মাজতে বোলে,—"মশাই ! এই জায়গার রংটা উঠে যাচ্চে। আমি গিয়ে এই চাদর দিয়ে মুচ্‌তে মুচ্‌তে ঐ কথা ক'টি দেখ্‌তে পেলেম্। তাই রাজাকে দেখালেম্।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"চীনের বাসনের রং কখন উঠে যায় ?"

উত্তর।—পোড়া'বার পর যে রং দেওয়া যায়, তা' উঠে যায়।

প্রশ্ন।—তুমি জান, পোড়া'বার পর কে এই রং দিয়েছিলো ?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—ভাল, পোড়া'বার পর তুমি এই কলসী দেখেছিলে ?

উত্তর।—হাঁ। আমি ওটি অন্য অন্য কলসীর সঙ্গে যে ঘরে সাজানো ছিলো, সেই ঘরে পাঠাই।

প্রশ্ন।—তখন তুমি দেখেছিলে ওতে কি লেখা আছে ?

উত্তর।—অত লক্ষ্য করি নি।

সুবোধ বোল্‌লেন,—"ভাল, আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য নেই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী, কর্ত্তার চাকর।

রাজপক্ষীয় ব্যবহারাজীব জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"তুমি এ কলসীটি এর পূর্ব্বে দেখেছিলে?"

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কবে?

উত্তর।—কাল।

প্রশ্ন।—কোথায়?

উত্তর।—যে ঘরে এটি অনেকগুলি কলসীর সঙ্গে সাজানো ছিলো।

প্রশ্ন।—এতে কি লেখা ছিলো জান?

উত্তর।—আমি পোড়্‌তে জানি নি।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"তুমি কলসীটি কত দূর হোতে দেখেছিলে?"

উত্তর।—নিজে হাতে কোরে দেখেচি।

প্রশ্ন।—তোমার হাতে এ কলসী গেলো কেমন কোরে?

উত্তর—কর্ত্তা আমাকে মাজ্‌তে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—মাজ্‌তে মাজ্‌তে তুমি কি দেখেছিলে?

উত্তর।—দেখ্‌লেম্‌—নীল রং উঠে যাচ্চে।

প্রশ্ন।—দেখে তুমি কি কোল্লে?

উত্তর।—কর্ত্তাকে দিলেম।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা দেখে কি বোল্‌লেন্‌?

উত্তর নাই।

প্রশ্ন।—বোল্‌চো না কেন? তোমাকে সাজা পেতে হ'বে।

উত্তর।—(স্বগত) হোয়েচে আর কি!—এই বার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

তা'র পর সুবোধ আর দু'টি লোককে ডাকালেন। তা'র একটিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"তুমি কারখানায় কাজ কর?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়াবার ঘরে নিয়ে যাই।

প্রশ্ন।—তুমি এই কলসীটি কখনো পোড়াবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—হঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে তোমার স্মরণ হোলো যে, এটি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—আমি ঝুড়িতে কোরে এটির সঙ্গে আরো অনেকগুলি কলসী নিয়ে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর নিয়ে গেলে এটা পড়োপড়ো হোয়েছিলো। আমি এটাকে ভাল কোরে বসা'বার সময় এই ছবিটে দেখ্‌লেম্‌, দেখে বড় সুন্দর বোধ হোলো; তাই অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেম্‌, তাই তো চিন্‌তে পারচি।

প্রশ্ন।—ছবির নীচে কি রং ছিলো মনে হয়?

উত্তর।—নীল রংই ছিলো।

প্রশ্ন।—এ লেখাগুলো দেখেছিলে?

উত্তর।—হঁ।

প্রশ্ন।—এ কি লেখা জান?

উত্তর।—আমি পোড়্‌তে জানি নি।

প্রশ্ন।—ক'সার লেখা ছিলো?

উত্তর।—তা' আমি গুনি নি।

সুবোধ।—ভাল, তুমি বোসো।

তা'র পর তিনি অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"তুমি কারখানায় কি কাজ কর?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়াই।"

প্রশ্ন।—তুমি এ কলসী পুড়িয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে চিনলে?

উত্তর।—ঐ লোকটি (বাহককে দেখাইয়া) আমায় এই ছবিটি দেখায়, তাইতে চিন্‌চি।

প্রশ্ন।—ভাল, ও লোকটি এ কলসী কোথায় রেখেছিলো?

উত্তর।—একটা ঝুড়ির উপর।

দুই সন্ন্যাসী।

প্রথম অধ্যায়।

চাঁদপুর গ্রামে জনার্দ্দন নামে একটি লোক বাস কোত্তো। তা'র বয়েস প্রায় ৬৫ বৎসর। দুর্ভাগ্যক্রমে তা'র একটি পুত্র বই আর কেউই ছিলো না। পুত্রটির নাম ভাগ্যধর। জনার্দ্দন সেই ছেলেটিকে নিয়েই কাল কাটাতো। ভাগ্যধরও পিতাকে বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা কোত্তো। জনার্দ্দনের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল না হওয়াতে ছেলেটিকে বেশ্ কোরে লেখা পড়া শেখাতে পারে নি। কিন্তু উত্তমরূপে লেখা পড়া শেখে নি বোলে যে, ছেলেটির স্বভাব চরিত্র মন্দ, এ কথা গ্রামের কেউই বোল্‌তে পাত্তো না।

ভাগ্যধরের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তা'র পিতা জনার্দ্দনের জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে ভাগ্যধরের ভাগ্য একবারে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্ধকারে আলোক, রৌদ্রে বৃক্ষের ছায়া, ভয়ে সাহস এবং জীবনে জীবন স্বরূপ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বালক ভাগ্যধর হতাশ হোয়ে পোড়্‌লো। বাবা বাবা বোলে যে কতই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, তা' তা'র মত অবস্থার লোক বই আর কে বুঝ্‌বে? পিতার মৃত্যুর দিন থেকে সে দিন দিন কেমন এক রকম হতাশ ও উদাস হোতে লাগ্‌লো। আহার নিদ্রায় ইচ্ছা নাই—গৃহে মন নাই—শরীরে যত্ন নাই। সর্ব্বদাই চক্ষের জলে ভগবানের কাছে মনের দুঃখু জানা'তে লাগ্‌লো। গ্রামের লোকেরা তা'কে অনেক কোরে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু তা'র অস্থির অন্তঃকরণের মধ্যে সে সান্ত্বনা কোন মতে আর স্থান পেলে না।

যথাসময়ে ভাগ্যধর পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ কোল্‌লে।

লোকে বলে এবং দেক্তেও পাওয়া যায় যে, শোক চিরকাল সমানভাবে মানুষকে অস্থির কোত্তে পারে না। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস যেরূপ অসহ্য, কিন্তু পরে আর তেমন থাকে না,—গ্রীষ্ম কালের নদীর স্রোতের মত ক্রমে ক্রমে কোমে যায়। কিন্তু ভাগ্যধরের শোক দিন দিন বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তা' বাড়বারই কথা যে;—আপনার বল্‌বার আর যে তা'র কেউই নাই। কা'র মুখ দেখে সে আর পিতৃশোক বিস্মৃত হ'বে? যেখানে জল নাই, সেখানকার আগুন নেবানো বড় শক্ত; ভাগ্যধরের আপনার আর কেউ নাই, সুতরাং তা'র শোকও যা'বার নয়।

এইরূপে কিছু দিন যায়। এমন সময়ে এক দিন ভাগ্যধর ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। তা'র যে ঘুমোবার ইচ্ছা ছিলো, তা' নয়; তবে কেবল একটানা ভাবনাতেই, সে তা'র অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। এমন সময়ে হঠাৎ সে এইরূপ স্বপ্ন দেখ্‌লে,—যেন তা'র মৃত পিতা আকাশের কোলে একখানি খুব বড় মেঘের উপর বোসে বোল্লে,—"ভাগ্যধর! কেন বাবা, তুমি আর আমার জন্যে এমন কোরে শোক দুঃখু ভোগ কোচ্চো? আমি আর যাবো না; আমাকে তুমি আর ও পাপ পৃথিবীতে দেক্তে পা'বে না, কিন্তু আমি এক সময়ে তোমাকে আমার কাছে দেক্তে পা'বো। তুমি এক কাজ কর,—যাবজ্জীবন ধর্ম্ম কর্ম্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা'

হোলেই তোমাতে আমাতে আবার একসঙ্গে সুখে থাক্তে পারবো; আর দেখ, বাবা! আমি তোমার বিবাহ দিয়ে আস্‌তে পারি নি বোলে বড় দুঃখিত আছি; কিন্তু এখন আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্যা লাভ কর।" এমন সময়ে সহসা ভাগ্যধরের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সে তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, দু' একখানা মেঘ ভেসে যাচ্চে বটে, কিন্তু মেঘের উপর তা'র পিতা নাই। সে উপর দিকে অনেক-ক্ষণ ধোরে তাকিয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধর প্রায় বেলা ১টার সময় তন্দ্রাবেশে এই স্বপ্ন দেখেছিলো।

অনন্তর সে ঘরের ভিতর ঢুকে মেজের মাটি খুঁড়ে একটি ঘটী বা'র কোল্লে। সেই ঘটীটিতে তা'র পিতার ২০০৲ টাকা ছিলো। এই টাকার কথা ও ঠিকানা সে পূর্ব্বে তা'র পিতার নিকট শুনেছিলো। ভাগ্যধর সেই ২০০৲ টাকা নিয়ে, ঘরে তালা দিয়ে, কোথায় বেরিয়ে চোলে গেলো, গ্রামের কোন লোক তা' জান্‌তে পাল্লে না।

স্বপ্নে তা'র পিতা তা'কে বোলেছিলো,—"ধর্ম্ম কর্ম্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা' হোলেই তোমাতে আমাতে আবার একসঙ্গে সুখে থাক্তে পার্‌বো।" এই স্বপ্নশ্রুত কথাগুলি ভাগ্যধরের জীবনের মূল-মন্ত্র হোলো। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পরোপকারের দিকে তা'র মনের গতি একটানা হোলো। ভাগ্যধর এই নব গতির বেগেই গৃহত্যাগী হোয়ে চোলে গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চাঁদপুর থেকে প্রায় ৫ ক্রোশ পশ্চিম দিকে শুভেশ্বর নামে একটি তীর্থ আছে। প্রতিদিন এই তীর্থে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। তীর্থ-পর্য্যটক সন্ন্যাসীরা এখানে শুভেশ্বর মহাদেবকে দর্শন কোত্তে আসে। তীর্থগুলি কাঙালীর আড্ডা, সুতরাং এখানেও কাঙালীর অভাব নাই।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে পিতৃহীন ভাগ্যধর এই শুভেশ্বর তীর্থে এসে উপস্থিত হোলো। ভক্তিভাবে মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম কোরে, সন্ধ্যার আরতি দেখ্‌বার জন্যে অপেক্ষা কোরে রোইলো। দেক্তে দেক্তে সন্ধ্যা হোলো। তখন শুভেশ্বরের পাণ্ডারা শুভেশ্বরের আরতি কোল্লেন। ভক্তগণ চারদিকে দাঁড়িয়ে যোড়হাত কোরে আরতি দেক্তে লাগ্‌লো। তা'দের মধ্যে ভাগ্যধরও যোড়হাত কোরে দাঁড়িয়েছিলো। শিবের আরতি শেষ হোয়ে গেলো। অনন্তর ভাগ্যধর শুভেশ্বরের নাটমন্দিরের মধ্যে এক স্থানে শুয়ে রাত্রি যাপন কোল্লে।

প্রভাত হোলো। কাঙালীর পাল দেখা দিলে। নতুন নতুন যাত্রীদের কাছে তা'রা পয়সা কড়ি খাবার কাপড় ভিক্ষে করে। না দিলে না-ছোড়-বান্দা। কাঙালীগুলো খুঁজে খুঁজে ভাগ্য-ধরের কাছে গিয়ে "জয় হোক্, বাবা! জয় হোক্, বাবা!" বোলে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। ভাগ্য-ধর নতুন যাত্রী, সুতরাং কাঙালীদের পোয়াবারো!

তখন ভাগ্যধর টাকার পুঁটুলীটি খুলে, ২০০৲ টাকার মধ্যে থেকে ৫০৲টি টাকা সেই সকল কাঙালীকে দান কোরে সকলকে সমান ভাগ কোরে নিতে বোল্লে। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; সুতরাং কাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হোয়েছিলো যে, সেই ৫০৲ টাকার অংশ প্রত্যেকের ভাগ্যে ৴০ আনার হিসেবে পোড়্‌লো। কাঙালীরা হাত তুলে ভাগ্যধরকে আশীর্ব্বাদ কোত্তে কোত্তে অন্য দিকে চোলে গেলো। ভাগ্যধরও শুভেশ্বরের প্রাতঃপূজা কোরে অন্য তীর্থের উদ্দেশে প্রস্থান কোল্লে।

৫।৬ দিন গত হোয়ে গেলো। ভাগ্যধর আর এক তীর্থে উপস্থিত। শুভেশ্বর তীর্থ থেকে সেই তীর্থটি ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে। সেই তীর্থের নাম সপ্তর্ষি-আশ্রম। সাতটি মন্দিরে

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি সাত জন ঋষির প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই তীর্থে অনেকে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে। এই জন্যে ভাগ্যধরও সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোল্লে। বিজয়মল্ল নামে এক জন সন্ন্যাসিভক্ত রাজার খরচে এখানে নবসন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসবেশের উপযুক্ত ত্রিশূল, চিমূটে, তুম্বী, কম্বল, কৌপিন, জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, তামার বালা, বিভূতি, তিলকমাটি, সিদ্ধি, গাঁজা, কোল্কে, ভিক্ষের ঝুলী, খড়ম, শাঁক, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী অমনি পায়। ভাগ্যধর এই সকল দ্রব্যে সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোল্লে। বোল্‌বো কি, সেই নতুন সন্ন্যাসী দেক্তে বড় সুন্দর হোলো। বাস্তবিক বালক সন্ন্যাসীর রূপ অতি অপরূপ দেখায়। নবসন্ন্যাসী ভাগ্যধর গাঁজা, সিদ্ধি, কোল্কে ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কোরে সপ্তর্ষিকে পূজা ও প্রণাম কোরে বৈদ্যনাথ তীর্থে প্রস্থান কোল্লে। তা'র সঙ্গে সেখান থেকে ৪০।৫০ জন পুরোনো ও নতুন সন্ন্যাসীও চোল্লো। তা'দের মুখ থেকে ঘন ঘন "হর হর বোম্ মহাদেব!—হর হর বোম্ মহাদেব!" শব্দ নির্গত হোয়ে আকাশ পুরিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

ভাগ্যধর আর তা'র সহচর সন্ন্যাসীরা ক্রমে ক্রমে ৭।৮ দিন এ বন সে বন—এ পাহাড় সে পাহাড়—এ গ্রাম সে গ্রাম দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। অবশেষে তা'রা সাঁওতাল পরগণা বা জঙ্গল-মহলের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন বেলা ১২টা বেজেচে। একে বৈশাখ মাস, তাতে ঠিক দুপুর বেলা। পথশ্রান্ত সন্ন্যাসীদের পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো। যা'র যা'র তুম্বীতে যতটুকু যতটুকু জল ছিলো, তা' অনেকক্ষণ আগে ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এখন বেবাক তুম্বীই খালি, কিন্তু পিপাসা দ্বিগুণ। সকলেই জল জল কোরে চারদিকে খোঁজাখুঁজি কোত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও জল পাওয়া গেলো না। যা'রা যুব ও বলিষ্ঠ গোচের সন্ন্যাসী, তা'রা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়েও কতকটা সামূলে থাক্তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল সন্ন্যাসীরা "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বোলে গাছতলায় বোসে পোড়্‌লো—কেউ বা শুয়ে পোড়্‌লো।

পিতৃশোকাভিভূত কোমলহৃদয় ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এইরূপ কাতরতা ও দুরবস্থা দেখে, নিজে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'লেও, তা'দের জন্যে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠ্‌লো। সেই স্থানটা এরূপ নিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড়ে পরিপূর্ণ যে, তা'র ২।৩ ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না—ঝরণা ফরণা সব শুকিয়ে যায়। পাহাড়ের নীচের মাটি ঢালু বোলে জল দাঁড়া'তে পারে না, গড়িয়ে চোলে যায়, কাজেই সরু সরু নালাগুলোও শুকিয়ে খট্‌খট্‌ করে। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর তো এই গুণ, তা'তে আবার তেতে উঠে সূর্য্যের চেয়েও যেন আগুন ঢাল্‌তে থাকে।

সন্ন্যাসীরা নিরাশায় নিরাশ হোয়ে "হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর" বোলে ডাক্তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধরও তৃষ্ণাতুর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি যোড় কোরে ঊর্দ্ধমুখে পুনঃ পুনঃ বোল্‌তে লাগ্‌লো—"পরমেশ্বর! তোমার এই সকল বিপন্ন সন্তানকে বাঁচাও।" এইরূপে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে ৮।১০ জন সাঁওতাল তীর, ধনুক, কোদাল, সাবল, দড়ী বাঁকে কোরে সেই দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধর তা'দিগে দেক্তে পেয়ে, তাড়াতাড়ি তা'-দের কাছে দৌড়ে গিয়ে বোল্লে,—"ওগো, তোমরা কি এখানকার লোক? বল বল, জল পাই কোথা? পিপাসায় আমরা বড় কাতর হোয়েচি।"

সাঁওতালেরা বোল্লে,—"বড় মুস্কিলের কথা; ২।৩ কোশের ভিতর জল নাই। এ বছর এ অঞ্চলে বড় অনাবিষ্টি। ভাল, তোমরা পথ থাক্তে কি জন্যে এমন কুপথে এসেচো?"

ভাগ্যধর বোল্লে,—"আমরা অপরিচিত লোক, কখনো এ দেশে আসি নি; বৈদ্যনাথ তীর্থে যা'ব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, আমাদের

কপালে বাবার চরণদর্শন আর ঘোট্‌লো না। এই এতগুলি লোককে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মোত্তে হোলো।” এই কথা বোলে ভাগ্যধর পুনর্ব্বার ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ কোল্‌লে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা পিপাসার যন্ত্রণায় হাহাকার কোত্তে লাগ্‌লো। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাগ্যধর সাঁওতালগণকে বোল্‌লে,—“আচ্ছা, ভাই সকল! তোমরা যদি দয়া কোরে এই স্থানে একটা কোয়া কেটে দিতে পার, তা' হোলে আমরা প্রাণে বাঁচি। এই বই আর অন্য উপায় নাই।” সাঁওতালেরা বোল্‌লে,—“তা' পারি, কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, দু' পয়সা পা'বার জন্যে অমুক জায়গায় কাজ কোত্তে যাচ্চি; সুতরাং তোমাদের কোয়া কাট্‌তে গেলে আমরা খা'ব কি? যদি খাবার যোগাড় কোরে দিতে পার, তবে আমরাও কোয়া কেটে জলের যোগাড় কোরে দিতে পারি।” তৎক্ষণাৎ ভাগ্যধর বোল্‌লে,—“তোমরা কত মজুরী চাও?” তখন সাঁওতালদের মধ্যে একজন বোল্‌লে, “আমরা দশ জন লোক, ৩৲ টাকার হিসেবে ৩০৲ টাকা নেবো। এক জনে ৩৲ টাকা কোরে পেলে তিন গুণ খাটুনি খেটে এমন শক্ত পাথুরে জায়গা থেকেও এক ঘণ্টার মধ্যে জল তুলে দেবো।” ভাগ্যধর তাঁদের এই আশ্বাসকর বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। পাছে তা'রা সন্ন্যাসী দেখে টাকার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য অগ্রে তা'দের হাতে ৩০টি টাকা দেওয়া হোলো। তা'রা ভাগ্যধরের কাছে থেকে এতগুলি টাকা একবারে পেয়ে মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “এই ছেলে সন্ন্যাসীটির যোগসিদ্ধি এখনো ভরপুর হয় নি, এখন এ যোগবলে টাকা তোইরি কোত্তে শিখেচে, কিন্তু জল আনতে শেখে নি। তা' যা' হোক্‌, আজ আমাদের কপালে এতগুলি টাকা আর এদের কপালে কোয়ার জল ছিলো।” তা'রা এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে এ দিক সে দিক দেখে, মনের মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে, কোয়া খুঁড়্‌তে আরম্ভ কোল্লে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৪০টি তৃষাতুর লোকের জীবনকুণ্ড প্রস্তুত হোয়ে গেলো। সন্ন্যাসীদের আর আনন্দের সীমা রইলো না। যে ব্যক্তি উঠে বোস্‌তে পাচ্ছিলো না, সেও জলের নাম শুনে, দড়ী আর ঘটী নিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়েও কোয়ার কাছে গিয়ে, জল তুলে আশ মিটিয়ে পান কোল্লে। সকলের জল পান করা চুকে গেলো। সকলে মিলে ভাগ্যধরকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগ্‌লো। তা'র পর সন্ন্যাসীরা আপন আপন ঘটী, তুম্বী প্রভৃতি জলপাত্রগুলিতে জল পূরে নিলে। জল যে কি বস্তু, এই বার সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই তোম্বা তুম্বী টৈটুম্বুর কোরে ভোরে নিলেন। অভিধানকর্ত্তা পণ্ডিতেরা সাধ কোরে কি জলের নাম রেখেচেন “জীবন”? জীবন=জল আর জল=জীবন।

অনন্তর ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যনাথ তীর্থে যাত্রা কোল্লে। সাঁওতালেরাও খুসী হোয়ে সেখান থেকে চোলে গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়।

দিন কএক পরে ভাগ্যধর ৺বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাদপদ্ম দর্শন কোরে আত্মাকে চরিতার্থ কোল্লে। তা'র অনেক দিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হোলো। তা'র সঙ্গী সন্ন্যাসীরা তা'র কাছে বিদায় নিয়ে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলে গেলো। তা'কেও যা'বার জন্যে তা'রা অনেক অনুরোধ কোরেছিলো, কিন্তু সে গেলো না। সে কামরূপে গিয়ে ৺কামাখ্যাদেবীর চরণ দর্শন করবার ইচ্ছে কোল্‌লে।

যে দিন ভাগ্যধর কামরূপ যা'বে, সে দিন সে বেলা ৮টার সময় একটি যুবতী বিধবাকে তা'র কাছ দিয়ে কেঁদে কেঁদে যেতে দেখ্‌লে। পূর্ব্বেই বোলেচি, ভাগ্যধরের হৃদয় বড় কোমল। সে পরের দুঃখু দেখ্‌লে নিজের দুঃখু ভুলে যায়। ভাগ্যধর বিধবাটিকে কাছে ডেকে বোল্‌লে,—“মা!

আমি তোমার ছেলে ; আমাকে দেখে লজ্জা কোরো না। খুলে বলো, কেন তুমি কাঁদ্‌চো?"

বিধবা স্ত্রীলোকটি বোল্‌লে,—"বাবা! আমি আমার স্বোয়ামীর সঙ্গে এখানে তীংথি কোত্তে এসেছিলুম ; কিন্তু আজ চার দিন হোলো, তাঁ'কে সাপে খেয়ে আমাকে বিধবা কোরেচে। যা' কিছু সঙ্গে ছিলো, তাঁ'র গতি কোত্তে খরচ হোয়ে গেচে। আর একটিও পয়সা নেই যে, বাড়ী ফিরে যাই। আমি মেয়ে নোক, নজ্জায় কারো কাচে কিছু চাইতে পাচ্চি নি, কেবল কেঁদে কেঁদেই আকুল হোচ্চি। বাবা, আমার কি হ'বে, বাবা!"

ভাগ্যধর তৎক্ষণাৎ ২০টি টাকা তা'র হাতে দিয়ে বোল্‌লে,—"তুমি এই টাকা পথখরচ কোরে বাড়ী যাও।" বিধবা ভাগ্যধরকে ধন্য ধন্য কোত্তে লাগ্‌লো; আর বোল্‌লে,—"বাবা বদ্দিনাথ তোমার মঙ্গল করুন্।"

ভাগ্যধর আর বড় বিলম্ব কোল্‌লে না ; "জয় শিব শম্ভু" বোলে কামরূপ যাত্রা কোল্‌লে। সঙ্গে আর কেহই নাই—একাকী। পথে ৫।৬ দিন গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে এক দিন বেলা ১২টার সময় ভাগ্যধর একটা নির্জ্জন শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত। শ্মশানের ধারে একটি সরু নদী ধীরে ধীরে বোয়ে যাচ্চে। এখানে সেখানে পোড়া কাঠ, কয়লা, ছেঁড়া কাপড়, মাটির কলসী, ভাঙা খাট, ছেঁড়া লেপ, কাঁথা, বালিশ, মড়ার হাড়, মড়ার মাথা পোড়ে রোয়েচে। ভাগ্যধর এই সকল দেক্তে দেক্তে একটা বটগাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লো। খানিকক্ষণ কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তা'র পর আপ্‌না আপ্‌নি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হায়, এইরূপ শ্মশানে আমি আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জীবনদাতা পিতাকে বিসর্জ্জন দিয়েচি! যে শ্মশান হোতে আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, সেই শ্মশানেরই কোলে আজ আবার বোসে আছি। শ্মশান! আমার বাবা কোথা? তুমিই তো তাঁ'কে লুকিয়ে রেখেচো, এক বার দেখাও না?" এমন সময় পেছোন দিকে মানুষের কথা শোনা গেলো। ভাগ্যধর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, দু'জন লোক একটা মড়া কাঁধে কোরে শ্মশানে আস্‌চে। দেক্তে দেক্তে সেই দু'জন লোক কাঁধ থেকে মড়াটাকে নামিয়ে মাটির উপরে ধড়াস্ কোরে ফেল্‌লে। ফেলেই লাথি মাত্তে লাগ্‌লো আর বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"এ ব্যাটার মড়াকে আবার পোড়াবে! ব্যাটা আমাদের টাকা মেরে মোরে গেলো, এখন আমরা টাকা পাই কোথা? হাঁ রে হতভাগা ব্যাটা! ধারের টাকা না শুধে যদি তোর মর্‌বার ইচ্ছে ছিলো, তবে আমাদের কাছে টাকা ধার কোল্‌লি কেন? দে শালাকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দে। থেরো শালার আবার গতি কোর্‌বে?—যা শালা, অগত্যের মড়া হোয়ে নরকে যা!" এই বোলে আবার তা'রা সেই মড়াটার উপর জোরে জোরে লাথি মাত্তে লাগ্‌লো।

ভাগ্যধর তা'দের এইরূপ গর্হিত কার্য্য দেখে নিতান্ত দুঃখিত হোলো। সে তাড়াতাড়ি সেই লোক দুটোর কাছে এসে বোল্লে,—"ওহে ভাই! তোমরা মানুষ হোয়ে মরা মানুষের উপর কেন এমন অত্যাচার কোচ্চো? ছি ছি, এ কাজ কি কোত্তে আছে? তোমরা ওর গতি কোরে ওকে আরো ঋণী কর ; সেরূপ কোল্লে ধর্ম্ম আছে। একজন মানুষ মোরে গেলো, তা'র জন্যে তোমাদের দুঃখু হোলো না, কি না সামান্য টাকার জন্যে দুঃখু হোলো, তাই ওকে অমন কোচ্চো। গতি কর—গতি কর।"

ভাগ্যধরের কথা শুনে তা'রা বোল্‌লে,—"যাও যাও, সন্ন্যেসী ঠাকুর, তোমায় তত্ত্বকথা বোল্‌তে হ'বে না। তোমার যদি অত দয়া, তবে ওর ধার শুধে ওর গতি কর না কেন? টাকা যে কি বস্তু, যা'র যায় সেই জানে। তোমার গেলে তুমিও বুঝ্‌তে মানুষের চেয়ে টাকা কত বড়!" তা'দের এই কথা শুনে ভাগ্যধর বোল্‌লে,—"এই লোকটি তোমাদের কত টাকা ধার্‌তো?" তা'রা বোল্‌লে,—"১০০৲ টাকা।" ভাগ্যধর বোল্‌লে,—"আচ্ছা,

তোমরা ১০০৲ টাকা পেলে এর গতি কোর্‌বে, বল ?" তা'রা বোল্‌লে,—"তৎক্ষণাৎ।"

তখন ভাগ্যধর ১০০৲ টাকা গুণে তা'দের হাতে অর্পণ কোল্‌লে। তা'রা ভাগ্যধরের এরূপ অপরূপ পরোপকার দেখে একেবারে অবাক্ হোয়ে গেলো। আহ্লাদে আটখানা হোয়ে বোল্‌লে,—"এমনতর পরের উপকারী না হোলে কি আর সন্ন্যেসী হয়।" এই বোলে, অবিলম্বে তা'রা চিতে সাজিয়ে সেই মৃত লোকটির সৎকার কোল্‌লে। ভাগ্যধর কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। অনন্তর ভাগ্যধর এক দিকে ও তারা অন্য দিকে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

তা'র পর ভাগ্যধর আরো দিন দু'য়ের পথে গিয়ে সকালবেলা একটা বনের ভিতর ঢুক্‌লো। সেই বনটা খুব নিবিড়। বড় বড় শাল গাছ, শিশু গাছ, দেবদারু গাছ, বট গাছ, অশোক গাছ কত যে সে বনটার ভিতর জন্মেচে, তা'র ঠিকানা নাই। শ্যামা, দোয়েল, পাপিয়া, টিয়া, শালিক, কাক এ গাছে সে গাছে উড়োউড়ি কোচ্চে আর আপনার মনে ডাক্‌চে। সেই বনটির গম্ভীর মূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌লে ভগবান্‌কে প্রণাম কোত্তে আপনা আপনি মাথা নুড়ে পড়ে। ভাগ্যধর বড় ঈশ্বরভক্ত, তাই সে সেই বনের ভিতর প্রবেশ কোরে একটা খুব বড় গোছের শিশু গাছের তলায় বোসে পোড়ে একমনে ঈশ্বরকে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লো। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় উৎরে গেলো, তবু সে আর সেখান থেকে উঠ্‌লো না। এমন সময়ে সে সহসা বনের পশ্চিম দিকে এই গানটি শুন্‌তে পেলে—

যোগিঞা-ভৈরব—চৌতাল।

গাও রে বনবিহঙ্গ রঙ্গে সে রঙ্গনাথে।
যা'র রক্তরাগ রবি-ছবি সমুদিল প্রভাতে॥
যা'র প্রভাবে স্বভাব শোভিল
নূতন উজল আলোকে,—
আঁধার ভাগে, ভুবন জাগে
ঈশ-ভকতি-ভরা চিতে॥

ভাগ্যধর এই গানটি শুনেই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। সে এতক্ষণ যাঁ'কে হৃদয়ের মধ্যে পূজা কোচ্ছিলো, সেই বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরের গুণগান শুনে একবারে মোহিত হোয়ে গেলো। কোন্ ঈশ্বরভক্ত প্রাতঃকালে এমন কণ্ঠসুধা বর্ষণ কোচ্চে, জান্‌বার জন্যে সে পশ্চিম দিকে গানের শব্দ লক্ষ্য কোরে যেতে লাগ্‌লো। খানিক দূর গিয়েই দেখে যে, আর একজন সন্ন্যাসী ভক্তি গদ্গদচিত্তে এই গানটি গেয়ে পূর্ব্ব দিকে আসচে। সেই সন্ন্যাসীটির বয়েস আন্দাজ ৩০।৩১ বৎসর, নতুন সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের যেরূপ বেশ, সেই সন্ন্যাসীটিরও তাই; তবে বেশীর ভাগে দাড়ী গোঁফ বেরিয়েচে আর হাতে একটা কিসের পুঁটুলি আছে।

ভাগ্যধর সেই বনচারী সন্ন্যাসীকে দেখে প্রণাম কোল্‌লে। সে ব্যক্তি ভাগ্যধরকে বয়সে ছোট দেখে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোল্‌লে। তা'র পর ভাগ্যধর সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"প্রভু, আপনি কে ?—কোত্থেকে আস্‌চেন ?—নাম কি ?"

বনচারী সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্‌টে প্রশ্ন কোল্‌লে, "তুমি কে ?—কোত্থেকে আস্‌চো ?—নাম কি ?"

ভাগ্যধর উত্তর কোল্‌লে,—"আমি অনাথ, পিতার মৃত্যুতে গৃহত্যাগী হোয়ে সন্ন্যাসী হোয়েচি, বৈদ্যনাথ তীর্থ থেকে আস্‌চি; আমার নাম ভাগ্যধর।"

ভাগ্যধরের এই কথা শুনে সেই সন্ন্যাসীটি বোল্‌লে,—"ভাই! আমিও তোমার মত অনাথ, আমার আর কেউই নাই। তা' বেশ্ হোলো, আজ থেকে ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, এস আমরা দু'জনে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। আমরা দু'জনে

সর্ব্বদা একসঙ্গে থাক্‌বো। আমি তোমাকে ছোট ভাইটির মত স্নেহ কোর্‌বো।"

তা'র এই কথা শুনে ভাগ্যধর অতিশয় আহ্লাদিত হোলো। অনন্তর পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন কোরে ত্রিশূলবিনিময় কোল্‌লে। তা'র পর বড় সন্ন্যাসী ছোট সন্ন্যাসীকে বোল্‌লে,—"ভাই ভাগ্যধর! আজ আমি তোমার সন্ন্যাসীর উপযুক্ত একটি নাম প্রদান করি;—আজ থেকে তুমি 'সখানন্দ' নামে পরিচিত হোলে। আমার নাম 'বান্ধবানন্দ'।"

অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ উভয়ে মিলে সেই বনের শেষভাগে এসে উপস্থিত হোলো। সেখানে একটি শিবের মন্দির ও একটি বৃহৎ জলাশয় ছিলো। দু'জনে সেই জলাশয়ে স্নান কোরে, শিবের পূজা কোরে, ফলমূল ভক্ষণ কোল্লে। তা'র পর দু'জনে সেখান থেকে পূর্ব্বোত্তর দিকে যেতে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ সখানন্দের মুখে কামরূপ যাবার কথা আগেই শুনেছিলো।

এখন ভাগ্যধর বা সখানন্দ আর একাকী নয়, সঙ্গে পরমবন্ধু বান্ধবানন্দ। ক্রমে ক্রমে দু'জনে বড় ভাব হোলো। দু'জনেই দু'জনের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। সর্ব্বদা দু'জনের মুখে ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মের আলোচনা। এইরূপে ৩।৪ দিন কেটে গেলো। অনন্তর উভয়ে আর একটা বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন বেলা দুপুর হোয়েচে। সখানন্দ হাজার হোক্ এখনো ছেলেমানুষ, একবারে না জিরিয়ে সটান বেশী দূর হাঁট্‌তে পারে না। কাজেই সে ক্লান্ত হোয়ে বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—"ভাই! একবার একটু বোসে জিরুলে ভাল হয় না? আমার পা কোমর বড় ব্যথা কোচ্চে।" বান্ধবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। উভয়ে একটা আমলকী গাছের ছায়ায় বোস্‌লো। সখানন্দ বান্ধবানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে পা দু'টি ছড়িয়ে আরাম নিতে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অতিশয় ক্লান্ত দেখে তা'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আর অত্যন্ত জাগরণের পর নিদ্রা দু'য়েই সমান। দেক্তে দেক্তে সখানন্দ ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। বান্ধবানন্দের কাঁধের উপর সখানন্দের মাথাটি ছিলো, ঘুমের ঘোরে নটিয়ে পোড়্‌লো। তখন বান্ধবানন্দ বন্ধুকে ঘুমন্ত দেখে মৃগচর্ম্মখানি পেতে তা'র উপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলে। সখানন্দ মনের আনন্দে নিদ্রানন্দ ভোগ কোত্তে লাগলো। পাশে জাগ্রত বান্ধবানন্দ আমলকী গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বোসে রোইলো।

এমন সময়ে বান্ধবানন্দের সম্মুখে অথচ খানিকটে দূরে একটি বুড়ী দেখা দিলে। তা'র মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে লাঠি। সে সেই বনের ভিতর কাঠ ভাঙ্‌তে এসেছিলো। বুড়ী সেই কাঠের বোঝাটা মাথায় কোরে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ হোঁচোট্ খেয়ে বোঝাশুদ্ধ ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো। এম্নি পড়ন্ পোড়্‌লো যে, তা'র হোঁচোট্-খাওয়া পায়ের একখানা হাড় সোরে গেলো; বড় ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ কোত্তে লাগ্‌লো। বুড়ী আর উঠ্‌তে পাল্লে না, কাবু হোয়ে যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগ্‌লো; চোকের জলে বুক ভেসে গেলো। সে তখন বান্ধবানন্দের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"বাবা ঠাকুর, আমার প্রাণ যায়, একবার এসে দয়া কোরে আমাকে ধোরে তোল।"

বান্ধবানন্দ তখন জান্‌তে পাল্‌লে, বুড়ী অত্যন্ত জখম হোয়েচে। অমি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর কাছে দৌড়ে গেলো। আস্তে আস্তে তা'কে তুলে বসা'লে, কিন্তু বুড়ী উঠে দাঁড়া'তে পাল্‌লে না। তখন বান্ধবানন্দ তা'র ভাঙা পায়ের হাড়খানায় হাত দিয়ে দেখ্‌লে যে, সেখানা সোরে পোড়ে অনেকটা উঁচু হোয়ে উঠেচে। তখন বান্ধবানন্দ একবার বুড়ীর কাঠের বোঝার দিকে কি তাকিয়ে দেক্তে লাগ্‌লো। আবার একবার নিদ্রিত সখানন্দের দিকেও দৃষ্টিপাত কোল্‌লে। সখানন্দ তখনো নিদ্রিত।

[illegible] বাঙ্কবানন্দ বুড়ীকে বোল্লে,—"বাছা! আমি তোমার ভাঙা হাড় যোড়া দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ কোত্তে হ'বে।" বুড়ী যাতনায় কাঁদ্তে কাঁদ্তে বোল্লে, "কি কোরবো, গোঁসাই?" বাঙ্কবানন্দ বোল্লে,—"তোমার কাঠের বোঝার ভিতর এই যে দু'টো গাছের ডাল আছে, তা' যদি আমাকে দিতে পারো, তবে আমি এখনি তোমায় আরাম কোরে দিতে পারি।" বুড়ী বোল্লে,—বাবা ঠাকুর! শুধু ঐ দুটো ডাল কেন, বোঝা শুদ্ধ তুমি নেও, বাবা! আমার পা ভালো কোরে দাও, আমি আরো ডাল ভেঙে এনে দেবো।" বাঙ্কবানন্দ বুড়ীর কথায় একটু হেসে উঠে মনে মনে বোল্লে,—"বোঝা তো বোঝা, যে প্রাণের যন্ত্রণায় মানুষ কাতর হয়, সেই প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে চায়। যন্ত্রণার চেয়ে আর শত্রু নাই।" তা'র পর বুড়ীকে বোল্লে,—"বাছা, তোমার বোঝায় আমার দরকার নাই, শুধু এই দু'টি গাছের ডাল চাই।" বুড়ী বোল্লে,—"তাই নেও, ঠাকুর! উঃ, পা গেলো গো! বাবা, শীগ্গির ভাল কোরে দেও।" বুড়ী প্রার্থনায় সম্মত হোলে, বাঙ্কবানন্দ তাড়াতাড়ি আমলকী গাছের তলায় গিয়ে, যে পুঁটুলীটির কথা আগে বোলেচি, সেইটি নিয়ে আবার বুড়ীর কাছে এলো। তা'র পুঁটুলী খুলে তা'র ভিতর থেকে কি এক রকম ওষুধের গুঁড়ো বা'র কোরে বুড়ীর পায়ে ঘোষে দিলে; তৎক্ষণাৎ যেমন পা তেম্নি পা; কন্কনানি ঝন্ঝনানি কোথায় চোলে গেলো, যেখানকার হাড় সেখানে যুড়ে গেলো। তখন বুড়ী আহ্লাদে বাঙ্কবানন্দকে কত বার মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম কোল্লে এবং সেই গাছের ডাল দুটো বা'র কোরে দিলে। সেই দুটো যে কি গাছের ডাল, তা' বুড়ীও জানে না, আমিও জানি না, জানে কেবল বাঙ্কবানন্দ সন্ন্যাসী। তা'র পর বুড়ী আবার কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী চোলে গেলো। বাঙ্কবানন্দও সেই দু'টি ডাল নিয়ে সখানন্দের কাছে এলো। সখানন্দ [illegible] বাঙ্কবানন্দসংবাদ কিছুই জানতে পারে নি, কারণ সে এখনো নিদ্রিত, কিন্তু পাশ ফিরে শুয়েচে।

অনন্তর বাঙ্কবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোল্লে, "ভাই! বেলা কত হোয়েচে, দেখেচো? আর না, চল এখান থেকে প্রস্থান করি।" এই বোলে দু'জনে বনের ভিতর থেকে বেরুলো। খানিক দূর যেতে যেতে সখানন্দ বাঙ্কবানন্দকে বোল্লে,—"বন্ধু! এ আবার কি? এ দু'টো গাছের ডাল নিয়ে কি হ'বে? মিছিমিছি এ হাড়ভাঙা [illegible]কের বোঝা কেন?" বাঙ্কবানন্দ উত্তর দিলে,—"ভাই! যা'কে রাখ, সেই রাখে।" সখানন্দ আর কিছু বোল্লে না। অন্য কথা পেড়ে দু'জনে পথ চোলতে লাগ্লো। আগে খানিক পথ গিয়ে বাঙ্কবানন্দ একটা মরা পাখী দেখ্তে পেলে। পাখীটে খুব মস্ত, তা'র ডানা দু'খানা বড় বড় কুলোর মত; দেখ্লে বোধ হয়, পাখীটে, যেন গরুড় পক্ষীর বংশোদ্ভূত। বাঙ্কবানন্দ ভেবে তৎক্ষণাৎ সেই মরা পাখীটের ডানা দু'খানা গোড়া সাপ্টে মুচ্ড়ে ভেঙে নিলে। তা' দেখে সখানন্দ বোল্লে,—"বন্ধু! আমরা সন্ন্যাসী, পাখীর ডানায় আমাদের কি হ'বে? এ দু'খানা ফেলে দাও।" বাঙ্কবানন্দ বোল্লে,—"না, ভাই! ফেলা হ'বে না। এই তো তোমাকে খানিকক্ষণ আগে বোলেচি যে, যা'কে রাখ, সেই রাখে।" সখানন্দ হেসে বোল্লে,—"তবে রাখ, ভাই!"

তা'র পর তা'রা বন থেকে বেরিয়ে একটা বড় পথ ধোরে চোল্তে লাগ্লো। সে দিনের সন্ধ্যার সময় একটা গণ্ডগ্রামে প্রবেশ ক'রে একটি অতিথি-শালায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন কোত্তে লাগ্লো।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর কিছু দিন পরে বাঙ্কবানন্দ ও সখানন্দ কামরূপ তীর্থে উপস্থিত হোলো। সেখানে ৺ কামাখ্যাদেবীর পীঠ অতি বিখ্যাত। এই পী

একান্ন পীঠের অন্তর্গত একটি। তা'রা দু'জনে ভক্তিপূর্ব্বক ৺কামাখ্যাদেবীর পূজাদি কোরে একটি ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। সখানন্দের ইচ্ছা এই যে, কামাখ্যা তীর্থে এক মাস কাল অবস্থিতি করে। কাজেই বান্ধবানন্দকেও তা'র মতে মত দিতে হোলো। উভয়ে একসঙ্গে সেই ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান কোত্তে লাগ্‌লো। সেই ঠাকুরবাড়ীতে আরো ১৫।১৬ জন সন্ন্যাসী ছিলো; কিন্তু তা'রা দু'জনে তা'দের সঙ্গে না মিশে একটি আলাদা জায়গা ঠিক্ কোরে নিলে। তা'রা যে ঘরটিতে বাস কোত্তে লাগ্‌লো, সেটি বেশ্ পরিষ্কার ও নির্জ্জন।

একদিন সকালবেলা বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ ঠাকুরবাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখ্‌লে, কামরূপ শহরের লোকগুলো আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়েচে। সকলেই নতুন ও রঙচঙে কাপড় পোরে রাস্তার এ দিক্ ও দিক্ যাচ্চে আস্‌চে। শহরময় আনন্দের কোলাহল। রাস্তার ধারের ছোট বড় সমস্ত দোকান ও বাড়ীগুলি ভাল ভাল রঙ্গিণ কাপড়ে, রঙ্গিণ কাগজে ও ফুলের মালায় বেশ্ সাজানো হোয়েচে। ছাতগুলোর উপরে লাল নিশান উড়চে। শহরটি দেক্তে বড় সুন্দর দেক্তে বড় সুন্দর হোয়েচে। সখানন্দ আচমকা শহরের এমন ভাবপরিবর্ত্তন দেখে অবাক্ হোয়ে গেলো। ব্যাপারটা কি, জান্‌বার জন্যে সে বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! এর মানে কি?—আজ এখানে কিসের উৎসব?" বান্ধবানন্দ ব'ল্লে,—"ভাই! তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে, তুমিও যা' ভাব্‌চো, আমিও তা'ই ভাব্‌চি। আচ্ছা, দাঁড়াও, এই শহরের একজন বাসেন্দাকে জিজ্ঞাসা করি।"

এমন সময়ে একজন বুড়োকে দেখে বান্ধবানন্দ জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"মশায়, আজ এই শহরে কিসের উৎসব?" বুড়ো লোকটি বোল্লে,—"আজ আমাদের রাজকন্যে ৺কামাখ্যাদেবীর পূজো কোত্তে যা'বেন। তিনি প্রতি অমাবস্যেতে নগর ভ্রমণ কোরে দেবী দর্শন কোত্তে যান। তাঁ'র এরূপ হুকুম আছে যে, প্রতি অমাবস্যেতে শহরের সমস্ত লোক আপন আপন অবস্থানুসারে বেশ ভূষা কোর্‌বে, বাড়ী ঘর দোর দোকানপাট সাজা'বে। আজ অমাবস্যে তিথি, রাজকন্যের কালীপুজোর দিন, তা'ই আজ এই উৎসব।" তখন বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"তিনি কখন্ রাজবাড়ী থেকে বেরুবেন?" বুড়ো লোকটি উত্তর দিলে,—"তিনি এতক্ষণ বেরিয়েচেন; বোধ হয়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই পথ দিয়ে কালীমন্দিরে যা'বেন। এই পথ দিয়েই তিনি বরাবর গিয়ে থাকেন।" বুড়েটি এই কথা বোলে সেখান থেকে চোলে গেলো।

বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ রাজকন্যেকে দেখ্‌বার জন্যে সেইখানে দাঁড়িয়ে রোইলো। দেক্তে দেক্তে লোকের ভিড় হোয়ে উঠ্‌লো। এমন সময়ে "ঐ রাজকন্যে আস্‌চেন—ঐ রাজকন্যে আস্‌চেন" বোলে ভয়ানক গোল উঠ্‌লো। লোকগুলো মাঝ রাস্তা ছেড়ে দু'ধারে সোরে দাঁড়া'তে লাগ্‌লো। ধাক্কার উপর ধাক্কা—গুঁতোর উপর গুঁতো। কা'রো কাপড় ছিঁড়ে গেলো—কা'রো টুপী পোড়ে গেলো—কা'রো বা পাগ্‌ড়ী এলিয়ে গেলো। কেবল হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। ভিড়ের মাঝে পোড়ে ছোট ছোট ছেলেগুলি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট সাম্‌লাতে লাগ্‌লো। রাস্তার দু'ধারী ছাত ও বারাণ্ডার উপর পেঠাপিঠি কোরে লোক দাঁড়িয়ে গেলো।

এমন সময়ে বাজনার শব্দ উঠ্‌লো। দেক্তে দেক্তে নানা রঙের নিশান দেখা দিলে। মেয়েমানুষে নিশান ধোরেচে—মেয়েমানুষে কাড়া, নাগারা, জগঝম্প, ডম্ফ, ঢোল, কাঁসী, বাঁশী, সানাই, তুরী, ভেরী, শাঁখ বাজাচ্চে—মেয়েমানুষে নাচ্চে—মেয়েমানুষে গাচ্চে—আবার মেয়েমানুষেই বেত হাতে কোরে ভিড় সরাচ্চে। সকলেই মেয়ে। যেন চাঁদের হাট! তা'র পর—

৪০টি খুব শাদা ধপধপে ঘোড়ায় একবয়েসী সুন্দরী যুবতী খোলা তলোয়ার হাতে কোরে আস্তে আস্তে আস্‌তে লাগ্‌লো। আহা,-তা'দের রূপই বা কি! যেন ৪০টি জীবন্ত পদ্মফুল! তা'রা সকলেই বাছাই করা রঙ্গিণী!—যেন এক ছাঁচে ঢালা!—বয়েস ১৬ বছর। তা'র পরেই

রাজকন্যে!

একখানি সোণার রথের উপর যেন অকলঙ্ক চাঁদের ছবি! এমন রূপ কখনো দেখি নি—দেখি নি—দেখি নি! কি বোলে যে এই অপরূপ রূপের বর্ণনা কোর্‌বো, তা' আর ঠিক কোত্তে পাচ্চি নি। কেউ কি কখনো রূপের গোলোক-ধাঁধা দেখেচো? যদি না দেখে থাকো, তবে একবার দু'টি চক্ষু চেয়ে রাজকন্যের দিকে তাকিয়ে দেখো। রাজকুমারীর যেমন রূপ, তেম্নি তা'র উপযুক্ত বেশভূষা। বোধ হয়, ৫০ লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা রাজকন্যের দেবদুর্লভ সুন্দর সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জড়িয়ে ধোরে আছে! রাজকুমারীর বয়েস ১৬ বৎসর; নাম জগন্মোহিনী।—জগন্মোহিনীই বটে। রাজকন্যের দু'পাশে দু'টি ১০ বৎসরের সুন্দরী বালিকা শ্বেত চামরের বাতাস দিচ্চে, আর একটি ২০ বৎসরের যুবতী ১০০ শিকের সোণার ছাতা তাঁ'র মাথার উপর ধোরে আছে। ৪ যোড়া খুব কুচকুচে কালো তেজীয়ান্ ঘোড়া রাজকুমারীর সোণার রথ টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্চে। একটি ১৮ বৎসরের যুবতীর হাতে সেই ৮টা ঘোড়ার লাগাম ধরা রোয়েচে। তা'র পর রাজকন্যের রথের পেছোনে আবার ৪০টি শাদা ঘোড়ার উপর ৪০টি ষোড়শী যুবতী। এই ৪০টি যুবতী আর রথের সাম্নের ৪০টি যুবতীর মধ্যে ইতরবিশেষ করা আমার সাধ্য নয়। বোল্‌বো কি, এই ৪০টি অপ্সরা-নিন্দিত ষোড়শীর কাণ্ডকারখানা এম্নি, যেন এ বলে আমাকে দ্যাখ্—ও বলে আমাকে দ্যাখ্। দর্শকদের হাজার চক্ষু, এই চাঁদের হাটের—এই রূপের বাজারের ভিতর ঢুকে যেন ভেল্কী দেক্তে লাগ্‌লো।

দর্শকদের মধ্যে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ সন্ন্যাসী দু'জনও অবাক্ হোয়ে দেক্তে লাগ্‌লো। রাজকুমারীকে দেখে বান্ধবানন্দের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হোলো, তা' আমি বোল্‌তে পারি না; কিন্তু সখানন্দের মন বিমোহিত, বিচলিত ও ভাবান্তরিত হোয়ে গেলো। স্বপ্নে তা'র পিতার আশীর্ব্বাদের কথা মনে জেগে উঠ্‌লো। দেক্তে দেক্তে যুবতীর মেলা—রূপের গোলোকধাঁধা সেখান থেকে সোরে গেলো। তখন সখানন্দ মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমি কি আবার স্বপ্ন দেখ্‌লেম?"

বেলা প্রায় ৯টা বেজে গেলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোর্‌লে। ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার সময় সখানন্দ কত বার যে পেছুপানে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে, তা' গুণ্‌তে পারি না। অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ পূজাহ্নিক সেরে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন কোর্‌লে। তা'র পর দু'জনে দু'খানি মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লো। মধ্যে বান্ধবানন্দ একবার বোল্‌লে,—"সখানন্দ! তুমি আজ এত উস্‌খুস্ কোচ্চো কেন? অসুখ হোয়েচে কি?" সখানন্দ অন্যমনস্কতায় বান্ধবানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিলে,—"রাজকন্যের বিবাহ হোয়েচে কি?" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"তোমার মনের ভিতর রাজকুমারী কি এখনো খেলা কোচ্চেন্?" সখানন্দ একটু লজ্জিত হোলো; কিন্তু এ লজ্জা আর কতক্ষণ থাকৃতে পারে?

সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! আমি যে দিন গৃহত্যাগী হই, সে দিন স্বপ্নযোগে আমার স্বর্গীয় পিতা আমাকে বোলেছিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্যে লাভ কর।" সেই স্বপ্নের কথা আজ আমার মনকে অত্যন্ত চঞ্চল কোরে তুলচে। এই রাজকুমারীকে দেখে অবধিই আমি কি যেন কি হোয়ে উঠেচি।" এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ একটু হেসে বোল্‌লে,—

"যদি স্বপ্নের কথা সব সত্য হোতো, তা' হোলে এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত ভিখারী রাজা আর কত রাজা ভিখারী হোতো—কত পাপী ধার্ম্মিক আর কত ধার্ম্মিক পাপী হোতো—কত পুরুষ স্ত্রী আর কত স্ত্রী পুরুষ হোতো। তুমিও যেমন, ভাই! ও সব কথা আর ভেবো না। চল, এখন আমরা দু'জনে মিলে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটু স্বভাবের শোভা দেখে ঈশ্বরের গুণগান করি গে।" সে সখানন্দকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে এই কথা বোল্লে। তখন সখানন্দ আবার কি ভেবে বোল্লে,—"আচ্ছা, চল।" তা'র পর দু'জনে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গমন কোল্লে। এখন বেলা প্রায় ১টা বেজেচে।

অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপনীত হোয়ে চার দিকের শোভা দেখ্তে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দের নয়ন মন উভয়ই স্বভাবের শোভায় আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু সখানন্দের নয়ন বাহ্য শোভার উপর ঘুরে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু সেই অনুপমা রাজকন্যের রূপমাধুরীর সুধা-সমুদ্রে ভাস্‌তে লাগলো। বান্ধবানন্দ তা' বুঝ্‌তে পাল্লে।

এমন সময়ে সেখানে একটি বুড়ী এসে উপস্থিত। সখানন্দ সেই বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"হ্যাঁগা বাছা! তুমি কি কামরূপের লোক?" বুড়ী বোল্লে,—"আমরা চার পুরুষ এই কামরূপে বাস কোচ্চি।" তখন সখানন্দ বোল্লে,—"আচ্ছা, তুমি বোল্‌তে পারো, তোমাদের রাজার ক'টি ছেলে আর ক'টি মেয়ে?" বুড়ী বোল্লে,—"আমাদের রাজার আদপে ছেলে হয় নি, কেবল একটি মেয়ে।" সখানন্দ বোল্‌লে,—"মেয়েটির বিবাহ হোয়েচে কি?" তখন বুড়ী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্‌লে,—"আর, বাবা! সে দুঃখের কথা বল কেন? রাজকন্যের কপালে বিধেতা বিয়ে লেখেন নি। কে জানে, এমন রূপসী মেয়ে রাক্কুসী হ'বে!"

বুড়ীর এই কথা শুনে যুগল সন্ন্যাসীই একটু [illegible]। পরে সখানন্দ বোললে,—"সে কি, এমন রূপসী রাক্ষসী? আমি এর মানে বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। যদি বল্‌বার কোনো বাধা না থাকে, তবে তুমি খুলে বোলে আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।" তখন বুড়ী বোল্‌লে,—"ওগো, খুলে আর বোল্‌বো কি, মেয়েটা ডাইনী—ডাইনী। ও যে কত রাজপুত্তুরকে মেরে ফেলেচে, তা' আর বল্‌বার নয়। রাজা ওর বিয়ে দিতে চান, কিন্তু ঐ ডাইনীর সর্ব্বনেশে পণ এম্নি যে, বাপের কথায় বিয়ে কোত্তে চায় না।" সখানন্দ শশব্যস্তে বোল্‌লে,—"কেন—কেন?" বুড়ী উত্তর দিলে,—"ওর তিনটে পেশ্ন আছে, যে সেই তিনটের উত্তুর দিতে পারবে, ও তা'কে বিয়ে কোর্‌বে।" সখানন্দ বোল্‌লে,—"সে প্রশ্ন তিনটে কি?" বুড়ী বোল্‌লে—"ও তা' কি আর খুলে বলে? কি জানি, কি তিনটে কথা মনে মনে ভেবে পাত্তরকে বলে, 'বল, আমি কি মনে ভেবেচি?' বাবা! মানুষের মনের কথা কি কেউ বোল্‌তে পারে? কাজেই কেউ উত্তুর দিতে পারে না। আর অম্নি তা'কে গাছে নোটকে মেরে ফেলে। কত শত রাজপুত্তুর—কত শত অন্যি লোক ঐ ডাইনীর চক্রে পোড়ে মোরে গেচে। আমাদের রাজকন্যে রূপের মাকড়সার জাল আর পাত্তরেরা মাছি;—পোড়্‌লে আর রক্ষে নেই। আমাদের রাজা দেবীবর সিংহি ঐ মেয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হোয়েচেন।" বুড়ী এই কথা বোলে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান কোরে আপনার বাড়ী চোলে গেলো।

বুড়ীর সঙ্গে সখানন্দের যত গুলি কথা হোলো, বান্ধবানন্দ এতক্ষণ নীরব হোয়ে তা' শুন্‌ছিলো। এই বার সে সখানন্দকে বোল্লে,—"কেমন, ভাই! রূপসী রাজকন্যের কাণ্ডকারখানাটা শুন্‌লে তো? আর তোমার সে রূপের ভাবনা ভেবে কাজ নি। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের স্ত্রীলোকের রূপচিন্তার চেয়ে ঈশ্বরের মহিমা চিন্ত করাই উচিত।" এই বোলে বান্ধবানন্দ ঘাটের চাঁদনীতে বোস্‌লো। সখানন্দ তা'র সাম্নে উপবি

হোলো। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তো তোমারই মতে চোল্‌চি, ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা কোত্তে গেলে স্ত্রীলোকের রূপচিন্তা যে আপনা আপনি এসে পড়ে। আমার বিবেচনায় সুন্দরী রমণীর রূপ-মাধুরী ঈশ্বরের মহিমার সর্ব্বপ্রধান উদাহরণ।" বান্ধবানন্দ নিরুত্তরে একটু হেসে কি ভাবতে লাগ্‌লো। খানিক পরে আবার সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! তুমি যদি রাগ না কর, তবে আমি তোমাকে একটি কথা বলি।" বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"বল, ভাই!" তখন সখানন্দ বোল্‌লে,—"আমি রাজকন্যের তিনটি মনোগত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শোনবামাত্র বান্ধবানন্দ বিমর্ষ হোয়ে বোল্‌লে,—"ভাই সখানন্দ! আমি তোমার এই কথায় রাগ কোল্‌লেম না বটে, কিন্তু বড় দুঃখিত হোলেম। যে রাজকন্যে এই অল্প বয়সেই শত শত লোকের প্রাণবধ কোরেচে, তুমি জেনে শুনে কোন্ সাহসে তা'র মারাত্মক প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে কোচ্চো? ভাই! আমার কথা শোনো, সেই পুরুষঘাতিনী মায়াবিনী ডাকিনীর আশা ত্যাগ কর। তুমি জান না, তাই রাজকুমারী লাভের বাসনায় সহসা উৎকণ্ঠিত হোয়েচো; কিন্তু আমি খুব জানি, কামরূপ কামিখ্যে বড় ভয়ানক স্থান, এখানকার রমণীরা মন্ত্রময়ী মায়াবিনী, পুরুষের রক্তে তা'রা তন্ত্র মন্ত্র সাধন করে। তুমি সেই যাদুকরীকে ভুলে যাও।"

বান্ধবানন্দের এইরূপ বিভীষিকাপূর্ণ বাক্য শুনেও সখানন্দের মন টোল্লো না। বরং সে বোল্লে,—"ভাই! যত্ন কোল্লে কি না হয়? আর দেখ, এক দিন তো মোত্তে হ'বেই। যদি রাজকন্যের হাতে আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তা' কিছুতেই এড়ানো যা'বে না। আর যদি এই উপলক্ষে আমার কপালে রাজকন্যে-লাভ থাকে, তা'ও কেউ খণ্ডা'তে পা'র্‌বে না। রাজকন্যেকে দেখে অবধিই আমার স্বর্গীয় পিতার স্বপ্নের কথা পলকে পলকে মনে জেগে উঠ্‌চে। ভাই! তুমি আমার এই কার্য্যে সম্মত হও।"

বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লে। তা'র পর বোল্‌লে,—"আচ্ছা, ভাই! তবে তুমি তোমার ইচ্ছে মত কাজ কর, আমি আর বাধা দেবো না, কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হোলেম। যা' হোক্, তুমি প্রথমে এক কাজ কর। কাল সকালে রাজকুমারীর পিতার সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ কোরে তাঁ'র মনের কথা জেনে এসো। সাবধান, কালই যেন হঠাৎ রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক হোয়ো না। আমার আদেশ ব্যতীত যদি তুমি রাজকন্যের প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে তোমাকে আমার মাথার দিব্যি।"

সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথায় সম্মত হো'লো। কিন্তু বোল্‌লে,—"ভাই! আমাকে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পরে তোমাকে আদেশ কো-ত্তেই হ'বে।" অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর থেকে বাসাবাড়ী ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এলো। দু'জনেই অকূল চিন্তাসাগরে মগ্ন।

বিনা নিদ্রায় উভয়ের রাত্রি প্রভাত হোলো। সকাল বেলা দু'জনেই উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ কোল্‌লে। তা'র পর সখানন্দ বান্ধবানন্দের আদেশ নিয়ে রাজসভায় প্রস্থান কোল্‌লে।

মহারাজ দেবীবর সিংহ রাজসভায় বার দিয়ে বোসে আছেন। সভ্যগণ যথাস্থানে বোসেচেন। রাজকার্য্যের আলোচনা চোল্‌চে। রাজসভাটি দেক্তে বড় সুন্দর। একটি একটি কোরে রাজ-সভার বিষয় বোল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় বোলে, তা'তে নিরস্ত হোলেম।

কিয়ৎকাল পরে যুবসন্ন্যাসী সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। রাজা সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সমা-দর কোল্‌লেন। তা'র পর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সখা-নন্দ সন্ন্যাসী কি মনে কোরে রাজসভায় সমাগত। সখানন্দ রাজপ্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলে,—"মহা-রাজ! যদিও আমি সন্ন্যাসী, তথাপি আমার ইচ্ছা

যে, আপনার অবিবাহিতা কন্যার তিনটি প্রশ্নের উত্তর করি।"

মহারাজ দেবীবর সখানন্দের এরূপ কথা শুনে বড় দুঃখিত হোলেন। একজন সন্ন্যাসী রাজ-কন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হোয়েচে বোলে কি রাজার দুঃখ হোলো?—না, তা' নয়। এমন সুন্দর যুবসন্ন্যাসী তাঁ'র কন্যারূপিণী ডাকিনীর হস্তে মারা যা'বে বোলেই তিনি দুঃখিত হোলেন। অনন্তর তিনি সখানন্দকে অনেক বুঝুলেন, কিন্তু সখানন্দ কিছুতেই মত ফিরুলেন না। সভাসদ্গণও নানা রকমে তা'কে বুঝুতে লাগ্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তখন রাজা সখা-নন্দের মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। সখানন্দ অধো-মুখে রাইলো।

অনন্তর মহারাজ দেবীবর সিংহ খানিকক্ষণ কি ভেবে, সখানন্দকে বোল্লেন,—"তুমি আমার সঙ্গে এসো।" এই বোলে সভাভঙ্গ কোরে, সভ্যগণকে বিদায় দিয়ে, তিনি সখানন্দকে নিয়ে কোথায় চোলে গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহারাজ দেবীবর সিংহের রাজভবনের দিশ্-পিশ্ নাই—এত বড়। কুড়ি মহল রাজবাড়ী। তারই ভিতরের এক মহলে একটি সুবিস্তৃত উপবন। সেই উপবনে রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। উপবনটি যেন ইন্দ্রের নন্দন কানন; কিন্তু তেমনি হোলে কি হ'বে? উপবনের একটা বড় দোষ। সেটাকে দোষও বলা যায়—বিভীষিকাও বলা যায়। এখানে সেখানে বড় বড় গাছে শত শত কঙ্কাল (হাড়ের মানুষ) ঝুলচে। রাজকন্যে যেমন সুন্দরী, তাঁ'র বাগানটিও তেমি সুন্দর, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেন এমন বিভীষিকা? তা' বোল্‌বো কেমন কোরে?

রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে মিলিত হোয়ে একটি কুসুমকুঞ্জে গান বাদ্য কোচ্ছিলেন। কুসুম-কুঞ্জ থেকে যেন অমৃতের স্রোত বোচ্ছিলো।

এমন সময়ে মহারাজ দেবীবর সিংহ সখা-নন্দের হাত ধোরে সেই উপবনে প্রবেশ কোল্লেন। রাজা সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এ বাগানটি দেক্চো কেমন?" সখানন্দ বোল্‌লে,—"এমন বাগান আমি আর কখন দেখি নি। এখানে হর্ষবিষাদ দুই-ই আছে। বাগানের অপূর্ব্ব শোভা আমার হর্ষের কারণ, আর এই সকল কঙ্কাল আমার বিষাদের হেতু। মহারাজ! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হোলেম। কেন এ গাছে সে গাছে এত মড়া মানুষ ঝুলচে?" রাজা বোল্‌লেন,—"তুমি এই যে সব কঙ্কাল দেখ্‌চো, এ সব আমার কন্যার দুষ্কীর্ত্তি। যা'রা বিবাহার্থী হোয়ে এসে আমার রাক্ষসী কন্যার কাছে প্রশ্নের উত্তর দানে পরাস্ত হোয়েচে, তা'রাই মৃত্যুদণ্ড ভোগ কোরে, এই দেখ, ঝুলচে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কোর্‌বে বোলে অত্যন্ত উৎসুক হোয়েচো, সেই জন্য আমি তোমাকে এই খানে আন্‌লেম।—এখন বল, আরো কি বিবাহের ইচ্ছা আছে?"

সখানন্দ রাজমুখে এইরূপ শুনে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হোয়ে রোইলো। এক এক বার কঙ্কাল-গুলোর দিকে, এক এক বার অন্য দিকে চেয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। রাজা দেবীবর একদৃষ্টে সখানন্দের মুখের ভাব দেক্‌তে লাগ্‌লেন। এ দিকে উভয়ের কর্ণকুহরে কুসুমকুঞ্জের সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু তা'তে উভয়ের মন ছিল কি না, তা' আমি বোল্‌তে পারি না। অনন্তর, রাজা সখানন্দকে বোল্লেন,—"কেন বৃথা প্রাণ হারা'বে? চল, এই বার আমরা ফিরে যাই। আমি বোধ করি, এতক্ষণে তোমার মনের উৎকণ্ঠা দূর হোয়েচে। রাক্ষসীর পাণিগ্রহণে আর তোমার ইচ্ছা নাই,—কেমন?"

সখানন্দ হতাশ হ'বার পাত্র নয়; কারণ, তা'র মূলমন্ত্র "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

মোক্তে হয় সেও ভাল, তবু রাজকুমারী লাভের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোল্‌লে না। তখন সে রাজাকে বোল্‌লে,—"মহারাজ! ভাগ্যে যা'র যা' আছে, তা' অবশ্যই ঘট্‌বে। আমি এক বার আপনার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।" রাজা বোল্‌লেন,—"এতেও তোমার উন্মত্ত মন সুস্থির হোলো না? কেন সে পিশাচীকে দেক্তে ইচ্ছা কোচ্চো? আর কাজ নাই, চল ফিরে যাই।" তবু সখানন্দ রাজী হোলো না। তখন রাজা আর কি করেন, সখানন্দকে নিয়ে কুসুমকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ কোল্‌লেন।

রাজকুমারী সহসা পিতাকে দেখে সখীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়া'লেন। সঙ্গীত বন্ধ হোলো। রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোল্‌লেন; সখীরাও তদনুসারিণী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী মহারাজকে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে উপবনে আন্‌বার কারণ জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন। রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত বোল্‌তে লাগ্‌লেন। এই সময়ে সখানন্দ রাজার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর অলৌকিক রূপরাশি ও মুখশোভা দেক্তে লাগ্‌লো। বাঁধুনির উপর বাঁধুনি পোড়্‌লো।

পিতার প্রমুখাৎ সমস্ত কথা শুনে রাজকুমারী এক বার সখানন্দের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। যেন চুম্বকের আকর্ষণে সখানন্দের প্রাণ মন আকর্ষিত হোয়ে রাজকুমারীর নয়নের কোণে লেগে গেলো। অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে বোল্‌লেন,—"আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পাল্‌লে তুমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হ'বে, নতুবা অন্য সকলের যে দশা, তোমারও সেই দশা।" সখানন্দ বোল্‌লে,—"রাজকুমারি! হয় আমা হ'তে মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা পা'বে, নয় আমারও বাতাসের প্রাণ বাতাসে মিশা'বে—এই আমার পণ। চির দিন সমান যায় না বোলেই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হোয়েচি, নতুবা দিতাম না।"

সখানন্দের এইরূপ কথা শুনে, রাজা কি ভাব্‌লেন, রাজকুমারী কি ভাব্‌লেন, আর সখীরাও কি ভাব্‌লে। অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে বোল্লেন,—"তিন দিনে আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে। কাল প্রাতে প্রশ্নের প্রথম দিন। তুমি রাজসভায় এসে উত্তর দিও। কেমন, সম্মত আছ?" সখানন্দ বোল্‌লে,—"সম্মত আছি।" রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"তবে এই কাগজে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর কর।" রাজকুমারীর এই কথা শুনে, রাজা সখানন্দকে আবার অনেক কোরে বুঝুতে লাগ্‌লেন; কিন্তু সখানন্দ নিজের পণ ভুল্‌লে না। প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিলে।

অনন্তর রাজার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে চোলে গেলো।

সপ্তম অধ্যায়।

এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে বান্ধবানন্দ, সখানন্দের আস্‌তে বিলম্ব দেখে নানা প্রকার চিন্তায় অস্থির হোয়ে উঠ্‌লো। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়েচে না কি হোয়েচে, এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে বান্ধবানন্দের মন অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো। এমন সময়ে সখানন্দ উপস্থিত। তা'কে দেখে বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, হাত ধোরে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—সখা! তুমি এমন নির্ব্বোধ, এত দেরি কোক্তে হয় কি? আমি একবারে অস্থির হোয়ে উঠেছিলেম। ভাব্‌ছিলেম, না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়েচো। যা' হৌক্, এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি?"

সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! আমি কাল সকালে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দেবো বোলে এসেচি, তিন দিনে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে।" এই বোলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বোল্‌তে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ একমনে সমস্ত শুন্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত কথা শেষ হোলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! কঙ্কাল দেখেও কি তোমার চৈতন্য হোলো না? কাজ নাই আর, রাজকুমারীর আশা ত্যাগ কর,—

এখনো ত্যাগ কর। রাজকুমারী ছাড়া আর কি সুন্দরী নাই?" সখানন্দ বোল্‌লে,—"জানি, একটি বাগানে জাতী, যূথী, মল্লিকা, চাঁপা, বেল প্রভৃতি অনেক সুন্দর ফুল আছে বটে, কিন্তু গোলাপ সকলের চেয়ে মনোহর।" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"মনোহর হোলে হ'বে কি!—কাঁটায় সর্ব্বনাশ করে যে!" সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! তুমি যা ই বলো, কিন্তু আমি রাজকুমারী বই আর কা'কেও সুন্দরী দেখি না—আমি তাঁ'র প্রশ্নের উত্তর দেবো।" এই বার বান্ধবানন্দ বিরক্তির সহিত বোল্‌লে,—"না, তা, কখনই হ'বে না। আমি জীবিত থাক্তে, জেনে শুনে তোমায় মোত্তে দেবো না। তুমি কি ছেলেমানুষ!" সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিয়ে এসেচি।" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"কিসের প্রতিজ্ঞাপত্র?" সখানন্দ বোল্‌লে,—"রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দেবার।"

এই কথা শুনেই বান্ধবানন্দ যেন একবারে বজ্রাহত হোয়ে পোড়্‌লো। বিষাদে অন্তঃকরণ আকুল হোয়ে উঠ্‌লো। সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পোড়্‌লো। বান্ধবানন্দ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সখানন্দ অধোবদনে বোসে রোইলো। এইরূপে নীরবে উভয়ের অনেকক্ষণ কেটে গেলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই সখানন্দ! বাস্তবিক তুমি ছেলেমানুষ, বড় অন্যায় কাজ কোরেচো। যা' হৌক, চল, এখন আমরা এখান থেকে অন্য তীর্থে প্রস্থান করি। আমি জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠা'তে পার্‌বো না।" সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি যে কালে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরেচি, সে কালে আর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এখান থেকে যেতে পার্‌বো না। কেন তুমি ভয় দুঃখ কোচ্চো? মা কামাখ্যাদেবীর আশীর্ব্বাদে আর তোমার আশীর্ব্বাদে আমি কেন কৃতকার্য্য হবো না? ভাই! আমি তোমার পায়ে ধোরে বোল্‌চি, তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। দয়া কোরে সম্মত হও।"

তখন বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখে আর কিছু বোল্‌লে না—কেবল মনে মনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। অনন্তর অনেকক্ষণের পর বোল্‌লে,—"ভাই সখানন্দ! আর কি বোল্‌বো, যা' ভাল বোঝো, তা'ই কর। মা কামাখ্যাদেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" এই বোলে সে আবার বোল্‌লে,—"চল, এখন দু'জনে মিলে মা কামাখ্যাদেবীর পূজো করি গে।" সখানন্দ সম্মত হোলো। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলে কামাখ্যার মন্দিরে প্রস্থান কোল্‌লে। সেখানে গিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ দেবীর পূজো কোরে আবার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গেলো। উভয়ে ব্রহ্মপুত্রেরও পূজো কোল্‌লে। পূজো হোয়ে গেলে বান্ধবানন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মপুত্রকে প্রণাম কোরে বোল্‌লে,—"হে দেব! তোমার পবিত্র স্রোত যেমন সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম কোরে বরাবর চোলে যাচ্চে, তেম্নি আমার প্রাণের সখা সখানন্দও যেন কাল রাজকুমারীর মনোগত প্রশ্নের সমস্ত বিঘ্নবাধা ভেঙে কৃতকার্য্য হয়।" এই বোলে আবার প্রণাম কোল্‌লে। সখানন্দও প্রণাম কোল্‌লে।

অনন্তর উভয়ে কামাখ্যা তীর্থের অন্তর্গত সমস্ত দেবদেবীর নিকট গিয়ে ভক্তিভরে পূজো কোত্তে লাগ্‌লো। এইরূপে তা'দের সমস্ত দিন অতিবাহিত হোয়ে গেলো। সখানন্দ এখানে সেখানে বান্ধবানন্দের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বড় শ্রান্ত হোয়ে পোড়্‌লো। তা'র পর সন্ধ্যার সময় আবার উভয়ে কামাখ্যাদেবীর আরতি দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলো। আস্‌বার সময় বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অগ্রে বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে খানিকক্ষণ পরে এলো। এই সময়ের মধ্যে সে একটা জঙ্গলের ভিতর এক বার গিয়েছিলো। বোধ হয়, কোন বিশেষ দরকার ছিলো।

অগ্রে সখানন্দ বাসায় এসে একখানি কম্বল পেতে শুয়ে পোড়্‌লো। হেঁটে হেঁটে আর ভবি-

যাৎ ভাবনা ভেবে তা'র শরীর মন বড় কাতর হোয়েছিলো। সে এইরূপে খানিকক্ষণ শুয়ে আছে, এমন সময়ে বাঙ্কবানন্দ বাসায় উপস্থিত হোলো।

এখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়ে খানিক রাত্রি হোয়েচে। বাঙ্কবানন্দ সখানন্দকে বোল্‌লে,—"সখা! উঠে কিছু খাও।" সখানন্দ বোল্‌লে,—"আমার ক্ষুধা নাই, গা হাত পা বড় কামড়াচ্চে—নিদ্রা আস্‌চে না—শরীর বড় গরম হোয়েচে।" তা'র এই কথা শুনে বাঙ্কবানন্দ বোল্লে,—"আজ বড় হেঁটেচো, তাই এত কষ্ট—তাই শরীর এত গরম—তাই ঘুম হোচ্চে না। আচ্ছা, এক কাজ কর, একটু মিছ্‌রির সরবৎ খাও, তা' হোলে শরীর বেশ ঠাণ্ডা হ'বে,—খুব ঘুমও হ'বে। সরবৎ তোয়ের কোরে আন্‌বো কি?" সখানন্দ বোল্লে,—"আনো।"

তা'র পর বাঙ্কবানন্দ তুম্বী কোরে জল আর একটা পিতলের ছোট ঘটী নিয়ে ঘরের দাওয়ায় গেলো। যা'বার সময় একটা ঝুলী থেকে খানিকটে মিছ্‌রি বা'র কোরে নিলে। মিছ্‌রি শীগ্‌গির গোলে যা'বে বোলে, খুব ছোট ছোট টুক্‌রো কোরে নিলে। তা'র পর পিতলের ঘটীতে খানিকটে জল ঢেলে মিছ্‌রির টুক্‌রোগুলো ফেলে দিলে। যথাসময়ে মিছ্‌রির টুক্‌রোগুলো বেশ্‌ গোলে গেলো। তা'র পর বাঙ্কবানন্দ মিছ্‌রির সরবৎ তুম্বী আর ঘটীতে ঢাল-উপুড় কোরে কোরে এক খানি কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে ছেঁকে নিলে। বেশ পরিষ্কার সরবৎ তোয়ের হোলো। তা'র পর সখানন্দ ট্যাঁক্ থেকে গোটাকতক কিসের পাতা বা'র কোরে, তা'তে একটু জলের ছিটে দিয়ে, হাতে হাতে রোগ্‌ড়ে, খানিক রস বা'র্ কোল্‌লে। সেই রস ফোঁটাকতক মিছ্‌রির সরবতে মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢাল-উপুড় কোত্তে লাগ্‌লো। তা'র পর সেই পাতার ছিব্‌ড়েগুলো সেখানে থেকে একটা লুকোনো জায়গায় ফেলে দিলে। সখানন্দ ঘরের ভিতর শুয়েছিলো, সে বাঙ্কবানন্দের এই কাণ্ডকারখানা কিছুই জান্‌তে পাল্‌লে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্কবানন্দ মিছ্‌রির সরবতে কি গাছের পাতার রস্ মিশিয়ে দিলে? সখানন্দ বাঙ্কবানন্দের কথা রক্ষে করে নি বোলে কি বাঙ্কবানন্দের মনে শাত্রবানন্দের ভাব উপস্থিত হোলো? বাঙ্কবানন্দের মুখে মধু, পেটে বিষ কি? কাজেও মিছ্‌রির মধুর সরবতে বিষপাতার রস মিশুলে কি?—ঈশ্বর জানেন।

অনন্তর বাঙ্কবানন্দ মিছ্‌রির রসবৎ সখানন্দকে খেতে দিলে। সখানন্দ সমস্তটা খেয়ে ফেল্‌লে। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বাঙ্কবানন্দকে বোল্‌লে,—"ভাই বাঙ্কবানন্দ! বাস্তবিক মিছ্‌রির সরবতের বেশ্‌ ঠাণ্ডা গুণ—আমার ঘুম আস্‌চে।" বাঙ্কবানন্দ বোল্‌লে,—"তবে ঘুমাও।" সখানন্দ আমার কম্বলের উপর শুয়ে পোড়্‌লো। দেক্তে দেক্তে সখানন্দ গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে পোড়্‌লো। আর নড়া চড়া বা শব্দ সাড়া কিছুই নাই। গভীর নিদ্রা।

এইরূপে রাত্রি প্রায় দুপুর হোয়ে গেলো। সখানন্দ নিদ্রায় অচেতন, কিন্তু বাঙ্কবানন্দের চক্ষে নিদ্রার নামটিও নাই। সে বরাবর জেগে জেগে কি ভাব্‌ছিলো, আর এক এক বার সখানন্দের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলো।

অনন্তর বাঙ্কবানন্দ জাগা'বার জন্যে সখানন্দকে ডাক্তে লাগ্‌লো, কিন্তু সাড়া নাই। শেষে সে তা'র গায়ে হাত দিয়ে ঠেল্‌তে লাগ্‌লো, তবুও সাড়া নাই। তখন বাঙ্কবানন্দ আপনা আপনি বোল্‌লে,—"পাতার গুণ আছে বটে।"

কি সর্ব্বনাশ!—এ কি কথা! ও বাঙ্কবানন্দ! তুমি কি কোল্‌লে! সখানন্দ যে তোমার বড় অনুগত! আহা, ছেলেমানুষ! তোমা বই যে তা'র সহায় সম্পত্তি নাই! তুমি ওকে ও কি খাওয়া'লে! কি সর্ব্বনাশ!—চেতনা নাই যে!

অনন্তর বাঙ্কবানন্দ যখন দেখ্‌লে যে, সখানন্দের কিছুমাত্র চেতনা নাই, তখন সে সেই পাখীর ডানা দু'খানা নিজের পিঠে খুব কোসে

বেঁধে ফেল্লে। বেঁধে, বুড়ীর কাছ থেকে যে গাছের ডাল নিয়েছিলো, তাই হাতে কোরে নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠাকুরবাড়ী নিষুতি—রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে। বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে পিঠ-বাঁধা পাথার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে পোড়্লো। দেক্তে দেক্তে রাজকুমারীর বাগানের দিকে উড়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরে বাগানে উপস্থিত হোয়ে রাজকুমারীর নিদ্রামন্দিরের ছাদে নাম্‌লো।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজকুমারী তেতালার উপর একখানি সুন্দর ঘরের ভিতর সোনার খাটে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। খাটখানি যেন সরোবর—রাজকুমারী যেন নলিনী। রেতের বেলায় পদ্মফুল পাপড়ী বুজে থাকে, রাজকুমারীও চক্ষু দু'টি বুজে ঘুমুচ্ছিলেন। রাজকুমারীর সখীরা ফুলের পাখার বাতাস কোচ্ছিলো, কেউ বীণা বাজাচ্ছিলো; কিন্তু রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়াতে তা'রাও, যে যেখানে ছিলো, সেই সেখানে ঘুমিয়ে পোড়েছিলো। রাজকুমারীর ঘুমঘরের চাদ্দিকেই সুবিস্তীর্ণ ছাদ। সেই ছাদের উপর নানা রকম সুগন্ধ ফুলের সারি সারি টব। মৃদুল সমীর সেই সব ফুলের সুবাস লুটে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে ঘর ভর্ কোরে দিচ্ছিলো।

বান্ধবানন্দ অবাক্ হোয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জানালার ভিতর দিয়ে সেই মনোমোহিনী ছবি দেক্তে লাগ্‌লো। এক এক বার বান্ধবানন্দের মুখ চোকের ভাব যেন বোদ্‌লে যেতে লাগ্‌লো—এক এক বার সে যেন উড়ু উড়ু কোরে উড়ে যেতে চায়, আবার অম্নি থোম্‌কে দাঁড়ায়—এক এক বার সে কি বোলবো বোলবো কোরে, আবার তৎক্ষণাৎ চুপ্ মেরে যায়। এইরূপে সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আপনা আপনি আস্তে আস্তে বোল্লে,—"উঃ, এমন ফুটন্ত ফুলেও প্রাণান্তক বিষমুখ কীট রে! ভাল, দেখি, ভগবানের ইচ্ছায় এ কীট নষ্ট হয় কি না। কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড!" এই বোলে আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

এমন সময়ে রাজকুমারী হঠাৎ জেগে উঠে খাটের উপর বোস্‌লেন। বোসে পদ্মহস্তে আস্তে আস্তে ইন্দীবরবিনিন্দিত চোক দু'টি রগড়া'তে লাগলেন। যে যুবতীটি ঘরময় গোলাপজল ছিটুচ্ছিলো, সে তৎক্ষণাৎ একটি ফুলকাটা সোণার বাটিতে খানিকটে গোলাপজল ঢেলে এক হাতে ধোরে এবং একখানি সুগন্ধময় একখানি ভাল রেশ্‌মী রুমাল আর এক হাতে নিয়ে রাজকুমারীর সাম্‌নে দাঁড়ালো। রাজকুমারী গোলাপজলে চোক মুখ ধুয়ে রুমালে বেশ্ কোরে মুছে ফেল্লেন। তা'র পর সহচরী যুবতীদের বোললেন—"তোমরা এতক্ষণ আমাকে না জাগিয়ে ভাল কাজ কর নাই। যা' হোক্, এখন রাত্রি কত হোয়েচে?" একটি যুবতী বোল্‌লে,—"দুপুর হোয়ে গেচে।"

রাজ।—অ্যাঁ সে কি, রাত দুপুর হোয়ে গেচে! কি সর্ব্বনাশ! শীগ্‌গির নাও—শীগ্‌গির নাও!

রাজকুমারীর হঠাৎ এরূপ ত্রস্তভাব দেখে সেই যুবতীটি আবার বোল্‌লে,—"কি কোর্‌বো আজ্ঞে করুন্।"

রাজ।—শীগ্‌গির আমার কালো পোশাক আনো।

তৎক্ষণাৎ এক সেট অপূর্ব্ব কালো পোশাক আনা হোলো। যুবতীরা সকলে মিলে রাজকুমারীকে বেশ্ কোরে সেই পোশাক পোরিয়ে দিলে। কেবল মুখখানি আর দু'হাতের আঙুল ক'টি দেখা যেতে লাগ্‌লো। যেন কালো মেঘের ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আর দশটি ছোট তারা রূপ দেখা'তে লাগ্‌লো। বাস্তবিক বড় চমৎকার শোভা হোলো।

বান্ধবানন্দ নির্ব্বাক্ হোয়ে গোপনে গোপনে এই সমস্ত ব্যাপার দেক্তে লাগ্‌লো।

পোশাক পরা হোলে পর, রাজকুমারী নিজের

হাতে একটি হাতির দাঁতের বাক্স খুলে একটি বড় সোণার চাবি বা'র কোল্লেন। আবার সেই চাবিতে আর একটা খুব বড় সোণার সিন্দুক খুল্লেন। চারটি যুবতী কস্তাকস্তি কোরে সেই সিন্দুকের ডালাখানা তুলে ধোল্‌লে। ডালাখানা তোল্‌বার সময় স্রোঁ-অ্যাং-ক্রোঁ-অ্যাং-ক্রোং শব্দ উঠে ঘরটা যেন চোম্‌কে দিলে। রাজকুমারী সোণার সিন্দুকের ভিতর থেকে এক জোড়া খুব কালো রঙের পাখীর ডানা বা'র কোল্‌লেন। তা'র পর রাজকুমারীর হুকুম পেয়ে ডালাধারিণী যুবতীরা আস্তে আস্তে ডালা নামিয়ে দিলে। আবার সেই কাণ-চমকানো শব্দ। তার মধ্যে এ বার এক বার ক্র্যাওং—ক্র্যাওং—ক্রীং ডাকটা বেশীর ভাগ শোনা গেলো।

রাজকুমারী সেই কালো ডানা দু'খানা পিঠে বেঁধে, ঘরের দরোজার বাইরে এসে সখীদের বোল্‌লেন,—"তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর, আমি একবার সেখান থেকে হোয়ে আসি। সাবধান, পিতা যেন এ কথা জান্তে না পারেন।" এই বোলে সাঁ কোরে উড়ে চোল্‌লেন।

বাঙ্কবানন্দ এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখছিলেন। তিনিও অমনি রাজকুমারীর পিছু পিছু উড়ে যেতে লাগ্‌লেন। রাজকুমারী যে দিকে যান, জেলের পাছাবাঁধা হাঁড়ীর মত বাঙ্কবানন্দও সে দিকে যান।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর রাজকুমারী একটা বৃহৎ পর্ব্বতের উপর নাম্‌লেন। বাঙ্কবানন্দও তাঁর পশ্চাদ্দিকে নেমে, একটু দূরে গোপে দাঁড়ালেন। ডালের গুণে রাজকুমারী তাঁ'কে দেখ্‌তে পেলেন না।

তা'র পর রাজকুমারী সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সন্ সন্ কোরে পর্ব্বতের গা বোয়ে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক দূর নেমে একটা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পোড়্‌লেন। ক্রমে সেই গহ্বরের ভিতর দিয়ে বরাবর কোথায় যেতে লাগ্‌লেন। এ দিকে বাঙ্কবানন্দ তাঁ'র সঙ্গ ছাড়েন নি। যে দিকে রাজকুমারী, সেই দিকেই সখানন্দের সখা বাঙ্কবানন্দ।

কিছু দূর যা'বার পর মস্ত একটা ফটক দেখা গেলো। ফটকে কত রকম নক্সা বাহার দিচ্চে। ভাল ভাল ঝাড়ে মোমবাতি জ্বোল্‌চে। বাঙ্কবানন্দ দেখিয়া অবাক্ হোলেন! ভাব্‌লেন,—"পর্ব্বতের গহ্বরে এ কা'র বাড়ী?"

দেক্তে দেক্তে রাজকুমারী ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোল্‌লেন। কিবা সুন্দর পথ! কিবা সুন্দর ফুলগাছের সারি পথের দু'ধারে নানা রকম ফুল ফুটিয়ে হাস্‌চে! কিবা সোণার রেলিং! কিবা কত কি!

এ সকল রাজকুমারীর দেখা জিনিষ, সুতরাং তত ভাল বোধ হোলো না বোধ হয়। কিন্তু বাঙ্কবানন্দ পূর্ব্বে কখন চক্ষে দেখা দূরে থাক্, স্বপ্নেও দেখেন নি। সুতরাং তিনি অত্যন্ত মোহিত হোলেন।

তা'র পর একটি বড় বাড়ীর মধ্যে রাজকুমারী প্রবেশ কোল্‌লেন। সেখানে একটি সুবিশাল সভা (হল্) শোভা পাচ্ছিলো। সভার মধ্যস্থলে একটি মণিমুক্তামণ্ডিত সুবর্ণ-সিংহাসনে একটা কদাকার কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধবৃদ্ধ পুরুষ বসিয়া আনন্দ সম্ভোগ কোচ্ছিলো। সুন্দরী যুবতী নর্ত্তকীরা নানা হাবভাবে নৃত্যগীত কোরে, সে লোকটার মনোরঞ্জন কোচ্ছিলো। সভাটির মধ্যে এক শত সুবর্ণস্তম্ভ যা'র-পর-নাই শোভা বিস্তার কোচ্ছিলো। এই জন্য সেই সভার নাম "শতস্তম্ভী"। রাজকুমারী ও অপর সকলের অলক্ষিত আগন্তুক বাঙ্কবানন্দ "শতস্তম্ভী" দেখে, হতভম্ব হোয়ে গেলেন।

অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রাজকুমারীকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা কোরে, অপর একখানি স্বর্ণ সিংহাসনে বোস্‌তে বোল্‌লে। কিন্তু রাজকুমারী বোস্‌লেন না, কাঁদো কাঁদো হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন। তা' দেখে, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁ'কে জিজ্ঞাসা

কোল্‌লে,—"রাজনন্দিনি! কেন তুমি আজ এত বিমর্ষ? কেন তোমার কমলনিন্দিত নয়নযুগল ছল্ ছল্ কোচ্চে? তুমি আমার প্রধানা শিষ্যা। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তোমা দ্বারা আমার ব্রতপূর্ণ হ'বে, এই আশায় আমি কত বৎসর এই গিরিগহ্বরে অবস্থান কোচ্চি। রাজনন্দিনি! আমার গুরুদেব মৃত্যুকালে বোলে গিয়েচেন 'যদি তুমি কোন রাজকন্যের দ্বারা দশ হাজার দশ জন প্রেমলোভীর প্রাণবধ কোত্তে পারো, তবে সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হ'বে এবং সেই রাজকন্যে অমর হোয়ে চার যুগ জীবিত থাক্‌বে।

"রাজকন্যে! তোমা হ'তে আমি দশ হাজার নয় জন প্রেমিককে যমালয়ে দিয়েচি। আর এক-জন বাকি। তা হোলেই আমি সম্রাট, তুমি অমরী। আজ ব্রত উদ্‌যাপনের কি যোগাড় কোরে এসেচো? সুখের সংবাদে সুখী কর। কিন্তু তোমার চক্ষের ভাব ও মুখের মালিন্য দেখে আজ আমার বড় অসুখ হোচ্চে।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"গুরুদেব! আজ আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ বলি পাওয়া গেচে। এই বার আপনি পৃথিবীর সম্রাট্ হ'বেন, আমিও অমরী হবো। কিন্তু আপনি সম্রাট্ হোলে আমার পিতার দশা কি হ'বে! তাই ভেবে আজ আকুল হোয়েচি।"

কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হাঃ হাঃ কোরে হেসে উঠলো। তা'র পর অট্টহাস্য থামিয়ে বোল্‌লে,—"কেন, রাজনন্দিনি! তা'র জন্য দুঃখু কোচ্চো? তোমার পিতা কামিখ্যের রাজা। আমি সম্রাট্ হোলে তিনি আমার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী হ'বেন। তা, ছাড়া তাঁ'কে সমস্ত পূর্ব্বরাজ্য জায়গীরস্বরূপ দান কোর্‌বো।"

রাজকুমারী আনন্দিত হোলেন। তা'র পর সখানন্দঘটিত সমস্ত কথা বোল্‌লেন। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সমস্ত একমনে শুন্‌লে। তা'র পর বোল্‌লে,—"রাজতনয়ে! আমি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। যাদুবিদ্যেয় কেউ আমার সমকক্ষ নেই। সেই এক বিদ্যের বলেই তোমাকে দিয়ে, আমি বরাবর কৃতকার্য্য হোয়ে আস্‌চি। আজও তা'ই হবো। তা'কে তিন দিনের তিনটে প্রশ্নপূরণের কথা বোলেচো?"

"বোলেচি।"

"আচ্ছা। প্রথম প্রশ্ন শোনো।"

"বলুন।"

"ঘেঁটুফুল।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবসন্ন্যাসী উত্তর দিতে পারে কি না, কা'ল রাত্রে আবার এসে আমাকে জানা'বে।"

বান্ধবানন্দ অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখ্‌লেন ও সমস্ত কথা শুন্‌লেন। তা'র পর মনে মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সহকারে বোল্‌লেন,—"দিক পাপিষ্ঠ! তুই সম্রাট্ হ'বার আশায় এবং রাজকুমারীকে অমরী কর্‌বার ছলনায় শত শত নিরীহ ব্যক্তির প্রাণনাশ কোরেচিস্। এই বার তোর ব্রত উদ্‌যাপন হ'বে। কিন্তু আমি তোর ব্রতভঙ্গ কোর্‌বো। তুই অনেক পাপ কোরেচিস্, এই বার তা'র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য ভগবান্ আমাকে এখানে পাঠিয়েচেন। থাক্ দুরাত্মা!"

অনন্তর রাজকুমারী যাদুকরকে প্রণাম কোরে পূর্ব্ববৎ উড়ে চোল্‌লেন। বান্ধবানন্দও তাঁ'র পাছু নিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী আপন গৃহে এবং বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দশম অধ্যায়।

বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে এসে দেখ্‌লেন, সখানন্দ এখনও ঘুমে কাতর। ক্রমে ক্রমে ভোর হোলো—পাখপক্ষী ডাকৃতে লাগ্‌লো—ঠাকুর-বাড়ীর লোকেরা জাগ্‌লো—তা'র পর বেশ্ ফর্সা হোলো—সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিকে মাথা তুল্‌লেন।

তা'র পর বান্ধবানন্দ নিদ্রিত সখানন্দের নাকের কাছে কি একটা জিনিষ ধোল্‌লেন। সখানন্দের

চেতনা হোলো—ঘুম ভাঙ্‌লো—ধড়ফড়িয়ে উঠে পোড়্‌লেন। প্রশ্নোত্তরের কথা মনে জেগে উঠ্‌লো। তাঁ'র ভাব দেখে বান্ধবানন্দ বোল্‌লেন,—"কেন, সখা, তুমি অমন কোচ্চো?"

"আজ যে প্রশ্নোত্তরের প্রথম দিন। অনেক বেলা হোয়েচে, কিছুই জান্তে পারি নি। না জানি, রাজসভায় এতক্ষণ কত লোক জোমেচে—মহারাজ বিরক্ত হোচ্চেন। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যাই। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিৎ।"

সখানন্দের ব্যগ্রতা দেখে,বান্ধবানন্দ বোল্‌লেন, "ভাই! যদি নিতান্তই রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে যা'বে, তবে আমার একটা অনুরোধ রক্ষে কর।"

"কি অনুরোধ?"

"যখন রাজকুমারী তোমাকে বোল্‌বেন,—"আমি কি মনে কোরেচি?' তখন তুমি বোলো,—"ঘেঁটুফুল।"

সখানন্দ হাস্‌লেন। বোল্‌লেন,—"তুমি আমিই ঘেঁটু চিনি। রাজরাজড়ার মেয়েরা ও সব তুচ্ছ ফুলের নামও জানে না। তারা গোলাপ, চামেলী, চাঁপা, বেলা, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি ভাল ভাল ফুলের নাম জানে।"

"সে আনাড়ী রাজকুমারীরা বটে, কিন্তু ও চতুরা রাজকুমারী নয়। ও না জানে, এমন জিনিষ জগতে নেই। বিশেষতঃ কা'ল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেচি যে, রাজকুমারী তোমাকে প্রশ্ন কোল্লে,—'আমি কি মনে কোরেচি?' তুমি অমি বোল্লে,—"ঘেঁটুফুল।" তৎক্ষণাৎ তোমার জয় হোলো। রাজকুমারী হেরে গেলেন।"

"বাস্তবিক!"

"কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্‌চি।"

"আচ্ছা ভাই, তা'ই বোল্‌বো। আমার মনেও তা'ই নিচ্চে।"

"মা কালী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।"

"জয় মা কালী!" বোলে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলেন।

রাজসভা যথাবিধানে সুসজ্জিত। স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজ দেবীবর উপবিষ্ট। যথাস্থানে মন্ত্রিগণ দণ্ডায়মান। রাজসভা নানাবিধ দর্শকে পরিপূর্ণ।

রাজসিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইখানি ক্ষুদ্র রৌপ্যমঞ্চ সংস্থাপিত। বামপার্শ্বের মঞ্চখানিতে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে যুবসন্ন্যাসীর আগমনপ্রতীক্ষা কোচ্চেন।

এমন সময়ে সখানন্দ সন্ন্যাসী রাজসভায় উপস্থিত হোলেন। মহারাজকে প্রণাম কোল্লেন। মহারাজ "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্" বোলে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। একা রাজকুমারী ব্যতীত সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক দুঃখ শোকে ম্রিয়মাণ হোলো। পূর্ব্বের সর্ব্বনাশকরী ঘটনাগুলা দেখে আজ কা'র মন সুস্থির হোতে পারে?

অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"আপনি আমার মনের কথার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন?"

"আছি।"

"আচ্ছা, বলুন, আমি কি মনে কোরেচি।"

সখানন্দ তখন মনে মনে কামাখ্যাদেবীকে স্মরণ ও প্রণাম কোরে বোল্লেন, "আমার উত্তর যদি ঠিক্ হয়, তবে আপনি ছলনা কোর্ব্বেন্ না?"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"পিতার পদস্পর্শ কোরে বোল্‌চি, আমি কখনো ছলনা করি নি, কোর্ব্বোও না।"

"তবে বলি?"

"বলুন।"

"ঘেঁটুফুল।"

উত্তর পাইয়া রাজকুমারীর প্রফুল্ল মুখখানি যেন নীহারজর্জ্জরিত বিশীর্ণ কমলের ন্যায় হোয়ে গেলো। উন্নত স্কন্ধ অবনত হোলো। রাজকুমারী মৃন্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজকুমারীর তাঁৎকালিক ভাব দেখে, মহারাজ জিজ্ঞাসা বোল্‌লেন,—"দুহিতে! উত্তর

কারীর উত্তর ঠিক্ হোয়েচে কি না, আমার পদ-স্পর্শ কোরে বল।"

রাজকুমারী পিতৃচরণ স্পর্শ কোরে বোল্‌লেন,—"পিতা! সন্ন্যাসীর উত্তর ঠিক্ হোয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাস্থলে একটা তুমুল আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হোলো। সভা-গৃহ যেন সেই অপূর্ব্ব শব্দে চঞ্চল ও উন্মত্ত হোয়ে উঠ্‌লো।

মহারাজ দেবীবর সিংহ ও অন্যান্য সভ্যেরা সখানন্দকে ধন্য ধন্য বোলে প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন। কোন কোন সুরসিক লোক আহ্লাদে বোলে উঠ্‌লো,—"দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের!" এইরূপ নানাবিধ বচনতরঙ্গে রঙ্গভঙ্গ কোত্তে লাগ্‌লো।

অনন্তর মহারাজ সভাভঙ্গ কোল্‌লেন। রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাণীকে এই সুসংবাদ দিতে গেলেন। সখানন্দ ও অন্যান্য সভ্যেরা সভা ছেড়ে স্ব স্ব স্থানে চোলে গেলেন।

এ দিকে বান্ধবানন্দ উৎকণ্ঠিত হোয়ে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। সখানন্দকে প্রফুল্লচিত্তে ও হাস্যমুখে আস্‌তে দেখে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"ভাই—ভাই! সংবাদ কি?"

"তুমি কি কোন দেবতা?" এই বলিয়া, সখানন্দ বান্ধবানন্দকে আলিঙ্গন কোল্লেন।

"আমি দেবতা নই, দেবতার দাসানুদাস। আমার স্বপ্ন যে সফল হোয়েচে, তজ্জন্য ৺কামাখ্যা মাতাকে চল দু'জনে পূজো দিয়ে আসি।" এই বোলে সখানন্দের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দেবীমন্দিরে চোলে গেলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দ্বিতীয় দিনের রাত্রে রাজকুমারী সেই পর্ব্বতগহ্বরে যাদুকরের গোচরে গেলেন। বান্ধবানন্দও পূর্ব্ববৎ সখানন্দকে অচেতন কোরে রাজকুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কোল্লেন।

যাদুকর প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হোলো কি না জান্‌বার জন্যে আজ বড় উৎকণ্ঠিত হোয়ে আছে। নর্ত্তকীদের নাচ গাওনা আজ তা'র ভাল লাগ্‌চে না। না লাগ্‌বারই কথা। এই তিন দিন তিনটে প্রশ্নের উত্তর যদি উত্তরদাতা না দিতে পারে, তবে "মার্ দিয়া কেল্লা" নয়, "মার্ দিয়া দুনিয়া" হ'বে।

কিছু সময় পরে রাজকুমারী তা'র কাছে এসে দাঁড়ালো। এ রাজকুমারী যেন সে রাজকুমারী নয়—যেন টাট্‌কা ফুল বাসি হোয়ে গেচে। তাই না দেখে যাদুকর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোলো। তাড়াতাড়ি বোল্লে,—"রাজকন্যে! আজ প্রাতে কা'র জয়-লাভ হোয়েচে?"

রাজকুমারী বিষণ্ণমনে বোল্লেন,—"যুবসন্ন্যাসীর।"

যাদুকর মিন্সে চোম্‌কে উঠ্‌লো। মাথা ঘুরে গেলো। চোকে অন্ধকার দেক্তে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ কি ভেবে শেষে বোল্লে,—"যুবসন্ন্যাসী 'ঘেঁটু-ফুল' বোলেচে?"

"হাঁ প্রভু, বোলেচে।"

"যুবসন্ন্যাসী কি যাদুবিদ্যে জানে?"

"না জান্‌লে কি মনের কথা টেনে বোল্‌তে পারে?"

এ দিকে এক ধারে অলক্ষ্যে বান্ধবানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হেসে মনে মনে বোল্লেন,—"ও যাদুকর! বাবার বাবা আছে জান না? আমিও যাদুবিদ্যে জানি। আমি তোমা[illegible]বো।"

অনন্তর যাদুকর রাজকুমারীকে বোল্‌লে,—"কাল্‌কের প্রশ্ন শোনো।"

"বলুন।"

"তোমার পিতার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল মনে ভেবে যুবসন্ন্যাসীকে প্রশ্ন কোরো।"

"যে আজ্ঞে।"

অনন্তর যাদুকরকে অমরতাপ্রয়াসিনী রাজকুমারী প্রণাম কোরে শূন্যপথে উড়ে উড়ে প্রস্থান কোল্‌লেন। বান্ধবানন্দও প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে উড়ে গেলেন।

প্রভাতে রাজসভায় শুভক্ষণে সখানন্দের আবার

জয় ও অশুভক্ষণে রাজকুমারীর আবার পরাজয় হোলো।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দিবসের গভীর রজনীতে উভয়ে পূর্ব্ববৎ যাদুকরের নিকট উপস্থিত হোলেন।

যাদুকর আজো সকালে যুবসন্ন্যাসীর জয় হোয়েচে, রাজকুমারীর মুখে শুনে, যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পোড়ে গেলো! যেন অষ্টবজ্র একসঙ্গে তার মাথায় পোড়লো! যাদুকরকে কে যেন বিষম যাদুমন্ত্রে অচেতন কোরে ফেল্‌লে! দারুণ পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ জলপাত্রবাহিনী সুন্দরী কিঙ্করীরা হেমপাত্রে কর্পূর-বাসিত গোলাবরসিক্ত সুশীতল জল এনে দিলে।

যাদুকর চোঁ চোঁ কোরে শুষে টেনে নিলে। তবু উৎকট তৃষ্ণার নিবৃত্তি হোলো না। "কুঁজো শুদ্ধ জল আন্—শীগ্‌গির আন্" বোলে যাদুকর হুকুম কোত্তে লাগ্‌লো।

তা'ই হোলো। যাদুকর কুঁজোকে কুঁজো ঢক্ ঢক্ কোরে গলায় ঢালতে লাগলো। ওঃ, যেন শুষ্ক মরুভূমিতে বর্ষা! জল যত পড়ে, তত'ই শুকোয়।

অনন্তর কিয়ৎ কাল কি ভেবে যাদুকর বোল্‌লে,—"দেখ, রাজপুত্রি! কাল্‌কের জন্য আজ যে প্রশ্ন বোলে দেবো, বিধাতাও তা'র উত্তর দিতে পার্‌বেন না, মানুষ তো কোন্ ছার। কা'লই প্রশ্নোত্তরের শেষ দিন—আমার ব্রতেরও শেষ দিন। নিশ্চয় বোল্‌চি, কা'ল আমি দুনিয়ার কৈসর, তুমি অমরী।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"প্রভু, তবে সেই বিচিত্র প্রশ্নটি বোলে দি'ন।"

যাদুকর বোল্‌লে,—"কাল্‌কের প্রশ্ন আমার মস্তক।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"খুব কঠিন প্রশ্ন।"

যাদুকর বোল্‌লে,—"রাজকুমারি, আজ আমার মনটা কতকটা খারাপ হোয়েচে। অতএব খানিকক্ষণ নৃত্যগীতের আনন্দ ভোগ করি। তুমিও খানিকটে থেকে নৃত্যগীতে তৃপ্তিলাভ কর।"

"যে আজ্ঞে, গুরু!" বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

অনন্তর যাদুকরের আদেশে অপ্সরার মত সুন্দরী নর্ত্তকীরা নানাবিধ রঙ্গভঙ্গে হাবভাবে তাল-মানে নৃত্যগীত আরম্ভ কোর্‌লে। অনেকটা সময় কেটে গেলো। বঙ্কবানন্দও এই নৃত্যগীতের আনন্দ ফাঁকতালে ভোগ কোরে নিলেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি তৃতীয় প্রহর উৎরে গেলো। তখন রাজকুমারীর চমক হোলো। বোল্‌লেন,—"আর বিলম্ব কোর্‌বো না, যাই।"

যাদুকর বোল্‌লে,—"তাই তো বটে, অনেক রাত হোয়েচে যে। তুমি এখন একলা কি কোরে যা'বে? চল, আমি তোমাকে তোমার ছাদের উপর রেখে আসি।"

"যে আজ্ঞে" বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

তখন যাদুকর দু'খানা বড় বড় ডানা বেঁধে, রাজকুমারীর সঙ্গে উড়ে যা'বার যোগাড় কোর্‌লে। বাঙ্কবানন্দ বরাবর দাঁড়িয়ে বোসে শুয়ে এই সব কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন। তা'র পর যখন যাদুকর ও রাজকুমারী সভা থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, বাঙ্কবানন্দ তখন দেওয়াল থেকে একখানা ঝোলানো তলওয়ার খুলে নিলেন। তার পর তা'দের পাছু পাছু যেতে লাগলেন।

অনন্তর পাহাড়ের বাইরে এসে যাদুকর ও রাজকুমারী আকাশে উড়ে পোড়লো। বাঙ্কবানন্দও উড়্‌লেন। বাঙ্কবানন্দের হাতে সেই গাছের ডাল ছিলো, তা'ই দিয়ে যাদুকরকে মাঝে মাঝে দু' দশ ঘা বেশ কোরে কোসিয়ে দিলেন। যাদুকর চার দিকে চায়, অথচ কিছুই দেখ্‌তে পায় না। পিঠের উপর ধাঁ ধাঁ ডালের ঘা, টাটিয়ে উঠ্‌লো ব্যাটার গা। কিন্তু মনে ভাব্‌লে,—"অনেক দিন উড়ি নি, তাই বুঝি গায়ের বেতাগ হোচ্চে।"

অনন্তর যাদুকর রাজকুমারীকে তাঁ'র তেতলার

ছাদের উপর থুয়ে, বিদেয় নিয়ে, আবার উড়ে উড়ে পাহাড়ে ফিরে চোল্‌লো। বান্ধবানন্দও তা'র সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দিকে পুনর্ব্বার চোললেন।

ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়িয়ে যখন অনেক দূরে একটা মাঠের উর্দ্ধদেশে দু'জনে উপস্থিত, সেই সময় বান্ধবানন্দ বেগে কাছে এসে বাঁ হাতে যাদুকরের চুলের ঝুঁটী ধোরে ডান হাতের তলওয়ারের চোটে মাথাটা কেটে নিলেন। আকাশ থেকে ধড়াস্ কোরে ধড়টা ভুঁয়ে পোড়ে গেলো। হু হু কোরে রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। বলা বাহুল্য যে, লোভী যাদুকর পৃথিবীর সম্রাট্ হোলো!

অনন্তর বান্ধবানন্দ অতিশয় আনন্দভরে পাপিষ্ঠ যাদুকরের কাটা মুণ্ডু নিজের গেরুয়া চাদরে বেশ কোরে বেঁধে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রভাত হোলো।

বান্ধবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোল্‌লেন—"ভাই! দু'দিন স্বপ্নের ফল ঠিক্ ফোলেচে। আজ শেষ রাত্রেও আবার স্বপ্ন দেখেচি। তুমি এই বোচ্‌কাটা নিয়ে রাজসভায় যাও। এতে কি আছে, এখন খুলে দেখো না। এই বোচ্‌কা স্বপ্নে পেয়েচি। আমি চিৎ হোয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেম, যেন আমার বুকের উপর মা কামাখ্যা-দেবী এই বোচ্‌কাটি দিয়ে বোল্‌লেন,—"তোর বন্ধু সখানন্দকে এই বোচ্‌কা নিয়ে আজ রাজ-সভায় যেতে বল্। রাজকুমারী যেমন বোল্‌বে, "আমি কি মনে কোরেচি", অমনি সখানন্দ এই বোচ্‌কাটা তা'র সম্মুখে রেখে যেন বলে, 'এর মধ্যে যা' আছে, তাই মনে কোরেচো।' কিন্তু সখানন্দ যদি আগে এ বোচ্‌কা খুলে দেখে, তা হোলে তাকে আজ রাজকুমারীর হুকুমে গাছে ঝুলে মোর্‌তে হ'বে।"

এই কথা শুনে সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তোমারি স্বপ্নানুসারে দু'দিন জয়লাভ কোরেচি। আজো সেই স্বপ্নঘটনা। আমি কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্‌চি, বোচ্‌কা খুলে দেখবো না।"

অনন্তর বোচ্‌কা নিয়ে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। আজ শেষ পরীক্ষা।

বাম মঞ্চে রাজকুমারী দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণ মঞ্চে বোচ্‌কাহস্তে সখানন্দ দাঁড়া'লেন।

তা'র পর রাজকুমারী প্রশ্ন কোল্‌লেন,—"আমি কি মনে কোরেচি?"

"এই বোচ্‌কার মধ্যে যা' আছে।" এই বোলে মহারাজের সম্মুখে বোচ্‌কাটা রেখে দিলেন।

সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হোয়ে "ব্যাপার কি ব্যাপার কি!" বোল্‌তে লাগ্‌লেন।

মহারাজ সখানন্দকে বোচ্‌কা খুল্‌তে আদেশ কোল্‌লেন। সখানন্দ বোচ্‌কা খুলে ফেলে, অপরের কথা দূরে থাক্, নিজেই চোম্‌কে উঠ্‌লেন। চম্‌কাবারই তো কথা। সখানন্দও তো জান্‌তেন না যে, বোচকার ভিতর একটা কালো মানুষের বিশ্রী কাটা মাথা জড়ানো আছে।

কাটা মুণ্ডু দেখে মহারাজ ও অন্যান্য সভ্যেরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়া'লেন। কিন্তু "আমি অমরী হোতে পাল্‌লেম না" বোলে রাজকুমারী আছাড় খেয়ে সভাতলে পোড়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশে দাসীরা জল পাখা এনে রাজকুমারীকে সুস্থ কোল্‌লে। তা'র পর মহারাজ দেবীবর সিংহ কন্যাকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"বৎসে! তোমার অদ্যকার প্রশ্নের উত্তর যে এই, তা' তোমার ভূপতন দেখেই সকলে বুঝেচে। এই তো?"

"হাঁ, পিতা! এই আমার আজ্‌কের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। এই ছিন্ন মস্তকটি আমার গুরুর। এই মস্তককেই আজ মনে কোরে প্রশ্ন কোরেছিলেম।"

গুরুর মস্তক! মহারাজ বিস্মিত হোয়ে রাজ-

কুমারীর নিকট সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ কোল্‌লেন। রাজকুমারী আদ্যোপান্ত সমস্ত বোল্‌লেন। সভাশুদ্ধ লোক অবাক্! সখানন্দও অবাক্!

অনন্তর মহারাজ দেবীবর কন্যাকে বোল্‌লেন,—“বৎসে! তুই নিতান্তই অবোধ, নৈলে অমর হোতে চা'বি কেন? মানুষ যদি অমর হয়, তবে দেবতা মানুষে তফাৎ কি?”

রাজকুমারীর ভ্রম ঘুচ্‌লো।

তা'র পর মহারাজ সকলের সম্মুখে বোল্‌লেন,—“তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, যে ব্যক্তি আমার কন্যার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে, সেই এর স্বামী হ'বে। আজ এই যুবা সখানন্দ সন্ন্যাসী সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হোয়েচেন। অতএব এঁর হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করি।” এই বোলে সখানন্দের হস্তে রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ সম্প্রদান বোল্‌লেন, সমস্ত রাজ্য দান কোল্‌লেন।

সখানন্দ সন্ন্যাসী ওরফে ভাগ্যধর পিতার মৃত্যুর দিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা' পূর্ণ হোলো—রাজকন্যে লাভ হোলো।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর সখানন্দ সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ কোরে, শ্বশুর মহারাজ দেবীবরের আদেশে রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন কোল্‌লেন। মহারাজ দেবীবর সিংহ বাহাদুর নব জামাতাকে কন্যা ও রাজ্য সম্প্রদান কোরে বনগমন কোল্‌লেন।

তা'র পর নবভূপতি পরমহিতৈষী বন্ধু বান্ধবানন্দকে বোল্‌লেন,—“সখে! তোমার কৃপায় আমি রাজকন্যে পেলেম—রাজা হোলেম। তোমার এ ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না। এক্ষণে আমার নিতান্ত অনুরোধ এই, তুমি অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণ কর।”

বান্ধবানন্দ হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লেন,—“রাজন্! আপনি আমার কাছে ঋণী, এ কথা কেন বোল্‌চেন? আপনি আমাকেই ঋণী কোরেছিলেন।”

সখানন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্‌লেন না। বোল্‌লেন,—“সুহৃত্তম! আপনি কি বোল্‌চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।”

তখন বান্ধবানন্দ বোল্‌লেন,—“মহারাজ! আপনি এক দিন দুটো লোককে একটা মড়াকে লাথি মাত্তে দেখেছিলেন?”

“দেখেছিলেম।”

“সেই দু'জন লোককে আপনি ১০০৲ টাকা দিয়েছিলেন?”

“দিয়েছিলেম।”

“কেন দিয়েছিলেন?”

“তা'রা সেই মৃতের নিকট ১০০৲ টাকা পেতো। না শুধে মোরে যাওয়াতে তা'রা ক্রোধে ঋণীর মাথায় পদাঘাত কোচ্ছিলো।”

“আপনি তা'র সেই ঋণ শোধ কোরেচেন।”

“তা'তে আপনার কি লাভালাভ?”

“আমিই সেই মৃত। আপনিই আমার ঋণ পরিশোধ কোরে আমার সদ্গতি কোরেচেন। আমার ঋণ শোধ কোরে আমাকে চিরঋণী কোরেচেন। আমি আপনার সেই অপূর্ব্ব ঋণ যৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ কর্‌বার জন্যে সন্ন্যাসিরূপে সেই জঙ্গলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই দিন হোতে আজ পর্য্যন্ত আপনার হিতের জন্যে এত কাণ্ডকারখানা কোল্‌লেম। আজ আমি আপনাকে রাজরানীকে বামে রেখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে যা'র-পর-নাই আনন্দিত হোলেম। সখে!—আমার সদ্গতির মূলাধার ভাগ্যধর!—আমার স্নেহের সখানন্দ! তুমি সুখে রাজমহিষীর সহিত রাজ্য শাসন কর। তোমার জয় হোক্! আমি স্বর্গে চোললেম।” এই কথা বোলতে বোল্‌তে বান্ধবানন্দ কোথায় উড়ে গেলেন আর দেখা গেলো না। কেবল এক পাক্ বাতাস ঘুরে উঠ্‌লো। সখানন্দ শূন্যপানে অবাক্ হোয়ে চেয়ে রোইলেন।

সম্পূর্ণ।

হরিহরলীলা।

[দৃশ্যকাব্য]

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।—হিমালয় পর্ব্বত—বিষ্ণুমন্দির।

সিংহাসনে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত।

সম্মুখে ঘট ও পুষ্পাদি পূজোপকরণ সজ্জিত।

পূজকবেশে গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি।—(বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে),
নারায়ণ! তোমার কৃপায়
পর্ব্বতরাজ্যের রাজা আমি।
অতুল ঐশ্বর্য্য মোর এ রাজ্যে বিরাজে।
কিছুরি অভাব নাহি মোর
একটি অভাব ছাড়া।
সে অভাবে ভেবে ভেবে দারুণ বিষাদ
বাড়ি'ছে অন্তরে মোর, হরি!
একটি নন্দিনী মোর উমা,
প্রাণসমা ভাবি তা'রে সদা।
হায় হায়,
ফেলেছি সে রত্নে আমি দুঃখের সাগরে!
রাজা আমি,
উমা রাজসুতা,—
বলিতে এ কথা এবে বড় লজ্জা হয়।
ভিখারী শিবের করে দিয়েছি উমারে!
ছি ছি—ছি ছি,
রাজার কুমারী, হায়, চিরভিখারিণী!
দীনবন্ধু হরি!
এই সে দারুণ কষ্ট—দারুণ বিষাদ
অস্থির করি'ছে মোরে পলকে পলকে।
বহু সুখে সুখী করি' এ ভৃত্যে তোমার
কেন এ অসুখ ভাগ্যে লিখিলে আমার!

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)
গাহ রে চিত! হরি-চরিত—
গাহ রে চিত! হর-চরিত—
পবিত পবিত অতি পবিত।
আরে মূঢ় মন! ধর ধেয়ান,
হরিহরে না কর ভেদজ্ঞান,
হরিহর এক—দুঁহু সমান,
শ্যামল-ধবল লীলা;—
শ্যামল সোহি—ধবল সোহি,
শ্যামল ধবলে নিতি পিরীত॥

(বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রণাম)

গিরি।—নারদ!
মানা কোল্লে মানা শোন না কেন?
নারদ।—বুঝ্‌তে পাল্লেম না।
গিরি।—তোমাকে যে এখানে আস্‌তে মানা কোরেছি।
নারদ।—আজ্ঞে, তাই তো আমি এসেছি।
গিরি।—পাগলের মত কি বল্‌চো?
নারদ।—মহারাজ! আমি পাগল নই।
আপনার জামাই বাবাজী পাগল।
গিরি।—আরে, তাই তো আমিও বোল্‌চি,
তোমার মত পাগলের ঘটকালির ভোলে ভুলে
আমার ননীর পুতুলী উমাকে

সেই পাগলটার হাতে সোঁপে দিয়েছি।
হা রে ভাগ্য!
পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল!
নারদ।—"পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল"
এ কথা বলাটা ঠিক হ'ল না।
গিরি।—তো কি বোল্‌তে হ'বে?
নারদ।—পাগলের পাল্লায় প'ড়ে
পাগলের প্রাণটা গেল, বলুন।
গিরি।—কেন ও কথা ব'ল্‌তে যা'ব?
আমি পাগল কিসে?
নারদ।—হাঃ হাঃ হাঃ! রাগেন কেন?
আপনি আবার এক কাটি সরেস—বদ্ধপাগল!
গিরি।—বলি, নারদ! তুমি বুড়ো হ'য়েছ, তবু—
নারদ।—(বাধা দিয়া)—
তবু কি আপনার চেয়ে বুড়ো?
গিরি।—বটে!
নারদ।—বটে কি?
আপনি যে আমার মায়ের বাবা।
আমার মা জগদম্বা যে আপনার মেয়ে।
আমি যে আপনার নাতি।
গিরি।—কে কা'র নাতি,
তা' পাকা চুলেই চেনা যাচ্চে।
নারদ।—(সহাস্যে)—তা' ব'ল্‌তে পারেন,
কিন্তু আমার চুলের বেশী পাকধরাটা
আপনার জন্যই!
গিরি।—আমার জন্য কিসে?
নারদ।—এই আপনি
সর্ব্বদা উমা উমা ক'রে ভাবেন,
আপনার সেই ভাবনা ভেবে ভেবে।
গিরি।—দেখ, নারদ! তুমি পরিহাস রাখ।
যদি এখানে আন্‌তে চাও,
তবে কৈলাস থেকে আমার উমাকে আন।
নারদ।—আর আপনার জামাতাকে?
গিরি।—নারায়ণ, নারায়ণ, সেটার নাম ক'র না।
সে পতিত হ'য়েছে—জাতিচ্যুত হ'য়েছে।
তা'কে আমি চাই না।
নারদ।—তবে
জাতিচ্যুতের পত্নীকে কি সাহসে আন্‌বেন?
আপনিও যে একঘ'রে হ'বেন।
গিরি।—আমি আমার কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে
নেব।
নারদ।—তিনি তেমন মেয়ে ন'ন যে
স্বামীকে ছেড়ে আস্‌বেন।
গিরি।—তবে তোমারও আসা হল।
সর, আমি গিয়ে তা'র উপায় ক'চ্চি।
(প্রস্থানোদ্যোগ)
নারদ।—(বাধা দিয়া)—শুনুন—শুনুন।
গিরি।—কি আর শুন্‌বো?
নারদ।—বলি, দাদা মহাশয়!
আপনার জামাতা
কিসে পতিত এবং জাতিচ্যুত হ'য়েছেন?
গিরি।—কিসে?
তুমি ত্রিভুবনের সংবাদ রাখ
অথচ এটা জান না?
নারদ।—আমি তো বিশেষরূপে জানি,
আপনার জামাতা বরং পতিতকে, জাতিচ্যুতকে
নিজগুণে উদ্ধার করেন।
গিরি।—এই তোমার মত ঘটককেই
সে উদ্ধার করে।
কি আশ্চর্য্য গা!
যে ব্যক্তি দিনরাত শ্মশানে বাস করে—
মড়ার হাড় গেঁথে গলায় পরে—
মড়ার মাথায় ভিক্ষে কোরে খায়—
সিদ্ধি গাঁজার জঙ্গল উজোড় করে—
উলঙ্গ থাকে—ছাই পাঁশ মাখে,
সে আবার পতিত নয়—জাতিচ্যুত নয়!
নারদ।—(ব্যঙ্গভাবে)—আহা,
আপনার জামাই বাবাজী
একেবারেই অধঃপাতে গেছেন!
গিরি।—আবার পরিহাস! আচ্ছা, দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

(সহসা বিগ্রহ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর আবির্ভাব)

নারদ।—জয় জয় নারায়ন! (প্রণাম)

বিষ্ণু।—নারদ! গিরিরাজ চ'লে গেলেন,
ভালই হ'ল।
তুমি এই অবসরে আমার পরামর্শ শোন।

নারদ।—আদেশ করুন্।

বিষ্ণু।—গিরিরাজ নিতান্ত ভ্রান্ত হ'য়েছেন,
আজিও ভগবান্ শিবকে চিন্‌তে পাচ্চেন না।
উনি আমাকে বড় ভাবেন
এবং মহাদেবকে ক্ষুদ্র মনে করেন।
শীঘ্র ওঁর এই ভ্রম বিনাশ করা উচিত।
যে হরি, সেই হর—যে হর, সেই হরি,
গিরিরাজকে সেইটি বুঝিয়ে দিতে হবে।
তা' ছাড়া,
আমি ভগবান্ হরকে আমাপেক্ষা বড় ক'র্‌বো।
নৈলে গিরিরাজের ভ্রম ঘুচ্‌বে না।

নারদ।—কিরূপে এ কার্য্য সিদ্ধ হ'বে?

বিষ্ণু।—হরিহরলীলায়।

নারদ।—সে কিরূপ?

বিষ্ণু।—তা' পরে জান্‌তে পারবে।
তুমি এখন এক কাজ কর।
এই পত্রখানি এই খানে
ফেলে রেখে প্রস্থান কর।

নারদ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
প্রভু! হ'লো না।
গিরিরাজ প্রহরিগণকে নিয়ে এ দিকে আস্‌চেন।
আমাকে শাসন করাই ওঁর উদ্দেশ্য।
আপনি প্রচ্ছন্ন হউন্।

বিষ্ণু।—কোন চিন্তা নাই।

(সহসা বিষ্ণুর বালকমূর্ত্তিতে আবির্ভাব ও সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতরণ এবং সিংহাসনোপরি বিষ্ণুবিগ্রহের পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি)

বেগে প্রহরিগণের সহিত গিরিরাজের পুনঃপ্রবেশ।

নারদ।—মহারাজ! প্রহরিগণকে কেন আন্‌লেন?

গিরি।—কেন আন্‌লেম্,তা'এখনি দেখ্‌তে পা'বে।
আচ্ছা, নারদ,তুমি কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলে?

নারদ।—এই ছেলেটির সঙ্গে।

গিরি।—এ ছেলেটি কে?

নারদ।— (গীত)

যাবত-জীবন, কোরে প্রাণপণ,
চিনিতে পারি নি এ ছেলেকে।
কিন্তু এই ছেলে চিনয়ে সকলে,
অচেনা ইহার আছয়ে কে?॥
জগত মাঝারে, তোমারে আমারে,
আরো কত কা'রে এ ছেলে চেনে।
তোমার আমার, মনের মাঝার
যা' আছে, এ ছেলে তাও যে চেনে॥

গিরি।—বল কি! বড় অপূর্ব্ব ছেলে তো!
(বালকের প্রতি)—ও বাপু!
তুমি কে? কোথা হ'তে আসচো?

বালক।—আমি ভগবান শিবের শিষ্য,
কাশীধাম হ'তে আস্‌চি।

গিরি।—কোন্ শিব?

বালক।—আপনার জামাতা।

গিরি।—(নারদের প্রতি সরোষে)—বলি, নারদ।
এ তোমার কিরূপ বিবেচনা?
একলা আমাকে জ্বালাতন ক'রে
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না?
শেষে কোথেকে একটা ছেলে ধ'রে এনে
আমাকে পাগল করবার ফিকির খেল্‌লে?

নারদ।—কি বিভ্রাট! আমি এর কিছুই জানি নি।

গিরি।—তবে এ ছেলেটাও শিব শিব কচ্চে কেন?

নারদ।—তা' শিব জানে আর ছেলে জানে।

গিরি।—আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই এর গোড়া।
প্রহরিগণ!
নারদকে আমার রাজ্যের বাইরে রেখে এস।

বালক।—মহারাজ! দেবর্ষির কোন দোষ নাই।
বাস্তবিক আমি শিবের শিষ্য,
কাশীক্ষেত্র হ'তে আপনার কাছে এসেছি।
গিরি।—কি প্রয়োজনে?
বালক।—এই পত্রখানি গ্রহণ ক'রে পাঠ করুন্।
গিরি।—এ পত্র কে লিখেছে?
বালক।—আপনার জামাতা স্বয়ম্ভূ শম্ভু স্বয়ং।
গিরি।—হরি হরি! আমি ও পত্র স্পর্শ ক'র্‌বো না।
নারদ।—আচ্ছা, আমি না হয় কমণ্ডলু থেকে
একটু গঙ্গাজল পত্রখানায় ছিটিয়ে দি।
গিরি।—তা'তেও ও পত্র পবিত্র হ'বে না।
নারদ।—কেন হ'বে না?
গিরি।—গঙ্গা শিবের জটায় থাকে।
নারদ।—(স্বগত)—ইনি যে দক্ষ মুনির চেয়েও
আর এক কাটি উঁচিয়ে চলেন।
(প্রকাশে)—আচ্ছা, আমি পত্র পড়ি,
আপনি শুনুন। (পত্রগ্রহণ)
গিরি।—অতক্ষণ আমি দাঁড়া'তে পার্‌বো না।
পত্রের উদ্দেশ্যটা কি?
নারদ।—উদ্দেশ্য এই,—শিবের সমন্বয়।
গিরি।—বল কি, নারদ! মিথ্যা কথা।
নারদ।—আমি পত্রখানা ধরি,
আপনি আগাগোড়া পড়ুন।
গিরি।—আচ্ছা, ধরতো।
(নারদের তথা করণ ও গিরিরাজের
দূর হইতে পত্রপাঠ)
নারদ।—কেমন?
গিরি।—তাই তো, সত্যই তো!
তা ভালই হ'য়েছে।
শিব যদি সমন্বয় ক'রে জেতে ওঠে,
তা' হ'লে তা'র সঙ্গে আমার চল্‌তে দোষ কি?
(বালকের প্রতি)—ও বাপু!
কবে শিবের সমন্বয়?
বালক।—আগামী চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে।
গিরি।—তবে তো আর বেশী দিন নাই।
আচ্ছা, নিমন্ত্রণটা কিরূপ হ'বে?
বালক।—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল।
কেউ কোথাও ফাঁক প'ড়্‌বে না।
আপনাকে সকলের অগ্রে যেতে হবে।
আপনার দ্বারাই শিব-সমন্বয় হ'বে।
গিরি।—তা' বটেই তো,
আমিই তো সেটাকে একঘ'রে ক'রেছি।
আমি না তুল্‌লে তুল্‌বে কে?
নারদ।—(স্বগত)—কে কা'কে তোলে দেখা যাবে।
বালক।—আমি তবে এখন আসি।
গিরি।—আচ্ছা, বাপু!
বালক।—দেবর্ষি! আপনি আমার সঙ্গে আসুন না?
গিরি।—ওটাকে কেন?
বালক।—ওঁরো সমন্বয় হ'বে।
গিরি।—অবশ্য, হওয়া উচিত।
ওটা সেটার ঘটক।
বর ঘটকের এক সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।
নারদ।—(স্বগত)—আমি বুঝেছি,
চতুরচূড়ামণি প্রভু চতুরতা ক'রে
আমায় সঙ্গে নিয়ে যা'বেন।
কিছু না কিছু ব্যাপার আছে।
(গিরিরাজের প্রতি) তবে বিদায় হই, মহারাজ!
গিরি।—সচ্ছন্দে।

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।—কাশী—রাজপথ।

ক্রমে ক্রমে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
ও মানবগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।
ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—দেবরাজ!
অদ্ভুত ঘটনা আজ ঘটিবে কাশীতে।
অলৌকিক হরিহরলীলা!
শিবসমন্বয়ে আজ শিবের মহিমা
প্রচারিত হ'বে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
ভগবান্ নারায়ণ

করিলা কৌশল-খেলা।
চল চল এই বেলা
দেখি গে নয়ন ভরি' আশা মিটাইয়া
অন্নপূর্ণা নবমূর্ত্তি মহেশভবনে।

ইন্দ্র।—বিরিঞ্চি! সৌভাগ্যবান্ মোরা,
তেঁই আজ নিমন্ত্রিত হৈনু কাশীধামে,
কৃতার্থ হইব সবে শিবশিবা হেরি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি।—তাই তো, এ কোথায় এলেম?
এমন সুন্দর পুরী তো কখন দেখি নি।
কে এ পুরীর অধিপতি?
কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি?

দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

১ ব্রাহ্মণ।—শীঘ্র চল, শীঘ্র চল;
নৈলে আর স্থান পাওয়া যা'বে না।

২ ব্রাহ্মণ।—ইস্ তাই তো, কি ভয়ানক জনতা!
আজ কি ত্রিভুবন খালি হ'য়ে কাশীতে এসেছে?

১ ব্রাহ্মণ।—এখনো কত লোক আস্‌চে দেখেছ?

২ ব্রাহ্মণ।—চল চল, দ্রুতবেগে চল!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

গিরি।—প্রণাম।

১ ব্রাহ্মণ।—(যাইতে যাইতে)—জয়োঽস্তু!

গিরি।—আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

১ ব্রাহ্মণ।—এসে শুন্‌বো।

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

গিরি।—তাই তো,
কেউ আমার কথা শোনে না যে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—আপনি কত ক্ষণ?
এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

গিরি।—কোথায় যা'ব?

নারদ।—আপনার জামাতার কাছে।

গিরি।—সে কি এখানে আছে?

নারদ।—আজ্ঞে হাঁ। এই কাশীধাম।

গিরি।—আমি ভেবেছিলেম, কাশী একটা শ্মশান।

নারদ।—এরূপ ভাববার কারণ?

গিরি।—শিবটে যে চিরকাল শ্মশানবাসী।

নারদ।—এখন আর তিনি শ্মশানবাসী ন'ন,
এই কাশীর ঐশ্বর্য্য ও শোভা তা'র সাক্ষী।

গিরি।—এ অতুল ঐশ্বর্য্য শিবটে কোথা পেলে?
যেটা চিরভিখারী,
তা'র এত বিভব কি রূপে হ'ল?
সেটা এখন ডাকাতি করে না কি?

নারদ।—ডাকাতি নয় ডাকাডাকি।

গিরি।—সে আবার কি?

নারদ।—আপনাকে ডাকৃছেন তিনি।
সমস্ত প্রস্তুত। সকলেই এসেছেন।
এখন আপনি গেলেই সমন্বয় হয়।

গিরি।—চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।—কাশী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

সিংহাসনে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও উমা
উপবিষ্টা এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে
ভিক্ষুকবেশে শিব দণ্ডায়মান।

গিরিরাজ ও নারদের প্রবেশ।

গিরি।—নারদ! এ কি মূর্ত্তি?

নারদ।—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি, মহারাজ!
হের হের কন্যা তব দর্ব্বীতে করিয়া
দিতেছেন অন্ন তব জামাতার করে।
হের ওই, মহাদেব অঞ্জলি ভরিয়া
ভক্ষণ ক'রিছে অন্ন হরিষ অন্তরে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, কুবের বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদির প্রবেশ।

গিরিরাজ ব্যতীত সকলে।—জয় জগৎপিতা মহাদেবের জয়!
জয় জগজ্জননী অন্নপূর্ণার জয়!

বিষ্ণু।—এস এস দেবগণ! এস এস মুনিগণ!
এস এস অবিলম্বে যে যথায় আছ।
আজ বড় শুভ দিন,
সকলে মিলিয়া আজ কাশীধাম মাঝে
শিবের প্রসাদ খাই শিবসমন্বয়ে।

(শিবের অঙ্গুলিস্খলিত ভূপতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া গিরিরাজ ব্যতীত সকলের ভক্ষণ ও মস্তকে হস্তমুদ্রন)

গিরি।—(সবিস্ময়ে)—আরে মর!
একি বিপরীত কাণ্ড!
নারদ! নারদ! এ কি সমন্বয়?
কোথায় দেবতা ঋষিদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে
নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে শিব,
না দেবতা ঋষি প্রভৃতিরাই
উচ্ছিষ্ট খাচ্চে শিবের!

নারদ।—মহারাজ! শিবের সমন্বয় এইরূপ।

দেবগণ ও ঋষিগণ।— (গীত)

কি আনন্দ আজ, কাশীধাম মাঝে,
অন্নপূর্ণা বিরাজে কেমন।
অন্নদানকারী, নিজে ত্রিপুরারি,
ভিক্ষা মাগিছেন হের নয়ন॥
অপরূপ রূপ শোভিল রে—
হৃদিপ্রাণমন মোহিল রে—
হইয়ে প্রসন্ন, দিতেছেন অন্ন,
প্রসন্নময়েরে প্রসন্নময়ী;—
জয় জয় জয়, নাহি আর ভয়,
অতুল প্রসাদ করি ভোজন॥

(সহসা মোহ ও ভ্রমের আবির্ভাব ও দগ্ধ হওয়া ধ্বংসপ্রাপ্তি)

গিরি।—ধ্বংস হ'ল মোহ ভ্রম মোর।
এত ক্ষণে বুঝিলাম,
সামান্য নহেন শিব; দেবের দেবতা।
এত দিন ভ্রমের ছলনে, মোহের বন্ধনে
চিনিতে পারি নি শিবে।
এই বার বুঝিলাম,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর শিব জামাতা আমার।
(কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান)—
"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং
রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ
স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং
নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥"

সকলে।—জয় জয় ভগবান্ মহাদেবের জয়।

গিরি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)—
"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"
(প্রণাম)

সকলে।— (গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপাবন,
সাধুসজ্জনরঞ্জন।
জয় অগ্নিভালক, জীবপালক,
অস্থিমালকশোভন॥
জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক,
দুষ্টবঞ্চকশাসন।
জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ,
পাপভীষণনাশন॥
জয় প্রেতনায়ক, তত্ত্বগায়ক,
শূলসায়কধারণ।
জয় ভক্তবৎসল, সত্যনিশ্চল,
নিত্যমঙ্গলকারণ॥
জয় ষণ্ডবাহন, ভণ্ডশাসন,
বিল্বকাননচারণ।
জয় সর্পখেলন, দর্পহারণ,
মীনকেতনমারণ॥

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত।

জন্মাষ্টমী।

[চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ]

JANMASTAMI.

[TABLEAUX VIVANTS & PANTOMIMES.]

প্রথম চিত্ররঙ্গ।

মথুরা—কংসের কারাগার।

[কারাগারমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ; বসুদেব ও দেবকী বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট; বহির্ভাগে প্রহরিগণ মায়ানিদ্রায় অভিভূত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—পত্নি! তোমার অনুরোধে অদ্য আমি জন্মাষ্টমী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধে যে কয়খানি চিত্র প্রস্তুত করেছি, তন্মধ্যে এইখানি প্রথম। ঐ দেখ, মথুরা নগরে কংসের কারাগার। কারাগারমধ্যে অপূর্ব্ব ঘটনা। আজ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি; রাত্রি দ্বিপ্রহর; ঘোর অন্ধকার। ঐ দেখ, কারাগারের মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন। এখনি দুরাত্মা কংস জানতে পারলে ভূমিষ্ঠ শিশুকে শিলাতলে নিক্ষেপ ক'রে বধ ক'রবে। সেই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকী অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ব'সে আছেন। আবার ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় কংসের প্রহরিগণ কারাগারের দ্বারবহির্ভাগে নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

চিত্রকরী। স্বামিন্! বড় সুন্দর চিত্রই হ'য়েছে। আমি দেখে নিতান্ত আনন্দিত হ'লেম।

চিত্রকর।—চল, এই বার তোমাকে দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ দেখাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম পঞ্চরঙ্গ।

ষষ্ঠীতলা গ্রাম—যজ্ঞেশ্বর পুরোহিতের বাটীসম্মুখ।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—বল কি, ভাই! এই তো কলির সন্ধ্যা। এখনি লোকে ধর্ম্মের নামে এত দূর ভণ্ডামি আরম্ভ ক'রেছে।

যদু।—ভণ্ড লোকের সংখ্যাই পৌনে ষোল আনা।

মধু।—না না। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

যদু।—আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কাজ কি? হাতে হাতেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ কর না কেন? আজ তো জন্মাষ্টমী। আজই তোমাকে কয়েক রকম ভণ্ডামি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মধু।—কোথায় গেলে দেখ্তে পাব?

যদু।—বেশী দূর যেতে হ'বে না। আপাততঃ এই খানেই একটা দেখ। এই বাড়ীটে যজ্ঞেশ্বর পুরোহিতের।

মধু।—তাঁ'রই এই বাড়ী? তিনি যে খুব একজন ভাল ব্রাহ্মণ। সর্ব্বদেবপূজাপদ্ধতি, ব্রতমালা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মনু আদি সমস্ত সংহিতা এবং আরও কত ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁ'র কণ্ঠস্থ। মহামহোপাধ্যায় যজ্ঞেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ।

যদু।—আজ সেই মহাপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের ভণ্ডামিটে এক বার দেখে নেও।

মধু।—ভণ্ডামি! বল কি, অ্যাঁ!

যদু।—চল, তাঁ'র এই ঘরখানার পাঁদাড়ে লুকিয়ে থেকে, তোমাকে যজ্ঞেশ্বর পুরোহিতের হিতাহিত জ্ঞানটা দেখাই।

মধু।—কেন মিছে ঝোপের দিকে গিয়ে মশার কামড় খাব?

যদু।—মিছে যদি হয়, তবে দশ টাকা বাজী।

মধু।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

যজ্ঞেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

যজ্ঞে।—একা যজ্ঞেশ্বর, যজমান বিস্তর, সাম্লাই কি ক'রে? যজমান ব'লে যজমান, তিন শ' তেষট্টি ঘর। তিন শ' বাষট্টিটে ঠিকে বামুণ দিয়ে তিন শ' বাষট্টি জন যজমানের আজ জন্মাষ্টমীর ব্রতটা চালিয়ে নি। আর নিজে বংশিধর ঘোষের বাড়ীতে ব্রতী হই। বংশী ঘোষের বাড়ী পাওনা থোওনাটা যথেষ্ট, সুতরাং ঐটে নিজেরই হাতে রাক্তে হ'বে। তা' যা' হোক, এক দমে এত ঠিকে বামুণ পাই কোথা? হাজার চেষ্টা কল্লেও বড় জোর শ' দুই বামুন পাওয়া যেতে পারে। তা'র মধ্যে আবার ফলারে, রেও ভাট, আচায্যি বামুন, মুড়িপোড়া বামুণই অধিকাংশ। তা' চুলোয় যাক্, আমার দশ টাকা পাওনা নিয়েই কথা। দু'শ' বামুণ তো হ'ল, কিন্তু এখনও এক শ' তেষট্টিটে বাকি। তা'ও যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা চালিয়ে নেবেন। কেবল এক শ' তেষট্টিটে পইতের ওয়াস্তা। তা আমার ঘরে দশ পনর সের পইতে আছে। এক এক জনে দশ পনর গাছা কোরে পর না কেন?

মদনভঞ্জিকার প্রবেশ।

মদনভঞ্জিকা। এখানে কি বিড় বিড় ক'রে ব'ক্‌চো?

যজ্ঞে।—ব্রাহ্মণি! শীঘ্র এক শ' তেষট্টিটে পইতে বা'র ক'রে আন তো।

ম-ভ।—খদ্দেরের যোগাড় হয়েচে না কি?

যজ্ঞে।—খদ্দের নয়, খাদ্যের যোগাড়।

ম-ভ।—সে কি রকম?

যজ্ঞে।—আজ যে জন্মাষ্টমীর ব্রত।

ম-ভ।—তা পইতে কি হ'বে?

যজ্ঞে।—সব বামুণ জুটে উঠ্‌চে না। একশ তেষট্টি জন শূদ্রকে পইতে পরিয়ে যজমানদের বাড়ী পাঠা'ব।

ম-ভ।—তোমার কি পাপের ভয় নেই?

যজ্ঞে।—তোমার যদি বস্ত্রালঙ্কারের লোভ না থাকে, তা' হ'লে আমার এরূপ পাপ কর্‌বার প্রয়োজন কি? বস্ত্রালঙ্কারের লোভ ছাড়, ব্রাহ্মণি

ম-ভ।—আমার কর্ম্ম নয়। শূদ্দুর তো শূদ্দুর, তুমি মুছুলমান ফিরিঙ্গীকেও পইতে পরিয়ে যজমানদের যজাও, সেও ভাল; তবু মদনভঞ্জিকে বসন ভূষণ ভুল্‌তে পারে না।

যজ্ঞে।—ব্রাহ্মণি! সে কালে ছিল "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" আর এ কালে হ'চ্চে "নারীণাং ভূষন মতিঃ" অর্থাৎ বড় বড় গজমুক্তা

ম-ভ।—আমি এক্ষুণি সব পইতে আন্‌চি।

যজ্ঞে।—আর এক কাজ কর। আমি তো সারা দিন সারা রাত নিরম্বু উপবাস ক'রে থাক্‌তে পার্ব্বো না। তুমি শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে দাও। বড় বড় কইমাছ জিওনো আছে—আলু পটল, বড়ি আছে—টাপানোটে শাক আছে—

কচি কচি চাল্‌তা আছে। অতএব আলু পটল বড়ি দিয়ে কইমাছের ঝোল, নোটে শাক ভাজা এবং চাল্‌তার অম্বল রেঁধে দাও।

ম-ভ।—চাল্‌তার অম্বল নিরিমিষ্যি ক'র্‌বো কি?

যণ্ডে।—কাজে কাজে। আজ জন্মাষ্টমীর দিন তো আর বাজারে গিয়ে চিঙ্গ্‌ড়ী মাছ আনতে পারি নি। আচ্ছা, এক কাজ ক'র, আমার জন্যে না হয় একটা কই মাছ অম্বলে দম্বল দিও।

ম-ভ।—আজ এক বেলাই খা'বে তো?

যণ্ডে।—রাধে মাধব! দু' বেলা—দু' বেলা।

ম-ভ।—ও বেলা তো সন্ধ্যের সময় থেকেই যজমানের বাড়ীতে জন্মষ্টমীর ব্রতে লিপ্ত থাক্‌বে; কি কোরে খেতে আস্‌বে?

যণ্ডে।—বেলা চাট্টের সময় আবার আহার ক'র্‌বো।

ম-ভ।—ও মা, সে কি গো! বামুণ হ'য়ে এক তিথিতে দু'বার ভাত খা'বে।

যণ্ডে।—আরে রেখে দাও তোমার এক তিথিতে দু'বার ভাত খাওয়া! তোমার যণ্ডেশ্বর এক তিথিতে ছ'বার ভাত ঠোঁসেন!

ম-ভ।—তা বিকেলবেলা কি তরকারি রাঁধ্‌বো?

যণ্ডে।—কাল আমি লুকিয়ে যে ছ'টা হাঁসের ডিম আর দু' পয়সার পেঁয়াজ এনেছিলেম, গরম মসলা দিয়ে তা'রি বেশ্‌ কালিয়া তোয়ের কোরো। গোটা চেরেক বড় বড় গোল আলুও দিও।

ম-ভ।—আচ্ছা। তবে তুমি নেয়ে এসে পূজো আহ্নিক সারো।

যণ্ডে।—আজ আর নাইব না। গামছায় গা হাত মুখ মুছে চন্দনের কৌটা টোঁটাগুলো পারে নি। ঠিকে বামুণ খুঁজতে যাই, সুতরাং আহ্নিক ফাহ্নিকও হ'বে না। তুমি পইতে বা'র ক'রে রেখে শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ কর। আর একটা কথা, আজ আর পান ফান সেজো না।

ম-ভ।—কেন?

যণ্ডে।—আরে পাগ্‌লি! হাজার কুঁচ্‌কিকণ্ঠা ঠেসে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ক'রে দিব্য আহার কর, কিন্তু মুখে পান দিও না, তা' হ'লেই বস্—নিরম্বু উপবাস।

ম-ভ।—ও মা, যা'ব কোথা! হাঁগা, তুমি এমনতর যজমান-ঠকানো কল কৌশল কা'র কাছে শিখেছ?

যণ্ডে।—আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির কাছে।

ম-ভ।—অবাক্ তোমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

যণ্ডে।—আমিও যাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে এক সূত্রে মন্ত্রপূত করি।

[প্রস্থান।

যদু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যদু।—কি ভাই মধু, যণ্ডেশ্বর পুরোহিতের কাণ্ডকারখানাটা দেখ্‌লে তো?

মধু।—তাই তো ভাই যদু, আমি যে অবাক্ হলেম! এরি নাম কি পুরোহিত আর এরি নাম কি পৌরহিত্য?

যদু।—যণ্ডেশ্বর ভট্‌চাযির মত এখন ঢের ঢের পুরুত ঠাকুর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সরল-বিশ্বাসী যজমানদের সর্ব্বনাশ ক'চ্চে।

মধু।—ছি ছি, ধিক্ ধিক্!

যদু।—চল, জন্মাষ্টমীর বাজারে আরও রকম রকম ভণ্ডামি-কাণ্ড দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ।

মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্ত্তিনী যমুনানদী।

[যমুনা নদীর জলমধ্যে অগ্রে শৃগালীরূপে যোগমায়া; মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বসুদেব গমনোদ্যত; পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বাসুকিনাগ ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়ে! জন্মাষ্টমীর এইখানি দ্বিতীয়

চিত্র। ঐ দেখ মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্ত্তিনী যমুনা নদী প্রবাহিত হ'চ্চেন। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নিবিড় মেঘঘটা। মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্চে—বিদ্যুতাগ্নি চক্‌মক্‌ ক'চ্চে—ঘন ঘন বজ্রসংঘ গভীর গর্জ্জন ক'চ্চে। ঐ দেখ, মহাত্মা বসুদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে, তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে, মথুরাস্থ কংসের কারাগার হ'তে, গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে যা'বার জন্য, যমুনানদী পার হ'চ্চেন। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে গভীর যমুনা নদী কিরূপে হেঁটে পার হ'বেন, সেই ভয়ে অত্যন্ত আকুল হ'য়েছেন। প্রিয়ে, ঐ দেখ, বসুদেবকে ভীত ও সন্দিগ্ধ দেখে, স্বয়ং ভগবতী যোগমায়া শৃগালীরূপে হেঁটে যমুনা পার হ'চ্চেন। বসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন ক'চ্চেন। আবার ঐ দেখ, পাছে বসুদেবের ক্রোড়স্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে বৃষ্টিবারি পতিত হয়, সেই জন্য স্বয়ং সর্পরাজ বাসুকি স্বীয় সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে, ছত্রাকারে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'চ্চেন।

চিত্রকরী।—নাথ! এখানিও অতি অপূর্ব্ব চিত্র। পূর্ব্বে আমি এমন মনোহর ছবি কখন দেখি নি।

চিত্রকর। চল, এই বার তোমায় তৃতীয় চিত্রখানি দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—চিৎপুর রোড্—চমৎকারের বাটীসম্মুখ।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ওহে যদু! চমৎকার বেশ্যার বাড়ীর সাম্‌নে কি জন্যে এলে? এখানেও কি কোন ব্যাপার আছে?

যদু।—বিনা ব্যাপারে কি তোমায় আর আন্‌লেম? চল, আমরা ঐ মালীর ফুলের দোকানে ব'সে ব'সে তামাসা দেখি।

মধু।—ও কে আস্‌চে হে?

যদু।—এক ব্যাটা ভদ্রগোচের মাতাল দেখ্‌চি।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রবেশ।

মধু।—ও যদু! এ লোকটা পরম বৈষ্ণব যে।

যদু। যে সে নয়, ভায়া! কেষ্টদাস গোঁসাই। গোঁসাইজী! দণ্ডবৎ।

মধু।—দণ্ডবৎ।

কৃষ্ণ।—কে তোমরা, বাবা?

যদু।—আমি যদু, উনি মধু।

কৃষ্ণ।—আর আমি চমৎকার সুন্দরীর বঁধু।

যদু।—সে কি, মশায়, বলেন কি? আপনি হ'চ্চেন খড়দার এক জন প্রসিদ্ধ গোস্বামী। আপনার মুখে এমন কথা কি শোভা পায়?

কৃষ্ণ।—তবে কি শোভা পায়?

যদু।—হরিনাম।

কৃষ্ণ।—কে বাবা তোমরা? ধ্রুব, প্রহ্লাদ? ওরে শালারা! এ সময়ে আমার মুখে কি হরিনাম শোভা পায়? সুরাপান শোভা পায়।

যদু।—রাধামাধব! রাধামাধব।

মধু।—চল যদু, এখান থেকে।

কৃষ্ণ।—বাবা, মদ না দিলে যেতে দিচ্চি নি।

মধু।—আমরা কি মদ খাই?

কৃষ্ণ।—হু'শালা তুই মদের পিঁপে!

মধু।—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কৃষ্ণ।—চাদর পিরিহান্ তোল তো বাবা!

মধু।—কেন তুল্‌বো?

কৃষ্ণ।—বগলে মদের বোতোল লুকুনো আছে।

মধু।—মশায়, সাবধান হ'য়ে কথা কন্।

কৃষ্ণ।—চোপ্, রও শালা!

যদু।—ও মধু! ওয়ে ঢিল ফেলা আর মাতালকে ঘেঁটানো সমান।

কৃষ্ণ। কি রে রাস্‌কেল্! আমি গু? আমি গু?

তো ব্যাটাদের এখনও বস্তুপরিচয় হয় নি। আমি ও নয় বাবা, আমি বমি। এই দ্যাখ্।

(নাক্কার তোলন)

যদু ও মধু।—রাম! রাম! গায়ময় বমি ক'রে দিলে হে!

কৃষ্ণ।—এখনও বাবা, মুখময় বাকি।

যদু।—পালিয়ে এস মধু, পালিয়ে এস।

মধু।—এমন জায়গায় আমাকে আনা তোমার ভাল হয় নি। একে চিৎপুর রোড্, তা'তে সন্ধ্যাবেলা,—তা'তে আবার বেশ্যার বাড়ীর উপরে বারাণ্ডা, নীচে দরজা। এ স্থান অতি কুস্থান—সাক্ষাৎ নরককুণ্ড।

বারাণ্ডার উপর চমৎকারের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ওহে স্বর্গের দেবদূতদ্বয়! তবে দয়া ক'রে এ দাস গোঁসাইকে নরককুণ্ড হ'তে উদ্ধার কর, বাবা!

মধু।—আমাদের কম্ম নয়। যে তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌বে, সে ওই বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রয়েচে।

কৃষ্ণ।—(বারাণ্ডার দিকে দেখিয়া) বাহবা—বাহবা! ঐ যে স্বর্গের বারাণ্ডায় আমার পতিতপাবনী দেবদূতী!

মধু।—ও যদু! আবার এক ব্যাটা কে ছুটে আস্‌চে। পালাই চল।

[যদু ও মধুর প্রস্থান।

একজন ভদ্রবেশধারী জুয়াচোরের প্রবেশ ও কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে ফেলিয়া দিয়া অপর দিক্ দিয়া বেগে প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—(ভূতলে পড়িয়া)—বলি, ওহে দেবতি! এই রকম ক'রে কি পতিতকে উদ্ধার ক'র্ত্তে হয়, বাবা? একবারে এক হন্দর পাথর মেরে রাস্তার কাদায় লুটিয়ে দিলে, সুন্দরি!

বেগে একজন গাড়োয়ানের প্রবেশ।

গাড়ো। গাড়ীভাড়া ইগারা আনা দেকে তব ভাগো। (কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে গাড়োয়ানের জাপ্টাইয়া ধরা)

কৃষ্ণ।—কে তুমি, বাবা?

গাড়ো।—করিম্‌বক্স্ গাড়ীওয়ান্।

কৃষ্ণ।—আমার অপরাধ?

গাড়ো।—মেরা গাড়ীসে কুদ্‌কে কাঁহা ভাগ্‌তা গে বাবু? ভাড়া দেও, তব্ যাঁহা খুসী যাও।

কৃষ্ণ।—আমি তোর গাড়ী চড়ি নি। আমি বাবা গোঁসাই গোবিন্দ মানুষ। এগার আনা থাক্‌লে আজ জন্মাষ্টমীর বাজারে দু'শ' রগড় ক'র্ত্তেম।

গাড়ো।—গোসা গন্দো মানুখ ম্যায় নেহি জান্‌তা হুঁ। জল্‌দি কেরায়া দেও।

কৃষ্ণ।—যে শালা তোর গাড়ী চ'ড়েচে, সে শালা যেন জন্ম জন্ম চড়ে।

গাড়ো।—আরে তুম্ চড়া থা।

কৃষ্ণ।—কভি নেহি। ও শালা হামুকো রাস্তামে পটক্ দেকে উধর ভাগ্ গিয়া হ্যায়।

গাড়ো।—মেরা আঁখ্ নেহি হ্যায়?

কৃষ্ণ।—তা' হ'লে কি বাবা চোর ছেড়ে সাধু ধর।

গাড়ো।—কাহে ঝুট্ মুট্ বক্ বক্ কর্‌তা হ্যায়? কেরায়া দেও তো দেও, নেহি হাম্ পাহারওয়ালাকো বোলাউঙ্গা।

কৃষ্ণ।—(বারাণ্ডার দিকে তাকাইয়া)—ও চমৎকার বিবি! নেমে এসে সদর দরজাটা খুলে দাও, ভাই! নৈলে বড় মুস্কিল।

চমৎকার।—(বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া)—কে তুই রে? কেন তোকে দরজা খুলে দেবো?

কৃষ্ণ।—তোমারি গোলাম কেষ্টদাস গোসাই।

চমৎ।—আমি তোকে চিনি নি।

কৃষ্ণ।—সে কি, বাবা! কাল রাত্রে যে তোমাকে পঁচিশটে টাকা দর্শনী দিয়ে গেচি।

চমৎ।—কাল্‌কের কথা কাল গেছে। আজ্‌কে তা'র কি?

কৃষ্ণ।—তা থেকে দয়া ক'রে এগার আনা

পয়সা ধার দাও। এই কাল্‌কের কথায় আজকে জের। আবার কাল আমি এগার আনায় এগার টাকা পুষিয়ে দেবো। মাইরি ব'ল্‌চি।

চমৎ।—আমি মাতালের কথা বিশ্বেস করি নি।

কৃষ্ণ।—বটেরে শালী বটে! মাতাল বই তো বেটীদের গতিমুক্তি কই? মাতাল শালারাই তোদের চোদ্দ পুরুষ আর তো শালীরাই মাতালের চোদ্দ পুরুষী!

চমৎ।—আরে মর্ পাজী ছুঁচো ব্যাটা! আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের সাম্নে গাল দিচ্চিস্। গায়ে চূণ গুলে ঢেলে দিচ্চি দাঁড়া। (উচ্চৈঃস্বরে)—ঝী!

নেপথ্যে ঝী।—যাই গো দিদিবাবু!

চমৎ।—শীগ্‌গির এক ঘটী চূণ গুলে আন্ তো। আজ গোঁসাই ঠাকুরকে চূণকাম ক'রে দি।

কৃষ্ণ।—ও বাবা গাড়োয়ান! ছাড়্ ছাড়্, নৈলে চূণগোলায় ঘুলিয়ে যা'ব।

গাড়ো।—কভি নেহি ছোড়েঙ্গে। পাহারওয়ালা! পাহারওয়ালা!

এক ঘটী চূণগোলা লইয়া বারাণ্ডায় ঝীর প্রবেশ।

ঝী।—এই নেও, দিদিবাবু, চূণগোলা।

কৃষ্ণ।—ও বুড়িয়ান, জল্‌দি ছোড়ো।

গাড়ো।—আউর জোর্‌সে পক্‌ড়েঙ্গে।

কৃষ্ণ।—তোমারও দফা রফা হ'বে।

গাড়ো।—কুছ্ পরওয়া নেহি। দেখ তো ভালা! হাম্‌রা তালাও সে সোণাগাছী—সোণাগাছীসে নতুনবজারকা শুঁড়ীকা দোকান—ফের উঁআসে ইঁআ মেছুয়াবাজারকা মোড়। ইহাঁ আয়কে বেকেরায়া গাড়ী ছোড়্‌কে ভাগ্‌তা হ্যায়। এয়সা ভোদোর মানুষ তোম্!

কৃষ্ণ।—হাম্ তোমারা গাড়ীমে নেহি চড়া হ্যায়।

গাড়ো।—তোমারা বাবা চড়া হ্যায়।

কৃষ্ণ।—চোপ রও, শূয়ার!

চমৎ।—হাঁ রে ড্যাকরা গোঁসাই, এখানে মুখখিস্তি। এই যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল। (বারাণ্ডা হইতে চূণগোলা ঢালিয়া দেওন)

কৃষ্ণ।—এ কি বাবা! এই কি তোমার মনে ছিল? আমাকে রাবণেও মাল্লে—রামেও মাল্লে!

চমৎ।—দূর্ ব্যাটা দূর!

কৃষ্ণ।—ওহো ঠিক্—রাবণেও মাল্‌লে, মন্দোদরীতেও মাল্‌লে!

চমৎ।—ফের্ যদি চেঁচা'বি, তো মুড়ো খ্যাঙ্‌রা ছুড়ে মার্‌বো।

কৃষ্ণ।—তা' মারো, কিন্তু তুমি বড় বেরসিক। আজ জন্মাষ্টমী, কাল নন্দোচ্ছোব। কাল সকালে না ক'রে আজি রাত্তিরে দধিকাদা কোল্‌লে!

গাড়ো।—তোবা তোবা! মেরা ভি সারে বদন্ মে বিলকুল চূণা লপট্ গিয়া রে। য়েসা সহবৎ তেসা নাকা।

কৃষ্ণ।—আর কেন? এখনো ছাড়্, বাপা!

এক জন পাহারওয়ালার প্রবেশ।

পাহা।—আরে! দোনো শুওরা দারু পিকে শড়ক পর্ ক্যা গোলমাল্ লাগায়া হ্যায়?

(উভয়কে প্রহার)

গাড়ো।—পাহারওয়ালা জী! হাম্ গাড়িওয়ান্ হ্যায়।

পাহা।—চোপ্ রও, শালা!

কৃষ্ণ।—হাম্ কিষনদাস গুসাঁই। গুসাঁই আদ্‌মি দারু নেহি পিতা, বাবা!

পাহা। হাত্তেরি মাত্তোয়ারা! মেরা লাল পাগ্‌ড়ী দেখ্‌কে শালা গুসাঁই হুআ হ্যায়।

কৃষ্ণ।—আমাকে ছেড়ে দাও, পাহারওয়ালা বাবা! আমার বাড়ীতে আজ জন্মাষ্টমীর ব্রত।

পাহা।—লালবাজার পুলিষকা হাজৎমে জনমুষ্টমিকা বরৎ হোগা। চল্ শালা লোগ, চল্ জল্‌দি। (প্রহার)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় চিত্ররঙ্গ।

গোকুল—নন্দের গৃহ। রাত্রিকাল।

[নন্দ ও যশোদা নিদ্রিত। বসুদেবের যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রাখিয়া, তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত কন্যারূপিণী যোগমায়াকে গ্রহণ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—পত্নি! ঐ দেখ, যমুনা নদীর পরপারস্থ গোকুল গ্রাম। গভীর রাত্রিকালে গোপরাজ নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা নিদ্রিত। স্বয়ং যোগমায়া কন্যারূপে যশোদার গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন। ঐ দেখ, বসুদেব ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে রাখ্‌চেন, আর এক হস্তে কন্যারূপিণী যোগমায়াকে তুলে নিচ্চেন।

চিত্রকরী।—স্বামিন্! এখানিও চমৎকার চিত্র।

চিত্রকর।—এই বার শেষ চিত্ররঙ্গখানি দেখ্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—ঠন্‌ঠনের মোড়।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

যদু।—কেমন, ভায়া! চমৎকারের বারাণ্ডার নীচে কৃষ্ণদাস গোঁসাইজীর কৃষ্ণভক্তিটে কেমন টন্‌টনে দেখ্‌লে?

মধু।—ছি ছি, আর সেটার নাম ক'র না। ঐ সব গরুগুলো গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, সরল লোকদের শিষ্য করে—কাণে গুরুমন্ত্র দেয়। অমন গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়ার চেয়ে নরকে ডুবে মরা ভাল।

যদু।—এই বার এই ঠন্‌ঠনের মোড়ে দাঁড়িয়ে অপরাপর কাণ্ডকারখানা দেখি এস। চল, আমরা ঐ দিকের ফুটপাথে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোপাল ও নেপালের প্রবেশ।

গোপাল।—ওরে ন্যাপালে! সন্ধ্যে হ'য়েচে, চল্, গুলির আড্ডায় যাই। আজ জন্মাষ্টমীর পরব—বড় মজাটা হ'বে। আড্ডাধারী বড় পাঁচ পাঁচটা ছিটে খয়রাৎ ক'র্ব্বে।

নেপাল।—কোন্ আড্ডায়?

গোপাল।—এই যে শশধর ঠকুর যে বাড়ীতে বাসা নিয়েচেন, তা'রি উত্তর গায়ে আড্ডায়।

নেপাল।—এই ঠন্‌ঠনেতেই?

গোপাল।—হাঁ হাঁ। চল্ চ, দু'জনে গিয়ে খয়রাতি মিঠে ছিটে টানি।

নেপাল।—আড্ডাধারী চাটও দেবে?

গোপাল।—সেটি দিচ্চে না, বাবা!

নেপাল।—তবে আমার যাওয়া হ'ল না। চাটের পয়সা নেই।

গোপাল।—নেই বা থাক্‌লো মনে মনে চাট খা'বি চল্।

নেপাল।—মনে মনে চাট খেলেই যদি আশ মেটে, তবে তোর চাটের পয়সা আমায় দিয়ে তুই মনে মনে খা।

গোপাল।—মাইরি না কি!

[গোপালের প্রস্থান।

নেপাল।—তাই তো, খয়রাতি চাট না জুটলে তো খয়রাতি ছিটে পাঁচটা ফোপ্ যায়। তা' ভাবনা কি? যখন ঠন্‌ঠনের মোড়ে দাঁড়িয়েচি, তখন খয়রাতি চাটের যোগাড় তো হাতে। ঐ যে বাবা খয়রাতের আদমি আস্‌ছ্যায়। এই সময় পইতে গাছটা গলায় প'রে নি। মাইরি, বাবা! এক পয়সার পইতের সুতোয় অনেক পয়সা রোজগার ক'রেছি—ক'চ্ছি—ক'র্ব্বো।

এক দিক দিয়া বেড়াইবার পোষাকে গবেশ বাবু ও অপর দিক দিয়া আফিসের পোষাকে রমেশ বাবুর প্রবেশ।

গবেশ।—(রমেশ বাবুর সহিত সেকহ্যাণ্ড

করিয়া)—Halo Romesh! আজ বুধবার জন্মাষ্টমীর ছুটী, ত তুমি এ বেশে কেন?

রমেশ।—আমরা, ভাই, গবর্ণমেণ্টের চাকর, তা'তে আবার হাইকোর্টে কেরাণিগিরি করি। তোমাদের বারমাসে তের পার্ব্বণ! জন্মাষ্টমী তো জন্মাষ্টমী, তুর্গা অষ্টমীতেও তোমাদের ছুটী। আজ তো দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব ক'রেছেন, ছুটী তো পা'বে; টিকটিকীতে ডিম্ পাড়্লেও তোমাদের লম্বা হপ্তা হপ্তা ছুটী।

গবেশ।—তুমিও একটা গবর্ণমেণ্ট আফিসে ঢুকে পড় না কেন?

রমেশ।—ইচ্ছে তো বটে, কিন্তু যোগাড় কই? মুরুব্বি কই? সুপারিস কই? তোমার ভগ্নীপতির মত যার ভগ্নীপতি থাক্‌লে ভাবনা কি ছিল?

নেপাল।—ওগো বাবু মশয়রা! আমি বড় গরিব ব্রাহ্মণ আজ সারা দিন উপবাসী। দয়া ক'রে দু'টি পয়সা দেন, বাবা!

গবেশ।—তুমি বামুণ হ'য়ে জন্মাষ্টমীর দিনে খেতে চাও, তুমি কেমন বামুণ হে বাপু?

নেপাল।—নৈকষ্য কুলীন, বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান। পেটের ব্যারামী রুগী। মৃত্যুঞ্জয়পাত ডাক্তারের এলোপ পথ্যি ক'চ্চি, তাই এ বার জন্মাষ্টমী ক'ত্তে পারি নি।

গবেশ।—যাও যাও, পালাও।

নেপাল।—দোহাই বাবু মশয়, দিদেন একটা পয়সাও দেন।

গবেশ।—পাহারওয়ালা ডাক্‌বো?

রমেশ।—আঃ, কেন ওর সঙ্গে মিছে বকাবকি কর। ও ঠাকুর, এই নেও একটা পয়সা।

নেপাল।—(পয়সা লইয়া) আজ্ঞে, আমি দু'টি পয়সা চেয়েছিলুম।

রমেশ।—বটে! একটাই পাচ্ছিলে না যে।

গবেশ।—পালা এখান থেকে, ব্যাটা গুলিখোর!

নেপাল।—(স্বগত)—আর না, বাবা, এই বার পিট্‌টান দি।

[প্রস্থান।

রমেশ।—আমি যাই, ভাই! খোক্‌ড়া খুক্‌ড়ী ছাড়ি গে।

গবেশ।—আচ্ছা। Good bye.

রমেশ।—Good bye.

[প্রস্থান।

একটা কাঠের বাক্স গাড়ী করিয়া এক জন খঞ্জ ভিক্ষুককে টানিয়া লইয়া তাহার এক জন আত্মীয়ের প্রবেশ।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—সেলাম বাবু সাহেব! লেংড়াকো একঠো পয়সা ভিখ্ দিজিয়ে, বাবা! খোদা আপ্‌কা পর্‌বস্তি করেগা, বাবা!

গবেশ।—দুস্‌রা জায়গা যাও।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—দোহাই বাবা! আপ্ বড়ে আদ্‌মি হ্যায়, দাতা!

গবেশ।—যাও যাও। পয়সা নেহি হ্যায়।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—একঠো আধেলা দিজিয়ে।

গবেশ।—এক কৌড়ী নেহি হ্যায়।

এক জন মালীর প্রবেশ।

মালী।—চাই ভাল যুঁয়ের গোড়ে। বোঁটা-কাটা খোয়ে খোক্‌রো গোড়ে। চাই খাসা গোলাপ ফুলের তোড়া। চাই মল্লিকে মালা পাতাজোড়া।

গবেশ।—ওরে ফুলওলা! কই দেখি, কেমন যুঁয়ের গোড়ে।

মালী।—এই দেখুন, বাবু!

গবেশ।—ঠিক্ দর কত?

মালী।—এক ছড়া, না জোড়া?

গবেশ।—এক ছড়ায় যে পাঁটাছেঁড়া হ'ব, বাবা! জোড়া চাই।

মালী।—এজ্ঞে, তা'রি তরেই আমরা জোড়ায় পাত জোড়া করি। আমরা সৌকিন নোক চিনি

গবেশ।—কি ক'রে চিন্‌লি?

মালী।—এ রকম ছাঁচেঢালা চেহারায় আর টেনার সপের পোষাকে। গোড়ের জোড়ার এক ছড়া আপনার, আর এক ছড়া হুঁ হুঁ—তেনার।

গবেশ।—(সহাস্যে)—দূর ব্যাটা!

মালী।—আপনি আপনার বাবুনীর ঠিকানা ব'লে দিন্। আমি রোজ রোজ ফুল যুগিয়ে আস্‌বো। পথে কেনার চেয়ে রথে কিন্‌লে দামেও সস্তা হ'বে।

গবেশ।—তুই তো বড় রসিক মালী রে!

মালী।—(নমস্কার করিয়া)—আপনারি হাওয়া লেগে। তা' যাক্, বলুন, আপনার কেষ্টপক্ষের তেনার ঠিকেনাটা।

গবেশ।—তা' হ'লে খুব সস্তা দরে দিবি?

মালী।—সস্তা ব'লে সস্তা—দু'ছড়ায় চার ছড়া ফাও।

গবেশ—হুঁ, বলিস্ কি রে! আচ্ছা, চিৎপুর রোড্ ২৩৪৫ নং বাড়ী।

মালী।—নামটি?

গবেশ।—চমৎকার বিবি।

মালী।—ওহে—সে তো আমার—

গবেশ।—আমার কি রে?

মালী।—আমার পুরুণো ঘর।

গবেশ।—তা' যাক্। এ জোড়াটা কত নিবি?

মালী।—চার আনা।

গবেশ।—তবেই তুই সস্তা দিয়েচিস্।

মালী।—আচ্ছা, তিন আনা।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—বাবা, এই তিন তিন আনা পয়সা খরচ কিয়া হায়। হাম্‌কো একঠো আধেলা ভি নেহি মিলা—হা হা!

গবেশ।—তোম্ চমৎকার বিবি হোতা তো এক আধেলা কাহে, বহুৎ বহুৎ রুপেয়া মোহর মিল্‌তা থা।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—তোবা তোবা! চল্ রে মেহেদি, ইহাঁসে।

[খঞ্জ ভিক্ষুকের প্রস্থান।

এক জন ডাবওয়ালার প্রবেশ।

ডাবওয়ালা।—(বস্ত্রাচ্ছাদিত কটা ঝুড়ী মাথায় করিয়া)—চাই কাঁচের ডাব—বড় কাঁচের ডাব।

গবেশ।—ওরে কাঁচের ডাব।

ডাবওয়ালা—এই যে গবেশবাবু এখানে। ক'টা দেবো?

গবেশ।—আজ আর বেশী না একটা দে।

ডাবওয়ালা।—সে কি বাবু! আজ অষ্টমীর বাজার।

গবেশ।—দুটো সেখানে আছে

ডাবওয়ালা।—যা' হয় নিন্। আজ দর বেশী।

গবেশ—কারণ?

ডাবওয়ালা।—আজ দিনটে কি নেন তো?

গবেশ।—আজ আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে নাওয়াবার জন্যে তোর কাঁচের ডাবের লাগবে না কি? তাই কি আজ দর বেশী? যাক্, কত দেবো?

ডাবওয়ালা।—অন্যি দিন একাকা চোদ্দ আনা। আজ আড়াই টাকা।

গবেশ।—ইস্, বড় চড়া।

ডাবওয়ালা।—না, বাবু, বড় সো

গবেশ।—এক টাকা চোদ্দ আনার আড়াই টাকা খোঁড়া?

ডাবওয়ালা।—আপনি হ'চ্চেন এন আমীর ওমরা—রাজা বিশেষ নোক। আপনার কাছে আড়াই টাকা তো আড়াইটে খোলকুচি। আপনকার হাত এম্নি দরাজ যে, দেজ একটি পয়সাও রাখেন না। আপনকার গিনপোত ধনুজ্জয় বাবু আপনকাকে মস্ত চাকরি দিয়ে দিয়ে-চেন। মসে মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে। তা'র মধ্যে চমৎকার বিবিকে মাসোসে তিন শো খানিক টাকা খরচ দেন। দেখুন্‌খি, বাবু, দাতাকর্ণর চেয়েও আপুনি দাতা কি না

গবেশ।—ওরে মহশা! হাত দরাজে দেরাজ খালি—দেনাজ্বালায় হাড় কালি!

ডাবওয়া।—তা' হোক্ তা' হোক্, নৈলে আমাদের চ'ল কিসে? এ কাঁচের ডাবের জল আপনকারা খায় কে?

গবেশ। তুই ব্যাটা বড় মিষ্টিমুখো জোঁক! আমার রক্ত খেয়ে ছাড়্বি নি দেখ্‌চি।

ডাবওয়া—(স্বগত)—চমৎকার হেন ছুঁড়ী আর মহশা এন শুঁড়ী, তোমার রক্ত তো রক্ত, তোমার হাড়খাবো, মাস খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগডুগী বাজা।

গবেশ।—ওরে মহশা! পাহারওয়ালার সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর সহেব আসচে রে।

ডাবওয়া—আসুক্ শালারা। আমিও তা'র পথ রেচ। চাই ভাল কচি ডাব—কচি ডাব—বড় কডাব।

পাহারালার সহিত ইন্‌স্পেক্টর হেবের প্রবেশ।

ইন্।—এটুম্ ক্যা বেচ্‌তা হ্যায়?

ডাবওয়া—(সেলাম করিয়া)—কচি ডাব।

ইন্।—মে কচি ডাব?

ডাবওয়া—আজ যে জন্মষ্টমী, সাহেব!

ইন্।—ও কচি ডাব ডেকলাও।

ডাবওয়া—যে এজ্ঞে, ধম্ম অবতার! এই দেখুন। (ঝু নামাইয়া উপর থাকে সজ্জিত কএকটি ডাবাওন)

ইন্।—হট্ সিং!

পাহা।—খাবন্দ!

ইন্।—ঠো ডাব উঠায় লেও।

ডাবওয়া—আমি বড় গরিব। একটা লেও, সাহেব

ইন্।—ঢ রও, শালা শূআরকা বাচ্চা! হনুমন্ট সিং তিনঠো উঠায় লেও।

[তিনডাব লইয়া পাহারওয়ালার মত ইনস্পোকটরের প্রস্থান।

গবেশ।—তিন তিনটে ডাব অম্নি অম্নি নিয়ে গেলো রে?

ডাবওয়ালা—থানা পুলিষের সব ব্যাটাই ডাকাত—সব ব্যাটাই চোর।

গবেশ।—মহেশ! তুই ভারি চালাক। পুলিষের লোক দেখেই কচি ডাব হাঁকলি—আবার বা'র ক'রে দেখা'লি।

ডাবওয়ালা।—এই বার পুলিষের লোকের কাছে কাঁচের ডাব বা'র করি। আমার বেতের ঝুড়ীর দোতালায় কচি ডাব, একতলায় কাঁচী ডাব। এই নিন, বাবু, একটা বেরাণ্ডির বোতোল। শীগ্‌গির দামটা দিন্।

গবেশ।—(বোতল লইয়া)—বেশ্ টাট্‌কা তো?

সহসা দুই জন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার প্রবেশ ও গবেশ বাবু ও ডাবওয়ালাকে গ্রেপ্তার করণ।

গবেশ।—আমায় কেন? ওকে ধর।

ডাবওয়ালা।—আমায় কেন? ওকে ধর।

১ গোয়েন্দা।—দোনো শালাকো থানেমে লে যায়েঙ্গে। রাস্তেমে ছিপ্‌কায়কে দারু বেচ্‌না ওর মোল্‌না একি হ্যায়।

গবেশ।—হাম্ নেহি মাগা।

১ গোয়েন্দা।—হাম্ লোক্‌কো পছান্তা নেহি? এই দেখো। (উভয় গোয়েন্দার ছদ্মবেশ ত্যাগ)

ডাবওয়ালা।—(সভয়ে, স্বগত)—ও বাবা! সেই উনিশপোক্ত সাহেব!—সেই হনুমান সিং! (প্রকাশে)—সাহেব! আমায় আর কেন? এই পাঁউরুটি খেতে দুটো টাকা নিন্।

ইন্।—ডেও। (টাকা গ্রহণ)

গবেশ।—এইখান দশ টাকার নোট দিচ্চি, সাহেব!

ইন্।—What? a piece of ten rupees' currency note only? Thank...

গবেশ।—Very well, one piece more. এই নেও, সাহেব, কুড়ি টাকা।

ইন্।—(নোট লইয়া)—হনুমন্ত সিং, লে চলো ডোনো শালাকো ঠানেমে।

গবেশ।—সে কি, সাহেব! ঘুষ দিলেম যে!

ইন্।—ফের্ ঘুষ ঘুষ করো টো ঘুষা ডেঙ্গে।

ডাবওয়ালা।—সাহেব! আমাকেও কি থানায় যেতে হ'বে?

ইন্।—টোমারা বাবাকোভি যেটে হুবে। চলো শালা!

[সকলের প্রস্থান।

যদু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যদু।—কেমন ভায়া কেমন গবেশ বাবু দেখলে? কেমন ডাবওয়ালা দেখ্‌লে? কেমন ইন্‌স্পেক্টর, পাহারওয়ালা দেখ্‌লে?

মধু।—এ সকল পাপিষ্ঠদের এ জন্মে আর যেন কখন দেক্তে না হয়।

যদু।—অন্যত্র চল। আরো রকম রকম ব্যাপার দেখাই।

মধু।—ব্যাপার নিয়ে তুমিই ব্যাপার কর। আমি এ রাত্রে আর কোথাও যাচ্চি নি।

যদু।—আচ্ছা আজ তবে বাসায় চল। কাল সকালে বাবু বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী নন্দোৎসব দেক্তে যা'ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ চিত্ররঙ্গ।

মথুরা—বধ্যভূমি।

[ভূতলে বৃহৎ শিলাপট্ট স্থাপিত। কংসের হস্ত হইতে যোগমায়ার শূন্যে উত্থিত হইয়া অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তিতে অবস্থিতি। বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া কংস ও তদীয় অনুচরগণের নানাবিধ ভাবে অবস্থিতি।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়তমে! এইখানি জন্মাষ্টমীর শেষ চিত্ররঙ্গ। ঐ দেখ, বসুদেব যেখানে প্রসূতা যোগমায়াকে এনেছিলেন, কঠিনপ্রাণ কংস তাঁ'কে বিনাশ কর্‌বার জন্য, যেমন শিলাপটে নিক্ষেপ ক'র্‌বে, অমনি তিনি কংসের মুষ্টি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে আকাশে উত্থিত হ'য়েন। দেখ দেখ, যোগমায়া অষ্টভুজধারিণী নীলবর্ণ মূর্ত্তিতে কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাচ্চেন। আর ঐ দেখ, অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে দুরাত্মা কংস ও তাহার অনুচরেরা ভয়ব্যাকুল চিত্তে নির্ব্বাক্ হ'য়ে নানা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রকরী।—স্বামিন্! তোমার চিত্ররঙ্গখানি দেখে আমি যা'র পর নাই আনন্দিত হ'লেম। আমার বড় সাধ, তুমি দয়া ক'রে পূজারও এইরূপ চিত্ররঙ্গ তোয়ের ক'রে আমার এই দাসীকে নতুন সুখে সুখী ক'র্ব্বে।

চিত্রকর।—আচ্ছা; আমি বিশেষে চেষ্টা ক'র্ব্বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী।

(নন্দোৎসব উপলক্ষে লোকদের দধির খেলা)

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ও ভাই যদু! ঐ দেখ ঠাকুরদালানে রূপোর সিংহাসনে সোণার দোলায় ঐ কেমন দুল্‌চেন। এস, ভগবানকে প্রণাম করি।

(উভয়ে প্রণাম)

কীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—(নন্দোৎসবসঙ্কীর্ত্তন [ঝুমর])

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরিহরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্ম নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাঞা।
হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধিদুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচয় নাচ রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আন হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥"

বংশিধরঘোষের পুত্র দণ্ডধর ঘোষের লাঠিহস্তে টলিতে টলিতে প্রবেশ।

দণ্ড।—(বৈষ্ণবগণের প্রতি)—এইও, তোম্‌লোক্ কোন্‌হায়?

১ম বৈ।—বাবুজী! বৈষ্ণব আমরা।

দণ্ড।—মানে কেন, বাবাজী?

২য় বৈ।—আপনি যে বাবুজী।

দণ্ড।—তবে তোমরা বাবুজীর নেঙ্গড় বাবাজী?

২য় বৈ।—বাবুজী নৈলে বাবাজীর সেবা চলে কই!

দণ্ড।—(রাগে)—কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা? আমি তবে তোদের সেবাদাসী? ব্যাটার খোল ভেঙেছি, দাঁড়া।

২য় বৈ।—(সভয়ে) বাবুজী! এ মাটির খোলে আপনার লাভ?

দণ্ড।—তবুঝি আমার জন্যে সর্বের খোলের বন্দোবস্ত ক'ত্তে চাও? আমি কি গরু রে টিকিওয়ালা?

২য় বৈ।—রাধে রাধে! আপনি অমন কথা মুখে আনবেন না। আপনার পিতা বংশিধর বাবু পরম কৃষ্ণভক্ত।

দণ্ড।—আমার বাবা পরম কেষ্টভক্ত, কিন্তু আমি গরম কাঠভক্ত। আজ কাঠের লাঠি মেরে তোর খোলকে ঘোল খাওয়াচ্ছি।—(লাঠি উত্তোলন ও বৈষ্ণবগণের গোলযোগ করিতে করিতে পলায়ন; কিন্তু দণ্ডধরের হস্তে এক জন বৈষ্ণবের ধৃত হওন)—তুই কে? তোর মাথায় হলদে গামছার পাগড়ী কেন? কানে আমডাল গোঁজা কেন? কাঁধে বাঁক কেন?

৩য় বৈ।—আমি বাবা নন্দঘোষ।

দণ্ড।—(বিকটহাস্যে) O, you nasty beggar! তুইই কেষ্ট ঠাকুরের বাবা। তা ঠিক, কেষ্টা ব্যাটা যেমন কালো ভূত, তা'র বাবা ব্যাটাও তেমি জঙ্গলা দূত! আর আমার বাবা ব্যাটাও ততোধিক কিম্ভূত! নৈলে এ ব্যাটার কেন ছেলেটাকে সোণার দোলায় দোলায় আর আমাকে ভোলায়। (প্রহার)

৩য় বৈ।—বাবা রে! খুন ক'ল্লে রে!

[পলায়ন।

দণ্ড।—ব্যাটা, দণ্ড ঘোষের কাছে নন্দ ঘোষ! আজ ঘোষে ঘোষে ঘুঁসোঘুঁসি। (লম্ফপ্রদান ও ভূতলে পতন)

যদু।—মধু! মধুপানের মজা দেখ্‌চো?

মধু।—যদু! মধু মধু কোরো না। নাম শুনে কান কামড়া'বে। স'রে পড়ি এস। ভ্যালা জন্মাষ্টমী দেখা'লে, ভায়া!

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

প্রমদ্বরা।

পৌরাণিকী গীতিনাটিকা।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধর্ম্মরাজ যম ও মৃত্যু।

প্রমতি	... ...	ঋষি।
স্থূলকেশ	... ...	ঋষি।
রুরু	... ...	প্রমতির পুত্র।
উদ্দালক	... ...	রুরুর সখা।
কঠ	... ...	প্রমতির শিষ্য।
[illegible]ত	... ...	প্রমতির শিষ্য।

স্ত্রী।

মেনকা	...	অপ্সরা ও প্রমদ্বরার জননী।
প্রমদ্বরা	...	স্থূলকেশের পালিতা কন্যা ও রুরুর পত্নী।
মালতী	... ...	প্রমদ্বরার সখী।
মাধবী	... ...	প্রমদ্বরার সখী।

মায়ারমণীগণ। প্রমদ্বরার অন্যান্য সখীগণ। বৃদ্ধা যুবতী ও পুজিকা ব্রাহ্মণী।

নাট্যসূচনা।

নদীতট।

নদীজলে প্রস্ফুটিত শতদলোপরি মায়ারমণীগণ দণ্ডায়মানা।

মায়ারমণীগণ। (গীত)

মায়ার মায়ায়, মায়ার ছায়ায়,
আয় লো খেলি মায়ার খেলা।
ভাবে অবস্থিতি।
মায়ায় মিশে, মায়ায় হেসে,
মায়ায় শেষে ভাসাই ভেলা।
মায়ায় মোহিয়ে মায়ের মা[illegible] মেয়েটি পাব ত
মায়াগুণে মুনি অমনি এখনি মেয়েটি তুলি কোলে
হের ওলো সই, মা তুমি ওই,
মেয়ে ভাসাইল মেনকা বা।
আয় ডুবে থাকি, ডুবে ডুবে দেখি,
অাজের নতুন [illegible]নালীলা

(জলমধ্যে মায়া রমণীগণের অদর্শন হও[illegible]

একটি বৃহৎ মৃন্ময়পাত্রমধ্যে সদ্যঃপ্রসূত কন্যা রক্ষা করিয়া মেনকা অপ্সরার প্রবেশ।

মেনকা। (ভূতলে মৃন্ময়পাত্র রক্ষা করিয়া, গীত

কারা যেন পশি মরমপ্র[illegible]
কি যেন কহিল আমার কানে
ভেব না অন্তরে, নব কুমারী
আধারে ভরিয়ে ভাসা জলে
জগতে ঘটিবে নবীন ঘটনা,
কোটি কোটি লোকে করিবে রটনা;
প্রকৃত প্রেমের প্রকৃত মহি[illegible]
গীত হবে নরীর গলে

(মহাদুঃখে নদীজলে কন্যাসহ মৃন্ময়পাত্র ভাসাইতে ভাসাইতে গীত)

মায়ের মায়া ভাসায় আগে,
ভাসায় শেষে বাছা রেখে রে!